অনুসন্ধান

কিতাবুল মোকাদ্দস

একটি পূর্ণ অধ্যয়ন কিতাবুল মোকাদ্দস

জবুর শরীফ

BACIB VERSION

গবেষণা, গ্রন্থনা ও সম্পাদনা: সামসুল আলম পলাশ (এম. টিএইচ)

প্রকাশক:

বিবলিক্যাল এইডস্ ফর চার্চেস এণ্ড ইনষ্টিটিউশনস্ ইন বাংলাদেশ (BACIB) এবং ইন্টারন্যাশনাল বাইবেল চার্চ (IBC)

Exploratory Kitabul Moqaddas (অনুসন্ধান কিতাবুল মোকাদ্দস)

Bible Text: BACIB VERSION KM

Copyright © Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)

Study materials are taken from: Various sources of published Study Bibles, Bible Handbooks and Commentaries.

List of the Various Sources:

- The NIV Study Bible, published by the Zondervan Corporation, 1985
- GNB Study Bible, published by United Bible Societes, 2001
- New Unger's Bible Handbook, published by LD, ABWE, 2001
- Halley's Handbook, published by Zondervan, 1961
- New Bible Commentary, published by Universities and Colleges Christian Fellowship, 1994
- New Testament Commentary, published by PCB, 2007
- Bijoy Study Bible, published by AOG, Bangladesh, 2006
- Life Application Study Bible, published by Tyndale House Publishers, Inc. and Zondervan Publishing House, 1988
- Kitabul Moqaddas Dictionary, published by BACIB, 2010

Research, Study, Translation, Editing and Rewriting: Shamsul Alam Polash (M. Th)

Co-translator: Joash Nitol Baroi, Samuel Alam Ricky, Bitu Bakshi

Graphics and Maps: Ruth Salome

This *Exploratory Kitabul Moqaddas* has been developed and Printed under the partnership program with Light Foundation Bangladesh.

Published by:
Biblical Aids for Churches & Institutions in Bangladesh (BACIB) & International Bible Church (IBC)
Road # 4, House # 12, Sector # 7, Uttara, Dhaka 1229
Phone and Email to Contact: 01789822058; contact@ibc-bacib.com; bacib321@gmail.com

Visit: www.ibc-bacib.com

BACIB | International Bible CHURCH

জবুর শরীফ

ভূমিকা

লেখক ও নামকরণ

জবুর শরীফ কিতাবটিতে ঈমানদারদের জন্য পাক-কিতাবের খুব প্রিয় কিছু অংশ রয়েছে। জবুর শরীফ কিতাবটি ১৫০টি গজলের বা গীত-গানের একটি সঙ্কলন যেখানে বিভিন্ন ধরনের আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে, যেমন: আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত ও ভক্তি, গুনাহ্‌র কারণে দুঃখবোধ, চরম দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাতেও আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভরতা, ভয় ও আস্থার সংঘাত, চারপাশ অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হলেও আল্লাহ্‌র সাথে পথ চলা, আল্লাহ্‌র প্রতিপালনের জন্য তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা, আল্লাহ্‌র কালামে অবধান এবং এই দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ হওয়ার মাধ্যমে বিজয় অর্জনের প্রতি তীব্র আত্মবিশ্বাস।

জবুর শরীফের ইংরেজী শিরোনাম সাম (Psalms) নামটি এসেছে গ্রীক শব্দ *psalmos* থেকে, যার হিব্রু অনুবাদ করা হয়েছে *mizmor*, অর্থাৎ "গজল" বা গান। জবুর শরীফের বেশ কিছু অধ্যায়ের শিরোনামের এই গজল শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (যেমন জবুর ৩ অধ্যায়)। ইঞ্জিল শরীফের যুগে কিতাবটির গ্রীক নাম প্রতিষ্ঠিত হয় (লূক ২০:৪২; প্রেরিত ১:২০)। এই কিতাবের হিব্রু নাম হচ্ছে তেহিলিম (*Tehillim*), বা "প্রশংসা," যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় যে, জবুর শরীফে সঙ্কলিত গজলগুলো মূলত এবাদতের সময়ে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করার জন্য গাওয়া হত।

বিষয়বস্তু

জবুর শরীফের হিব্রু নাম তেহিলিম বা "প্রশংসা" মূলত কিতাবটির মূল বিষয়বস্তুকেই প্রকাশ করে। আজকের দিনেও আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এবাদত বন্দেগীতে জবুর শরীফ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। তবে জবুর শরীফের প্রত্যেকটি আয়াতই গভীর ও নিগূঢ় শিক্ষা বহন করে। সমৃদ্ধি ও সুখী জীবন যাপনকারী মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে শুরু করে দুঃখী ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের ক্রন্দন, তীব্র একাকিত্বে ভুগতে থাকা ব্যক্তির হাহাকার – সব কিছুর মধ্যেই যেন আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন ও তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার এবং সেই সাথে তাঁর এবাদতে সামিল হওয়ার আহ্বান প্রত্যেকটি গজলে ফুটে উঠেছে।

লেখকত্ব, উপলক্ষ্য ও সময়কাল

বেশ কয়েকটি গজলের শিরোনাম রয়েছে (যেমন, জবুর ৩ ও ৪)। এই শিরোনামগুলোতে রয়েছে গজল গাওয়ার ভঙ্গি বা সুর সম্পর্কিত নির্দেশনা, বিশেষ ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ এবং অনেক ক্ষেত্রে গজলটির মূল লেখকের পরিচয়। হিব্রু ভাষায় "এর" শব্দটি (যেমন "দাউদ এর") বলতে জবুর শরীফে বোঝানো হয়েছে গজলটি নাম উল্লেখিত ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হয়েছে, বা তাঁর সম্পর্কে রচনা করা হয়েছে (জবুর ৭২ আয়াতের নোট দেখুন)। আবার অনেক ক্ষেত্রে একই শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে যিনি গজলটি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন তার নাম। "দাউদের গজল" কথাটি দিয়ে (জবুর ৩) স্বাভাবিক অর্থে দাউদের দ্বারা রচিত গজল বলেই ধরে নেওয়া যায়, কারণ আমরা জানি জবুর শরীফের অধিকাংশ গজল তিনিই রচনা করেছেন। ইঞ্জিল শরীফের অনেক আয়াতে এর নিশ্চয়তা পাওয়া যায় (যেমন মার্ক ১২:৩৬; প্রেরিত ২:২৫; রোমীয় ৪:৬; ১১:৯)। এর উপর ভিত্তি করে "দাউদের গজল" কথাটির মত (যেমন জবুর ১১) অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই প্রকাশভঙ্গির মধ্য দিয়ে রচয়িতাকে বোঝানো হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া হয়ে থাকে।

এভাবে লেখকত্ব নির্ধারণ করার কারণে অধিকাংশ গজলের রচয়িতা হিসেবে দাউদকেই চিহ্নিত করা যায়: ৭৩টি গজলের লেখক হিসেবে তাঁর নাম পাওয়া যায় এবং ইঞ্জিল শরীফে জবুর শরীফের আরও দুটি গজলকে দাউদের রচিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে (প্রেরিত ৪:২৫ আয়াতে জবুর ২ অধ্যায় এবং ইব ৪:৭ আয়াতে জবুর ৯৫ অধ্যায়)। অন্যান্য লেখকদের মধ্যে রয়েছে কারুনের সন্তানেরা (১১টি গজল), আসফ (১২টি গজল), সোলায়মান (সম্ভবত ২টি গজল), এবং মূসা (১টি গজল)। অন্যান্য গজলগুলোর রচয়িতাদের সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি।

কিতাবুল মোকাদ্দসের সামগ্রিক সাক্ষ্যের মধ্য দিয়ে জবুর

শরীফের প্রধান রচয়িতা হিসেবে দাউদের লেখকত্ব সমর্থন পায়। বাদশাহ্ দাউদ "বীণা বাজানোয় সুপারদর্শী ছিলেন" (১ শামু ১৬:১৬-২৩) এবং তিনি অত্যন্ত সফল একজন গীতিকার ছিলেন (২ শামু ১:১৭-২৭; ২২:১–২৩:৭)। সারা ইসরাইলের "সবচেয়ে সুমিষ্ট গজল রচয়িতা" হিসেবে তাঁর প্রশংসা ছিল সুব্যাপৃত (২ শামু ২৩:১), যে কারণে ইসরাইল জাতির এবাদত বন্দেগীর নিয়ম স্থির করার ক্ষেত্রে ১ খান্দাননামা কিতাবে তাঁর কেন্দ্রীয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় (যেমন ১ খান্দান ১৬:৪-৭, ৩৭-৪২; ২৩:২-৬; ২৫:১-৭)। এবাদতখানায় কারুনের সন্তানেরা পরিচর্যা কাজ করতেন (১ খান্দান ৯:১৯) এবং তাদের সাথে আসফ ছিলেন "মাবুদের গৃহের প্রশংসা গজল পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি" (১ খান্দান ৬:৩১)। (এছাড়া এটিও ধারণা করা যায় যে, এই দুটি নামে এবাদতখানায় দুটি প্রধান প্রশংসা গজলের দল ছিল)। বাদশাহ্ সোলায়মান তাঁর জ্ঞানের জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন, কিন্তু তিনিও গজল রচনা করেছিলেন (১ বাদশাহ্ ৪:৩২), যার মধ্যে রয়েছে জবুর শরীফের দুটি গজল (জবুর ১২৭ এবং সম্ভবত জবুর ৭২)। মূসার গজলটি ব্যবহৃত হত সমবেত জনতার কণ্ঠে গাওয়ার জন্য (হিজ ১৫:১-১৮; দ্বি.বি. ৩১:৩০–৩২:৪৪; এর সাথে দেখুন ৩৩:১-২৯)।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই সিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছিলেন যে, জবুর শরীফের গজলগুলোর শিরোনামের খুব কমই তাৎপর্য রয়েছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। তাদের এই ধারণার পেছনে যুক্তি ছিল এই যে, শিরোনামগুলো যে ধরনের শব্দ বা শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করা হয়েছে তা কিতাবুল মোকাদ্দসে ব্যবহৃত প্রমিত হিব্রু ভাষা নয়, বরং পরবর্তী সময়ে ব্যবহৃত হিব্রু বা অরামিক ভাষা। কাজেই তারা বলতে চান যে, বর্তমান জবুর শরীফটি মূলত খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মাত্র কিছু দিন আগে সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন মধ্য প্রাচ্যের প্রাচীন কিছু রচনা সম্প্রতি আবিষ্কৃত হওয়ার কারণে হিব্রু ভাষার পূর্ণ ইতিহাস এবং প্রাচীন ভাষার ব্যবহার সম্পর্কে জানার পথ সুগম হয়েছে। সে কারণে কিতাবটি রচনার সময়কাল নির্ধারণ করাটা বেশ দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই এখন মনে করেন বেশ কিছু গজল ব্যাবিলনের বন্দীদশার আগেই লেখা হয়েছে। গজলের শিরোনাম হিসেবে লেখকের নাম উল্লেখ থাকার পাশাপাশি আরও অনেক বিষয়ের কারণে এ কথা ভাবাটা যুক্তিসঙ্গত যে, এই শিরোনামগুলোর অবশ্যই বিশেষ মূল্য রয়েছে। ইঞ্জিল শরীফের রচয়িতাগণ দাউদকে এক বাক্যে জবুর শরীফের রচয়িতা হিসেবে মেনে নিয়েছেন (যেমন মার্ক ১২:৩৬; প্রেরিত ১:১৬; ২:২৫; রোমীয় ৪:৬; ১১:৯) এবং কোন কোন সময় কোন একটি কাহিনীর মুখপাত্র দাউদের লেখকত্বকে তার প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে তুলে ধরেছেন (যেমন লূক ২০:৪২; প্রেরিত ২:২৯,৩৪; ১৩:৩৬-৩৯)। দাউদ কর্তৃক রচিত ১৪টি গজলের শিরোনামে লেখকের নাম ছাড়াও আরও তথ্য রয়েছে, যেখানে প্রত্যেকটি গজলকে দাউদের জীবনের কোন একটি বিশেষ ঘটনার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অনেক সময় বলা হয়ে থাকে যে, এই কথাগুলো পরবর্তীতে গজলগুলোর সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যেহেতু এই বর্ণনাগুলো তৃতীয় কোন ব্যক্তির কথন অনুসারে সংযুক্ত করা হয়েছে (কারণ প্রত্যেকটি গজল গায়কের নিজস্ব কাহিনীর আকারে বর্ণিত হয়েছে)। অনেকে এই ভেবে অবাক হন যে, এ ধরনের একটি নিখুঁত সাহিত্যকর্ম (যেমন জবুর ৩৪ অধ্যায়) আসলেই শিরোনামের উল্লিখিত পরিস্থিতির মধ্যে রচনা করা সম্ভব কি না। এর উত্তরে বলা যায় যে, একজন লেখক যে নিজের সম্পর্কে তৃতীয় ব্যক্তির আদলে গজলের ভূমিকাটি তৈরি করতে পারবেন না এমন কোন কথা নেই (যেমন ইশা ২০:২; ইয়ার ২০:১-২; ২১:১-৩; ২৬:১-২৪; হোসিয়া ১:২-৬; ইত্যাদি)। তাছাড়া শিরোনাম থেকে এটা প্রতীয়মান হয় না যে, উক্ত ঘটনা চলাকালেই দাউদ গজলটি রচনা করেছিলেন। তবে দুটি গজলের শিরোনামকে কিছুতেই ১ বা ২ শামুয়েলের কোন ঘটনার সাথে মেলানো যায় না, এ বিষয়টি এ ধারণাকে সমর্থন করে না যে, পরবর্তী সময়ে একজন সম্পাদক পাক-কিতাবের সমস্ত ঘটনাবলী চুলচেরা বিশ্লেষণ করে গজলগুলোর শিরোনাম লিখেছেন। সব শেষে, এই ঐতিহাসিক তথ্য অনেক সময় জবুর শরীফের অর্থ ব্যাখ্যা এবং তা আমাদের জীবনে কীভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন সে প্রসঙ্গে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এ কারণে জবুর শরীফের নোটসমূহে এই তথ্যগুলো খুবই সহায়ক হয়েছে।

আপাতদৃষ্টিতে মাত্র কয়েকটি গজল আসলে বিশেষ কিছু উপলক্ষ্যের জন্যই লেখা রয়েছে এবং কিছু বিশেষ বিষয়ের মধ্য দিয়ে এদের সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়েছে (যেমন জবুর ২৪; ৬৮; ১১৮)। সম্ভবত মূল ঘটনার সাথে বিশেষ কোন উৎসবের ঘটনা যুক্ত করার জন্য এই গজলগুলো রচিত রয়েছে। অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এই নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হন যে, লেবীয় কিতাবে লিটার্জির যে দিনপঞ্জি পাওয়া যায় তা আসলে অনেক পরবর্তী সময়ের উদ্ভাবন এবং ইসরাইল জাতির শুরুর দিককার সময়ে (যখন কিছু কিছু গজল রচিত হয়ে গেছে) বিভিন্ন বার্ষিক উৎসবের আয়োজন করা হত যেগুলো অন্যান্য সংস্কৃতিতেও প্রচলিত ছিল। এ কারণে তারা এই বিশেষ প্রতীকী উৎসবগুলোর সাথে কিছু গজলকে সংযুক্ত করেছিলেন। এভাবে গজল তৈরি করার এ ধরনের ঘটনা প্রকৃতপক্ষে খুব দুর্লভ এবং আজকের দিনে অনেকেই কিতাবুল মোকাদ্দসের বিভিন্ন উৎসবের সাথে বিভিন্ন গজলকে মেলানোর চেষ্টা করেন। তবে এর একটি সমস্যা হচ্ছে, কীভাবে এবাদত বন্দেগী করা হত সে ব্যাপারে বহুল বিস্তারিত বর্ণনা পুরাতন

নিয়মেই নেই। উৎসবের পাশাপাশি লেবীয় ২৩:৩ আয়াতে সাপ্তাহিক বিশ্রামবার বা শাব্বাথের দিনকে "পবিত্র জমায়েতের দিন" বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি অস্পষ্ট যে, একটি গ্রামে প্রতি সপ্তাহে আসলে ঠিক কী ধরনের সমাবেশের আয়োজন করা হত, কিন্তু এটি নিশ্চিত যে, তা এবাদত বন্দেগীর আকারেই করা হত। এ কারণে জবুর শরীফের বেশ কিছু গজল যেমন বিশেষ কোন দিবসের জন্য বা উৎসবের জন্য উৎসর্গীকৃত ছিল (যেমন জবুর ৬৫ অধ্যায়টি হচ্ছে ফসল উত্তোলনের জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনস্বরূপ প্রশংসা গজল), সেই সাথে এই বিষয়টিও পরিষ্কার হয়েছে যে, অনেক গজলই সারা বছর গাওয়ার মত উপযোগী ছিল এবং তা প্রয়োজন অনুসারে যে কোন ক্ষেত্রে গাওয়া যেত। জবুর ৯২ অধ্যায়টি নিঃসন্দেহে সাপ্তাহিক বিশ্রামবারের এবাদত বন্দেগীর জন্য রচিত হয়েছিল।

একক গজলগুলো ইসরাইলের ইতিহাসের বিভিন্ন সময়কাল থেকে আহরিত হয়েছে: মূসার সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫তম বা ১৩তম শতাব্দী) থেকে শুরু করে দাউদ ও সোলায়মানের সময়কাল (১০ম শতাব্দী) এবং বন্দীদশা ও তার পরবর্তী সময়কাল (যেমন জবুর ১৩৭ অধ্যায়)। বেশ কয়েকটি বিষয় পরিষ্কারভাবে এ কথা প্রকাশ করে যে, আজকে আমরা যে জবুর শরীফ দেখতে পাই তা আসলে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করা গজলের সঙ্কলন। এই বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে:

জবুর শরীফকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করা এবং সেই সাথে এর ভেতরে আরও ছোট ছোট দলে ভাগ করা, যেমন জবুর ১-২; ১১৩-১১৮ (মিসরীয় হাল্লেল; জবুর ১১৩-১১৮ আয়াতের নোট দেখুন); জবুর ১২০-১৩৪) (আরোহণ সঙ্গীত); এবং জবুর ১৪৬-১৫০ আয়াতের সর্বশেষ হাল্লেলুইয়া (জবুর শরীফের কাঠামো নিয়ে আলোচনা দেখুন)।

প্রায় সম্পূর্ণ সদৃশ জবুর ১৪ ও ৫৩ অধ্যায়ের সহাবস্থান।

৭২:২০ আয়াতে দাউদের মুনাজাত শেষ হওয়ার ঘোষণা (যদিও এর পরে দাউদ রচিত আরও অনেক গজল রয়েছে)।

জবুর শরীফকে বর্তমান সঙ্কলিত রূপ দান করতে গিয়ে সংগ্রাহকেরা ঠিক কী ধরনের সম্পাদনা কৌশল অবলম্বন করেছেন সেটা বলা মুশকিল। অনুলিপি ও সঙ্কলনের প্রচলিত পদ্ধতিগুলোর মধ্য দিয়ে কিছু ছোট ছোট বিষয় সংযুক্ত করা হয়েছে, যেমন বানান ও ব্যাকরণগত সংশোধন এবং স্থানের নাম সংশোধন। যদি জবুর শরীফের লেখকরা সত্যিই শতভাগ রূহানিক অনুপ্রেরণায় চালিত হয়ে থাকেন (১ খান্দান ২৫:১-৫ আয়াতে জবুর শরীফের কিছু কিছু লেখককে "ভবিষ্যদ্বক্তা" বা "নবী" হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে), সেক্ষেত্রে সম্পাদকেরা নিশ্চয়ই তাদের আওতার বাইরে চলে যাবেন না। সম্ভবত অনেক গজলই ব্যক্তিগত কবিতার ভাবধারা নিয়ে শুরু করা হয়েছে, যা পরবর্তীতে এবাদতখানার সমাবেশে গাওয়ার জন্য সঙ্কলিত হয়েছে (যেমন জবুর ৫১ অধ্যায়ের নোট দেখুন), সম্ভবত মূল লেখকও অনেক সময় তা-ই করেছেন। এটাও সম্ভব যে, কিছু কিছু গজল একটির সাথে আরেকটি সংযোগ নিয়ে পূর্ণ রূপ দান করা হয়েছে (যেমন জবুর ১০৮ অধ্যায়)। কিন্তু যারা বিশ্বস্ত থাকতে চান তাদের জন্য বলতে চাই, আজকের দিনের জবুর শরীফই ক্যানন দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সেটাই এই আয়াতগুলোর মূল বিবেচ্য বিষয়।

আপাতদৃষ্টিতে সম্পাদনার প্রত্যেকটি স্তরে জবুর শরীফ আল্লাহ্‌র এবাদতকারী লোকদের গজলের বা গানের বই হিসেবে ভূমিকা রেখেছে।

মূল বিষয়বস্তু

জবুর শরীফ মূলত এবাদতের সময় আল্লাহ্‌র লোকদের প্রশংসা ও গৌরব গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার জন্য গজল সঙ্গীতের সঙ্কলন। জবুর শরীফের মূল বিষয়বস্তু হিসেবে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ঘটনাবলী বেছে নেওয়া হয়েছে এবং এর পর সেগুলোকে সঙ্গীতের আকার দেওয়া হয়েছে। এভাবে পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন ঘটনা এবং সেগুলোর বিষয়বস্তুই জবুর শরীফে ঘুরে ফিরে দেখা যায়, যার মধ্যে রয়েছে:

১. একেশ্বরবাদ। এক ও অকৃত্রিম আল্লাহ্, যিনি বেহেশত ও দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা এবং যিনি সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শাসনকর্তা, যিনি নিজ ধার্মিকতা ও ন্যায্যতাকে ক্ষুণ্ন হতে দেন না, যাঁর নৈতিক শুদ্ধতা কখনোই টলায়মান হবে না, যিনি ক্ষমতায় ও প্রজ্ঞায় অতি অবিস্মরণীয়, বিশ্বস্ততায় অটল এবং তাঁর সীমাহীন ভালবাসা শ্বাসরুদ্ধকর সৌন্দর্যময়।

২. সৃষ্টি এবং পতন। যদিও আল্লাহ্ মানুষকে যথাযোগ্য সম্মান এবং একটি লক্ষ্য স্থির করে সৃষ্টি করেছিলেন, তথাপি মানুষ গুনাহে পতিত হল ও এমন মানবীয় দুর্বলতা নিজেদের চরিত্রে যুক্ত করল যা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র অনুগ্রহই সুস্থ করতে পারে।

৩. নির্বাচন ও চুক্তি। সত্যিকার আল্লাহ্ তাঁর নিজের জন্য একটি জাতি নির্বাচন করেন এবং তিনি নিজেকে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। এই চুক্তি বা নিয়ম প্রকাশ লোকদেরকে উদ্ধার করা এবং তাদের মধ্য দিয়ে তাঁর আলো দুনিয়ার বাকি সব লোকদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁর মঙ্গল ইচ্ছা।

৪. নিয়মের অধীনস্থতা। আল্লাহ্ তাঁর স্থাপিত নিয়মে লোকদের প্রতি তাঁর মহা অনুগ্রহ দানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন: তারা তাদের গুনাহ্‌র ক্ষমা লাভ করবে এবং অ-ইহুদীদের কাছে আলো পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব লাভ করবে। আল্লাহ্‌র লোকদের প্রত্যেকেই এই অনুগ্রহ ধারণের জন্য মনোনীত: তারা আল্লাহ্‌র ওয়াদায় বিশ্বাস করবেন, তাঁর আদেশের প্রতি বাধ্যতায় বৃদ্ধি লাভ করবেন

এবং তাদের সমগ্র জীবন জুড়ে এই নিয়মের অধীনে নিজেদেরকে স্থির রেখে এই কাজগুলো করে যেতে থাকবেন। যারা আল্লাহ্‌র নিয়মে স্থির থাকেন তারা বিশ্বস্ত ও ঈমানদার বলে গণ্য হন এবং এ কারণেই আল্লাহ্‌র লোকদেরকে অ-ঈমানদারদের থেকে আলাদা করা হয়। তারা আল্লাহ্‌র মহব্বতের পূর্ণ সুফল লাভ করেন এবং আল্লাহ্‌কে জানার অপরিমেয় প্রশান্তি উপভোগ করেন। প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তিই আল্লাহ্‌র মনোনীত লোকদের সমাজের একজন পূর্ণ সদস্য হিসেবে গণ্য হন। এই মনোনীত লোকদের সমাজের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে বিরাজ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহভাগিতা, যার মধ্য দিয়ে তারা তাদের জীবনের সাথে সকলকে যুক্ত করতে পারেন। এ কারণে সামগ্রিক সমাজের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মঙ্গল এর প্রত্যেক সদস্যের মঙ্গল সাধনকে প্রভাবিত করে এবং প্রত্যেক সদস্যই তার নিজ আধ্যাত্মিক, রূহানিক ও নৈতিক জীবন আদর্শের মধ্য দিয়ে অন্যকে প্রভাবিত করে। এভাবে মণ্ডলীর তথা আল্লাহ্‌র সমাজের প্রত্যেকে তাদের নিজ আনন্দ ও দুঃখগুলো সমগ্র সমাজের সাথে সহভাগিতা করার সুযোগ পায়। যারা ঈমানদার তারা এই জীবনে কষ্ট ভোগ করবেন, অনেক ক্ষেত্রে ঈমানদারদেরই হাতে এবং অনেক সময় আল্লাহ্‌র সমাজের বাইরের লোকদের হাতে। এ ধরনের কষ্টভোগের জবাবে ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয়, বরং ঈমানের সাথে মুনাজাতই শ্রেয়। সেই সাথে আল্লাহ্‌র প্রতি এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, তিনি তাঁর নিরূপিত সময়ে সমস্ত বিষয়ের সমাধান করবেন।

৫. পরকাল (*Eschatology*)। আল্লাহ্‌র লোকদের গল্প প্রবাহিত হয়েছে এক গৌরবময় ভবিষ্যতের পানে, যেখানে সব ধরনের লোক মাবুদকে জানতে পারবে এবং তাঁর লোকদের সাথে মিলিত হতে পারবে। আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য এটাই সবচেয়ে বড় সম্মানের বিষয় যে, আল্লাহ্‌র রহস্যময় জ্ঞানের মধ্য দিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ঈমান ও বিশ্বস্ততার মধ্য দিয়ে এই গল্প পরিপূর্ণতা পাবে এবং তা প্রত্যেককেই লক্ষ্যে পৌঁছুতে সাহায্য করবে। দাউদের চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী মসীহ্‌ তাঁর লোকদেরকে পরজাতীয়দের কাছে আলো নিয়ে যাওয়ার পথে নেতৃত্ব দান করবেন।

নাজাতের ইতিহাসের সারংক্ষেপ

সমগ্র ইতিহাস জুড়ে আল্লাহ্‌ এমন এক জাতিকে তাঁর নিজের জন্য গড়ে তুলেছেন যারা তাঁর ভালবাসবে এবং তাঁর বাধ্য হবে এবং যারা সমবেত এবাদত বন্দেগীর মধ্য দিয়ে নিজেদের মধ্যে এক সহভাগিতা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবে। জবুর শরীফ ইসরাইলে আল্লাহ্‌র লোকদের মুনাজাত ও প্রশংসা জ্ঞাপনের এক মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। এমনকি আজকের যুগের ঈসায়ীরা জবুর শরীফের মত একই প্রশংসা ও মুনাজাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রাচীন জাতির সাথে একাঙ্গ হয়েছে (রোমীয় ১১:১৭,২৪), যারা সেই প্রাচীন এবাদতের ভাষার সাথে তাদের মিলিয়ে একাত্ম হয়েছে। কিছু বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধান করা অবশ্যই দরকার হয়ে পড়ে, যেহেতু মসীহ্‌ মৃত্যুবরণ করেছেন এবং পুনরুত্থিত হয়ে এখন তিনি জীবিত আছেন। তথাপি ঈসাতে ঈমান স্থাপনকারী পরজাতীয় ঈমানদাররা সকল যুগের আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে আনন্দ করতে পারে। ("নাজাতের ইতিহাস" এর ব্যাখ্যা জানতে হলে কিতাবুল মোকাদ্দসের পর্যালোচনা দেখুন। সেই সাথে দেখুন পুরাতন নিয়মের নাজাতের ইতিহাস: মসীহের জন্য পথ প্রস্তুতকরণ।)

সঙ্গীত সম্পর্কিত শব্দাবলী

জবুর শরীফে একাধিক হিব্রু শব্দ ও শব্দগুচ্ছ রয়েছে, যেমন "সেলা" (৩:২), "শেমিনিৎ" (জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনাম), "শিগ্‌গায়োন" (জবুর ৭ অধ্যায়ের শিরোনাম), যেগুলোর প্রকৃত অর্থ অজানা – যে কারণে অনুবাদকেরা এই শব্দগুলোকে স্রেফ উচ্চারণগত ভাষান্তর করেছেন, কারণ এগুলোকে ভাবগত অনুবাদ করতে গেলে অর্থের বিচ্যুতি ঘটার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। সম্ভবত এই শব্দগুলো দিয়ে সঙ্গীত বা এবাদত পরিচালনা সংক্রান্ত কোন নির্দেশনা বোঝানো হয়েছে। (জবুর ৪ ও ৫ অধ্যায়ের শিরোনামে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার কীভাবে করা হবে সে সংক্রান্ত নির্দেশনা রয়েছে।) অনেক ক্ষেত্রে হয়তো এই শব্দগুলো দিয়ে বিশেষ কোন সুর বা ভঙ্গিমার কথা বোঝানো হয়েছে (জবুর ৫৭ অধ্যায়ের শিরোনামে "নাশ করো না" কথাটির উপরে নোট দেখুন)।

জবুর শরীফে উল্লিখিত বদদোয়াসমূহ

জবুর শরীফের অনেক গজলেই ঈমানদারেরা তাদের শত্রুদের কাছ থেকে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কাছে তাদের সাহায্য কামনা করে মুনাজাত বর্ণিত হয়েছে। (এই শত্রুদেরকে অনেক সময় "মন্দ লোক" বলা হয়েছে, তবে মূলত অ-ঈমানদারদের ও পরজাতীয়দের বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদেরকে নির্যাতন করে)। বেশ কিছু জায়গায় মুনাজাতের আকারে অনুরোধ করা হয়েছে যেন আল্লাহ্‌র তাদের এই শত্রুদেরকে শাস্তি দেন। ঈসায়ীরা যারা মসীহের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত তাদের জীবনে ধারণ করেছেন (যেমন মথি ৫:৩৮-৪৮; লূক ২৩:৩৪; ১ পিতর ২:১৯-২৩; প্রেরিত ৭:৬ ইত্যাদি আয়াতে দেখা যায়), তারা নিশ্চয়ই এটি ভেবে অবাক হবেন যে, কেন শত্রুদের প্রতি এভাবে বদদোয়া দেওয়া হয়েছে: আল্লাহ্‌র লোকেরা কি আসলে কখনো তাদের মুনাজাতে এ ধরনের কথা উচ্চারণ করতে পারেন? অনেকেই মনে করেন এটি এমন একটি স্থান যার উপর নির্ভর করে ইঞ্জিল শরীফে নতুন করে নৈতিকতা ও আদর্শের মানদণ্ড স্থাপন ও উন্নততর করা

হয়েছে, যা পুরাতন নিয়মকে অতিক্রমণ করেছে। অন্যরা মনে করেন শুধুমাত্র মণ্ডলীর আদি শত্রু অর্থাৎ শয়তান ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে এই ধরনের কথাগুলো বলা হয়েছে। এই ধারণাগুলোর কোনটিই আসলে সম্পূর্ণ উত্তর দেয় না, কারণ ইঞ্জিল শরীফের কিতাবসমূহের রচয়িতাগণ নিজেদেরকে পুরাতন নিয়মের আদর্শের অনুসারী হিসেবে প্রকাশ করেছেন (মথি ২২:৩৪-৪০ আয়াতের সাথে তুলনা করুন) এবং ইঞ্জিল শরীফেও এ ধরনের কিছু বদদোয়ার উল্লেখ রয়েছে (যেমন ১ করিন্থীয় ১৬:২২; গালাতীয় ১:৮-৯; প্রকাশিত ৬:৯-১০), এমনকি জবুর শরীফের বদদোয়া অনুসরণ করে সেগুলোর প্রয়োগও ইঞ্জিল শরীফে দেখা যায় (যেমন জবুর ৬৯ ও ১০৯ অধ্যায় ব্যবহার করে প্রেরিত ১:২০ ও রোমীয় ১১:৯-১০ আয়াত রচিত হয়েছে)। জবুর শরীফের প্রত্যেকটি আয়াতের নোট এ কারণে মনোযোগ সহকারে পাঠ করা প্রয়োজন এবং এর অন্তর্নিহিত অর্থ উপলব্ধি করা প্রয়োজন (৫:১০; ৩৫:৪-৮; ৫৮:৬-৯; ৫৯:১১-১৭; ৬৯:২২-২৮; ১০৯:৬-২০ আয়াত দেখুন এবং জবুর ১৩৭ অধ্যায়ের নোট দেখুন, যেখানে সবচেয়ে বিস্ময়কর বদদোয়াগুলো পাওয়া যায়)। সেই সাথে কিছু সাধারণ নীতি এই অংশগুলো বুঝতে আমাদেরকে সাহায্য করবে।

প্রথমত, এই বিষয়টি অবশ্যই পরিষ্কারভাবে মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, যাদেরকে বদদোয়া দেওয়া হয়েছে তারা যে সামান্য কারণে শত্রুতে পরিণত হয়েছে তা নয়। এরা এমন লোক যারা ঈমানদারদেরকে শুধু তাদের ঈমানের জন্যই ঘৃণা করে। তারা আল্লাহ্‌কে পরিহাস করে এবং আল্লাহ্‌ভক্ত ও ধার্মিক লোকদেরকে অপমান করার জন্য যার পর নাই চেষ্টা করতে থাকে (৫:৪-৬, ৯-১০; ১০:১৫; ৪২:৩; ৯৪:২-৭ দেখুন)।

দ্বিতীয়ত, এ কথা মনে রাখা খুবই প্রয়োজন যে, এই বদদোয়াগুলো কাব্যিক ঢংয়ে রচিত হয়েছে এবং তথাপি তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাহসিকতা ও শৌর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম। কিন্তু পরিণতি কী ঘটবে তা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে।

তৃতীয়ত, এই বদদোয়াগুলো নৈতিকতার জাগরণের বহিঃপ্রকাশ, ব্যক্তিগত কোন প্রতিশোধ নয়। আল্লাহ্‌কে জানেন এমন কারও কাছে অবশ্যই বিষয়টি অত্যন্ত অন্যায্য বলে মনে হবে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত লোকদের উপরে অত্যাচার করে এবং লোকদেরকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় সে তা করে পার পেয়ে যাচ্ছে এবং আপাতদৃষ্টিতে তার উন্নতিও ঘটছে। সিয়োন হচ্ছে আল্লাহ্‌র নগরী, তাঁর ভালবাসার মূল আকর্ষণ (জবুর ৪৮; ১২২ অধ্যায় দেখুন)। এটি একেবারেই অকল্পনীয় যে, নিষ্ঠুর এই সমস্ত লোকেরা এই নগরী তাদের খুশিমত ধ্বংস করে ফেলতে চাইবে, আর আল্লাহ্‌ তা চুপচাপ সহ্য করবেন। জবুর শরীফের এই গজলগুলোতে এই মুনাজাতই করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ যেন নিজেকে স্বমহিমায় প্রকাশ করেন, দুনিয়ার মানুষের কাছে তাঁর ধার্মিকতা প্রকাশ করেন যেন সকলে তা উপলব্ধি করতে পারে (১০:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)। তাছাড়া আল্লাহ্‌ যা করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছিলেন সেগুলোই এই আয়াতগুলোতে প্রকাশ পেয়েছে: ৩৫:৫ আয়াতে ১:৪ আয়াতের কথাগুলো প্রকাশ পেয়েছে; এমনকি ১৩৭:৯ আয়াতের পটভূমি হিসেবে পাওয়া যায় ইশাইয়া ১৩:১৬ আয়াত। এই মুনাজাতগুলোর অধিকাংশই এ ধারণা প্রকাশ করে যে, ধার্মিক ব্যক্তিদের প্রতি নির্যাতনকারীরা কখনো অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করবে না। তবে একটি স্থানে (জবুর ৮৩:১৭) মুনাজাতের মধ্যে শাস্তিকে দেখা হয়েছে মন পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া হিসেবে।

চতুর্থত, পুরাতন নিয়মের নৈতিক শিক্ষা ব্যক্তিগত প্রতিশোধ গ্রহণকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে (যেমন লেবীয় ১৯:১৭-১৮; মেসাল ২৪:১৭; ২৫:২১-২২), যা ইঞ্জিল শরীফকেও প্রভাবিত করেছে (যেমন রোমীয় ১২:১৯-২১)। এভাবেই যখন ইঞ্জিল শরীফের কিতাবগুলোর রচয়িতাগণ বদদোয়াগুলোকে প্রয়োগ করেছেন বা নিজেদের মত করে বদদোয়া দিয়েছেন, তখন তারা পুরাতন নিয়মের নির্দেশনা অনুসরণ করেছেন। প্রভুর পুনরাগমন যেন শীঘ্র ঘটে এমন যে কোন মুনাজাতের অর্থই হল পরোক্ষভাবে যারা মন পরিবর্তন করবে না তাদের ধ্বংস কামনা করা (২ থিষ ১:৫-১০)। তথাপি ঈসায়ী ঈমানদারদের অবশ্যই অন্তরের এক গভীর আকাঙ্ক্ষা থাকা প্রয়োজন যে, প্রত্যেকটি মানুষ এমনকি আল্লাহ্‌র মণ্ডলীর প্রতি যারা বিরূপ ভাবাপন্ন তাদেরকেও যেন তারা মসীহ্‌কে সংযুক্ত করতে পারেন এবং তাঁর নিজ মনোনীত লোকদের প্রতি তাদের ভালবাসা জাগিয়ে তুলতে পারেন (লূক ২৩:৩৪; রোমীয় ৯:১-৩; ১০:১; ১ তীম ২:৪; ২ পিতর ৩:৯)। এ কারণে যখন তারা নির্যাতনকারী লোকদের হাত থেকে আল্লাহ্‌র মণ্ডলীর লোকদের সুরক্ষিত রাখার জন্য মুনাজাত করবেন, তখন অবশ্যই তাদের একই সাথে এই মুনাজাতও করা প্রয়োজন যেন এই সমস্ত লোকেরা তাদের নিজেদের ভুল বুঝতে পারে এবং তারা যেন অনুতাপ ও মন পরিবর্তন করে। এই বিষয়গুলো যদি আমরা মাথায় রাখি তাহলে জবুর শরীফের এই অংশগুলো পাঠ করা হলেও বর্তমান সময়ের সকল ঈমানদারেরা এবাদতে ও প্রশংসা গজলে আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি মঙ্গল কামনার উদ্দেশ্যকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন।

পাক-কিতাব হিসেবে জবুর শরীফ

পুরাতন নিয়মে অবশ্যই জবুর শরীফকে আল্লাহ্‌ নিঃশ্বসিত কালামের একটি অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে: ১ খান্দান ২৫:১-৬ আয়াত এ কথা বলে যে, এবাদতখানার একাধিক ব্যক্তি "ভবিষ্যদ্বাণী" করেছিলেন এবং এদের মধ্যে একজন ছিলেন "দর্শক" বা "নবী"। এদের মধ্যে

কোন কোন ব্যক্তিই ছিলেন ক্যাননকৃত জবুর শরীফের লিপিকার। আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য জবুর শরীফ কীভাবে কাজ করে থাকে সে পরিষ্কার ধারণা থাকাটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

জবুর শরীফের গজলগুলোর মূল উদ্দেশ্য এর আগেই ব্যক্ত করা হয়েছে: জবুর শরীফ হচ্ছে এবাদতের জন্য সমবেত আল্লাহ্‌র মণ্ডলীর প্রশংসা গজল সঙ্কলন কিতাব। এই গজল সঙ্গীতগুলো বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা ও আবেগের সংমিশ্রণ এবং তা আল্লাহ্‌র লোকদেরকে সেই সমস্ত অভিজ্ঞতার সংস্পর্শ নিয়ে ও আবেগে প্লাবিত করে আল্লাহ্‌র সামনে উপস্থিত হতে সাহায্য করে। সেই সাথে জবুর শরীফের রচয়িতাগণ শুধু যে আবেগ প্রকাশ করেছেন তা নয়, যখন এই গজলগুলো ঈমান নিয়ে গাওয়া হয় তখন তারা আসলে স্বয়ং আল্লাহ্‌র আবেগকেই নিজেদের ভেতরে ধারণ করেন। সে কারণে এই আবেগ ও অনুভূতিগুলো বস্তুত কোন সমস্যা নয়, বরং তা মানবীয় মৌল উপাদান যাকে খোদায়ী বৈশিষ্ট্যে ও তাঁর উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তিত করা প্রয়োজন যেন তা মহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে। সঙ্গীত হিসেবে জবুর শরীফের গজলগুলো গভীরভাবে মানবীয় আবেগের উপরে প্রভাব ফেলে। দুঃসময়ে আল্লাহ্‌র উপরে আস্থা রাখা খুব কঠিন কাজ। তথাপি জবুর শরীফের গজলগুলো আমাদেরকে এর একটি সহজ পথ বাৎলে দেয় এবং শুধুমাত্র গজলগুলো অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করা ও গাওয়ার মধ্য দিয়ে আমরা আল্লাহ্‌র উপরে পূর্ণ নির্ভরতা অর্জন করতে পারি। একজন মানুষ রাতের আকাশের অগণিত তারার দিকে তাকিয়ে থেকে যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ে নিজের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে, কিন্তু জবুর ৮ অধ্যায় গাইলে সে তাৎক্ষণিকভাবে তার উত্তর খুঁজে পাবে এবং আল্লাহ্‌র প্রতি তার আস্থা পুনঃস্থাপিত হবে।

এবাদতে কীভাবে আসতে হবে সে বিষয়েও জবুর শরীফে স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয়ও আমরা জবুর শরীফে দেখতে পাই যা হজম করা বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। জবুর শরীফে আল্লাহ্‌র লোকদেরকে তাদের অন্তর ও কণ্ঠ ব্যবহারের পাশাপাশি তাদের মননকেও সম্পূর্ণভাবে নিবেশ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। আল্লাহ্‌কে তাদের অন্তরের আনন্দের উৎস বিবেচনা করে তাঁর প্রতি সর্বোচ্চ মর্যাদা পোষণ ও প্রকাশ করতে হবে। এতে করে সমগ্র মণ্ডলী নিজেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে একাগ্র ও একাত্ম করে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়ে ওঠে। মণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্য তখন ব্যক্তিগতভাবেও তাদের সমস্যাগুলোকে অতিক্রম করে পরীক্ষায় বিজয়ী হতে পারে, যার কারণে যারা আনন্দ করে তাদের সঙ্গে তারা আনন্দ করতে পারেন এবং যারা কান্না করে তাদের সঙ্গে কাঁদতে পারেন (রোমীয় ১২:১৫)। জবুর শরীফ আল্লাহ্‌র লোকদেরকে তাঁর যত্নের অধীনে এনে পূর্ণ সন্তুষ্টি প্রদান করে, আরও বেশি পবিত্র ও খাঁটি মানুষে পরিণত করে, পবিত্র ও নিষ্কলুষ থাকাকে বোঝা হিসেবে না দেখে পিতা আল্লাহ্‌র এক অনুপম উপহার হিসেবে দেখতে সাহায্য করে।

বাদশাহ্ দাউদ জবুর শরীফের অর্ধেকের বেশি অংশ রচনা করেছেন। ইসরাইলের উপরে বাদশাহ্ হিসেবে তাঁর ভূমিকা ছিল একজন শাসনকর্তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তিনি ছিলেন একজন কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ। ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে তাঁর প্রজাদের প্রতিনিধিত্ব করতে হত। বাদশাহ্‌র বিশ্বস্ততার উপরে নির্ভর করত জনগণের মঙ্গল (বাদশাহ্‌র গজলের নোট দেখুন, যথা জবুর ২; ৮৯; ১৩২ অধ্যায়)। জনপ্রতিনিধি হিসেবে একজন বাদশাহ্‌র দায়িত্ব ছিল ইসরাইলীয়দের আদর্শ হিসেবে পরিগণিত হওয়া। সে কারণে দাউদ তাঁর গজলগুলো রচনা করেছেন একজন উত্তম জনপ্রতিনিধি হিসেবে। তাঁর পাঠকদেরও উচিত তাঁর রচনাগুলো অন্তর দিয়ে আত্মস্থ করা এবং অনুধাবন করা যে, প্রকৃতপক্ষে জবুর শরীফ বাদশাহ্ দাউদ শাসক হিসেবে তাঁর দায়িত্ববোধ থেকে রচনা করেছেন, না কি তিনি একজন উত্তম ইসরাইলীয় হিসেবে নিজেকে দাঁড় করিয়ে মাবুদের ইচ্ছা জনগণকে জ্ঞাপন করতে চেয়েছেন। জবুর শরীফের অধিকাংশ গজল বিশ্লেষণ করলে সেগুলোর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে আমরা দেখি যে, প্রতিটি দ্বন্দ্বমুখর অবস্থায় ঈমানের বিজয় ঘোষিত হয়েছে। এ কারণে জবুর শরীফের মূল বিষয়বস্তু বলা যায় জীবনের বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে ঈমানে স্থির থাকার অনুপ্রেরণা।

জবুর শরীফের গজলগুলো ঈসায়ী ঈমানদারদের অন্তরে এই বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনে যে, তারা একমাত্র ও জীবন্ত আল্লাহ্‌র উত্তরাধিকারী, তাঁর মনোনীত জাতির লোক। জবুর শরীফের পর আরও বহু ঘটনা ঘটে গেছে: বাদশাহ্ দাউদের প্রতিজ্ঞাত উত্তরাধিকারীর আগমন ঘটেছে এবং তিনি তাঁর সিংহাসন গ্রহণ করেছেন (রোমীয় ১:৪) এবং আল্লাহ্‌র লোকদেরকে এখন আর কোন একটি নির্দিষ্ট জাতির মধ্য দিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। প্রভু ঈসা মসীহের আত্মোৎসর্গমূলক কোরবানী ঈসায়ীদের অনুসরণীয় পুরাতন নিয়মের সমস্ত বিধি বিধান ও লেবীয় আইন কানুনকে রাতারাতি পালটে দিয়েছে। তথাপি পৌল এ বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন যে, পরজাতীয়দের মধ্য হতে আগত ঈসায়ীরা হলেন ইব্রাহিমের বংশধর (রোমীয় ৪:১১-১২) এবং তিনি চেয়েছেন পরজাতীয়দের মধ্য হতে আগত ঈসায়ী ঈমানদারেরা যেন পুরাতন নিয়মের সমস্ত পূর্বপুরুষদেরকে তাদের নিজেদের পূর্বপুরুষ হিসেবে গণ্য করে (১ করি ১০:১)। এ কারণে জবুর শরীফে উল্লিখিত সমস্ত বিষয় এখনও ঈসায়ী ঈমানদারদের জীবনে সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো আমাদেরকে এই পরামর্শ দেয় যে, ঈসায়ী ঈমানদার হিসেবে জবুর শরীফকে আমরা আমাদের জীবনে ঠিক কীভাবে প্রয়োগ

করব এবং তা কীভাবে আমাদের জীবনে পরিবর্তন বয়ে নিয়ে আসবে।

ঈসায়ী ঈমানদারেরা সাধারণত জবুর শরীফকে এবাদত বন্দেগীর সময় ব্যবহার করে থাকেন (তুলনা করুন ইফিষীয় ৫:১৯; কলসীয় ৩:১৬), যদিও বা অনেক ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ক্যাননভুক্ত গজলগুলোর মধ্যেই কেবল তারা অনেকে সীমাবদ্ধ থাকেন। বিষয়টি নিয়ে আলোচনার আওতা অত্যন্ত ব্যাপক। তবে এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, জবুর শরীফকে এবাদতে প্রয়োগ করার মধ্য দিয়ে প্রত্যেক ঈসায়ী ঈমানদার তাদের জীবনে ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।

সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্যসমূহ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জবুর শরীফ হচ্ছে বিভিন্ন গজলের সঙ্কলন। আমাদের অবশ্যই এ কথা মনে রাখা জরুরি যে, এই গজলগুলো সঙ্গীতের আকারে গাইতে হবে এবং এ কারণে একটি গজল আরেকটির চেয়ে ভিন্নতর হয়ে উঠবে। কারণ ছন্দের আকারে গজলে যে সমস্ত কথা বলা হয়েছে সেগুলোর মধ্য দিয়ে পাঠকের কাছে প্রকাশিত হবে একেকটি চিত্র, রূপক গল্প, আনন্দের লহর, ব্যক্তিত্বের পরিচয়, উচ্চমার্গীয় চিন্তাধারা এবং আত্মকথন। এই বিষয়গুলোর প্রত্যেকটি একেকটি গজলকে করে তুলেছে স্বতন্ত্র এবং অনন্য, যা যিনি গজল গাইবেন তাকে গজলটির রচয়িতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুরো দুনিয়াকে দেখতে সাহায্য করে এবং তার মনো-আবেগিক কাঠামোকে পরিবর্তিত করে যেন তিনি দুনিয়ার সমস্ত কিছুকে খোদায়ী চিন্তাধারায় দেখতে সক্ষম হন।

জবুর শরীফ পাঠ করার কিছু বিশেষ নীতি রয়েছে, যার মধ্যে আছে: প্রত্যেকটি পৃথক গজলকে প্রথমে একটি স্বতন্ত্র গজল হিসেবে পাঠ করতে হবে। অনেক সময় একটি চলমান ঘটনাপ্রবাহের অংশ হিসেবে একের পর এক গজল পাঠ করে যাওয়াটা সমীচিন বলে মনে হয় (যেমন জবুর ১১১-১১২ অধ্যায়)। তবে একটি নির্দিষ্ট গজলের মধ্যেই যে রচয়িতা তাঁর মনের ভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে ফেলেন এমনটা সব সময় ঘটে না। অনেক সময় পরবর্তী গজলগুলোতে তার ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। সবশেষে, পাঠককে অবশ্যই এ কথা স্মরণে রাখতে হবে যে, জবুর শরীফের রচয়িতাগণ তাদের বক্তব্য যতটা না বিমূর্ত আকারে প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে বেশি প্রকাশ করেছেন প্রতীকী বা দৃষ্টান্ত আকারে। এ কারণে জবুর শরীফের সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্যে প্রতীকী চিত্র সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়।

পুরো জবুর শরীফই রচিত হয়েছে সমান্তরাল বাস্তবতার আদলে। এ প্রসঙ্গে জানতে কাব্য ও জ্ঞানগর্ভ সাহিত্য অংশের ভূমিকা দেখুন।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা জবুর শরীফকে গজলগুলোর প্রকৃতি অনুসারে বিভক্ত করে থাকেন (যেমন প্রশংসা জ্ঞাপন, মাতম ও শোক, ইত্যাদি)। দুর্ভাগ্যবশত পণ্ডিতদের মধ্যেও এই শ্রেণীবিভাগ নিয়ে রয়েছে বিতর্ক এবং জবুর শরীফের প্রত্যেকটি গজলকেই আলাদা একাধিক শ্রেণীবিভাগে ফেলা সম্ভব। কাজেই শেষ পর্যন্ত জবুর শরীফের শ্রেণীবিভাগের সংখ্যাই গিয়ে ঠেকে ১৫০টিতে! তবে এই প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে জবুর শরীফের প্রত্যেকটি গজলের যে স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেই বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তবে মৌলিক শ্রেণীবিভাগগুলো হচ্ছে:

- মাতম বা শোকগাঁথা, যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে মাবুদের কাছে একটি সমস্যামুখর অবস্থাকে উপস্থাপন করা এবং সাহায্য কামনা করা। অনেক ক্ষেত্রে সমবেত মাতম দেখা যায়, যেগুলোতে সামগ্রিকভাবে একটি জাতি হিসেবে আল্লাহ্‌র কাছে সমস্যার জন্য সাহায্য কামনা করা হয়েছে (যেমন জবুর ১২ অধ্যায়)। এছাড়া রয়েছে ব্যক্তিগত মাতম, যেখানে একজন ব্যক্তি বা গুটিকয় ব্যক্তির অন্তরের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পেয়েছে (যেমন জবুর ১৩ অধ্যায়)। এই বিভাগটিই সবচেয়ে বড়, কারণ পুরো জবুর শরীফের প্রায় এক তৃতীয়াংশই মাতম বা শোকগাঁথা।
- প্রশংসা গজল, যার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র লোকদেরকে তাঁর মহান অনুগ্রহ ও তাঁর সমস্ত দয়ার কাজ সম্পর্কে জানানো এবং এ উদ্দেশ্যে তাঁর জন্য প্রশংসা করতে আহ্বান জানানো। এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিভিন্ন দয়া ও অনুগ্রহের নিদর্শন (যেমন আল্লাহ্‌র মহব্বত, জবুর ১৪৫ অধ্যায়), সৃষ্টিজগতের উপরে আল্লাহ্‌র সার্বজনীন শাসন ও কর্তৃত্ব (যেমন জবুর ৯৩ অধ্যায়), বা আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম সাধন (যেমন জবুর ৮ অধ্যায়)।
- কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসূচক গজল, যেখানে আল্লাহ্‌র প্রতি উত্থাপিত কোন মুনাজাতের ইতিবাচক উত্তর পাওয়ার কারণে তাঁর প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়; অনেক ক্ষেত্রে এই মুনাজাতগুলো হতে পারে মাতম গজলের মুনাজাত। মাতম গজলের মত এই গজলেরও সমবেত (যেমন জবুর ৯ অধ্যায়) বা ব্যক্তিগত (যেমন জবুর ৩০ অধ্যায়) ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসূচক গজল হতে পারে।
- আল্লাহ্‌র শরীয়তের গুণগানসূচক গজল, যেখানে তৌরাত শরীফ তথা নবী মূসার শরীয়তের বিভিন্ন আশ্চর্যজনক বিষয়ের কথা ব্যক্ত হয় এবং এতে করে এবাদতকারীরা তা পরিপূর্ণভাবে পালন করতে আরও আগ্রহী হয় (যেমন জবুর ১১৯ অধ্যায়)।
- জ্ঞানগর্ভ গজল, যার মূল ভাবধারা গৃহীত হয়েছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের কিতাবগুলো থেকে (অর্থাৎ আইউব, মেসাল, হেদায়েত, সোলায়মানের গজল থেকে) এবং এ থেকেই গজলগুলোর বিষয়বস্তু নির্বাচিত

হয়েছে (যেমন জবুর ১; ৩৭ অধ্যায়)।

- আত্মবিশ্বাসসূচক গজল, যা এবাদতকারীদেরকে সমস্ত প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও আল্লাহ্‌র উপরে আস্থা রাখতে ও নির্ভর করতে সক্ষমতা যোগায় (যেমন জবুর ২৩ অধ্যায়)।
- বাদশাহ্‌র গজল, যেখানে আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি অনুগ্রহের মাধ্যম হিসেবে বাদশাহ্ দাউদের রাজবংশের কথা বর্ণিত হয়েছে। এর কোন কোনটি মুনাজাতের আকারে রচিত হয়েছে (যেমন জবুর ২১ অধ্যায়), কোনটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আকারে (যেমন ২১ অধ্যায়)। সবগুলোকেই মসীহের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে, যিনি বাদশাহ্ দাউদের চূড়ান্ত উত্তরাধিকারী। এ লক্ষ্যে কোন ক্ষেত্রে একটি কাঠামো অনুসরণ করা হয়েছে (জবুর ২০-২১ অধ্যায়) কিংবা কোন ক্ষেত্রে বাদশাহ্‌র রাজত্বকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে যে, একমাত্র মসীহ্ তা পরিপূর্ণ করতে পারেন (যেমন জবুর ২; ৭২), বা কোন ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ভবিষ্যতের প্রতিচিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (যেমন জবুর ১১০ অধ্যায়)।
- ঐতিহাসিক গজল, যা ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনা-বলীতে আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে তাঁর আচরণ ও এ সংক্রান্ত শিক্ষা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা জাতিগতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে (যেমন জবুর ৭৮ অধ্যায়)।
- ভবিষ্যদ্বাণীসূচক গজল, যেখানে নবীদের বক্তব্য ফুটে ওঠে, বিশেষ করে যে সকল নবীর বক্তব্যে শরীয়তের প্রতি ও আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়মের প্রতি লোকদের বিশ্বস্ত থাকার আহ্বান সম্পর্কযুক্ত রয়েছে (যেমন জবুর ৮১ অধ্যায়)।

জবুর শরীফে আরও বেশ কিছু বিষয়বস্তু রয়েছে, যেমন অনুতাপ (যথা জবুর ৬; ২৫; ৩২; ৩৮; ৫১; ১৩০; ১৪৩ অধ্যায় ইত্যাদি), নিজেকে নিষ্পাপ দাবী করা (যথা জবুর ২৬ অধ্যায়), আল্লাহ্‌র উপস্থিতি লাভের আকাঙ্ক্ষা (যথা জবুর ২৭ অধ্যায়), বদদোয়া বা কসম খাওয়া (জবুর শরীফে উল্লিখিত বদদোয়াসমূহ অংশটি দেখুন)। এমন অনেক গজল জবুর শরীফে আছে যেগুলো বিশেষ কোন একটি সময় বা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রচিত হয়েছে (যেমন জবুর ২৪ অধ্যায়, এবং সম্ভবত জবুর ৬৮ এবং ১৮ অধ্যায়) এবং আরোহণ গজল (জবুর ১২০-১৩৪ অধ্যায়); এই অধ্যায়গুলোর নোট দেখুন। তাছাড়া একটি গজল একটি শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে অন্যান্য শ্রেণীর প্রভাব থাকবে না (এখানে উল্লেখ্য যে, জবুর ৩৪ অধ্যায়টি একটি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনসূচক গজল, যার মধ্যে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যও রয়েছে। জবুর ৫৬ অধ্যায়ে মাতম বা শোকগাঁথা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনকে একসাথে মিশ্রিত করা হয়েছে)।

কাঠামো

জবুর শরীফের মৌলিক কাঠামোটিই সহজে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে: জবুর শরীফ হচ্ছে ১৫০টি গজলের সঙ্কলন। সম্ভবত জবুর ৪২-৪৩ হচ্ছে একটি একক গজলের দুটি অংশ এবং জবুর ৯-১০ সব সময় একই সাথে গাইতে হয় (যদিও এই দুটি আলাদা অধ্যায়ে সন্নিবেশ করা হয়েছে; জবুর ৯ অধ্যায়ের নোট দেখুন)। প্রমিত হিব্রু সংস্করণে পুরো জবুর শরীফকে পাঁচটি খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে, সম্ভবত মূসার পঞ্চকিতাব বা তৌরাত শরীফের আদলেই। এই পাঁচটি কিতাবের প্রত্যেকটি শেষ হয়েছে মাবুদের এবাদত ও প্রশংসাসূচক গজল দিয়ে (জবুর ৪১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন), এবং জবুর ১৫০ অধ্যায় হচ্ছে এই পাঁচটি খণ্ড কিতাব এবং সামগ্রিকভাবে পুরো জবুর শরীফের সমাপনী গজল।

এ ধরনের আরও কিছু ইচ্ছাকৃত কাঠামো সম্পাদনার নিদর্শন মেলে: যেমন জবুর ১-২ অধ্যায় হচ্ছে পুরো জবুর শরীফের প্রবেশ দ্বার; জবুর ১১১-১১২ অধ্যায় একটি অপরটির উপরে আলোকপাত করেছে; এবং কিছু কিছু গজলে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বিষয়ের উপরে বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন আল্লাহ্‌র সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও বাদশাহী পদ (জবুর ৯৩; ৯৫-৯৯), ঐতিহাসিক গজল (যেমন জবুর ১০৪-১০৭; জবুর ১০৭ অধ্যায়ের নোট দেখুন), মিসরীয় হাল্লেল (জবুর ১১৩-১১৮), আরোহণ গজল (জবুর ১২০-১৩৪) এবং সব শেষে চূড়ান্ত হাল্লেলুইয়া গজল (জবুর ১৪৬-১৫০)। সম্ভবত এই বিষয়বস্তুগুলোর ভিত্তিতেও জবুর শরীফকে বর্তমান অবস্থানে শ্রেণীবদ্ধ করে সজ্জিত করা হয়েছে।

তবে পুরো ১৫০টি গজলকে নিয়ে একটি একক মূলভাব রয়েছে কি না সে প্রশ্নটি এখনও বিজ্ঞজনের মধ্যে বেশ আলোচিত হয়ে থাকে। সম্ভবত যিনি জবুর শরীফ সঙ্কলন ও শ্রেণীবদ্ধ করে সজ্জিত করেছেন তিনি হয়তো বিষয়বস্তুর সময়কাল অনুসারে সেগুলোকে ভাগ করেছেন ও সাজিয়েছেন। সমস্যাটা হচ্ছে বেশি কয়েকটি কাঠামোগত বিষয়বস্তু প্রস্তাবনায় আনা হয়েছে, কিন্তু কোনটিই পূর্ণাঙ্গ সমর্থন পায় নি, বা সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় নি (এ কারণে এখানে কিতাবটির কোন সামগ্রিক রূপরেখা দেয়া হয় নি)। কিন্তু একটি গজল কিতাবে কোন সামগ্রিক বিষয়বস্তু না থাকাটা মোটেও বিস্ময়কর ব্যাপার নয়, যা আমরা জবুর শরীফে দেখতে পাই।

জবুর কিতাবে সাহিত্যিক শব্দাবলী

শব্দ	ব্যাখ্যা	উদাহরণ
চিত্র	একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা কোন সুস্পষ্ট কাজ বা বস্তুকে প্রকাশ করে; একটি প্রতিরূপের মধ্য দিয়ে কোন চরিত্র, কোন পরিস্থিতি, বা কোন ঘটনাকে প্রকাশ করে, কোন মানবীয় অভিজ্ঞতা বা কোন ধারণাকে প্রকাশ করে।	পথ (বা রাস্তা); মণ্ডলী (বা সমবেত জনতা); প্রকৃতি (বা ফসল) (জবুর ১)
রূপক	তুলনাধর্মী বিবরণ, যেখানে কোন শব্দকে প্রতীকী অর্থে ব্যবহার করা হয়, যেমন: "মাবুদ আমার পালক (মেষপালক)" (জবুর ২৩:১)।	"মাবুদ আমার পালক" (জবুর ২৩:১)।
সদৃশ	বিবৃতির এক বিশেষ ধরন, যেখানে লেখক দুটি ভিন্ন বস্তু বা বিষয়কে একটির সাথে আরেকটির তুলনা করে বিশ্লেষণ করেন।	"সে পানির স্রোতের তীরে লাগানো গাছের মত হবে" (জবুর ১:৩)।
ব্যক্তিকরণ	এক ধরনের বিবৃতি যেখানে লেখক মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে মানবীয় নয় এমন কোন কিছু, অর্থাৎ প্রাণী, বস্তু বা বিমূর্ত বিষয়ের সাথে তুলনা করেন।	জবুর ৪৩:৩ আয়াতে আলো ও সত্যকে নির্দেশনা দানকারী হিসেবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে।
অতিশায়ন	গুরুত্ব প্রকাশের জন্য কোন বক্তব্য বা প্রতিক্রিয়ার আতিশয্য প্রকাশ; সাধারণত আবেগ ও অনুভূতি প্রকাশের ক্ষেত্রে এই অতিশায়ন করা হয়ে থাকে, সে কারণে সাধারণভাবে বললে অতিশায়ন আক্ষরিক সত্য প্রকাশের চেয়ে আবেগিক সত্যকেই বেশি প্রকাশ করে থাকে।	"আমার চোখের পানি দিনরাত আমার খাবার হল" (জবুর ৪২:৩)।
উদ্ধৃতি	এক ধরনের বিশেষ বিবৃতি যার মধ্য দিয়ে লেখক এমন কাউকে অনুপস্থিত হিসেবে প্রকাশ করছেন যে বাস্তবে উপস্থিত রয়েছে এবং প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতেও সক্ষম। এর আরেকটি ধরন হচ্ছে, মানবীয় নয় এমন কোন বস্তুর প্রতি এমন আচরণ করা যেন তা মানবীয় আচরণ ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে সক্ষম, যদিও বা বক্তা স্বয়ং সেই বস্তুর সামনে উপস্থিত রয়েছেন।	জবুর ১৪৮:৩ আয়াতের রচয়িতা সূর্য, চাঁদ ও তারাদের সামনে দাঁড়িয়ে তাদেরকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার হুকুম দিচ্ছেন।

জবুর শরীফের কাঠামো

প্রথম খণ্ড	জবুর ১ -৪১	জবুর ১-২ অধ্যায়ে কোন লেখকের পরিচয় দেওয়া হয় নি (কিন্তু জবুর ২ অধ্যায় সম্পর্কে প্রেরিত ৪:২৫ অধ্যায়ের উল্লেখ দেখুন); এই দুটি অধ্যায়ে সামগ্রিকভাবে পুরো জবুর শরীফের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। ১ম খণ্ডের বাকি অংশ তৈরি হয়েছে দাউদের গজল দিয়ে: শুধুমাত্র জবুর ১০ ও ৩৩ অধ্যায়ে (এ প্রসঙ্গে ৯ অধ্যায়ের নোট দেখুন) দাউদ রচয়িতা কি না সে সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয় নি। এখানে আমরা দেখি দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে মাবুদের প্রতি আকুতি ও মুনাজাত, যেখানে বলা হয়েছে একমাত্র আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা রাখলে তিনিই আমাদেরকে সমস্ত বিপদ থেকে উদ্ধার করবেন (যেমন দেখুন ৯; ১১; ১৬; ১৮), যে বিষয়বস্তুটি দিয়ে এই খণ্ড শেষ করা হয়েছে (আয়াত ৪০-৪১)। নৈতিকতা ও অন্তরের ধার্মিকতা নিয়ে এবাদতের বিষয়টি পাওয়া যায় জবুর ১; ১৪-১৫; ১৯-২৪ ও ২৬ অধ্যায়ে।
দ্বিতীয় খণ্ড	জবুর ৪২-৭২	প্রথম খণ্ডে যেমন আমরা দেখি দাউদের কণ্ঠের প্রতিধ্বনি, তেমনি দ্বিতীয় খণ্ডে কারুন-সন্তানদের গজলগুলোকে নিয়ে আসা হয়েছে (৪২-৪৯ অধ্যায়, যদিও ৪৩ অধ্যায়ে লেখকের পরিচয় নেই), যার মধ্যে একটি মাত্র গজল আসফের রচনা, আর তা হচ্ছে জবুর ৫০ অধ্যায়। দাউদের রচিত গজল আবার পাওয়া যায় জবুর ৫১-৬৫ ও ৬৮-৬৯ অধ্যায়ে, যার মধ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ রয়েছে (৫১-৫২; ৫৪; ৫৬-৫৭; ৫৯-৬০; ৬৩)। আবারও এই গজলের মুনাজাতে মূল বিষয় হিসেবে স্থান দখল করে নিয়েছে মাতম, শোক আর দুর্দশাগ্রস্তের হাহাকার, যা এখন সমবেত কণ্ঠে রূপ নিয়েছে (যেমন জবুর ৪৪; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৬৭; ৬৮)। সোলায়মান রচিত একটিমাত্র গজলের মধ্য দিয়ে জবুর শরীফে বাদশাহী ধর্মতত্ত্বের সঙ্কলনের সমাপ্তি ঘোষিত হল (৭২; এর সাথে তুলনা করুন ৪৫ অধ্যায়)।
তৃতীয় খণ্ড	জবুর ৭৩-৮৯	জবুর শরীফের তৃতীয় খণ্ডের ভাষা আরও গুরুগম্ভীর হয়ে উঠেছে। শুরুতেই ৭৩ অধ্যায়ের গজলে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির আলো প্রকাশিত হওয়ার আগেই আল্লাহ্‌র বিচার নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। জবুর ৮৮ অধ্যায়ের গজলে রচয়িতার মধ্যে থেকে তাঁর উপস্থিতির আলো সম্পূর্ণ নির্বাপিত হয়েছে বলেই ধরে নেওয়া যায়, যা ১৫০টি গজলের মধ্যে সবচেয়ে বেশি একাকীত্ব নির্দেশ করে। দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছিল বাদশাহী যুগের একটি আশ্বাস দিয়ে। ৮৯ অধ্যায়ে তৃতীয় খণ্ডটি শেষ হয়েছে নিরাশা ও বিপদের আশঙ্কার কথা উল্লেখ করে। অন্ধকারাচ্ছন্নতার মধ্যেও কখনো কখনো আশা ফিকে আলো উঁকি দিয়ে গেছে (যেমন জবুর ৭৫; ৮৫; ৮৭)। সংক্ষিপ্ত এই তৃতীয় খণ্ডটির অধিকাংশ গজলের রচয়িতা আসফ (জবুর ৭৩-৮৩), সেই সাথে কোরহেরও কিছু কিছু গজল রয়েছে (জবুর ৮৪-৮৫; ৮৭-৮৮)।
চতুর্থ খণ্ড	জবুর ৯৬-১০৬	জবুর ৯০ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে চতুর্থ খণ্ডের সূচনা ঘটেছে। তৃতীয় খণ্ডে উত্থাপিত সমস্যাগুলোর (জবুর ৭৩-৮৯) সমাধান হিসেবে এই খণ্ডের অবতারণা ঘটেছে বলে প্রথমে মনে হতে পারে। জবুর ৯০ অধ্যায়ের গজলটি মূসার রচনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আমাদেরকে এই কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে, দাউদের অনেক আগে থেকেই আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতির সাথে সাথে ছিলেন। জবুর ১০৩-১০৬ আয়াতে এই বিষয়বস্তুটি উঠে এসেছে, যা আমাদেরকে এ কথা বলে যে, কোন বাদশাহ্‌কে ইসরাইল জাতির উপরে নিযুক্ত করার অনেক আগে থেকেই আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের মধ্যে কাজ করে চলেছেন। এই দুটি বিষয়বস্তুর মধ্য রয়েছে আরেক গুচ্ছ গজল (৯৩-১০০ অধ্যায়) যেগুলোকে এই বিশেষে শব্দগুচ্ছ দ্বারা পৃথক করা হয়েছে– "মাবুদ আল্লাহ্‌র রাজত্ব"। এই অংশে নিহিত সত্য জবুর ৮৯ অধ্যায়ের সন্দেহকে খণ্ডাতে সাহায্য করে।
পঞ্চম খণ্ড	জবুর ১০৭-১৫০	১০৬:৪৭ আয়াতে চতুর্থ খণ্ডের সমাপনী বক্তব্যকেই জবুর ৯০ অধ্যায়ের গজলে প্রতিফলিত করা হয়েছে। এখানে ঘোষণা করা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ মুনাজাতের উত্তর দেন (জবুর ১০৭) এবং খণ্ডটি শেষ করা হয়েছে পাঁচটি হাল্লেলুইয়া গজলের মধ্য দিয়ে (১৪৬-১৫০)। এর মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে দাউদের প্রতি কৃত ওয়াদার প্রতি আশ্বাসসূচক গজল (জবুর ১১০; ১৩২; ১৪৪), দাউদের গজলের দুটি সঙ্কলন (১০৮-১১০; ১৩৮-১৪৫); সবচেয়ে দীর্ঘ গজল, যেখানে শরীয়তের মূল্য ও গুরুত্ব স্মরণ করা হয়েছে (জবুর ১১৯); এবং জেরুশালেমে তীর্থ যাত্রার সময় গাওয়া হয় এমন ১৫টি জবুর সঙ্কলন করা হয়েছে (জবুর ১২০-১৩৪)।

জবুর ১

১ সুখী সেই ব্যক্তি,
যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না,
গুনাহ্‌গারদের পথে দাঁড়ায় না,
নিন্দুকদের সভায় বসে না।
২ কিন্তু মাবুদের শরীয়তে আনন্দ করে,
তাঁর শরীয়ত দিনরাত ধ্যান করে।

[১:১] ইশা ২৮:১৪; হোশেয় ৭:৫।
[১:২] রোমীয় ৭:২২।
[১:৩] ইয়ার ১১:১৬; জাকা ৪:৩।
[১:৪] আইউ ১৩:২৫; ইশা ৪০:২৪।

৩ সে পানির স্রোতের তীরে লাগানো
গাছের মত হবে,
যা যথা সময়ে ফল দেয়,
যার পাতা ম্লান হয় না;
আর সে যা কিছু করে, তাতেই কৃতকার্য হয়।
৪ দুষ্টরা সেরকম নয়;
কিন্তু তারা বায়ুচালিত তুষের মত।

জবুর ১-২ অধ্যায়। এই দুটো "এতিম" গজল (যেহেতু এদের কোন শিরোনাম নেই) কিছু সুনির্দিষ্ট বাক্যাংশের কারণে এক সাথে সংযুক্ত ("সুখী সেই ব্যক্তি ... মাবুদের শরীয়তে আনন্দ করে," "সুখী তারা সকলে, যাঁরা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়") যা সমগ্র জবুর শরীফের ভূমিকা হিসেবে নিজ ভূমিকা স্পষ্টভাবে আলোকপাত করে। এই দুটি অধ্যায় এক সাথে যেমন আল্লাহ্‌র শরীয়তের প্রতি নির্দেশ করে এবং জ্ঞানদায়ক শিক্ষকের নির্দেশনা প্রদান করে (অধ্যায় ১), তেমনি অন্য দিকে নবীদের কিতাব, অর্থাৎ তথাকথিত বড় ও ছোট উভয় প্রকার নবীদের শিক্ষামালার উপরে বিশেষভাবে আলোকপাত করে, মূলত ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ নিজে যা সম্পাদন করতে চেয়েছেন এবং দাউদের বংশ থেকে আগত বাদশাহ্‌কে দিয়ে তিনি তা চূড়ান্তভাবে সম্পাদন করার পরিকল্পনা করেছেন (জবুর ২ অধ্যায়)। জবুর শরীফে প্রবেশ করার মুখ হিসেবে এই অধ্যায় দুটো পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেয় যে, যারা জবুর শরীফের কথামালার মাঝে তাদের নিজেদের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাবে তারা নিজেদের জীবনে জবুর শরীফকে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে এবং নিজেদেরকে "সুখী" দাবী করতে পারবে। জবুর ৪০-৪১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১ অধ্যায়। এখানে আল্লাহ্‌র খোদায়ী প্রজ্ঞা এই দুই পন্থার সর্বশেষ ফলাফল ঘোষণা করেছেন: "সুখী সেই ব্যক্তি, যে ... গুনাহ্‌গারদের পথে দাঁড়ায় না" (আয়াত ১) এবং "ধার্মিকদের পথের উপর মাবুদের দৃষ্টি আছে" (আয়াত ৬)। ৩৪:১৯-২২; জবুর ৩৭ দেখুন ও নোট দেখুন। জবুর শরীফের রচয়িতা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন দৃশ্যপট তৈরি করার মধ্য দিয়ে ধার্মিকদেরকে গুনাহ্‌গারদের থেকে আলাদা করেছেন: (১) তাদের নিজস্ব জীবন যাপন প্রণালী বা পথ রয়েছে (আয়াত ১-২); (২) তাদের এই জীবন যাপন প্রণালী অনুসারে তাদের অভিজ্ঞতা ("গাছের মত," "তুষের মত," আয়াত ৩,৪); এবং নাটকীয়ভাবে, (৩) তাদের ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অনুসারে তাদের উপরে আল্লাহ্‌র বিচার নেমে আসবে (আয়াত ৫-৬)। জবুর শরীফের ভূমিকা হিসেবে এই জবুরটি পাঠকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, (১) যাদের উদ্দেশে জবুর শরীফ রচনা করা হয়েছে, তাদের কাছে আল্লাহ্‌র ইচ্ছা প্রকাশিত হওয়ার কারণে অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোক হিসেবে আনন্দিত হতে হবে। যারা গুনাহ্‌গার এবং মন ফেরানোর পক্ষপাতী নয় তাদের কোন স্থান এই লোকদের মধ্যে নেই (আয়াত ৫; জবুর ১৫; ২৪ অধ্যায় দেখুন)। (২) আল্লাহ্‌র যে ধার্মিকতা এই জবুর শরীফের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে আমাদের জীবনের জন্য আল্লাহ্‌র লিখিত বিধানের প্রতি এক বিশ্বস্ত দায়িত্ব পালন, যা আমাদেরকে দোয়া ও রহমত লাভের পথে ধাবিত করে। জবুর শরীফের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু প্রকাশ পায় এর প্রথম ও শেষ শব্দের মধ্য দিয়ে, যা পুরো কিতাবটিকে একটি একীভূত কাঠামোতে আবদ্ধ করে (সুখী বা রহমতপ্রাপ্ত এবং ধ্বংস বা বিনাশ)।

১:১ আল্লাহ্‌ভক্ত ও ভক্তিহীন লোকের বিষয়ে তুলনামূলক বিবৃতি দেওয়া হয়েছে।

সুখী। এখানে সেই সমস্ত লোকদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা মাবুদকে ভক্তি করে এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে চলে (৯৪:১২; ১১২:১; ১৯:১-২; ১২৮:১; মেসাল ২৯:১৮; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৪১:১; ১০৬:৩; মেসাল ১৪:২১; ইশা ৩০:১৮; ইয়ার ১৭:৭; জবুর ২:১২; ৩৪:৮)। এখানে প্রথমত স্বাস্থ্য ও সম্পদের কথা বোঝানো হয় নি, বরং সেই নিশ্চয়তা ও অভিজ্ঞতার কথা বোঝানো হয়েছে, যা তারা মহান করুণাময় আল্লাহ্‌ প্রদত্ত জীবন যাপন করতে গিয়ে প্রতি নিয়ত অনুভব করে থাকে। জবুর শরীফ সূচিত হয়েছে আল্লাহ্‌র করুণা, অনুগ্রহ ও রহমতের কথা ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে সমস্ত জীবন্ত প্রাণীকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে তাঁর দুনিয়াবী ও বেহেশতী এবাদতখানায় প্রশংসা ও এবাদত বন্দেগী করার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে (জবুর ১৫০)।

যে দুষ্টদের মন্ত্রণায় চলে না। এমন একজন ব্যক্তি যে তার জীবনের কোন ক্ষেত্রেই দুষ্ট তথা মন্দ মানুষের কথা শুনে চলে না (মেসাল ১:১০-১৯)।

দাঁড়ায় না। নিজের অবস্থান স্থির করা অর্থে বোঝানো হয়েছে।

গুনাহ্‌গার। যাদের কাছে গুনাহ্‌ করাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, যা তাদের জীবন যাপন প্রণালীর সাথে মিশে গেছে (আয়াত ৫ দেখুন)।

বসে না। আবারও নিজ অবস্থান নির্ণয় করা সম্পর্কে বোঝানো হয়েছে।

নিন্দুক। যারা আল্লাহ্‌কে নিয়ে হাসি তামাশা করে এবং তাঁর বিধান মানতে অস্বীকৃতি জানায় (মেসাল ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১:২ তাঁর শরীয়ত ... ধ্যান করে। দুষ্টদের কথা অনুসারে না চলে আল্লাহ্‌র কালাম ও শরীয়ত পাঠ করে জীবন চলার পথে দিক নির্দেশনা অনুসন্ধান করে।

দিনরাত। ইউসা ১:৮ আয়াত দেখুন।

১:৩ গাছের মত হবে ... যার পাতা ম্লান হয় না। ইয়ার ১৭:৮ আয়াত দেখুন; একজন ধার্মিক ব্যক্তি ঠিক এভাবেই দোয়া ও রহমত লাভ করবে। পানির ধারে লাগানো এ ধরনের গাছ সঠিক আলো বাতাস পেয়ে থাকে এবং তা মানুষ ও প্রাণীকুলকে ফল ও ছায়া দান করে তৃপ্ত করে।

১:৪ তারা বায়ুচালিত তুষের মত। এখানে দুষ্টদের মন্দতার কথা বোঝানো হয়েছে। তুষ খুব হালকা বাতাস পেলেই উড়ে যায়। তাছাড়া তুষ একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য, এ কারণে তা ঝেড়ে ফেলে দেওয়া হয় (রূত ১:২২ আয়াত দেখুন)।

৫ এজন্য দুষ্টরা বিচারে টিকবে না,
গুনাহ্‌গারেরা ধার্মিকদের জমায়েতে দাঁড়াবে না।
৬ কারণ ধার্মিকদের পথের উপর মাবুদের দৃষ্টি আছে,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বিনষ্ট হবে।

জবুর ২

১ জাতিবৃন্দ কেন কলহ করে?
লোকবৃন্দ কেন অনর্থক বিষয় নিয়ে ধ্যান করে?
২ দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা দণ্ডায়মান হয়,
শাসনকর্তারা একসঙ্গে মন্ত্রণা করে,
মাবুদের বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে;

[১:৬] নাহুম ১:৭।
[২:১] মেসাল ২৪:২।
[২:২] ১শামু ৯:১৬; ইউ ১:৪১; প্রেরিত ৪:২৫-২৬।
[২:৩] ২শামু ৩:৩৪।
[২:৪] মেসাল ১:২৬।
[২:৬] ২বাদশাহ্‌ ১৯:৩১।
[২:৭] ২শামু ৭:১৪; প্রেরিত ১৩:৩৩; ইব ১:৫; ৫:৫।
[২:৮] প্রকা ২:২৬।

৩ বলে, 'এসো, আমরা ওদের বন্ধন ছিঁড়ে ফেলি,
নিজের কাছ থেকে ওদের দড়ি খুলে ফেলি।'
৪ যিনি বেহেশতে উপবিষ্ট, তিনি হাসবেন;
মাবুদ তাদের বিদ্রূপ করবেন।
৫ তখন তিনি ক্রোধে তাদের সঙ্গে কথা বলবেন,
কোপে তাদেরকে ভয় দেখাবেন।
৬ আমিই আমার বাদশাহ্‌কে স্থাপন করেছি
আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে।
৭ আমি মাবুদের নির্দেশের কথা বলবো;
তিনি আমাকে বললেন, তুমি আমার পুত্র,
আজ আমি তোমাকে জন্ম দিয়েছি।
৮ আমার কাছে যাচঞা কর,
আমি তোমাকে উত্তরাধিকার হিসেবে
জাতিদেরকে দেব,

১:৫ দুষ্টরা বিচারে দাঁড়াবে না। যখন আল্লাহ্‌ বিচার করবেন তখন তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধ এড়াতে পারবে না (৭৬:৭; ১৩০:৩ আয়াত দেখুন; উযায়ের ৯:১৫; নাহূম ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন; মালাখি ৩:২; মথি ২৫:৩১-৪৬; প্রকাশিত ৬:১৭ দেখুন)।

জমায়েত। আল্লাহ্‌র এবাদতখানায় এবাদত বন্দেগীর জন্য সমবেত মানুষ (যা দেখা যায় ২২:২৫; ২৬:১২; ৩৫:১৮; ৪০:৯-১০; ১১১:১; ১৪৯:১ আয়াতে; এর সাথে জবুর ১৫; ২৪ অধ্যায়ও দেখুন)।

ধার্মিক। পুরাতন নিয়মে আল্লাহ্‌র লোকদের সম্পর্কে উচ্চারিত সম্বোধনগুলোর মধ্যে একটি। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় তাদেরকে, যারা আল্লাহ্‌কে সম্মান দেয় এবং তাঁর ইচ্ছা অনুসারে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে।

১:৬ ধার্মিকদের পথ ... দুষ্টদের পথ। এখানে দুটি পথের সম্পর্কে বলা হয়েছে এবং পরোক্ষভাবে যে কোন একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য আমাদের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে (৩৭:২০ আয়াত দেখুন)।

জবুর ২ অধ্যায়। প্রেরিত পিতর ও ইউহোন্না প্রেরিত ৪:২৫ আয়াতে এই গজলটিকে বাদশাহ্‌ দাউদের রচনা বলে উল্লেখ করেছেন – সম্ভবত ইহুদী ঐতিহ্য অনুসারে জবুর শরীফের প্রধান রচয়িতা হিসেবে দাউদকে সম্মান জানাতে গিয়ে। রাজকীয় গজল হিসেবে এই গজলটি প্রধান দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পাদিত চুক্তির আলোকে দাউদের বংশের বাদশাহ্‌দের বিশেষ অভিষেক সম্পর্কে ব্যক্ত করেছে (২ শামু ৭ অধ্যায় দেখুন)। জবুর শরীফের দুই খণ্ড বিশিষ্ট এই ভূমিকার দ্বিতীয় খণ্ডে সেই সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র অপরিমেয় রহমত ও দোয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যারা তাঁর কর্তৃত্ব ও বিধান স্বীকার করবে, যারা তাঁর দ্বারা অভিষিক্ত এবং যারা তাঁতে আশ্রয় গ্রহণ করবে (আয়াত ১২; জবুর ১-২ অধ্যায়ের ভূমিকা এবং জবুর ১ অধ্যায় দেখুন; সেই সাথে ১:১ আয়াতের নোটও দেখুন)। এই জবুরটি থেকে ইঞ্জিল শরীফে বেশ কয়েকবার উদ্ধৃতি নেওয়া হয়েছে, যেখানে দাউদের বংশধর ও আল্লাহ্‌র অভিষিক্ত জন হিসেবে ঈসা মসীহ্‌কে আখ্যা দেওয়া হয়েছে (আয়াত ৭)। এক্ষেত্রে রূপকার্থক উপাধি ব্যবহার করা হয়েছে। এই অধ্যায়ে বেহেশতী শাসনকর্তার সাবধান বাণী প্রতিফলিত হয়েছে (আয়াত ১০), যিনি বিদ্রোহকারীদের (আয়াত ২) ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে তাদের বিচার করবেন।

২:১-৩ জাতিগণের বিদ্রোহ। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে অনেক সময় জনগণের এবং সিংহাসনের দাবীদার শাসকের বিদ্রোহের কারণে বিদ্যমান শাসনকর্তা তথা বাদশাহ্‌কে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান ঘটানো হত। এখানে নব্য অভিষিক্ত বাদশাহ্‌কে দেখানো হয়েছে সাম্রাজ্যের উপরে একজন শাসনকারী হিসেবে।

২:১-২ এই আয়াত দুটির ইঞ্জিল শরীফ ভিত্তিক প্রয়োগ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন প্রেরিত ৪:২৫-২৮।

২:১ কেন ... ? স্বগতোক্তিমূলক এই প্রশ্নের মূল ভাব হচ্ছে, "তাদের কেমন স্পর্ধা!"

২:২ মাবুদের বিরুদ্ধে এবং তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে। মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অর্থ হচ্ছে যিনি তাকে অভিষিক্ত করেছেন তাঁরই বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

অভিষিক্ত। এখানে দাউদের বংশের বাদশাহী পদের কথা বোঝানো হয়েছে, যিনি চূড়ান্ত সময়ে ঈসা মসীহ্‌ রূপে অবতীর্ণ হবেন। "মসীহ্‌" শব্দটি এসেছে হিব্রু বুৎপত্তিগত একটি শব্দ থেকে, যার অর্থ হচ্ছে "অভিষিক্ত ব্যক্তি"। ইংরেজী "Christ" শব্দটি এসেছে একটি গ্রীক শব্দ থেকে, যার অর্থও "অভিষিক্ত" (মথি ১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২:৪-৬ মাবুদ বিদ্রোহকারীদের দেখে বিদ্রূপ করবেন। দুনিয়ার লোকেরা ও শাসকেরা যখন আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তখন তিনি সহাস্যে তাদেরকে দেখে ভ্রুকুটি করেন এবং বিদ্রূপ করেন, কারণ স্বয়ং তিনিই সিয়োনে (জেরুশালেমে) দাউদের রাজবংশ ও রাজকীয় সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করেছেন।

২:৪ ৫৯:৮ আয়াত দেখুন।

২:৫ ক্রোধ ... কোপ। আল্লাহ্‌র ক্রোধ সব সময়ই তাঁর ধার্মিকতার একটি বহিঃপ্রকাশ (৭:১১ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৪:১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

২:৬ পবিত্র সিয়োন পর্বত। যেখানে জেরুশালেম এবাদতখানা অবস্থিত ছিল (২ খান্দান ৩৩:১৫ আয়াত দেকুন); সেই সাথে ৩:৪; ১৫:১; ৪৩:৩; ৯৯:৯ আয়াতও দেখুন।

২:৭-৯ মাবুদের অভিষিক্ত জন মাবুদের নির্দেশের কথা বলছেন। ঈসা মসীহের পুনরুত্থান সম্পর্কে ইঞ্জিল শরীফের তত্ত্ব জানতে পড়ুন প্রেরিত ১৩:৩৩; ফেরেশতাদের উপরে তাঁর কর্তৃত্বকারী অবস্থান সম্পর্কে জানতে পড়ুন ইব ১:৫; মহা-ইমাম

যে যে কারণে আমাদের জবুর শরীফ পাঠ করা উচিত

আপনি যখন চান	পাঠ করুন
♦ সান্ত্বনা পাবার জন্য	জবুর ২৩
♦ আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র সাক্ষাৎ পাবার জন্য	জবুর ১০৩
♦ নতুন মুনাজাত শিখবার জন্য	জবুর ১৩৬
♦ নতুন গান শিখবার জন্য	জবুর ৯২
♦ আল্লাহ্‌ সম্পর্কে আরও কিছু শিক্ষা লাভ করার জন্য	জবুর ২৪
♦ নিজেকে আরও পরিষ্কার ভাবে জানবার জন্য	জবুর ৮
♦ প্রতিদিন আল্লাহ্‌র কাছে কিভাবে আসা যায় তা জানবার জন্য	জবুর ৫
♦ আপনার পাপ ক্ষমা পাবার জন্য	জবুর ৫১
♦ নিজেকে মূল্যবান ভাববার জন্য	জবুর ১৩৯
♦ আপনি কেন কিতাবুল মোকাদ্দস পাঠ করবেন তা বুঝবার জন্য	জবুর ১১৯
♦ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য	জবুর ১৪৫
♦ আল্লাহ্‌ পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছেন তা জানার জন্য	জবুর ১৪৬
♦ আল্লাহ্‌র ধন্যবাদ করার জন্য	জবুর ১৩৬
♦ আল্লাহ্‌কে খুশি করার জন্য	জবুর ১৫
♦ কেন আপনি আল্লাহ্‌র এবাদত করবেন তা জানার জন্য	জবুর ১০৪

জবুরে যেভাবে আল্লাহ্‌কে বর্ণনা করা হয়েছে ...

বেশিরভাগ জবুর আল্লাহ্‌র সাথে অথবা তাঁর বিষয়ে কথা বলে। কারণ সেগুলোকে বিভিন্ন সময়ে রচনা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌র চরিত্রের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে আল্লাহ্‌র চরিত্রসমূহের নমুনা দেওয়া হয়েছে, যে নমূনাগুলো সম্পর্কে জবুর লেখকেরা বুঝেছেন এবং অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। আপনি যখন এই জবুরগুলো পড়বেন, নিজেকে প্রশ্ন করুন যে, ইনিই কি সেই আল্লাহ্‌ যাঁকে আপনি জানেন!

আল্লাহ্‌ হচ্ছেন	রেফারেন্স
♦ তিনি সর্বজ্ঞানী এবং	জবুর ১৩৯
♦ তিনি সুন্দর এবং কাম্য	জবুর ২৭; ৩৬; ৪৫
♦ তিনি সৃষ্টিকর্তা	জবুর ৮; ১০৪; ১৪৮
♦ তিনি ভাল এবং উদার	জবুর ৩৪; ৮১; ১০৭
♦ তিনি মহান এবং সার্বভৌম	জবুর ৩৩; ৮৯; ৯৬
♦ তিনি পবিত্র	জবুর ৬৬; ৯৯; ১৪৫
♦ তিনি ভালবাসাপূর্ণ এবং বিশ্বস্ত	জবুর ২৩; ৪২; ৫১
♦ তিনি দয়াবান এবং ক্ষমাকারী	জবুর ৩২; ১১১; ১৩০
♦ তিনি শক্তিশালী	জবুর ৭৬; ৮৯; ৯৩
♦ তিনি তাঁর ইচ্ছা, আইন এবং নির্দেশনা প্রকাশ করতে ইচ্ছুক	জবুর ১; ১৯; ১১৯
♦ তিনি ধার্মিক এবং ন্যায়বান	জবুর ৭১; ৯৭; ১১৩
♦ তিনি রূহ্‌	জবুর ১০৪; ১৩৯; ১৪৩

দুনিয়ার প্রান্তগুলো তোমার অধিকারে এনে
দেব।
৯ তুমি লোহার দণ্ড দ্বারা তাদেরকে ভাঙ্গবে,
কুম্ভকারের পাত্রের মত খণ্ড-বিখণ্ড করবে।
১০ অতএব এখন বাদশাহ্‌গণ! বিবেচক হও;
দুনিয়ার বিচারকগণ! শাসন গ্রহণ কর।
১১ তোমরা সভয়ে মাবুদের এবাদত কর,
সকম্পে উল্লাস কর।
১২ পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে তিনি ক্রুদ্ধ হন
ও তোমরা পথে বিনষ্ট হও,
কারণ ক্ষণমাত্রে তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে।
সুখী তারা সকলে, যাঁরা তাঁর মধ্যে আশ্রয়
নেয়।

[২:৯] পয়দা ৪৯:১০; প্রকা ১২:৫।
[২:১০] মেসাল ২৭:১১।
[২:১১] ইশা ৬১:১০।
[২:১২] জবুর ৫:১১; ৩৪:৮; ৬৪:১০।
[৩:২] জবুর ২২:৮; ৭১:১১; ইশা ৩৬:১৫; ৩৭:২০।
[৩:৩] পয়দা ১৫:১।

জবুর ৩

দাউদ তাঁর নিজের পুত্র অব্‌শালোমের কাছ থেকে পালিয়ে যাবার সময়কার কাওয়ালী।

১ হে মাবুদ, আমার বিপক্ষ কত বৃদ্ধি পেয়েছে।
অনেকে আমার বিরুদ্ধে উঠছে।
২ অনেকে আমার প্রাণের উদ্দেশে বলছে,
আল্লাহ্‌র কাছে ওর জন্য কোন সাহায্য নেই।
সেলা।

৩ কিন্তু, হে মাবুদ,
তুমিই আমার বেষ্টনকারী ঢাল,

হিসেবে তাঁর অভিষেক ও দায়িত্ব পালন সম্পর্কে জানতে পড়ুন ইব ৫:৫ আয়াত।

২:৭ পুত্র ... জন্ম দিয়েছি। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে একজন মহান বাদশাহ্‌ এবং তার অধীনস্থ প্রাদেশিক শাসনকর্তার মধ্যকার সম্পর্ককে শুধুমাত্র "গোলাম" ও "মালিক" বলে সম্বোধন করা হত না, সেই সাথে "পিতা" ও "পুত্র" বলেও সম্বোধন করা হত। দাউদীয় রাজবংশের বাদশাহ্‌ ছিলেন মাবুদের "গোলাম" এবং সেই সাথে তাঁর "পুত্র" (২ শামু ৭:৫,১৪)।

২:৮ উত্তরাধিকার। অর্থাৎ ভূখণ্ড, তথা প্রতিজ্ঞাত দেশ, যা মাবুদ তাঁর অধিকার বলে ইসরাইলকে দিয়েছিলেন (হিজ ১৫:১৭; এর সাথে দেখুন ইউসা ২২:১৯; জবুর ২৮:৯; ৭৯:১; ৮২:৮)।

দুনিয়ার প্রান্তগুলো। চূড়ান্তভাবে মাবুদের অভিষিক্ত জনের শাসন ও কর্তৃত্বের আওতা মাবুদের নিজ কর্তৃত্বের আওতার মত প্রসারিত হবে।

২:৯ প্রকাশিত কালাম ১২:৫; ১৯:১৫-১৬ আয়াত অনুসারে মসীহের বিজয়ী হওয়া ও রাজত্ব করার কালে এই বাণী পরিপূর্ণতা লাভ করবে। প্রকা ২:২৬-২৭ আয়াতে মসীহ্‌ পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছেন যে, যারা তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে তারা সমস্ত জাতির উপরে তাঁর সাথে কর্তৃত্ব করবে। কুম্ভকারের পাত্রের মত খণ্ড-বিখণ্ড করবে। ইয়ার ১৯:১১ আয়াত দেখুন।

২:১০-১২ বিদ্রোহী শাসনকর্তাদেরকে এখানে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে।

২:১১ তোমরা সভয়ে মাবুদের এবাদত কর, সকম্পে উল্লাস কর। বাদশাহ্‌ রূপে আল্লাহ্‌র জয়ধ্বনির প্রকাশ।

সকম্পে। শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ।

২:১২ চুম্বন কর। আত্মসমর্পণের চিহ্ন হিসেবে (১ শামু ১০:১; ১ বাদশাহ্‌ ১৯:১৮; হোসিয়া ১৩:২; সেই সাথে পয়দা ৪১:৪০ আয়াতও দেখুন)। আশেরীয় বাদশাহ্‌র প্রতি আনুগত্য দেখাতে হলে তার পায়ে চুমু খেতে হত। পুত্রকে চুম্বন কর, পাছে ... তাঁর ক্রোধ প্রজ্বলিত হবে। খুব সম্ভব এখানে মূলত "মাবুদ" আল্লাহ্‌র কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১১), যিনি তাঁর পুত্রকে অভিষেক দান করেছেন।

তোমরা পথে বিনষ্ট হও। ১:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়। ৫:১১; ৩৪:৮; ৬৪:১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১০৪:১৮ আয়াত।

জবুর ৩-১৪ অধ্যায়। এই বারোটি গজল গুচ্ছ মোট দশটি মুনাজাত নিয়ে রচিত হয়েছে (তবে এক্ষেত্রে জবুর ১১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গজলগুলোতে উল্লিখিত মুনাজাতগুলোকে পাঁচটি করে মোট দুটি দলে ভাগ করা হয়েছে (জবুর ৩-৭; ৯-১৩), যার প্রত্যেকটির সাথে একটি করে ষষ্ঠ গজল রয়েছে, যা মানবীয় স্বভাব ও বৈশিষ্ট্যকে রূপায়িত করেছে (জবুর ৮; ১৪)। এই বৈশিষ্টায়নের মধ্যকার সুস্পষ্ট পার্থক্য এবং কীভাবে তা সংযুক্ত মুনাজাতগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে সে বিষয়ে বিশেষ কিছু বিষয় দেখুন জবুর ৮; ১৪ অধ্যায়ে ভূমিকায়।

জবুর ৩ অধ্যায়। শত্রুদের দ্বারা হুমকির সম্মুখীন হয়েও জবুর শরীফের লেখক অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাবুদের কাছে মুনাজাত করেছেন। জবুর ৩ ও ৮ অধ্যায়ে মাবুদের অসাধারণ মহিমা ও গৌরবের কথা (আয়াত ৩; ৪:২) এবং দাউদের দর্শনের কথা (আয়াত ৫; ৪:৮) প্রকাশিত হয়েছে। ৫ আয়াতে দাউদ এই পরম নির্ভরতার কথা প্রকাশ করেছেন যে, মাবুদ তাঁর ঘুমের সময় তাঁকে সুরক্ষা দেন বলেই সকালে তিনি ঘুম থেকে উঠে নতুন দিন দেখতে পান। ৪:৮ আয়াতে তিনি তাঁর অন্তরের শান্ত ভাবের কথা বলেছেন, যা বুকে ধারণ করে তিনি ঘুমোতে যান। মাবুদ তাঁর সাথে রয়েছেন বলেই তিনি অন্তরে এই শান্তি লাভ করতে পেরেছেন। জবুর শরীফের শুরুতেই সকালে প্রাতঃভ্রমণ ও রাত্রিতে নিদ্রাগমনের এই উল্লেখের মধ্য দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, দিন ও রাতে আল্লাহ্‌ যে সব সময় যে কোন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে তাঁর সুরক্ষা, রহমত ও অনুগ্রহের অধীনে রাখেন সেই বিষয়টিই এখানে প্রকাশ করা হয়েছে।

জবুর ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। পালিয়ে যাবার সময়কার কাওয়ালী। ২ শামু ১৫:১৩–১৭:২২ আয়াত দেখুন। দাউদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর উল্লেখ ১৩টি গজলের মধ্যে পাওয়া যায় (৩; ৭; ১৮; ৩৪; ৫১; ৫২; ৫৪; ৫৬; ৫৭; ৫৯; ৬০; ৬৩; ১৪২)। এদের মধ্যে জবুর ১৪২ ব্যতীত আর সবগুলোই জবুর শরীফের ১ম ও ২য় খণ্ড থেকে নেওয়া। (ভূমিকা: লেখক ও শিরোনাম দেখুন।)

৩:১-২ মাবুদের প্রতি দাউদের মুনাজাত। দাউদ বহু শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত।

৩:২ ২২:৭-৮; ৭১:১০-১১ আয়াত দেখুন। জবুর শরীফের রচয়িতা প্রায়শই দুষ্টদের ও অত্যাচারীদের উক্তি উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন যে, তারা কীভাবে আল্লাহ্‌কে (আয়াত ১:১) এবং তাঁর গোলামকে (১০:১১) উপহাস করে।

৩:৩-৪ মাবুদের প্রতি দাউদের সব সময় আস্থা ছিল যে, তিনি কখনো তাঁর মুনাজাতের উত্তর দিতে ব্যর্থ হন না।

৩:৩ ঢাল। প্রাচীন ইসরাইলের প্রচলিত ধারণা অনুসারে একজন

আমার গৌরব ও আমার মস্তক
উত্তোলনকারী।
৪ আমি স্বরবে মাবুদকে ডাকি,
আর তিনি তাঁর পবিত্র পর্বত থেকে আমাকে
উত্তর দেন। সেলা।
৫ আমি শয়ন করলাম ও নিদ্রা গেলাম, আমি
জাগ্রত হলাম;
কারণ মাবুদ আমাকে ধারণ করেন।
৬ আমি হাজার হাজার লোককেও ভয় পাব না,
যারা আমার বিরুদ্ধে চারদিকে যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত
হয়েছে।
৭ হে মাবুদ, উঠ;

[৩:৪] আইউ ৩০:২০।
[৩:৫] লেবীয় ২৬:৬।
[৩:৬] আইউ ১১:১৫।
[৩:৭] মেসাল ৩০:১৪; মাতম ৩:১৬।
[৩:৮] ইশা ৪৩:৩, ১১; ইউ ২:৯; প্রকা ৭:১০।
[৪:১] পয়দা ৩২:৭;কাজী ২:১৫।

হে আমার আল্লাহ্ আমার উদ্ধার কর;
কেননা তুমি আমার সমস্ত দুশমনের চোয়ালে
আঘাত করেছ,
তুমি দুষ্টদের সমস্ত দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছ।
৮ উদ্ধার মাবুদেরই কাছে;
তোমার লোকদের উপরে তোমার দোয়া
বর্ষিত হোক। সেলা।

জবুর ৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ হে আমার ধার্মিকতার আল্লাহ্,

বাদশাহ্ হলেন তার অধীনস্ত প্রজাদের বা জনগণের প্রতিরক্ষার ঢালস্বরূপ (৭:১০; ৪৭:৯; ৫৯:১১; ৮৪:৯; ৮৯:১৮; পয়দা ১৫:১ আয়াত দেখুন)। তেমনি এখানে বার বার বলা হয়েছে মাবুদ হলেন তাঁর লোকদের রক্ষাকারী ঢাল (৮৪:১১; ৯১:৪; ১১৫:৯-১১; দ্বি.বি. ৩৩:২৯; মেসাল ৩০:৫ আয়াত দেখুন)।

আমার গৌরব। দাউদ মাবুদের জন্য আনন্দিত, কারণ তিনিই তাঁর যোগানদাতা ও সুরক্ষাদাতা; তিনিই দাউদকে সম্মানের আসরে উঠিয়েছেন।

আমার মস্তক উত্তোলনকারী। তাঁর শত্রুদের সাথে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে দাউদ সম্মানিত হয়েছেন (১১০:৭ আয়াত দেখুন)।

৩:৪ আমি স্বরবে মাবুদকে ডাকি ... আমাকে উত্তর দেন। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

পবিত্র পর্বত। মাবুদের এবাদতের স্থান, এই দুনিয়াতে তাঁর বেহেশতী সিংহাসনের আবাসস্থল (২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৫-৬ দাউদের নিজ সুরক্ষার প্রতি আস্থা।

৩:৫ দাউদ যখন নিদ্রিত ছিলেন, তখনও তিনি নির্ভয়ে ছিলেন, কারণ মাবুদ জাগ্রত থেকে তাঁকে সুরক্ষা দান করেছেন (আয়াত ৪:৮ দেখুন)।

৩:৭-৮ দাউদের মুনাজাত।

৩:৭ উঠ ... উদ্ধার কর। একটি হিব্রু বাগধারা, যার মধ্য দিয়ে তড়িৎ কোন উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। এই কথায় উত্থিত হওয়া বা উঠে আসার তাগিদ ফুটে ওঠে (হিজ ১২:৩১; দ্বি.বি. ৭:৯ আয়াত দেখুন। কাব্যিক ভাষায় বাগধারাটিকে অনেক সময় দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। এ কারণে দাউদের মুনাজাত এখানে এভাবে প্রকাশ পেয়েছে: "উঠ এবং আমাকে উদ্ধার কর।" হে মাবুদ ... হে আমার আল্লাহ্। অর্থাৎ "মাবুদই আমার আল্লাহ্"। এই নামটিকে বা শব্দগুচ্ছটিকে ভেঙ্গে দুটি কাব্যিক অংশে বিভক্ত করা হয়েছে।

দাঁত ভেঙ্গে দিয়েছ। সম্ভবত এখানে শত্রুদেরকে বন্য প্রাণীর সাথে তুলনা করা হয়েছে (৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩:৮ উদ্ধার মাবুদেরই কাছে। জবুর শরীফের মুনাজাতগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি মুনাজাতের শেষে এ ধরনের একটি আত্মবিশ্বাসমূলক অংশ থাকে যে, এই মুনাজাতটি অবশ্যই মাবুদ আল্লাহ্র কাছে গৃহীত হবে এবং তিনি এর উত্তর দান করবেন (যেমনটা দেখা যায় ৬:৮-১০; ৭:১০-১৭; ১০:১৬-১৮; ১২:৭; ১৩:৫-৬ আয়াতে; এর সাথে ১২:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে দাউদের আত্মবিশ্বাস আল্লাহ্র লোকদের কাছে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তোমার লোকদের উপরে তোমার দোয়া বর্ষিত হোক। ২৫:২২; ২৮:৮-৯; ৫১:১৮ আয়াত দেখুন। যারা ইসরাইল দেশে আল্লাহ্ কর্তৃক শাসন করার জন্য অভিষিক্ত হয়েছে তারা বেহেশতী বাদশাহ্র সম্মুখে গোলামের মত দাঁড়াবে, কারণ তারা বেহেশতী মাবুদের লোকদের মঙ্গল সাধনের জন্য দায়বদ্ধ।

জবুর ৪ অধ্যায়। অপমানকারীদের হুমকি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত, যারা কোন দুর্যোগের কারণে বাদশাহ্কে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে দোষী করার চেষ্টা করে (সম্ভবত কোন ধরনের খরা বা দুর্ভিক্ষ; আয়াত ৭ দেখুন)। সম্ভবত সারা রাজ্য জুড়ে এই দুর্যোগ দেখা দিয়েছিল, যার কারণে মানুষের কাছে বাদশাহ্র অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছিল (অর্থাৎ তাঁর "গৌরব" ক্ষুন্ন হয়েছিল, আয়াত ২) এবং তাঁর সিংহাসন হুমকির সম্মুখীন হয়েছিল। যারা মিথ্যা কথা ছড়িয়ে থাকে (২ আয়াতের নোট দেখুন) তারা এই সকল দুর্যোগ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে না এসে বাদশাহ্ উপরে নির্ভর করেছিল। জবুর ৩ ও ৫ অধ্যায়ের সাথে এই গজলটির সংযুক্তি রয়েছে।

৪ অধ্যায়। শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। সম্ভবত এটি লিটার্জি ভিত্তিক বিশেষ দ্রষ্টব্য, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইসরাইল জাতির এবাদতগত ও প্রশংসার সময়কালে গজল পরিচালকের দ্বারা এই অংশটি ব্যবহৃত হবে কিংবা যে কোন এবাদতের ক্ষেত্রে উক্ত এবাদত পরিচালনাকারীই তা ব্যবহার করবেন (১ খান্দান ২৩:৫, ৩০; ২৫; শুমারী ১১:১৭)। এই লিটার্জিতে লেবীয়গণ এবাদতে আগত জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে সমবেত জনতা "আমিন" এবং "মাবুদের প্রশংসা হোক" (হাল্লেলুইয়া) কথাগুলো উচ্চারণ করবে; ১ খান্দান ১৬:৩৬; শুমারী ৫:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ করিন্থীয় ১৪:১৬; প্রকাশিত ৫:১৪; ৭:১২; ১৯:৪।

তারযুক্ত যন্ত্রে। এই লিটার্জি ভিত্তিক দ্রষ্টব্যে বোঝানো হয়েছে যে, লেবীয়গণ বীণা ও অন্যান্য তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্র নিয়ে এই গজলটি গাইবেন (১ খান্দান ২৩:৫; ২৫:১, ৩,৬ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৩৩:২; ৪৩:৪; ৭১:২২; আরও দেখুন জবুর ৩৯; ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট)।

৪:১ আমি ডাকলে আমাকে উত্তর দাও। সর্ব প্রথম ফরিয়াদ। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

ধার্মিকতার আল্লাহ্। জবুর শরীফে আল্লাহ্র ধার্মিকতা বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর সমস্ত কথা ও কাজের প্রতি বিশ্বস্ততার কথা বোঝানো হয়েছে। এই বিশ্বস্ততা তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর ওয়াদা এবং বেহেশতী বাদশাহ্ হিসেবে তাঁর মর্যাদা প্রকাশ

হযরত দাউদের জীবন থেকে নেওয়া গীত-গান বা জবুর

দাউদের জীবন থেকে যে সমস্ত জবুর রচিত হয়েছে সেরকম ৭০টি জবুর বা গীত জবুর কিতাবের মধ্যে রয়েছে। এর মধ্যে ১৪টি জবুর তাঁর ব্যক্তি জীবনের বিশেষ ঘটনার সঙ্গে সংযুক্ত। এই জবুরগুলোর মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে, আল্লাহ্‌র সঙ্গে দাউদের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। এই সমস্ত জবুরগুলোকেই এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

দাউদের জীবনের ঘটনাসমূহ	রেফারেন্স	জবুর	আল্লাহ্‌র বিষয়ে দাউদ যা শিখেছিলেন
বাদশাহ্ তালুত যখন দাউদকে হত্যা করার জন্য দাউদের ঘরে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন।	১ শামুয়েল ১৯ অধ্যায়	৫৯	"হে আমার বল, আমি তোমার অপেক্ষা করবো; কেননা আল্লাহ্ আমার উচ্চদুর্গ।"
দাউদ যখন তালুতের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।	১ শামুয়েল ২১	৩৪	"আমি সর্বসমক্ষে মাবুদের শুকরিয়া আদায় করবো; তাঁর প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকবে।"
দাউদ যখন তালুতের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন।	১ শামুয়েল ২১	৫৬	"যখন আমি ভয় পাই, তখন আমি তোমাতে নির্ভর করবো।"
দাউদ যখন অদুল্লমের গুহাতে লুকিয়ে ছিলেন।	১ শামুয়েল ২২	১৪২	"আমি তোমার কাছে কাঁদলাম, হে মাবুদ, আমি বললাম, তুমিই আমার আশ্রয়, তুমি জীবিতদের দেশে আমার অধিকার।"
দোয়েগ ৮৫ জন ইমাম ও তাদের পরিবার পরিজনকে হত্যা করেছে এই খবর পাওয়ার পর।	১ শামুয়েল ২২	৫২	"আমার তাড়নাকারীদের থেকে আমাকে নিস্তার কর; কেননা আমার চেয়ে তারা বলবান।"
যখন যিবূষীয়েরা দাউদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।	১ শামুয়েল ২৩	৫৪	"দেখ, আল্লাহ্ আমার সাহায্যকারী; প্রভু আমার প্রাণরক্ষকদের মধ্যবর্তী।"
যখন দাউদ গুহায় লুকিয়ে ছিলেন।	১ শামুয়েল ২৪	৫৭	"তোমার পাখার ছায়ায় আমি আশ্রয় নেব, যে পর্যন্ত এসব দুর্দশা অতীত না হয়।"
ঐন-গদির মরু-ভূমিতে যখন দাউদ লুকিয়ে ছিলেন।	১ শামুয়েল ২৪	৬৩	"আমার প্রাণ পদে পদে তোমার সঙ্গে সঙ্গে চলে; তোমার ডান হাত আমাকে ধরে রাখে।"
যখন তালুত দাউদের প্রতি পশ্চাৎধাবন শেষ করলেন।	২ শামুয়েল ২২	১৮	"মাবুদ আমার শৈল, আমার দুর্গ, ও আমার উদ্ধারকর্তা, আমার আল্লাহ্, আমার দৃঢ় শৈল।"
বৈৎশেবার সঙ্গে দাউদের ব্যভিচারের পর বিষয়টি নিয়ে যখন তিনি এই বিষয় নিয়ে যখন আল্লাহ্‌র সম্মুখিন হন।	২ শামুয়েল ১২	৫১	"হে আল্লাহ্, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি কর, আমার অন্তরে সুস্থির রূহ্‌কে নতুন করে দাও।"
অবশালোমের বিদ্রোহের সময়।	২ শামুয়েল ১৫	৩	"উদ্ধার মাবুদেরই কাছে; তোমার লোকদের উপরে তোমার দোয়া বর্ষিত হোক।"
অবশালোমের বিদ্রোহের সময়।	২ শামুয়েল ১৫	৭	"হে মাবুদ, আমার ধার্মিকতা ও আমার আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে আমার বিচার কর। ধর্মময় আল্লাহ্ তো অন্তঃকরণ ও মর্মের পরীক্ষক।"

আমি ডাকলে আমাকে উত্তর দাও।
সঙ্কটে তুমি আমাকে মনের প্রশস্ততা দিয়েছ;
আমাকে রহম কর, আমার মুনাজাত শোন।
২ হে মানব সন্তানেরা কতকাল আমার সম্মান
অপমানে পরিণত করবে?
কতকাল অসার কথা ভালবাসবে ও মিথ্যা
কথার খোঁজ করবে? সেলা।
৩ তোমরা জেনো মাবুদ নিজের বিশ্বস্ত লোককে
নিজের জন্য পৃথক করে রেখেছেন;
আমি মাবুদকে ডাকলে তিনি শুনবেন।
৪ তোমরা ভয় কর, গুনাহ্ করো না,
তোমাদের বিছানার উপরে
মনে মনে কথা বল ও নীরব হও।
সেলা।
৫ তোমরা ধার্মিকতায় কোরবানী দেও,
আর মাবুদের উপর ভরসা রাখ।

[৪:২] হিজ ১৬:৭; ১শামু ৪:২১।
[৪:৩] মিকাহ্ ৭:২; ১তীম ৪:৭; ২পিতর ৩:১১।
[৪:৪] ইফি ৪:২৬।
[৪:৫] মেসাল ৩:৫; ২৮:২৬; ইশা ২৬:৪; ইউ ১৪:১।
[৪:৬] শুমারী ৬:২৫।
[৪:৭] প্রেরিত ১৪:১৭।
[৪:৮] শুমারী ৬:২৬; আইউ ১১:১৮।
[৫:১] ১বাদশাহ্ ৮:২৯; দানি ৯:১৮।
[৫:২] আইউ ১৯:৭; ২৪:১২; ৩৬:৫।

৬ অনেকে বলে, কে আমাদেরকে মঙ্গল দেখাবে?
হে মাবুদ আমাদের প্রতি নিজের মুখের আলো
উদিত কর।
৭ তুমি আমার অন্তঃকরণে এমন আনন্দ দিয়েছ,
যা ওদের শস্য ও প্রচুর আঙ্গুর-রসের সময়েও
হয় না।
৮ আমি শান্তিতে শয়ন করবো, নিদ্রাও যাব;
কেননা, হে মাবুদ, তুমিই একাকী
আমাকে নির্ভয়ে বাস করতে দিচ্ছ।

জবুর ৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। বাঁশীর আওয়াজের সঙ্গে
হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ হে মাবুদ, আমার কথায় কান দাও,
আমার কাতরোক্তিতে মনোযোগ কর।
২ হে আমার বাদশাহ্, হে আমার আল্লাহ্,
আমার আর্তনাদের স্বর শোন,

করে। তিনিই সেই আল্লাহ্ যাঁর কাছে ক্ষমতাহীন মানুষ নিরাপত্তা কামনা করবে, অত্যাচারিত মানুষেরা বিচার চাইবে এবং অভাবী মানুষেরা সহায় চাইবে।

আমাকে রহম কর। এখানে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে "আমাকে তোমার কাছে স্থান দাও" (১৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

সঙ্কটে। জাতির দুর্যোগের সময় যারা বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও দোষারোপ করেছিল তাদের অভিযোগ, তিরস্কার ও অপমানের কথা বলা হয়েছে।

৪:২-৩ যারা দাউদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে তাদেরকে দাউদ চ্যালেঞ্জ করেছেন এবং তাদেরকে এই কথা বলে সাবধান করে দিয়েছেন যে, মাবুদ তাঁর মুনাজাত শুনবেন এবং তাঁকে তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:২ কত কাল? ৬:৩ আয়াতের নোটও দেখুন।

আমার সম্মান অপমানে পরিণত করবে? অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগ ও দোষারোপের কারণে দাউদ আল্লাহ্ অনুগ্রহে যে সম্মান ও ভালবাসা মানুষের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন তা লোপ পেতে চলেছে (৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তিনি মানুষের কাছে অপমানের পাত্রে পরিণত হয়েছেন।

অসার কথা। গুজব ও মিথ্যা অভিযোগ, যেখানে সত্যের কোন স্থান নেই।

মিথ্যা কথা। ৫:৬,৯ আয়াতের নোট দেখুন। সেলা সম্পর্কে জানতে ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪:৩ নিজের বিশ্বস্ত লোক। হিব্রু শব্দ আসিদ, যা জবুর শরীফে ২৬ বার উল্লিখিত হয়েছে (একবার তা আল্লাহ্‌কে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়েছে: ১৪৫:১৭; "বিশ্বস্ত"; এর সাথে তুলনা করুন ১৮:২৫ আয়াত)। সাধারণত এই শব্দটি বহুবচনে বিশ্বস্ত মানুষ বা প্রজাদের বোঝাতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র লোকদের বোঝানো জন্য ব্যবহৃত একটি বিশেষ শব্দ, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তিপূর্ণ ও বিশ্বস্ত লোকদেরকেই প্রকাশ করা হয়ে থাকে (১ শামু ২:৯)।

৪:৪-৫ ক্রোধ বা ভয়ের কাছে পরাজিত না হওয়া এবং নিজেদের সমস্যার কারণে অন্যকে (অর্থাৎ বাদশাহ্‌কে) দোষারোপ না করার জন্য এখানে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। সেই সাথে নিজেদের অন্তরে অনুসন্ধান করে মাবুদের উপরে ভরসা করার জন্য বলা হয়েছে।

৪:৪ তোমরা ভয় কর, গুনাহ্ করো না। প্রেরিত পৌল এই কথাগুলোকেই কিছুটা ভিন্ন ভাবে ব্যবহার করেছেন (ইফি ৪:২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৬ চরম হতাশা ও নৈরাশ্যের মধ্যেও দাউদ মুনাজাত করছেন যেন মাবুদ তাঁকে দোয়া করেন।

কে ... ? বাদশাহ্ বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার কারণে এখন পরবর্তী নেতৃত্ব কে গ্রহণ করবে এ নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছে।

কে আমাদেরকে মঙ্গল দেখাবে? ৩৪:১০; ৮৪:১১; ৮৫:১২; ১০৩:৫; ১০৭:৯ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১৬:২; ইয়াকুব ১:১৭।

আমাদের প্রতি নিজের মুখের আলো উদিত কর। দাউদ মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন যেন তিনি এই জাতির মঙ্গল সাধন করেন। এর জন্য তিনি দোয়া ও রহমত দানের একটি প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি অনুসরণ করেছেন (১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন), যা ইমাম হারুনের মুনাজাতের সাথে মিলে যায় (শুমারী ৬:২৪-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৭-৮ দাউদের আত্মবিশ্বাস (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪:৭ অন্তঃকরণ। কিতাবুল মোকাদ্দসের ভাষায় মানবীয় রূহের কেন্দ্র বিন্দু, যেখান থেকে আবেগ, অনুভূতি, চিন্তা, অনুপ্রেরণা, সাহসিকতা ও কাজের উদ্যোগ উৎসারিত হয়। "তা থেকে জীবন প্রবাহিত হয়" (মেসাল ৪:২৩)।

৪:৮ শান্তিতে। কোন প্রকার দুশ্চিন্ত অন্তরে না রেখে। আমি শান্তিতে শয়ন করবো, নিদ্রাও যাব। ৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৫ অধ্যায়। এই প্রাতঃকালীন মুনাজাতটি সম্ভবত সকালের কোরবানীর সময় করা হত। এখানে জবুর শরীফের রচয়িতা তাঁর শত্রুদের ভয়ঙ্কর মিথ্যা অপবাদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন।

৫ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

বাঁশী। শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ শুধুমাত্র এই অংশেই দেখা যায়।

৫:১-২ মাবুদ যেন মুনাজাত শোনেন তার জন্য প্রারম্ভিক ফরিয়াদ।

৫:২ বাদশাহ্। ভূমিকা: ধর্মতত্ত্ব: প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ দেখুন।

কেননা আমি তোমারই কাছে মুনাজাত করছি।
৩ হে মাবুদ খুব ভোরে তুমি আমার আবেদন
শুনবে;
প্রভাতে আমি তোমার উদ্দেশে মুনাজাত
সাজিয়ে অপেক্ষায় থাকব।
৪ কেননা তুমি দুষ্টতাপ্রিয় আল্লাহ্ নও,
মন্দ তোমার মেহমান হতে পারে না।
৫ গর্বিত লোকেরা তোমার সাক্ষাতে দাঁড়াবে না,
তুমি সমস্ত দুর্বৃত্তদের ঘৃণা করে থাক।
৬ তুমি মিথ্যাবাদীদের বিনষ্ট করবে,
মাবুদ রক্তপাতী ও ছলনাপ্রিয়কে ঘৃণা করেন।
৭ কিন্তু আমি তোমার প্রচুর অটল মহব্বতের
দরুন তোমার গৃহে প্রবেশ করবো,

[৫:৩] ইশা ২৮:১৯; ৫০:৪।
[৫:৪] মেসাল ২:২২।
[৫:৫] ২বাদশাহ্ ১৯:৩২।
[৫:৬] প্রেরিত ৫:৩; প্রকা ২১:৮।
[৫:৭] দ্বি.বি. ১৩:৪।
[৫:৮] মেসাল ৮:২০।
[৫:৯] রোমীয় ৩:১৩।
[৫:১০] মাতম ১:৫।

তোমার পবিত্র বায়তুল-মোকাদ্দসের অভিমুখে
ভয়ে তোমাকে সেজ্‌দা করবো।
৮ হে মাবুদ, আমার গুপ্ত দুশমনদের হেতু
তুমি তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে চালাও,
আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর।
৯ কেননা ওদের মুখে স্থিরতা কিছুই নেই;
তাদের অন্তর দুষ্টতায় পূর্ণ,
তাদের কণ্ঠ অনাবৃত কবরস্বরূপ,
তারা তাদের জিহ্বা দ্বারা প্রতারণা করে।
১০ হে আল্লাহ্ তাদেরকে দোষী কর,
তারা নিজেদের মন্ত্রণায় পতিত হোক,
তুমি তাদের প্রচুর অধর্মের জন্য তাদেরকে
তাড়িয়ে দাও,

৫:৩-৭ এই সাতটি লাইনে (হিব্রু টেক্সটের) জবুর শরীফের রচয়িতা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি "খুব ভোরে" "পবিত্র বায়তুল-মোকাদ্দসের অভিমুখে" আল্লাহ্‌র উদ্দেশে মুনাজাত করবেন, কারণ তিনি নিশ্চিত আল্লাহ্ এই দুষ্টদেরকে যথোপযুক্ত জবাব দেবেন।

৫:৩ খুব ভোরে। জবুর ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ারমিয়া ২১:১২ আয়াতের নোট।

৫:৫ গর্বিত লোকেরা। ৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:৬ মিথ্যাবাদী। যারা তাদের ভর্ৎসনা ও মিথ্যা অভিযোগের মধ্য দিয়ে অন্যদের বিনাশ সাধন করে থাকে (৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫:৭অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৫:৮-১১ হিব্রু সংস্করণের সাতটি লাইনে জবুর রচয়িতা শত্রুদের বিষয়ে মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানিয়েছেন, যারা তাদের মিথ্যা দোষারোপ ও ভর্ৎসনামূলক কথার মধ্য দিয়ে তাঁকে ধ্বংস করতে দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ।

৫:৮ আমাকে চালাও। একজন মেষপালকের মত করে (২৩:৩ আয়াত দেখুন)।

ধর্মশীলতা। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার সম্মুখে তোমার পথ সরল কর। অর্থাৎ, তুমি যে পথে আমাকে পরিচালনা দেবে তা যেন সরল ও সোজা হয়, মসৃণ হয়, সেখানে যেন কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা প্রলোভন না আসে। গজল রচয়িতা মুনাজাত করছেন যেন আল্লাহ্ তাঁকে এমনভাবে পরিচালনা দেন যাতে করে তাঁর শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে কোন ধরনের অভিযোগ তোলার কোন সুযোগই না পায় (২৫:৪; ২৭:১১; ১৩৯:২৪; ১৪৩:৮-১০ দেখুন)।

৫:৯-১০ অভিযোগ উত্থাপন ও বিচারের জন্য আহ্বান (মানবীয় হুমকি বা আক্রমণের কথা যেখানে গজলের রচয়িতা উল্লেখ করেছেন, সেখানেই মুনাজাতের মধ্যে এই দুটি উপকরণ স্থান পেয়েছে)।

৫:৯ তাদের কণ্ঠ। অর্থাৎ তাদের মুখের কথা। জবুর রচয়িতার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি যে অস্ত্রটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল জিহ্বা বা কণ্ঠ (এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেখুন জবুর ১২ অধ্যায়ে; সেই সাথে ১০:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর রচয়িতা এই অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন যে, মানুষের কণ্ঠ মারাত্মক তলোয়ার ও তীরের চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর (৫৫:২১; ৫৭:৪; ৫৯:৭; ৬৪:৩-৪ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ১২:১৮; ২৫:১৮)। যারা তাদের মুখের কথা দিয়ে আল্লাহ্‌র লোকদেরকে আক্রমণ করে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে বার বার অভিযোগ করার কারণ বোধ হয় এই যে, এক মাত্র আল্লাহ্‌র কাছে আসলে পর একজন মানুষ এ ধরনের আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি লাভ করতে পারে।

তাদের অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

কণ্ঠ ... কবর। ৪৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

তারা তাদের জিহ্বা দ্বারা প্রতারণা করে। আল্লাহ্‌র কর্তৃক নিযুক্ত বাদশাহ্‌র বিপক্ষে মানুষের মিথ্যা অভিযোগ ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন জবুর ১৭; ২৫; ২৭-২৮; ৩১; ৩৫; ৪১; ৫২; ৫৪-৫৭; ৫৯; ৬৩-৬৪; ৭১; ৮৬; ১০৯; ১৪০-১৪১ অধ্যায়। এই সবগুলো গজলই বাদশাহ্ দাউদ রচনা করেছেন। এ ধরনের আক্রমণ তখনই বেশি ঘটে থাকে যখন বাদশাহ্‌র রূহানিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং আল্লাহ্‌র সাথে তার সম্পর্কে দূরত্ব দৃষ্টি হয় (যা আমরা দেখি জবুর ২৫; ৩৫; ৪১; ৭১; ৮৬; ১০৯ অধ্যায়ে)। সেক্ষেত্রে তাঁকে আর একজন যোগ্য বাদশাহ্ হিসেবে দেখা হত না, কারণ আল্লাহ্‌র উপস্থিতি আর তখন তাঁর সাথে থাকত না (সে কারণে তিনি আর তাঁর রাজ্যের ও জনগণের সুরক্ষা দানের জন্য সমর্থ থাকতেন না; ১ শামু ৮:২০; ১১:১২; ১২:১২; ২৫:২৮; ২ শামু ৩:১৮; ৭:৯-১১)। যে কোন ঘটনাতেই তিনি সহজ শিকারে পরিণত হতেন (৩:২; ২২:৭-৮; ৭১:১১ আয়াত দেখুন)। ৮৬:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। সেই সাথে রোমীয় ৩:১৩ আয়াতে প্রেরিত পৌল কীভাবে এই আয়াতটিকে ব্যবহার করেছেন তা দেখুন।

৫:১০ জবুর শরীফে এই তথাকথিত বদদোয়া নিয়ে নানা ধরনের তর্ক ও সমালোচনা আলোচনা রয়েছে। অনেকেই এই অংশটিকে মনে থাকেন ঈসা মসীহের সেই বিশেষ হুকুমের সম্পূর্ণ বিপরীত, যেখানে তিনি বলেছেন, শত্রু যদি তোমার এক গালে চড় মারে তাহলে তুমি অন্য গাল পেতে দাও (মথি ৫:৩৯, ৪৪ আয়াত দেখুন)। সেই সাথে ক্রুশে মৃত্যুবরণ করে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, এই বদদোয়া তারও বিপরীত (লূক ২৩:৩৪)। প্রকৃতপক্ষে এই "বদদোয়া" মোটেও বদদোয়া নয়; বরং যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র গোলামের বিরুদ্ধে কথা বলেছে এবং এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌কেই অপমানিত করেছে, তাদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়াকে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই অংশে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (আয়াত ২৮:৪ দেখুন)। এই কথাগুলো আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের সাথে যেমন সঙ্গতিপূর্ণ, তেমনি তা মানবীয় বিচার ব্যবস্থার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ (দ্বি.বি. ২৫:১-৩ দেখুন; সেই সাথে ২ থিষ ১:৬; প্রকাশিত ৬:১০; ১৯:২ আয়াত দেখুন)। জবুর শরীফের রচয়িতা জানতেন যে, যারা অন্যায়ের শিকার হয়েছে তাদের নিজেদের হাতে আইন

কেননা তারা তোমার বিদ্রোহী হয়েছে।
১১ কিন্তু যারা তোমার মধ্যে আশ্রয় নেয় তারা
সকলে আহ্লাদিত হোক,
তারা চিরকাল আনন্দ গান করুক,
কেননা তুমি তাদেরকে রক্ষা করছো;
যারা তোমার নাম ভালবাসে,
তারা তোমাতে উল্লাস করুক।
১২ কেননা তুমি ধার্মিককে দোয়া করবে,
হে মাবুদ, তুমি ঢালের মত তাকে প্রসন্নতায়
বেষ্টন করবে।

[৫:১১] আইউ ২২:১৯।
[৫:১২] পয়দা ১৫:১।
[৬:১] জবুর ২:৫।
[৬:২] জবুর ৬১:২; ৭৭:৩; ১৪২:৩; ইশা ৪০:৩১; ইয়ার ৮:১৮; ইহি ২১:৭।
[৬:৩] আইউ ৭:১১; ইউ ১২:২৭; রোমীয় ৯:২; ২করি ২:৪।

জবুর ৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। স্বর, শমীনীৎ। হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ হে মাবুদ, ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা করো না,
কোপে আমাকে শাসন করো না।
২ হে মাবুদ আমাকে রহম কর, কেননা আমি ম্লান হয়েছি;
হে মাবুদ আমাকে সুস্থ কর,
কেননা আমার সমস্ত অস্থি ভয়ে কাঁপছে।
৩ আমার প্রাণও ভীষণ ভয় পেয়েছে;
আর তুমি, হে মাবুদ, আর কত কাল?

তুলে নেওয়া উচিত নয়, বরং এই বিচারের ভার আল্লাহ্‌র হাতে ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। কারণ স্বয়ং মাবুদ বলেছেন, "প্রতিশোধ ও প্রতিফলদান আমারই কাজ" (দ্বি.বি. ৩৫:৩৫; আরও দেখুন মেসাল ২০:২২; রোমীয় ১২:১৯)। এই কারণে আমাদের উচিত সমস্ত অভিযোগ বেহেশতী বিচারক আল্লাহ্‌র কাছে উত্থাপন করা (ইয়ার ১৫:১৫ আয়াত দেখুন)।

তাদেরকে তাড়িয়ে দাও। আল্লাহ্‌র উপস্থিতি থেকে, যেন তারা রহমত ও জীবনের উৎস থেকে দূরে সরে যায় (পয়দা ৩:২৩ আয়াত দেখুন)।

তারা তোমার বিদ্রোহী হয়েছে। জবুর শরীয়তের রচয়িতাকে আক্রমণ করার মাধ্যমে।

৫:১১ জবুর রচয়িতা তাঁর মুনাজাতে আল্লাহ্‌ভক্ত সমস্ত লোককে এক করেছেন (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

তোমার নাম। মাবুদের নাম তাঁর চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ (হিজ ৩:১৪-১৫; ৩৪:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এই নামকে মাবুদের থেকে আলাদা করে দেখানো হয় নি, বরং তা তাঁরই সত্তার মহিমার একটি বিশেষ অংশ হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে তাঁর লোকেরা তাঁর আরও কাছে আসতে পারে। এ কারণে জেরুশালেমের এবাদতখানা হচ্ছে তাঁর লোকদের মধ্যে তাঁর উপস্থিতির দুনিয়াবী আবাসস্থল (৭৪৭:৭; দ্বি.বি. ১২:৫, ১১ আয়াত দেখুন; ১২:৫; ২ মামু ৭:১৩; দানিয়াল ৯:১৮-১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। তাঁর লোকেরা শুধু তাঁর নাম উচ্চারণ করেই তাঁর কাছে মুনাজাত করতে পারে (৭৯:৬; ৮০:১৮; ৯৯:৬; ১০৫:১; ১১৬:৪,১৩,১৭)। মাবুদের নাম আমাদেরকে সুরক্ষা দান করে (২০:১; মেসাল ১৮:১০); মাবুদ তাঁর নামে আমাদের পরিচর্যা করেন (৫৪:১ আয়াত দেখুন); এবং তাঁর নাজাত দানকারী কাজই প্রমাণ দেয় যে, তাঁর নাম সব সময় আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছে (৫২:৯ আয়াত দেখুন)। সে অনুসারে আমাদের উচিত তাঁর খোদায়ী নামে "ঈমান স্থাপন করা" (২০:৭; ৩৩:২১), তাঁর নামে "প্রত্যাশা করা" (৫২:৯), তাঁর নামের "প্রশংসা গান করা" (৭:১২; ৯:২; ১৮:৪৯) এবং তাঁর নামে "আনন্দ করা" (৮৯:১৬)। আল্লাহ্‌র "মহব্বত" এবং "ভয়" উভয়ই তাঁর নামের সাথে সমানভাবে সম্পর্কযুক্ত (মহব্বত: ৬৯:১৩; ১১৯:১৩২; ভয়: ৬১:৫; ৮৬:১১; ১০২:১৫)।

৫:১২ পরম নির্ভরতার সাথে লেখক এই ঘোষণা দিচ্ছেন যে, আল্লাহ্‌ নিশ্চয়ই নির্দোষকে রক্ষা করবেন। ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *ধার্মিক।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৬ অধ্যায়। ভয়ঙ্কর বিপদের সময়কার মুনাজাত, বিশেষত যখন দাউদের শত্রুরা প্রায় তাঁর নিকটাপন্ন তখন তিনি এই মুনাজাত করছেন। এই গজলটির রচনাশৈলী অনেকটা সমান্তরাল: তিনটি আয়াত, দুটি আয়াত, দুটি আয়াত, তিনটি আয়াত। প্রাচীন যুগের ঈসায়ী মণ্ডলীর লিটার্জিগুলোতে সাতটি অনুতাপমূলক গজলের মধ্যে জবুর ৬ অধ্যায়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হত (অন্য আর ছয়টি হচ্ছে জবুর ৩২; ৩৮; ৫১; ১০২; ১৩০; ১৪৩)।

৬ অধ্যায় শিরোনাম। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হিব্রু ভাষায় এই কথাটির জন্য বিশেষ একটি পদান্বয়ী অব্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে (যা জবুর ৮; ১২; ৪৬; ৫৩; ৮১; ৮৪; ৮৮ অধ্যায়ের শিরোনামেও দেখা যায়)।

শমীনীৎ। জবুর ১২ অধ্যায়ের শিরোনামে এবং ১ খান্দান ১৫:২১ আয়াতে দেখা যায়। সম্ভবত এখানে আটটি তারের কোন বাদ্যযন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে।

৬:১-৩ করুণা লাভের জন্য প্রারম্ভিক দয়া প্রার্থনা। যদিও মাবুদ দাউদের গুনাহ্‌র জন্য শাস্তি হিসেবে তাকে এই অসুস্থতা দিয়েছেন (৩২:৩-৫; ৩৮:১-৮, ১৭-১৮ আয়াত দেখুন), তথাপি দাউদ আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন যেন আল্লাহ্‌ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে তাঁর সম্পূর্ণ আক্রোশ দাউদের উপরে ঢেলে না দেন, কারণ তাহলে অবশ্যই তিনি মৃত্যুবরণ করবেন (আয়াত ৫ দেখুন; এর সাথে ১৩০:৩ আয়াতও দেখুন)।

৬:১ জবুর ৩৮ আয়াতও একইভাবে শুরু হয়েছে।

ভর্ৎসনা ... শাসন। অর্থাৎ একই সাথে ভর্ৎসনা এবং শাসন (৩৯:১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ৩:৭ আয়াতের নোট)।

ক্রোধ ... কোপ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:২ অস্থি। অর্থাৎ দেহের অভ্যন্তরের কঙ্কাল, যা পুরো দেহের কাঠামো প্রকাশ করছে।

৬:৩ প্রাণ। এখানে রূহ্‌ বোঝানো হয়েছে। তবে পুরোপুরি রূহানিক দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, বরং দৈহিক জীবনের অস্তিত্বও এর সাথে মিশে আছে। বস্তুত জবুর রচয়িতা ভেতরের সত্তা থেকে বাইরের সত্তাকে কখনোই একেবারে পৃথক করে দেখেন নি। এ কারণে অস্থির সাথে প্রাণ বা রূহকে সংযুক্ত করে এখানে দেখানো হয়েছে, যাতে করে "রূহ্‌" এবং "দেহ" একই সত্তার অংশ হিসেবে প্রতীয়মান হয় (৩১:৯)।

আর কত কাল? জবুর শরীফের মুনাজাতগুলোতে এ ধরনের অসহিষ্ণুতা ও অভিযোগ সূচক কথা প্রায়শই দেখা যায় (সাধারণত "কত দিন?" বা "কখন?" বা "কেন?" কথাগুলোর মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ করা হয়েছে)। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন মুনাজাতের কথা যার উত্তর এখনো পাওয়া যায় নি এবং এতে প্রকাশ পায় যে, জবুর শরীফের রচয়িতার সাথে

৪ হে মাবুদ ফিরে এসো, আমার প্রাণ রক্ষা কর,
তোমার অটল মহব্বতের গুণে আমাকে উদ্ধার
কর।
৫ কেননা মৃত্যুতে তোমাকে স্মরণ করা যায় না,
পাতালে কে তোমার প্রশংসা করবে?
আমি কাতর আর্তনাদ করতে করতে শ্রান্ত
হয়েছি;
৬ প্রতি রাতে আমি বিছানা ভাসাই,
আমি নেত্রজলে পালঙ্ক ভিজাই।
৭ মনস্তাপে আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে;
আমার সকল দুশমনের জন্য তা দুর্বল হচ্ছে।

[৬:৪] ইশা ৫৪:৮, ১০।
[৬:৫] হেদা ৯:১০; ইশা ৩৮:১৮।
[৬:৬] আইউ ৭:৩; লূক ৭:৩৮; প্রেরিত ২০:১৯।
[৬:৭] আইউ ১৬:৮; ইশা ৩৮:১৪।
[৬:৮] মথি ৭:২৩।
[৬:৯] জবুর ২৮:৬; ১১৬:১।
[৬:১০] ২বাদশাহ্

৮ হে অধর্মাচারী সকলে, আমা থেকে দূর হও,
কেননা মাবুদ আমার কান্নার আওয়াজ
শুনেছেন।
৯ মাবুদ আমার ফরিয়াদ শুনেছেন;
মাবুদ আমার মুনাজাত গ্রাহ্য করবেন।
১০ আমার সমস্ত দুশমন লজ্জিত হবে ও ভীষণ
ভয় পাবে;
তারা ফিরে যাবে, হঠাৎ লজ্জিত হবে।

জবুর ৭

দাউদের শিগায়োন, যা তিনি বিন্‌ইয়ামীনীয়
কূশের কথার সম্বন্ধে মাবুদের উদ্দেশে গান

আল্লাহ্‌র এমনই এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল যার ভিত্তিতে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে এমন অধিকার নিয়ে সাহসিকতার সাথে কথা বলতে পেরেছেন (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:৪-৫ মৃত্যু থেকে পুনরুত্থানের জন্য একনিষ্ঠ মুনাজাত।

৬:৪ অটল মহব্বত। এই অংশটির হিব্রু প্রতিশব্দ বোঝায় দৃঢ় শুভ সঙ্কল্প, বিশেষত যা দুর্দশাগ্রস্ত সময়ে একজন মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয়। আল্লাহ্‌র অটল মহব্বত যাচঞা করে করা মুনাজাত (যা অনেক সময় "দয়া" বা "করুণা" হিসেবে বলা হয়েছে। ইউসা ২:১২; হোসিয়া ৬:৬ আয়াতের নেটা দেখুন)। পুরাতন নিয়মে বারবারই দেখা যায়, যার মধ্য দিয়ে সমগ্র ইসরাইলের প্রতি আল্লাহ্‌ সামষ্টিক মহব্বতকে প্রকাশ করে (দ্বি.বি. ৭:৯,১২) আবার বাদশাহ্‌ দাউদ ও তাঁর বংশের প্রতি আল্লাহ্‌র মহব্বতকেও প্রকাশ করে (৮৯:২৪, ৮, ৩৩, ৪৯; ২ শামু ৭:১৫; ইশা ৫৫:৩ আয়াত দেখুন)।

৬:৫ দাউদ বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার মত লোকের অভাব দেখা দিচ্ছে। মৃতেরা নয়, জীবিত ব্যক্তিই শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র দয়ার কথা মনে রেখে তাঁর কৃত উদ্ধারের জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরব মহিমা করতে পারে। বনি-ইসরাইলরা সাধারণত মৃত্যুকে জীবনের ঠিক বিপরীত হিসেবে দেখত, মৃত্যুর পরবর্তী অনন্ত জীবন সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল অত্যন্ত সীমিত। তখনও আল্লাহ্‌র সাথে বিশ্বস্ত জীবন কাটানোর ফল স্বরূপ পরিত্রাণ বা মৃত্যু থেকে জীবন লাভের ধারণাটি তারা পায় নি। কবর তাদের জন্য ছিল জীবনের সমস্ত আশা ভরসা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার সামিল। তবে খোদাভক্ত মানুষেরা মৃত্যুবরণ করলে তাদের পরিণতি কী হত সে সম্পর্কে তাদের ধারণা কী ছিল তা স্পষ্ট নয় (১৩৯:৮ আয়াত দেখুন)। কিতাবুল মোকাদ্দস ব্যতীত প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য বেশ কিছু কিতাবে বলা হয়েছে যে, অমরত্ব শুধুমাত্র দেবতাদের ভোগ্য বিষয় ছিল। কিন্তু যারা মৃত্যুবরণ করত তারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডেই এক প্রকার অশরীরী বা ছায়ামূর্তির মত সত্তা নিয়ে বিচরণ করতো। পুরাতন নিয়মের রচয়িতাগণ জানতেন যে, মানব জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে জীবনের জন্য, কারণ আল্লাহ্‌ চেয়েছেন যেন মানুষ জীবন লাভ করে এবং তারা যেন মৃত্যুর উপরে বিজয় লাভ করতে পারে। তারা এটাও জানতেন যে, সকলেই নিয়তিতেই মৃত্যু লেখা আছে এবং নিরূপিত সময়ে আল্লাহ্‌ প্রত্যেককে তাঁর কোলে স্থান দেবেন এবং তাঁর অনন্ত জীবনের অংশীদার করবেন (পয়দা ১৫:১৫; ২৫:৮; ৪৭:৩০; ৪৯:৩৩; ১ বাদশাহ্‌ ২:২ আয়াত দেখুন)। মৃত্যু অনেক সময় ধার্মিক ব্যক্তিদের জন্য আশীর্বাদস্বরূপও হতে পারে, কারণ মৃত্যু ধার্মিক ব্যক্তিদেরকে এই গুনাহ্‌ময় দুনিয়া ত্যাগ করার সুযোগ দেয় (২ বাদশাহ্‌ ২২:২০; ইশা ৫৭:১-২ আয়াত দেখুন)। উপরন্তু ধার্মিকদের মৃত্যু দুষ্টদের মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি সম্মানজনক হত (শুমারী ২৩:১০ আয়াত দেখুন)। এটি সুস্পষ্ট, মৃত্যু সম্পর্কে তখন মানুষের মধ্যে এমন একটি সচেতনতা ছিল যে, মৃত্যু ধার্মিকদের জন্য আশা ভরসার শেষ নয়, কারণ আল্লাহ্‌র কাছে তাদের জন্য আরও অনেক অনুগ্রহ জমা রয়েছে (বিশেষ করে ১৬:৯-১১; ১৭:১৫; ৪৯:১৪-১৫; ৭৩:২৪ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে পয়দা ৫:২৪ আয়াতেরও নোট দেখুন)।

৬:৬-৭ অসুস্থতার ব্যাপ্তি ও শত্রুদের উৎপাতের কারণে রাতে অশান্তি ও অসহিষ্ণুতা আরও বৃদ্ধি পায়।

৬:৬ আমি নেত্রজলে পালঙ্ক ভিজাই। গজলটির একেবারে কেন্দ্রস্থিত আয়াত – এখানেই অধ্যায়টির মূলভাব প্রকাশ পেয়েছে। এই বিশেষ সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য, অর্থাৎ গজলের ঠিক মাঝখানে এসে মূল ভাবটি প্রকাশ করার এই কৌশল প্রায়শই ব্যবহার করা হত (৮:৪; ১৪:৪; ৩৪:৮-১৪; ৪২:৮; ৪৭:৫-৬; ৪৮:৮; ৫৪:৪; ৫৫:১৫; ৬৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ৬৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; ৭১:১৪; ৭৪:১২; ৮২:৫; ৮৬:৯; ৯৭:৭ আয়াত দেখুন; জবুর ১০১ ও ১০৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; ১১৩:৫ আয়াত দেখুন; জবুর ১৩৮ অধ্যায়ের ভূমিকা; ১৪১:৫ আয়াত দেখুন)।

৬:৭ মনস্তাপে আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে। বিভিন্ন রূপক ও কাব্যিক ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পুরাতন নিয়মে বিভিন্ন বিষয় প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়ে আসার কথা বলার মধ্য দিয়ে শক্তি কমে আসার কথা বোঝানো হয়েছে (৩৮:১০; ১ শামু ১৪:২৭,২৯ আয়াত দেখুন; এছাড়া ২৭ আয়াত ও ইয়ার ১৪:৬ নোট দেখুন)। এছাড়াও এর আরও কিছু অর্থ হচ্ছে শোক প্রকাশ (যা অনেক সময় কষ্টভোগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। ৩১:৯; ৮৮:৯; আইউব ১৭:৭; মাতম ২:১১) এবং অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা বা প্রত্যাখ্যাত মুনাজাত (৬৯:৩; ১১৯:৮২, ১২৩; দ্বি.বি. ২৮:৩২; ইশা ৩৮:১৪ আয়াত দেখুন)।

আমার সকল দুশমনের জন্য। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৬:৮-১০ দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সুস্পষ্ট ছাপ রেখে অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬:১০ বাদশাহ্‌ দাউদের পুনরায় উত্থিত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর শত্রুরা অপমানিত হবে।

জবুর ৭ অধ্যায়। শত্রুদের আক্রমণের সময় যেন মাবুদ তাঁকে রক্ষা করেন সেজন্য দাউদ মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন।

৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। শিগায়োন। শব্দটি শুধুমাত্র এই

করেন।
১ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্, আমি তোমারই
আশ্রয় নিয়েছি;
আমার সকল তাড়নাকারী থেকে আমাকে
নিস্তার কর,
আমাকে উদ্ধার কর।
২ পাছে দুশমন সিংহের মত আমার প্রাণ ছিন্নভিন্ন
করে, খণ্ড খণ্ড করে,
যখন রক্ষাকারী কেউ নেই।
৩ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্,
যদি আমি সেই কাজ করে থাকি,
যদি আমার হাতে অন্যায় লেগে থাকে;
৪ যদি আমি বন্ধুর অপকার করে থাকি,
(বরং যে অকারণে আমার দুশমন, তাকেও
উদ্ধার করেছি),
তবে দুশমন দৌড়ে আমার প্রাণ ধরুক,
৫ আমার জীবন ভূমিতে দলিত করুক,
এ বং আমার গৌরব ধূলিসাৎ করুক।
সেলা।
৬ হে মাবুদ, ক্রোধভরে উত্থান কর,
আমার দুশমনদের ক্রোধের প্রতিকূলে উঠ,
আমার পক্ষে জাগ্রত হও;
তুমি বিচারের হুকুম দিয়েছ।
৭ জাতিরা তোমার চারপাশে জমায়েত হোক;
তাদের উপরে তুমি উঁচু স্থানে তোমার আসনে
বস।
৮ মাবুদ জাতিদের বিচার করেন;
হে মাবুদ, আমার ধার্মিকতা ও আমার
আন্তরিক সিদ্ধতানুসারে
আমার বিচার কর।
৯ আরজ করি, দুষ্টদের নাফরমানী শেষ হোক,
কিন্তু ধার্মিককে সুস্থির কর;
ধর্মময় আল্লাহ্ তো অন্তঃকরণ ও মর্মের
পরীক্ষক।
১০ আল্লাহ্ আমার ঢালধারী,
তিনি সরল চিত্তদের রক্ষাকর্তা।
১১ আল্লাহ্ ধর্মময় বিচারকর্তা;
তিনি প্রতিদিন ক্রোধকারী আল্লাহ্।
১২ মানুষ যদি না ফেরে,
তবে তিনি তাঁর তলোয়ারে শান দেবেন;
তিনি নিজের ধনুকে চাড়া দিয়েছেন,
তা প্রস্তুত করেছেন।
১৩ ওর জন্য তিনি মৃত্যুর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত
করেছেন;
তিনি নিজের বাণগুলো অগ্নিবাণে পরিণত
করেন।
১৪ দেখ, সে অধর্ম গর্ভে ধারণ করে,
উপদ্রবে পূর্ণগর্ভ হয়, মিথ্যাকে প্রসব করে।
১৫ সে কূপ খনন করে গভীর করেছে,
কিন্তু নিজের খনন করা গর্তে নিজেই পড়লো।

১৯:২৬।
[৭:১] ইব ৩:১।
[৭:২] পয়দা ৪৯:৯; প্রকা ৪:৭।
[৭:৩] ইশা ৫৯:৩।
[৭:৪] মেসাল ২৪:২৮।
[৭:৫] ২শামু ২২:৪৩; ২বাদশাহ্ ৯:৩৩; ইশা ১০:৬; মাতম ৩:১৬।
[৭:৬] ২খান্দান ৬:৪১।
[৭:৮] পয়দা ৩:৫; শুমারী ২৪:১৬; মার্ক ৫:৭।
[৭:৯] ১খান্দান ২৮:৯; প্রকা ২:২৩।
[৭:১০] আইউ ৩৩:৩।
[৭:১১] পয়দা ১৮:২৫; ইশা ১১:৪; ইয়ার ১১:২০।
[৭:১২] ২শামু ২২:৩৫; ইশা ৫:২৮; ১৩:১৮।
[৭:১৪] ইশা ৫৯:৪; ইয়াকুব ১:১৫।
[৭:১৫] মেসাল

অধ্যায়েই দেখা যায় (তবে এর বহুবচন রূপটি দেখা যায় হাবাক্কুক ৩:১ আয়াতে)।

কূশ। এ ছাড়া আর কোথাও তার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু তাকে বিন্‌ইয়ামীনীয় বলা হয়েছে, সেহেতু তিনি নিশ্চয়ই তালুতের সমর্থক ছিলেন। এ কারণে শিরোনামটি সম্ভবত দাউদের জীবনের উপরে তালুতের হামলার ঘটনাবলীর উপরে আলোকপাত করেছে।

৭:১-২ দাউদের ফরিয়াদের প্রারম্ভিক সারসংক্ষেপিত রূপ।

৭:৫ আমার জীবন ... আমার গৌরব। এখানে মূলত একজন মানুষের ভেতরে যে আমিত্ব থাকে, তার কথা বোঝানো হয়েছে (১৬:৯; ৩০:১২; ৫৭:৮; ১০৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:৬-৯ মাবুদ আল্লাহ্‌র লোকদের উপরে অত্যাচারের কারণে সারা দুনিয়ার বিচার করার আবেদন জানানো হয়েছে।

৭:৬ উত্থান কর ... উঠ। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন। ১১ আয়াত এবং ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জাগ্রত হও। যখন দুষ্টেরা বিজয় লাভ করতে থাকে, তখন মাবুদ আল্লাহ্ কখনোই ঘুমান না (১২১:৪) এবং তাঁর লোকেরা মোটেও বৃথা তাঁর কাছে ক্রন্দন করে না (যা বাল দেবতার অনুসারীরা করত; ১ বাদশাহ্ ১৮:২৭ আয়াত দেখুন)। কিন্তু জবুর রচয়িতার ব্যবহৃত ভাষা থেকে বোঝা যায় যে, চরম প্রতিকূল মুহূর্তেও আল্লাহ্‌র নীরবতা দেখে তাঁর লোকেরা অসহিষ্ণু হয়ে পড়ে (৮০:২ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৭৮:৬৫; ইশা ৫১:৯ আয়াতও দেখুন)।

৭:৮ আমার ধার্মিকতা। আয়াত ৩-৫ দেখুন।

আমার আন্তরিক সিদ্ধতা। ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:৯ ধার্মিক। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

ধর্মময় আল্লাহ্। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

অন্তঃকরণ ও মর্ম। এই শব্দগুচ্ছের হিব্রু প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "হৃদপিণ্ড ও যকৃৎ"। ইসরাইলরা এই শব্দগুলোকে ব্যবহার করত প্রতীকী অর্থে প্রতিশব্দ হিসেবে জীবন বা প্রাণ বোঝাতে (৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। "হৃদয় ও অন্তর" অনুসন্ধান করার অর্থ হচ্ছে একজন মানুষের গোপন চরিত্র ও উদ্দেশ্য উপলব্ধি করার জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ পদ্ধতি (ইয়ার ১১:২০; ১৭:১০; ২০:১২; প্রকা ২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:১০-১৩ দাউদ এ বিষয়ে প্রচণ্ডভাবে আত্মবিশ্বাসী যে, তাঁর মুনাজাতা আল্লাহ্ অবশ্যই শুনবেন (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:১০ ঢাল। ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

চিত্ত। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১১ প্রতিদিন। আল্লাহ্‌র বিচার ভবিষ্যতের কোন এক দিনের জন্য তুলে রাখা হয় নি।

৭:১২-১৩ তলোয়ার ... ধনুক ... অগ্নিবাণ। বেহেশতী বাদশাহ্‌র অস্ত্রগুলো তাঁর লোকদেরকে প্রতিরক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে (হিজ ১৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন), আবার তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হয়।

৭:১২ নিজের ধনুক। পয়দা ৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১৪-১৬ দাউদ নিজেকে এই প্রচলিত জ্ঞানের কথা স্মরণ করিয়ে সন্তুষ্ট থেকেছেন যে, আল্লাহ্‌র শাসনের অধীনে থেকে অন্যায়কারী কখনো রেহাই পায় না।

৭:১৫ সে কূপ খনন করে গভীর করেছে। শিকার সংক্রান্ত একটি রূপক বাক্য। সাধাণত বন্য পশু জীবিত অবস্থায় ধরার জন্য মাটিতে গর্ত বা কূপ খুঁড়ে ফাঁদ পাতা হত (৯:১৫

১৬ তার জুলুম তারই মাথায় ফিরবে,
তার দৌরাত্ম্য তারই মাথার উপর নেমে আসবে।
১৭ আমি মাবুদের ধর্মশীলতানুসারে তাঁর শুকরিয়া আদায় করবো,
সর্বশক্তিমান মাবুদের নামের প্রশংসা গান করবো।

জবুর ৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ হে মাবুদ, আমাদের প্রভু,
সারা দুনিয়াতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।
তুমি আসমানের উর্ধ্বেও তোমার মহিমা সংস্থাপন করেছ।
২ তুমি শিশু ও দুগ্ধপোষ্যদের মুখ থেকে শক্তির ভিত্তিমূল স্থাপন করেছ,
তোমার বৈরিদের হেতুই করেছ,
যেন দুশমন ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত কর।
৩ আমি তোমার অঙ্গুলি-নির্মিত আসমানগুলো,
তোমার স্থাপিত চন্দ্র ও তারা নিরীক্ষণ করি,
৪ (বলি), মানুষ কি যে, তুমি তাকে স্মরণ কর?

২৬:২৭।
[৭:১৭] ২খান্দান ৩১:২; রোমীয় ১৫:১১; ইব ২:১২।
[৮:১] হিজ ১৫:১১; লূক ২:৯।
[৮:২] মথি ২১:১৬।
[৮:৩] পয়দা ১:১৬; ১করি ১৫:৪১।
[৮:৪] ১খান্দান ২৯:১৪।

আয়াতের নোট দেখুন)।

৭:১৬ তার জুলুম তারই মাথায় ফিরবে। মেসাল ২৬:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭:১৭ শুকরিয়া আদায় করবো,... নামের প্রশংসা গান করবো। আল্লাহ্‌ মাবুদের শুকরিয়া ও প্রশংসা করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। জবুর শরীফের অনেক গজলেই এ ধরনের উক্তি পাওয়া যায়, যেখানে মুনাজাতের উত্তর পেলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও বন্দেগী করার ওয়াদা করা হয়েছে। এই উক্তিগুলো ইসরাইল জাতির এই ধর্মীয় সচেতনতাকে প্রকাশ করে যে, বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে অবশ্যই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা সহকারে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা ও মুনাজাত করা প্রয়োজন, যদি আমরা সত্যিই আল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণভাবে সম্মানিত করতে চাই। এ ধরনের প্রশংসা ও এবাদত সাধারণত কৃতজ্ঞতাস্বরূপ কোরবানীর মধ্য দিয়ে করা হত এবং এবাদতখানায় সমবেত জনতার সম্মুখে আল্লাহ্‌র এই নাজাতদানকারী কাজের জন্য তাঁর এবাদত ও প্রশংসা করা হত (৫০:১৪-১৫, ২৩; সেই সাথে ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৮ অধ্যায়। মাবুদ আল্লাহ্‌র অনুপম সৃষ্টিকর্মের জন্য বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে (মানুষের প্রশংসা নয় – যা এই অধ্যায়ের দুটি আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, আয়াত ১ ও ৯; সেই সাথে ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। পয়দায়েশ ১ অধ্যায় (বিশেষ করে ২৬-২৮ আয়াত) পরিষ্কার করে এ বিষয়ে ধারণা দেয়, কিন্তু বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর নিজ পারিপার্শ্বিক বাস্তবতা ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই উক্তি করেছেন। দুটি বিষয় তাঁকে বিশেষভাবে চমৎকৃত করেছে: (১) নক্ষত্রময় আকাশে আল্লাহ্‌র গৌরব বিকিরিত হচ্ছে, এবং (২) সামান্য তুচ্ছ মানুষকে আল্লাহ্‌ স্মরণ করেন এবং তাদেরকে তিনি আল্লাহ্‌র সদৃশ গৌরবের মুকুট দান করে অন্যান্য প্রাণীদের উপরে কর্তৃত্ব দান করেছেন। জবুর শরীফের বিন্যাসের ধারাবাহিকতায় এই গজলটি বেশ অবাক করার মতই বটে। জবুর শরীফের প্রথম পাঁচটি গজলে (জবুর ১-২ অধ্যায়ের পর পরই ৬৪টি হিব্রু কবিতার লাইন দেখা যায়, যা জবুর শরীফের ভূমিকা হিসেবে বিবেচিত হয়; জবুর ১-২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) আমরা দেখি জবুর রচয়িতা মানবীয় কলুষতা ও গুনাহ্‌গারিতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে আল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। এছাড়া মানব জাতিকে রাজকীয় "মহিমা ও সম্মান" প্রদানের জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌কে বিশেষভাবে প্রশংসিত করা হয়েছে (আয়াত ৫), যা একটি চমৎকার ও অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়েছে। এখানে এই গজলটি থাকার কারণে মানব জাতিকে প্রদত্ত আল্লাহ্‌র মহিমা এবং মাব জাতির নিজ অপকর্মের কারণে তাদের অধঃপতন দুটোই সমানভাবে উঠে এসেছে। এতে মানব জাতি ও তাদের সাথে আল্লাহ্‌র বিশেষ সম্পর্ক আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে। আরও পাঁচটি গজলের পর (৬৪টি কাব্য পঙক্তি) গজলটি একটি পরিণতি লাভ করেছে (জবুর ১৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; সেই সাথে ৩-১৪ জবুরের ভূমিকা দেখুন)।

৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

হযরত দাউদের কাওয়ালী। জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। জবুর ৮১; ৮৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। সম্ভবত এখানে হিব্রু শব্দ গিত্তীৎ বলতে হয় কোন আঙ্গুর পেষণ যন্ত্রের কথা বলা হয়েছে (আঙ্গুর পেষার গজল), কিংবা গাতের ফিলিস্তিনী নগরের কথা বলা হয়েছে ("গিত্তীৎ বীণা ও সঙ্গীত"; ২ শামু ১৫:১৮ আয়াত দেখুন)।

৮:১ তোমার নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। হে মাবুদ, আমাদের প্রভু। সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, যাঁর মহিমা সারা বেহেশতের উপরে বিস্তৃত রয়েছে, যাঁর প্রশংসা করলে ক্ষুদ্র শিশুরাও অন্ধকারের মন্দ শক্তির উপরে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব স্থাপন করতে সক্ষম হয় (ইঞ্জিল শরীফে এই আয়াতের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে দেখুন মথি ২১:১৬)।

৮:২ দুশমন ও বিপক্ষকে ক্ষান্ত কর। ৪৪:১৬ আয়াত দেখুন। যিনি অন্ধ প্রতিশোধে মত্ত হয়ে কাউকে আঘাত করেন তিনি আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বকে অস্বীকার করেন এবং তাঁকে অবমাননা করেন (৯:১১-১২; দ্বি.বি. ৩২:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৩-৫ বেহেশতের বিশালতা ও মহিমা এতটাই প্রকাণ্ড যেন তা আল্লাহ্‌ নিজ হাতের সুনিপুণ শিল্প কর্ম (১৯:১-৬; ১০৪:১৯-২৩ আয়াত দেখুন), যার কারণে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টিকর্ম নিয়ে আমাদের বিস্ময়ের শেষ নেই। উপরন্তু মানব জাতির অতীতের, বর্তমানের ও ভবিষ্যৎ অবস্থানের কথা বিবেচনায় মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ পরিকল্পনাও এখানে উঠে এসেছে (১৪৪:৩-৪ আয়াত দেখুন)। (আল্লাহ্‌ কেন মানুষকে নিয়ে এতটা চিন্তা করেন – হযরত আইউবের এমন উক্তি দেখুন আইউব ৭:১৭-২১ আয়াতে)।

৮:৩ অঙ্গুলি। হিজ ৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৮:৪-৬ ইবরানী ২:৬-৮ আয়াতে সেপ্টুয়াজিন্ট সংস্করণ (ঈসায়ী ধর্ম উদ্ভবের পূর্বে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) এই আয়াতগুলোকে ঈসা মসীহের জন্য কথিত বলে উপস্থাপন করেছে, যিনি মানব দেহে মূর্তিমান আল্লাহ্‌র পুত্র এবং তাঁর উপরেই সমগ্র মানব জাতির সমস্ত আশা ভরসা নিহিত। ইবরানী কিতাবের লেখক পরলৌকিক এই বিষয় উল্লেখের মধ্য দিয়ে মসীহের প্রতি তাঁর সাক্ষ্য তুলে ধরেছেন। প্রেরিত পৌলও

মানুষ সন্তানই বা কি যে, তার তত্ত্বাবধান কর?
৫ তুমি আল্লাহ্‌র চেয়ে তাদের অল্পই ন্যূন করেছ,
গৌরব ও মহিমার মুকুটে বিভূষিত করেছ।
৬ তোমার হস্তকৃত বস্তুগুলোর উপরে তাকে কর্তৃত্ব দিয়েছ,
তুমি সকলই তার পায়ের তলায় রেখেছ;
৭ সমস্ত ভেড়া ও গরু, আর বন্য সমস্ত পশু,
৮ শূন্যের পাখিরা এবং সাগরের মাছ, যা কিছু সমুদ্রপথগামী।
৯ হে মাবুদ, আমাদের প্রভু,
সারা দুনিয়াতে তোমার নাম কেমন মহিমান্বিত।

[৮:৫] পয়দা ১:২৬।
[৮:৬] ১বাদশাহ্‌ ৫:৩; ১করি ১৫:২৫, ২৭; ইফি ১:২২; ইব ২:৬-৮।
[৮:৭] পয়দা ২:১৯।
[৮:৮] পয়দা ১:২৬।
[৯:১] দ্বি.বি. ৪:৩৪।

জবুর ৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর মুৎ-লব্বেন। হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ আমি সর্বান্তঃকরণে মাবুদের শুকরিয়া আদায়

ঠিক একইভাবে আয়াত ৬ ব্যবহার করেছেন ১ করি ১৫:২৭ আয়াতে (এর সাথে ইফি ১:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৪ মানুষ কি ... ? ১ ও ৯ আয়াত অনুসারে এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "কেমন" এবং তা গজলটির কেন্দ্রস্থিত আয়াত হিসেবে বিবেচিত হয় (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

তুমি তাকে স্মরণ কর। "মনে রাখা" (পয়দা ৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

মানুষ সন্তান। "মানুষ সন্তান" এমন একটি শব্দগুচ্ছ যার হিব্রু প্রতিশব্দতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানব জাতি বোঝানো হয়ে থাকে (৮০:১৭; ১৪৪:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইহিস্কেল ২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮:৫ আল্লাহ্‌র চেয়ে। এখানে ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ্‌র সমপর্যায়ের করে দেখানো হয়েছে, কাজেই এখানে মানুষের সাথে আল্লাহ্‌র নয়, বরং ফেরেশতাদের তুলনা করা হয়েছে। ফেরেশতাগণ বেহেশতে আল্লাহ্‌র চারপাশে বিরাজমান থাকেন (ইশা ৬:২ আয়াত দেখুন)।

৮:৬-৮ পয়দা ১:২৬-২৭ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্মের উপরে কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও এখন মানব জাতির "গৌরব ও মহিমার" একটি অংশ (আয়াত ৫)। এই খোদায়ী দানের পূর্ণ প্রয়োগ, গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য মানব জাতির নিরূপিত নিয়তির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (মানবীয় জীবনের পরলোক গমনের সাথে এই বিষয়টিকে সংযুক্ত করেছেন প্রেরিত পৌল এবং ইবরানী কিতাবের রচয়িতা; ৪-৬ আয়াত দেখুন)। কিন্তু এই ক্ষমতা এবং এর উদ্দেশ্য মানুষের সার্বভৌম এবং সর্বাংশে স্বাধীন কর্তৃত্ব করা নয়। এই ক্ষমতা লাভের অর্থ হচ্ছে, মানুষও আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও শাসনের অধিকার কিছু অংশে লাভ করবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র সম পর্যায়ে নয়। উপরন্তু এই ক্ষমতা একটি দান, কোন অধিকার নয়।

৮:৯ ১ আয়াতের কথারই পুনরাবৃত্তি এখানে করা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৯ অধ্যায়। জবুর ৯ ও ১০ অধ্যায়কে কখনো কখনো দেখা হয় একটি গজল হিসেবে, কারণ সেপ্টুয়াজিন্টে (পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) সেভাবেই গজলগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। গজল দুটি শুরুতে এভাবেই একটি একক গজল হিসেবে লেখা হয়েছিল, না কি এগুলো পৃথক ছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না। জবুর ৩ থেকে ৩২ অধ্যায় পর্যন্ত একমাত্র ১০ অধ্যায়টিতেই শিরোনামে কোন গীতিকার বা সঙ্গীতজ্ঞের নামের উল্লেখ নেই। উপরন্তু হিব্রু সংস্করণে দুটি গজলকে আলাদা করে দেখলে একটি অপূর্ণ চিত্র ফুটে ওঠে। প্রত্যেকটি আয়াতের প্রথম বর্ণ বা আয়াতগুলো জোড়ায় জোড়ায় বিন্যাস আমরা দেখতে পাই ৯ অধ্যায়ের শুরুতে এবং ১০ অধ্যায়ের শেষে। এছাড়া দুটো অধ্যায়েই জোড়া আয়াতের মধ্য দিয়ে অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। ৯ অধ্যায়ে মূলত বিদেশী পরাশক্তির হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করার জন্য বাদশাহ্‌ দাউদ কর্তৃক আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব বর্ণিত হয়েছে। অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে একটি ছোট মুনাজাতের মধ্য দিয়ে, যেখানে শত্রুভাবাপন্ন জাতিগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার যেন সব সময় বিদ্যমান থাকে তার জন্য ফরিয়াদ জানানো হয়েছে (আয়াত ৪ দেখুন)। মুনাজাতের পূর্বে দীর্ঘ বক্তৃতা আরও দেখা যায় জবুর ৪০; ৪৪; ৮৯ অধ্যায়ে। জবুর ১০ অধ্যায়টি মূলত ইসরাইল জাতির মধ্যে অবস্থানকারী অসৎ ও মন্দ মানুষদের বিরুদ্ধে মুনাজাত। আল্লাহ্‌র লোকদের উপরে যখন রাজ্যের বাইরে থেকে বা ভেতর থেকে "মন্দ" তথা "দুষ্ট" লোকেরা (৯:৫; ১০:৪) বিভিন্ন উপায়ে আক্রমণ করে এবং আঘাত করে, তখন আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত প্রকৃত ইসরাইলই মূলত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের অন্যান্য প্রচলিত মুনাজাতেও আল্লাহ্‌ কর্তৃক অখণ্ড ইসরাইলকে শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্য প্রশংসা অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায় (৩:৩-৪, ৮ আয়াতের নোট দেখুন; ২৫:৬; ৪০:১-৫)। সম্ভবত জবুর ৯-১০ অধ্যায় লিটার্জিগত বিন্যাসের কারণে পৃথকভাবে রচিত হয়েছে, যেভাবে জবুর ৪২ ও ৪৩ অধ্যায় রচিত হয়েছে (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

স্বর মুৎ-লব্বেন। জবুর ২২; ৪৫; ৫৬-৬০; ৬৯; ৭৫; ৮০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন; সেই সাথে জবুর ৮৮ অধ্যায়ের নোট দেখুন। এই বিশেষ সুর সম্পর্কে আর কোন কিছু জানা যায় না।

৯:১-২ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে প্রারম্ভিক প্রশংসা ঘোষণা।

৯:১ সর্বান্তঃকরণে। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

বর্ণনা করবো। জবুর শরীফে আল্লাহ্‌র প্রশংসা খুব কম ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌ এবং জবুর রচয়িতার মধ্যকার ব্যক্তিগত আলাপচারিতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সাধারণত জনসম্মুখে, অর্থাৎ এবাদতখানায় আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তার প্রশংসা ও তাঁর উদ্ধারকারী কাজের মাহাত্ম্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা হত। জবুর শরীফের রচয়িতা আল্লাহ্‌র প্রশংসা ঘোষণা বা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন) কাজের বিভিন্ন বিষয়কে এক সাথে নিয়ে এসেছেন (আরও দেখুন ২২:২২-৩১; ৫৬:১২-১৩; ৬১:৮; ৬৫:১; ৬৯:৩০-৩৩)। সাধারণত এ ধরনের বর্ণনার সাথে যুক্ত করা হয় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য আহ্বান। যারা এই প্রশংসার বর্ণনা শুনবে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ্‌র মঙ্গলময়তা, দয়া ও ধার্মিকতার জন্য তাঁর প্রশংসা করতে আহ্বান জানানো হবে। জবুর শরীফে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার এই আহ্বানকে যথার্থভাবেই ইঞ্জিল শরীফের সুসমাচার তবলিগের জন্য পুরাতন নিয়মের পূর্বাভাস বলা হয়ে থাকে।

করবো,
তোমার সমস্ত অলৌকিক কাজ বর্ণনা করবো।
২ আমি তোমাতে আনন্দ ও উল্লাস করবো;
হে সর্বশক্তিমান, আমি তোমার নামের প্রশংসা গাইব।
৩ যখন আমার দুশমনেরা ফিরে যায়,
তখন তোমার সাক্ষাতে উচোট খায় ও বিনষ্ট হয়।
৪ কেননা তুমি আমার বিচার ও ঝগড়া নিষ্পন্ন করেছ,
তুমি সিংহাসনে বসে ধার্মিকতার বিচার করেছ।
৫ তুমি জাতিদেরকে ভর্ৎসনা করেছ, দুষ্টকে সংহার করেছ,
তুমি অনন্তকালের জন্য তাদের নাম লোপ করেছ।
৬ দুশমনরা শেষ হয়েছে, চিরতরে উৎসন্ন হয়েছে;
তুমি সমস্ত নগর ধ্বংস করেছ;
তাদের নাম পর্যন্ত মুছে গেছে।
৭ কিন্তু মাবুদ চিরকাল সমাসীন থাকবেন;
তিনি বিচারার্থে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন।
৮ আর তিনিই ধর্মশীলতায় দুনিয়ার বিচার করবেন,

[৯:২] আইউ ২২:১৯; মেসাল ২৩:১৫; ইশা ২৫:৯; ইয়ার ৩০:১৯; মথি ৫:১২; প্রকা ১৯:৭।
[৯:৪] ১পিতর ২:২৩।
[৯:৫] পয়দা ২০:৭; ৩৭:১০।

[৯:৬] দ্বি.বি. ২৯:২৮; সফ ২:৮-১০।
[৯:৭] প্রকা ১৯:৬।
[৯:৯] দ্বি.বি. ৩৩:২৭; ২শামু ২২:৩।
[৯:১০] ইব ১৩:৫।
[৯:১১] ১তীম ৩:১৬।
[৯:১২] ২শামু ৪:১১।
[৯:১৩] মথি ১৬:১৮।
[৯:১৪] ১পিতর ২:৯।

ন্যায়ে জাতিদের শাসন করবেন।
৯ আর মাবুদ হবেন ক্লিষ্টের জন্য উঁচু দুর্গ,
সঙ্কটের সময়ে সুউচ্চ দুর্গ।
১০ যারা তোমার নাম জানে,
তারা তোমার উপর ভরসা রাখবে;
কেননা হে মাবুদ,
তুমি তোমার অন্বেষণকারীদেরকে পরিত্যাগ কর নি।
১১ তোমরা সিয়োন-নিবাসী মাবুদের প্রশংসা গাও;
জাতিদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজের কথা জানাও।
১২ কেননা যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন,
তিনি নিহতদেরকে স্মরণ করেন;
তিনি দুঃখীদের কান্না ভুলে যান না;
১৩ হে মাবুদ, আমার প্রতি রহম কর;
বিদ্বেষী লোক হতে আমার যে দুঃখ ঘটে, তা দেখ,
তুমিই মৃত্যুদ্বার থেকে আমাকে তুলে আন;
১৪ এজন্য আমি তোমার সমস্ত প্রশংসা তবলিগ করবো;
সিয়োন-কন্যার তোরণদ্বারগুলোতে,
আমি তোমার উদ্ধারে উল্লাস করবো।

অলৌকিক কাজ। আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজ, যা অনেক ক্ষেত্রে অলৌকিক কাজ ছিল আবার অনেক ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কাজ ছিল। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সব সময়ই আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ও সর্বময় কর্তৃত্ব প্রকাশিত হয়েছে। এই অংশে ইসরাইলের শত্রুদের ধ্বংস করার কারণে আল্লাহ্‌র লোকদের আনন্দ বর্ণিত হয়েছে।

৯:২,১০ তোমার নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:২ সর্বশক্তিমান। পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৩-৬ শত্রুদেরকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ দাউদের বিরুদ্ধে তথা ইসরাইল জাতির বিরুদ্ধে কৃত সমস্ত অধর্ম ও অন্যায়ের প্রতিশোধ নিয়েছেন।

৯:৪ সিংহাসনে বসে। ৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:৫ তাদের নাম লোপ করেছ। ঠিক যেন প্যাপিরাসের গুটানো কিতাবে সমস্ত জীবিত মানুষের নাম থেকে তাদের নাম মুছে ফেলা হয়েছে (শুমারী ৫:২৩ আয়াত দেখুন; সেই সাথে দ্বি.বি. ৯:১৪; ২৫:১৯; ২৯:২০; ২ বাদশাহ্‌ ১৪:২৭ দেখুন)।

৯:৭-১০ আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিচারের জন্য আনন্দ ও উল্লাস ঘোষণা (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে জবুর ৯৩; ৯৬ -৯৯ অধ্যায়ও দেখুন), যা মাবুদের উপরে নির্ভরকারীদের অন্তরে আরও আস্থা ও নির্ভরতা যোগায়।

৯:৭ তাঁর সিংহাসন। বেহেশতে স্থিত মাবুদের সিংহাসন (আয়াত ১১:৪ দেখুন)। সেই সাথে ৪ আয়াতও দেখুন।

৯:৮ প্রেরিত ১৭:৩১ আয়াত দেখুন।

৯:১০ যারা তোমার নাম জানে। যারা তাদের অন্তরে জানে যে আল্লাহ্‌ কে এবং সেই সাথে এই স্বীকারোক্তি অনুসারে তাদের জীবনকে পরিচালনাও করে (৯১:১৪ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৫:১১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

৯:১১-১২ বায়তুল মোকাদ্দসে এবাদতের জন্য একত্রিত হওয়ার আহ্বান, যেন সকলে মিলে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা ও এবাদত বন্দেগী করতে পারে (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯:১১ সিয়োন-নিবাসী মাবুদ। আল্লাহ্‌র বেহেশতী সিংহাসনের (আয়াত ৭ দেখুন) একটি অংশ এই দুনিয়াতেও বিস্তৃত রয়েছে। আর তার অবস্থান হচ্ছে জেরুশালেমের বায়তুল মোকাদ্দস, যেখান থেকে তিনি এই দুনিয়ার উপরে কর্তৃত্ব করেন (২:৬; ৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন; ২০:২ আয়াত দেখুন)। সিয়োনকে তথা জেরুশালেম নগরীকে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও শাসনের কেন্দ্রপীঠ হিসেবে নির্বাচন সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ১৩২:১৩ আয়াত।

৯:১২ যিনি রক্তপাতের অনুসন্ধান করেন। দ্বি.বি. ৩২:৪১, ৪৩ আয়াত দেখুন।

৯:১৩-১৪ সম্ভবত বাদশাহ্‌ দাউদের মুনাজাতের একটি পুনঃসঙ্কলন ("তিনি দুঃখীদের কান্না ভুলে যান না", আয়াত ১২), যার উত্তর এখন মাবুদ দিচ্ছেন।

৯:১৩ মৃত্যুদ্বার। আইউব ১৭:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১৪ তবলিগ। আয়াত ১; ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

তোরণদ্বার। শত্রুদের আক্রমণের কারণে বাদশাহ্‌ দাউদ মৃত্যুদ্বারে পতিত হওয়ার পর (আয়াত ১৩) এখন তিনি আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত করছেন যেন তিনি সিয়োন-কন্যার তোরণদ্বারগুলোতে তাঁর এই মুক্তি বা উদ্ধার উদযাপন করতে পারেন (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

সিয়োন-কন্যা। সিয়োনের কন্যা। এখানে জেরুশালেম নগরীকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫ জাতিরা নিজেদের কৃত খাতে তলিয়ে গেছে;
তারা গোপনে যে জাল পেতেছিল,
তাতে তাদেরই পা জড়িয়ে গেছে।
১৬ মাবুদ নিজের পরিচয় দিয়েছেন;
তিনি বিচার সাধন করেছেন;
নিজের কাজে নিজেই আবদ্ধ হয়েছে।
হিগায়োন। সেলা।
১৭ দুষ্টেরা পাতালে ফিরে যাবে,
যেসব জাতি আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়, তারাও যাবে।
১৮ কারণ দরিদ্র নিয়ত বিস্মৃতির পাত্র থাকবে না,
দুঃখীদের আশা চিরতরে বিনষ্ট হবে না।
১৯ হে মাবুদ, উঠ; মানুষ প্রবল না হোক,
তোমার সাক্ষাতে জাতিরা বিচার যেন পায়।
২০ হে মাবুদ, তাদেরকে ভয় দেখাও;
জাতিরা জানুক যে, তারা মানুষমাত্র।
সেলা।

[৯:১৫] আইউ ৪:৮।
[৯:১৬] মেসাল ৫:২২।
[৯:১৭] শুমারী ১৬:৩০; মেসাল ৫:৫।
[৯:১৮] মেসাল ২৩:১৮; ইয়ার ১৪:৮।
[৯:১৯] ইশা ২:৪; যোয়েল ৩:১২।
[৯:২০] পয়দা ৩৫:৫; ইশা ১৩:৮; লূক ২১:২৬।
[১০:২] আইউ ২০:১৯।
[১০:৩] ইয়ার ৪৮:৩০।
[১০:৬] প্রকা ১৮:৭।
[১০:৭] রোমীয়

জবুর ১০

১ হে মাবুদ, কেন দূরে দাঁড়িয়ে থাক?
সঙ্কটের সময়ে কেন লুকিয়ে থাক?
২ দুষ্টের অহংকারে দুঃখীকে অত্যাচার করে,
ওদের কল্পিত ছলে ওরাই ধরা পড়ুক।
৩ কেননা দুষ্ট নিজের মনোবাসনার গর্ব করে,
লোভী মাবুদকে বদদোয়া দেয়, অবজ্ঞা করে।
৪ দুষ্ট লোক সদর্পে বলে তিনি অনুসন্ধান করবেন না;
আল্লাহ্‌ নেই, এ-ই তার চিন্তার সার।
৫ দুষ্টের পথ সর্বদা উন্নতির দিকে,
তোমার সমস্ত বিচার ঊর্ধ্বে,
তার দৃষ্টির বহির্ভূত থাকে;
সমস্ত বিপক্ষের প্রতি সে ফুৎকার করে।
৬ সে মনে মনে বলে আমি বিচলিত হব না,
পুরুষানুক্রমে কখনও বিপদগ্রস্ত হব না।
৭ তার মুখ বদদোয়া, ছলনা ও শঠতায় পূর্ণ;

৯:১৫-১৮ আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার শাসনের অধীনে থেকে যারা দুষ্টতার বশবর্তী হয়ে অন্যদের উপরে আঘাত হানবে তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে নিয়ে আসবে। কিন্তু যারা আক্রমণের শিকার হবে (দরিদ্র বা দুঃখী, আয়াত ১৮), আল্লাহ্‌র প্রতি তাদের আস্থা ও নির্ভরতা বৃথা যাবে না।

৯:১৫ খাত ... তলিয়ে গেছে ... জাল ... জড়িয়ে গেছে। জবুর শরীফে প্রায়শই শিকার সংক্রান্ত বিভিন্ন রূপকার্থক শব্দের উল্লেখ দেখা যায় (মূলত ১৪টি গজলে তা দেখা যায়)। এতে করে বোঝানো হয়েছে যে, শত্রুরা অত্যন্ত চাতুরির সাথে মানুষের বিনাশ সাধনের জন্য ওৎ পেতে থাকে। তাদের মুখের কথা হচ্ছে তাদের সবচেয়ে বড় অস্ত্র (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রাচীনকালে শিকারীরা শিকার ধরার জন্য ফাঁদ, জাল, গর্ত, আঁকড়া, ইত্যাদি ব্যবহার করত। অনেক ক্ষেত্রে তারা কয়েকটি উপকরণ এক সাথে ব্যবহার করত এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উপকরণগুলো লুকিয়ে রাখা হত। মেসাল ২৬:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯:১৭ ভুলে যায়। অর্থাৎ বিবেচনায় আনে না।

৯:১৮ দরিদ্র নিয়ত বিস্মৃতির পাত্র থাকবে না। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ তাদেরকে ভুলে থাকবেন না। যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যায় তারা কখনোই তাঁর অনুগ্রহ পাবে না, কিন্তু যারা দুঃখী, দরিদ্র ও অসহায় তাদেরকে আল্লাহ্‌ সব সময় মনে রাখেন, কখনো ভুলে যান না (আয়াত ১২)।

দরিদ্র ... দুঃখী। এই গজলে বাদশাহ্‌ দাউদ এবং ইসরাইল জাতিকেও এই দুঃখী ও দরিদ্রদের কাতারে ফেলা হয়েছে, কারণ তারা সকলেই বহিরাগত শত্রুদের কারণে আশঙ্কাগ্রস্ত ছিলেন।

৯:১৯-২০ প্রশংসার শেষে সমাপনী মুনাজাত, যেখানে ফরিয়াদ করা হয়েছে যেন মাবুদ চিরকাল জাতিগণের উপরে রাজত্ব করেন যেখানে তিনি এখন রাজত্ব করছেন এবং তাঁর শত্রুদের, যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যায়, তাদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (আয়াত ১৭), যেন তারা জানতে পারে যে, তারা শুধুমাত্র নশ্বর ও দুর্বল মানুষ, দেবতা নয় এবং তারা ইসরাইলের আল্লাহ্‌র সামনে কোনভাবেই দাঁড়াতে পারবে না (১০:১৮ আয়াত দেখুন)।

৯:১৯ উঠ। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১০ অধ্যায়। মন্দ ও দুষ্ট লোকদের কবল থেকে রক্ষা করার জন্য ফরিয়াদ জানিয়ে মুনাজাত। এখানে পুরাতন নিয়মের অতি প্রচলিত একটি বিশেষ রূপক ভাষার মধ্য দিয়ে দুষ্টদের কথা বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৪)। জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১০:১৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:২-১১ দুশমনদের বিরুদ্ধে করা অভিযোগনামা (৫:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে জবুর শরীফের রচয়িতা দুশমনদেরকে সাধারণ একটি চরিত্রে রূপায়িত করেছেন। তাদের কাজের সাথে তাদের ঔদ্ধত্যের বিপক্ষতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান (আয়াত ২-৫ দেখুন) যার কারণে তারা সরাসরি আল্লাহ্‌র বিরোধিতা করেছে (আয়াত ৩-৪, ১৩ আয়াত দেখুন; বিশেষ করে ৬, ১১ ও ১৩ আয়াত দেখুন)। তারা লোভীর মত তাদের সীমাহীন চাহিদা পূরণের জন্য যা খুশি তাই করে যায় (আয়াত ৩)। এর জন্য তারা অন্যদেরকে আঘাত করে, আল্লাহ্‌কে গ্রাহ্য করে না (আয়াত ৪), তাঁর বিধানও পালন করে না (আয়াত ৫ দেখুন)।

১০:২ অত্যাচার করে ... ধরা পড়ুক। জবুর শরীফের রচয়িতা প্রায়শই শিকার সংক্রান্ত ভাষা ব্যবহার করেছেন তাঁর গজলগুলোতে (৮-৯ আয়াত দেখুন; ৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০:৩ মনোবাসনা। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:৪ দুষ্টেরা এ কথা মানতে চায় না যে, তাদের সন্তুষ্ট হওয়ার জন্য একমাত্র আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট (৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে ১৪:১; ৩৬:১; ৫৩:১ আয়াতও দেখুন)।

১০:৬ ১১, ১৩ আয়াত দেখুন এবং ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

মনে মনে বলে। আক্ষরিক অর্থে "নিজেকে বলে" (১১, ১৩ আয়াতেও রয়েছে); ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

বিচলিত হব না ... কখনও বিপদগ্রস্ত হব না। অর্থাৎ দুষ্টেরা সব সময় নিজেদের শক্তির উপরে শতভাগ নির্ভর করে এবং নিজের ধ্বংস নিজেই ডেকে নিয়ে আসে।

১০:৭ বদদোয়া ... ও শঠতা। ইসরাইল জাতির জীবনে সবচেয়ে বেশি দেখা যায় এমন দুটি অস্ত্র, যা জিহ্বা দ্বারা ব্যবহৃত হয় (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

তার জিহ্বার নিচে জুলুম ও অন্যায় থাকে।
৮ সে গ্রামের গুপ্ত স্থানে বসে থাকে,
নিভৃত স্থানে নির্বোধকে খুন করে;
তার চোখ এতিমকে ধরবার জন্য লুকিয়ে থাকে।
৯ সিংহ যেমন গহ্বরে, সে তেমনি গুপ্তস্থানে থাকে,
দুঃখীকে ধরবার জন্য অন্তরালে থাকে;
সে দুঃখীকে ধরে, নিজের জালে টানে।
১০ সে ওঁৎ পেতে থাকে, সে অবনত হয়,
এতিমরা তার প্রবল থাবার নিচে পড়ে।
১১ সে মনে মনে বলে, আল্লাহ্ ভুলে গেছেন,
তিনি মুখ লুকিয়েছেন,
কখনও দেখবেন না;
১২ হে মাবুদ, উঠ;
হে আল্লাহ্, তোমার হাত বাড়িয়ে দাও।
দুঃখীদেরকে ভুলে যেও না।
১৩ দুষ্ট কেন আল্লাহ্‌কে অবজ্ঞা করে?
কেন মনে মনে বলে, তুমি অনুসন্ধান করবে না?
১৪ তুমি দেখেছ, কেননা তুমি জুলুম ও দুর্দশার প্রতি দৃষ্টিপাত করছো,
যেন তার প্রতিকার নিজের হাতে কর;
এতিম তো তোমারই উপরে তার ভার তুলে দেয়;
তুমিই এতিমের সহায়।
১৫ দুর্বৃত্তদের বাহু ভেঙ্গে ফেল,
দুর্বৃত্তের নাফরমানীর অনুসন্ধান কর,
যতদিন লেশমাত্র না থাকে।
১৬ মাবুদ অনন্তকালীন বাদশাহ্;
জাতিরা তাঁর দেশ থেকে ধ্বংস হয়ে গেছে।
১৭ হে মাবুদ, তুমি নম্রদের আকাঙ্খা শুনেছ;
তুমি তাদের অন্তর সুস্থির করবে,
তুমি তাদের ফরিয়াদ শুনবে;
১৮ এতিম ও নির্যাতিত লোকদের বিচার করার জন্য,
যেন মাটির সৃষ্ট মানুষ আর দুর্দান্ত না থাকে।

জবুর ১১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের।
১ আমি মাবুদের আশ্রয় নিয়েছি;
তোমরা কি ভেবে আমার প্রাণকে বল,
পাখির মত তোমাদের পর্বতে উড়ে যাও;
২ কেননা দেখ, দুষ্টরা ধনুকে চাড়া দিচ্ছে,
নিজ নিজ তীর গুণে যোগ করছে,

৩:১৪। [১০:৮] মেসাল ১:১১; মিকাহ্ ৭:২। [১০:৯] আইউ ১৮:৮। [১০:১০] আইউ ৯:১৭। [১০:১১] আইউ ২২:১৪। [১০:১২] ইশা ২৬:১১; মিকাহ্ ৫:৯। [১০:১৩] আইউ ৩১:১৪। [১০:১৪] দ্বি.বি. ৩৩:২৯। [১০:১৫] আইউ ৩১:২২। [১০:১৭] হিজ ২২:২৩। [১০:১৮] দ্বি.বি. ২৪:১৭। [১১:১] পয়দা ১৪:১০। [১১:২] ২শামু

ছলনা। মিথ্যাবাদিতা এবং দুরভিসন্ধি নিয়ে করা মিথ্যা সাক্ষ্য (উদাহরণ হিসেবে ১ বাদশাহ্ ২১:৮-১৫ আয়াত দেখুন)।

১০:৯ ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

সে তেমনি গুপ্তস্থানে থাকে। রূপকার্থে সিংহ যেমন শিকারীর চোখ থেকে লুকানোর জন্য গর্তে লুকিয়ে থাকে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে আক্রমণের জন্য সতর্ক থাকে।

১০:১১ ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। মন্দ মানুষ যে ধরনের ঔদ্ধত্য নিয়ে কথা বলে (১৭:১০ আয়াত দেখুন), বিশেষত তাদের মন্দ কাজ সম্পর্কে আল্লাহ্ সব কিছু জানেন এবং তাদের সমস্ত অন্যায়ের শাস্তি তাদেরকে পেতে হবে জেনেও তারা নিশ্চিন্তে থাকে, এ দুটি বিষয় জবুর রচয়িতা বিভিন্ন গজলে তুলে ধরেছেন (আয়াত ১৩; ১২:৪; ৪২:৩,১০; ৫৯:৭; ৬৪:৫; ৭১:১১; ৭৩:১১; ৯৪:৭; ১১৫:২; সেই সাথে ইশা ২৯:১৫; ইহিস্কেল ৮:১২ আয়াতও দেখুন)।

১০:১২-১৫ আল্লাহ্ যেন দুষ্টদের কাছ থেকে প্রতিফল আদায় করেন সেই মুনাজাত এখানে বর্ণিত হয়েছে।

১০:১২ উঠ। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

ভুলে যেও না। ৯:১৮ আয়াত দেখুন।

দুঃখী। অসহায়, যাদের অত্যাচারীদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া প্রয়োজন (৯ আয়াত দেখুন)।

১০:১৩ কেন ... ? কেন ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০:১৪ আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার শাসনের কাছে কৃত ফরিয়াদ (৫:৪-৬ আয়াত দেখুন)।

১০:১৫ দুর্বৃত্তদের বাহু ভেঙ্গে ফেল। অর্থাৎ সমস্ত অত্যাচারীদের শক্তি বিনষ্ট করে দাও। অর্থাৎ এই সকল উদ্ধত মানুষদেরকে (আয়াত ১৩ দেখুন) তোমার ধার্মিকতার বিচার দিয়ে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দাও।

১০:১৬-১৮ জবুর রচয়িতা মাবুদ আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার শাসনের উপরে পূর্ণ আস্থা পোষণ করেন (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। জাতিগণ (আয়াত ১৬) এবং গর্বকারী মানুষদের নম্র করে তোলার উল্লেখ (আয়াত ১৮ দেখুন; এর সাথে ৯:১৯-২০ আয়াতও দেখুন) জবুর ৯ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টির সাথে সংযুক্তি প্রকাশ করে। জবুর ১০ অধ্যায়ের উপসংহারে এই গজলটি সার্বজনীনভাবে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সেই সাথে যারা আল্লাহ্‌কে জানে তাদের কাছে আল্লাহ্‌র নাম তবলিগ ও তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠার দর্শন প্রকাশ পেয়েছে (আয়াত ১৬), যা পাশাপাশি দুষ্ট ও অত্যাচারীদের প্রতি আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার শাসনের নিশ্চয়তার কথাও প্রকাশ পেয়েছে।

১০:১৮ মাটির সৃষ্ট মানুষ। মানুষ কখনোই দেবতা হতে পারে না, কাজেই তারা কখনো আল্লাহ্‌র কাছে হুমকিজনক হতে পারে না (৪৯:১২,২০; ৫৬:৪,১১; ৬২:৯; ৭৮:৩৯; ১০৩:১৪-১৬; ১১৮:৬, ৮-৯; ১৪৪:৪; ইশা ৩১:৩; ইয়ার ১৭:৫)।

জবুর ১১ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার শাসনের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার এক অনুপম সাক্ষ্য, বিশেষ করে যখন দুশমন ও বিপক্ষেরা প্রত্যক্ষভাবে বিরোধী অবস্থানে থাকে। চার লাইনের দুটি পঙক্তির পরে (হিব্রু সংস্করণে ১-৩ ও ৪-৬ আয়াত) রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি স্থির ঈমানের নাটকীয় সাক্ষ্য ঘোষণা (আয়াত ৭)।

১১ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১১:১-৩ বাদশাহ্ দাউদ মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর অটল ঈমান ও আস্থার সাক্ষ্য দিচ্ছেন, যেন তাঁর পাশের সমস্ত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারে। এই সমস্ত লোকেরা শত্রু দ্বারা গৃহবন্দী হয়ে এবং তাদের ক্ষমতা দেখে (তারা ছায়া থেকে আঘাত করে, আয়াত ২) ভয় পেয়েছিল যে, তাদের রাজ্য ভেঙ্গে যাচ্ছে (আয়াত ৩) এবং পর্বতে গিয়ে আশ্রয় নেওয়াটাই এখন সবচেয়ে ভাল বুদ্ধি। দাউদ তাদের এই আতঙ্কগ্রস্ত পরামর্শকে নাকচ করে দিয়েছিলেন।

যেন সরলচিত্তদের অন্ধকারে বিদ্ধ করে;
৩ যদি সমস্ত মূলবস্তু উৎপাটিত হয়,
তবে ধার্মিক কি করবে?
৪ মাবুদ তাঁর পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দসে আছেন;
মাবুদের সিংহাসন বেহেশতে;
তাঁর দৃষ্টি নিরীক্ষণ করছে,
তাঁর চোখ মানবজাতিকে পরীক্ষা করছে।
৫ মাবুদ ধার্মিকের ও দুষ্টের পরীক্ষা করেন,
এবং দৌরাত্ম্য প্রিয় লোক তাঁর প্রাণের
ঘৃণাস্পদ।
৬ তিনি দুষ্টদের উপরে জ্বলন্ত কয়লা বর্ষণ
করবেন,
উত্তপ্ত বায়ু তাদের পানপাত্রের পেয় দ্রব্য হবে।
৭ কেননা মাবুদ ধর্মময়, ধর্মকর্মই ভালবাসেন;
সরল লোক তাঁর মুখ দর্শন করবেন।

জবুর ১২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর,
শমীনীৎ। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ হে মাবুদ সাহায্য কর, কেননা আল্লাহ্-ভক্ত
লোপ পেল;
মানবজাতির মধ্যে বিশ্বস্ত লোক শেষ হল।
২ প্রত্যেক জন প্রতিবেশীর সঙ্গে মিথ্যা কথা
বলে;
চাটুকার ওষ্ঠাধরে ও দ্বিধাচিত্তে কথা বলে।
৩ মাবুদ সমস্ত চাটুকার ওষ্ঠাধর
ও দর্পিত জিহ্বা কেটে ফেলেন;
৪ ওরা বলে, আমরা জিহ্বা দ্বারা প্রবল হব,
আমাদের ওষ্ঠ আমাদেরই;
আমাদের মালিক কে?
৫ দুঃখীদের সর্বনাশ, দীনহীনের কাতরোক্তির
দরুন,
আমি এখন উঠবো, মাবুদ বলেন,
যারা নিরাপদে থাকার আকাঙ্খা করে আমি
তাদের নিরাপদে রাখব।
৬ মাবুদের সমস্ত কালাম নির্মল কালাম;
তা মাটির উপরে আগুনের চুল্লিতে খাঁটি করা

২২:৩৫।
[১১:৩] ইশা ২৪:১৮।
[১১:৪] মথি ৫:৩৪; ২৩:২২; প্রকা ৪:২।
[১১:৫] ইশা ১:১৪।
[১১:৬] প্রকা ৯:১৭।
[১১:৭] উজা ৯:১৫; ২তীম ৪:৮।
[১২:১] ইশা ৫৭:১; মিকাহ্ ৭:২।
[১২:২] রোমীয় ১৬:১৮।
[১২:৩] প্রকা ১৩:৫।
[১২:৪] ইয়াকুব ৩:৬।
[১২:৫] হেদা ৪:১; ৫:৮; প্রেরিত ৭:৩৪।
[১২:৬] আইউ ২৩:১০; ২৮:১;

১১:২ এই ধনুকে কে চাড়া দিচ্ছে এবং কে তীরে গুণ যোগ করছে সে ব্যাপারে পরিষ্কার করে বলা হয় নি (৫৭:৪; ৬৪:৩-৪ দেখুন; সেই সাথে ৫:৯ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১১:৩ মূলবস্তু। ভিত্তি। পার্থিব বিধি বিধান (৮২:৫)। যারা যুদ্ধের ক্ষেত্রে কৌশল সংক্রান্ত পরামর্শ দেন তারা খুব ভাল করে জানেন যে, খুব ক্ষমতাশালী কোন মন্দ শক্তির যখন উত্থান ঘটে তখন ধার্মিকেরা আর এই দুনিয়াতে টিকতে পারে না। কিন্তু মাবুদ আল্লাহ্ ধার্মিকদেরকে মন্দতার উপরে বিজয়ী করে তুলতে পারেন।

১১:৪-৭ ভীত সন্ত্রস্ত মানুষের প্রতি জবাব। মাবুদ আল্লাহ্ এখনো তাঁর বেহেশতী সিংহাসনে স্থির ও অটল রয়েছেন। ধার্মিক আল্লাহ্ (আয়াত ৭ দেখুন) ধার্মিক মানুষকে রক্ষা করেন (আয়াত ৫ দেখুন) এবং তাদেরকে তাঁর নিজ উপস্থিতির আওতায় রাখেন (আয়াত ৭ দেখুন), যখন তাঁর বিচার দুষ্টদের উপরে বৃষ্টি মত করে পতিত হয় (আয়াত ৬)।

১১:৪ মাবুদ তাঁর পবিত্র বায়তুল মোকাদ্দসে আছেন। হবককূক ২:২০ আয়াতে এই একই কথা পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এখানে তাঁর বেহেশতী এবাদতখানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১১:৬ সম্ভবত এখানে সাদুম ও আমুরার উপরে আল্লাহ্র বিচারের কথা স্মরণ করা হয়েছে (পয়দা ১৯:২৪,২৮; সেই সাথে প্রকা ১৪:১০ আয়াতের নোট দেখুন; ২০:১০; ২১:৮ আয়াত দেখুন)।

তাদের পানপাত্রের পেয় দ্রব্য। আক্ষরিক অর্থে এখানে তাদের নিয়তির কথা বোঝানো হয়েছে (৭৫:৮ আয়াত দেখুন এবং ১৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১:৭ ধর্মময়। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

সরল লোক। যাদেরকে বিরুদ্ধে দুষ্টেরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে (আয়াত ২ দেখুন)।

তাঁর মুখ দর্শন করেন। হিব্রু প্রতিশব্দের আক্ষরিক অর্থ "বাদশাহ্র মুখ দর্শন করা," যা দিয়ে অনেক সময় বাদশাহ্র কাছে উপস্থিত হওয়া বোঝায় (পয়দা ৪৩:৩,৫; ৪৪:২৩,২৬; ২ শামু ৩:১৩, "আমার উপস্থিতির অধীনে এসো"; ১৪:২৪, ২৮, ৩২)। অনেক সময় যারা বাদশাহ্ সামনে বিভিন্ন পরিচর্যা কাজ করেন তাদেরকে এই উপাধি দেওয়া হয় (২ বাদশাহ্ ২৫:১৯, "রাজকীয় পরামর্শকগণ"; ইষ্টের ১:১৪, যাদের "বাদশাহ্র সামনে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতি রয়েছে")। এখানে দাউদ বেহেশতী বাদশাহ্র সামনে যাওয়ার জন্য বিশেষ অনুমতির কথা বোঝাচ্ছেন। তবে এখানে পরোক্ষভাবে বেহেশতী এবাতখানায় প্রবেশের কথা বোঝানো হতে পারে (১৬:১১; ১৭:১৫; সেই সাথে ২৩:৬; ১৪০:১৩ আয়াতও দেখুন)।

জবুর ১২ অধ্যায়। যখন প্রত্যেকেই অবিশ্বস্ত এবং প্রত্যেক জিহ্বাই মিথ্যাবাদী, তখন আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়ে মুনাজাত করা হয়েছে এই অধ্যায়ে (মিকাহ্ ৭:১-৭ আয়াত দেখুন)। এই গজলটি দুটি আয়াত করে মোট চারটি অংশে বিভক্ত (আয়াত ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৭-৮), যা মানব জাতির স্বভাবগত মন্দতার উদ্ভবের কথা বলার মধ্য দিয়ে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে (আয়াত ১, ৮)।

১২ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

শমীনীৎ। জবুর ৬ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

১২:১-২ প্রারম্ভিক ফরিয়াদ, যেখানে এই দুর্দশার কারণ সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে।

১২:১ আল্লাহ্-ভক্ত। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

বিশ্বস্ত লোক। যারা নৈতিক শুদ্ধতা বজায় রেখে জীবন ধারণ করে।

১২:৩ জিহ্বা কেটে ফেলেন। অর্থাৎ চাটুকারিতা ও দর্প শেষ করে দেন।

দর্পিত। ১০:২-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১২:৫-৬ মাবুদের কাছ থেকে আসা আশ্বাস বাণী। জবুর শরীফে মুনাজাতের পরে এ ধরনের আশ্বাস বাণী সম্ভবত কোন ইমাম (১ শামু ১:১৭ আয়াত দেখুন) বা নবীর কথন থেকে এসেছে (৫১:৮ আয়াতের নোট দেখুন; ২ শামু ১২:১৩)।

১২:৫ আমি এখন উঠবো। ইশা ৩৩:১০ আয়াত দেখুন।

১২:৬ মাবুদের সমস্ত কালাম। বিপক্ষ ও দুশমনদের তীক্ষ্ণ দর্পপূর্ণ কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। মাবুদের কালাম হচ্ছে পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধকৃত রূপার মত, যাতে কোন খাদ নেই।

রূপার মত,
সাতবার পরিষ্কৃত রূপার মত।
৭ হে মাবুদ, তুমিই তাদের রক্ষা করবে,
চিরতরে এই কালের মানুষ থেকে উদ্ধার করবে।
৮ দুষ্টরা চারদিকে ঘুরে বেড়ায়,
যখন মানবজাতির মধ্যে নাফরমানী প্রশংসিত হয়।

জবুর ১৩

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ কত কাল, মাবুদ, আমাকে নিয়ত ভুলে থাকবে?
কত কাল আমা থেকে তোমার মুখ লুকিয়ে রাখবে?
২ কত কাল আমি প্রাণের মধ্যে ব্যথা বহন করবো,
অন্তরের মধ্যে বিষাদকে সারা দিন রাখব?
কত কাল দুশমন আমার উপরে প্রবল থাকবে?
৩ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্, দৃষ্টিপাত কর, আমাকে উত্তর দাও;
আমার চোখ আলোকময় কর, পাছে আমি মৃত্যু-নিদ্রায় নিদ্রিত হই;
৪ পাছে দুশমন বলে, আমি তাকে জয় করেছি;
পাছে আমি বিচলিত হলে দুশমনরা উল্লাস করে।
৫ কিন্তু আমি তোমার অটল মহব্বতে নির্ভর করেছি;
আমার অন্তর তোমার উদ্ধারে উল্লসিত হবে।
৬ আমি মাবুদের উদ্দেশে গজল গাইব,
কেননা তিনি আমার মঙ্গল করেছেন।

জবুর ১৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের।

ইশা ৪৮:১০; জাকা ১৩:৯।
[১২:৭] ইউ ১৭:১২।
[১৩:১] দ্বি.বি. ৩১:১৭; ইশা ৮:১৭;৫৪:৯।
[১৩:২] ইশা ৩৩:১৮; দানি ৭:২৮।
[১৩:৩] ইয়ার ৫১:৩৯।
[১৩:৪] ১বাদশাহ্ ১৯:২।
[১৩:৫] আইউ ৩৩:২৬; জবুর ৯:১৪; ইশা ২৫:৯; ৩৩:২।
[১৩:৬] হিজ ১৫:১; জবুর ৭:১৭।

আগুনের চুল্লি। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে রূপা ও সোনা গলিয়ে খাদ থেকে আলাদা করার জন্য আগুনের চুল্লী ব্যবহার করা হত। সাধারণত সোনা ও রূপার খাদ বা মিশ্রিত ধাতুগুলো ছিল সীসা, টিন, লোহা, তামা ও দস্তা। ইসরাইলের বহু কবি ও সাহিত্যিক রূপা বা সোনা গলিয়ে তা থেকে খাদ পৃথক করার উপমাটি রূপকার্থে ব্যবহার করেছেন (৬৬:১০; মেসাল ১৭:৩; ২২:২১; ইশা ১:২২,২৫; ৪৮:১০; ইয়ার ৬:২৭-৩০; ৯:৭; ইহি ২২:১৭ -২২; জাকা ১৩:৯; মালাখি ৩:৩)।

সাতবার। সাধারণত সম্পূর্ণতা ও পরিপূর্ণতা বোঝানো হয়। এখানে বোঝানো হয়েছে পরিষ্কার করার কাজটির ধারাবাহিকতা ও কার্যপ্রক্রিয়া নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার বিষয়টি।

১২:৭-৮ বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২:৭ দুষ্টরা। ৫ আয়াতে উল্লিখিত শত্রুরা।

১২:৮ বাদশাহ্ দাউদ অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী, যদিও বর্তমানে তাঁর ও আল্লাহ্‌র দুশমনেরা মনে করছে তারাই বিজয়ী (আয়াত ১-৪)।

জবুর ১৩ অধ্যায়। দুশমনদের মারাত্মক হুমকির মুখে আল্লাহ্‌র কাছে রক্ষা পাওয়ার জন্য মুনাজাত (আয়াত ৩ দেখুন), যেন বাদশাহ্ দাউদের দুশমনেরা তাদের সমুচিত জবাব পায়। জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। এই অধ্যায়টি তিনটি জোড়া আয়াতের সমন্বয়ে গঠিত, যেগুলোর দৈর্ঘ্য ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে (হিব্রু সংস্করণে) যেন আল্লাহ্‌র প্রতি অটল ঈমান ও তাঁর প্রশংসা ও মহিমার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ের একটি রূপকার্থক পিরামিড তৈরি হয় (৫-৬ আয়াত দেখুন)।

১৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১৩:১-২ দীর্ঘ ও মারাত্মক এক পীড়ার জন্য অসহিষ্ণু এক অভিযোগ।

১৩:১ কত কাল ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

ভুলে থাকবে। অর্থাৎ উপেক্ষা করবে।

মুখ লুকিয়ে রাখবে? এখানে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে "ভুলে থাকবে" কথাটির সাথে সামঞ্জস্য তৈরি করার জন্য (৪৪:২৪ আয়াত দেখুন)। প্রয়োজনের মুহূর্তে জবুর রচয়িতা প্রায়শই আল্লাহ্‌কে জিজ্ঞাসা করেছেন কেন তিনি তাঁর মুখ লুকিয়ে রাখেন (৩০:৭; ৪৪:২৪; ৮৮:১৪)। আবার কোন কোন জায়গায় ফরিয়াদ করা হয়েছে যেন তিনি এভাবে তাঁর মুখ লুকিয়ে না রাখেন (২৭:৯; ৬৯:১৭; ১০২:২; ১৪৩:৭)। যখন তিনি তাঁর মুখ লুকিয়ে রাখেন, তখন যারা তাঁর উপরে নির্ভর করে তারা হতাশায় ময়মাণ হয়ে পড়ে (৩০:৭; ১০৪:২৯ আয়াত দেখুন)। যখন তাঁর মুখ কোন ব্যক্তির উপরে আলোকিত হয়ে ওঠে, তখন সেই ব্যক্তির জীবনে আসে রহমত ও মুক্তি (৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন; ৩১:১৬; ৪৪:৩; ৬৭:১; ৮০:৩,৭,১৯; ১১৯:১৩৫; সেই সাথে শুমারী ৬:২৫ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১৩:২ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩:৩-৪ মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আকুতি।

১৩:৩ আমার চোখ আলোকময় কর। অর্থাৎ আমাকে উদ্ধার কর (৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:৪৩:২; ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

বিচলিত। এখানে মূলত মৃত্যুতে পতিত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (১৮:৩৮; ৮২:৭; ১০৬:২৬; কাজী ৫:২৭; ২ শামু ১:১৯; আইউব ১৮:১২ আয়াত দেখুন)।

১৩:৫-৬ আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩:৫ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

উল্লসিত। বাদশাহ্ দাউদ উল্লসিত হবেন, তাঁর শত্রুরা নয়।

১৩:৬ আমি মাবুদের উদ্দেশে গজল গাইব। ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

কেননা তিনি আমার মঙ্গল করেছেন। ১১৯:৬৮; ১৩৬:১; ১ খান্দান ১৬:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১৪ অধ্যায়। অনেক লোক আছে যারা মনে করে আল্লাহ্ বলতে কেউ নেই এবং তারা অন্যদের উপরে নির্মমভাবে অত্যাচার করে থাকে (জবুর ৫৩ অধ্যায়টি অনেক ক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে)। আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় বিহীন লোকদের ঔদ্ধত্য সম্পর্কে জবুর ১০ ও ১২ অধ্যায়েও বেশ কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় (এর সাথে ২৮:৩-৫ আয়াতও দেখুন)। জবুর ১১ অধ্যায়ের মত এখানেও বলা হয়েছে যে,

১ মূঢ় মনে মনে বলেছে, "আল্লাহ্ নেই"।
তারা নষ্ট, তারা ঘৃণার কাজ করেছে;
সৎকর্ম করে এমন কেউই নেই।
২ মাবুদ বেহেশত থেকে মানবজাতির প্রতি
নিরীক্ষণ করলেন;
দেখতে চাইলেন, বুদ্ধিপূর্বক কেউ চলে কি না,
আল্লাহ্‌র খোঁজ করে এমন কেউ আছে কি না।
৩ সকলে বিপথে গেছে, সকলেই একসঙ্গে খারাপ
হয়ে গেছে;
সৎকর্ম করে এমন কেউই নেই, এক জনও
নেই।
৪ তাদের কি কোন জ্ঞান নেই,

[১৪:১] জবুর ১০:৪।
[১৪:২] আইউ ৪১:৩৪; মাতম ৩:৫০।
[১৪:৩] ১বাদশাহ্ ৮:৪৬; হেদা ৭:২০।
[১৪:৪] ইশা ৬৪:৭; ৬৫:১; হোশেয় ৭:৭।
[১৪:৬] ২শামু ২২:৩।
[১৪:৭] দ্বি.বি. ৩০:৩।

যে সমস্ত দুর্বৃত্তরা খাদ্য গ্রাস করার মত আমার
লোকদেরকে গ্রাস করে,
মাবুদকে ডাকে না?
৫ ঐ সব লোকেরা ভীষণ ভয় পেয়েছে;
কেননা আল্লাহ্ ধার্মিক বংশের মধ্যবর্তী।
৬ তোমরা দরিদ্রের পরিকল্পনাকে লজ্জিত করছো;
কেননা মাবুদ তার আশ্রয়।
৭ আহ! ইসরাইলের উদ্ধার সিয়োন থেকে
উপস্থিত হোক।
মাবুদ যখন তাঁর লোকদের বন্দীত্ব ফেরাবেন,
তখন ইয়াকুব উল্লসিত হবে,
ইসরাইল আনন্দ করবে।

ধর্মময় মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর বেহেশতী সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। এই গজলটি মুনাজাতের গজলগুচ্ছের সঙ্কলনের ইতি টেনেছে, যা শুরু হয়েছে ৩ অধ্যায় থেকে (এর পরে যে গজলগুচ্ছের সঙ্কলনটি দেখা যায় সে সম্পর্কে জানতে জবুর ১৫ -২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ৮ অধ্যায়ে মানব জাতির অভূতপূর্ব গৌরব ও সম্মান (৮:৫) বর্ণনা করার পর এই গজলটি মানব জাতির অবমাননাকে বর্ণনা করেছে (জবুর ৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। শুরুতে মানুষের মর্যাদা ও সম্মানের এক অতি উচ্চ অবস্থানের বর্ণনা দানের পর তাদের অবমাননা ও পতনের কথা বর্ণনা করার কারণে বৈপরীত্যটি আর বেশি করে দৃষ্টিগোচর হয়।

১৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১৪:১-৩ দুষ্টদের চরিত্র সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। প্রেরিত পৌল এই আয়াতগুলোকে ভিন্ন প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত রূপে ব্যবহার করেছেন (রোমীয় ৩:১০-১২ আয়াত দেখুন)।

১৪:১ মূঢ়। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি হচ্ছে 'নাবাল'; এর অর্থ সম্পর্কে জানতে দেখুন ১ শামু ২৫:২৫; ২ শামু ১৩:১৩; ইশা ৩২:৫-৭ মেসাল কিতাবে 'মূঢ়' শব্দটির আরও দুটি হিব্রু প্রতিশব্দ দেখা যায়; মেসাল ১:৪,৭ আয়াতের নোট দেখুন।

মনে মনে বলেছে। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

মন। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্ নেই। নাস্তিকদের মধ্যে প্রচলিত খুব সাধারণ কথা (১০:৪,৬,১১,১৩; ৩৬:১; সেই সাথে ১০:৪ আয়াতের নোটও দেখুন)। সৎকর্ম করে এমন কেউই নেই। প্রেক্ষাপট অনুসারে এই উক্তিটির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। উপরন্তু ৩ আয়াতে "মূঢ়" বলতে বোঝানো হয়েছে এমন ব্যক্তিকে যে আল্লাহ্ সম্পর্কে জানে না এবং যারা ধার্মিক তাদের উপরে এই লোকেরা আক্রোশ ও ক্রোধ বর্ষণ করে (আয়াত ৫) – যা দেখা যায় ৯:১৯-২০; ১০:২-১১,১৩,১৮; ১২:১-৪, ৭-৮ আয়াতে (এই ধরনের পরিস্থিতির কথা জবুর ১১ অধ্যায়েও দেখা যায়)। অন্যান্য গজলে জবুর রচয়িতাগণ নিজেদেরকে তাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেন নি যারা আল্লাহ্‌র চোখে ধার্মিক নয় (১৩০:৩; ১৪৩:২ দেখুন; এর সাথে দেখুন ১ বাদশাহ্ ৮:৪৬; আইউব ৯:২; হেদায়েত ৭:২০)।

১৪:২ মাবুদ। "মূঢ়" শব্দটির সাথে এই নামটি এক তীব্র বৈপরীত্য সৃষ্টি করে (আয়াত ১)। বেহেশত থেকে মানবজাতির প্রতি নিরীক্ষণ করলেন। ৩৩:১৩-১৪ আয়াত দেখুন।

আল্লাহ্‌র খোঁজ করে এমন কেউ। "আল্লাহ্‌র খোঁজ করার" অর্থ হচ্ছে যা নৈতিকতার দিক থেকে শুদ্ধ এমন বিষয়ের অনুসন্ধান করা (আমোস ৫:১৪-১৫); সমস্ত মানবীয় সম্পর্কে ন্যায্যতার অনুসন্ধান করা (ইশা ১:১৭)। জবুর ১৫ অধ্যায়ও দেখুন।

১৪:৩ সকলে বিপথে গেছে। আল্লাহ্ ও তাঁর মঙ্গলময়তা থেকে দূরে সরে গেছে।

১৪:৪-৬ দুষ্টদের সমস্ত মন্দ কাজ ও বোকামি প্রকাশ পেয়ে গেছে।

১৪:৪ তাদের কি কোন জ্ঞান নেই? হিব্রু সংস্করণে একটি গজলের ঠিক মাঝখানের আয়াতটিতে পুরো গজলের মূল বক্তব্য প্রকাশ পায় (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে পুরো গজলের একটি নাটকীয় পট পরিবর্তন ঘটে।

খাদ্য গ্রাস করার মত ... মাবুদকে ডাকে না? দুষ্টদের চরিত্রে আরও একটি বৈশিষ্ট্য যোগ করা হল। তারা তাদের নিজেদের কৃত সহিংসতার মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করে এবং তারা কোনভাবেই মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে না (১০:২-৪ আয়াত দেখুন)।

১৪:৫ আল্লাহ্ ধার্মিক ব্যক্তিদের সুরক্ষা দান করেন, তা দেখার পরও এই সমস্ত দুর্বৃত্তদের শিক্ষা হয় নি।

ধার্মিক বংশ। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৬ দরিদ্র। যাদের নিজেদেরকে রক্ষা করার মত সহায় বা উপকরণ নেই। এই একই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দকে ১০:২ আয়াতে অনুবাদ করা হয়েছে "দুর্বল" এবং ১০:৯, ১২ আয়াতে "অসহায়" বলা হয়েছে।

আশ্রয়। ২:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪:৭ জবুর রচয়িতা ইসরাইলের শত্রুদের হাত থেকে তার পরিপূর্ণ মুক্তি কামনা করছেন। যখন আল্লাহ্ দুর্বলদেরকে তাদের উপরে আক্রমণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করবেন তখনই এই মুক্তি সাধিত হবে। এ ধরনের বিষয় সম্পর্কে আরও দেখুন ১০:১৬-১৮ আয়াতে; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন।

সিয়োন। ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

ইয়াকুব ... ইসরাইল। সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়। জবুর ১৫ অধ্যায়টির সুস্পষ্ট সম্পূরক অধ্যায় হচ্ছে ২৪ অধ্যায়। এই দুটি অধ্যায় তাদের মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলোকে নিয়ে তৈরি করেছে একটি গজল গুচ্ছের সঙ্কলন, যার কেন্দ্রস্থিত ১৯ অধ্যায়টি কাজ করেছে কাহিনীর ধারাবাহিকতার সর্বোচ্চ ক্রান্তিস্থান হিসেবে (জবুর ১৬ ও ২৩,

জবুর ১৫

হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ হে মাবুদ, তোমার তাঁবুতে কে প্রবাস করবে?
তোমার পবিত্র পর্বতে কে বসতি করবে?
২ যে ব্যক্তি সিদ্ধ আচরণ ও ধর্মকর্ম করে,
এবং অন্তরে সত্য কথা বলে।
৩ যে অপবাদ জিহ্বাগ্রে আনে না,
বন্ধুর অপকার করে না,
নিজের প্রতিবেশীর দুর্নাম করে না।
৪ যার দৃষ্টিতে দুষ্টলোক তুচ্ছনীয় হয়;
যে মাবুদের ভয়কারীদের মান্য করে,
শপথ করলে ক্ষতি হলেও অন্যথা করে না;
৫ সুদের জন্য টাকা ধার দেয় না,
নির্দোষের বিরুদ্ধে ঘুষ নেয় না;
এসব কাজ যে করে,
সে কখনও বিচলিত হবে না।

[১৫:১] হিজ ২৫:৮।
[১৫:২] ১থিষ ৩:১৩; তীত ১:৬।
[১৫:৩] লেবীয় ১৯:১৬।
[১৫:৪] প্রেরিত ২৮:১০।
[১৫:৫] প্রেরিত ২:২৫; ইব ১২:২৮; ২পিতর ১:১০।
[১৬:১] জবুর ১২:৭।

জবুর ১৬

দাউদের মিক্‌তাম।
১ হে আল্লাহ্‌, আমাকে রক্ষা কর,
কেননা আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি।

জবুর ১৭ ও ২২ এবং জবুর ১৮ ও ২০-২১ অধ্যায়ের মধ্যবর্তী বিষয়বস্তুগত সংযোগ সম্পর্কে জানতে উক্ত অধ্যায়গুলোর ভূমিকা দেখুন)। ১৫ ও ২৪ অধ্যায় দুটি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এক, কারণ এখানে আল্লাহ্‌র মহা মহিমা ও মানুষের নৈতিক শুদ্ধতার বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে, যে নৈতিক শুদ্ধতা ও পবিত্রতা না থাকলে কেউ মাবুদকে দেখতে পায় না (ইবরানী ১২:১৪)। এই অংশের কেন্দ্রস্থিত অধ্যায়টি হচ্ছে ১৯ অধ্যায়, যেখানে সৃষ্টিজগতের মাছে আল্লাহ্‌ মাবুদের প্রতিফলিত গৌরব ও মহিমা প্রকাশিত হয়েছে এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র বিধান পালন, ক্ষমা করা ও মানুষের প্রতি পরিচর্যা কাজ করার মধ্য দিয়ে কীভাবে নৈতিক শুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জন করা যায় সে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। এই তিনটি গজল এক সাথে (১৫; ১৯; ২৪) এমন একটি বার্তা তুলে ধরে যা জবুর ১৪ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে কাজ করেছে এবং সেই সাথে জবুর ১ অধ্যায়ের নির্দেশনার পুনরাবৃত্তি করেছে।

জবুর ১৫ অধ্যায়। যারা আল্লাহ্‌র এবাদতখানায় এসে তাঁর উপস্থিতি লাভ করতে চায় তাদের জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে (২৪:৩-৬; ইশা ৩৩:১৪-১৬ আয়াত দেখুন)। জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন।

১৫:১ প্রবাস করবে ... বসতি করবে। একজন ইমাম হিসেবে নয়, বরং আল্লাহ্‌র একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে তাঁর পবিত্র ও রাজকীয় বাসগৃহে, অর্থাৎ তাঁর এবাদতখানায় বাস করার কথা বলা হয়েছে (২৩:৬; ২৭:৪-৬; ৬১:৪; ৮৪:১০; ২ শামু ১২:২০)। *পবিত্র পর্বত।* ২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:২-৫ কোরবানী বা ধর্মকর্মের মাধ্যমে পাক-পবিত্র হওয়া নয় (যা প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে দেখা যেত), বরং নৈতিক ধার্মিকতা, যার মধ্য দিয়ে মাবুদ, ইসরাইলের আল্লাহ্‌ আমাদের নিকটবর্তী হন (নবী মূসার মধ্য দিয়ে প্রাপ্ত আল্লাহ্‌র মৌলিক শরীয়ত থেকে দেখুন। হিজ ২০:১-১৭; সেই সাথে দেখুন ইশা ১:১০-১৭; ৩৩:১৪-১৬; ৫৮:৬-১০; ইয়ার ৭:২-৭; ইহি ১৮:৫-৯; হোসিয়া ৬:৬; আমোস ৫:১৪-১৫, ২১-২৪; মিকাহ্‌ ৬:৬-৮; জাকারিয়া ৭:৯-১০; ৮:১৬-১৭)।

১৫:২ যে ব্যক্তি সিদ্ধ আচরণ ও ধর্মকর্ম করে। এই অধ্যায়ে ধার্মিক ব্যক্তির যে সকল বৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়েছে সেগুলোর সবগুলোর একটি সংক্ষেপিত সারমর্ম।

সিদ্ধ আচরণ। অর্থাৎ যার আচরণ নির্দোষ। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততা এবং তাঁর শরীয়তের নির্দেশনার প্রতি বাধ্যতার সংমিশ্রণই হচ্ছে সিদ্ধ আচরণ। পয়দা ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: সকল বিষয়ে বিশ্বস্ততা (১৮:২৩; ৩৭:১৮; ৮৪:১; ১০১:২,৬; ১১৯:১,৮০; ইউসা ২৪:১৪); সম্মানের সাথে (কাজী ৯:১৬, ১৯)। জবুর ৭:৮ আয়াতে এই শব্দেরই আরেকটি কাছাকাছি অর্থবোধক শব্দকে বলা হয়েছে "অন্তরের শুদ্ধতা"।

ধর্মকর্ম করে। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৩ জিহ্বাগ্র। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৫:৪ যার দৃষ্টিতে দুষ্টলোক তুচ্ছনীয় হয়। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র চোখে যারা পরিত্যাজ্য তাদেরকে যারা তুচ্ছ করে। যারা দুষ্ট বা যারা মন্দ কাজ করে, তারাই আল্লাহ্‌র চোখে পরিত্যাগের যোগ্য হয়।

মাবুদের ভয়কারী। যারা সকল ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌কে সম্মান করে এবং তাঁর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে নিজেদেরকে জীবন পরিচালনা করে (পয়দা ২০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৫:৫ সুদ। হিজরত ২২:২৫-২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

বিচলিত হবে না। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১৬ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সুরক্ষা লাভের জন্য মুনাজাত (আয়াত ১ – জবুর শরীফে মুনাজাতের ক্ষেত্রে ফরিয়াদ জানানোর অংশটি তুলনামূলকভাবে অনেক সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে; ৩:৭; ২২:১৭-২১; ৪৪:২৩-২৬ আয়াত দেখুন), মৃত্যুর ভয় থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু অনুসারে এই গজলটিকে বিশ্বাসের গজল নামেও আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সেক্ষেত্রে এই গজলটির সাথে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সবচেয়ে বেশি মিল পাওয়া যায় জবুর ২৩ অধ্যায়ের (১৬:২ আয়াতের সাথে ২৩:১ আয়াত; ১৫:৫ আয়াতের সাথে ২৩:৫ আয়াত; ১৬:৭-৮ আয়াতের সাথে ২৩:৪ আয়াত; ১৬:১১ আয়াতের সাথে ২৩:৬ আয়াতের তুলনা করুন)। এই দুটি গজল এক সাথে আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা বা বিশ্বাসকে জবুর শরীফের দ্বিতীয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে প্রকাশ করে। এই দুটি অধ্যায়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্‌র বিধান তথা শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা (জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। যারা আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে তাদের মুনাজাত ও ফরিয়াদ নিয়ে আসবে তাদের প্রত্যেককেই মাবুদের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস পূর্ণরূপে স্থাপন করতে হবে এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র শরীয়তও পরিপূর্ণভাবে পালন করতে হবে (জবুর ১-২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; সেই সাথে ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। দাউদের মিক্‌তাম। মিক্‌তাম শব্দটির অর্থ এখনো অস্পষ্ট। অবশ্য শব্দটির প্রাথমিক যে ধারণা পাওয়া যায় তা হচ্ছে ভয়ঙ্কর বিপদের সময় দাউদ যে সমস্ত মুনাজাত করেছেন তথা গজল গেয়েছেন, সেগুলোতেই শুধু এই কথাটি দেখতে পাওয়া যায় (জবুর ৫৬-৬০ অধ্যায় দেখুন)।

১৬:১ বাদশাহ্‌ দাউদের ফরিয়াদ ও এর কারণ। গজলটির

২ আমি মাবুদকে বলেছি তুমিই আমার প্রভু;
তুমি ছাড়া আর কিছুতে আমার মঙ্গল নেই।
৩ দুনিয়াতে যে পবিত্র ব্যক্তিরা থাকেন,
তাঁরা আদরণীয়, আমার সমস্ত প্রীতির পাত্র।
৪ যারা দেব-দেবতাকে উপহার দেয় তাদের
যাতনা বৃদ্ধি পাবে;
রক্তরূপ তাদের পেয় নৈবেদ্য আমি উৎসর্গ
করবো না,
আমার ওষ্ঠাধরে তাদের নাম নেব না।
৫ মাবুদ আমার বেছে নেওয়া সম্পত্তি ও আমার
পানপাত্র;
তুমিই আমার অধিকার স্থায়ী করেছ।
৬ আমার জন্য সীমারেখা মনোহর স্থানে পড়েছে,
আমার অধিকার আমার পক্ষে শোভাযুক্ত।

[১৬:২] জবুর ৩১:১৪।
[১৬:৩] রোমীয় ১:৭।
[১৬:৪] হিজ ১৮:১১।
[১৬:৫] ইব ২:১৬।
[১৬:৬] দ্বি.বি. ১৯:১৪।
[১৬:৭] ইশা ১১:২।
[১৬:৮] ১বাদশাহ্ ২:১৯।
[১৬:৯] দ্বি.বি. ৩৩:২৮।
[১৬:১০] প্রেরিত ২:৩১; ১৩:৩৫।

৭ আমি মাবুদের শুকরিয়া আদায় করবো,
তিনিই আমাকে মন্ত্রণা দিয়েছেন,
রাতেও আমার অন্তর আমাকে প্রবোধ দেয়।
৮ আমি মাবুদকে নিয়ত সম্মুখে রেখেছি;
তিনি তো আমার দক্ষিণে,
আমি বিচলিত হব না।
৯ এজন্য আমার অন্তর আনন্দিত,
ও আমার গৌরব উল্লসিত হল;
আমার দেহও নির্ভয়ে বাস করবে।
১০ কারণ তুমি আমার প্রাণ পাতালে পরিত্যাগ
করবে না,
তুমি নিজের বিশ্বস্ত গোলামের ক্ষয় দেখতে
দেবে না।
১১ তুমি আমাকে জীবনের পথ জানাবে,

পরবর্তী অংশ এই বিষয়টিকেই বর্ণনা করেছে।

১৬:২-৪ মাবুদ আল্লাহ্ হলেন বাদশাহ্ দাউদের জন্য একমাত্র মঙ্গলজনক বিষয় (৭৩:২৫, ২৮ আয়াত দেখুন)। দুনিয়াবী মানুষেরা যে সমস্ত দেব-দেবতার পূজা করে দাউদ তাদের দিকে ফিরেও তাকান না (৪:২ আয়াত দেখুন)।

১৬:৩ জবুর ১০১ অধ্যায় দেখুন।

১৬:৪ তাদের যাতনা বৃদ্ধি পাবে। দাউদের বেছে নেওয়া সম্পত্তি ও পানপাত্রের বিপরীত (আয়াত ৫; ১১:৬ আয়াতের নোট দেখুন), যা তাঁকে আরও বেশি আনন্দ দেয় (৭৩:১৮-২৬ আয়াত দেখুন)।

রক্তরূপ তাদের পেয় নৈবেদ্য। কোরবানগাহে কোরবানীকৃত পশুর রক্ত।

তাদের নাম নেব না। তাদের কাছে ফরিয়াদ না জানানো বা তাদের উপাসনা না করার কথা বোঝানো হয়েছে (ইউসা ২৩:৭ আয়াত দেখুন)।

১৬:৫-৬ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রাপ্ত উত্তরাধিকারের আনন্দ। প্রতিজ্ঞাত দেশে মাবুদ তাঁর লোকদেরকে যা কিছু দিয়েছেন সে সম্পর্কে দাউদ বলেছেন। তিনি সেখানকার ভূমির সম্পদের কথাও বোঝাতে পারেন (শুমারী ১৬:১৪ আয়াত দেখুন) কিংবা স্বয়ং মাবুদ আল্লাহ্‌কেও বোঝাতে পারেন (যেমনটা দেখা যায় ৭৩:২৬; ১১৯:৫৭; ১৪২:৫; মাতম ৩:২৪ আয়াতে দেখা যায়), যিনি ইমামদের (শুমারী ১৮:২০ আয়াত দেখুন) এবং লেবীয়দের (দ্বি.বি. ১০:৯ আয়াত দেখুন) উত্তরাধিকার দান করেছেন।

১৬:৫ পানপাত্র। একটি বিশেষ রূপকার্থক শব্দ, যার মধ্য দিয়ে অতিথিদেরকে গৃহকর্তা কর্তৃক পানীয় দ্বারা আপ্যায়ন করার কথা বলা হয়েছে। যে ব্যক্তি ধার্মিক, তাকে মাবুদ আল্লাহ্ অনুগ্রহের (২৩:৫ আয়াত দেখুন) বা নাজাতের পানপাত্র দান করবেন (১১৬:১৩)। কিন্তু যে ব্যক্তি মন্দ তাকে আল্লাহ্ তাঁর ক্রোধের পানপাত্র থেকে পান করাবেন (ইয়ার ২৫:১৫; প্রকাশিত ১৪:১০; ১৬:১৯ আয়াত দেখুন)।

অধিকার স্থায়ী করেছ। ঠিক যেভাবে প্রত্যেক ইসরাইলীয় পরিবার তাদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ভূমি স্থায়ীভাবে নামকরণ করত (লেবীয় ২৫ অধ্যায়; শুমারী ৩৬:৭ আয়াত দেখুন)।

১৬:৭-৮ মন্ত্রণা দানকারী ও রক্ষাকারী মাবুদের প্রশংসা।

১৬:৭ মন্ত্রণা। জীবন পরিচালনার জন্য পথ নির্দেশনা (আয়াত ১১ দেখুন)।

অন্তর। আক্ষরিক অর্থে "কলিজা" বা "বৃক্ক" (৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে মূলত চেতনা বা বিবেকের কথা বলা হয়েছে।

১৬:৮ তিনি তো আমার দক্ষিণে। মাবুদ সব সময় আমাদেরকে ধরে রাখেন ও আমাদের রক্ষা করে থাকেন (৭৩:২৩; ১০৯:৩১; ১১০:৫; ১২১:৫ আয়াত দেখুন); ১১ আয়াতে আল্লাহ্‌র ডান হাতের বিষয়ে প্রশংসা সূচক বাক্য রয়েছে।

আমি বিচলিত হব না। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৯-১১ আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত পরিচর্যা আমাদেরকে যে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা দেয় তার আনন্দের কথা এখানে বলা হয়েছে। দাউদ এখানে তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপূর্ণ পরিচর্যা ও তত্ত্বাবধানের কারণে যে আনন্দময় জীবন উপভোগ করছেন সে সম্পর্কে বলেছেন। জবুর রচয়িতা মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করেন, যিনি তাঁকে জীবনের সুরক্ষা ও নিশ্চয়তা দান করেছেন। এ কারণেই তিনি বলেছেন, মাবুদ তাঁকে জীবনের পথ চিনিয়েছেন, আয়াত ১১)। তিনি কবর পর্যন্তও কোনভাবে আল্লাহ্‌কে ত্যাগ করবেন না। যদি দেহ ও অন্তর দুর্বল হয়ে পড়ে, তবুও তিনি আল্লাহ্‌কে ছাড়বেন না (৭৩:২৬)। তবে এই আশ্বাস বাণীর মধ্যে এই দৃঢ় বিশ্বাসও রয়েছে যে, মাবুদকে আশ্রয় হিসেবে গ্রহণ করলে কবরও জীবন কেড়ে নিতে পারে না (১৭:১৫; ৭৩:২৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১১:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। শুধুমাত্র দাউদ নয়, ইসরাইলীয় অন্যান্য সমস্ত ধার্মিক ব্যক্তিরাও এই একই মুনাজাত উচ্চারণ করেছেন, যেন দাউদের এই প্রতিজ্ঞাত বংশধর তাঁর এই বৈশিষ্ট্য পূর্ণাঙ্গভাবে ধারণ করতে পারেন। সে কারণে প্রেরিত পিতর ৮-১১ আয়াত উদ্ধৃত করেছেন এবং ঘোষণা করেছেন যে, এই কথাগুলোর মধ্য দিয়ে বাদশাহ্ দাউদ মসীহ্ সম্পর্কে ও তাঁর পুনরুত্থান সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (প্রেরিত ২:২৫-২৮; প্রেরিত পৌলও ১০ আয়াতটিকে প্রেরিত ১৩:৩৫ আয়াতে ব্যবহার করেছেন)। ৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৬:৯ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার গৌরব। আক্ষরিক অর্থে 'জিহ্বা' বোঝানো হয়েছে (৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৬:১০ নিজের বিশ্বস্ত গোলাম। হিব্রু শব্দ *আসিদ* (৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রথমত এই আয়াতটি বাদশাহ্ দাউদের উদ্দেশে বলা হয়েছে, তবে পুরো গজলটি মূলত মসীহ্‌কে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে (৯-১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

তোমার সম্মুখে তৃপ্তিকর আনন্দ,
তোমার ডান হাতে নিত্য সুখভোগ।

জবুর ১৭

দাউদের মুনাজাত।

১ হে মাবুদ, ন্যায় আবেদন শোন,
আমার কাতরোক্তিতে মনোযোগ দাও,
আমার মুনাজাতে কান দাও;
তা ছলনার ওষ্ঠাধর থেকে বের হয়।
২ তোমার সাক্ষাতে আমার বিচার নিষ্পত্তি হোক;
যা ন্যায্য, তার প্রতি তোমার দৃষ্টি পড়ুক।
৩ তুমি আমার অন্তর পরীক্ষা করেছ,
রাতের বেলায় আমার তত্ত্বানুসন্ধান করেছ,
তুমি আমাকে পরীক্ষা করেছ, কিছু পাও নি;
আমি স্থির করলাম, আমার মুখ গুনাহ্ করবে
না।
৪ মানুষ যে সব কাজ করে তা না করে,
তোমার মুখের কালামের সাহায্যে,
আমি দুর্জনের পথ থেকে সাবধান হয়েছি।
৫ আমার পদক্ষেপ তোমার পথে স্থির রয়েছে,
আমার চরণ বিচলিত হয় নি।
৬ আমি তোমাকে ডাকলাম, কেননা, হে আল্লাহ্,
তুমি আমাকে উত্তর দেবে;
আমার প্রতি কান দাও, আমার কথা শোন।

[১৬:১১] মথি ৭:১৪।
[১৭:১] ইশা ২৯:১৩।
[১৭:২] ইশা ৪৬:১৩; ৫০:৮-৯; ৫৪:১৭।
[১৭:৩] আইউ ২৩:১০; ইয়ার ৫০:২০।
[১৭:৫] দ্বি.বি. ৩২:৩৫।
[১৭:৬] জবুর ৪:১।
[১৭:৭] জবুর ২:১২।
[১৭:৮] ওত ২:১২; জবুর ৩৬:৭; ৬৩:৭; ইশা ৩৪:১৫।
[১৭:১০] ইশা ৬:১০।
[১৭:১১] জবুর ৮৮:১৭।
[১৭:১২] ইয়ার ৫:৬; ১২:৮; মাতম ৩:১০।
[১৭:১৩] শুমারী ১০:৩৫।

৭ তোমার আশ্চর্য অটল মহব্বত প্রকাশ কর;
যারা তোমার মধ্যে আশ্রয় নেয় তুমি তাদের
নিস্তারকর্তা,
দুশমনদের থেকে তোমার ডান হাত দ্বারাই
নিস্তার করে থাক।
৮ নয়নের তারার মত আমাকে পাহারা দাও,
তোমার পাখার ছায়াতে আমাকে সঙ্গোপন
কর,
৯ দুষ্টদের থেকে কর, যারা আমাকে নষ্ট করে,
প্রাণনাশক দুশমনদের থেকে রক্ষা কর,
যারা আমাকে বেষ্টন করে।
১০ তারা সমবেদনার প্রতি নিজ নিজ অন্তর বন্ধ
করে রেখেছে,
তারা মুখে অহঙ্কারের কথা বলে।
১১ এখন তারা আমাদের পিছন পিছন এসে
আমাদেরকে ঘেরিয়াছে,
তারা আমাদেরকে ভূমিসাৎ করবে বলে চোখ
স্থির রেখেছে।
১২ সে বিদারণ করতে উৎসুক কেশরীর মত,
অন্তরালে উপবিষ্ট যুবসিংহের মত।
১৩ হে মাবুদ, উঠ, তাকে প্রতিরোধ কর, তাকে
পেড়ে ফেল,
তোমার তলোয়ার দ্বারা দুষ্ট লোক থেকে

১৬:১১ জীবনের পথ। মেসাল ১৫:২৪ আয়াত দেখুন।
তোমার সম্মুখে। আক্ষরিক অর্থে দক্ষিণ দিকে। ৮ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১৭ অধ্যায়। দাউদ মাবুদকে একজন বিচারক হিসেবে বিবেচনা করে তাঁর কছে আবেদন করেছেন, যখন তিনি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। এখানে যে সমস্ত ঘটনাবলীর অবতারণা দেখা যায় তার সাথে ২২ অধ্যায়ের বেশ মিল রয়েছে (জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গজলটিতে ইবরানী রীতি অনুসারে বাদশাহ্‌র কাছে বিচার কার্য সম্পাদনের জন্য ফরিয়াদের বিষয়টি প্রতীয়মান হয়।

১৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৮৬; ৯০; ১০২; ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন; এর সাথে ৭২:২০ আয়াতও দেখুন।

১৭:১-২ বিচার লাভের জন্য প্রারম্ভিক আবেদন।

১৭:১ আবেদন। বিচার লাভের জন্য। এই আবেদনটি "ন্যায়" তথা ন্যায্য, যেন তা কোনভাবে অন্যায্য বা মিথ্যা আবেদন হিসেবে ভুল বোঝা না হয় (প্রায় একই ধরনের একটি পরিস্থিতি দেখা যায় ১ শামু ২৪:১৫ আয়াতে)।

১৭:৩-৫ বাদশাহ্ দাউদ ন্যায় বিচার পাওয়ার জন্য নিজের নির্দোষিতার সপক্ষে কথা বলছেন। তাঁর দুশমনদের মত তিনি মন্দ কাজের দায়ে দোষী নন, কাজেই আল্লাহ্ যেন তাঁকে পরীক্ষা করেন (এর সাথে তুলনা করুন ১৩৯:২৩-২৪)।

১৭:৩ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৪ তোমার মুখের কালামের সাহায্যে। আল্লাহ্‌র কালাম হচ্ছে তাঁর ইচ্ছা ও পরিকল্পনার প্রকাশিত রূপ, যার মধ্য দিয়ে তিনি আমাদেরকে "পথ" দেখান (আয়াত ৫), যা মানুষ অনুসরণ করে।

১৭:৬-৯ দাউদের ফরিয়াদ। দাউদ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে যা চেয়েছেন। এই ফরিয়াদের পেছনে শক্তি হিসেবে কাজ করেছে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর আস্থা ও নির্ভরতা ("কেননা, হে আল্লাহ্, তুমি আমাকে উত্তর দেবে," আয়াত ৬) এবং আল্লাহ্‌র অটল ধার্মিকতা (আয়াত ৭)।

১৭:৬ আমি তোমাকে ডাকলাম ... তুমি আমাকে উত্তর দেবে। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৭ আশ্চর্য। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।
অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:৮ নয়নের তারা। দ্বি.বি. ৩২:১০ আয়াতের নোট দেখুন।
পাখার ছায়া। খুব প্রচলিত একটি হিব্রু রূপক প্রকাশভঙ্গি, যার মধ্য দিয়ে অত্যাচার থেকে সুরক্ষা দান বোঝানো হয়েছে, যেভাবে সূর্যের উত্তাপ থেকে ছায়া রক্ষা করে থাকে। অনেক সময় বাদশাহ্ বা শাসনকর্তাদেরকে ছায়া হিসেবে তুলনা করা হত, কারণ তারা জনগণকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করতেন (যেমনটা দেখা যায় শুমারী ১৪:৯ আয়াতে, "সুরক্ষা" – আক্ষরিক অর্থে "ছায়া;" মাতম ৪:২০ আয়াতে "ছায়া"; উযায়ের ৩১:৬, ১২, ১৭)। একইভাবে মাবুদ আল্লাহ্ হলেন তাঁর লোকদের রক্ষাকারী "ছায়া" (৯১:১; ১২১:৫; ইশা ২৫:৪; ৪৯:২; ৫১:১৬)।
পাখা। আল্লাহ্‌র সুরক্ষা দানকারী ক্ষমতার বিস্তৃতির একটি রূপক চিত্র (৩৬:৭; ৫৭:১; ৬১:৪; ৬৩:৭; ৯১:৪; রূত ২:১২; সেই সাথে মথি ২৩:৩৭ আয়াতও দেখুন)।

১৭:১০-১২ দুষ্ট লোক ও দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ করা হয়েছে (৫:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৭:১০ মুখ। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।
অহঙ্কারের কথা বলে। ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:১২ সিংহ। ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:১৩-১৪ আবেদন। এই লড়াইয়ের মাবুদ আল্লাহ্ দুটি

আমার প্রাণ বাঁচাও।
১৪ হে মাবুদ, তোমার হাত দিয়ে মানুষের হাত থেকে,
সাংসারিক মানুষের থেকে, আমাকে বাঁচাও,
তাদের উত্তরাধিকার তো এই জীবনে;
তুমি নিজের ধনে তাদের উদর পূর্ণ করছো;
তারা সন্তানে তৃপ্ত হয়,
নিজ নিজ শিশুদের জন্য তাদের অবশিষ্ট সম্পত্তি রেখে যায়।
১৫ আমি তো ধার্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করবো,
জেগে উঠে তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব।

জবুর ১৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। মাবুদের গোলাম দাউদের; যেদিন মাবুদ সমস্ত দুশমনের হাত থেকে এবং তালুতের হাত থেকে দাউদকে উদ্ধার করলেন, সেদিন তিনি মাবুদের উদ্দেশে এই গজলের কথা নিবেদন করলেন। তিনি বললেন,

১ হে মাবুদ! তুমিই আমার শক্তি!
আমি তোমাকেই মহব্বত করি।
২ মাবুদ আমার শৈল, আমার দুর্গ,
ও আমার উদ্ধারকর্তা,
আমার আল্লাহ্, আমার দৃঢ় শৈল,
আমি তাঁর কাছে আশ্রয় নিয়েছি;
আমার ঢাল, আমার নাজাতের শৃঙ্গ,
আমার উচ্চদুর্গ।
৩ আমি প্রশংসনীয় মাবুদকে ডাকব,
এভাবে আমার দুশমনদের থেকে আমি নিস্তার পাব।
৪ আমি মৃত্যুর দড়িতে বাঁধা পড়েছিলাম,

[১৭:১৪] লূক ১৬:৮।

[১৭:১৫] শুমারী ১২:৮; মথি ৫:৮; ১ইউ ৩:২।
[১৮:১] হিজ ১৫:২; ইশা ১২:২; ৪৯:৫; ইয়ার ১৬:১৯।
[১৮:২] ইশা ১৭:১০; ইয়ার ১৬:১৯।
[১৮:৩] ১খান্দান ১৬:২৫।
[১৮:৪] ইশা ৫:৩০; ১৭:১২; ইহি ৪৩:২।

পক্ষের সাথে কীভাবে আচরণ করবেন সে বিষয়ে দাউদ আবেদন রেখেছেন।

১৭:১৩ উঠ। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

তাকে পেড়ে ফেল। ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমার তলোয়ার। ৭:১২-১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৭:১৪ সাংসারিক মানুষ। ৯:১৯-২০; ১০:১৮; ১২:১-৪, ৮; ১৪:১-৩ আয়াত দেখুন।

১৭:১৫ ধার্মিকতায় তোমার মুখ দর্শন করবো। ধার্মিক বিচারক (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন) ফরিয়াদকারীর নির্দোষিতা নিশ্চয়ই বিবেচনা করবেন এবং তাকে ন্যায় বিচার দান করবেন।

তোমার মুখ দর্শন করবো। ১১:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

জেগে উঠে। মৃত্যুর রাত্রি থেকে জেগে ওঠার কথা বলা হয়েছে (১১:৭ আয়াতের নোট দেখুন), যা "দুনিয়াবী" মানুষের নিয়তি সাথে সম্পূর্ণ বিপরীত (আয়াত ১৪; ৬:৫; ১৬:৯-১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

তোমার রূপ দেখে তৃপ্ত হব। যেখানে মাবুদের গোলাম হিসেবে মূসা তাঁর মুখ দর্শন করেছিলেন (শুমারী ১২:৮ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১৮ অধ্যায়। দাউদের এই গজলটি ২ শামু ২২ অধ্যায়েও দেখা যায় (উক্ত অংশের নোট দেখুন), যদিও সেখানে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। গজলটির সূচনা (আয়াত ১-৩) এবং এর উপসংহার (আয়াত ৪৬-৫০) ব্যতীত বাকি অংশ মোট তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: (১) বাদশাহ্ দাউদকে তাঁর দুনিয়াবী শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার, যার জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করে যাচ্ছিলেন (আয়াত ৪-১৯); (২) আল্লাহ্র উদ্ধারকারী সহায়ের জন্য নৈতিক ভিত্তি (আয়াত ২০-২৯); (৩) মাবুদের উদ্ধারকারী ভূমিকার জন্য তাঁর প্রশংসা (আয়াত ৩০-৪৫)। দাউদের অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল সময়ে আল্লাহ্ তাঁর শত্রুদের হাত থেকে তাঁকে উদ্ধার করার কারণে দাউদ এই গজলটি আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ গেয়ে ওঠেন, যা এর পরবর্তী দুটি গজলের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

১৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

মাবুদের গোলাম। ৭৮:৭০; ৮৯:৩, ২০, ৩৯; ১৩২:১০; ১৪৪:১০ আয়াত দেখুন। এই শিরোনামটি বাদশাহ্ দাউদকে তাঁর যথাযোগ্য স্থানে অভিষিক্ত করে, অর্থাৎ এখানে তাঁকে আল্লাহ্র লোকদের উপরে তাঁর নিজ পছন্দের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত বাদশাহ্ করে দেখানো হয়েছে (২ শামু ৭:৫ আয়াত দেখুন) – যেমন ছিলেন মূসা (হিজ ১৪:৩১ আয়াতের নোট দেখুন), ইউসা (ইউসা ২৪:২৯ আয়াত দেখুন) এবং নবীগণ (ইলিয়াস, ২ বাদশাহ্ ৯:৩৬; ইউনুস, ২ বাদশাহ্ ১৪:২৫; ইশাইয়া, ইশা ২০:৩; দানিয়াল, দানি ৬:২০)।

গজল। জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। যেদিন মাবুদ সমস্ত দুশমনের হাত থেকে ... দাউদকে উদ্ধার করলেন। সম্ভবত বাদশাহ্ দাউদ শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করার পর পরই এই গজল লিখেছিলেন (২ শামু ৮:১-১৪), তবে জীবনের পরবর্তী কোন এক সময়েও তিনি তা রচনা করে থাকতে পারেন।

১৮:১ ২ শামু ২২ অধ্যায়ে এই আয়াতটি দেখা যায় না।

আমি তোমাকেই মহব্বত করি। সহসা দেখা যায় না এমন একটি হিব্রু প্রকাশভঙ্গি, যার মধ্য দিয়ে দাউদ মাবুদের প্রতি তাঁর ভক্তিপূর্ণ মহব্বত তুলে ধরেছেন।

তুমিই আমার শক্তি। অর্থাৎ আমার সমস্ত শক্তির উৎস ও প্রেরণা।

১৮:২ শৈল ... দৃঢ় শৈল। দুটি ভিন্ন হিব্রু শব্দের অনুবাদ। "শৈল" বলতে সাধারণত কাব্যিক ঢংয়ে আল্লাহ্কে বোঝানো হয়ে থাকে (বা অনেক ক্ষেত্রে পরজাতীয়দের মধ্যে দেবতাদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে। দ্বি.বি. ৩২:৩১, ৩৭; ইশা ৪৪:৮), যা আল্লাহ্র অটলতা (ইশা ২৬:৪), বিপদের সময় আল্লাহ্র মাঝে দুর্গের মত নিরাপদ আশ্রয় (আয়াত ৩১, ৪৬; ৩১:২-৩; ৪২:৯; ৬২:৭; ৭১:৩; ৯৪:২২; ইশা ১৭:১০ আয়াত দেখুন) কিংবা একজন মহান উদ্ধারকারী হিসেবে অর্থ প্রকাশ করে (১৯:১৪; ৬২:২; ৭৮:৩৫; ৮৯:২৬; ৯৫:১; দ্বি.বি. ৩২:১৫ আয়াত দেখুন)। এই রূপকার্থক শব্দটি বিশেষ বাদশাহ্ দাউদের অভিজ্ঞতার সাথে সবচেয়ে বেশি মানানসই (১ শামু ২৩:১৪, ২৫; ২৪:২, ২২; ২৬:২০), কারণ মাবুদই ছিলেন সমূহ বিপদের মধ্যে তাঁর একমাত্র মুক্তির আশা ও নিশ্ছিদ্র সুরক্ষা।

১৮:৪-৬ মুক্তি পাবার জন্য দাউদ যে আকুতি করেছিলেন তা আল্লাহ্ শুনেছেন।

১৮:৪-৫ দাউদ তাঁর অভিজ্ঞতাগুলোকে পার্থিব বিভিন্ন বিপদ আপদের সাথে মিলিয়ে কাব্যিক ঢংয়ে বর্ণনা করেছেন।

ধ্বংসের খরস্রোতে আশঙ্কিত ছিলাম।
৫ আমি পাতালের দড়িতে বাঁধা পড়েছিলাম,
মৃত্যুর ফাঁদে জড়িত ছিলাম।
৬ সঙ্কটে আমি মাবুদকে ডাকলাম,
আমার আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আর্তনাদ করলাম;
তাঁর গৃহ থেকে তিনি আমার মিনতি শুনলেন,
তাঁর সম্মুখে আমার আর্তনাদ তাঁর কর্ণে প্রবেশ করলো।
৭ তখন দুনিয়া টলতে লাগল, কাঁপতে লাগল,
পর্বতরাজির সমস্ত মূল বিচলিত হল ও টলতে লাগল,
কারণ তিনি জ্বলে উঠলেন।
৮ তাঁর নাসারন্ধ্র থেকে ধোঁয়া বের হল,
তাঁর মুখনির্গত আগুন গ্রাস করলো;
তাঁর কাছ থেকে বেরিয়ে আসল প্রজ্বলিত অঙ্গার।
৯ তিনি আসমানকে নুইয়ে নামলেন,
অন্ধকার তাঁর পদতলে ছিল।
১০ তিনি কারুবী আরোহণে উড্ডীন হলেন,
বায়ু-পক্ষভরে উড়ে আসলেন।
১১ তিনি অন্ধকারকে তাঁর অন্তরাল,
তাঁর চতুর্দিকস্থ তাঁবু করলেন;
পানির ঘন অন্ধকার ও আসমানের ঘন মেঘমালাকে চন্দ্রাতপ করলেন।
১২ তাঁর সম্মুখবর্তী তেজ থেকে মেঘমালা সরে গেল,
দেখা গেল শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার।
১৩ আর মাবুদ আসমানে বজ্রনাদ করলেন,
সর্বশক্তিমান তাঁর কণ্ঠস্বর শুনালেন;
শিলাবৃষ্টি ও প্রজ্বলিত অঙ্গার দ্বারা।
১৪ তিনি তাঁর তীর মারলেন, তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলেন;
অনেক বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে তাদেরকে বিশৃঙ্খল করলেন।
১৫ তখন জলরাশির সমস্ত প্রণালী প্রকাশ পেল,
দুনিয়ার সমস্ত মূল অনাবৃত হল, তোমার তর্জনে,
হে মাবুদ, তোমার নাসিকার প্রশ্বাসবায়ুতে।
১৬ তিনি উপর থেকে হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরলেন,
মহাজলরাশি থেকে আমাকে টেনে তুললেন;
১৭ তিনি আমাকে উদ্ধার করলেন
আমার বলবান দুশমন থেকে, আমার বিদ্বেষীদের থেকে,
কেননা তারা আমার চেয়ে শক্তিমান ছিল।
১৮ আমার বিপদের দিনে তারা আমার কাছে এল,
কিন্তু মাবুদ আমার অবলম্বন হলেন।
১৯ তিনি আমাকে বাইরে প্রশস্ত স্থানে আনলেন,
আমাকে উদ্ধার করলেন,
কেননা তিনি আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন।

[১৮:৫] মেসাল ১৩:১৪।
[১৮:৬] দ্বি.বি. ৪:৩০।
[১৮:৭] ইশা ৫:২৫; ৬৪:৩।
[১৮:৮] রোমীয় ১২:২০।
[১৮:৯] হিজ ২০:২১।
[১৮:১০] পয়দা ৩:২৪।
[১৮:১১] হিজ ১৯:৯; দ্বি.বি. ৪:১১।
[১৮:১২] ইউসা ১০:১১।
[১৮:১৩] হিজ ৯:২৩।
[১৮:১৪] কাজী ৪:১৫।
[১৮:১৫] ইশা ৫০:২।
[১৮:১৬] হিজ ১৫:৫।
[১৮:১৭] কাজী ১৮:২৬।
[১৮:১৮] ইশা ৩:১।
[১৮:১৯] শুমারী ১৪:৮।

১৮:৪ মৃত্যুর দড়ি। ২ শামু ২২:৫ আয়াতে রয়েছে "ঢেউ"।
ধ্বংসের খরস্রোতে। ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন।
১৮:৫ পাতালের দড়ি ... মৃত্যুর ফাঁদ। ১১৬:৩ আয়াত দেখুন। দাউদ মৃত্যুর ফাঁদে পতিত হয়েছিলেন (মৃত্যুকে এখানে ব্যক্তি হিসেবে রূপায়িত করা হয়েছে) এবং তিনি কবরের বন্দী হিসেবে নীত হয়েছিলেন (আইউব ৩৬:৮ আয়াত দেখুন)। সেই সাথে ৩০:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
১৮:৬ তাঁর গৃহ। আল্লাহ্‌র বেহেশতী আবাসস্থল, যেখানে তাঁর রাজকীয় সিংহাসন অবস্থিত (১১:৪; ১১৩:৫; ইশা ৬:১; ৪০:২২ আয়াত দেখুন)।
১৮:৭-১৫ মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর গোলামকে রক্ষা করার জন্য এসেছেন – যাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে এক ভয়ানক আজাবের মত করে, যেন দাউদের শত্রুদের উপরে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তিনি এক বেহেশতী যোদ্ধা হয়ে এসেছেন (৫:৪-৫; ৬৮:১-৮; ৭৭:১৬-১৯; মিকাহ্‌ ১:৩-৪; নাহূম ১:২-৬; হাবা ৩:৩-১৫ আয়াত দেখুন)। তিনি তাদেরকে এক ভয়ঙ্কর বজ্রঝড়ের মত করে ধূলিস্যাৎ করে দিলেন (ইউসা ১০:১১; কাজী ৫:২০-২২; ১ শামু ২:১০; ৭:১০; ২ মামু ৫:২৪; ইশা ২৯:৬ আয়াত দেখুন)।
১৮:৮ আল্লাহ্‌র ভয়ানক বেহেশতী প্রত্যাদেশ সম্পর্কে যে ভাষায় বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, প্রায় একই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে ভয়ানক লিবিয়াথনের বর্ণনা দিতে গিয়ে (আইউব ৪১:১৯-২১)।
১৮:৯ তিনি আসমানকে নুইয়ে নামলেন। অর্থাৎ আসমানকে দুই ভাগে বিভক্ত করে তিনি বেহেশত থেকে নেমে এলেন। ইশা ৬৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।
১৮:১০ কারুবী। রাজকীয় প্রতীক (৮০:১; ৯৯:১ আয়াত দেখুন; সেই সাথে পয়দা ৩:২৪; হিজ ২৫:১৮ আয়াতের নোটও দেখুন)। ইহি ১ ও ১০ অধ্যায়ে কারুবীদের আবির্ভাব ঘটেছিল আল্লাহ্‌র সিংহাসনের রথ বহনকারী হিসেবে।
১৮:১৩ বজ্রনাদ। কারণ আল্লাহ্‌র কণ্ঠস্বর বজ্রপাতের মত ভয়ানক। জবুর ২৯ অধ্যায়; আইউব ৩৭:২-৫ আয়াত দেখুন।
সর্বশক্তিমান। পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।
১৮:১৪ তীর। আল্লাহ্‌র তীরকে অনেক স্থানে বিদ্যুৎ চমকের সাথে তুলনা করা হয়েছে, দেখুন ৭৭:১৭; ১৪৪:৬; হাবাক্কুক ৩:১১; এর সাথে পয়দা ৯:১৩ আয়াতের নোটও দেখুন।
১৮:১৫ সম্ভবত বেহেশতী বীর মাবুদ আল্লাহ্‌র মহান যুদ্ধ জয়ের কথা এখানে স্মরণ করা হচ্ছে, যা তিনি লোহিত সাগরে ইসরাইলের শত্রু মিসরীয়দেরকে ধ্বংস করার মধ্য দিয়ে জয় করেছিলেন (হিজ ১৫:১-১২ আয়াত দেখুন)।
১১৮:১৬-১৯ দাউদের উদ্ধার লাভ।
১৮:১৬ মহাজলরাশি। ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।
১৮:১৯ প্রশস্ত স্থান। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। দাউদ এখন তাঁর সমস্ত বিপদ ও আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে সর্বত্র বিচরণ করতে পারছেন (৪-৬, ১৬-১৮ আয়াত দেখুন)। পীড়িত বা নির্যাতিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে শিকলে আবদ্ধ হওয়ার মত (আইউব ৩৬:৮, ১৩)। বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের অর্থ হচ্ছে এই শিকল বা বন্দীত্ব থেকে মুক্তি লাভ করা (আইউব ৩৬:১৬)।
তিনি আমাতে সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্‌ দাউদের উপরে খুবই

২০ মাবুদ আমার ধার্মিকতানুযায়ী পুরস্কার দিলেন,
আমার হাতের পবিত্রতা অনুযায়ী ফল দিলেন।
২১ কেননা আমি মাবুদের পথে চলেছি,
দুষ্টতাপূর্বক আমার আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাই নি।
২২ কারণ তাঁর সমস্ত অনুশাসন আমার সম্মুখে
ছিল,
আমি তাঁর বিধি আমা থেকে দূর করি নি।
২৩ আর আমি তাঁর উদ্দেশে সিদ্ধ ছিলাম,
আমার অপরাধ থেকে নিজেকে রক্ষা করতাম।
২৪ তাই মাবুদ আমার ধার্মিকতা অনুসারে ফল
দিলেন,
তাঁর সাক্ষাতে আমার হাতের পবিত্রতা
অনুসারে দিলেন।
২৫ তুমি দয়াবানের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করবে,
সিদ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ ব্যবহার করবে।
২৬ তুমি খাঁটিদের সঙ্গে খাঁটি ব্যবহার করবে,
কুটিলের সঙ্গে চতুরতা ব্যবহার করবে।
২৭ কেননা তুমি দুঃখীদেরকে নিস্তার করবে,
কিন্তু গর্বিত নয়ন অবনত করবে।
২৮ তুমিই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করে থাক;
মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌,
তুমিই আমার অন্ধকার আলোকময় করে
থাক।
২৯ কেননা তোমার দ্বারা আমি সৈন্যদলের
বিরুদ্ধে দৌড়াই;
আমার আল্লাহ্‌র দ্বারা প্রাচীর পার হই।
৩০ তিনিই আল্লাহ্‌, তাঁর পথ সিদ্ধ;
মাবুদের কালাম পরীক্ষাসিদ্ধ;
যারা তোমার মধ্যে আশ্রয় নেয় তুমি তাদের
সকলের ঢাল।
৩১ কারণ মাবুদ ছাড়া আর আল্লাহ্‌ কে আছে?
আমাদের আল্লাহ্‌ ছাড়া আর শৈল কে আছে?
৩২ আল্লাহ্‌ বল দিয়ে আমার কোমরবন্ধনী
পরিয়েছেন।
তিনি আমার পথ সিদ্ধ করেছেন।
৩৩ তিনি আমার চরণ হরিণীর চরণের মত
করেন,
উচ্চস্থলীতে আমাকে সংস্থাপন করেন।
৩৪ তিনি আমার হাতকে যুদ্ধ করতে শিক্ষা দেন,
তাই আমার বাহু ব্রোঞ্জের ধনুকে চাড়া দেয়।
৩৫ তুমি আমাকে নিজের উদ্ধার-ঢাল দিয়েছ;
তোমার ডান হাত আমাকে ধারণ করেছে,

[১৮:২০] ১করি ৩:৮।
[১৮:২১] মেসাল ৮:৩২; ২৩:২৬।
[১৮:২৩] পয়দা ৬:৯।
[১৮:২৪] ১শামু ২৬:২৩।
[১৮:২৬] লূক ১৬:৮।
[১৮:২৭] মথি ২৩:১২।
[১৮:২৮] প্রেরিত ২৬:১৮।
[১৮:২৯] ইব ১১:৩৪।
[১৮:৩০] দ্বি.বি. ৩২:৪।
[১৮:৩১] ১পিতর ৫:১০।
[১৮:৩৩] ইব ৩:১৯।
[১৮:৩৫] ইশা ৪৬:৪।

সন্তুষ্ট ছিলেন, কারণ দাউদ ছিলেন আল্লাহ্‌র "মনের মত লোক" (১ শামু ১৩:১৪; এর সাথে দেখুন ১ শামু ১৫:২৮; ১ বাদশাহ্‌ ১৪:৮; ১৫:৫; প্রেরিত ১৩:২২)। এ কারণে আল্লাহ্‌ দাউদের সাথে এমন এক রাজবংশের চুক্তি করেছিলেন যার রাজত্ব কখনো শেষ হবে না (২ শামু ৭ অধ্যায়)। এই ভাবনাটিকে ২০-২৯ আয়াতে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে।

১৮:২০-২৪ দাউদের ধার্মিকতার পুরস্কার। দাউদের ধার্মিকতার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া অনুগ্রহ (যেমনটা পেয়েছিলেন শামুয়েল, ১ শামু ১২:৩; হিষ্কিয়, ২ বাদশাহ্‌ ২০:৩; আইউব, আইউব ১৩:২৩; ২৭:৬, ৩১; সেই সাথে জবুর ১৭:৩-৫; ২৬; ৪৪:১৭-১৮; ১০১ দেখুন)। তবে এই অনুগ্রহ লাভের ঘোষণা দেওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি নিজেকে নিয়ে গর্ব করছেন না (আয়াত ৫১:৫)। বরং এই উক্তি মধ্য দিয়ে তিনি দাবী করছেন যে, তিনি নিজ অন্তর ও জীবন সম্পূর্ণভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌র সেবায় নিবেদিত করেছেন, যার কারণে তিনি খোদায়ী এক অন্তর লাভ করেছেন, যেন অন্তরে আছে শুদ্ধতা ও পবিত্রতা। এই খোদায়ী বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অন্তরই হচ্ছে আল্লাহ্‌র আশ্চর্য কাজের ফল (৫১:১০-১২ আয়াত দেখুন)।

১৮:২০ আমার ধার্মিকতা। ১:৫; ২ শামু ২২:২১, ২৫ আয়াতের নোট দেখুন। আমার হাতের পবিত্রতা অনুযায়ী ফল দিলেন। একজন বাদশাহ্‌ যখন তাঁর প্রতি পরিপূর্ণভাবে বিশ্বস্ত কাউকে খুঁজে পান, তখন তিনি তাকে অপরিমেয় পুরস্কার দান করেন।

১৮:২১ মাবুদের পথ। ২৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২৩ সিদ্ধ। নিষ্পাপ, নিষ্কলুষ। ১৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২৫-২৯ যেহেতু যেহেতু আল্লাহ্‌ লোকদের কাছে বিভিন্ন উপায়ে কথা বলেন ও তাদের ডাকে সাড়া দেন (আইউব ৩৪:১১; মেসাল ৩:৩৪), দাউদও নিরূপিত সময়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভ করেছেন।

১৮:২৬ কুটিল। যারা সত্যের ও ধার্মিকতার সরল পথ থেকে বিচ্যুত।

চতুরতা। আল্লাহ্‌ কুটিল ও মন্দ লোকদের সাথে তাদের মত করেই আচরণ করবেন, যেভাবে একজন কুস্তিগীরকে তার প্রতিপক্ষকে কুস্তি দিয়েই ঘায়েল করে থাকে (২ বাদশাহ্‌ ২২:২৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে কাজী ১১:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:২৭ এই আয়াতের ভাবধারার সাথে দাউদ ও তালুতের মধ্যকার দ্বন্দ্ব বেশ সামঞ্জস্যপূর্ণ (১ শামু ১৬:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। উপরন্তু এখানে হান্নার গজলের মূল ভাবার্থ প্রকাশ পেয়েছে (১ শামু ২:১-১০), যা শামুয়েল কিতাবের রচয়িতা তাঁর কিতাবে অন্যতম একটি মূল বিষয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন কীভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ রাজ্য এই দুনিয়াতে স্থাপন করেছেন।

গর্বিত নয়ন। মেসাল ৬:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:২৮ তুমিই আমার প্রদীপ উজ্জ্বল করে থাক। আল্লাহ্‌ই তাঁকে জীবন দান করেছেন, তাঁর সমস্ত সম্পদ দান করেছেন এবং তাঁর রাজবংশের বিস্তৃতি ঘটিয়েছেন (বিশেষ করে আইউব ১৮:৫-৬; ২১:১৭ আয়াত দেখুন)।

আলোকময়। ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৩০-৩৬ আল্লাহ্‌র রহমতে দাউদ বাদশাহ্‌ হিসেবে তাঁর সিংহাসন রক্ষা করতে সমর্থ হলেন।

১৮:৩০ সিদ্ধ। অর্থাৎ নিখুঁত। আল্লাহ্‌র পথ অব্যর্থ, তেমনি তাঁর রহমতও কখনো ব্যর্থ হবে না। সে কারণে দাউদও তাঁর চলার পথে ব্যর্থ হন নি (আয়াত ৩২)।

মাবুদের কালাম। এখানে সামগ্রিক অর্থে পুরো পাক কিতাবকে বোঝানো হলেও বিশেষত দাউদের প্রতি আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে নির্দেশ করা হয়েছে (২ শামু ৭:৮-১৬ আয়াত দেখুন)।

পরীক্ষাসিদ্ধ। ১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

ঢাল। ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমার কোমলতা আমাকে মহান করেছে।
৩৬ তুমি আমার নিচে চলার পথ প্রশস্ত করেছ,
আর আমার চরণ বিচলিত হয় নি।
৩৭ আমি দুশমনদের পিছনে দৌড়াব, তাদেরকে ধরবো,
সংহার না করে ফিরে আসব না।
৩৮ আমি তাদেরকে চূর্ণ করবো,
তারা আর উঠতে পারবে না,
তারা আমার পদতলে পতিত হবে।
৩৯ কারণ তুমি যুদ্ধার্থে বল দিয়ে আমার কোমর বেঁধেছ;
যারা আমার বিরুদ্ধে উঠেছিল,
তাদেরকে তুমি আমার অধীনে নত করেছ।
৪০ আমার দুশমনদেরকে আমা থেকে ফিরিয়ে দিয়েছ,
আমি আমার বিদ্বেষীদেরকে সংহার করেছি।
৪১ তারা আর্তনাদ করলো, কিন্তু রক্ষাকর্তা কেউ নেই;
মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলো, কিন্তু তিনি জবাব দিলেন না।
৪২ তখন আমি তাদেরকে বায়ুচালিত ধূলিকণার মত চূর্ণ করলাম;
পথের কাদার মত ফেলে দিলাম;
৪৩ তুমি আমাকে লোকদের বিদ্রোহ থেকে উদ্ধার করেছ,
জাতিদের মস্তক হিসেবে নিযুক্ত করেছ;
আমার অপরিচিত জাতি অমার গোলাম হবে।

[১৮:৩৬] আইউ ১৮:৭।
[১৮:৩৮] ইশা ২৬:১৪।
[১৮:৩৯] ইশা ৪৫:৫, ২৪।
[১৮:৪০] ইউসা ৭:১২।
[১৮:৪১] ১শামু ৮:১৮;১৪:৩৭; ইয়ার ১১:১১।
[১৮:৪২] দ্বি.বি. ৯:২১; ইশা ২:২২।
[১৮:৪৩] ২শামু ৮:১-১৪।
[১৮:৪৪] জবুর ৫৪:৩; ১৪৪:৭, ১১; ইশা ২৫:৫।
[১৮:৪৫] ১শামু ১৭:৩২; ২করি ৪:১; ইব ১২:৩।
[১৮:৪৬] ইউসা ৩:১০;১শামু ১৪:৩৯; ২করি ১৩:৪।
[১৮:৪৭] পয়দা ৪:২৪।
[১৮:৪৯] রোমীয় ১৫:৯।
[১৮:৫০] ২শামু ২৩:১।

৪৪ শোনা মাত্র তারা আমার হুকুম মান্য করবে;
বিজাতি-সন্তানেরা আমার কর্তৃত্ব স্বীকার করবে।
৪৫ বিজাতি-সন্তানেরা ম্লান হবে,
স্বকম্পে নিজ নিজ গুপ্ত স্থান থেকে বাইরে আসবে।
৪৬ মাবুদ জীবন্ত, আমার শৈল ধন্য হোন,
আমার উদ্ধারের আল্লাহ্ উন্নত হোন।
৪৭ সেই আল্লাহ্ আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেন,
জাতিদেরকে, আমার অধীনে দমন করেন।
৪৮ তিনি আমার দুশমনদের থেকে আমাকে উদ্ধার করেন;
যারা আমার বিরুদ্ধে উঠে,
তুমি তাদের উপরেও আমাকে উন্নত করছো,
তুমি দুর্বৃত্ত লোক থেকে আমাকে উদ্ধার করছো।
৪৯ এই কারণে, হে মাবুদ,
আমি জাতিদের মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
তোমার নামের উদ্দেশে প্রশংসা-গজল করবো।
৫০ তিনি তাঁর বাদশাহ্‌কে মহাবিজয় দান করেন,
তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির প্রতি অটল মহব্বত প্রকাশ করেন,
যুগে যুগে দাউদ ও তার বংশের প্রতি রহম করেন।

জবুর ১৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের

১৮:৩৭-৪২ আল্লাহ্‌র শক্তিতে দাউদ তাঁর সমস্ত দুশমনদেরকে ধ্বংস করেছেন।

১৮:৪৩-৪৫ দাউদকে আল্লাহ্ জাতিগণের মস্তক করেছেন (২ শামু ৫; ৮; ১০ অধ্যায় দেখুন), যিনি এত দিন মৃত্যুর গ্রাস থেকে কয়েক কদম মাত্র দূরে ছিলেন (৪-৫ আয়াত দেখুন এবং ৫ আয়াতের নোট দেখুন), অতল গভীরে তলিয়ে ছিলেন (আয়াত ১৬ দেখুন)।

১৮:৪৩ লোকদের বিদ্রোহ। বাদশাহ্ তালুতের সময় থেকেই দাউদের বিপক্ষে লোকেরা উঠে পড়ে লেগেছিল। এমন কি তাঁর রাজত্বকালে তাঁর পুত্র অবশালোমের নেতৃত্বেও লোকেরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল।

আমার অপরিচিত জাতি। যাদের সাথে তাঁর এর আগে কোন যোগাযোগ বা পরিচয় ছিল না।

১৮:৪৬-৫০ সমাপনী বক্তব্যমালা।

১৮:৪৬ মাবুদ জীবন্ত! বাদশাহ্ দাউদের জীবনে আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজ এবং অনুগ্রহ এ কথাই প্রকাশ করে যে, তিনিই একমাত্র জীবন্ত মাবুদ আল্লাহ্ (দ্বি.কি. ৫:২৬ আয়াত দেখুন)।

১৮:৪৭ আমার পক্ষে প্রতিশোধ নেন। অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অন্যায় কাজ করা হয়েছে তার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ বা প্রতিফল গ্রহণ করেন (দ্বি.বি. ৩২:৪১ আয়াত দেখুন; ৩২:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৮:৪৯ বাদশাহ্ দাউত জাতিগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র নামের প্রশংসা করার জন্য প্রত্যয় প্রকাশ করছেন (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তোমার নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৮:৫০ তাঁর বাদশাহ্ ... তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তি। দাউদ নিজেকে আল্লাহ্ কর্তৃক মনোনীত ও বাদশাহ্ পদে অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে দেখছেন (১ শামু ১৬:১৩ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ১ শামু ১০:২৫; ১২:১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। অটল মহব্বত প্রকাশ করেন। দাউদের শেষ কথাগুলো মাবুদের সাথে তাঁর সম্পাদিত চুক্তিকেই প্রকাশ করে (২ শামু ৭:৮-১৬)। পুরো গজলটিকে বিবেচনা করতে হবে দাউদের অভিষেকের কারণে প্রাপ্ত কর্তৃত্ব এবং তাঁর সাথে মাবুদের সম্পাদিত চুক্তির প্রেক্ষাপট অনুসারে। এই মহা উপসংহারে এসে দাউদ যা দাবী করছেন – বস্তুত সমগ্র জবুর শরীফ জুড়েই তিনি যা বলতে চেয়েছেন – তা প্রভু ঈসা মসীহ্, অর্থাৎ বাদশাহ্ দাউদের সর্ব মহান বংশধরের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণতা সাধন করেছে।

জবুর ১৯ অধ্যায়। সর্বশক্তিমান ও মহিমান্বিত আল্লাহ্‌র গুণগানে পূর্ণ একটি গজল (আয়াত ১), যে মহিমা বেহেশতেই কেবল দেখা যায়। বিশেষত গ্রীষ্মের রৌদ্রজ্জ্বল দিনে নির্মেঘ আকাশে পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত এই মহিমার বিস্তার লক্ষ্য করা যায় (১-৬ আয়াত দেখুন; সেই সাথে জবুর ২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), এবং "মাবুদের নির্দেশ" দেখুন (আয়াত ৭), যা অনুসরণ করলে মানুষের জীবন অনুগ্রহে পরিপূর্ণ হয় (৭-১৩ আয়াত দেখুন)। এর সাথে সংযুক্ত একটি মুনাজাতে (আয়াত ১২-১৩) আল্লাহ্‌র কাছে তা যাচঞা করা হয়েছে, যা তাঁর শরীয়ত দিতে পারে না: "গোপন অপরাধের" জন্য ক্ষমা এবং মেষপালকের পরিচর্যা যা আমাদেরকে "ইচ্ছাকৃত গুনাহ্" থেকে রক্ষা করে। ১৮ অধ্যায়ের পরেই এই অধ্যায়টি প্রশংসা ও

BACIB International Bible CHURCH

কাওয়ালী।
১ আসমান আল্লাহ্‌র গৌরব বর্ণনা করে,
আসমানের শূন্যস্থান তাঁর হস্তকৃত কাজ জ্ঞাপন করে।
২ দিন দিনের কাছে বাণী উচ্চারণ করে,
রাত রাতের কাছে জ্ঞান ঘোষণা করে।
৩ বাণী নেই, ভাষাও নেই,
তাদের আওয়াজ শোনা যায় না।
৪ তাদের স্বর সারা দুনিয়াতে ব্যাপ্ত,
তাদের কালাম দুনিয়ার সীমা পর্যন্ত ব্যাপ্ত;
তাদের মধ্যে তিনি সূর্যের জন্য একটি তাঁবু স্থাপন করেছেন।
৫ সে বরের মত তাঁর বাসরগৃহ থেকে বেরিয়ে আসে,
বীরের মত স্বীয় পথে দৌড়াবার জন্য আনন্দ করে।
৬ সে আসমানের প্রান্ত থেকে যাত্রা করে,
অপর প্রান্ত পর্যন্ত ঘুরে আসে;
তার উত্তাপে কোন বস্তু লুকিয়ে থাকে না।
৭ মাবুদের নির্দেশ সিদ্ধ, প্রাণের জন্য স্বাস্থ্যকর;
মাবুদের সাক্ষ্য বিশ্বসনীয়, সরল লোকদের জ্ঞানদায়ক।
৮ মাবুদের সমস্ত আদেশমালা যথার্থ, অন্তরের আনন্দবর্ধক;
মাবুদের হুকুম নির্মল, চোখকে আলোকিত করে তোলে।
৯ মাবুদের ভয় পবিত্র, চিরস্থায়ী,
মাবুদের সমস্ত অনুশাসন সত্য,
সর্বাংশে ন্যায্য।
১০ তা সোনা ও প্রচুর খাঁটি সোনার চেয়ে বাঞ্ছনীয়,
মধু ও মৌচাকের রস হতেও সুস্বাদু।
১১ তোমার গোলামও তা দ্বারা সুশিক্ষা পায়;
তা পালন করলে মহা ফল হয়।
১২ কে তার নিজের ভুল বুঝতে পারে?
তুমি গুপ্ত দোষ থেকে আমাকে পরিষ্কার কর।

[১৯:১] রোমীয় ১:১৯।
[১৯:৪] রোমীয় ১০:১৮।
[১৯:৫] যোয়েল ২:১৬।
[১৯:৬] হেদা ১:৫।
[১৯:৭] ইয়াকুব ১:২৫।
[১৯:৮] উজা ৯:৮।
[১৯:৯] মেসাল ১:৭; হেদা ১২:১৩; ইশা ৩৩:৬।
[১৯:১০] আইউ ২২:২৪; জবুর ১১৯:৭২; মেসাল ৮:১০।
[১৯:১২] জবুর ৫১:২; ৯০:৮; হেদা ১২:১৪।

মুনাজাতের চক্রটিকে পূর্ণতা দিয়েছে – মাবুদের উদ্ধারকারী কাজ, সৃষ্টিজগতের মাঝে তাঁর গৌরবের প্রতিফলন এবং মানুষের জন্য তাঁর জীবনের প্রতিপালনকারী শরীয়ত। জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের মাঝখানে অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে ১৫ ও ২৪ দুটো অধ্যায়েরই ভাবধারা সমানভাবে ফুটে উঠেছে (জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এবং তা আমাদেরকে এই কথা মনে করিয়ে দেয়, যে কেউ মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র উপস্থিতিতে প্রবেশ করবে তাকে অবশ্যই এমন মানুষের মত হতে হবে যে তার চোখ দিয়ে মাবুদের গৌরব অবলোকন করেছে এবং যার অন্তরে তাঁর শরীয়ত পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য বিশেষ ভক্তি ও নিবেদিত প্রাণ রয়েছে।

১৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১৯:১-৪ নীরব বেহেশত কথা বলে উঠেছে এবং দুনিয়াতে বসবাসকারী সকলের কাছে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌র গৌরব ঘোষণা করছে (১৪৮:৩ আয়াত দেখুন)। বেহেশতী নূর খোদার উপস্থিতি নির্দেশ করে না (পয়দা ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন), কিংবা তা কারও নিয়তিও নিয়ন্ত্রণ করে না (ইষা ৪৭:১৩; ইয়ারমিয়া ১০:২; দানি ৪:৭)। তাদের গৌরব সেই মাবুদেরই ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততার পরিচয় বহন করে, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন (৫০:৬; ৮৯:৫-৮; ৯৭:৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে রোমীয় ১:১৯-২০ আয়াতও দেখুন)।

১৯:৪ এই বেহেশতী ঘোষণাকে প্রভু ঈসা মসীহের আলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রেরিত পৌল তাঁর নিজ সময়কার সুসমাচার তবলিগের মাঝে এই আয়াত ব্যবহার করেছেন (রোমীয় ১০:১৮ আয়াত দেখুন)। এভাবে তিনি দুটো সার্বজনীন ঘোষণাকে একীভূত করেছেন।

১৯:৪-৬ বেহেশত হচ্ছে মাবুদের সূর্যের জন্য এক বেহেশতী "তাঁবু"। মধ্য প্রাচ্যে ব্যাপকভাবে সূর্যের উপাসনা করা হত (যেমন দ্বি.বি. ৪:১৯; ১৭:৩; ২ বাদশাহ্‌ ২৩:৫, ১১; ইয়ার ৮:২; ইহি ৮:১৬), কিন্তু এখানে ১৩৬:৭-৮; পয়দা ১:১৬ আয়াতে সূর্যকে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্‌র সাধারণ একটি সৃষ্টি হিসেবে। সমগ্র সৃষ্টিজগতে সূর্য হচ্ছে আল্লাহ্‌র গৌরবের সবচেয়ে উজ্জ্বল নিদর্শন (৮৪:১১; ইশা ৬০:১৯-২০ আয়াত দেখুন), কারণ প্রতি দিন পুরো আসমান জুড়ে প্রত্যেকটি সৃষ্ট প্রাণী ও বস্তুর উপরে উষ্ণ উত্তাপ ও আলোর বিকিরণ ঘটায়।

১৯:৭-৯ মূলত মাবুদের প্রকাশিত শরীয়তে জীবনের প্রতি পরিচর্যা দানকারী ও প্রতিপালনকারী যে প্রভাব রয়েছে তাকেই এখানে প্রশংসিত করা হয়েছে (জবুর ১১৯ অধ্যায় দেখুন)।

১৯:৭ বিশ্বসনীয়। আল্লাহ্‌র নির্দেশ ও বিধান "বিশ্বাসযোগ্য" (১১১:৭; ১১৯:৮৬ আয়াত দেখুন) বা "চিরস্থায়ী" (১৯:৯) বা "সত্য" (১১৯:১৪২,১৫১,১৬০), কারণ এই নির্দেশ, বিধান বা শরীয়ত আল্লাহ্‌র ধার্মিকতাপূর্ণ ইচ্ছাকেই প্রতিফলিত করে (১১৯:১৩৮,১৬০), তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকে (তা "চিরদিনের জন্য", ৯৩:৫; এর সাথে ১১৯:৯১,১৫২,১৬০ আয়াতও দেখুন)। এই নির্দেশমালা যারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করে ও মর্যাদা দেয়, তাদের জীবনের সমস্ত ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সত্যিকারভাবে তারা পূর্ণ করতে সক্ষম হয় (১১৯:৪৩, ৯৩, ৯৮-১০০, ১৬৫ আয়াত দেখুন)। কাজেই এই নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করা যায়।

সরল লোক। যারা শিশুর মত সরল অন্তরের অধিকারী, যাদের উপলব্ধি ও বিচার করার ক্ষমতা এখনও পরিপক্ক হয় নি (১১৯:৯৮-১০০; মেসাল ১:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ২ তীম ৩:১৫; ইব ৫:১৩-১৪)।

১৯:৮ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯:৯ মাবুদের ভয়। সমগ্র শরীয়ত ও নির্দেশমালা থেকে যা মানুষের কাছে প্রত্যাশা করা হয়েছে (১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৯:১০-১১ মাবুদ আল্লাহ্‌র নির্দেশমালা তথা শরীয়তের অতুলনীয়তা ও জীবনের জন্য এর বহুমূল্য (দ্বি.বি. ৫:৩৩ আয়াত দেখুন)।

১৯:১০ মধু ... হতেও সুস্বাদু। তুলনামূলকভাবে যারা শরীয়ত ত্যাগ করে তারা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিচারকে তিক্ততায় রূপান্তরিত করে (আমোস ৫:৭; ৬:১২ আয়াত দেখুন)।

১৯:১২-১৩ মানব জাতির নৈতিক চেতনা কলুষিত হয়েছে; এ কারণে লোকেরা অপরাধ ও গুনাহ্‌ করার পরও তা উপলব্ধি

১৩ দুঃসাহসজনিত (গুনাহ্) হতেও নিজের
গোলামকে পৃথক রাখ,
সেই সকল আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক;
তখন আমি সিদ্ধ হব এবং মহাগুনাহ্ থেকে
পাক-পবিত্র হব।
১৪ আমার মুখের কথা ও আমার অন্তরের ধ্যান
তোমার দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হোক,
হে মাবুদ, আমার শৈল, আমার মুক্তিদাতা।

জবুর ২০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ মাবুদ সঙ্কটের দিনে তোমাকে উত্তর দিন,
ইয়াকুবের আল্লাহ্র নাম তোমাকে উন্নত
করুক,
২ তিনি পবিত্র স্থান থেকে তোমার সাহায্য প্রেরণ
করুন,
সিয়োন থেকে তোমাকে সুস্থির রাখুন,
৩ তিনি তোমার সকল নৈবেদ্য স্মরণ করুন,
তোমার পোড়ানো-কোরবানী গ্রাহ্য করুন।
সেলা।

[১৯:১৩] শুমারী ১৫:৩০।
[১৯:১৪] হিজ ৬:৬; আইউ ১৯:২৫।
[২০:১] হিজ ৩:৬।
[২০:২] শুমারী ৩:২৮।
[২০:৩] প্রেরিত ১০:৪।
[২০:৪] ইশা ২৬:৮; ইহি ২৪:২৫; রোমীয় ১০:১।
[২০:৫] আইউ ৩:৭।
[২০:৬] ইব ৩:১৩।
[২০:৭] দ্বি.বি. ১৭:১৬।
[২০:৮] আইউ ১১:১৫; জবুর ৩৭:২৩; মেসাল ১০:২৫; ইশা ৭:৯।
[২০:৯] জবুর ১৭:৬।

৪ তিনি তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করুন,
তোমার সমস্ত পরিকল্পনা সিদ্ধ করুন।
৫ আমরা তোমার বিজয়ে আনন্দগান করবো,
আমাদের আল্লাহ্র নামে নিশান তুলব;
মাবুদ তোমার সমস্ত মুনাজাত কবুল করুন।
৬ এখন আমি জানি, মাবুদ স্বীয় অভিষিক্ত
ব্যক্তিকে নিস্তার করেন;
তিনি নিজের ডান হাতের রক্ষাকারী-শক্তিতে
তাঁর পবিত্র বেহেশত থেকে তাঁকে উত্তর
দেবেন।
৭ এরা রথে ও ওরা ঘোড়ায় নির্ভর করে,
কিন্তু আমরা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের নামের
গর্ব করি।
৮ তারা নত হয়েছে, পড়ে গেছে,
কিন্তু আমরা উত্থিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছি।
৯ হে মাবুদ, বাদশাহ্কে জয় দান কর;
যেদিন ডাকি, আমাদের উত্তর দাও।

জবুর ২১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

করতে পারে না এবং এ কারণে তাদের "গুপ্ত" বা গোপন গুনাহ্গুলোর জন্য তাদের ক্ষমা চাওয়া আবশ্যক (আয়াত ১২; লেবীয় ৫:২-৪ দেখুন)। "দুঃসাহসজনিত গুনাহ্" (আয়াত ১২) হচ্ছে প্রকাশ্যে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে গুনাহ্ করা। এগুলো হচ্ছে "মহা গুনাহ্" (আয়াত ১৩), যা মানুষকে আল্লাহ্র কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে (শুমারী ১৫:৩০-৩১ আয়াত দেখুন)।

১৯:১৪ জবুর শরীফের রচয়িতা এই গজলটিকে মাবুদের কাছে প্রশংসা ও মহিমার এবাদত হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

শৈল। ১৮:২; পয়দা ৪৯:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

মুক্তিদাতা। হিজ ৬:৬; ইশা ৪১:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ২০ অধ্যায়। বিপক্ষ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আগে বাদশাহ্র জন্য করা বিশেষ আনুষ্ঠানিক মুনাজাত (২ খান্দান ২০:১-৩০ আয়াত দেখুন)। জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের এই বিশেষ অংশে জবুর ২০-২১ অধ্যায় দুটি জবুর ১৮ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ১৮ অধ্যায়ে আমরা বাদশাহ্র কথা শুনতে পাই, আবার জবুর ২০-২১ অধ্যায়ে আমরা জনতার কণ্ঠ শুনতে পাই।

২০ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

২০:১৫ লোকেরা (সম্ভবত বাদশাহ্র সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী) বাদশাহ্কে উদ্দেশ্য করে কথা বলছে, যেখানে তারা বাদশাহ্র বিজয় যাত্রার মুনাজাতের সাথে তাদের নিজেদের মুনাজাতও সংযুক্ত করেছে।

২০:১ তোমাকে উত্তর দিন। তোমার মুনাজাত শ্রবণ করুন, যা তুমি এই দুর্দশার সময় আল্লাহ্র কাছে উপস্থাপন করেছ, যার জন্য তুমি কোরবানী উৎসর্গ করেছ (আয়াত ৩); ৯ আয়াত দেখুন)।

আল্লাহ্র নাম। ৫, ৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫:১১ আয়াতের নোটও দেখুন।

ইয়াকুব। ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমাকে উন্নত করুক। আক্ষরিক অর্থে বলা হয়েছে "তোমাকে রক্ষা করুক।"

২০:২ সিয়োন। ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৪ মনোবাঞ্ছা। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২০:৫ আনন্দগান করবো ... আল্লাহ্র নামে। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

নিশান। সম্ভবত সৈন্যবাহিনী যুদ্ধ যাত্রায় কুচকাওয়াজের সামনে যে নিশান ব্যবহার করতো তার কথা বলা হয়েছে।

২০:৬ আনুষ্ঠানিক মুনাজাতের একটি বিশেষ অংশ, যেখানে একজন ব্যক্তি এই আয়াতটি পাঠ করবেন (সম্ভবত কোন একজন লেবীয়; ২ খান্দান ২০:১৪ আয়াত দেখুন)। তিনি এই নিশ্চয়তার কথা ঘোষণা করছেন যে, বাদশাহ্র মুনাজাত আল্লাহ্ অবশ্যই শ্রবণ করবেন।

স্বীয় অভিষিক্ত ব্যক্তি। আল্লাহ্ কর্তৃক অভিষিক্ত ও শাসন করার জন্য নিযুক্ত বাদশাহ্ (২:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০:৭-৮ সমগ্র সেনাবাহিনী স্বীকার করছে যে, তারা ঘোড়া কিংবা রথের উপরে নির্ভর না করে মাবুদের উপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করে (এর সাথে তুলনা করুন ৩৩:১৬-১৭) – যদিও শত্রু দল হয়তো আরও অত্যন্ত শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে। বাদশাহ্ দাউদের এ ধরনের আত্মবিশ্বাসের আরও নিদর্শন দেখা যায়, বিশেষ করে যখন তিনি জালুত বীরের মুখোমুখি হয়েছিলেন (১ শামু ১৭:৪৫-৪৭)।

২০:৯ বাদশাহ্র সৈন্যবাহিনীর সমাপনী মুনাজাত। যেদিন ডাকি, আমাদের উত্তর দাও। ১ আয়াতের নোট দেখুন। গজলটি যেভাবে শুরু হয়েছিল সেভাবেই শেষ করা হল।

জবুর ২১ অধ্যায়। বাদশাহ্কে বিজয়ী করার জন্য আল্লাহ্র কাছে প্রশংসা ও মহিমা সূচক মুনাজাত এই গজলে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এ কারণে এই গজলটি ২০ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত। তবে দুটো দিনই একই ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত কি না তা

১ হে মাবুদ, তোমার বলে বাদশাহ্ আনন্দ করেন,
তিনি তোমার সাহায্য লাভে কতই উল্লসিত হন।
২ তুমি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ,
তাঁর ওষ্ঠের মুনাজাত অস্বীকার কর নি। সেলা।
৩ কেননা তুমি মঙ্গলের বিবিধ বর সহ তাঁর সম্মুখবর্তী হয়েছ,
তুমি তাঁর মাথায় সোনার মুকুট দিয়েছ।
৪ তিনি তোমার কাছে জীবন প্রার্থনা করেছিলেন,
তুমি তাঁকে অনন্তকাল স্থায়ী দীর্ঘ পরমায়ু দিয়েছ।
৫ তোমার সাহায্য লাভে তিনি মহাগৌরবান্বিত;
তুমি তাঁর উপরে গৌরব ও মহিমা রেখেছ।
৬ তুমি তাঁকে চিরস্থায়ী দোয়াযুক্ত করেছ,
তোমার উপস্থিতির আনন্দে তাঁকে আনন্দিত করেছ।
৭ কারণ বাদশাহ্ মাবুদের উপর নির্ভর করেন,
সর্বশক্তিমানের অটল মহব্বতে তিনি বিচলিত হবেন না।
৮ তোমার হাত তোমার সমস্ত দুশমনকে ধরবে;
তোমার ডান হাত তোমার বিদ্বেষীদেরকে ধরবে।
৯ তুমি তোমার ক্রোধের সময়ে তাদেরকে
প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডস্বরূপ করবে;
মাবুদ ক্রোধে তাদেরকে গ্রাস করবেন,
আগুন তাদেরকে পুড়িয়ে ফেলবে।
১০ তুমি উচ্ছিন্ন করবে দুনিয়া থেকে তাদের ফল,
মানবজাতির মধ্য থেকে তাদের বংশ।
১১ কেননা তারা তোমার বিরুদ্ধে কুসঙ্কল্প করলো;
তারা কুমন্ত্রণা করলো, তা সিদ্ধ করতে পারে না।
১২ কেননা তুমি তাদেরকে ফিরিয়ে দেবে,
তুমি তাদের মুখ তোমার ধনুকে লক্ষ্যবস্তু করবে।
১৩ হে মাবুদ, নিজের বলে উন্নত হও;
আমরা তোমার পরাক্রমের গান গাইব ও

[২১:১] ১শামু ২:১০।
[২১:৩] ২শামু ১২:৩০; প্রকা ১৪:১৪।
[২১:৬] ১খান্দান ১৭:২৭।
[২১:৭] ২বাদশাহ্ ১৮:৫।
[২১:৮] ইশা ১০:১০।
[২১:৯] দ্বি.বি. ৩২:২২; ইয়ার ১৫:১৪।
[২১:১০] দ্বি.বি. ২৮:১৮।
[২১:১১] আইউ ১০:৩।
[২১:১২] হিজ ২৩:২৭।
[২১:১৩] জবুর ১৮:৪৬।

অজানা। এখানে বাদশাহ্ প্রশংসা গজলের পর লোকদের প্রশংসা গজল সন্নিবেশিত হয়েছে (১ আয়াত দেখুন)। অন্য দিকে ২০ অধ্যায়েও বাদশাহ্র মুনাজাতের পর লোকদের মুনাজাত সন্নিবেশিত হয়েছে। এই কাঠামোতে গজলটিকে ১ ও ১৩ আয়াতের মধ্যে কাঠামোবদ্ধ করা যায় (দুটো আয়াতেই রয়েছে "হে মাবুদ, তোমার বলে" কথাটি)। জবুর ২০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; সেই সাথে জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন।

২১ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

২১:২-৬ বাদশাহ্র প্রতি আল্লাহ্র বহু অনুগ্রহের জন্য লোকেরা আনন্দ উল্লাস করছে। "তুমি তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছ" (আয়াত ২)। ২ আয়াতে মূল বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে; ৩-৫ আয়াতে এই বিষয়বস্তুটিকে প্রসারিত করা হয়েছে; ৬ আয়াতে বিষয়টির সারাংশ টানা হয়েছে।

২১:২ মনোবাঞ্ছা। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন এবং ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৩ তাঁর সম্মুখবর্তী হয়েছ। যুদ্ধে জয় লাভ করার পর বাদশাহ্কে অভিনন্দন জানাবার জন্য।

তুমি তাঁর মাথায় সোনার মুকুট দিয়েছ। বাদশাহ্র মাথা থেকে যুদ্ধের শিরোস্ত্রাণ খুলে নিয়ে সেখানে রাজকীয়তার প্রতীক হিসেবে সোনার মুকুট পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সম্ভবত এই মুকুট ছিল বিজিত বাদশাহ্ মুকুট, যা ছিনিয়ে আনা হয়েছে (২ শামু ১২:৩০ আয়াত দেখুন)।

২১:৪ বাদশাহ্র জীবন রক্ষার মুনাজাত মঞ্জুর করা হয়েছে। তিনি অনন্তকাল স্থায়ী আয়ু পেয়েছেন (১ বাদশাহ্ ১:৩১; দানি ২:৪; ৩:৯; এর সাথে দেখুন ১ শামু ১০:২৪; ১ বাদশাহ্ ১:২৫, ৩৪, ৩৯)।

২১:৫ তিনি মহাগৌরবান্বিত ... গৌরব ও মহিমা। ৪৫:৩ আয়াত দেখুন; তাঁর বেহেশতী মাবুদের যেমন গৌরব রয়েছে (৯৬:৩ আয়াত দেখুন)।

২১:৬ চিরস্থায়ী দোয়া। হতে পারে এখানে বোঝানো হয়েছে (১) এমন দোয়া যার মূল্য পরিমাপ করা যায় না, অথবা (২) এমন দোয়া যা চিরকাল প্রবাহিত হতে থাকবে।

তোমার উপস্থিতি। অর্থাৎ আল্লাহ্র অনুগ্রহ, যা মানুষের সর্বোচ্চ আনন্দ ও সুখের কারণ। এই মহা অনুগ্রহের মধ্য দিয়েই মানুষ অন্য সকল দোয়া ও রহমত লাভ করে।

২১:৭ আনুষ্ঠানিক মুনাজাতের একটি বিশেষ অংশ, যা একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তি পাঠ করেন (সম্ভবত কোন ইমাম বা লেবীয়)। তিনি মাবুদের উপরে বাদশাহ্ আস্থা ও নির্ভরতার কথা ঘোষণা করছেন এবং এই নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তাবোধের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করছেন।

মাবুদ ... সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্ (৭:১৭ দেখুন; সেই সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)।

অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

বিচলিত। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২১:৮-১২ লোকেরা তাদের বিজয়ী বাদশাহ্র ভবিষ্যৎ বিজয় লাভের জন্য উল্লাস প্রকাশ করছে। ৮ আয়াতে মূল বিষয়টি ঘোষিত হয়েছে; ৯-১১ আয়াতে এই বিষয়বস্তুটিকে প্রসারিত করা হয়েছে; ১২ আয়াতে বিষয়টির সারাংশ টানা হয়েছে।

২১:৯ মাবুদ ক্রোধে। বাদশাহ্ বিজয় লাভের কৃতিত্ব হিসেবে মাবুদের ক্রোধকে প্রশংসিত করা হয়েছে (২:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২১:১০ বাদশাহ্র শত্রুরা রাজ্যের লোকদের এমন একজন বংশধরও থাকবে না যারা তাঁর বিরুদ্ধে আবার উঠে দাঁড়াতে পারবে।

২১:১২ তোমার ধনুকে লক্ষ্যবস্তু করবে। পয়দা ৯:১৩ আয়াত দেখুন।

২১:১৩ উপসংহার – এবং আবারও শুরুতে ফিরে যাওয়া: "হে মাবুদ, নিজের বলে উন্নত হও" কারণ " তোমার বলে বাদশাহ্ আনন্দ করেন" (আয়াত ১; এর সাথে ৭ আয়াতও দেখুন, "নির্ভর করেন"), এবং "আমরা তোমার পরাক্রমের গান গাইব"।

প্রশংসা করবো।

জবুর ২২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর,
প্রভাতের হরিণী। হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ আল্লাহ্ আমার, আল্লাহ্ আমার,
তুমি কেন আমাকে পরিত্যাগ করেছ?
আমাকে রক্ষা না করে ও আমার
আর্তনাদের উক্তি না শুনে কেন দূরে থাক?
২ হে আমার আল্লাহ্, আমি দিনে আহ্বান করি,
কিন্তু তুমি উত্তর দাও না;
রাতেও (ডাকি), আমার বিশ্রাম হয় না।
৩ কিন্তু তুমিই পবিত্র,
ইসরাইলের সমস্ত প্রশংসা তোমার সিংহাসন।
৪ আমাদের পূর্বপুরুষেরা তোমাতেই বিশ্বাস
করতেন;
তাঁরা বিশ্বাস করতেন,
আর তুমি তাঁদেরকে উদ্ধার করতে।
৫ তাঁরা তোমার কাছে কান্নাকাটি করতেন আর
রক্ষা পেতেন,
তোমার উপর ঈমান এনে লজ্জিত হতেন না।
৬ কিন্তু আমি কীট, মানুষ নই,
মানুষের নিন্দাস্পদ, লোকদের অবজ্ঞাত।
৭ যারা আমাকে দেখে, সকলে আমাকে ঠাট্টা
করে,
তারা মুখ ভেঙ্গায় আর মাথা নেড়ে বলে,
৮ মাবুদের উপরে নির্ভর কর;
তিনি ওকে উদ্ধার করুন;
ওকে রক্ষা করুন, কেননা তিনি ওতে
প্রীত।
৯ তুমিই তো মাতৃগর্ভ থেকে আমাকে বাইরে
আনলে;
যখন আমার মাতার স্তন পান করি,
তখন তুমি আমার বিশ্বাস জন্মালে।
১০ গর্ভ থেকে আমি তোমার হাতে নিক্ষিপ্ত;
আমার মাতৃজঠর থেকে তুমিই আমার
আল্লাহ্।
১১ আমা থেকে দূরে থেকো না,
সঙ্কট আসন্ন, সাহায্যকারী কেউ নেই।
১২ অনেক ষাঁড় আমাকে বেষ্টন করেছে,
বাশনের বলবান বলদেরা আমাকে ঘিরে
ধরেছে।
১৩ তারা আমার প্রতি মুখ খুলে হা করে,

[২২:১] মথি ২৭:৪৬।
[২২:২] আইউ ১৯:৭।
[২২:৩] মার্ক ১:২৪।
[২২:৫] রোমীয় ৯:৩৩।
[২২:৬] মথি ১৬:২১।
[২২:৭] লূক ২৩:৩৯।
[২২:৮] মথি ৩:১৭; ২৭:৪৩।
[২২:৯] আইউ ১০:১৮।
[২২:১০] ইশা ৪৬:৩; ৪৯:১।
[২২:১১] ইশা ৪১:২৮।
[২২:১২] ইহি ২৭:৬; আমোস ৪:১।
[২২:১৩] ইহি ২২:২৫; সফ ৩:৩।

জবুর ২২ অধ্যায়। এই অধ্যায়টি হচ্ছে দাউদের যন্ত্রণাকাতর মুনাজাত। এখানে তিনি হচ্ছে একজন ধার্মিক কষ্টভোগকারী, যিনি বার বার তাঁর শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন এবং নির্যাতিত হচ্ছেন, কিন্তু তবুও মাবুদ এখানো তাঁকে উদ্ধার করছেন না। জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের এই বিশেষ অংশটিতে এই গজলটি ১৭ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করছে (জবুর ১৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; সেই সাথে জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই মুনাজাতটি অনেকাংশে জবুর ৬৯ অধ্যায়ের মুনাজাতটির সদৃশ, কিন্তু এখানে সান্ত্বনা সূচক কোন কথা নেই (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন) যেমনটা ৬৯:২২-২৮ আয়াতে পাওয়া যায়। ঈসা মসীহের ক্রুশারোপণের যন্ত্রণার প্রতিফলন আর কোন গজলে এতটা চমৎকারভাবে ফুটে ওঠে নি। এ কারণে ক্রুশের উপরেও প্রভু ঈসা মসীহ্ এই গজল থেকে উদ্ধৃতি টেনেছেন (মথি ২৭:৪৬ এবং অন্যান্য কিতাবে এই একই ঘটনার বিবরণ দেখুন)। সুসমাচার রচয়িতা মথি ও ইউহোন্না প্রভু ঈসা মসীহের দুঃখভোগের বর্ণনায় (মথি ২৭:৩৫, ৩৯, ৪৩; ইউ ১৯:২৩-২৪, ২৮) বার বার এই অধ্যায় থেকে মূলভাব নিয়েছেন (যেমনটা দেখা যায় ৬৯:২২-২৮ আয়াতে)। তাঁর ঈসা মসীহের দুঃখভোগের মাঝে এই অধ্যায়ে দাউদের আর্তনাদের পরিপূর্ণতা দেখেছেন। ইবরানী কিতাবের লেখক সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ২২ আয়াতের উক্তিগুলো ঈসা মসীহের ঠোঁট দিয়ে উচ্চারণ করিয়েছেন (ইব ২:১২ আয়াতের নোট দেখুন)। ইঞ্জিল শরীফে আরও কোন গজল এতবার উদ্ধৃত করা হয় নি।

২২ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪, ৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

২২:১ কেন ... ? কেন ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১। এই অংশটি প্রভু ঈসা মসীহ্ সরাসরি উদ্ধৃতি হিসেবে উক্তি করেছেন (মথি ২৭:৪৬; মার্ক ১৫:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২ আমি দিনে আহ্বান করি ... তুমি উত্তর দাও না। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৩-৫ আল্লাহ্ ইসরাইলের জন্য যা করেছেন তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে এই অংশে (৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:৩ ইসরাইলের সমস্ত প্রশংসা তোমার সিংহাসন। ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

তুমিই পবিত্র। লেবীয় ১১:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন।

ইসরাইলের সমস্ত প্রশংসা। ইসরাইল জাতি কেবল এই এক আল্লাহ্রই প্রশংসা করবে, কারণ তিনিই তাদেরকে রক্ষা করেছেন (১৪৮:১৪; দ্বি.বি. ১০:২১; ইয়ার ১৭:১৪ আয়াত দেখুন)।

২২:৬ আমি কীট, মানুষ নই। আইউব ২৫:৬; ইশা ৪১:১৪; ৫২:১৪ আয়াত দেখুন।

২২:৭ তারা মুখ ভেংগায় আর মাথা নেড়ে বলে। মথি ২৭:৩৯; মার্ক ১৫:২৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫:৯ আয়াতের নোটও দেখুন।

২২:৮ এই আয়াতের অংশ বিশেষ মথি ২৭:৪৩ আয়াতে উদ্ধৃত হয়েছে; ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:৯-১০ আল্লাহ্ দাউদের জন্য যা কিছু করেছেন তার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য (৩-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:১২-১৮ জবুর রচয়িতার সবচেয়ে গভীর দুর্দশার বিবরণ। ১২-১৩ এবং ১৬-১৮ আয়াতে তিনি চারটি প্রতীকের মধ্য দিয়ে তাঁর শত্রুদের আক্রমণকে রূপায়িত করেছেন; ১৪-১৫ আয়াতে তিনি তাদের সহিংস আক্রমণের কারণে তাঁর শক্তিহীনতার কথা ব্যক্ত করেছেন।

২২:১২-১৩, ১৬ ষাঁড় ... সিংহ ... কুকুর। শত্রুদের বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত প্রতীকী চিহ্ন (৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:১২ বাশন। বাশন অঞ্চলটি উৎকৃষ্ট মানের গবাদি পশুর জন্য

বিদীর্ণকারী সিংহ যেন গর্জন করছে।
১৪ আমাকে পানির মত সেচন করা হচ্ছে,
আমার সমুদয় অস্থি সন্ধিচ্যুত হয়েছে,
আমার হৃদয় মোমের মত হয়েছে,
তা অন্ত্রগুলোর মধ্যে গলে গলে পড়ছে।
১৫ আমার বল খোলার মত শুকিয়ে যাচ্ছে,
আমার জিহ্বা তালুতে লেগে যাচ্ছে,
তুমি আমাকে মৃত্যুর ধূলিতে রেখেছ।
১৬ কেননা কুকুরেরা আমাকে ঘিরে ধরেছে,
দুর্বৃত্তদের মণ্ডলী আমাকে বেষ্টন করেছে;
তারা আমার হস্তপদ বিদ্ধ করেছে।
১৭ আমি আমার সমস্ত অস্থি গণনা করতে পারি;
ওরা আমার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, চেয়ে থাকে।
১৮ তারা নিজেদের মধ্যে আমার কাপড়-চোপড়
ভাগ করে,
আমার কাপড়ের জন্য গুলিবাঁট করে।
১৯ কিন্তু হে মাবুদ, তুমি দূরে থেকো না;
হে আমার সহায়, আমার সাহায্য করতে
তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসো।
২০ তলোয়ার থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার কর,
আমার একমাত্র রূহকুকুরের হাত থেকে উদ্ধার
কর।
২১ নিস্তার কর আমাকে সিংহের মুখ থেকে,
আর বন্য ষাঁড়ের শিং থেকে–
তুমি আমাকে উত্তর দিয়েছ।
২২ আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম
তবলিগ করবো;
সমাজের মধ্যে তোমার নামের প্রশংসা
করবো।
২৩ মাবুদের ভয়কারীগণ! তাঁর প্রশংসা কর;
ইয়াকুবের সমস্ত বংশ! তাঁকে সম্মান কর;
তাঁকে ভয় কর, ইসরাইলের সমস্ত বংশ!
২৪ কেননা তিনি দুঃখীর দুঃখ উপেক্ষা বা ঘৃণা
করেন নি;
তিনি তা থেকে তাঁর মুখও লুকান নি;
বরং আমি তাঁর কাছে কান্না করতে তিনি
শুনলেন।
২৫ মহাসমাজে তোমা থেকে আমার প্রশংসা
জন্মে,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তাদের সাক্ষাতে আমি আমার সমস্ত মানত
পূর্ণ করবো।
২৬ নম্র লোকেরা ভোজন করে তৃপ্ত হবে,
যারা মাবুদের খোঁজ করে তারা তাঁর প্রশংসা
করবে;
তোমাদের অন্তঃকরণ চিরজীবী হোক।

[২২:১৪] মিকাহ্ ১:৪।
[২২:১৫] ইউ ১৯:২৮।
[২২:১৬] ফিলি ৩:২।
[২২:১৭] লূক ২৩:৩৫।
[২২:১৮] ইউ ১৯:২৪।
[২২:২০] ফিলি ৩:২।
[২২:২১] শুমারী ২৩:২২।
[২২:২২] ইব ২:১২।
[২২:২৩] ইয়ার ৩:১৭।
[২২:২৪] ইব ৫:৭।
[২২:২৫] শুমারী ৩০:২।
[২২:২৬] জবুর ১০৭:৯।
[২২:২৭] জবুর ৮৬:৯; ১০২:২২; দানি ৭:২৭; মিকাহ্ ৪:১।

বিখ্যাত ছিল। এই স্থানের পশুগুলো আকৃতি অনেক বড় হত এবং শক্তিমত্তাও অনেক বেশি ছিল (দ্বি.বি. ৩২:১৪; ইহি ৩৯:১৮ আয়াতের নোট দেখুন; আমোস ৪:১)।

২২:১৪ অস্থি ... হৃদয়। ১০২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

অন্ত্র। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১৫ ইউহোন্না ১৯:২৮ আয়াতের নোট দেখুন।

মৃত্যুর ধূলি। আয়াত ২৯ দেখুন; সেই সাথে আইউব ৭:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:১৬ আমার হস্তপদ বিদ্ধ করেছে। তিনি তাদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচার চেষ্টা করলেও "কুকুরেরা" তাঁকে আঘাত করে ক্ষত বিক্ষত করেছে। ২০ আয়াত দেখুন; ২০-২১ আয়াতের নোট দেখুন; ইশা ৫৩:৫; জাকা ১২:১০; ইউ ১৯:৩৪, ৩৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:১৭ আমি আমার সমস্ত অস্থি গণনা করতে পারি। সম্ভবত এই উপমার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন একজন ব্যক্তিকে যাকে মহাসড়কের ডাকাতেরা বা শত্রু সৈন্যরা আক্রমণ করে এবং তার সমস্ত কাপড় চোপড় কেড়ে নেয় (আয়াত ১৮ দেখুন; এর সাথে ২০-২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:১৮ এই গজলের ভূমিকা দেখুন; ইউ ১৯:২৩-২৪।

২২:২০-২১ জবুর শরীফের রচয়িতা তাঁর মুনাজাতে সেই চারটি প্রতীককে উল্টো ক্রমানুসারে আবারও বর্ণনা করছেন, যাদেরকে তিনি ১২-১৩, ১৬-১৮ আয়াতে তাঁর প্রতি আক্রমণকারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। "তলোয়ার," "কুকুর," "সিংহ," "বন্য ষাঁড়"। এখানে "তলোয়ার" বলতে ১৬-১৮ আয়াতের পরিস্থিতির কথা বোঝানো হয়েছে। এ কারণে অনেকেই মনে করেন উক্ত অংশে ডাকাত বা শত্রু সৈন্যের আক্রমণের কথা বোঝানো হয়েছে, যদিও "তলোয়ার" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় প্রতীকী অর্থে ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে বোঝানো হয়ে থাকে।

২২:২১ বন্য ষাঁড়। বুৎপত্তিগতভাবে এটি একটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী, যা এখন বিলুপ্ত হয়ে গেলেও এর বংশধর হিসেবে বর্তমানে আমরা সাধারণ গৃহপালিত ষাঁড় দেখতে পাই।

২২:২২-৩১ দাউদ এখানে মাবুদের প্রশংসা করার জন্য ওয়াদা করছেন, যখন মাবুদ তাঁকে সাহায্য ও উদ্ধার করবেন (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এই ওয়াদা সবচেয়ে ভালভাবে এসেছে ২২, ২৫ আয়াতে। ২৩-২৪ আয়াত আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার প্রতি আহ্বানকে তুলে ধরে, যা জবুর রচিয়তার প্রশংসার সাথে সাথে উচ্চারিত হয়েছে (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। ২৬-৩১ আয়াত ব্যাখ্যা করে সেই সমস্ত লোকদের কথা যারা দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র প্রশংসায় মিলিত হবে। এখানে দুনিয়ার প্রতি জাতি থেকে লোকেরা আসবে এবং তারা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করতে থাকবে। আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী কাজের জন্য প্রশংসা জ্ঞাপনের উদ্দেশে আগত এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমবেত হওয়ার দর্শন সম্বলিত ভবিষ্যদ্বাণী আর অন্য কোন গজলে দেখতে পাওয়া যায় না।

২২:২২ ইব ২:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমার নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২৩ তাঁকে ভয় কর। ২৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২৫ মহা সমাজ। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২২:২৬ নম্র লোকেরা ভোজন করে তৃপ্ত হবে। যখন তারা প্রশংসা এবাদত শেষে ধর্মীয় ভোজ অনুষ্ঠানে সহভাগিতায় মিলিত হবে (লেবীয় ৭:১১-২৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

২২:২৭ দুনিয়ার প্রান্তস্থিত সকলে। তাদের কাছেও আল্লাহ্‌র জীবন দানকারী কাজের কথা ঘোষণা করা হবে (১৮:৪৯ আয়াত দেখুন; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইলের

জবুর শরীফে ঈসা মসীহ্

ইহুদী ও ঈসায়ী এই দুই ধর্মের লোকই বিশ্বাস করে যে, জবুর শরীফের অনেক জবুরে বা গানে প্রতিজ্ঞাত মসীহের কথা খুব পরিষ্কার ভাবেই বলা হয়েছে। যেহেতু মসীহ্ বাদশাহ্ দাউদের বংশধর, তাই এটা আশা করা হয়ে থাকে যে, অনেক রাজকীয় জবুর মসীহের বিষয় নিয়ে রচিত হয়েছে। ঈসায়ীরাও এটা চিহ্নিত করেছে যে, জবুর কিতাবের মধ্যে অনেক আয়াতের মধ্যে ঈসা মসীহের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর মৃত্যুর বিষয় বিবৃত হয়েছে। ঈসা মসীহ্ নিজেও প্রায়ই জবুর থেকে নানা উক্তি নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন। ঈসা মসীহের জীবনে শেষ মুহূর্তগুলোতে যখন তাঁকে ক্রুশে দেবার ব্যবস্থা করা হয় তখনকার প্রায় সমস্ত ঘটনাই এবং ঈসা মসীহ্ যেসব কথা বলেছেন তা জবুর কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় লেখা রয়েছে। নীচে উল্লেখিত কিছু প্রধান রেফোরেন্স জবুর থেকে তুলে দেওয়া হল যেখানে ঈসা মসীহের কথা বলা হয়েছে।

জবুরের রেফারেন্স	যেখানে মসীহের বিষয়ে বলা হয়েছে	ইঞ্জিল শরীফে যেখানে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি পূর্ণতা লাভ করেছে
২:৭	মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র হবেন	ইবরানী ১:৫,৬
১৬:৮-১০	তিনি মৃত্যু থেকে জীবিত হবেন	লূক ২৪:৫-৭
২২:১-২১	তিনি ক্রুশের উপরে যাতনা ভোগ করবেন	মথি ২৬:২৭
২২:১৫	তিনি ক্রুশের উপরে পিপাসিত হবেন	ইউহোন্না ১৯:২৮
২২:১৮	মন্দ লোকেরা তাঁর কাপড়ের জন্য গুঁলিবাট করবে	মথি ২৭:৩৫; ইউহোন্না ১৯:২৩, ২৪
২২:২২	তিনি আল্লাহ্‌র নাম ঘোষণা করবেন	ইবরানী ২:১২
৩৪:২০	তাঁর হাড় ভাঙ্গা হবে না	ইউহোন্না ১৯:৩৬, ৩৭
৪০:৬-৮	তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা পূর্ণ করতে আসবেন	ইবরানী ১০:৫-৭
৪১:৯	তাঁর নিকটতম বন্ধু তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে	লূক ২২:৪৮
৪৫:৬,৭	তাঁর সিংহাসন হবে চিরকালীন	ইবরানী ১:৮,৯
৬৮:১৮	তাঁকে বেহেশতে তুলে নেওয়া হবে	ইফিষীয় ৪:৮-১০
৬৯:৯	তিনি আল্লাহ্‌র সম্মানের জন্য ঈর্ষান্বিত হবেন	ইউহোন্না ২:৭
৬৯:২১	ক্রুশের উপর তাঁর পিপাসা মেটাবার জন্য অম্লরস দেওয়া হবে	মথি ২৭:৪৮
৮৯:৩,৪,৩৫,৩৬	তিনি বাদশাহ্ দাউদের বংশধর হবেন	লূক ১:৩১-৩৩
৯৬:১৩	তিনি এই পৃথিবীর বিচার করতে আবার আসবেন	১ থিষলনিকীয় ১:১০
১১০:১	তিনি দাউদের পুত্র ও দাউদের প্রভু	মথি ২২:৪৪
১১০:৪	তিনি অনন্তকালীন ইমাম-রাজা	ইবরানী ৬:২০
১১৮:২২	অনেকের দ্বারা পরিত্যাজ্য হবেন কিন্তু আল্লাহ্ তাঁকে গ্রহণ করবেন	১ পিতর ২:৭, ৮

২৭ দুনিয়ার প্রান্তস্থিত সকলে স্মরণ করে মাবুদের
প্রতি ফিরবে;
জাতিদের সমস্ত গোষ্ঠী তোমার সম্মুখে সেজ্‌দা
করবে।
২৮ কেননা রাজত্ব মাবুদেরই;
তিনিই জাতিদের উপরে শাসনকর্তা।
২৯ দুনিয়ার সকল ধনবান লোকেরা ভোজন করে
সেজ্‌দা করবে;
যারা ধূলিতে নামতে উদ্যত,
তারা সকলে তাঁর সাক্ষাতে জানু পাতবে,
যে নিজের প্রাণ বাঁচাতে অসমর্থ, সেও
পাতবে।

[২২:২৮] জাকা ১৪:৯।
[২২:২৯] ইশা ২৭:১৩; ৪৯:৭।
[২২:৩০] ইশা ৫৩:১০।
[২২:৩১] লূক ১৮:৩১; ২৪:৪৪।
[২৩:১] পয়দা ৪৮:১৫; জবুর ২৮:৯; ইউ ১০:১১।
[২৩:২] প্রকা ৭:১৭।
[২৩:৩] ইশা ৪২:১৬।

৩০ ভবিষ্যত বংশধরেরা তাঁর সেবা করবে,
প্রভুর সম্বন্ধে ভাবী বংশকে বলা যাবে।
৩১ তারা আসবে, তাঁর ধর্মশীলতা জানাবে,
ভবিষ্যত প্রজন্মের লোকদের বলবে,
তিনি কার্যসাধন করেছেন।

জবুর ২৩

হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ মাবুদ আমার পালক, আমার অভাব হবে না।
২ তিনি তৃণভূষিত চরাণিতে আমাকে শয়ন
করান,
তিনি শান্ত পানির ধারে ধারে আমাকে চালান।
৩ তিনি আমার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন,

আল্লাহ্‌ যে তাঁর লোকদের মুনাজাত শোনেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করেন – এই সুসংবাদটি তাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে মন ফিরিয়ে আল্লাহ্‌র এবাদত করতে সাহায্য করবে (১ থিষ ১:৯ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)।

২২:২৮ ইসরাইলের আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব ও শাসন সর্বত্র সমান এবং জাতিগণ অবশ্যই এই কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, তিনি তাঁর লোকদের জন্য কী কী করতে পারেন (রোমীয় ১০:১৯; ১১:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)।

২২:২৯ সকল ধনবান লোকেরা ... যারা ধূলিতে নামতে উদ্যত: যারা সবচেয়ে বেশি সমৃদ্ধ ও পরিপুষ্ট এবং যারা মৃত্যুর কাছ থেকে এক পা দূরে রয়েছে, এবং অন্য আর যারা রয়েছে তারা সকলে এই দুই শ্রেণীর মাঝামাঝি অবস্থানে রয়েছে।

২২:৩১ ধর্মশীলতা: ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ২৩ অধ্যায়। উত্তম মেষপালক বাদশাহ্‌ মাবুদের উপরে আস্থা ও নির্ভরতার জন্য আনন্দের বহিঃপ্রকাশ। জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের বিশেষ এই অংশটিতে এই অধ্যায় জবুর ১৬ অধ্যায়ের সম্পূরক হিসেবে কাজ করছে। দুটো অধ্যায়ই বিষয়বস্তুর দিক থেকে সংযুক্ত (জবুর ১৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; সেই সাথে জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গজলটি হয়তো কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার পর "মাবুদের গৃহে" তাঁর প্রশংসা এবাদতের অনুষ্ঠানে গাওয়া হত (আয়াত ৬), যে সম্পর্কে ২২:২৫-৩১ আয়াতে বিশেষভাবে বলা হয়েছে (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর শরীফের মৌলিক ধারণাটি ১ আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে। ১-৩ আয়াতে ধারণাটিকে বিকশিত করা হয়েছে। মেষপালক বাদশাহ্‌র পরিচর্যার অধীনে জবুর রচয়িতার সম্পূর্ণ নিরাপত্তার বিষয়টি এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ৪ আয়াতে বিষয়টিকে আরও সম্প্রসারিত করা হয়েছে মহা বিপদ ও দুর্দশার সময় মেষপালকের নিরাপত্তার উপরে গুরুত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়ে। ৫ আয়াতে বলা হয়েছে কীভাবে জবুর রচয়িতা মেষপালক বাদশাহ্‌ ভোজের টেবিলে একজন সম্মানিত অতিথি হিসেবে স্থান পেয়েছেন। ৬ আয়াতে জবুর রচয়িতা ভবিষ্যতেও তাঁর এই পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা বজায় থাকবে বলে ঘোষণা দিচ্ছেন – এখানে মেষপালক বাদশাহ্‌ অটল মহব্বতের প্রতি বিশেষ বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে। গজলটিকে এর প্রথম ও শেষ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। দুটো আয়াতেই "মাবুদ" কথাটি রয়েছে।

২৩:১ পালক। অর্থাৎ মেষপালক, যে উপাধিটি প্রায়ই মধ্য প্রাচ্যে এবং ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে বোঝাতে ব্যবহার করা হত (৭৮:৭০-৭২; ২ শামু ৫:২; ইশা ৪৪:২৮; ইয়ার ৩:১৫; ২৩:১-৪; মিকাহ্‌ ৫:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইয়ার ২:৮ আয়াতের নোটও দেখুন)। কিতাবুল মোকাদ্দসের বিভিন্ন স্থানে মাবুদকে ইসরাইলের পালক বলা হয়েছে, দেখুন ২৮:৯; ৭৯:১৩; ৮০:১; ৯৫:৭; ১০০:৩; পয়দা ৪৮:১৫; ইশা ৪০:১১; ইয়ার ১৭:১৬; ৩১:১০; ৫০:১৯; ইহি ৩৪:১১-১৬। এখানে বাদশাহ্‌ দাউদ নিজ মুখে স্বীকার করছেন যে, মাবুদই তাঁর পালক বাদশাহ্‌। ঈসা মসীহ্‌কেও কিতাবুল মোকাদ্দসের বিভিন্ন স্থানে তাঁর লোকদের পালক বলা হয়েছে, যেমন ইউহোন্না ১০:১১, ১৪; ইবরানী ১৩:২০; ১ পিতর ৫:৪; প্রকাশিত কালাম ৭:১৭।

আমার অভাব হবে না। বরং তিনি তাঁর সারা জীবন সমস্ত "মঙ্গল" উপভোগ করবেন (আয়াত ৬)।

২৩:২ আমাকে শয়ন করান। পাক-কিতাবের বিভিন্ন স্থানে সন্তুষ্ট ও বিশ্রামে রত মেষপালের কথা বলা হয়েছে, যেমন ইশা ১৪:৩০; ১৭:২; ইয়ার ৩৩:১২; ইহি ৩৪:১৪-১৫; সফনিয় ২:৭; ৩:১৩।

তৃণভূষিত চরাণি। রূপক অর্থে যা কিছু জীবনকে পরিপুষ্ট ও সমৃদ্ধ করে তার কথা বলা হয়েছে (ইহি ৩৪:১৪; ইউ ১০:৯ আয়াত দেখুন)।

আমাকে চালান। একজন মেষপালকের মত (ইশা ৪০:১১ আয়াত দেখুন)।

শান্ত পানি। আক্ষরিক অর্থে "বিশ্রাম স্থানে যে জলাশয় থাকে," অর্থাৎ শান্ত স্রোতবিহীন পানি, যা মানুষের তেষ্টা মেটায় ও পরিতৃপ্তি দান করে (ইশা ৪৯:১০ আয়াত দেখুন)।

২৩:৩ তিনি আমার প্রাণ ফিরিয়ে আনেন। অর্থাৎ পুনরুজ্জীবিত করেন। (১৯:৭; রূত ৪:১৫; মেসাল ২৫:১৩; মাতম ১:১৬ আয়াত দেখুন)।

আমাকে ধর্মপথে গমন করান। একজন মেষপালক যেভাবে তাঁর মেষপালকে সঠিক পথ দিয়ে নিয়ে যান (৭৭:২০; ৭৮:৭২ আয়াত দেখুন), যে পথে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না। একই ভাবে দাউদের পালক বাদশাহ্‌ও তাঁকে চালনা করেছেন যেন তিনি সুরক্ষিত থাকেন ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেন। এখানে ধর্মপথ শব্দটি সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন মেসাল ৮:১৮ ("ঐশ্বর্য ও সম্মান"); ২১:২১ ("ঐশ্বর্য ও সম্মান"); ইশা ৪৮:১৮; এর সাথে মেসাল ৮:২০-২১ আয়াতও দেখুন। সম্ভবত ধর্মপথ শব্দটির দ্বৈত অর্থ থাকতে পারে, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে জবুর রচয়িতা আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুসারে নৈতিকতার জীবন যাপন করেন (মেসাল ৪:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

নিজের নামের জন্য। মাবুদের গোলাম যখন রহমতপ্রাপ্ত হন

তিনি নিজের নামের জন্য আমাকে ধর্মপথে
গমন করান।
৪ যখন আমি মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা দিয়ে গমন
করবো,
তখনও অমঙ্গলের ভয় করবো না,
কেননা তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ,
তোমার পাঁচনী ও তোমার লাঠি আমাকে
সান্ত্বনা দেয়।
৫ তুমি আমার দুশমনদের সাক্ষাতে
আমার সম্মুখে টেবিল সাজিয়ে থাক;

[২৩:৪] জবুর ১৬:৮; ইশা ৪৩:২।
[২৩:৫] জবুর ৪৫:৭; ৯২:১০; লূক ৭:৪৬।
[২৩:৬] ইহি ৯:২৫।

[২৪:১] ১করি ১০:২৬।
[২৪:২] পয়দা ১:৬; জবুর ১০৪:৩; ২পিতর ৩:৫।

তুমি আমার মাথা তেলে সিক্ত করেছ;
আমার পানপাত্র উথলে পড়ছে।
৬ কেবল মঙ্গল ও করুণাই আমার জীবনের
সমস্ত দিন আমার অনুচর হবে,
আর আমি মাবুদের গৃহে চিরদিন বসতি
করবো।

জবুর ২৪

হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ দুনিয়া ও সমস্ত বস্তু মাবুদেরই;
দুনিয়া ও তার নিবাসীরা তাঁর।

তখন স্বয়ং মাবুদের নামের গৌরব ও মহিমা সাধিত হয় (১ বাদশাহ্ ৮:৪১-৪২; ইশা ৪৮:৯; ইয়ার ১৪:২১; ইহি ২০:৯, ১৪, ২২)।

২৩:৪ মৃত্যুচ্ছায়ার উপত্যকা। সবচেয়ে কঠিন দুঃসময় বোঝাতে রূপকার্থে এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (১০৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

আমার সঙ্গে সঙ্গে। ১৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়া দ্বি.বি. ৩১:৬,৮; মথি ২৮:২০ আয়াত দেখুন।

পাঁচনী। কর্তৃত্ব নির্দেশ করে এমন একটি উপকরণ বা হাতিয়ার (যার ব্যবহার দেখা যায় ২:৯; ৪৫:৬; হিজ ২১:২০; ২ শামু ৭:১৪; আইউব ৯:৩৪ আয়াতে)। এছাড়া মেষপালকেরা তাদের মেষদের গুণতে, পরিচালনা দান করতে, উদ্ধার করতে এবং রক্ষা করতে পাঁচনী বা লাঠি জাতীয় এই হাতিয়ার ব্যবহার করত (লেবীয় ২৭:৩২; ইহি ২০:৩৭)।

লাঠি। ভর দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার উপকরণ (যা দেখা যায় হিজ ২১:১৯; কাজী ৬:২১; ২ বাদশাহ্ ৪:২৯; জাকা ৮:৪ আয়াতে)।

আমাকে সান্ত্বনা দেয়। অর্থাৎ আমাকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয় (যা দেখা যায় ৭১:২১; ৮৬:১৭; রূত ২:১৩; ইশা ১২:১; ৪০:১; ৪৯:১৩ আয়াতে)।

২৩:৫ বেহেশতী পালক বাদশাহ্ দাউদকে তাঁর টেবিলে বিশেষ অতিথি হিসেবে স্থান দেবেন এবং তাঁর নিজ সুরক্ষার অধীনে রাখবেন। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে অনেক সময় চুক্তি স্থাপনের শেষে সহভাগিতামূলক ভোজের আয়োজনের মধ্য দিয়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের নিদর্শন প্রকাশ করা হত (৪১:৯; পয়দা ৩১:৫৪; ওবদিয়া ৭ অধ্যায়)। সাধারণত এ ধরনের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ ভোজ অনুষ্ঠানে অপর পক্ষকে প্রধান অতিথি হিসেবে আসন দান করা হত (হিজ ২৪:৮-১২ আয়াত দেখুন)।

আমার মাথা তেলে সিক্ত করেছ। সাধারণত ভোজের প্রধান অতিথিকে ভোজ শুরু করার আগে মাথায় তেল দিয়ে অভিষেক করার মধ্য দিয়ে স্বাগত জানানো হত (লূক ৭:৪৬ আয়াত দেখুন; এছাড়া ২ শামু ১২:২০; হেদায়েত ৯:৮; দানি ১০:৩ আয়াত দেখুন)।

পানপাত্র। প্রভুর ভোজের পানপাত্র (১৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৩:৬ মঙ্গল ও করুণা। দুটোই আল্লাহ্‌র সাধিত চুক্তির রহমত বর্ণনা করে (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে দুটোকেই ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২৫:২১; ৪৩:৩; ৭৯:৮; ৮৯:১৪ আয়াত দেখুন)।

অনুচর। আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে অনুসরণ করা– সাধারণত শত্রুদের গুপ্তচর অর্থে এ কথাটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে দাউদকে শত্রুরা অনুসরণ করবে না (১ শামু ২৩:২৫; ২৪:১৪; ২৬:১৮, ২০), বরং পালক বাদশাহ্‌র মঙ্গলময়তা এবং অটল মহব্বতই সব সময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে।

আমি মাবুদের গৃহে চিরদিন বসতি করবো। ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

চিরদিন। এই শব্দের হিব্রু বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "সারা বছর জুড়ে," যা মেসাল ২৮:১৬ আয়াতে দেখা যায় (দীর্ঘজীবী শাসক")। কিন্তু সেই সাথে ১১:৭; ১৬:৯-১১ আয়াতের নোটও দেখুন।

জবুর ২৪ অধ্যায়। বিজয় যাত্রা করতে করতে এই গজলটি গাওয়া হত (জবুর ৪৭; ৬৮; ১১৮; ১৩২ অধ্যায় দেখুন)। বিশেষ করে সিয়োনে মাবুদের প্রবেশ করা উদযাপন করতে এই গজলটি বিশেষ গুরুত্ব পেত। সম্ভবত জেরুশালেমে শরীয়ত সিন্দুক নিয়ে প্রবেশ করার সময় বাদশাহ্ দাউদ এই গজলটি রচনা করেন (২ শামু ৬ অধ্যায় দেখুন), কিংবা জেরুশালেমে শরীয়ত সিন্দুক আনার পর তা উদযাপনের সময় গজলটি রচনা ও গাওয়া হয়। জবুর ১৫ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টি এক সাথে একটি বিশেষ অংশ নির্দেশ করে, যেখানে বেশ কিছু গজলের সঙ্কলন ঘটেছে। এই গজল ও কাওয়ালীগুলোতে বিশেষভাবে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুনাজাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসতে চায় এবং যারা "মাবুদের গৃহে বসতি স্থাপন করতে চায়" (২৩:৬; জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। প্রভু ঈসা মসীহের জেরুশালেমে প্রবেশের বিশেষ ঘটনা উদ্‌যাপনের জন্য মণ্ডলীতে প্রায়শই এই গজলটি গাওয়া হত, সেই সাথে তাঁর বেহেশতারোহণকে উদযাপন করতেও গজলটি গাওয়া হত (জবুর ৪৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

২৪:১-২ সূচনা (সম্ভবত কোন একজন লেবীয় এই অংশটি গাইতেন), যেখানে মাবুদকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা প্রভু, সমস্ত কিছুই ধারণকারী ও অধিকর্তা হিসেবে ঘোষণা করা হচ্ছে (১৯:১-৪ আয়াত দেখুন)। এ কারণে তিনিই সমস্ত এবাদত বন্দেগী পাওয়ার এবং "গৌরবের বাদশাহ্" হওয়ার যোগ্য (৭-১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ২৯ অধ্যায়; ৩৩:৬-১১; ৮৯:৫-১৮; ৯৩; ৯৫:৩-৫; ৯৬; ১০৪ অধ্যায় দেখুন)।

২৪:১ দুনিয়া ও সমস্ত বস্তু। প্রেরিত পৌলও এই বক্তব্যটি ব্যবহার করেছেন, ১ করি ১০:২৫-২৬ আয়াত দেখুন।

২৪:২ পয়দা ১:১-১০ আয়াতের পুনরুল্লেখ।

স্থাপন করেছেন ... দৃঢ় করে রেখেছেন। নগরের গোড়াপত্তনের সাথে তুলনীয় একটি উপমা (ইউসা ৬:২৬; ১ বাদশাহ্ ১৬:২৪; ইশা ১৪:৩২ দেখুন)। অথবা কোন এবাদতখানার গোড়াপত্তনের কথাও বোঝানো হতে পারে (১ বাদশাহ্ ৫:১৭; ৬:৩৭; উযায়ের ৩:৬-১২; ইশা ৪৪:২৮; হগয় ২:১৮; জাকা ৪:৯; ৮:৯)। এবাদতখানার মত দুনিয়ারও ভিত্তি (১৮:১৫;

২ কেননা তিনিই সমস্ত সমুদ্রের উপরে তা স্থাপন
করেছেন,
নদীগুলোর উপরে তা দৃঢ় করে রেখেছেন।
৩ কে মাবুদের পর্বতে উঠবে?
কে তাঁর পবিত্র স্থানে দণ্ডায়মান হবে?
৪ যার হাত নির্দোষ ও অন্তঃকরণ বিমল,
যে মিথ্যার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নি,
ছলনার সঙ্গে শপথ করে নি।
৫ সেই ব্যক্তিই মাবুদের কাছ থেকে দোয়া পাবে,
তার উদ্ধারের আল্লাহ্‌র কাছ থেকে ধার্মিকতা
পাবে।
৬ এই তাঁর অন্বেষণকারীদের বংশ;
এরা তোমার মুখের অন্বেষণকারী, হে
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌। সেলা।
৭ হে তোরণদ্বারগুলো, মস্তক তোল;
হে প্রাচীন সমস্ত কবাট, উত্থিত হও;
প্রতাপের বাদশাহ্‌ প্রবেশ করবেন।
৮ সেই প্রতাপের বাদশাহ্‌ কে?
মাবুদ পরাক্রমী ও বীর, মাবুদ যুদ্ধবীর।
৯ হে তোরণদ্বারগুলো, মাথা তোল;
হে প্রাচীন কবাটগুলো, মাথা উত্থাপন কর;
প্রতাপের বাদশাহ্‌ প্রবেশ করবেন।
১০ সেই প্রতাপের বাদশাহ্‌ কে?
তিনি বাহিনীগণের আল্লাহ্‌,
তিনিই প্রতাপের বাদশাহ্‌। সেলা।

[২৪:৪] জবুর ৫১:১০; ৭৩:১; মথি ৫:৮।
[২৪:৫] দ্বি.বি. ১১:২৬।
[২৪:৬] হোশেয় ৫:১৫।
[২৪:৭] প্রেরিত ৭:২; ১করি ২:৮।
[২৪:৮] ১খান্দান ২৯:১১; ইয়ার ৫০:৩৪; ইফি ৬:১০।
[২৪:১০] ১শামু ১:১১।

জবুর ২৫

৮২:৫; ১ শামু ২:৮; মেসাল ৮:২৯; ইশা ২৪:১৮) এবং স্তম্ভ রয়েছে এমন বক্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে (৭৫:৩; আইউব ৯:৬ আয়াত দেখুন)। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে এবাদতখানাকে সৃষ্ট দুনিয়ার একটি ক্ষুদ্রতর সংস্করণ বলে ভাবা হত, সে কারণে হয়তো ভাষাগত ব্যত্যয়ের কারণে শব্দগুলো দিয়ে একাধারে দুনিয়া এবং এবাদতখানা দুটোকেই বোঝানো হতে পারে (হিজ ২৬:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

উপরে। ১০৪:৫-৯; পয়দা ১:৯; ৭:১১; ৪৯:২৫; হিজ ২০:৪; দ্বি.বি. ৩৩:১৩ আয়াত দেখুন।

২৪:৩-৬ যারা এবাদতখানার পবিত্র স্থানে প্রবেশ করবে তাদের জন্য নির্দেশনা (সম্ভবত কোন একজন ইমাম এই অংশটি পাঠ করবেন)। ১৫:১-৫ আয়াত দেখুন।

২৪:৩ মাবুদের পর্বত। ২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৪ যার হাত নির্দোষ। অর্থাৎ যে কখনো কোন গুনাহ্‌ করে নি।

যে মিথ্যার দিকে প্রাণ উত্তোলন করে নি। অর্থাৎ যে সব সময় সঠিক ও ন্যায্য কাজ করেছে (৫১:১০; ৭৩:১ আয়াত দেখুন)। ঈসা মসীহ্‌ বলেছেন যে ব্যক্তি অন্তরে খাঁটি সে আল্লাহ্‌কে দেখতে পাবে (মথি ৫:৮)।

প্রাণ। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

উত্তোলন করে নি। এখানে "এবাদত" অর্থে বোঝানো হয়েছে (২৫:১-২; ৮৬:৪; ১৪৩:৮ আয়াত দেখুন)।

ছলনার সঙ্গে শপথ করে নি। ইশা ১৯:১৮; ইয়ার ৭:৯; সফনিয় ১:৫ আয়াত দেখুন। সেক্ষেত্রে সম্ভবত এখানে ভিন্ন দেবতার পূজা করা অর্থে বোঝানো হয়েছে (হিজ ২০:১৬; লেবীয় ১৯:১২; ইয়ার ৫:২; ৭:৯; জাকা ৫:৪; মালাখি ৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:৫ ধার্মিকতা পাবে। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র কাছে নির্দোষ বলে প্রমাণিত হওয়া এবং বিশ্বস্ত প্রতীয়মান হওয়া। এ কারণে এখানে ধার্মিকতাকে দোয়ার সাথে সমার্থক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে (২৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:৬ বংশ। কিংবা অন্য কথায় ধার্মিক বংশ, যা ১৪:১৫ আয়াতে দেখা যায়। এখানে বোঝানো হয়েছে এক দল আল্লাহ্‌ভক্ত লোককে যারা ধার্মিকতার দিক থেকে একই ধরনের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে। ১১২:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে মেসাল ৩০:১১-১৪; জবুর ৭৩:১৫; ৭৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন। ইয়াকুব। ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২৪:৭-১০ গৌরবের বাদশাহ্‌র আগমনের সংবাদ ঘোষণা (সম্ভবত সমবেত ইসরাইলীয়দের প্রধান হিসেবে বাদশাহ্‌ এই অংশটি উচ্চারণ করেছিলেন, যার সাথে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিল দ্বার রক্ষীরা)। এবাদতখানায় মাবুদের আগমনের মধ্য দিয়ে মিসর থেকে শুরু হওয়া তাঁর যাত্রা সম্পন্ন হল। "প্রতাপের বাদশাহ্‌" (আয়াত ১০), "পরাক্রমী ও বীর, যুদ্ধে বীর" আল্লাহ্‌ (আয়াত ৮; হিজ ১৫:১-১৮) তাঁর সমস্ত শত্রুদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন এবং এখন তিনি তাঁর নিজ নগরীতে প্রবেশ করছেন (জবুর ৪৬; ৪৮; ৭৬; ৮৭ অধ্যায় দেখুন), যা তাঁর বিশ্রামের স্থান (১৩২:৮, ১৪; আরও দেখুন ৬৮:৭-৮; কাজী ৫:৪-৫; হাবাক্কুক ৩:৩-৭)। এ কারণেই জেরুশালেমকে বলা হয়ে থাকে আল্লাহ্‌র রাজ্যের রাজকীয় রাজধানী (৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৪:৭ হে তোরণদ্বারগুলো ... মাথা উত্থাপন কর। বিজয়ী প্রতাপের বাদশাহ্‌র জন্য আনন্দপূর্ণ অভিবাদন (৩:৩; ২৭:৬; ১১০:৭)।

তোরণদ্বার। এখানে নগরীর বা এবাদতখানার তোরণদ্বার দুটোই বোঝানো হতে পারে।

কবাট। এটি দ্বারের সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে কবাট বলতে তোরণদ্বারেরই কবাট তা নাও বোঝাতে পারে (কাজী ১৬:৩; ১ শামু ২১:১৩ আয়াতে যেমন দেখা যায়)। নাটকীয় ভঙ্গি আনার জন্য তোরণদ্বার ও কবাটগুলোকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, যা ইশা ১৪:৩১ আয়াতে দেখা যায়।

২৪:১০ প্রতাপের বাদশাহ্‌। ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে নাটকীয় পট পরিবর্তনের জন্য এই সম্বোধনটি করা হয়েছে।

জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়। নয়টি গজল সম্বলিত একটি বিশেষ গজল সঙ্কলন, যেখানে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে করুণা ও অনুগ্রহ যাচঞা করা হয়েছে (২৫:১৬; ২৬:১১; ২৭:৭; ২৮:২; ৩০:৮, ১০; ৩১:৯), যার সাথে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্‌র উপরে আস্থা ও নির্ভরতার প্রকাশ (২৫:২; ২৬:১; ২৭:৩; ২৮:৭; ৩১:৬, ১৪; ৩২:১০; ৩৩:২১) এবং মাবুদের অটল মহব্বতের অনুপম মহত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে (২৫:৬-৭, ১০; ২৬:৩; ৩১:৭, ১৬, ২১; ৩২:১০; ৩৩:৫, ১৮, ২২)। এই বিশেষ অংশটি শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী সহায়ের প্রতি আবেদন রেখে মুনাজাতের এক বর্ণনানুক্রমিক শ্রেণী নিয়ে, যাতে মোট ২২টি আয়াত রয়েছে (হিব্রু বর্ণমালার ২২টি বর্ণের নাম দিয়ে শুরু করা হয়েছে)। এটি ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র সার্বজনীন কর্তৃত্ব ও নাজাত দানকারী সহায়ের প্রশংসামূলক গজল (জবুর

হযরত দাউদের।
১ হে মাবুদ, তোমারই দিকে
আমি নিজের প্রাণ উত্তোলন করি।
২ হে আমার আল্লাহ্, আমি তোমারই আশ্রয়
নিয়েছি,
আমাকে লজ্জিত হতে দিও না;
আমার দুশমনেরা আমাকে নিয়ে উল্লাস না
করুক।
৩ যেসব লোক তোমার অপেক্ষা করে, তারা
লজ্জিত হবে না;
যারা অকারণে বেঈমানী করে, তারাই লজ্জিত
হবে।
৪ হে মাবুদ, তোমার সমস্ত পথ আমাকে জানাও;
তোমার সমস্ত পথ আমাকে বুঝিয়ে দাও।
৫ তোমার সত্যে আমাকে চালাও, আমাকে শিক্ষা
দাও,
কেননা তুমিই আমার উদ্ধারকারী আল্লাহ্;
আমি সমস্ত দিন তোমার অপেক্ষায় থাকি।
৬ হে মাবুদ, তোমার করুণা ও অটল মহব্বত
স্মরণ কর,
কেননা উভয়ই অনাদি কাল থেকে আছে।
৭ আমার যৌবনের গুনাহ্ ও আমার সমস্ত অধর্ম
স্মরণ করো না,
হে মাবুদ, তোমার মঙ্গলভাবের অনুরোধে,
তোমার অটল মহব্বত অনুসারে আমাকে
স্মরণ কর।
৮ মাবুদ মঙ্গলময় ও সরল,
এজন্য তিনি গুনাহ্গারদের পথ দেখান।
৯ তিনি নম্রদের ন্যায়বিচারের পথে চালান,
নম্রদেরকে তাঁর পথ দেখিয়ে দেন।

[২৫:১] জবুর ৮৬:৪; ১৪৩:৮।
[২৫:৩] ইব ১:১৩; সফ ৩:৪; ২তীম ৩:৪।
[২৫:৪] আইউ ৩৪:৩২।
[২৫:৫] ইউ ১৬:১৩।
[২৫:৬] ইশা ৬৩:৭, ১৫।
[২৫:৭] ২তীম ২:২২।
[২৫:৮] ইশা ২৬:৭।
[২৫:৯] জবুর ২৩:৩।
[২৫:১০] জবুর

৩৩ অধ্যায়)। (এই দুটি অধ্যায়ের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য ২৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন।) এই মুনাজাত ও গজলটি একটি বিশেষ গজল সঙ্কলনের সূচনা করেছে যা পরিণতি লাভ করেছে ২৯ অধ্যায়ে এসে (জবুর ২৬ ও ৩২ অধ্যায়, ২৭ ও ৩১ অধ্যায় এবং ২৮ ও ৩০ অধ্যায়ের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সংযুক্তি দেখতে উক্ত অধ্যায়গুলোর ভূমিকা দেখুন)। এই বিশেষ সঙ্কলনের পরিণতি হিসেবে ২৯ অধ্যায়ের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

জবুর ২৫ অধ্যায়। বাদশাহ্ দাউদ দয়া ও করুণা চেয়ে মুনাজাত করছেন, একই সাথে তিনি তাঁর গুনাহ্র জন্য কষ্টভোগ করছেন এবং শত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনা হয়েছে (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্র চুক্তির অনুগ্রহের প্রতি (তাঁর দয়া, মহব্বত, মঙ্গলময়তা, ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা ও রহমত; ৬-৮, ১০, ১৬ আয়াত দেখুন) এবং মাবুদের প্রতি তাঁর মহব্বত ও বিশ্বাসের উপর ভরসা রেখে তিনি এই মুনাজাত করছেন (১, ৫, ১৫, ২০-২১ আয়াত দেখুন) যেন আল্লাহ্ তাঁকে তাঁর শত্রুদের হাত থেকে রেহাই দেন (২, ১৯ আয়াত দেখুন), যেন আল্লাহ্ তাঁকে দিক নির্দেশনা দেন (৪-৫, ২১; এর সাথে ৮-১০, ১২ আয়াতও দেখুন), তিনি যেন তাঁর গুনাহ্ থেকে মুক্তি লাভ করেন (৭, ১১, ১৮ আয়াত দেখুন) এবং তিনি যেন তাঁর সমস্ত কষ্ট থেকে উদ্ধার পান (২, ১৬-১৮, ২০ আয়াত দেখুন)। এর সবগুলোই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত: তাঁর কষ্ট দূরীভূত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি আল্লাহ্র ক্ষমা প্রকাশ পাবে, এবং তখন তাঁর শত্রুরা আর তাঁকে কোনভাবে দোষী সাব্যস্ত করতে বা তিরস্কার করতে পারবে না। আর তখন আল্লাহ্ তাঁকে নিজ পথে পরিচালনা দান করবেন (আয়াত ৯)। তখন আর আল্লাহ্র নিয়ম ও নির্দেশ (আয়াত ১০) অনুসারে তাঁর অধর্ম স্মরণ করা হবে না (আয়াত ৭)। এই গজলটি জবুর ২৪ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ এখানে সত্য আল্লাহ্র উপরে আস্থা স্থাপনের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১) এবং মিথ্যা দেবতাকে অস্বীকার করার কথা রয়েছে (২৪:৪)।

২৫:১-৩ এখানে বাদশাহ্ দাউদ সমস্ত দুর্দশা ও অসুস্থতা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এবং তাঁর শত্রুদের তিরস্কারের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মুনাজাত করছেন।

২৫:৩ তোমার অপেক্ষা করে। আল্লাহ্র জন্য অপেক্ষা করার বা তাঁর কছে প্রত্যাশা করার তিনটি উল্লেখ আমরা দেখতে পাই (আয়াত ৩, ৫, ২১), যার প্রতিফলন হিসেবে ৩৩:১৮, ২০, ২২ আয়াতে একই পুনরাবৃত্তি রয়েছে (কারণ এই শব্দগুলোর হিব্রু প্রতিশব্দ খুব কাছাকাছি অর্থবোধক)।

অকারণে। বাদশাহ্ দাউদ তাঁর শত্রুদের এই দুশমনীর বা বেঈমানীর কোন কারণ দেখান নি।

২৫:৪-৭ আল্লাহ্র কাছ থেকে নির্দেশনা ও তাঁর ক্ষমা যাচঞা করে মুনাজাত।

২৫:৪ তোমার সমস্ত পথ ... সমস্ত পথ। "তাঁর নিয়ম ও নির্দেশ পালন" করার বিশেষ উপমা (আয়াত ১০; এছাড়া দেখুন দ্বি.বি. ৮:৬; ১০:১২-১৩; ২৬:১৭; ৩০:১৬; ইউসা ২২:৫; এর সাথে দেখুন ৮-৯ আয়াত; ১৮:২১; ৫১:১৩; ৮১:১৩; ৯৫:১০; ১১৯:৩, ১৫; ১২৮:১ এবং ১১৯:২৯ আয়াতের নোট)।

২৫:৫ তোমার সত্য। এখানে সত্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে "তোমার পথ" কথাটির সমার্থক হিসেবে (৪ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১৯:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)।

২৫:৬-৭ স্মরণ কর ... স্মরণ করো না। তোমার অটল, অর্থাৎ চিরস্থায়ী করুণা ও মহব্বত স্মরণ কর, কিন্তু আমার পুরাতন গুনাহ্গুলো, অর্থাৎ আমার যৌবনের গুনাহ্গুলো স্মরণ করো না।

২৫:৭ অটল মহব্বত। আয়াত ১০ দেখুন এবং ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:৮-১৫ আল্লাহ্র চিরস্থায়ী মহব্বতের উপরে আস্থা ও বিশ্বাসের নিদর্শন। ক্ষমা যাচঞা করার এই মুনাজাতে দাউদ নিজেকে গুনাহ্গার হিসেবে প্রকাশ করেছেন (আয়াত ৮), সেই সাথে আবার "নম্র" হিসেবেও নিজেকে দেখিয়েছেন (আয়াত ৯) – যারা আল্লাহ্র নির্দেশ অনুসারে চলে (আয়াত ১০, ১৪ দেখুন) এবং যারা মাবুদকে ভয় করে (আয়াত ১২, ১৪ দেখুন)। গুনাহ্গার হিসেবে তাঁর প্রয়োজন ক্ষমা; মাবুদের একজন নম্র গোলাম হিসেবে তিনি তাঁর ক্ষমা যাচঞা করছেন এবং তাঁর প্রতি নির্ভরতার কারণে তাঁর নির্দেশনা প্রত্যাশা করছেন।

২৫:৯ নম্র। যারা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্কে ব্যতীত তারা কিছুই নয়।

২৫:১০ মাবুদের সমস্ত পথ। যারা আল্লাহ্র নির্দেশিত সত্য পথে চলে (৪ আয়াতের নোট দেখুন) তারা আল্লাহ্র প্রিয় মানুষে

১০ যারা তাঁর নিয়ম ও নির্দেশ পালন করে,
তাদের পক্ষে মাবুদের সমস্ত পথ অটল
মহব্বত ও বিশ্বস্ততায় পূর্ণ।
১১ তোমার নামের গুণে,
হে মাবুদ, আমার অপরাধ মাফ কর,
কেননা তা গুরুতর।
১২ সেই ব্যক্তি কে যে মাবুদকে ভয় করে?
তিনি তাকে সেই পথ সম্বন্ধে শিক্ষা দেবেন
যে পথে তাকে চলতে হবে।
১৩ তার প্রাণ সহিসালামতে বাস করবে,
তার বংশ দেশের অধিকারী হবে।
১৪ মাবুদের গূঢ় মন্ত্রণা তাঁর ভয়কারীদের
অধিকার,
তিনি তাদেরকে তাঁর নিয়ম জানাবেন।
১৫ আমার দৃষ্টি নিরন্তন মাবুদের দিকে,
কেননা তিনিই আমার চরণ জাল থেকে উদ্ধার
করবেন।
১৬ আমার প্রতি দৃষ্টি ফিরাও, আমার প্রতি রহম
কর,
কেননা আমি একাকী ও দুঃখী।

১৮:২৫।
[২৫:১১] হিজ
৯:১৬; ইয়ার
১৪:৭।
[২৫:১২] আইউ
১:৮।
[২৫:১৩] শুমারী
১৪:২৪; মথি ৫:৫।
[২৫:১৪] পয়দা
১৭:২; ইউ ৭:১৭।
[২৫:১৫] ইব ১২:২।
[২৫:১৬] শুমারী
৬:২৫।
[২৫:১৭] ১বাদশাহ্
১:২৯।
[২৫:১৮] রোমীয়
১২:১২।
[২৫:২১] পয়দা
২০:৫।
[২৫:২২] লূক
২৪:২১।
[২৬:১] ১শামু
২৪:১৫।

১৭ আমার অন্তঃকরণের যন্ত্রণা বৃদ্ধি পেয়েছে,
আমার সমস্ত কষ্ট থেকে আমাকে নিস্তার কর।
১৮ আমার দুঃখ ও কষ্টের প্রতি দৃষ্টিপাত কর,
আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ কর।
১৯ আমার দুশমনদেরকে দেখ, কেননা তারা
অনেক;
তারা নিষ্ঠুরভাবে আমাকে হিংসা করে।
২০ আমার প্রাণ রক্ষা কর, আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে লজ্জিত করোনা,
কেননা আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি।
২১ সিদ্ধতা ও সরলতা আমাকে রক্ষা করুক,
কেননা আমি তোমার অপেক্ষা করছি।
২২ হে আল্লাহ্, ইসরাইলকে মুক্ত কর,
তার সমস্ত সঙ্কট থেকে মুক্ত কর।

জবুর ২৬

হযরত দাউদের।
১ হে মাবুদ, আমার বিচার কর,
কারণ আমি নিজের সিদ্ধতায় চলেছি,
আর আমি মাবুদের আশ্রয় নিয়েছি, চঞ্চল হব

পরিণত হয় (১০৩:৭; ১৩৮:৫ আয়াত দেখুন)।

২৫:১১ তোমার নামের গুণে। ২৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১ ইউহোন্না ২:১২ আয়াতও দেখুন।

২৫:১২ যে মাবুদকে ভয় করে। ১৫:৪; ৩৪:৮-১৪; মেসাল ১:৭; লূক ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২৫:১৩ তার বংশ দেশের অধিকারী হবে। অর্থাৎ তারা তাদের বংশের অধিকার ফিরে পাবে, যা তারা প্রতিজ্ঞাত দেশে লাভ করেছি (৩৭:৯, ১১, ১৮, ২২, ২৯, ৩৪; ৬৯:৩৬; ইশা ৬০:২১ আয়াত দেখুন)।

২৫:১৪ তিনি তাদেরকে তাঁর নিয়ম জানাবেন। অর্থাৎ তিনি তাদেরকে তাঁর একান্ত কাছের মানুষের মত বিশ্বাস করে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিও জানিয়ে দেবেন (পয়দা ১৮:১৭-১৯; আইউব ২৯:৪ আয়াত দেখুন)।

২৫:১৫ জাল। যা শত্রুরা পেতে রেখেছে (আয়াত ২; এর সাথে ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৫:১৬-২১ সিদ্ধতা ও সরলতা। ব্যক্তিক গুণাবলী (২৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। শুধু ক্ষমা পাওয়াই যথেষ্ট নয়; দাউদ মুনাজাত করছেন যেন আল্লাহ্ তাঁকে অনৈতিকতা ও নাপাকীতা বর্জিত একটি জীবন যাপন করার জন্য সমর্থ করে তোলেন– যেমন আল্লাহ্ "সিদ্ধ ও সরল" (আয়াত ৮; ৫১:১০-১২ আয়াত দেখুন)।

২৫:২২ আল্লাহ্ভক্ত সমস্ত মানুষের পক্ষে একটি সমাপনী মুনাজাত (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ২৬ অধ্যায়। আল্লাহ্র ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করে মুনাজাত– যেন তিনি তাঁর বিশ্বস্ত ও ধার্মিক গোলামকে দুষ্ট ও খোদাবিহীন মানুষের হুমকি ও মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। সিদ্ধতা প্রমাণের এই মুনাজাতে (আয়াত ১) জবুর রচয়িতা তাঁর "নির্দোষ জীবনের" দাবী করেছেন (আয়াত ১১) এবং তিনি "দুষ্টদের সাথে আসন গ্রহণ করতে" অস্বীকৃতি জানিয়েছেন (আয়াত ৫)। এটিই এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্য। জবুর ৩২ অধ্যায়ে এর সম্পূরক বক্তব্য পাওয়া যায় (জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের এই বিশেষ সঙ্কলনের ভূমিকা দেখুন)। ২৬ অধ্যায়ের পরিণতি হিসেবে ৩২ অধ্যায়ে তাদের দোয়া ও রহমতের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা তাদের গুনাহ্ স্বীকার করবে এবং আল্লাহ্র প্রতি মন ফিরাবে। পবিত্রতার স্বীকৃতি চেয়ে বাদশাহ্ মুনাজাত করার কারণে এ কথা ধারনা করা যেতে পারে যে, তাঁকে "ছদ্মবেশী" (আয়াত ৪) এবং "রক্তপাতী মানুষ" (আয়াত ৯) হিসেবে অভিযোগ করা হয়েছিল, কারণ এ ধরনের লোকদের সাথে তিনি নিজেকে মেলাতে চান না বলে উল্লেখ করেছেন (যা জবুর ২৩;২৫; ২৭-২৮ আয়াতে দেখা যায়)। এই গজলটি জবুর ২৭-২৮ আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত (এর সাথে জবুর ২৩-২৪ অধ্যায়ও দেখুন), কারণ উভয় ক্ষেত্রেই মাবুদের গৃহ একটি প্রধান বিষয়বস্তু: এখানে এবাদতখানার (বা শরীয়ত তাঁবুর) প্রতি দাউদের মহব্বত (আয়াত ৮) তাঁর ধার্মিকতার পক্ষে সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচ্য হয়েছে। জবুর ২৭ অধ্যায়ে মাবুদের এবাদতখানা হচ্ছে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দাউদের আশ্রয় দুর্গ। জবুর ২৮ অধ্যায়ে দাউদ এবাদতখানায় মাবুদের সিংহাসনের আবাস স্থলে এসে সাহায্য চেয়ে ক্রন্দন করছেন ("তোমার মহা পবিত্র স্থান," ২৮:২)। গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়বস্তুগত ক্রিয়াপদ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে ("বাস করা," আয়াত ৩; "আসন গ্রহণ করা," আয়াত ৪-৫; "দাঁড়ানো," আয়াত ১২), যা ১:১ আয়াতের বিষয়বস্তুগত ক্রিয়াপদের প্রতিফলন ঘটায়।

২৪:১-৮ আল্লাহ্ যেন দাউদের নৈতিক সিদ্ধতা, আল্লাহ্র প্রতি তাঁর অটল বিশ্বাস ও মাবুদের উপরে তাঁর বিশেষ আনন্দকে বিবেচনায় আনেন সে বিষয়ে মুনাজাত – এখানে নিজ ধার্মিকতা নিয়ে কোন আত্ম গরিমা নেই, যা ফরীশীরা করত (লূক ১৮:৯-১৪)।

২৬:১ সিদ্ধতায় চলেছি। অর্থাৎ তিনি নির্দোষ জীবন যাপন করেছেন (আয়াত ২-৫ দেখুন; এর সাথে ১৫:২ আয়াতের নোটও দেখুন)।

আশ্রয় নিয়েছি। অর্থাৎ আল্লাহ্র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।

না।
২ হে মাবুদ আমার পরীক্ষা করে প্রমাণ নাও,
আমার মন ও হৃদয় পরীক্ষা কর।
৩ কেননা তোমার অটল মহব্বত আমার নয়ন
গোচর;
আমি তোমার বিশ্বস্ততায় চলে আসছি।
৪ আমি অসার লোকদের সঙ্গে বসি নি,
আমি ছদ্মবেশীদের সঙ্গে চলবো না।
৫ আমি দুর্বৃত্তদের সমাজ ঘৃণা করি,
দুষ্টদের সঙ্গে বসবো না।
৬ আমি শুদ্ধতায় আমার হাত ধোব,
হে মাবুদ, এভাবে তোমার কোরবানগাহ্
প্রদক্ষিণ করবো;
৭ যেন আমি স্তবের ধ্বনি শুনাই,

[২৬:২] দ্বি.বি. ৬:৬; ইয়ার ১১:২০।
[২৬:৩] ১বাদশাহ্ ২:৪।
[২৬:৪] মথি ৬:২।
[২৬:৬] মথি ২৭:২৪।
[২৬:৭] ইউসা ৩:৫।
[২৬:৯] মেসাল ২৯:১০।
[২৬:১০] আইউ ৩৬:১৮।
[২৬:১১] তীত ২:১৪।
[২৬:১২] লূক ৬:১৭।

ও তোমার আশ্চর্য কর্মগুলো তবলিগ করি।
৮ হে মাবুদ, আমি ভালবাসি তোমার নিবাস গৃহ,
তোমার গৌরবের বাসস্থান।
৯ গুনাহ্গারদের সঙ্গে আমার প্রাণ নিও না,
রক্তপাতী মানুষের সঙ্গে আমার জীবন নিও
না।
১০ তাদের হাতে অনিষ্ট থাকে,
তাদের ডান হাত উৎকোচে পরিপূর্ণ।
১১ কিন্তু আমি নিজের সিদ্ধতায় চলবো;
আমাকে মুক্ত কর ও আমার প্রতি রহম কর।
১২ আমার চরণ সমভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে;
আমি বিশাল মণ্ডলীর মধ্যে মাবুদের শুকরিয়া

বাধ্যতা এবং বিশ্বাস খোদায়ী মঙ্গলময়তার দুটি দিক, যেভাবে ইব্রাহিমের কাহিনী থেকে আমরা শিক্ষা পাই (পয়দা ১২:৪ আয়াতের নোট দেখুন; ২২:১২ দেখুন; এর সাথে জবুর ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোটও দেখুন)।

২৬:২ মন ও হৃদয়। ৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৩ তোমার অটল মহব্বত ... তোমার বিশ্বস্ততা। এর অর্থ হচ্ছে, তোমার অটল মহব্বত এবং বিশ্বস্ততা (৪০:১০ আয়াত দেখুন)। দাউদ আল্লাহ্র অটল মহব্বত (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন) এবং বিশ্বস্ততার প্রতি (২৫:১০ আয়াত দেখুন) সব সময় সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন। তারাই এই মহব্বত ও বিশ্বস্ততার অধিকারী হয় যারা "তাঁর নিয়ম ও নির্দেশ পালন করে" (২৫:১০)।

আমি তোমার বিশ্বস্ততায় চলে আসছি। এতে করে তিনি আল্লাহ্র চুক্তির অধীন সমস্ত অনুগ্রহ লাভ করবেন।

২৬:৪-৫ বসি নি। দাউদ বলছেন যে, যাদেরকে ছদ্মবেশী, ভণ্ড, দুর্বৃত্ত, দুষ্ট বলা হচ্ছে তিনি তাদের সঙ্গ কখনোই গ্রহণ করেন নি (১:১ আয়াতের নোট দেখুন; জবুর ১০১ অধ্যায়ও দেখুন)।

২৬:৪ ছদ্মবেশী। এখানে সম্ভবত ভণ্ড বা প্রতারণাকারী অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে; অথবা মেসাল ৬:১২-১৪ আয়াতে বর্ণিত লোকদের মত কাউকেও বোঝানো হতে পারে।

২৬:৬ আমি শুদ্ধতায় আমার হাত ধোব। এখানে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের আবেদন করা হয়েছে। যারা আল্লাহ্র কাছে এসে উপস্থিত হবে তাদের অবশ্যই "পরিষ্কার হাত এবং খাঁটি অন্তর" নিয়ে আসতে হবে (২৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

এভাবে তোমার কোরবানগাহ্ প্রদক্ষিণ করবো। আল্লাহ্র কোরবানগাহ্র চার পাশে ঘুরে ঘুরে তাঁর কৃত উদ্ধারের জন্য প্রশংসা ও এবাদত করার বিশেষ রীতির প্রচলন ছিল, যেখানে কোরবানী দানকারীর সাথে সমস্ত এবাদতকারীরা যোগ দিতে পারত (৪৩:৩-৪ আয়াত দেখুন)।

২৬:৭ স্তবের ধ্বনি। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৬:৮ তোমার গৌরবের বাসস্থান। ইহি ১:১-২৮ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্র গৌরবের উপস্থিতি স্বয়ং আল্লাহ্র উপস্থিতিই নির্দেশ করে (হিজ ২৪:১৬; ৩৩:২২ আয়াত দেখুন)। তাঁর গৌরব ও মহিমা সব সময় শরীয়ত তাঁবুর উপরে অবস্থান করত (হিজ ৪০:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন) এবং পরবর্তীতে তা এবাদতখানার উপরেও অবস্থান করে (১ বাদশাহ্ ৮:১১ আয়াত দেখুন), যা ইসরাইল জাতিকে এই নিশ্চয়তা দান করতো যে, মাবুদের পবিত্র ও অনুগ্রহময় উপস্থিতি তাদের সাথেই রয়েছে। ইউহোন্না ১:১৪ আয়াতে আল্লাহ্র কালামে তাঁর এই উপস্থিতির কথাই ঘোষণা করা হয়েছে, যে কালাম মাংসে মূর্তিমান হলেন এবং "আমাদের মাঝে বসতি স্থাপন করলেন।"

২৬:৯-১১ দাউদ যেন মৃত্যুমুখে পতিত না হন সে জন্য তিনি আল্লাহ্র কাছে আবেদন করছেন, কারণ তাঁর শত্রুরা তাঁর মৃত্যুই কামনা করছে।

২৬:৯ প্রাণ ... জীবন। ৬:৩ আয়াত দেখুন।

২৬:১১ আমি নিজের সিদ্ধতায় চলবো। শুরুতে দাউদ যে আবেদন করেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি (আয়াত ১ দেখুন)।

২৬:১২ সমাপনী এই আয়াতে দাউদ আল্লাহ্র প্রতি তাঁর আস্থা ও বিশ্বাস প্রকাশ করছেন (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন) এবং সেই সাথে মাবুদের প্রশংসা করার জন্য প্রত্যয় ব্যক্ত করছেন (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

সমভূমি। যেখানে মানুষ সরলভাবে পথ অতিক্রম করতে পারে এবং পড়ে যাওয়ার কোন ভয় যেখানে নেই (১৪৩:১০; ইশা ৪০:৪; ৪২:১৬ আয়াত দেখুন)।

বিশাল মণ্ডলী। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন (মহা সমাজ)।

শুকরিয়া। এবাদত ও প্রশংসা। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ২৭ অধ্যায়। প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসের সাথে বিজয়ীর কণ্ঠে দাউদ আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করছেন যেন তিনি তাঁকে সেই সমস্ত লোকদের হাত থেকে রক্ষা করেন যারা ষড়যন্ত্র করে তাঁর পতন ঘটানোর চেষ্টা চালাচ্ছে (২ শামু ৭ অধ্যায় দেখুন)। বিশ্বাসের দৃঢ় প্রত্যয়ী বক্তব্য (দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে: আয়াত ১-৩, এবং ৪-৬ আয়াত), যা মানুষের কাছে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে, বাদশাহ্ মাবুদ আল্লাহ্র উপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করেন। ৭-১২ আয়াতে মূল মুনাজাতটি রয়েছে। সমাপনী আয়াতগুলোতে (আয়াত ১৩-১৪) ১-৬ আয়াতের সেই আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠই যেন আবার ধ্বনিত হতে দেখা যায়। সেই সাথে আল্লাহ্র প্রতি অটল বিশ্বাসের আরও কিছু বাণী সেখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। সেটাই সবচেয়ে বড় ও দৃঢ় বিশ্বাস যা কোন কিছু না দেখেই তার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে (জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়; ইবরানী ১১:১ আয়াত দেখুন)। জবুর ২৬ অধ্যায়ের শিরোনামে এ সংক্রান্ত আরও কিছু বিষয় দেখুন। জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তুর বিচারে (জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) জবুর ২৭ অধ্যায়টি জবুর ৩১ অধ্যায়ের সম্পূরক। জবুর ৩১ অধ্যায়ে প্রায় একই ধরনের

যেসব জবুর বা গানগুলোকে শিখতে হয় ও ভালবাসতে হয় ...

প্রায় সব লোক, সে ধার্মিক হোক বা না হোক, তবুও জবুর ২৩ জুবরটি তার প্রাণের গীত। কারণ এই জবুরটিকে বিভিন্ন জায়গায় উক্তি হিসাবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আরো অনেক জবুর রয়েছে যেগুলোর সঙ্গেও অনেক পরিচিত কারণ সেই সমস্ত জবুরগুলোকে বিভিন্ন গানে, সাহিত্যে, অথবা এবাদতকালীন সময়ে এবাদত পরিচালনায় ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

যে সমস্ত জবুরগুলোকে আমরা জানি ও ভালবাসি সেগুলো এমনই জবুর যেগুলো স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের মনে আসে, বিশেষ করে, সেই রকম জবুরগুলোকে যখন আমাদের প্রয়োজন হয়ে পরে। এই সমস্ত জবুর আমাদের অনুপ্রাণীত করে, আমাদের সান্ত্বনা দেয়, বা আমাদের সংশোধন করে যখন কোন কথা আমাদের প্রভুর কাছ থেকে দরকার হয়ে পরে। যদি আপনি কোন জবুর মুখস্থ করতে চান তবে এই জনপ্রিয় কোন গীত বা জবুর থেকে শুরু করুন। যদি সম্ভব হয় তবে যে জায়গাগুলো সরাসরি আপনার সাথে কথা বলে এরকম সমস্ত জবুরটি মুখস্থ করুন বা এর অংশ বিশেষ মুখস্থ করুন। অথবা জোরে জোরে জবুরটি কয়েকবার পাঠ করুন যতক্ষণ না আপনি সেই গীতের অংশ বিশেষ হয়ে উঠেন।

যেসব জবুর আমাদের আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে নিয়ে আসে ২৯; ৯৫:১-৭; ৯৬; ১০০
মঙ্গল সম্পর্কীত জবুর ১; ১৯; ২৪; ১৩৩; ১৩৬; ১৩৯
প্রশংসা সম্পর্কীত জবুর ৮; ৯৭; ১০৩; ১০৭; ১১৩; ১৪৫; ১৫০
পাপ থেকে মন ফেরানো ও ক্ষমা সম্পর্কীত জবুর ৩২:১-৫; ৫১; ১০৩
সময় ও বিপদ সম্পর্কীত জবুর ৩; ১৪; ৩৭:১-১১; ৪২; ৪৬; ৫৩; ১১৬:১-৭
নির্ভরতা ও বিশ্বাস সম্পর্কীত জবুর ২৩; ৪০:১-৪; ৯১; ১১৯:১১; ১২১; ১২৭

জবুর শরীফে পাপ স্বীকার, অনুতাপ, এবং পাপের ক্ষমা লাভ

শত শত বছর ধরে, অনেক ঈমানদার বা বিশ্বাসীবর্গ, তাদের পাপের বিষয়ে চেতনা পেয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরে এসেছে। বিশেষ করে জবুর শরীফে পাপ স্বীকারের, যেসব জবুর আছে তার মধ্যে তারা আশার আলো খুঁজে পেয়েছে। এখানে জবুরের লেখক আল্লাহ্‌র কাছে তাঁর মনোদুঃখ ও বা অনুতাপ তুলে ধরেছেন। এছাড়া, যে গভীর আনন্দ তাঁকে দেওয়া হয়েছে তাও তুলে ধরেছেন। এই আনন্দের কারণ হল, যে অনুতাপ ও পাপ স্বীকার তিনি তুলে ধরেছেন আল্লাহ্‌ তা শুনেছেন ও পরিপূর্ণভাবে তাঁকে ক্ষমা করেছেন। আমরা যারা ক্রুশের অন্য পাশে বাস করি তাদের আরও অনেক বেশী আনন্দ করা উচিত কারণ ক্ষমা পাবার বিষয়ে আমরা আরও বেশি করে বুঝতে পারি। আল্লাহ্‌ আমাদের দেখিয়েছেন যে, তিনি আমাদের ক্ষমা করতে চান কারণ পাপের যে বিচার বা শাস্তি সেই শাস্তি ঈসা মসীহ্‌ নিজে ক্রুশে আমাদের জন্য বহন করেছেন।

আপনি যখন এই সব জবুরগুলো পাঠ করবেন তখন লক্ষ্য রাখবেন লেখক একটি প্যাটার্ন ব্যবহার করেছেন আল্লাহ্‌কে তাঁর অনুভূতি জানানোর জন্য: (১) তাঁরা স্বীকার করেছেন যে, তারা পাপী ও পাপ করার দিকে তাদের ঝোঁক আছে। (২) তারা অনুভব করতে পেরেছেন যে, পাপ হল অবাধ্যতা ও আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহ। (৩) তারা যে পাপী আল্লাহ্‌র কাছে তা স্বীকার করেছেন। (৪) আল্লাহ্‌ যে পাপ ক্ষমা করেন সেজন্য তাঁর উপর তাঁরা নির্ভর করেছেন। (৫) আল্লাহ্‌র ক্ষমা তারা গ্রহণ করেছেন।

এই জবুরগুলোকে ব্যবহার করেছেন এই কথা মনে করার জন্য যে, আল্লাহ্‌র পথ থেকে সরে যাওয়া ও পাপে পতিত হওয়া কত সহজ ও আল্লাহ্‌র সঙ্গে সহভাগিতা পুনঃস্থাপন করা আমাদের জন্য কতটা দরকারী।

এই সব বিষয়ে যে জবুরগুলো কথা বলে তা হল: **৬; ১৪; ৩১; ৩২; ৩৮; ৪১; ৫১; ১০২; ১৩০; ১৪৩**।

আদায় করবো।

জবুর ২৭

হযরত দাউদের।

১ মাবুদ আমার নূর, আমার উদ্ধার,
আমি কাকে ভয় করবো?
মাবুদ আমার জীবন দুর্গ,
আমি কাকে দেখে ত্রাসযুক্ত হব?
২ দুর্বৃত্তরা যখন আমার মাংস খেতে কাছে এল,
তখন আমার সেই বিপক্ষেরা ও বিদ্বেষীরা
হোঁচট খেয়ে পড়লো।
৩ যদিও সৈন্যদল আমার বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন
করে,
তবুও আমার অন্তঃকরণ ভয় পাবে না;
যদিও আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ সংগঠিত হয়,
তবুও, তখনও আমি সাহস করবো।
৪ মাবুদের কাছে আমি একটি বিষয় যাচঞা
করেছি,
আমি তারই খোঁজ করবো,
যেন জীবনের সমুদয় দিন মাবুদের গৃহে বাস
করি,
মাবুদের সৌন্দর্য দেখবার জন্য,
ও তাঁর বায়তুল মোকাদ্দসে খোঁজ করার জন্য।
৫ কেননা বিপদের দিনে তিনি তাঁর কাঁধে আমাকে
লুকিয়ে রাখবেন,
তাঁর তাঁবুর অন্তরালে আমাকে লুকিয়ে
রাখবেন;
তিনি শৈলের উপরে আমাকে স্থাপন করবেন।
৬ আর এখন আমার চারদিকের দুশমনদের চেয়ে
আমার মাথা উন্নত হবে,
আমি তাঁর তাঁবুতে আনন্দধ্বনির সঙ্গে উৎসর্গ
করবো,
আমি মাবুদের উদ্দেশে প্রশস্তি ও গজল
গাইব।
৭ হে মাবুদ, শোন, আমি স্বরবে আহ্বান করি;
আমার প্রতি রহম কর, আমাকে উত্তর দাও।
৮ আমার অন্তর তোমাকে বললো, 'তাঁর মুখের
খোঁজ কর';
মাবুদ, আমি তোমার খোঁজ করবো।
৯ আমা থেকে তোমার মুখ আচ্ছাদন করো না।
ক্রোধে তোমার গোলামকে দূর করো না;
তুমি আমার সহায় হয়ে আসছ;
হে আমার উদ্ধারের আল্লাহ্,
আমাকে ফেলে দিও না, ত্যাগ করো না।
১০ আমার পিতা-মাতা আমাকে ত্যাগ করেছেন,
কিন্তু মাবুদ আমাকে তুলে নেবেন।
১১ হে মাবুদ, তোমার পথ আমাকে শেখাও,

[২৭:১] ২শামু ২২:২৯।
[২৭:২] জবুর ৯:৩;২০:৮; ৩৭:২৪; দানি ১১:১৯; রোমীয় ১১:১১।
[২৭:৩] পয়দা ৪:৭; জবুর ৩:৬।
[২৭:৪] লূক ১০:৪২।
[২৭:৫] আইউ ৩৮:২৩।
[২৭:৬] ২শামু ২২:৪৯; জবুর ৩:৩; ১৮:৪৮।
[২৭:৬] ইফি ৫:১৯।
[২৭:৮] ১খান্দান ১৬:১১।
[২৭:৯] পয়দা ৪৯:২৫; দ্বি.বি. ৩৩:২৯।
[২৭:১১] হিজ ৩৩:১৩।

একটি আত্মবিশ্বাসী মুনাজাত রয়েছে, যেখানে আক্রমণকারী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ইয়াহ্ওয়েহ্র কাছে বিশেষভাবে সাহায্য চেয়ে আবেদন রাখা হয়েছে। দুটো ক্ষেত্রেই বিপক্ষরা জবুর রচয়িতার নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে তাঁর বিনাশ সাধন করতে চেয়েছে। দুটো গজলেই ইয়াহ্ওয়েহ্র আবাস স্থলে এসে সুরক্ষা চাওয়া হয়েছে (২৭:৫; ৩১:২০) এবং ইয়াহ্ওয়েহ্র "পবিত্র তাঁবুতে" আশ্রয় (২৭:৫) বা তাঁর উপস্থিতি চাওয়া হয়েছে (৩১:২০)। দুটো গজলই শেষ হয়েছে মাবুদে বিশ্বাস স্থাপন করে সাহস করা এবং অন্তঃকরণ সবল করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে। এর সাথে দুটো গজলেই একই রকম কয়েকটি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, যেমন "মাবুদের মেহেরবানী" (২৭:১৩; ৩১:১৯)।

২৭:১-৩ শত্রুদের সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে বাদশাহ্ আল্লাহ্র উপস্থিতিতে সুরক্ষিত রয়েছেন (জবুর ২ অধ্যায় দেখুন)।

২৭:১ নূর। অনেক সময় নূর বা আলো বলতে মঙ্গলজনক অবস্থাকে বোঝানো হয়ে থাকে (৯৭:১১; আইউব ১৮:৫-৬; ২২:২৮; ২৯:৩; মেসাল ১৩:৯; মাতম ৩:২ আয়াত দেখুন), বা জীবন ও নাজাত বোঝানো হয়ে থাকে (১৮:২৮; ইশা ৯:২; ৪৯:৬; ৫৮:৮; ৫৯:৯; ইয়ার ১৩:১৬; আমোস ৫:১৮-২০ আয়াত দেখুন)। "মাবুদ আমার নূর" কথাটি বলার অর্থ হচ্ছে তিনি এই সমস্ত মেহেরবানী ও অনুগ্রহের উৎস এমন বিশ্বাসের কথা ঘোষণা করা (ইশা ১০:১৭; ৬০:১-২, ১৯-২০; মিকাহ্ ৭:৮-৯ আয়াত দেখুন; সেই সাথে কলসীয় ১:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

আমার উদ্ধার। অর্থাৎ "আমার নাজাতদাতা" (আয়াত ৯)।

২৭:২ আমার মাংস খেতে কাছে এল। ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৪-৬ মাবুদের গৃহই (বা শরীয়ত তাঁবু) বাদশাহ্র দুর্গ – কারণ মাবুদ নিজেই বাদশাহ্র দুর্গ, দৃঢ় আশ্রয় (আয়াত ১; ৯:১১; ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৭:৪ বাস করি। ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের সৌন্দর্য। তাঁর অটল ভালবাসা (৯০:১৭ আয়াতে রয়েছে, "আল্লাহ্ মাবুদের প্রসন্নভাব")।

২৭:৫ তাঁর তাঁবুর অন্তরালে। ৩১:২০; ৩২:৭; ৬১:৪; ৯১:১ আয়াত দেখুন।

২৭:৬ আনন্দধ্বনির সংগে উৎসর্গ করবো। ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রশস্তি ও গজল গাইব। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৭-১২ দুশমনদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ মুনাজাত। দুশমনদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে বাদশাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনে তাঁকে অপদস্থ করা (৫:৯)।

২৭:৭ আমি স্বরবে আহ্বান করি ... আমাকে উত্তর দাও: ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:৯ তোমার মুখ আচ্ছাদন করো না। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

ক্রোধ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। তুমি আমার সহায় হয়ে আসছ। কিংবা বলা যায় "তুমি আমার সহায় হও"।

আমাকে ... ত্যাগ করো না। দ্বি.বি. ৩১:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:১০ মাবুদ আমাকে তুলে নেবেন। কিংবা বলা যায় "মাবুদ আমাকে গ্রহণ করুন"।

২৭:১১ তোমার পথ আমাকে শেখাও। কেবল মাত্র যারা আল্লাহ্র ইচ্ছা জানে ও তা পালন করে তারাই তাদের মুনাজাতের উত্তর আল্লাহ্র কাছ থেকে লাভ করার প্রত্যাশা করতে পারে (জবুর ২৪-২৬ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে ২ শামু

সমান পথে আমাকে গমন করাও,
আমার দুশমনদের জন্য তা কর।
১২ আমার বিপক্ষদের ইচ্ছার হাতে আমাকে তুলে
দিও না;
কেননা মিথ্যাসাক্ষীরা আমার বিরুদ্ধে উঠেছে,
তাদের নিঃশ্বাসে নিষ্ঠুরতা বের হয়।
১৩ আমি বিশ্বাস করেছি যে,
আমি জীবিতদের দেশেই মাবুদের মেহেরবানী
দেখব।
১৪ মাবুদের অপেক্ষায় থাক;
সাহস কর, তোমার অন্তঃকরণ সবল হোক;
হ্যাঁ, মাবুদেরই অপেক্ষায় থাক।

জবুর ২৮

হযরত দাউদের।
১ হে মাবুদ, আমি তোমাকে ডাকছি;
আমার শৈল, আমার প্রতি বধির হয়ো না;
পাছে, যদি তুমি আমার প্রতি নীরব হও,
আর আমি বিপথগামীদের মত হয়ে পড়ি।

[২৭:১২] মথি ২৬:৬০; প্রেরিত ৬:১৩; ১করি ১৫:১৫।
[২৭:১৩] হিজ ৩৩:১৯; ২খান্দান ৬:৪১।
[২৭:১৪] দ্বি.বি. ১:২১; কাজী ৫:২১; ইফি ৬:১০।
[২৮:১] ইষ্টের ৪:১৪।
[২৮:২] উজা ৯:৫; মাতম ২:১৯; ১তীম ২:৮।
[২৮:৩] ইয়ার ৯:৮।
[২৮:৪] ২তীম ৪:১৪; প্রকা ২২:১২।
[২৮:৫] ইশা ৫:১২।
[২৮:৬] ২করি ১:৩;

২ যখন আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করি,
যখন তোমার মহা-পবিত্র স্থানের দিকে দু'হাত
উত্তোলন করি,
তখন তুমি আমার ফরিয়াদ শুনো।
৩ দুর্জনদের ও অধর্মচারীদের সঙ্গে আমাকে টেনে
নিও না;
তারা নিজ নিজ প্রতিবেশীদের সঙ্গে শান্তির
কথা বলে,
কিন্তু তাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে।
৪ তাদের কাজ ও আচরণের নাফরমানী অনুসারে
তাদেরকে ফল দাও;
তাদের হাতের কাজ অনুসারে ফল তাদেরকে
দাও;
তাদের অপকার তাদেরই প্রতি বর্তাও।
৫ কেননা তারা মাবুদের কাজ ও তাঁর হাতের
কাজ বিবেচনা করে না;
তিনি তাঁদেরকে ভেঙ্গে ফেলবেন,
গেঁথে তুলবেন না।

৭:১৪ আয়াত দেখুন)।

সমান পথে আমাকে গমন করাও। ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

২৭:১৩-১৪ গজলের শেষ কথাগুলোতে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৭:১৩ মাবুদের মেহেরবানী। দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র কৃত চুক্তিতে ওয়াদাকৃত মঙ্গলজনক বিষয়সমূহ (২ শামু ৭:২৮ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৩১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

জীবিতদের দেশ। অর্থাৎ ইহকালের এই দুনিয়া।

২৭:১৪ মাবুদের অপেক্ষায় থাক। ঈমানের পরিচয় দান করার মধ্য দিয়ে ঈমান ধারণ করার জন্য উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে (৪২:৫, ১১; ৪৩:৫; ৬২:৫ আয়াত দেখুন)।

জবুর ২৮ অধ্যায়। আল্লাহ্‌বিহীন ও দুর্ধর্ষ দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য মুনাজাত। জবুর ২৫ অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়ের মুনাজাতটিও শেষ হয়েছে মাবুদের সমস্ত লোকদের জন্য মধ্যস্থতামূলক মুনাজাতের মধ্য দিয়ে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। শেষ আয়াতে মাবুদকে তাঁর লোকদের পালক হিসেবে আখ্যা দেওয়ার কারণে ২৩ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টিকে সংযুক্ত করা যায়। তবে জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের মধ্যকার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিন্যাসে (জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) অধ্যায়টি ৩০ অধ্যায়ের সাথে আরও বেশি সংযুক্ত বলে প্রতীয়মান হয়। জবুর ২৮ অধ্যায়ে লেখক ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র কাছে "ফরিয়াদ করেছেন" (২, ৬ আয়াত), যখন তিনি "বিপথগামীদের মত হয়ে পড়ছেন" (আয়াত ১)। জবুর ৩০ অধ্যায়ে লেখক ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র প্রশংসা করেছেন কারণ তিনি তাঁর "ফরিয়াদ" শুনেছেন (আয়াত ৮, ১১) এবং "পাতাল থেকে" তাঁর প্রাণ উত্তোলন করেছেন (আয়াত ৩)। এই দুটো গজল অন্য আরও কয়েকটি ভিন্ন বক্তব্যের সাথে সংযুক্ত: যেমন ২৮:১ ও ৩০:৮ ("হে মাবুদ, আমি তোমাকেই ডাকলাম"); ২৮:২ ও ৩০:২ ("আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করলাম"); ২৮:৭ ("তাই আমি সাহায্য পেয়েছি") এবং ৩০:১০ ("মাবুদ আমার সহায় হও")।

২৮:১-২ মাবুদ যেন এই মুনাজাত শোনেন সে জন্য প্রারম্ভিক ফরিয়াদ।

২৮:১ আমার শৈল। ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

পাছে ... আমার প্রতি নীরব হও। আমার কাজ অনুসারে আমাকে প্রতিফল দিও না।

বিপথগামীদের মত হয়ে পড়ি। এখানে কবরপ্রাপ্ত হওয়া অর্থে বোঝানো হয়েছে (৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:২ দু'হাত উত্তোলন করি। এবাদত ও মুনাজাতের জন্য (৬৩:৪; ১৩৪:২; ১৪১:২ আয়াত দেখুন)।

মহা-পবিত্র স্থান। এবাদতখানার একেবারে কেন্দ্রে অবস্থিত সবচেয়ে পবিত্র স্থান, যেখানে জন সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল (১ বাদশাহ্‌ ৬:৫ আয়াত দেখুন), যেখানে মাবুদের পবিত্র শরীয়ত সিন্দুক রাখা হত (১ বাদশাহ্‌ ৮:৬-৮)। এটিই ছিল দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র সিংহাসনের স্থান।

২৮:৩-৫ এবাদতখানার সিংহাসনে আসীন আল্লাহ্‌র উদ্দেশে ফরিয়াদ, যেন তিনি তাঁর গোলামকে উদ্ধার করেন এবং বাদশাহ্‌র বিরুদ্ধে ও আল্লাহ্‌র লোকদের বিরুদ্ধে যারা অপমানসূচক কথা বলে তাদেরকে যেন তিনি শাস্তি দেন।

২৮:৩ তাদের অন্তঃকরণে হিংসাভাব আছে। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

অন্তঃকরণ। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৪ তাদেরকে ফল দাও। ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে মথি ১৬:২৭; ২ তীমথি ৪:১৪; প্রকাশিত ২০:১২-১৩; ২২:১২ আয়াতও দেখুন।

২৮:৫ আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ এই বক্তব্য মুনাজাতের ক্রান্তিলগ্নে পৌঁছে দেয় এবং এখান থেকেই প্রশংসার সূচনা করে, যা ৬-৭ আয়াতে দেখা যায়।

মাবুদের কাজ। অর্থাৎ ইসরাইল জাতিকে মুক্তি দান, ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌র রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা (চুক্তি সাধনের মধ্য দিয়ে, হিজ ১৯-২৪ অধ্যায়), এবং বাদশাহ্‌ দাউদের বংশকে এই চুক্তি রক্ষার জন্য মনোনীত করা (চুক্তি সাধনের মধ্য দিয়ে, ২ শামু ৭ অধ্যায়), যেন তাঁর মনোনীত জাতি রক্ষা পায়। তাঁর হাতের কাজ। "তাদের হাতের কাজ" (আয়াত ৪) এবং "দুর্জন" (আয়াত ৩) কথাগুলো দেখায় যে, তারা

৬ মাবুদ ধন্য হোন,
কেননা তিনি আমার ফরিয়াদ শুনেছেন।
৭ মাবুদ আমার বল ও আমার ঢাল;
আমার অন্তঃকরণ তাঁর উপরে নির্ভর করেছে,
তাই আমি সাহায্য পেয়েছি;
এজন্য আমার অন্তঃকরণ উল্লসিত হয়েছে,
আমি নিজের গজল দ্বারা তাঁর প্রশংসা করবো।
৮ মাবুদ তাঁর লোকদের বল;
তিনিই তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তির রক্ষাকারী দুর্গ।
৯ তোমার লোকদেরকে নাজাত কর,
নিজের অধিকারকে দোয়া কর;
তাদেরকে পালন কর, চিরকাল বহন কর।

ইফি ১:৩।
[২৮:৭] ইশা ২৬:৩।
[২৮:৮] ইব ৩:১৩।
[২৮:৯] ১খান্দান ১৬:৩৫।
[২৯:১] ইশা ১০:১৩।
[২৯:২] ১খান্দান ১৬:২৯।
[২৯:৩] যোয়েল ২:১১; আমোস ১:২।

জবুর ২৯

হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ হে বেহেশতী সত্তাগুলো, মাবুদের গৌরব ঘোষণা কর;
মাবুদের গৌরব ও পরাক্রমের ঘোষণা কর।
২ মাবুদের উদ্দেশে তাঁর নামের গৌরব ঘোষণা কর;
পবিত্র শোভায় মাবুদের কাছে সেজ্‌দা কর।

ইসরাইল জাতিকে ও দাউদের রাজত্বকে আল্লাহ্‌র হাতের কাজ বলে স্বীকার করে না।

তিনি তাঁদেরকে ভেঙ্গে ফেলবেন। কিংবা বলা যায়, "তিনি যেন তাদেরকে ভেঙ্গে ফেলেন"।

২৮:৬-৭ আনন্দপূর্ণ প্রশংসা, যাতে তীব্র আত্মবিশ্বাসের ছাপ খুঁজে পাওয়া যায় (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:৭ আমার ঢাল। ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *অন্তঃকরণ।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

২৮:৮-৯ মাবুদ এবং তাঁর লোকেরা (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:৮ তাঁর লোক ... তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তি। এখানে একটি চমৎকার ঐক্য সাধিত হয়েছে (২:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৮:৯ নাজাত কর ... দোয়া কর। আল্লাহ্‌র প্রধান দুটি কাজ যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর লোকদের মঙ্গল সাধন করে থাকেন। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সময়ে তিনি তাঁর লোকদেরকে নাজাত বা উদ্ধার করে থাকেন। তিনি প্রতি দিন তাঁর লোকদের জীবনকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য তাদেরকে দোয়া করে থাকেন।

নিজের অধিকার। দ্বি.বি. ৯:২৯ আয়াত দেখুন।

পালন কর। ভূমিকা দেখুন; এর সাথে দেখুন ৮০:১; ইশা ৪০:১১; ইয়ার ৩১:১০; উযা ৩৪ অধ্যায়; মিকাহ্ ৫:৪ এবং জবুর ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। এই মুনাজাতের উত্তর – সর্ব শেষ ও পূর্ণ উত্তর – এসেছে "উত্তম পালকের" পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে (ইউহোন্না ১০:১১, ১৪)।

জবুর ২৯ অধ্যায়। সৃষ্টির অধিকর্তার প্রশংসা গজল, যাঁর মহিমা ভূমধ্যসাগরের জলীয় বাষ্প থেকে সৃষ্ট মেঘদলের ভেতরে রণিত বজ্রপাতে প্রতিধ্বনিত হয় ("বিপুল জলরাশি," আয়াত ৩)। তা আসমান পর্যন্ত ছাপিয়ে ওঠে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তা বিস্তার পায় লেবাননের এরস বন থেকে (আয়াত ৫-৬) উত্তরাঞ্চলে কাদেশের বনাঞ্চলের আরও উপরিভাগে পার্বত্য নদী পর্যন্ত (আয়াত ৮)। মাবুদের মহিমা শুধু যে সৃষ্টি কর্মের মধ্যেই দৃষ্টিগোচর হয় তা নয় (১৯:১-৬; উক্ত অধ্যায়ের নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ১০৪ অধ্যায়ও দেখুন)। সৃষ্টজগতের সবচেয়ে মহান সৃষ্টিতে তা বাঙময় হয়ে ওঠে। প্রাচীনকালে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির সবচেয়ে ভয়ঙ্কর যে নিদর্শন মানুষ অনুভব করেছিল তা হচ্ছে ভূমিকম্প, বিপুল শক্তিশালী জলোচ্ছাস এবং তীব্র ঘূর্ণিঝড়। মাবুদ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র উদ্দেশে গাওয়া এই গজলটি কেনানীয়দের বাল দেবতার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য হিসেবেও রূপ লাভ করেছে, কারণ বাল দেবতাকে ধরা হত বজ্রের দেবতা (৩১:৬ আয়াত দেখুন)। জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের এই বিশেষ অংশে এই ২৯ অধ্যায়টিকে দেখা যেতে পারে বিশেষ ক্রান্তিলগ্ন হিসেবে (জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই অধ্যায়ের ভূমিকা অনেকটা জবুর ১৯ অধ্যায়ের সাথে মিলে যায় (জবুর ১৫-২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। মুনাজাত ও প্রশংসার মধ্যে যারা জবুর শরীফের কালাম নিয়ে ধ্যান করেন তাদেরকে এটি মনে করিয়ে দেয় যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ সব সময় তাদের সাথে সাথে আছেন। সমস্ত সৃষ্টিকর্ম তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে, তাঁর প্রতি ভক্তি ও প্রশংসায় আমাদেরকে উদ্বেলিত করে তোলে (আয়াত ১-২), একই সাথে তিনি তাঁর লোকদের সাথে যে অনুগ্রহ প্রকাশ করে থাকেন তার কথাও মনে করিয়ে দেয় (আয়াত ১১) এবং তাঁর কাছে আমাদের মুনাজাত ফরিয়াদ আকারে উপস্থাপন করার জন্য আহ্বান জানায়। প্রথম দুই আয়াতে ভূমিকা ও শেষ দুই আয়াতে উপসংহার টানা হয়েছে, যার মাঝে রয়েছে সাতটি মধ্যবর্তী আয়াত। ভূমিকা ও উপসংহার উভয় স্থানে ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ নামটি মোট চারবার উচ্চারণ করা হয়েছে। এই গজলের মূল অংশে শব্দটি পাওয়া যায় ১০ বার। "মাবুদের কণ্ঠস্বর" কথাট কেবল মাত্র ৩-৯ আয়াতেই সাত বার দেখা যায়, যাকে আল্লাহ্‌র সাতটি বজ্রনাদ বলে অভিহিত করা হয়। (সাত সংখ্যাটি কিতাবুল মোকাদ্দসে পূর্ণতার সংখ্যা হিসেবে আখ্যাত।)

২৯:১-২ আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগতের সমস্ত জীবিত সত্তাকে (১ আয়াতের নোট দেখুন) মাবুদের এবাদত করার জন্য আহ্বান করা হচ্ছে – বায়তুল মোকাদ্দসের নির্ধারিত এবাদত প্রণালীর অনুকরণে এই আহ্বান জানানো হয়েছে (৯৬:৭-৯; ১ খান্দান ১৬:২৮-২৯ আয়াত দেখুন)।

২৯:১ বেহেশতী সত্তাগুলো। এখানে আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে "আল্লাহ্‌র সন্তানেরা"। সম্ভবত এখানে ফেরেশতাদের কথাই বলা হয়েছে (১০৩:২০; ১৪৮:২; আইউব ১:৬; ২:১; ইশা ৬:২ আয়াত দেখুন), কিংবা হতে পারে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে যাদেরকে লোকেরা বোকার মত দেবতা বলে মনে করে থাকে, যেমনটা জবুর ৯৭ অধ্যায়ে দেখা যায় (৯৭:৭ আয়াত দেখুন), যার সাথে এই অধ্যায়ের বিষয়বস্তুগত বেশ মিল পাওয়া যায়। একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌কেই বেহেশতী বাদশাহ্‌র মর্যাদা দেওয়া সম্ভব।

২৯:২ তাঁর নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

পবিত্র শোভা। এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দটি বেশ জটিল, কিন্তু এই অনুবাদে সহজভাবে কথাটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। (এর সাথে ৯৬:৯; ১১০:৩; ১ খান্দান ১৬:২৯; ২ খান্দান ২০:২১ আয়াত দেখুন)। তবে এখানে আল্লাহ্‌র নিজের কথা বলা হয়েছে, না কি তাঁর পবিত্র এবাদতখানার কথা, না কি আল্লাহ্‌র কাছে উপস্থিত হওয়ার আগে ইমামদের যে পোশাক পরার কথা

৩ পানির উপরে মাবুদের কণ্ঠস্বর;
গৌরবান্বিত আল্লাহ্ বজ্রনাদ করছেন,
মাবুদ বিপুল জলরাশির উপরে বিদ্যমান।
৪ মাবুদের কণ্ঠস্বর শক্তিবিশিষ্ট;
মাবুদের কণ্ঠস্বর মহিমান্বিত।
৫ মাবুদের কণ্ঠস্বর এরস গাছ ভেঙ্গে ফেলছে;
মাবুদই লেবাননের এরস গাছ খণ্ড-বিখণ্ড করছেন।
৬ তিনি গরুর বাছুরের মত তাদেরকে নাচাচ্ছেন,
লেবানন ও শিরিয়োনকে বন্য ষাঁড়ের বাচ্চার মত নাচাচ্ছেন।
৭ মাবুদের কণ্ঠস্বরে আসমানে বিদ্যুতের ঝলকানী সৃষ্টি হয়।
৮ মাবুদের কণ্ঠস্বর মরুভূমিকে কম্পমান করছে;
মাবুদ কাদেশের মরুভূমিকে কম্পমান করছেন।
৯ মাবুদের কণ্ঠস্বর হরিণীদেরকে প্রসব করাচ্ছে,
বনরাজিকে পত্রহীন করাচ্ছে;
আর তাঁর বায়তুল মোকাদ্দসে সবাই বলছে,
"আল্লাহ্র গৌরব।"
১০ মহাবন্যার উপরে মাবুদই বাদশাহ্;
মাবুদ চিরকালের তরে বাদশাহ্র সিংহাসনে বসেছেন।
১১ মাবুদ নিজের লোকদের বল দেবেন;
মাবুদ তাঁর লোকদের শান্তি দিয়ে দোয়া করবেন।

[২৯:৫] কাজী ৯:১৫।
[২৯:৬] দ্বি.বি. ৩:৯।
[২৯:৭] প্রকা ৮:৫।
[২৯:৮] শুমারী ১৩:২৬; ২০:১।
[২৯:৯] আমোস ২:৯।
[২৯:১০] পয়দা ৬:১৭।
[২৯:১১] লেবীয় ২৬:৬।

জবুর ৩০

কাওয়ালী। গৃহ প্রতিষ্ঠার গজল। হযরত

তার কথা বলা হচ্ছে সে বিষয়টি অস্পষ্ট। ১১০:৩ আয়াতে প্রায় একই ধরনের একটি হিব্রু শব্দের অনুবাদ করা হয়েছে "পবিত্র শোভা", যা এই শব্দের একমাত্র সমার্থক ব্যবহার বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু হিব্রু টেক্সট এবং ২ খান্দান ২০:২১ আয়াতের প্রেক্ষাপট বলে যে, এই শব্দের অর্থ "আল্লাহ্র পবিত্রতার শোভা"।

২৯:৩-৯ পানির উপরে ... গৌরবান্বিত আল্লাহ্ বজ্রনাদ করছেন। ৬৮:৪, ৩৩ আয়াত দেখুন। সৃষ্টির অপার শক্তির প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে ইসরাইলের মহান আল্লাহ্র মহিমা ও গৌরব প্রকাশ পায়।

২৯:৫ লেবাননের এরস গাছ। মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে দামী ও অভিজাত কাঠের গাছ (সোলায়মানের গজল ৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

২৯:৬ তাদেরকে নাচাচ্ছেন। ১১৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

২৯:৯ বায়তুল মোকাদ্দস। জবুর ২৩-২৮ অধ্যায়ের প্রাথমিক বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সম্ভবত এখানে জেরুশালেমের এবাদতখানার কথা বোঝানো হয়েছে কিংবা আল্লাহ্র বেহেশতী এবাদতখানার কথা বোঝানো হয়েছে, যেখানে তাঁর বেহেশতী সিংহাসন অবস্থিত (২:৪; ১১:৪; ১১৩:৫; ইশা ৬:১; ৪০:২২ আয়াত দেখুন), কারণ তিনিই সমস্ত সৃষ্ট জগতের মাবুদ আল্লাহ্। কিন্তু সম্ভবত এখানে সমগ্র সৃষ্টি জগতকেই আল্লাহ্র এবাদতখানা তথা বায়তুল মোকাদ্দস নামে অভিহিত করা হয়েছে (২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন)। সেক্ষেত্রে "সবাই" কথাটি দিয়ে আক্ষরিক অর্থেই দুনিয়ার সকলকে বোঝানো হয়েছে। দুনিয়ার প্রত্যেকটি প্রাণী চিৎকার করে আল্লাহ্র গৌরব ঘোষণা করছে (১৫০:৬)।

২৯:১০-১১ মাবুদ আল্লাহ্র একচ্ছত্র ও চিরস্থায়ী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে তাঁর লোকদের পরিপূর্ণ নাজাত এবং অবিমিশ্রিত অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ যখন দুনিয়াতে সর্বময় শান্তি ও সুখ বিরাজ করে এবং সেই আনন্দপূর্ণ পরিবেশে কোন হুমকি বাধা হয়ে দাঁড়ায় না।

২৯:১০ মহাবন্যার উপরে মাবুদই ... বাদশাহ্র সিংহাসনে বসেছেন। তিনি এমন এক বাদশাহ্ যিনি তাঁর মুখের কথায় এই সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে শূন্য অবস্থা থেকে সৃষ্টি করেছেন (পয়দা ১:২, ৬-১০)।

জবুর ৩০ অধ্যায়। একটি প্রশংসা গজল যাতে সমবেত জনতার সাথে মৃত্যু থেকে উদ্ধার এবং রোগ থেকে সুস্থতা লাভের জন্য মাবুদের প্রশংসা ও এবাদত করা হয়েছে ("তুমি আমাকে সুস্থ করলে," আয়াত ২; ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর ২৮ অধ্যায়ের সাথে এর সম্পর্ক নির্ণয় করার জন্য উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এই গজলটির বিভিন্ন পঙ্ক্তিতে আল্লাহ্র এবাদত ও প্রশংসা করার ওয়াদা রয়েছে (আয়াত ১, ১২ দেখুন)।

৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১৮; ৪৫-৪৬; ৪৮; ৬৫-৬৮; ৭৫-৭৬; ৮৩; ৮৭-৮৮; ৯২; ১০২ আয়াতের শিরোনাম দেখুন। এর সাথে রয়েছে আরোহণ সঙ্গীত (জবুর ১২০-১৩৪ অধ্যায়)।

গৃহ প্রতিষ্ঠার গজল। অর্থাৎ দাউদের গৃহ প্রতিষ্ঠার গজল। এখানে "হযরত দাউদের" কথাটি দিয়ে যদি লেখকত্ব বোঝানো হয় তাহলে এই গজলটির কথাই সম্ভবত ১ খান্দান ২১:১–২২:৬ আয়াতে লেখা হয়েছে। ১ খান্দান ২২:১-৬ আয়াতে বাদশাহ্ দাউদ এবাদতখানার জমি ও তা নির্মাণের জন্য সমস্ত সামগ্রী মুনাজাতের মধ্য দিয়ে উৎসর্গ করেছিলেন। সেই সাথে তিনি বোধহয় চেয়েছিলেন বায়তুল মোকাদ্দসের উৎসর্গের সময় তিনি এই ৩০ অধ্যায়ের গজলটি গাইবেন। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে ২-৩ আয়াতে ১ খান্দান ২১:১৭-৩০ আয়াতে উল্লিখিত দাউদের সমস্যাজনক পরিস্থিতির কথা বোঝানো হয়েছে। ৫ আয়াতে উল্লিখিত "অনুগ্রহ" বলতে ১ খান্দান ২১:১৩ আয়াতের "করুণা" বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। এছাড়া ৬ আয়াতে বলা হয়েছে তিনি সুবিশাল সৈন্যবাহিনীর উপরে পূর্ণ আস্থা স্থাপন করে ভুল করেছেন (১ খান্দান ২১:১-৮ আয়াত দেখুন)। পরবর্তীতে এই গজলটি ইসরাইল জাতির বন্দীদশার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে। ইহুদী লিটার্জির সময়কাল অনুসারে তালমুদীয় যুগের হানুক্কাহ্র সময়কার বলে নির্ণয় করা যায়, যা ছিল এ্যান্টিওকাস এপিফানিস (১৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এর ধ্বংস সাধনের পর যুডাস ম্যাকাব্বিয়াস কর্তৃক আবারও বায়তুল মোকাদ্দস পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার উপলক্ষ্যে আয়োজিত বিশেষ আনন্দ অনুষ্ঠান (১৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। কাজেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে জনসাধারণের মধ্যে ব্যবহৃত হওয়ার কারণে এই গজলটিতে যেখানে "আমি" বলা হয়েছে সেই অংশগুলো মূলত "আমরা" অর্থে পাঠ করা প্রয়োজন। পুরাতন নিয়মে জন সমাগমে সাধারণত এভাবেই পাক কিতাব পাঠ করা হত।

দাউদের।
১ হে মাবুদ, আমি তোমার প্রশংসা করবো,
কেননা তুমি আমাকে উঠিয়েছ,
আমার দুশমনদেরকে আমার বিষয়ে আনন্দ
করতে দাও নি।
২ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্,
আমি তোমার কাছে আর্তনাদ করলাম,
আর তুমি আমাকে সুস্থ করলে।
৩ হে মাবুদ, তুমি পাতাল থেকে আমার প্রাণ
উত্তোলন করেছ,
তুমি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছ, যেন গর্তে নেমে
না যাই।
৪ হে মাবুদের ভক্ত সেবাকারীরা,
তাঁর উদ্দেশে কাওয়ালী কর,
তাঁর পবিত্র নামের শুকরিয়া কর।
৫ কেননা তাঁর ক্রোধ নিমেষমাত্র থাকে,
তাঁর অনুগ্রহেতেই জীবন;
সন্ধ্যাবেলা কান্নাকাটি মেহমানরূপে আসে,
কিন্তু খুব ভোরে আনন্দ উপস্থিত হয়।
৬ আমার সুখাবস্থায় আমি বলেছিলাম,
আমি কখনও বিচলিত হব না।
৭ হে মাবুদ, তুমি তোমার অনুগ্রহেই আমার
পর্বত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলে;
যখন তুমি মুখ লুকালে, আমি ভীষণ ভয়
পেলাম।
৮ হে মাবুদ, আমি তোমাকেই ডাকলাম,
মাবুদেরই কাছে ফরিয়াদ করলাম।
৯ কূপে নামলে আমার লাভ কি যদি তার মধ্যে
আমার মৃত্যু থাকে?
ধূলি কি তোমার প্রশংসা করবে?
তোমার বিশ্বস্ততা কি তবলিগ করবে?
১০ শোন, হে মাবুদ, আমাকে রহম কর;
মাবুদ আমার সহায় হও।
১১ তুমি আমার মাতম নৃত্যে পরিণত করেছ;

[৩০:১] আইউ ১১:৮; ইশা ১৪:১৫।
[৩০:২] শুমারী ১২:১৩।
[৩০:৩] মেসাল ১:১২; ইশা ৩৮:১৭; ইউ ২:৬।
[৩০:৪] হিজ ৩:১৫।
[৩০:৫] ২শামু ১৫:৩০; ইয়ার ৩১:১৬।
[৩০:৬] আইউ ২৯:১৮।
[৩০:৭] দ্বি.বি. ৩১:১৭।
[৩০:৯] আইউ ৩৩:১৮।
[৩০:১১] ২শামু ৩:৩১।

৩০:১-৩ প্রশংসার সূচনালগ্নে ভূমিকা দানকারী ঘোষণা।

৩০:১ কেননা তুমি আমাকে উঠিয়েছ। এখানে ওঠানো বলতে গর্ত থেকে বা পাতাল থেকে ওঠানো বোঝানো হয়েছে, যাকে তুলনা করা হয়েছে মানুষের জীবনের চরম দুর্দশাগ্রস্ত সময়ের সাথে। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এই অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে (৬৯:২, ১৫; ৭১:২০; ৮৮:৬; ১৩০:১; মাতম ৩:৫৫; ইউনুস ২:২)। এই গর্ত বা পাতালের বিবরণকে অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর সংযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়, যেমন এখানে বলা হয়েছে শিয়োল বা পাতাল ("মৃতদের রাজ্য,"আয়াত ৩) এবং গর্ত (আয়াত ৩), যা একসাথে বিশেষ কিছু অর্থ ব্যক্ত করে; যেমন: নীরবতা (৩১:১৭; ৯৪:১৭; ১১৫:১৭; ১ শামু ২:৯), অন্ধকার (৮৮:৬, ১২; ১৪৩:৩; আইউব ১০:২১-২২; ১৭:১৩; হেদায়েত ৬:৪; মাতম ৩:৬), ধ্বংস (আয়াত ৯; ১৮:৪; ৫৫:২৩), ক্ষয় (৮৮:১১; ইশা ৩৮:১৭; হোসিয়া ১৩:১৪); ধুলা (আয়াত ৯; ৭:৫; ২২:১৫, ২৯; আইউব ১৭:১৬; ৪০:১৩; ইশা ২৬:১৯; ২৯:৪), পঙ্কময় ভূমি (৪০:২; ৬৯:২, ১৪), বিনাশের গর্ত (৪০:২) এবং কাদা (৪০:২; আইউব ৩০:১৯)। এছাড়া ৪৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার দুশমনদেরকে ... আনন্দ করতে দাও নি। জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৩০:৩ পাতাল। অর্থাৎ মৃতদের রাজ্য। রূপকার্থে এখানে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা লাভের কথা বোঝানো হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ১৮:৫; ইউনুস ২:২ আয়াতে।

গর্ত। ২৮:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:৪-৫ সমবেত এবাদতকারীদেরকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য বিশেষ আহ্বান (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:৪ মাবুদের ভক্ত। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

তাঁর পবিত্র নাম। আক্ষরিক অর্থে "স্মরণীয়" বা "প্রসিদ্ধ" বোঝানো হয়েছে (৯৭:১২; ১৩৫:১৩; ইশা ২৬:৮; হোসিয়া ১২:৫)। হিব্রু প্রতিশব্দটি হিজ ৩:১৫ আয়াতের কথা মনে করিয়ে দেয় এবং সেই সাথে আল্লাহ্ ইসরাইল জাতির ইতিহাসে যে সমস্ত আশ্চর্য কাজ করেছেন, তার সাথে সম্পৃক্ত তাঁর নামগুলোকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

৩০:৫ ক্রোধ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

নিমেষমাত্র থাকে। ইশা ৫৪:৭ আয়াত দেখুন।

সন্ধ্যাবেলা ... মেহমানরূপে আসে। রূপকার্থে এখানে বোঝানো হয়েছে একজন অতিথি কেবল একটি রাত যাপনের জন্য আসে।

৩০:৬-১০ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপূর্ণ উদ্ধারের বিধৃত সঙ্কলন।

৩০:৬-৭ সুরক্ষিত অবস্থায় থেকে তিনি অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিলেন, ভুলে গিয়েছিলেন কার অনুগ্রহে তিনি তাঁর পর্বত স্থাপন করেছেন, কিন্তু মাবুদ তাঁকে তা মনে করিয়ে দিয়েছেন।

৩০:৬ আমি কখনও বিচলিত হব না। দুষ্টেরা যেভাবে কথা বলে তিনিও সেভাবে কথা বলেছিলেন (১০:৬ আয়াত দেখুন), আর এ কারণেই তিনি মাবুদের ধার্মিক ব্যক্তি হওয়ার সেই অনুগ্রহ হারিয়েছিলেন (১৫:৫ আয়াত দেখুন)।

বিচলিত। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:৭ আমার পর্বত দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছিলে। সম্ভবত এখানে দাউদের পর্বত দুর্গ সিয়োনের কথা বলা হয়েছে; কিংবা এখানে পর্বত বলতে হয়তো রূপকার্থে বাদশাহ্ দাউদের শৌর্য বীর্য, বীরত্ব ও খ্যাতির প্রতীকী পর্বতের কথা বোঝানো হয়েছে, যার চূড়ায় বসে তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে সুরক্ষিত জীবন যাপন করছিলেন।

তুমি মুখ লুকালে। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩০:৮-১০ সমস্ত শক্তি চূর্ণ হওয়ার কারণে দাউদের আত্মবিশ্বাস একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। মৃত্যুর দোরগোড়ায় এসে তিনি কাতর স্বরে আল্লাহ্‌কে ডাকছিলেন।

৩০:৯ ৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমার বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ তোমার চুক্তির ওয়াদার প্রতি বিশ্বস্ততা।

৩০:১১-১২ আল্লাহ্ এই ফরিয়াদের উত্তর দিলেন এবং দাউদ চিরকাল আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য প্রতিজ্ঞা করলেন (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। নৃত্য ও আনন্দ মাতম ও শোকের চট সরিয়ে দিয়েছে, যেন আল্লাহ্‌র অনুগ্রহপূর্ণ কাজের জন্য নীরবতা নয়, প্রশংসাপূর্ণ গজল গাওয়া যায়।

৩০:১১ চট। কালচে তন্তুজাতীয় মোটা কাপড় (ইশা ৫০:৩; প্রকাশিত ১১:৩ আয়াতের নোট দেখুন), যা সাধারণত ছাগলের

তুমি আমার শোকের চট খুলে আমাকে
আনন্দের পোশাক পরিয়েছ,
১২ যেন আমি তোমার প্রশংসা গান করি, নীরব
না থাকি।
হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্,
আমি চিরকাল তোমার প্রশংসা করবো।

জবুর ৩১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ হে মাবুদ, আমি তোমারই আশ্রয় নিয়েছি;
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে দিও না;
তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর।
২ আমার দিকে কান দাও;
আমাকে উদ্ধার করতে তাড়াতাড়ি এসো;
আমার আশ্রয়-শৈল হও,
আমার নিস্তারের জন্য দুর্গগৃহ হও।
৩ কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার দুর্গ;
তাই তোমার নামের অনুরোধে
আমাকে পথ দেখিয়ে গমন করাও।
৪ আমাকে সেই জাল থেকে উদ্ধার কর,
যা লোকে আমার জন্য গোপনে পেতেছে,
কেননা তুমিই আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৫ আমি তোমার হাতে আমার রূহ্ তুলে দিই;
হে মাবুদ, সত্যের আল্লাহ্, তুমি আমাকে মুক্ত করেছ।
৬ যারা অসার মূর্তি মানে, তাদের আমি ঘৃণা করি;
আর আমি মাবুদের উপর নির্ভর করি।
৭ আমি তোমার অটল মহব্বতে উল্লাস ও আনন্দ করবো,
কেননা তুমি আমার দুঃখ দেখেছ,
তুমি দুর্দশাকালে আমার প্রাণের তত্ত্ব নিয়েছ।
৮ তুমি আমাকে দুশমনদের হাতে তুলে দাও নি,
প্রশস্ত ভূমিতে আমার চরণ স্থাপন করেছ।
৯ হে মাবুদ, আমাকে রহম কর, কেননা আমি
বিপদগ্রস্ত;

[৩০:১২] প্রকা ১১:১৭।
[৩১:১] জবুর ৭:১।
[৩১:২] হিজ ২:১৭।
[৩১:৩] জবুর ১৮:২।
[৩১:৪] ১শামু ২৮:৯; আইউ ১৮:১০।
[৩১:৫] লূক ২৩:৪৬; প্রেরিত ৭:৫৯।
[৩১:৬] দ্বি.বি. ৩২:২১।
[৩১:৭] জবুর ২৫:১৭; লূক ২২:৪৪।
[৩১:৮] দ্বি.বি. ৩২:৩০।
[৩১:৯] জবুর ৪:১।

চামড়া দিয়ে তৈরি করা হত এবং সাধারণত তা দিয়ে ছালা বা বস্তা তৈরি করা হত। শোকের প্রতীক হিসেবে এই চট পোশাক আকারে পরা হত (৩৫:১৩; ৬৯:১১ আয়াত দেখুন; পয়দা ৩৭:৩৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩০:১২ আমি তোমার প্রশংসা গান করি। আক্ষরিক অর্থে বোঝানো হয়েছে, আমার অন্তর তোমার প্রশংসা গান করে (৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৩১ অধ্যায়। দাউদের বিরুদ্ধে অত্যন্ত শক্তিশালী চক্রান্ত হওয়ার কারণে তাঁর সমস্ত বন্ধু ও প্রিয়জন তাঁকে ত্যাগ করেছিল। এমন পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তিনি এই মুনাজাত করেছেন। লূক ২৩:৪৬ আয়াত অনুসারে ক্রুশের উপরে পেরেকে বিদ্ধ অবস্থায় প্রভু ঈসা মসীহ্ জবুর ৩১:৫ আয়াত থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছিলেন। এ কারণেই যারা ঈসায়ী বিরোধী শক্তির কারণে কষ্ট ও নির্যাতন ভোগ করবে তারা এই অধ্যায়টি পাঠ করলে নতুন দিশা খুঁজে পাবে ও সান্ত্বনা পাবে (প্রেরিত ৭:৫৯; ১ পিতর ৪:১৯ আয়াত দেখুন)। জবুর শরীফের অন্য আর কোন গজলে মানবীয় বিরোধী শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্‌র প্রতি এমন অটল বিশ্বাসের নিদর্শন দেখা যায় না। ৯-১৮ আয়াত হচ্ছে অধ্যায়টির মুনাজাতের প্রাণকেন্দ্র, যার আগে এবং পরে নয়টি হিব্রু পঙ্‌ক্তি রয়েছে, যাতে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্বাসের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে (১৪ আয়াত দেখুন)। অধ্যায়ের একেবারে মাঝের আয়াত হচ্ছে ১৩ আয়াত, যেখানে মুনাজাতের মূল বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই অধ্যায়ের সাথে জবুর ২৭ অধ্যায়ের সংযুক্তি দেখার জন্য উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৩১ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৩১:১-৫ বিশ্বস্ত আশ্রয় মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে প্রারম্ভিক আবেদন।

৩১:১ ধর্মশীলতা। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:২ শৈল। ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৩ তোমার নামের অনুরোধে। আক্ষরিক অর্থে, "তোমার নামের দোহাই"। আল্লাহ্‌র গোলাম দুশমন দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র সম্মানও এখন প্রশ্নের সম্মুখীন (২৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

পথ দেখিয়ে গমন করাও। একজন মেষপালকের মত (২৩:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৪ সেই জাল ... যা লোকে আমার জন্য গোপনে পেতেছে। তাঁর শত্রুরা এই জাল পেতে রেখেছে (১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৫ আমি তোমার হাতে আমার রূহ্ তুলে দিই। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতার নাটকীয় স্বীকারোক্তি, যা প্রভু ঈসা মসীহ্ লূক ২৩:৪৬ আয়াতে পুনরুক্তি করেছিলেন।

তুলে দিই। আক্ষরিক অর্থে "সমর্পণ করা" বোঝায় (যেমন ইয়ার ৩৬:২০ আয়াতে বলা হয়েছে)। এখানে আল্লাহ্‌র হাতে তুলে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিপালনের অধীনে সমর্পণ করা বোঝানো হয়েছে (লেবীয় ৬:৪; ১ বাদশাহ্ ১৪:২৭ আয়াত দেখুন)।

আমার রূহ্। অর্থাৎ তাঁর জীবন। *সত্যের আল্লাহ্।* বিশ্বস্ত ও আস্থাভাজন আল্লাহ্ (৩০:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৬-৮ মাবুদের উপরে বিশ্বস্ততার সাথে আনুগত্য প্রকাশের স্বীকারোক্তি। অতীতে শত্রুর হাতে আক্রান্ত দাউদকে আল্লাহ্ যখন উদ্ধার করেছিলেন সেই ঘটনাগুলোকে তিনি স্মরণ করছেন।

৩১:৬ ঘৃণা। তাদের সাথে যে তিনি সম্পৃক্ত নন সে কথা বলছেন।

যারা অসার মূর্তি মানে। ইউনুস ২:৮ আয়াত দেখুন। আমি মাবুদের উপর নির্ভর করি। আক্ষরিক অর্থে "দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা" বোঝায় (অর্থাৎ সাহায্য কামনা করা; ৫৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:৭ অটল মহব্বত। ১৬, ২১ আয়াত দেখুন। এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

প্রাণ। ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৮ প্রশস্ত ভূমি। ১৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:৯-১৩ দাউদের দুর্দশার বর্ণনা এখানে দেওয়া হয়েছে: তিনি শারীরিক ও মানসিকভাবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছেন (৯-১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২২:১৪-১৫ আয়াত দেখুন); তাঁর সব বন্ধুরা ও প্রিয়জনেরা তাঁকে ভাঙ্গা মাটির পাত্রের মত ফেলে

মনোদুঃখে আমার নয়ন, প্রাণ ও দেহ শীর্ণ হচ্ছে।
১০ কারণ শ্রান্তিতে আমার জীবন
ও দীর্ঘ নিশ্বাসে আমার বয়স অতিবাহিত হল,
আমার অপরাধের দরুন আমার শক্তি লোপ পাচ্ছে,
আর আমার অস্থি শীর্ণ হল।
১১ আমার সকল দুশমন কাছে আমি নিন্দাস্পদ,
আমার প্রতিবেশীদের কাছে অতিশয় নিন্দাপাত্র,
ও আমার পরিচিতদের কাছে ভয়ঙ্কর হয়েছি;
পথে আমাকে দেখে লোকেরা পালিয়ে গেছে।
১২ মৃত ব্যক্তির মত লোকে আমাকে ভুলে গেছে,
আমি নষ্ট হয়ে যাওয়া পাত্রের মত হলাম।
১৩ কেননা আমি অনেকের কৃত অপবাদ শুনেছি,
চারদিকেই ভয়;
তারা আমার বিরুদ্ধে একত্র হয়ে মন্ত্রণা করেছে।
আমার প্রাণনাশ করার সঙ্কল্প করেছে।
১৪ কিন্তু, হে মাবুদ, আমি তোমার উপরে নির্ভর করলাম;
আমি বললাম, তুমিই আমার আল্লাহ্।
১৫ আমার সময়গুলো তোমার হাতে রয়েছে;
আমার দুশমনদের হাত থেকে, আমার তাড়নাকারীদের থেকে,
আমাকে উদ্ধার কর।

[৩১:১০] জবুর ৬:৬।
[৩১:১১] দ্বি.বি. ৩০:৭; জবুর ৩:৭; ২৫:১৯; ১০২:৮।
[৩১:১৩] পয়দা ৩৭:১৮; মথি ১২:১৪।
[৩১:১৪] জবুর ৪:৫।
[৩১:১৬] শুমারী ৬:২৫।
[৩১:১৭] ১শামু ২:৯; জবুর ৯৪:১৭; ১১৫:১৭।
[৩১:১৮] ১শামু ২:৩; বিচার ১:১৫।
[৩১:১৯] জবুর ২৭:১৩; রোমীয় ১১:২২।
[৩১:২০] পয়দা ৩৭:১৮।
[৩১:২১] ১শামু ২৩:৭।

[৩১:২২] আইউ ৬:৯; ১৭:১; জবুর ৩৭:৯; ৮৮:৫; ইশা ৩৮:১২।

১৬ তোমার গোলামের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর,
তোমার অটল মহব্বতে আমাকে নিস্তার কর।
১৭ হে মাবুদ, আমাকে লজ্জিত হতে দিও না,
কেননা আমি তোমাকে ডেকেছি;
দুষ্টরা লজ্জিত হোক, পাতালে নীরব হোক।
১৮ সেই মিথ্যাবাদী সমস্ত ওষ্ঠাধর বোবা হোক,
যারা ধার্মিকের বিপক্ষে অহংকারের কথা বলে,
অহঙ্কার ও তুচ্ছজ্ঞান সহকারে বলে।
১৯ আহা! তোমার দেওয়া মঙ্গল কেমন মহৎ,
যা তুমি তোমার ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করেছ,
তোমার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণকারীদের পক্ষে সাধন করেছ,
আর তা করেছ সকলের সাক্ষাতে।
২০ তুমি মানুষের কুমন্ত্রণা থেকে তাদেরকে
তোমার উপস্থিতির অন্তরালে সঙ্গোপনে রাখবে,
জিহ্বাগুলোর বিরোধ থেকে তাদেরকে
আশ্রমের মধ্যে লুকিয়ে রাখবে।
২১ মাবুদ ধন্য হোন, কেননা তিনি দৃঢ় নগরে
আমার প্রতি আশ্চর্য অটল মহব্বত প্রকাশ করলেন।
২২ আমি অধৈর্য হয়ে বলেছিলাম,
আমি তোমার নয়নগোচর থেকে বিচ্ছিন্ন,
কিন্তু তোমার উদ্দেশে আর্তনাদ করলে

রেখে চলে গেছেন (আয়াত ১১-১২ দেখুন); কারণ তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুরা সুকৌশলে কঠিন চক্রান্ত করেছে (আয়াত ১৩)।

৩১:৯ মনোদুঃখে আমার নয়ন ... শীর্ণ হচ্ছে। ১৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রাণ। ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১০ অস্থি। ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১১-১২ প্রাচীনকালে আল্লাহ্ যখন কারও দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন তখন তার বন্ধু ও প্রিয়জনেরা সেই ব্যক্তিকে ত্যাগ করে চলে যাওয়াটা ছিল খুব সাধারণ একটি বিষয় (৩৮:১১; ৪১:৯; ৬৯:৮; ৮৮:৮, ১৮; আইউব ১৯:১৩-১৯; ইয়ার ১২:৬; ১৫:১৭)।

৩১:১৩ অনেকের কৃত অপবাদ শুনেছি। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

চারদিকেই ভয়। ইয়ার ৬:২৫; ২০:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৪-১৮ মাবুদ আল্লাহ্র উপরে দাউদের নির্ভরতা অটল। শক্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর একমাত্র প্রতিরোধ হচ্ছে মাবুদের প্রতি তাঁর ঈমান এবং তাঁর ধর্মময় বিচারের প্রতি আস্থা।

৩১:১৪ এর সাথে ২২ আয়াতের তুলনা করুন।

৩১:১৫ আমার সময়গুলো তোমার হাতে রয়েছে। দাউদের জীবনের সমস্ত ঘটনা এবং খুঁটিনাটি বিষয় মাবুদের গোচরে রয়েছে।

৩১:১৬ তোমার গোলামের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৭-১৮ দুষ্টরা লজ্জিত হোক ... বোবা হোক। ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৮ মিথ্যাবাদী সমস্ত ওষ্ঠাধর। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

ধার্মিক। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩১:১৯-২০ আল্লাহ্র উদ্ধারকারী শক্তির প্রতি অটল ঈমান (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:১৯ তোমার ভয়কারীদের জন্য সঞ্চয় করেছ। দাউদ তাঁর জীবন আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করেছেন, যেন আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বস্ত গোলামদের জন্য যে বিশেষ পুরস্কার সঞ্চয় করে রেখেছেন তা তিনি লাভ করেন ("উত্তম বস্তু," হিজ ১৮:৯; শুমারী ১০:২৯, ৩২; দ্বি.বি. ২৬:১১; ইউসা ২৩:১৫; নহিমিয়া ৯:২৫; ইশা ৬৩:৭; ইয়ার ৩৩:৯; এর সাথে দেখুন ইউসা ২১:৪৫; ২৩:১৪, "উত্তম ওয়াদা"; ২ খান্দান ৬:৪১; নহি ৯:২৫, ৩৫; জবুর ২৭:১৩, "মেহেরবানী"; ইয়ার ৩১:১২, ১৪, "মঙ্গলময়তা")।

ভয়। ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

তা করেছ সকলের সাক্ষাতে। এভাবে আল্লাহ্ সকলকে দেখাচ্ছেন তিনি তাঁর বিশ্বস্ত গোলামদের সাথে রয়েছেন, যা তাঁর শত্রুদের প্রতি তাঁর অবস্থান থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত (৮৬:১৭ আয়াত দেখুন)।

৩১:২০ তোমার উপস্থিতির অন্তরালে। ২৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জিহ্বাগুলোর বিরোধ। দেখুন "অপবাদ" (আয়াত ১৩) এবং "মিথ্যাবাদী ওষ্ঠ" (আয়াত ১৮)।

৩১:২১-২২ আসন্ন উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্র প্রতি দাউদের প্রশংসা (১২:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩১:২১ দৃঢ় নগর। আক্ষরিক অর্থে "শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত

তুমি আমার ফরিয়াদ শুনলে।
২৩ হে মাবুদের সমস্ত পবিত্র লোক,
তোমরা তাঁকে মহব্বত কর;
মাবুদ বিশ্বস্ত লোকদেরকে রক্ষা করেন,
কিন্তু অহংকারীকে অনেক প্রতিফল দেন।
২৪ হে মাবুদের অপেক্ষাকারী সকলে, সাহস কর,
তোমাদের অন্তঃকরণ সবল হোক।

জবুর ৩২

হযরত দাউদের। মস্কীল।
১ সুখী সেই ব্যক্তি, যার অধর্ম মাফ হয়েছে,
যার গুনাহ্ আচ্ছাদিত হয়েছে।
২ সুখী সেই ব্যক্তি,
যার পক্ষে মাবুদ অপরাধ গণনা করেন না,
ও যার রূহে প্রবঞ্চনা নেই।

[৩১:২৩] জবুর ১৮:২৫; প্রকা ২:১০।
[৩২:২] ইউ ১:৪৭; প্রকা ১৪:৫।
[৩২:৩] আইউ ৩১:৩৪।
[৩২:৪] ১শামু ৫:৬; আইউ ৯:৩৪।
[৩২:৫] মেসাল ২৮:১৩।
[৩২:৫] লেবীয় ২৬:৪০; ১ইউ ১:৯।
[৩২:৬] জবুর ৬৯:১৩; ইশা ৫৫:৬।
[৩২:৬] ইশা ৪৩:২।

৩ আমি যখন চুপ করেছিলাম,
আমার সমস্ত অস্থি ক্ষয় পাচ্ছিল,
কারণ আমি সমস্ত দিন আর্তনাদ করছিলাম।
৪ কারণ দিনরাত তোমার হাত আমাকে শাস্তি দিচ্ছিল,
আমার সরসতা গ্রীষ্মকালের শুষ্কতায় পরিণত হচ্ছিল।
৫ আমি তোমার কাছে আমার গুনাহ্ স্বীকার করলাম,
আমার অপরাধ আর গোপন করলাম না,
আমি বললাম, "আমি মাবুদের কাছে নিজের অধর্ম স্বীকার করবো,"
তাতে তুমি আমার গুনাহ্র অপরাধ মোচন করলে।

নগর"। এখানে প্রতীকী অর্থে দাউদ যে দুর্দশা ও যন্ত্রণা ভোগ করছিলেন তা বোঝানো হয়েছে।

৩:২২ আমি তোমার নয়নগোচর থেকে বিচ্ছিন্ন। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩:২৩-২৪ আল্লাহ্র লোকদেরকে উৎসাহ দান করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করা হচ্ছে (৬২:৮ আয়াত দেখুন)।

৩১:২৩ মাবুদের সমস্ত পবিত্র লোক। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

বিশ্বস্ত লোক। যারা মাবুদের প্রতি তাদের নৈতিক শুদ্ধতা ও বিশ্বস্ততার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত।

অহংকারী। যারা মাবুদ আল্লাহ্র সামনে নিজেদেরকে নত ও নম্র করতে চায় না। তারা সব সময় নিজেদের খেয়াল খুশি মত চলে এবং আল্লাহ্র বিধান মানে না (যেমন আয়াত ১৮; ১০:২-১১; ৭৩:৬; ৯৪:২-৭; দ্বি.বি. ৮:১৪; ইশা ২:১৭; ইহি ২৮:২, ৫; হোসিয়া ১৩:৬); কিংবা যারা ভিন্ন অসার দেবতাদেরকে মানে (ইয়ার ১৩:৯-১০ আয়াত দেখুন)। এ কারণে "অহংকারী" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় "দুষ্ট" বোঝানো হয়ে থাকে।

জবুর ৩২ অধ্যায়। যারা ধার্মিকতার অন্তর নিয়ে তাদের গুনাহ্ স্বীকার করে এবং আল্লাহ্র বিধান অনুসারে জীবন অতিবাহিত করে, তাদের জন্য আল্লাহ্ যে ক্ষমা ও শান্তি রেখেছেন সে জন্য আনন্দ প্রকাশের গজল। এই গজলটি মূলত এবাদতখানায় সমবেত জনতার মাঝে বাদশাহ্ দাউদ ও আল্লাহ্র মধ্যকার কথোপকথনের লিটার্জি। ১-২ আয়াতে এবং আবারও ১১ আয়াতে বাদশাহ্ দাউদ সমবেত জনতার উদ্দেশে কথা বলেছেন। ৩-৭ আয়াতে তিনি জনসমক্ষে আল্লাহ্কে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন; ৮-১০ আয়াতে মাবুদের একজন ইমাম দাউদকে উদ্দেশ্য করে কথা বলেছেন (তবে ৮-১০ আয়াতের নোট দেখুন)। ঈসায়ীদের মধ্যকার প্রচলিত ধারণা অনুসারে এই গজলটিকে গুনাহ্ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনার গজল হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে (জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের বিশেষ এই অংশটির মধ্যে অধ্যায়টির অবস্থান (জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এ কথা বলে যে, জবুর শরীফের সম্পাদনাকারী চেয়েছেন যেন এই অধ্যায়টি জবুর ২৬ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে (জবুর ২৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম। মস্কীল। এই শব্দটি জবুর ৪২; ৪৪-৪৫; ৫২-৫৫; ৭৪; ৭৮; ৮৮-৮৯; ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনামেও দেখা যায়। হিব্রু এই শব্দটি দিয়ে সম্ভবত এটি বোঝানো হয় যে, এই গজলে খোদায়ী সত্তার উপস্থিতি রয়েছে (দেখুন ১৪:২; ৫৩:২, "বিবেচক কেউ"; ৪১:১, "চিন্তাশীল"; এর সাথে ৪৭:৭ আয়াতও দেখুন, যেখানে শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে "প্রশংসা গজল")।

৩২:১-২ যারা আল্লাহ্র ক্ষমার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে তাদের আনন্দময় জীবনের বর্ণনা।

সুখী ... সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। শব্দটির দ্বিরুক্তির মধ্য দিয়ে এর গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে।

মাফ হয়েছে ... আচ্ছাদিত হয়েছে ... অপরাধ গণনা করেন না। বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে ক্ষমা লাভকারী ব্যক্তিদের জীবনের সুখাবস্থাকে বোঝানো হয়েছে। প্রেরিত পৌলও এই আয়াতগুলোকে ব্যবহার করেছেন, রোমীয় ৪:৬-৮ আয়াত দেখুন।

৩২:২ যার রূহে প্রবঞ্চনা নেই। কেবল যারা আল্লাহ্র কাছে সম্পূর্ণ সৎ তারাই তাঁর ক্ষমা লাভ করবে।

৩২:৩-৫ আল্লাহ্র ক্ষমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। অজ্ঞাত গুনাহ্ থাকলে আল্লাহ্ সব সময় মানুষকে বিশেষভাবে স্পর্শ করতে থাকেন যেন সে তার নিজ গুনাহ্ সম্পর্কে অবগত হয়। তিনি সেই ব্যক্তির জীবনকে নানাভাবে জর্জরিত করতে থাকেন যেন সে মন পরিবর্তন করে ও তাঁর কাছে ফিরে আসে। এখানে গুনাহ্ বা যন্ত্রণার কোন বিশেষ ধরন সম্পর্কে বলা হয় নি, বরং এখানে শারীরিক ও মানসিক বিভিন্ন দুর্দশার মাধ্যমে এ ধরনের ব্যক্তির জীবনের পরিস্থিতি প্রকাশ হয়েছে। তবে অপরাধবোধে ভোগার কারণে নেহায়েত কিছু মানসিক যাতনার কথা বলাটা এই গজলের ক্ষেত্রে খুব একটা মানানসই নয়। বস্তুত শারীরিক যন্ত্রণা, বিশেষ করে অসুস্থতা ব্যবহার করে আল্লাহ্ মানুষকে সংশোধন করতেন (জবুর ৩৮ অধ্যায় দেখুন)।

৩২:৪ আমার সরসতা ... শুষ্কতায় পরিণত হচ্ছিল। আল্লাহ্র শাসনকারী হাতের কারণে দাউদ যেন ক্রমেই গ্রীষ্মের দাবদাহে শুকিয়ে যাওয়া তৃণের মত হয়ে পড়ছিলেন।

৩২:৫ আবারও এখানে দ্বিরুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে (১-২ আয়াতের নোট দেখুন)।

গুনাহ্ ... অধর্ম ... অপরাধ। ৫১:১-২ আয়াত দেখুন; মন্দ চিন্তা ও কাজের জন্য পুরাতন নিয়মে ব্যবহার সবচেয়ে প্রচলিত শব্দগুলো (ইশা ৫৯:১২ আয়াত দেখুন)।

স্বীকার। জবুর ৫১ অধ্যায়; ২ শামু ১২:১৩ আয়াত দেখুন।

৬ সুতরাং যখন তোমাকে পাওয়া যায়,
সমস্ত বিশ্বস্ত লোক তোমার কাছে মুনাজাত করুক,
অবশ্য বিপদের সময়ে, জলরাশির প্লাবন তাদের কাছে আসবে না।
৭ তুমি আমার অন্তরাল,
তুমি সঙ্কট থেকে আমাকে উদ্ধার করবে;
রক্ষাগীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করবে।
সেলা।
৮ আমি তোমাকে বুদ্ধি দেব ও তোমার গন্তব্য পথ দেখাব,
তোমার উপরে দৃষ্টি রেখে তোমাকে পরামর্শ দেব।
৯ তোমরা ঘোড়া ও খচ্চরের মত হয়ো না,
যাদের বুদ্ধি নেই;
বল্‌গা ও লাগাম পরিয়ে তাদেরকে দমন করতে হয়,
নতুবা তারা তোমার কাছে আসবে না।
১০ দুষ্টের অনেক যাতনা হয়;
কিন্তু যে ব্যক্তি মাবুদের উপর নির্ভর করে,
সে অটল মহব্বতে বেষ্টিত হবে।
১১ হে ধার্মিকগণ, মাবুদে আনন্দ কর,
উল্লাস কর;
হে সরলচিত্ত সকলে,

[৩২:৭] কাজী ৯:৩৫।
[৩২:৮] জবুর ২৫:৮।
[৩২:৯] আইউ ৩০:১১;৩৯:১০; ইয়াকুব ৩:৩।
[৩২:১০] জবুর ৪:৫; মেসাল ১৬:২০।
[৩২:১১] জবুর ৬৪:১০।

৩২:৬-৭ মানুষের জীবন যে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই নিরাপদ এই স্বীকারোক্তি।

৩২:৬ যদিও এই আয়াতটি আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহ্‌ স্বীকার হিসেবে পঠিত হয়, তবে সেই সাথে সমবেত এবাদতকারীদের জন্যও এই আয়াতটি গুরুত্বপূর্ণ। দাউদ সকলকে আহ্বান করছেন যেন আল্লাহ্‌কে যখন পাওয়া যায় তখন তারা তাঁর খোঁজ করে, তাঁর কাছে মুনাজাত করে (ইশা ৫৫:৬)। তারা যেন বোকামি করে তাঁর কাছে থেকে দূরে সরে না যায় এবং তাঁর ক্রোধকে জাগিয়ে না তোলে, যা দাউদ করেছেন। যে আল্লাহ্‌ ক্ষমা করেন তিনি এমন একজন আল্লাহ্‌ যাঁর উপরে ভরসা করে নিজের জীবন পরিপূর্ণভাবে বিসর্জন দেওয়া যায় (১৩০:৪ আয়াত দেখুন)।

বিশ্বস্ত। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

জলরাশির প্লাবন। বিপদ বা হুমকির বিশেষ প্রতীক। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের পৌরাণিক প্রাণীর সাথে সম্পর্কিত কাহিনী থেকে এই ধারণা নেওয়া হয়েছে। প্রাচীন অনেক পৌরাণিক কাহিনীতেই এ ধরনের জলরাশি বা জলোচ্ছাসের বর্ণনা পাওয়া যায় (এ ধরনের প্রবল শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক শক্তিকে অনেক সময় একাধিক মাথা বিশিষ্ট দানব হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে; ৭৪:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করার আগেই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্‌ এই জলরাশির উপরে কর্তৃত্ব করে তা নিয়ন্ত্রণ করেছেন। যদিও পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে দুনিয়া সৃষ্টি করার পরে এই জলরাশিকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল, তথাপি তা সব সময়ই মানব জাতির জন্য বিপজ্জনক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে এসেছে। এ কারণে একমাত্র স্থলভাগই মানুষ ও প্রাণীর আবাসের জন্য উপযোগী বলা হয়েছে। কাজেই মানুষের জন্য বিপজ্জনক বা হুমকিস্বরূপ এমন যে কোন কিছুকে জলরাশির প্লাবনের সাথে তুলনা করা হয়। এর সাথে যুক্ত রয়েছে সমুদ্র, কারণ সমুদ্র থেকে জলোচ্ছাসের উৎপত্তি ঘটে এবং তা স্থলভাগকে প্লাবিত করে তোলে। কেনানীয় পুরাণ অনুসারে সমুদ্র এবং মৃত্যু ছিল বাল দেবতার (অর্থাৎ দুনিয়ার "প্রভু") সবচেয়ে বড় দুই দুশমন। এই পৌরাণিক চিত্রকল্প থেকে পুরাতন নিয়মের লেখকেরা বিভিন্নভাবে প্রভাবিত হয়েছেন এবং তাদের রচনায় তা প্রকাশ পেয়েছে, বিশেষ করে বিপদ ও মৃত্যু বোঝানোর ক্ষেত্রে (১৮:৪-৫, ১৬; ৪২:৭; ৬৫:৭; ৭৪:১২-১৪; ৭৭:১৬, ১৯; ৮৯:৯-১০; ৯৩:৩-৪; ১২৪:৪-৫; ১৪৪:৭-৮; আইউব ৭:১২; ২৬:১২; ৩৮:৮-১১; ইশা ৫:৩০; ৮:৭-৮; ১৭:১২-১৪; ৫১:৯-১০; ইয়ার ৫:২২; ৪৭:২; ৫১:৫৫; হাবাক্কুক ৩:৮-১০; এর সাথে সোলায়মানের গজল ৮:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। মৃত্যুর সাথে সম্পৃক্ত উপমা সম্পর্কে জানতে আরও দেখুন ৩০:১; ৪৯:১৪ আয়াতের নোট।

৩২:৭ রক্ষাগীত দ্বারা আমাকে বেষ্টন করবে। কারণ তোমার সহায় সাথে থাকলে আমি তোমার নাজাতের আনন্দে উদ্বেলিত থাকব ও তোমার প্রশংসা গজল গাইব, তোমার প্রতি আমার ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার গীত গাইব (৭:১৭; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩২:২৭; ৫১:৮ আয়াতও দেখুন)।

৩২:৮-১০ ইমাম কর্তৃক খোদায়ী নির্দেশনাপূর্ণ উক্তি, হতে পারে তা বাদশাহ্‌ দাউদের উদ্দেশে বলা হয়েছে (যেন তিনি আবারও আল্লাহ্‌র দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে না নেন), কিংবা যারা আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের অঙ্গীকার করেছে তাদের উদ্দেশে (যেন তারা আল্লাহ্‌র প্রতি আরও বাধ্য ও অনুগত হয়)। অনেকে মনে করেন জবুর রচয়িতা নিজেই এখানে অন্যদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছেন যেন তিনি নিজে যে গুনাহে পতিত হয়েছিলেন তারা সেই একই গুনাহে পতিত না হয় (৫১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩২:৯ আল্লাহ্‌র গোলামেরা নিশ্চয়ই পশুদের চেয়ে বুদ্ধিমান। ঘোড়া ও গাধা যেভাবে তাদের মালিকের ইচ্ছা পালন করে তার চাইতে আল্লাহ্‌ গোলামেরা তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশ পালনে আরও বেশি সচেষ্ট ও আন্তরিক (ইশা ১:৩ আয়াত দেখুন)।

৩২:১০ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২:১১ সমবেত এবাদতকারীদের প্রতি সর্বশেষ বক্তব্য– মাবুদের প্রশংসা প্রতিধ্বনিত হোক (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। ১:৫ আয়াতের নোটও দেখুন।

মাবুদে আনন্দ কর। এর সাথে তুলনা করুন ফিলিপীয় ৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

সরলচিত্ত। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৩৩ অধ্যায়। ইসরাইলের সর্বময় ক্ষমতাশালী মাবুদের প্রশংসা ব্যঞ্জক আরেকটি গজল – জবুর ২৫ অধ্যায়ের মুনাজাতের সম্পূরক অধ্যায়। এই দুটি অধ্যায় তাদের মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলোকে নিয়ে একটি বিশেষ অংশ কাঠামোবদ্ধ করেছে (জবুর ২৫-৩৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর শরীফে প্রশংসার জন্য আহ্বান (১-৩ আয়াত দেখুন) এবং প্রশংসার জন্য উৎসাহ জ্ঞাপন (৪-১৯ আয়াত দেখুন) প্রশংসার ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। খুব সম্ভব এই গজলটি লেবীয়দের গাওয়ার জন্য রচনা করা হয়েছিল (১ খান্দান ১৬:৭-৩৬; ২৫:১)। সম্ভবত ১-৩ আয়াতে এবাদতে নেতৃত্ব দানকারী লেবীয়দের দলনেতা বক্তব্য রেখেছেন, এর পর এবাদতকারী দল ৪-১৯ আয়াত এবং সমবেত জনতার উক্তি রয়েছে ২০-২২ আয়াতে। এই গজলটি রচনার মূল উদ্দেশ্য

তোমরা আনন্দ ধ্বনি কর।

জবুর ৩৩

১ ধার্মিকগণ মাবুদে আনন্দ ধ্বনি কর;
প্রশংসা করা সরল লোকদের উপযুক্ত।
২ তোমরা বীণাতে মাবুদের প্রশংসা-গজল কর,
দশতন্ত্রী নেবলে তাঁর উদ্দেশে গজল গাও।
৩ তাঁর উদ্দেশে নতুন গজল গাও,
জয়ধ্বনিসহ মনোহর বাদ্য কর।
৪ কেননা মাবুদের কালাম যথার্থ,
তাঁর সকল কাজ বিশ্বস্ততাসিদ্ধ।
৫ তিনি ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার ভালবাসেন;
দুনিয়া মাবুদের অটল মহব্বতে পরিপূর্ণ।
৬ আসমান নির্মিত হল মাবুদের কালামে,
তার সমস্ত বাহিনী তাঁর মুখের শ্বাসে।
৭ তিনি সমুদ্রের জলরাশি একস্থানে সঞ্চিত
করেন,
তিনি সমস্ত জলধি ভাণ্ডারে রাখেন।
৮ সমস্ত দুনিয়া মাবুদকে ভয় করুক;
দুনিয়ার নিবাসী সকলে তাঁর থেকে ভীত
হোক।
৯ তিনি কথা বললেন, আর উৎপত্তি হল,
তিনি হুকুম করলেন, আর স্থিতি হল।
১০ মাবুদ জাতিদের মন্ত্রণা ব্যর্থ করেন,
তিনি লোকবৃন্দের সমস্ত সঙ্কল্প বিফল করেন।
১১ মাবুদের মন্ত্রণা চিরকাল স্থির থাকে,
তাঁর অন্তরের সঙ্কল্প পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
১২ সুখী সেই জাতি, যার আল্লাহ্ মাবুদ,
সেই লোকসমাজ, যাকে তিনি নিজের
অধিকারের জন্য মনোনীত করেছেন।
১৩ মাবুদ বেহেশত থেকে দৃষ্টিপাত করেন,

[৩৩:২] ১করি ১৪:৭; প্রকা ৫:৮।
[৩৩:৩] প্রকা ৫:৯।
[৩৩:৪] প্রকা ১৯:৯; ২২:৬।
[৩৩:৬] ইব ১১:৩।
[৩৩:৭] ইউসা ৩:১৬।
[৩৩:৮] ইশা ১৮:৩; মিকাহ্ ১:২।
[৩৩:১০] ইশা ৪৪:২৫।
[৩৩:১১] শুমারী ২৩:১৯।
[৩৩:১২] হিজ ৩৪:৯।
[৩৩:১৩] আইউ ২৮:২৪; ইব ৪:১৩।

অজানা, তবে এখানে একটি "নতুন গজল" গাওয়ার কথা পাওয়া যায় (৩ আয়াতের নোট দেখুন), যা জাতিগতভাবে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার বিষয়কে বুঝিয়ে থাকে, যেমন এহুদা রাজ্য বাদশাহ্ যিহোশাফটের আমলে উদ্ধার লাভ করেছিল (২ খান্দান ২০ অধ্যায় দেখুন), কিংবা হিষ্কিয়ের আমলে (২ বাদশাহ্ ১৯ অধ্যায় দেখুন); ১০-১১, ১৬-১৭ আয়াত দেখুন। জবুর ১-২; ১০ অধ্যায়ের মত (কিন্তু জবুর ৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এই অধ্যায়টি হচ্ছে জবুর শরীফের বিশেষ চারটি গজলের মধ্যে একটি যার শুরুতে কোন ভূমিকা বা শিরোনাম নেই। যদিও কাঠামোগত দিক থেকে এর পরবর্তী অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়টিতে বর্ণানুক্রমিক কোন ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয় নি, তথাপি এই অধ্যায়ের দৈর্ঘ্য (২২টি আয়াত) অনেক সময় হিব্রু বর্ণমালার ২২টি বর্ণের সাথে মেলানো হয়; জবুর ৩৮; ১০৩; মাতম ৫ অধ্যায় দেখুন। গজলটির মূল অংশ তিনটি আয়াত বিশিষ্ট ভূমিকা (প্রশংসা করার আহ্বান) দিয়ে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে এবং শেষেও রয়েছে তিন আয়াত বিশিষ্ট উপসংহার (প্রশংসার পরবর্তী প্রতিক্রিয়া)। ৪-১৯ আয়াতে আমরা শুনি আল্লাহ্র প্রশংসা, যা আট আয়াত বিশিষ্ট দুটি ভাগে বিভক্ত (আয়াত ৪-১১, ১২-১৯)। এর প্রথম ভাগে রয়েছে চার আয়াত বিশিষ্ট একটি পঙ্কতিমালা (৬-৯ আয়াত) যার শুরুতে ও শেষে বিশেষ কিছু বক্তব্য রয়েছে (আয়াত ৪-৫ ১০-১১), যা মূল গজলটির কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই কাব্যিক কাঠামোর আরও নিদর্শন পাওয়া যায় জবুর ৭৭ অধ্যায়ে (৭৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন এবং ৭৭:১৬-১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:১-৩ প্রশংসা করার আহ্বান। এর সাথে তুলনা করুন ইফিষীয় ৫:১৯ আয়াত।

৩৩:১ ধার্মিকগণ। এবাদতকারীদের জমায়েত (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৩:৩ নতুন গজল। আল্লাহ্র উদ্ধারকারী ও নাজাত দানকারী কাজের জন্য আনন্দ উদযাপন, যা দেখা যায় ৪০:৩; ৯৬:১; ৯৮:১; ১৪৪:৯; ১৪৯:১ আয়াতে; এর সাথে দেখুন ইশা ৪২:১০; প্রকাশিত ৫:৯; ১৪:৩; আরও দেখুন ৭:১৭ আয়াতের নোট।

৩৩:৪-১৯ প্রশংসা গজলের আট আয়াত বিশিষ্ট দুটি অংশ।

৩৩:৪-১১ মাবুদের কর্তৃত্বের অধীনে ও তাঁর "কালামের" সর্বশক্তিমত্তায় (আয়াত ৪) লোকদের জন্য তাঁর "পরিকল্পনা" "চিরকাল স্থির থাকে" (আয়াত ১১), ঠিক যেমন সৃষ্টি জগত তাঁর কথায় "স্থিতি" হয়েছে (আয়াত ৯), কারণ স্বয়ং সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র "কালাম" দ্বারা এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। এ কারণে তাঁর বেছে নেওয়া লোকেরা হচ্ছে অনুগ্রহ ও দোয়াপ্রাপ্ত জাতি (১২-১৯ আয়াত দেখুন)।

৩৩:৪ কালাম। আল্লাহ্র রাজকীয় কালাম, যার মধ্য দিয়ে তিনি সমস্ত কিছু শাসন করেন (১০৭:২০; ১৪৭:১৫, ১৮ আয়াত দেখুন)।

যথার্থ ... বিশ্বস্ততাসিদ্ধ। বিশৃঙ্খল, শঠতাপূর্ণ বা ভ্রান্তিজনক নয়। মাবুদের শাসনের অধীনে সৃষ্টি জগতে প্রকাশ পায় শৃঙ্খলা, শান্তি ও মঙ্গলময়তা।

৩৩:৫ অটল মহব্বত। যা মানুষের কাছে প্রকাশ করে আল্লাহ্ আনন্দিত হন।

ধার্মিকতা ও ন্যায়বিচার। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের অটল মহব্বত। এখানে প্রকাশ পায় সমস্ত সৃষ্টি জগতের প্রতি আল্লাহ্র মঙ্গল ইচ্ছা ও মেহেরবানী (৩৬:৫-৯; ১০৪:২৭-২৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোটও দেখুন)।

৩৩:৬ কালাম। আল্লাহ্র মুখ থেকে নির্গত দুনিয়া সৃষ্টিকারী কালাম (আয়াত ৯; ১০৪:৭; ১১৯:৮৯; পয়দা ১ অধ্যায়; আইউব ৩৮:৮-১১; ইবরানী ১১:৩ আয়াত দেখুন)।

৩৩:৭ একস্থানে সঞ্চিত করেন ... ভাণ্ডারে রাখেন। গৃহস্থ ব্যক্তি যেভাবে জলপাই তেল এবং শস্য ভাণ্ডারে সঞ্চয় করে রাখে (১০৪:৯; পয়দা ১:৯-১০; আইউব ৩৮:৮-১১; মেসাল ৮:২৯; ইয়ার ৫:২২ আয়াত দেখুন।

৩৩:৮ সমস্ত দুনিয়া ... দুনিয়ার নিবাসী সকলে। শুধুমাত্র ইসরাইল জাতি নয়, সেই সাথে সমস্ত মানব জাতি, কারণ তারাও আল্লাহ্র মহান মেহেরবানীর সুফল লাভ করে থাকে (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু তিনি তাদের সমস্ত বিরোধী চিন্তা প্রতিহত করে থাকেন (আয়াত ১০-১১)।

তাঁর থেকে ভীত হোক। আয়াত ১৮ দেখুন; এর সাথে ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:১১ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৩:১২-১৯ ইসরাইল জাতি আল্লাহ্র রক্ষাকারী কবচের অধীনে থাকার কারণে নিরাপদ ও সুরক্ষিত ছিল।

তিনি সমস্ত মানবজাতিকে নিরীক্ষণ করেন।
১৪ তিনি তাঁর বাসস্থান থেকে দৃষ্টিপাত করেন
দুনিয়ার সমস্ত নিবাসীর উপরে।
১৫ তিনি একে একে তাদের হৃদয় গঠন করেন,
তিনি তাদের সমস্ত কাজ আলোচনা করেন।
১৬ কোন বাদশাহ্ মহাসৈন্য দ্বারা উদ্ধার পায় না;
বীর মহাশক্তি দ্বারা নিস্তার পায় না;
১৭ ত্রাণের জন্য ঘোড়া মিথ্যা,
সে তার মহাশক্তিতে রক্ষা করতে পারে না।
১৮ দেখ, মাবুদের দৃষ্টি তাদের উপরে,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
যারা তাঁর অটল মহব্বতের প্রতীক্ষা করে,
১৯ মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ রক্ষা করার জন্য,
দুর্ভিক্ষে তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।
২০ আমাদের প্রাণ মাবুদের অপেক্ষায় রয়েছে;
তিনিই আমাদের সহায় ও আমাদের ঢাল।
২১ হ্যাঁ, আমাদের অন্তর তাঁতেই আনন্দ করবে,

[৩৩:১৪] লেবীয় ১৫:৩১।
[৩৩:১৫] আইউ ১০:৮।
[৩৩:১৬] ১শামু ১৪:৬।
[৩৩:১৮] হিজ ৩:১৬; ১পিতর ৩:১২।
[৩৩:১৯] প্রেরিত ১২:১১।
[৩৩:২১] ১শামু ২:১; যোয়েল ২:২৩।
[৩৪:১] ইফি ৫:২০; ১থিষ ৫:১৮।
[৩৪:২] ইয়ার ৯:২৪; ১করি ১:৩১।
[৩৪:৩] রোমীয়

কেননা আমরা তাঁর পবিত্র নামের উপর ঈমান এনেছি।
২২ হে মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত আমাদের উপরে বর্ষিত হোক,
কেননা আমরা তোমার অপেক্ষা করেছি।

জবুর ৩৪

হযরত দাউদের। যখন তিনি আবিমালেকের সাক্ষাতে বুদ্ধির বৈকল্য দেখিয়েছিলেন এবং আবিমালেক তাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন আর তিনিও প্রস্থান করেছিলেন, কাওয়ালীটি সেই সময়কার।
১ আমি সর্বসময়ক্ষে মাবুদের শুকরিয়া আদায় করবো;
তাঁর প্রশংসা নিরন্তর আমার মুখে থাকবে।
২ আমার প্রাণ মাবুদকে নিয়েই গর্ব করবে;
তা শুনে নম্র লোকেরা আনন্দিত হবে।
৩ আমার সঙ্গে মাবুদের মহিমা ঘোষণা কর;

৩৩:১২ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।
লোকসমাজ, যাকে তিনি নিজের অধিকারের জন্য মনোনীত করেছেন। ইসরাইল জাতি (দ্বি.বি. ৭:৬-৯; ৯:২৯ আয়াত দেখুন)।
৩৩:১৬ বাদশাহ্। জাতি (আয়াত ১২ দেখুন) এবং বাদশাহ্ মিলে একত্রে একটি সামাজিক একক বোঝায় (২৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।
৩৩:১৭ মেসাল ২১:৩১ আয়াতের নোট দেখুন।
৩৩:১৮-১৯ প্রশংসার আট আয়াত বিশিষ্ট এই দ্বিতীয় ও শেষ অংশে প্রথম অংশটির বক্তব্যের সাথে বৈপরীত্য প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ১০-১১)। দুটো অংশই বেশ নাটকীয় এবং দুটি অংশকে এক সাথে করলে এই গজলের মূল প্রশংসা সূচক বক্তব্যের ভাবধারা উপলব্ধি করা যায়।
৩৩:১৮, ২২ অটল মহব্বত। এখানে ইসরাইল জাতি প্রতি আল্লাহ্‌র কৃত চুক্তির বিশেষ অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।
৩৩:২০-২২ জনতার প্রতিক্রিয়া। গুনাহ্‌র স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে ঈমানের নিশ্চয়তার ঘোষণা (আয়াত ২০-২১) এবং সেই সাথে আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা লাভের ফরিয়াদ (আয়াত ২২)।
৩৩:২০ আমাদের ঢাল। ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৩৩:২১ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।
জবুর ৩৪-৩৭ অধ্যায়। চারটি গজলের ছোট এই বিশেষ খণ্ডে রয়েছে দুটি বর্ণানুক্রমিক গজল, যা মূলত জ্ঞানগর্ভ গজল হিসেবে অভিহিত করা শ্রেয়, কারণ এই গজলগুলোতে আল্লাহ্‌র মেহেরবানী ও সেই সাথে দুষ্টদের পরিণতির জন্য তাদের প্রতি সাবধানবাণীর কথা প্রকাশ পেয়েছে (জবুর ৩৫-৩৬ অধ্যায়)।
জবুর ৩৪ অধ্যায়। বর্ণানুক্রমিক ধারাবাহিকতা বিশিষ্ট একটি গজল যা শুরু করা হয়েছে মাবুদের কাছে উদ্ধার চেয়ে করা মুনাজাতের উত্তর লাভের জন্য তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে (আয়াত ১-৭), এর পর তা পরিণত হয়েছে অনেকটা জ্ঞানগর্ভ গজলে। সাধারণত জবুর শরীফের গজলগুলোতে এ ধরনের পরিবর্তন সহসা দেখা যায় না (তবে এক্ষেত্রে জবুর ৯২ অধ্যায় দেখুন)। আরও সাধারণ করে বললে মাবুদের প্রশংসা অন্যকেও তাঁর প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানায়, যা দেখা যায় ৩ আয়াতে (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর ৩৭ অধ্যায়ের সাথে মিলে এই অধ্যায়টি মধ্যবর্তী দুটি অধ্যায়কে সংযুক্ত করেছে (জবুর ৩৪-৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ৩৪ অধ্যায়ের কাঠামো কিছুটা জটিল, তথাপি তা খুবই কার্যকর। তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি ভূমিকার পর আয়াতগুলো বিষয়বস্তু অনুসারে কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়েছে। এই খণ্ডগুলোতে রয়েছে চারটি আয়াত (আয়াত ৪-৭), সাতটি আয়াত (৮-১৪), চারটি আয়াত (১৫-১৮) এবং আবারও চারটি আয়াত (১৯-২২)। আরও বিস্তারিত জানার জন্য এই অধ্যায়ের বিভিন্ন আয়াতের নোটগুলো দেখুন।
৩৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। শিরোনামের বক্তব্য অনুসারে এই গজলটি বাদশাহ্ দাউদের জীবন থেকে নেওয়া (জবুর ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন) যা ১ শামু ২১:১০-১৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করুন, এখানে "আখীশ" না বলে "আবিমালেক" বলা হয়েছে (সম্ভবত আবিমালেক ছিল ফিলিস্তিনী বাদশাহ্‌র রাজকীয় নাম বা উপাধি; পয়দা ২০; ২১:২২-৩৪; ২৬)। সকলে এই ধারণার সাথে একমত নন। তবে অনেকেই মনে করেন প্রথম দিককার হিব্রু সম্পাদনাকারীরা এই গজলটিকে ১ শামু ২১ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত করেছেন শব্দ চয়নের উপর ভিত্তি করে (যেমন ১ শামু ২১:১৩ আয়াতের "পাগল হওয়ার ভান" কথাটি যে হিব্রু শব্দ থেকে এসেছে তারই সূত্র ধরে এসেছে জবুর ৩৪:৮ আয়াতের আস্বাদন শব্দটি)।
৩৪:১-৭ মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে উদ্ধার লাভের জন্য কৃত মুনাজাতের উত্তর লাভ করায় তাঁর প্রশংসা গজল।
৩৪:১-৩ চিরকাল মাবুদের প্রশংসা করার বিশেষ ওয়াদা – যেন যে সকল ধার্মিক ব্যক্তি কষ্টভোগ করছে ও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে তারা অনুপ্রেরণা পায় (আয়াত ২; এছাড়া ৮-২২ আয়াতে যে নির্দেশনা রয়েছে তা দেখুন)।
৩৪:২ আমার প্রাণ মাবুদকে নিয়েই গর্ব করবে। অর্থাৎ মাবুদকেই সমস্ত প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে।
৩৪:৩ তাঁর নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

এসো, আমরা একসঙ্গে তাঁর নামের প্রতিষ্ঠা
করি।
৪ আমি মাবুদের খোঁজ করলাম,
তিনি আমাকে জবাব দিলেন,
আমার সকল আশঙ্কা থেকে উদ্ধার করলেন।
৫ ওরা তাঁর প্রতি দৃষ্টিপাত করে দীপ্যমান হল;
তাদের মুখ কখনও বিবর্ণ হবে না।
৬ এই দুঃখী যখন ডাকল, মাবুদ শুনলেন,
একে সকল সঙ্কট থেকে নিস্তার করলেন।
৭ যারা মাবুদকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
মাবুদের ফেরেশতা তাদের চারদিকে শিবির
স্থাপন করেন,
আর তাদেরকে উদ্ধার করেন।
৮ আস্বাদন করে দেখ, মাবুদ মঙ্গলময়;
সুখী সেই ব্যক্তি, যে তাঁর শরণাপন্ন।

১৫:৬।
[৩৪:৪] হিজ
৩২:১১।
[৩৪:৫] হিজ
৩৪:২৯।
[৩৪:৭] পয়দা
৩২:১।
[৩৪:৮] ইব ৬:৫।
[৩৪:১২] হেদা
৩:১৩।
[৩৪:১৩] ইয়াকুব
১:২৬।
[৩৪:১৪] রোমীয়
১৪:১৯।
[৩৪:১৫] মালাখী
৩:১৬; ইউ ৯:৩১।

৯ হে তাঁর পবিত্র ব্যক্তিরা, মাবুদকে ভয় কর,
কেননা তাঁর ভয়কারীদের অভাব হয় না।
১০ যুবসিংহদের অনটন ও ক্ষুধায় কষ্ট হয়,
কিন্তু যারা মাবুদের খোঁজ করে,
তাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না।
১১ এসো, বৎসরা, আমার কথা শোন,
আমি তোমাদেরকে মাবুদের ভয় শিক্ষা দিই।
১২ কোন্ ব্যক্তি জীবনে প্রীত হয়,
মঙ্গল দেখবার জন্য দীর্ঘায়ু ভালবাসে?
১৩ তুমি হিংসা থেকে তোমার জিহ্বাকে,
ছলনার কথা থেকে তোমার ঠোঁটকে সাবধানে
রাখ।
১৪ মন্দ থেকে দূরে যাও, যা ভাল তা-ই কর;
শান্তির খোঁজ কর ও তার অনুধাবন কর।
১৫ ধার্মিকদের প্রতি মাবুদের দৃষ্টি আছে,

৩৪:৪-৭ মূল বক্তব্য। মুনাজাতের প্রতি আল্লাহ্‌র নাজাতকারী উত্তর। বিপরীত পঙ্‌ক্তিগুলোতে বিষয়বস্তুটি প্রকাশ পেয়েছে – ক-খ/ক-খ এই বিন্যাসের মধ্য দিয়ে (ব্যাকরণগত দিক থেকে সম্বোধনের উত্তম পুরুষ এক বচন থেকে কীভাবে নাম পুরুষ বহুবচনে পরিণত হয়েছে তা লক্ষ্য করুন – জবুর রচয়িতার প্রতি আল্লাহ্‌ যা কিছু করেছেন তা তাদের জীবনেও ঘটবে যারা আল্লাহ্‌কে "ভয় করে", আয়াত ৭)। ১৫-১৮ আয়াতের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সামঞ্জস্য সম্পর্কে আরও জানতে উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন।

৩৪:৫ দীপ্যমান। আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে (ইশা ৬০:৫ আয়াত দেখুন)।

৩৪:৬ দুঃখী। এখানে এবং জবুর শরীফের অন্যান্য গজলেও এই "দুঃখী" শব্দটি পাওয়া যায়, যার বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে এমন ব্যক্তি যার কোন সহায় সম্বল নেই, যে নিজেকে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারে না, অর্থাৎ নিজের জীবনের নিরাপত্তা বা মঙ্গল নিশ্চিত করতে পারে না এবং যে ব্যক্তি পুরোপুরি আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভরশীল।

৩৪:৭ মাবুদের ফেরেশতা। আল্লাহ্‌র বেহেশতী প্রতিনিধি, তাঁর "দূত", যাদেরকে তিনি এই দুনিয়াতে তাঁর ইচ্ছা কাজে পরিণত করার জন্য প্রেরণ করেন (৩৫:৫-৬; এর সাথে পয়দা ১৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

চারদিকে শিবির স্থাপন করেন। এই অংশে আল্লাহ্‌র সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে যা দিয়ে তিনি তাঁর লোকদেরকে বেষ্টন করে রাখেন। এই সুরক্ষা হতে পারে ব্যক্তিগত বা জাতিগত। এই আয়াতের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ "রক্ষক ফেরেশতার" কথা বোঝানো হয় নি।

যারা মাবুদকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে। যাদের কথা ৮-১৪ আয়াতে বলা হয়েছে (২৫:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৪:৮-১৪ মাবুদকে ভয় করার জন্য কিছু নির্দেশনা। এই আয়াতগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, যার মধ্যস্থিত আয়াতে একটি শিরোনাম রয়েছে (আয়াত ১১)। হিব্রু রচয়িতাগণ অনেক সময় মাঝখানের আয়াতটিকে মূল ভাববিশিষ্ট আয়াত হিসেবে রচনা করতেন (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে বিভিন্ন নির্দেশনামূলক বক্তব্যগুলো দেখুন: "আস্বাদন করে দেখ" (আয়াত ৮), "ভয় কর" (আয়াত ৯), "এসো" (আয়াত ১১), "সাবধানে রাখ" (আয়াত ১৩), "দূরে যাও" (আয়াত ১৪)। এই অংশে মন্দের উপরে উত্তমের জয়লাভের বিষয়টি সুস্পষ্ট, কারণ মাবুদ মঙ্গলময় (আয়াত ৮), যারা তাঁর উপরে ঈমান আনে তাদের মধ্যেও উত্তমতার কোন কমতি থাকবে না (আয়াত ১০)। কিন্তু উত্তম দিনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে হলে (আয়াত ১২) তাদেরকে অবশ্যই মন্দকে প্রতিহত করতে হবে এবং যা ভাল তা করতে হবে (আয়াত ১৪)। আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা এবং তাঁর বাধ্য হওয়াই হচ্ছে মাবুদের প্রতি ভয়। এই অংশটি সম্পর্কে বিশেষ নির্দেশনা পেতে দেখুন জবুর ৩৭ অধ্যায়। ১ পিতর ৩:৮-১২ আয়াতে প্রেরিত পিতর জবুর ৩৪:১২-১৬ আয়াতের উদ্ধৃতি টেনেছেন।

৩৪:৮ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:৯ মাবুদকে ভয় কর। ১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৫:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

পবিত্র ব্যক্তিরা। হিজ ৩:৫; লেবীয় ১১:৪৪; রোমীয় ৬:২২; ১ করিন্থীয় ১:২; ১ পিতর ১:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৪:১০ যারা মাবুদের খোঁজ করে, তাদের কোন মঙ্গলের অভাব হয় না। ৮৪:১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ২৩ অধ্যায়ের ভূমিকা এবং ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন আমোস ৫:৪ আয়াত।

৩৪:১১ এসো, বৎসরা। সাধারণত জ্ঞানী শিক্ষকেরা তাদের শিক্ষার্থীদেরকে এভাবেই সম্বোধন করতেন (মেসাল কিতাবের ভূমিকা: উদ্দেশ্য ও শিক্ষা দেখুন)।

৩৪:১৩ ১৫:২-৩; ইয়াকুব ৩:৫-১০ আয়াত দেখুন। অস্ত্র হিসেবে জিহ্বার ব্যবহার সম্পর্কে জানতে দেখুন ৫:৯ আয়াতের নোট।

৩৪:১৪ মন্দ থেকে দূরে যাও, যা ভাল তা-ই কর। জবুর ৩৭ অধ্যায়ের সাথে অন্যতম প্রধান একটি সংযুক্তি মূলক আয়াত (৩৭:২৭ আয়াত দেখুন)।

শান্তির খোঁজ কর। ৩৭:৩৭; ১২০:৭; মেসাল ১২:২০; জাকারিয়া ৮:১৯ (আরও দেখুন জাকা ৮:১৬-১৭); মথি ৫:৯; রোমীয় ১২:১৮; ১ করি ৭:১৫; ২ করি ১৩:১১; ১ থিষ ৫:১৩; ইব ১২:১৪; ইয়াকুব ৩:১৭-১৮।

৩৪:১৫-১৮ মাবুদ যে ধার্মিকদের মুনাজাত শোনেন তার নিশ্চয়তামূলক উত্তর। যারা মন্দ তাদেরকে তিনি তাঁর আচরণ দিয়েই বুঝিয়ে দেন যে, তিনি তাদেরকে ভুলে গেছেন (আয়াত ১৬)। ৪-৭ আয়াতে এই বিষয়টিকেই ছন্দবদ্ধ পঙ্‌ক্তির আকারে

তাদের আর্তনাদের প্রতি তাঁর কান আছে।
১৬ মাবুদের মুখ দুর্বৃত্তদের প্রতিকূল;
তিনি ভূতল থেকে তাদের স্মৃতি লোপ
করবেন।
১৭ ধার্মিকেরা কান্নাকাটি করলো, মাবুদ শুনলেন,
তাদের সকল সঙ্কট থেকে তাদেরকে উদ্ধার
করলেন।
১৮ মাবুদ ভগ্নচিত্তদের নিকটবর্তী,
তিনি তাদের নাজাত করেন যাদের
সকল আশা ধ্বংস হয়ে গেছে।
১৯ ধার্মিকের বিপদ অনেক,
কিন্তু সেসব থেকে মাবুদ তাকে উদ্ধার করেন।
২০ তিনি তার সমস্ত অস্থি রক্ষা করেন;
তার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না।
২১ নাফরমানী দুর্জনকে সংহার করবে,

[৩৪:১৬] ১পিতর ৩:১০-১২।
[৩৪:১৮] ইশা ৫০:৮।
[৩৪:১৯] ২তীম ৩:১১।
[৩৪:২০] ইউ ১৯:৩৬।
[৩৪:২২] লূক ১:৬৮; প্রকা ১৪:৩।
[৩৫:১] ১শামু ২৪:১৫।
[৩৫:২] পয়দা ৫০:২৪।
[৩৫:৩] শুমারী ২৫:৭।
[৩৫:৪] ইশা

ধার্মিকের বিদ্বেষীরা দোষীকৃত হবে।
২২ মাবুদ তাঁর গোলামদের প্রাণ মুক্ত করেন;
যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয় তাদের কেউই
দোষীকৃত হবে না।

জবুর ৩৫

হযরত দাউদের।
১ হে মাবুদ, যারা আমার সঙ্গে ঝগড়া করে,
তাদের সঙ্গে ঝগড়া কর,
যারা আমার সঙ্গে যুদ্ধ করে, তাদের সঙ্গে যুদ্ধ
কর।
২ তুমি ঢাল ও ফলক ধারণ কর,
আমার সাহায্যের জন্য দণ্ডায়মান হও।
৩ বর্শা ধর, আমার তাড়নাকারীদের সম্মুখ পথ
রুদ্ধ কর;
আমার প্রাণকে বল, আমিই তোমার উদ্ধার।

তুলে ধরা হয়েছে (ক-খ/ক-খ এই ছন্দে)। তাছাড়া উক্ত দুটি অংশের সাথে সম্পর্কযুক্ত লাইনগুলো বিষয়বস্তুর দিক থেকে এবং অনেক ক্ষেত্রে ভাষাগত দিক থেকেও সংযুক্ত (যেমন ৪ আয়াতের সাথে ১৫ আয়াত, ৫ আয়াতের সাথে ১৬ আয়াত, ৬ আয়াতের সাথে ১৭ আয়াত, এবং ৭ আয়াতের সাথে ১৮ আয়াত)। প্রশংসার পরে এসেছে মাবুদের কিছু নির্দেশনা। মাবুদের এই দুটি বিশেষ প্রশংসা গজল চার পঙ্কতি বিশিষ্ট হিব্রু কবিতার আকারে রচিত হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সাত পঙক্তি বিশিষ্ট বিশেষ মূল গজলটি (৮-১৪ আয়াত)।

৩৪:১৭-১৮ বিশেষ করে ৫১:১৭ আয়াত দেখুন।

৩৪:১৯-২২ আল্লাহ্ যে ধার্মিকদের পতন ঘটতে দেন না তার নিশ্চয়তা। তিনি দুষ্টদেরকে ধার্মিকদের বিরুদ্ধে তাদের সমস্ত অপকর্মের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে থাকেন (২১ আয়াত দেখুন)। এখানে একটি ক-খ/ক-খ ছন্দ অনুসরণ করা হয়েছে (১৯, ২১ আয়াতের মধ্যকার বৈপরীত্য লক্ষ্য করুন; এছাড়া ২২ আয়াতে ২০ আয়াতের যে পুনরুল্লেখ পাওয়া যায় তা দেখুন)।

৩৪:২০ তার সমস্ত অস্থি। অর্থাৎ তার সমস্ত সত্তা (৬:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

তার মধ্যে একখানিও ভগ্ন হয় না। সম্ভবত ইউহোন্না এই কথাটিই ঈসা মসীহ্কে উদ্দেশ করে বলেছিলেন (ইউহোন্না ১৯:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)। কারণ একমাত্র তাঁকেই অন্য সবার চেয়ে উপরে ধার্মিক বলে গণ্য করা যায় (আয়াত ১৯)।

৩৪:২১-২২ দোষীকৃত। গুনাহ্র দোষে দোষী (ইয়ার ২:৩; হোসিয়া ১০:২ আয়াত দেখুন)।

৩৪:২২ যারা তাঁর মধ্যে আশ্রয় নেয়। ২:১২ আয়াত দেখুন।

জবুর ৩৫ অধ্যায়। বেহেশতী বীর ও বিচারকর্তা মহান বাদশাহ্ আল্লাহ্র কাছে আবেদন করা হচ্ছে যেন তিনি তাঁর গোলামকে রক্ষা করেন (আয়াত ২৭), যাকে চরম লাঞ্ছনা ও ভর্ৎসনার শিকার হতে হচ্ছে তাঁরই এক সময়কার খুব কাছের বন্ধুদের কাছ থেকে। এই আক্রমণের কারণে সৃষ্টি হয়েছে হতাশার (আয়াত ২৬) যা বাদশাহ্ দাউদকে করে তুলেছে ম্রিয়মাণ (আয়াত ১৫, ১৯, ২১, ২৫ দেখুন) এবং অসুস্থ (আয়াত ১৩ দেখুন; সেই সাথে জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ৩৫ অধ্যায়ে "ক্রন্দন" শব্দটির উপরে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (৩৪:১৫), যেন মাবুদ ৩৪:১৫-২২ আয়াত অনুসারে তাকে ধার্মিক বলে গণিত করেন, তবে লেখক নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে ধার্মিক বলে দাবী করতে চান না (৩৪:২১)। বরং তিনি মাবুদের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছেন একজন নির্দোষ ব্যক্তি হিসেবে যিনি অন্যায্যভাবে তাঁর দুশমনদের আক্রমণের শিকার হচ্ছেন। এই গজলটিকে জবুর ৩৬ অধ্যায়ের সাথে জোড় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং দুটি হেঁয়ালিমূলক জ্ঞানগর্ভ গজলের মাঝে অধ্যায়টিকে স্থান দেওয়া হয়েছে (জবুর ৩৪ ও ৩৭ অধ্যায়; জবুর ৩৪-৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই দুটি অধ্যায় একত্রে সেই সমস্ত লোকদের মনে ত্রাস জাগিয়ে তোলে যাদের আল্লাহ্র প্রতি কোন ভয় নেই (৩৬:১), সেই সাথে যারা আল্লাহ্কে ভয় করে (৩৪:৭ আয়াত) এবং তাঁকে বিশ্বাস করে (৩৭:৩, ৫ আয়াত), তাঁর ভালবাসার উপরে নির্ভর করে (৩৬:৫, ৭, ১১) এবং যারা ধার্মিক (৩৫:২৪, ২৮; ৩৬:৬, ১০) তাদের প্রতি তাঁর সুরক্ষার নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই গজলটির কাঠামোতে শুরুতে দুটি বিশেষ অংশ রয়েছে, যার প্রতিটিতে চারটি করে হিব্রু পঙক্তি রয়েছে (আয়াত ১-৩, ৪-৬), যার শেষে রয়েছে চার পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ (আয়াত ২২-২৫, ২৬-২৭)। শুরুর ও শেষের অংশের মধ্যে বিষয়-বস্তুগত সামঞ্জস্য সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন। সাত লাইন বিশিষ্ট মূল গজলের (আয়াত ১১-১৬) আগে ও পরে পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি হিব্রু গজল রয়েছে (আয়াত ৭-১০ ও আয়াত ১৭-২১; উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)। এক্ষেত্রে জবুর রচয়িতার দুশমনদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সর্বশেষ লাইনটিতে (আয়াত ২৮) গজলের শেষ পর্যায়ে এসে আল্লাহ্র প্রশংসা করার প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৫:১-৩ একজন বীর যোদ্ধা হিসেবে মাবুদ আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রার্থনা (হিজ ১৫:১-১৮ আয়াত দেখুন), যিনি দাউদের মহাধিপতি। ২২-২৫ আয়াতের সামঞ্জস্য দেখার জন্য উক্ত আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:২ ঢাল ও ফলক। আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র। কারণ মাবুদ নিজেই জবুর রচয়িতার "ঢাল", ৩:৩; ৭:১০; ১৮:২, ৩০; ২৮:৭; ৩৩:২০; ৫৯:১১; ৮৪:৯, ১১; ৮৯:১৮; ১১৫:৯-১১; ১১৯:১১৪; ১৪৪:২ আয়াত দেখুন।

দণ্ডায়মান হও। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৩ বর্শা। আক্রমণের জন্য ব্যবহৃত অস্ত্র। মাবুদের তৈরি করা বর্শা সম্পর্কে জানতে হাবাক্কুক ৩:১১ আয়াত দেখুন।

৩৫:৪-৬ আক্রমণকারীদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়ে ও

৪ যারা আমার প্রাণের খোঁজ করে,
তারা লজ্জিত ও অপমানিত হোক;
যারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে,
তারা ফিরে যাক ও হতাশ হোক।
৫ তারা বায়ুচালিত তুষের মত হোক,
মাবুদের ফেরেশতা তাদের তাড়া করুন।
৬ তাদের পথ অন্ধকার ও পিচ্ছিল হোক;
মাবুদের ফেরেশতা তাদের পিছনে ধাবমান হোন।
৭ কেননা তারা অকারণে আমার জন্য গর্তের মধ্যে গুপ্ত জাল পেতেছে,
অকারণে আমার প্রাণের জন্য খাদ খনন করেছে।
৮ অজ্ঞাতসারে তার সর্বনাশ উপস্থিত হোক;
সে গোপনে পাতা নিজের জালে নিজে ধরা পড়ুক,
সেই সর্বনাশে সে নিজেই ধরা পড়ুক।
৯ আর আমার প্রাণ মাবুদে উল্লসিত হবে,
তাঁর উদ্ধারে আনন্দ করবে।
১০ আমার সকল অস্থি বলবে,
হে মাবুদ, তোমার মত আর কে আছে?
তুমিই দুঃখীকে তার চেয়ে বলবান ব্যক্তি থেকে,
দুঃখী দরিদ্রকে তার লুণ্ঠনকারী থেকে, উদ্ধার করে থাক।
১১ দুর্বৃত্ত সাক্ষীরা উঠছে, আমি যা জানি না,
তা আমার কাছে জানতে চায়।
১২ তারা উপকারের পরিবর্তে আমার অপকার করে,
তাতে আমার প্রাণ এতিম হয়।
১৩ কিন্তু তাদের অসুস্থতার সময়ে আমি চট পরতাম,
আমি রোজা দ্বারা আমার প্রাণকে দুঃখ দিতাম,
আমার মুনাজাত আমার বুকে ফিরে আসবে।
১৪ আমি তাদেরকে নিজের বন্ধু
বা নিজের ভাই বলে মনে করতাম,
আমি মাতৃশোকাতুরের মত শোকার্ত হয়ে অধোমুখে থাকতাম।
১৫ তবুও তারা আমার পদস্খলনে আনন্দিত হল ও সকলে একত্র হল;
অধম লোকেরা আমার অজ্ঞাতসারে আমার বিরুদ্ধে একত্র হল,
তারা আমাকে বিদীর্ণ করলো, ক্ষান্ত হল না।
১৬ আল্লাহ্‌বিহীনদের বিদ্বেষপূর্ণ উপহাসের মত
তারা আমার প্রতি দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করলো।
১৭ হে মাবুদ, তুমি কতকাল দেখবে?
রক্ষা কর আমার প্রাণ তাদের ধ্বংস থেকে,
আমার একমাত্র (রূহ্‌) সিংহদের থেকে।
১৮ আমি মহাসমাজের মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
বলবান জাতির মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো।
১৯ আমার দুশমনদেরকে আমার বিষয়ে অন্যায় আনন্দ করতে দিও না,
যারা অকারণে আমাকে হিংসা করে,
তাদেরকে ভ্রুকুটি করতে দিও না।

৪৫:১৬; মালাখী ২:৯।
[৩৫:৫] আইউ ১৩:২৫; জবুর ১:৪।
[৩৫:৭] আইউ ৯:৩১।
[৩৫:৮] ইশা ৪৭:১১; ১থিষ ৫:৩।
[৩৫:৯] লূক ১:৪৭।
[৩৫:১০] ইশা ৪১:১৭।
[৩৫:১১] হিজ ২৩:১; মথি ২৬:৬০।
[৩৫:১২] জবুর ৩৮:২০; ১০৯:৫; মেসাল ১৭:১৩; ইয়ার ১৮:২০।
[৩৫:১৩] ২শামু ৩:৩১; ১বাদশাহ্‌ ২০:৩১।
[৩৫:১৫] আইউ ৩১:২৯।
[৩৫:১৬] আইউ ১৬:৯; মার্ক ৯:১৮; প্রেরিত ৭:৫৪।
[৩৫:১৭] জবুর ৬:৩।
[৩৫:১৯] ইউ ১৫:২৫।
[৩৫:২০] ইয়ার

তাদেরকে অক্ষম করে তোলার মাধ্যমে তাদেরকে নিষ্প্রভ করে তোলার জন্য আবেদন। ২৬-২৭ আয়াতের সাথে সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৪ আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৫-৬ মাবুদের ফেরেশতা। ৩৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৫ বায়ুচালিত তুষের মত। ১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৭-১০ মাবুদ যেন তাঁর নাজাতকারী কাজের সাথে দুশমনদের সহিংস কাজের তুলনা করেন তার জন্য ফরিয়াদ (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। এর প্রেক্ষিতে জবুর রচয়িতা মাবুদের প্রশংসা করছেন (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৫:৭-৮ গর্তের মধ্যে গুপ্ত জাল পেতেছে ... খাদ খনন করেছে ... গোপনে পাতা নিজের জালে ... সর্বনাশে সে নিজেই ধরা পড়ুক। ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:৯ প্রাণ। ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:১০ দুঃখী দরিদ্র। ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:১১-১৬ অভিযোগ: তারা উপকারের পরিবর্তে আমার অপকার করে। এই অভিযোগটিই এই গজলের কেন্দ্রস্থিত আয়াত (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৫:১৩-১৪ জবুর রচয়িতা ঈসা মসীহের হুকুম "যারা তোমাদেরকে নির্যাতন করে, তাদের জন্য মুনাজাত করো" – এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন (মথি ৫:৪৪); যেমনটা আইউব দেখিয়েছিলেন (আইউব ৪২:৭-১০ আয়াত দেখুন; ৪২:১০ আয়াতের নোট দেখুন) এবং স্বয়ং ঈসা মসীহ্‌ও দেখিয়েছেন (লূক ২৩:৩৪)।

৩৫:১৩ চট। ৩০:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *রোজা।* শোক প্রকাশের একটি প্রথা (৬৯:১০ আয়াত দেখুন)।

৩৫:১৫ পদস্খলন। এখানে নৈতিক পদস্খলন বা পতনের কথা বোঝানো হয় নি। পরিবেশ ও পরিস্থিতি তাকে নিচু অবস্থানে আসতে বাধ্য করেছিল (৯:৩; ২৭:২; ৩৭:২৪; ৫৬:১৩; ১১৯:১৬৫ আয়াত দেখুন)।

৩৫:১৬ দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করলো। ক্রোধ ও আক্রোশে (৩৭:১২; মাতম ২:১৬ আয়াত দেখুন)।

৩৫:১৭-২১ আল্লাহ্‌র নাজাতকারী সহায় লাভের জন্য পুনরায় ফরিয়াদ, যার সাথে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার দৃঢ় প্রত্যয় (আয়াত ১৮ দেখুন; ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। পাঁচ পঙক্তির এই অংশটি এবং ৭-১০ আয়াতের পাঁচ পঙক্তির অংশটি পুরো অভিযোগটিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে।

৩৫:১৭ কতকাল ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *সিংহ।* ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:১৮ মহাসমাজ। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:১৯ দুশমনদেরকে ... অন্যায় আনন্দ করতে দিও না। ১১-১৭ আয়াত দেখুন; জবুর শরীফের অন্যান্য স্থানেও এই একই ভাবধারা দেখা যায় (৩৮:১৯; ৬৯:৪; ১০৯:৩; ১১৯:৭৮, ৮৬, ১৬১) মাতম ৩:৫২ আয়াতও দেখুন।

অকারণে আমাকে হিংসা করে। ৬৯:৪ আয়াত দেখুন।

২০ কেননা তারা শান্তির কথা বলে না,
কিন্তু দেশের শান্ত মানুষের বিরুদ্ধে ছলের কথা
কল্পনা করে।
২১ তারা আমার বিরুদ্ধে মুখ ভেঙ্গাতো;
বলতো, "অহো! অহো! আমাদের চোখ
দেখেছে।"
২২ হে মাবুদ তুমি দেখেছ, নীরব থেকো না;
প্রভু, আমা থেকে দূরবর্তী হয়ো না।
২৩ জেগে উঠ, জাগ্রত হও, আমার রক্ষার্থে,
হে আমার আল্লাহ্, আমার প্রভু,
আমার পক্ষে কথা বলবার জন্য।
২৪ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্,
তোমার ধর্মশীলতা অনুসারে আমার বিচার
কর,
ওরা আমার উপরে আনন্দ না করুক।
২৫ তারা মনে মনে না বলুক,
'অহো! এ-ই আমাদের অভিলাষ;
'তারা না বলুক, 'তাকে গ্রাস করলাম'।

৯:৮; মিকাহ্ ৬:১২।
[৩৫:২১] ইহি ২৫:৩।
[৩৫:২৩] ১শামু ২৪:১৫।
[৩৫:২৫] মেসাল ১:১২; মাতম ২:১৬।
[৩৫:২৬] আইউ ৮:২২; মিকাহ্ ৭:১০।
[৩৫:২৭] আইউ ১৭:৩।
[৩৬:১] আইউ ২৩:১৫; রোমীয় ৩:১৮।

[৩৬:২] দ্বি.বি. ২৯:১৯।

২৬ যারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়,
তারা একসঙ্গে লজ্জিত ও হতাশ হোক;
যারা আমার বিরুদ্ধে গর্ব করে,
তারা লজ্জায় ও অপমানে আচ্ছন্ন হোক।
২৭ যারা আমার ধার্মিকতায় প্রীত,
তারা আনন্দধ্বনি করুক আহ্লাদিত হোক,
দিনরাত বলুক, মাবুদ মহিমান্বিত হোন,
যিনি নিজের গোলামের সহিসালামতে প্রীত।
২৮ আর আমার জিহ্বা তোমার ধর্মশীলতার,
ও সমস্ত দিন তোমার প্রশংসার কথা বলবে।

জবুর ৩৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। মাবুদের গোলাম হযরত দাউদের।
১ দুষ্টের হৃদয়ের মধ্যে অধর্ম তার কাছে কথা বলে,
আল্লাহ্-ভয় তার চোখের অগোচর।
২ সে নিজের দৃষ্টিতে নিজের গর্ব করে বলে,

ইউহোন্না ১৫:২৫ আয়াতে এই আয়াতের কোন অংশটিকে মূলত উল্লেখ করা হয়েছে সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। দুটো অংশই ঈসা মসীহের যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (তবে জবুর ৬৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৩৫:২১ অহো! অহো! আয়াত ২৫ দেখুন; এর সাথে ৩:২ আয়াতের নোটও দেখুন।

৩৫:২২-২৫ আবারও প্রারম্ভিক আবেদনটি উচ্চারণ করা হচ্ছে (আয়াত ১-৩), যেন আল্লাহ্ নিজেকে জাগ্রত করেন, জবুর রচয়িতার ফরিয়াদ শ্রবণ করেন এবং যারা তাঁকে আক্রমণ করছে তাদেরকে শায়েস্তা করেন (আয়াত ২৩)।

৩৫:২২ নীরব থেকো না। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকো না (২৮:১ আয়াতের নোট দেখুন; ৮৩:১; ১০৯:১ আয়াত দেখুন)।

৩৫:২৩ জেগে উঠ। ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *জাগ্রত হও।* ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:২৪ ধর্মশীলতা। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:২৫ তাকে গ্রাস করলাম। ১২৪:৩ আয়াত দেখুন।

৩৫:২৬-২৭ আবারও (৪-৬ আয়াত দেখুন) আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ জানানো হচ্ছে যেন তিনি দুশমনদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করেন। এই লজ্জা ও অপমান সম্পর্কে আরও দেখুন ৪০:১৪-১৬ আয়াতে।

৩৫:২৬ যারা আমার বিপদে আনন্দিত হয়। হিব্রু ভাষায় এই কথাটির সমার্থক হচ্ছে "যারা আমার অনিষ্টের সঙ্কল্প করে" (আয়াত ৪)। *আচ্ছন্ন হোক।* ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৫:২৭ যারা মাবুদের গোলামের বিশ্বস্ত সমর্থনকারী (এখানে সেই "অভিষিক্ত জনের" সমার্থক অর্থেও বোঝানো হয়ে থাকতে পারে; ২:২ আয়াতের নোট দেখুন) তারা মাবুদের প্রশংসা করবে ও আনন্দ গজল গাইবে।

৩৫:২৮ সমাপনী আয়াত, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রশংসা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *ধার্মিকতা।* ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৩৬ অধ্যায়। আল্লাহ্র অটল সুরক্ষার জন্য মুনাজাত, যেখানে জবুর রচয়িতা দুষ্টদের আল্লাহ্বিহীনতা এবং আল্লাহ্র মঙ্গলময়তাকে প্রকাশ করেছেন। এই গজলটির সাথে জবুর ৩৫ অধ্যায়ের মিল সম্পর্কে জানার জন্য ৩৪-৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। কাঠামোগত দিক থেকে যদিও কিছু পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে, তথাপি এটিকে একটি সংক্ষিপ্ত গজল হিসেবে আখ্যা দেওয়া যায়, যেখানে তিন পঙক্তি বিশিষ্ট মোট চারটি অংশ দেখা যায় (আয়াত ২-৪, ৫-৭ক, ৭খ-৯, ১০-১২)। পরবর্তী সময়কার ইহুদী রীতি অনুসারে আয়াত ৭-১০ হয়ে উঠেছিল ভোরের মুনাজাতের একটি অংশ।

৩৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। ***মাবুদের গোলাম।*** তাঁর রাজকীয় পরিচর্যাকারী (জবুর ১৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন; ৩৫:২৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২ শামু ৭:২০ আয়াতও দেখুন)।

৩৬:১ দুষ্টের হৃদয়ের মধ্যে ... কথা বলে। সাধারণত এ ধরনের কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় আল্লাহ্র কাছ থেকে আগত বিশেষ কোন প্রত্যাদেশ, যা নবীদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হত। আর এখানে বোঝানো হয়েছে বিশেষ অন্তর্দৃষ্টির কথা, যা সম্ভবত কোন বিদ্যুৎ চমকের মত করে দুষ্টদের অন্তরে এসে উপস্থিত হয়।

হৃদয়। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্-ভয় তার চোখের অগোচর। অর্থাৎ তাদের মধ্যে আল্লাহ্র প্রতি কোন ভয় নেই। জবুর ৩৪ অধ্যায়ে এবং ৩৭ অধ্যায়ে রচয়িতা এ ধরনের কথাই প্রকাশ করেছেন। ৫৫:১৯; পয়দা ২০:১১ আয়াতের নোট দেখুন। তারা আল্লাহ্র সর্বদর্শী দৃষ্টিকে গ্রাহ্য করে না, তাঁর ধার্মিকতার বিচার মানে না এবং তিনি যে তাদেরকে তাঁর শক্তি দ্বারা পরাভূত করতে পারেন তা স্বীকার করে না (১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। রোমীয় ৩:১৮ আয়াতে পৌল ঠিক এ ধরনের কথাই ব্যবহার করেছেন।

৩৬:২-৪ দুষ্টদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে (১০:২-১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৩৬:২ সে নিজের দৃষ্টিতে নিজের গর্ব করে। নিজের ধার্মিকতার কারণে নয় বরং অহঙ্কার করে, কারণ তাদের মধ্যে এই ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে তাদের কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে

আমার অধর্ম আবিষ্কৃত ও ঘৃণিত হবে না।
৩ তার মুখের কালাম অধর্ম ও ছলমাত্র;
সে সুবিবেচনা ও সদাচরণ ত্যাগ করেছে।
৪ সে তার বিছানায় অধর্ম কল্পনা করে,
সে কুপথে দাঁড়িয়ে থাকে, সে দুষ্কর্ম ঘৃণা করে না।
৫ হে মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত
আসমানগুলোতে ব্যাপ্ত,
তোমার বিশ্বস্ততা আকাশ ছোঁয়া।
৬ তোমার ধর্মশীলতা আল্লাহ্‌র পর্বতগুলোর মত,
তোমার সমস্ত বিচার মহাজলধিস্বরূপ;
হে মাবুদ, তুমি মানুষ ও পশু রক্ষা করে থাক।

[৩৬:৩] ইয়ার ৪:২২; ১৩:২৩; আমোস ৩:১০।
[৩৬:৪] ইশা ৬৫:২।
[৩৬:৬] পয়দা ১:২; ৭:১১।
[৩৬:৭] রূত ২:১২।
[৩৬:৮] আইউ ২০:১৭; প্রকা ২২:১।
[৩৬:৯] ইউ ১:৪; ১পিতর ২:৯।
[৩৬:১০] ইয়ার ৩১:৩।

৭ হে আল্লাহ্‌ তোমার অটল মহব্বত কেমন বহুমূল্য!
সমস্ত লোক তোমার পক্ষচ্ছায়ার নিচে আশ্রয় পায়।
৮ তারা তোমার বাড়ির পুষ্টিকর দ্রব্যে পরিতৃপ্ত হয়,
তুমি তাদের তোমার আনন্দ নদীর পানি পান করিয়ে থাক।
৯ কারণ তোমারই কাছে জীবনের ফোয়ারা আছে;
তোমারই আলোতে আমরা আলো দেখতে পাই।

না।

৩৬:৩ তার মুখের কালাম। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। অধর্ম ও ছলমাত্র। ৩৫:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

সে সুবিবেচনা ... ত্যাগ করেছে। ৯৪:৮-১১; মেসাল ২:৯-১১ আয়াত দেখুন। সদাচরণ ত্যাগ করা হল জ্ঞানী ও উত্তম ব্যক্তির বিপরীত (৩৪:১৪; ৩৭:৩, ২৭; সেই সাথে ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৬:৪ সে তার বিছানায় অধর্ম কল্পনা করে। যে স্থানে এসে মানুষ সাধারণত বিশ্রাম নেয় এবং পরবর্তী দিনের কার্যক্রমের গতিপথ নির্ণয় করে। দুষ্টেরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়ম অনুসারে দিন ও রাতের রীতি মানে না (১:২; এর সাথে ১১৯:৫৫ আয়াত দেখুন)। অপর দিকে আল্লাহ্‌ভক্ত মানুষ রাতে আল্লাহ্‌র নির্দেশনা অনুসারে চলে (১৬:৭ আয়াত দেখুন); রাতে আল্লাহ্‌র সাথে মুনাজাতে কথা বলে (৪২:৮ আয়াত দেখুন), তাঁর কথা চিন্তা করে (৬৩:৬) এবং তাঁর ওয়াদার প্রতিফলন ঘটায় (১১৯:১৪৮)।

অধর্ম কল্পনা করে। ৩৪:১৪; ৩৭:২৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে মিকাহ্‌ ২:১ আয়াতও দেখুন।

৩৬:৫ মহব্বত ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ মাবুদের অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা (৫৭:৩; ৬১:৭; ৮৫:১০; ৮৬:১৫; ৮৯:১৪; ১১৫:১; ১৩৮:২; মেসাল ৩:৩; ১৪:২২; ১৬:৬; ২০:২৮ আয়াতে যেমনটা দেখা যায়; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)।

আসমানগুলোতে ব্যাপ্ত ... আকাশ ছোঁয়া। অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও সৃষ্টি জগতের প্রতিটি স্থানে তা খুঁজে পাওয়া যায় (৫৭:১০; ১০৮:৪ আয়াত দেখুন)।

৩৬:৬ ধর্মশীলতা ... বিচার। অর্থাৎ মাবুদের ধর্মশীলতা ও বিচার (৩৩:৫; ৩৭:৬; ৮৯:১৪; ৯৭:২; হোসিয়া ২:১৯ আয়াত দেখুন; ইশা ৯:৭; ৩৩:৫; ইয়ার ৯:২৪ আয়াত দেখুন)। *ধর্মশীলতা।* ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র পর্বতগুলোর মত ... মহাজলধিস্বরূপ। পর্বতের মত উঁচু এবং মহা জলধি অর্থাৎ মহাসাগরের মত গভীর।

৩৬:৭ক অটল মহব্বত। আয়াত ৫ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

৩৬:৭খ-৯ সমগ্র সৃষ্ট জগতের প্রতি মাবুদের অকৃত্রিম মহব্বতের নিদর্শন (৩৩:৪-৫ আয়াত দেখুন)।

৩৬:৭খ পক্ষচ্ছায়ার নিচে আশ্রয় পায়। ১৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:৮ পরিতৃপ্ত হয় ... পান করিয়ে থাক। জীবন দানকারী খাবার ও পানি।

বাড়ি। এখানে মাবুদ আল্লাহ্‌র সমগ্র সৃষ্ট জগতের কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ দুনিয়াকে বোঝানো হয়েছে, যা থেকে আমরা সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর জন্য অফুরন্ত খাবার এবং পানীয় পেয়ে থাকি (২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

আনন্দ নদী। যে "প্রণালীর" (আইউব ৩৮:২৫) মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর "ভাণ্ডার" থেকে বৃষ্টি ঝরিয়ে থাকেন (৩৩:৭; এর সাথে আইউব ৩৮:৮-১১, ২২, ৩৭; ইয়ার ১০:১৩ আয়াতও দেখুন), যা তাঁর "উপরিস্থিত কুঠরীতে" অবস্থিত থাকে (১০৪:১৩; এর সাথে ৬৫:৯; ইশা ৩০:২৫ আয়াত দেখুন; বেহেশত থেকে আগত রহমত সম্পর্কে জানতে পয়দা ৪৯:২৫; দ্বি.বি. ৩৩:২৩ আয়াত দেখুন)। এই বিশেষ বর্ণনার মধ্য দিয়ে বেহেশত হতে নির্গত রহমতের বর্ষণের উপর আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের কথা প্রকাশ করা হয়েছে, যা দুনিয়াস্থ নদ নদীকে প্রবাহমান করে ও ভূমিকে সজীব করে, যা আল্লাহ্‌র এবাদতখানা হতে নির্গত "জীবনদায়ী পানির নদীর" প্রতীক (প্রকাশিত ২২:১-২; এর সাথে উযায়ের ৪৭:১-১২ আয়াতও দেখুন)।

আনন্দ। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও রহমতই আমাদেরকে সকল প্রকার আনন্দের উৎস খুঁজে দেয়।

৩৬:৯ মূল অংশ, অর্থাৎ ৫-৯ আয়াতের ক্রান্তিস্থল ও সারাংশ।

জীবনের ফোয়ারা। ইয়ার ২:১৩; ১৭:১৩ আয়াত দেখুন। বস্তুত ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ গুনাহ্‌গারদের জন্য জীবনদায়ী পানি প্রবাহিত করেছেন (ইউহোন্না ৪:১০, ১৪)।

তোমারই আলো। ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

দেখতে পাই। এখানে দেখা বলতে অভিজ্ঞতা লাভ করা, পাওয়া, উপভোগ করা বোঝানো হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ১৬:১০; ২৭:১৩; ৩৪:৮, ১২; ৪৯:৯, ১৯; ৮৯:৪৮; ৯০:১৫; ১০৬:৫ আয়াতে (উপভোগ); আইউব ৯:২৫ আয়াতে (দর্শন পাওয়া); ৪২:৫; হেদায়েত ১:১৬ আয়াতে (জ্ঞানবিশিষ্ট হওয়া); ৩:১৩ (খুঁজে পাওয়া); ৬:৬ আয়াতে (মঙ্গল ভোগ করা); ইশা ৫৩:১০; মাতম ৩:১।

আলো। জীবনের পরিপূর্ণতা সাধন, যে লক্ষ্য অর্জনের জন্য জীবনের সৃষ্টি। আলোর সাথে জীবনের সম্পর্ক জানতে দেখুন ৪৯:১৯; ৫৬:১৩; আইউব ৩:২০; ৩৩:২৮, ৩০; ইশা ৫৩:১১।

৩৬:১০-১২ মুনাজাত: তোমার "মহব্বত" (আয়াত ৫) এবং "ধার্মিকতা" (আয়াত ৬), যা তুমি সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছ – যারা তোমাকে জানে বলে স্বীকার করে ও যারা প্রকৃত ধার্মিক (আল্লাহ্‌র লোক), তাদের কাছে তুমি তা প্রকাশ কর। কিন্তু দুষ্টদের হাত ও পা থামিয়ে দাও যেন তারা আমার উপরে জয় লাভ করতে না পারে (বাদশাহ্‌ দাউদ; ৩৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০ যারা তোমাকে জানে,
তুমি তাদের প্রতি তোমার অটল মহব্বত,
ও সরলচিত্তদের প্রতি তোমার উদ্ধার চিরস্থায়ী
কর।
১১ অহঙ্কারের পা আমার কাছে না আসুক,
দুষ্টদের হাত আমাকে তাড়িয়ে না দিক্।
১২ ঐ যে দুর্বৃত্তরা পড়ে গেল;
অধঃস্থানে নিক্ষিপ্ত হল, আর উঠতে পারবে
না।

জবুর ৩৭

হযরত দাউদের।
১ তুমি দুরাচারদের বিষয়ে রুষ্ট হয়ো না;
অধর্মাচারীদের প্রতি ঈর্ষা করো না।
২ কেননা তারা ঘাসের মত শীঘ্র ছিন্ন হবে,
সবুজ ঘাসের মত ম্লান হবে।

[৩৭:১] মেসাল ২৪:১৯।
[৩৭:২] আয়াত ৩৮; ইয়াকুব ১:১০।
[৩৭:৩] ইহি ৩৪:১৪; ইউ ১০:৯।
[৩৭:৪] আইউ ৭:৬; মথি ৬:৩৩।
[৩৭:৬] আইউ ১১:১৭।
[৩৭:৭] ইশা ৩৮:১৩; ইব ৩:১৬; রোমীয় ৮:২৫।
[৩৭:৮] ইফি ৪:৩১;

৩ মাবুদের উপর নির্ভর রাখ, সদাচরণ কর,
তবে দেশে বাস করবে, নিরাপত্তার জন্য
আনন্দ করবে।
৪ আর মাবুদে আনন্দ কর,
তিনি তোমার সমস্ত মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।
৫ তোমার গতি মাবুদের উপর অর্পণ কর,
তাঁর ওপর নির্ভর কর, তিনিই কাজ সাধন
করবেন।
৬ তিনি আলোর মত তোমার ধার্মিকতা,
মধ্যাহ্ন কালের মত তোমার বিচার প্রকাশ
করবেন।
৭ মাবুদের কাছে নীরব হও, তাঁর অপেক্ষায়
থাক;
যে তার পথে কৃতকার্য হয়, তার বিষয়ে,
যে ব্যক্তি কুসঙ্কল্প করে, তার বিষয়ে রুষ্ট হয়ো

৩৬:১০ যারা তোমাকে জানে। ৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন।
অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।
সরলচিত্ত। অর্থাৎ ধার্মিক। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৬:১১ অহঙ্কার। ৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৩৬:১২ রচয়িতার আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে এই আয়াতে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। পড়ে গেল। সম্ভবত দুষ্টদের মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে (১৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।
জবুর ৩৭ অধ্যায়। খোদায়ী প্রজ্ঞাপূর্ণ নির্দেশনা। (অন্যান্য জ্ঞানগর্ভ গজল দেখুন: ৩৪:৮-২২; ৪৯; ১১২; এছাড়া এ ধরনের আরও কিছু গজল হচ্ছে জবুর ১; ৭৩; ৯১; ৯২:৬-৯, ১২-১৫; ১১১; ১১৯; ১২৭-১২৮; ১৩৩; এর সাথে উক্ত অধ্যায়গুলোর নোটও দেখুন)। এই গজলটির প্রধান বিষয়বস্তু হচ্ছে দুষ্ট ও উত্তম ব্যক্তির মধ্যকার পার্থক্য, যা জবুর ৩৬ অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় ভাবধারা হচ্ছে: কে মাবুদের দেশের অধিকারী হবে (আয়াত ৯, ১১, ২২, ২৯), অর্থাৎ কারা আল্লাহ্‌র প্রতিজ্ঞাত দেশে পূর্ণ রহমত ও অনুগ্রহের স্বাদ অনুভব করে বাস করতে পারবে? যারা কুসঙ্কল্প করে (আয়াত ১২), দুরভিসন্ধি করে (আয়াত ৭, ৩২), ঋণ করে পরিশোধ করে না (আয়াত ২১), সুবিধা আদায়ের জন্য জোর জবরদস্তি করে (আয়াত ১৪) এবং তারপরও দুনিয়াবী সম্পদে সমৃদ্ধ হয় (আয়াত ৭, ১৬, ৩৫) সেই সমস্ত মন্দ ও দুষ্ট মানুষ? না কি যারা ধার্মিক, যারা মাবুদের উপরে নির্ভর করে (আয়াত ৩, ৫, ৭, ৩৪) ও যারা নম্র (আয়াত ১১), নির্দোষ (আয়াত ১৮, ৩৭), মহানুভব (আয়াত ২১,২৬), সৎ (আয়াত ৩৭) ও শান্তিপূর্ণ (আয়াত ৩৭), এবং যার মুখ থেকে আল্লাহ্‌র কালাম ধ্যানপূর্বক আহরিত জ্ঞানপূর্ণ বাণী প্রকাশ পায় (আয়াত ৩০-৩১) এমন ব্যক্তি? দুষ্টদের প্রায় এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পেতে দেখুন ১০:২-১১; ৭৩:৪-১২। ধার্মিক ব্যক্তির প্রায় এ ধরনের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা পেতে দেখুন জবুর ১১২ অধ্যায়। মন্দ ব্যক্তির পরিবর্তন সম্পর্কে এ ধরনের বর্ণনা পেতে দেখুন জবুর ৪৯; ৭৩:১৮-২০। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি বর্ণানুক্রমিক ভঙ্গিতে সাজানো হয়েছে, যেখানে প্রতিটি বর্ণের জন্য দুটি করে আয়াত রয়েছে, অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে অমিল লক্ষ্য করা যায়। মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়েছে ১-১১ আয়াতের মধ্যে। এর পর গজলের পরবর্তী অংশে তা আরও বিধৃত করা হয়েছে। পুরো অধ্যায়টি শুরুতে ও শেষে রয়েছে দুষ্টদের কার্যকলাপ সংক্রান্ত বর্ণনা (আয়াত ১-২) এবং ধার্মিকদের প্রতি মাবুদের চিরস্থায়ী সহায় (আয়াত ৩৯-৪০)। জবুর ৩৪-৩৬ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়টির সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে জবুর ৩৪-৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।
৩৭:১-২ আয়াত ৭; জবুর ৭৩ অধ্যায় দেখুন।
৩৭:১ এই অংশটি মেসাল ২৪:১৯ আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৩৭:২ ২০ আয়াতের নোট দেখুন।
৩৭:৩ ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোট দেখুন।
৩৭:৪ মনোবাঞ্ছা। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।
৩৭:৫ তিনিই কাজ সাধন করবেন। ১ পিতর ৫:৭ আয়াত দেখুন।
৩৭:৬ তোমার ধার্মিকতা ... তোমার বিচার। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতি আমাদের নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার উপর নির্ভর করে মাবুদ আল্লাহ্ আমাদেরকে যে সমৃদ্ধি ও মঙ্গলময়তা দান করে থাকেন (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৯; আরও দেখুন মেসাল ৮:১৮; ২১:২১, যেখানে সমৃদ্ধি শব্দটির বিশেষ হিব্রু অর্থ রয়েছে; আরও দেখুন ইশা ৪৮:১৮)। মধ্যাহ্ন কালের মত তোমার বিচার প্রকাশ করবেন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর ধার্মিকতার বিচার প্রকাশ করবেন (৩৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।
তোমার বিচার। ৩৫:২৭ আয়াতের নোট দেখুন; ইশা ৫৪:১৭ আয়াতও দেখুন। এখানে বোঝানো হয়েছে যারা আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা অনুসারে চলবে এবং যাদের উপরে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হবেন, তাদেরকে তিনি বিশেষ অনুগ্রহ ও রহমত প্রদান করবেন, যেমনটা দেখা যায় ৫৯:৯ আয়াতে (যেখানে "আলো" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে) এবং ৫৯:১১ আয়াতে (যেখানে "ধার্মিক গণনা করা" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, এর সাথে যুক্ত রয়েছে বিচার ও উদ্ধা)। সেই অনুসারে তোমার ধার্মিকতা ও তোমার বিচার কথাটি ৩৬:৬ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ্‌র ধার্মিকতা ও আল্লাহ্‌র বিচার কথাটির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।
৩৭:৮ ক্রোধ ... রুষ্ট। ধার্মিকদের ক্ষতি সাধনের জন্য এবং অনেক ক্ষেত্রে ধার্মিকদেরকে শোষণ করে দুষ্টদের অর্জিত সমৃদ্ধির বিপরীতে ধার্মিকদের ক্ষোভ ও ক্রোধ।

না।
৮ ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত হও, ক্রোধ ত্যাগ কর,
রুষ্ট হয়ো না, হলে কেবল দুষ্কার্য করবে।
৯ কারণ দুরাচারেরা উচ্ছিন্ন হবে,
কিন্তু যারা মাবুদের অপেক্ষা করে,
তারাই দেশের অধিকারী হবে।
১০ আর ক্ষণকাল পরে দুষ্ট লোক আর থাকবে না,
তুমি তার স্থান তত্ত্ব করবে, কিন্তু তাকে পাবে
না।
১১ কিন্তু মৃদুশীলেরা দেশের অধিকারী হবে,
এবং প্রচুর শান্তির দরুন আনন্দ করবে।
১২ দুষ্ট লোক ধার্মিকের প্রতিকূলে কুসঙ্কল্প করে,
তার বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে।
১৩ প্রভু তাকে উপহাস করবেন,
কেননা তিনি দেখেন, তার দিন আসছে।
দুষ্টেরা তলোয়ার কোষমুক্ত করেছে ও ধনুক
আকর্ষণ করেছে,
১৪ যেন দুঃখী ও দরিদ্রকে নিপাত করতে পারে,
যেন সরলপথগামীদেরকে খুন করতে পারে,
১৫ তাদের তলোয়ার তাদেরই হৃদয়ে প্রবেশ
করবে,
তাদের ধনুক ভেঙ্গে যাবে।
১৬ ধার্মিকের অল্প সম্পত্তি ভাল,

কল ৩:৮।
[৩৭:৯] মথি ৫:৫।
[৩৭:১০] আইউ ৭:১০।
[৩৭:১১] মথি ৫:৫।
[৩৭:১২] আইউ ১৬:৯।
[৩৭:১৩] ১শামু ২৬:১০।
[৩৭:১৬] মেসাল ১৫:১৬; ১৬:৮।
[৩৭:১৭] আইউ ৩৮:১৫।
[৩৭:২০] ইশা ৫১:৬।
[৩৭:২১] লেবীয় ২৫:৩৫।
[৩৭:২২] আইউ ৫:৩।
[৩৭:২৩] শুমারী ১৪:৮।
[৩৭:২৫] ইব ১৩:৫।

[৩৭:২৬] লেবীয় ২৫:৩৫।

সমস্ত দুষ্ট লোকের বহু ধনরাশি অপেক্ষা
ভাল।
১৭ কারণ দুষ্টদের বাহু ভেঙ্গে যাবে;
কিন্তু মাবুদ ধার্মিকদের ধরে রাখেন।
১৮ মাবুদ সিদ্ধদের সমস্ত দিন জানেন;
তাদের অধিকার চিরকাল থাকবে।
১৯ তারা বিপদের সময় লজ্জিত হবে না,
দুর্ভিক্ষের সময়ে তৃপ্ত হবে।
২০ কিন্তু দুষ্টরা বিনষ্ট হবে,
মাবুদের দুশমনেরা মাঠের সবুজ ঘাসের
সৌন্দর্যের মতই;
তারা অন্তর্হিত, ধোঁয়ার মত মিলিয়ে যাবে।
২১ দুষ্ট ঋণ করে পরিশোধ করে না,
কিন্তু ধার্মিক দয়াবান ও দানশীল।
২২ কেননা তাঁর দোয়ার পাত্রেরা
দেশের অধিকারী হবে,
কিন্তু তাঁর বদদোয়ার পাত্রেরা উচ্ছিন্ন হবে।
২৩ মাবুদ কর্তৃক মানুষের পদক্ষেপগুলো স্থিরীকৃত
হয়,
তার পথে তিনি প্রীত।
২৪ পড়ে গেলেও সে ভূতলশায়ী হবে না;
কেননা মাবুদ তার হাত ধরে রাখেন।
২৫ আমি যুবক ছিলাম, এখন বৃদ্ধ হয়েছি,

৩৭:৯ দুরাচারেরা উচ্ছিন্ন হবে। ৩৪ আয়াত দেখুন। তারাই দেশের অধিকারী হবে। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে নিজেদের জন্য ও বংশধরদের জন্য এক নিশ্চিত বাসস্থান উত্তরাধিকার হিসেবে লাভ করবে, যা আল্লাহ্‌ তাদেরকে দান করবেন তাঁর লোকদের জন্য প্রতিজ্ঞাত অনন্ত জীবনের প্রথম ধাপ হিসেবে। যারা মাবুদের উপরে নির্ভর করে, অর্থাৎ নির্ভয়ে তাঁর উপরে নিজেদের জীবন সঁপে দেয় এবং সমস্ত দান রহমত হিসেবে গ্রহণ করে, তারাই সেই দেশের অধিকারী হবে। যারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে মন্দ উপায়ে সেই দেশ ও তার সম্পদ দখল করতে চায় তারা কখনো সেই দেশের অধিকার পাবে না (আয়াত ১১, ২২, ২৯ দেখুন; তুলনা করুন ইউসা ৭ অধ্যায়)।

৩৭:১০ ক্ষণকাল। সময়ের ক্ষণস্থায়ীত্ব উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে এখানে ঘটনাটির নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হয়েছে (৫৮:৯; আইউব ২০:৫-১১; হগয় ২:৬ আয়াত দেখুন)।

৩৭:১১ মথি ৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

মৃদুশীল। যারা নম্রতার সাথে আল্লাহ্‌র প্রতি নিজেদের নির্ভরতা, আল্লাহ্‌র অপরিমেয় অনুগ্রহ স্বীকার করে এবং অন্যদের প্রতি কখনো অহঙ্কার দেখায় না।

শান্তির দরুন আনন্দ করবে। এখানে আল্লাহ্‌র নিখাদ অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে।

৩৭:১২ ধার্মিক। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *দাঁতে দাঁত ঘর্ষণ করে।* ৩৫:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:১৩ প্রভু তাকে উপহাস করবেন। ২:৪ আয়াত দেখুন। তিনি দেখেন, তার দিন আসছে। অবাক হওয়ার মত বিষয় হচ্ছে, জবুর রচয়িতা কোথাও দুষ্টদের দমন করার বিষয়ে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ কোন কাজের বর্ণনা দেন নি – যদিও ২২ আয়াতে কিছুটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। দুষ্টদের জীবন যে এক সময় অবশ্যই ধ্বংস হবে সে বিষয়ে বিভিন্ন আয়াতে বার বার সুস্পষ্ট ঘোষণা দেওয়া হয়েছে (আয়াত ৯, ২২, ২৮, ৩৪, ৩৮; এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২, ৮, ১০, ১৫, ১৭, ২০, ৩৬, ৩৮) এবং মাবুদ নিজেও তা জানেন – কিন্তু আল্লাহ্‌ তাঁর ধার্মিক লোকদের রক্ষা করার জন্য এখনও কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না।

তার দিন। অর্থাৎ দুষ্টদের পতন ও ধ্বংসের দিন, যে দিন তারা প্রত্যেকে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ১ শামু ২৪:১০ আয়াতে বলা হয়েছে ("তার সময়," যার আক্ষরিক অর্থ "তার দিন"); আইউব ১৮:২০ ("তার নিয়তি")।

৩৭:১৪-১৫ তলোয়ার ... ধনুক। ৬৪:৩-৪, ৭-৮; মেসাল ৩০:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৫:৯ আয়াতের নোটও দেখুন।

৩৭:১৪ দুঃখী ও দরিদ্র। ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:১৫ তাদেরই হৃদয়ে প্রবেশ করবে। ৪৫:৫ আয়াত দেখুন।

৩৭:১৬-১৭ ধার্মিক। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদ ধার্মিকদের ধরে রাখেন। ১:৬ আয়াত দেখুন (মাবুদ দৃষ্টি রাখেন)।

৩৭:১৮ সিদ্ধ। অর্থাৎ নির্দোষ ব্যক্তি। ৩৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৫:২ আয়াতের নোটও দেখুন।

৩৭:২০ মাঠের সবুজ ঘাসের সৌন্দর্যের মতই। তুলনা করুন আয়াত ২; ৯০:৫-৬; ৯২:৭; ১০২:১১; ১০৩:১৫-১৬ এবং নোট; আইউব ১৪:২; ইশা ৪০:৬-৭; আরও দেখুন ইয়াকুব ১:১০-১১।

৩৭:২১ কিংবা "দুষ্টেরা ঋণ নেয় ও পরিশোধ করতে পারে না, কিন্তু ধার্মিকেরা অকাতরে দান করে" (দ্বি.বি. ১৫:৬; ২৮:১২, ৪৪ আয়াত দেখুন)।

৩৭:২৪ মেসাল ২৪:১৬ আয়াত দেখুন।

কিন্তু ধার্মিককে পরিত্যক্ত হতে দেখি নি,
তার বংশকে খাদ্য ভিক্ষা করতে দেখি নি।
২৬ সেসব দিন রহম করে ও ধার দেয়,
তার বংশ দোয়া পায়।
২৭ তুমি মন্দ থেকে দূরে যাও,
সদাচরণ কর, তাতে চিরকাল বাস করবে।
২৮ কেননা মাবুদ ন্যায়বিচার ভালবাসেন;
তিনি তাঁর বিশ্বস্তদেরকে পরিত্যাগ করেন না;
তারা চিরকাল সুরক্ষিত হয়;
কিন্তু দুষ্টদের বংশ উচ্ছিন্ন হবে।
২৯ ধার্মিকেরা দেশের অধিকারী হবে
তারা নিয়ত সেখানে বাস করবে।
৩০ ধার্মিকের মুখ জ্ঞানের কথা বলে,
তার জিহ্বা ন্যায়বিচারের কথা বলে।
৩১ তার আল্লাহ্‌র শরীয়ত তার দিলে আছে;
তার পদবিক্ষেপ টলবে না।
৩২ দুষ্ট লোক ধার্মিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে,
তাকে খুন করতে চেষ্টা করে।
৩৩ মাবুদ তাকে ওর হাতে ছেড়ে দেবেন না,
তার বিচারকালে তাকে দোষী করবেন না।
৩৪ মাবুদের অপেক্ষায় থাক, তাঁর পক্ষে চল;

[৩৭:২৭] ৩ ইউ ১:১১।
[৩৭:২৮] পয়দা ১৭:১৪; দ্বি.বি. ৩২:২৬; মেসাল ২:২২।
[৩৭:২৯] ইশা ৩৪:১৭।
[৩৭:৩০] মেসাল ১০:১৩।
[৩৭:৩১] দ্বি.বি. ৬:৬।
[৩৭:৩৩] ২পিতর ২:৯।
[৩৭:৩৫] আইউ ৫:৩।
[৩৭:৩৬] ইশা ৪১:১২।
[৩৭:৩৭] পয়দা ৬:৯।
[৩৭:৪০] ১খান্দান ৫:২০; জবুর ২০:২।
[৩৮:১] জবুর ৬:১।

তাতে তিনি তোমাকে দেশের অধিকার ভোগের জন্য উন্নত করবেন;
দুষ্টদের উচ্ছেদ হলে তুমি তা দেখতে পাবে।
৩৫ আমি দুষ্টকে মহাক্ষমতাশালী দেখেছি,
উৎপত্তি স্থানের সতেজ গাছের মত প্রসারিত দেখেছি।
৩৬ কিন্তু আমি সেই পথে গেলাম, দেখ, সে নেই,
আমি খোঁজ করলাম, কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না।
৩৭ নির্দোষদের কথা বিবেচনা কর,
সরলকে নিরীক্ষণ কর;
শান্তিপ্রিয় ব্যক্তির কাজের শেষে সুফল আছে।
৩৮ কিন্তু অধর্মাচারীরা সকলেই বিনষ্ট হবে;
দুষ্টদের শেষ ফল উচ্ছিন্ন হবে।
৩৯ ধার্মিকদের উদ্ধার মাবুদ থেকে,
তিনি সঙ্কটকালে তাদের আশ্রয়।
৪০ মাবুদ তাদের সাহায্য করেন, তাদেরকে রক্ষা করেন,
তিনি দুষ্টদের থেকে তাদের রক্ষা করেন ও তাদের নাজাত করেন,
কারণ তারা তাঁর আশ্রয় নিয়েছে।

৩৭:২৬ ২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:২৭ মন্দ থেকে দূরে যাও, সদাচরণ কর। ৩৪:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:২৮ তাঁর বিশ্বস্তদেরকে। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৭:২৯ তারা নিয়ত সেখানে বাস করবে। তারা ও তাদের সন্তানেরা ও তাদের সন্তানদের সন্তানেরা বংশ পরম্পরায় বাস করবে, যা দুষ্টদের পরিণতির ঠিক বিপরীত (আয়াত ২৮)।

৩৭:৩০ জ্ঞান। ১১৯:৯৮, ১৩০; দ্বি.বি. ৪:৬ আয়াত দেখুন।

৩৭:৩১ দিল। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

টলবে না। সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হবে না (১৭:৫ আয়াত দেখুন)।

৩৭:৩২ দুষ্ট লোক ধার্মিকের প্রতি লক্ষ্য রাখে। অর্থাৎ ধার্মিক ব্যক্তির দুর্বল মুহূর্ত খুঁজে বের করার অপেক্ষায় থাকে। ১০:৮-৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৭:২ আয়াতের নোটও দেখুন।

তাকে খুন করতে চেষ্টা করে। আদালতে ধার্মিকদের নামে মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করার মধ্য দিয়ে (আয়াত ৩৩) তাদেরকে হত্যা করাই দুষ্টদের প্রধান লক্ষ্য।

৩৭:৩৪ আয়াত ৯ দেখুন।

৩৭:৩৫-৩৬ এর সাথে তুলনা করুন ২৫-২৬ আয়াত।

৩৭:৩৭-৩৮ তীব্র বৈপরীত্য: "নির্দোষদের" জন্য রয়েছে আশা, "অধর্মাচারীদের" জন্য কোন আশা নেই।

৩৭:৩৯-৪০ ধার্মিকদের উদ্ধার ... তাদের আশ্রয়। ধার্মিকেরা দুষ্টদের অনুগ্রহে বাঁচে না: মাবুদ আল্লাহ্‌ই তাদের আশ্রয়। দুষ্টেরা ধার্মিকদেরকে প্রতিজ্ঞাত দেশের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে তাদেরকে যতই দোষী হিসেবে উপস্থাপন করুক না কেন, আল্লাহ্‌ সব সময়ই ধার্মিকদেরকে রক্ষা করবেন।

জবুর ৩৮-৪১ অধ্যায়। জবুর শরীফের প্রথম খণ্ডের শেষ চারটি অধ্যায় কয়েকটি কেন্দ্রীয় মূলভাব দ্বারা সম্পর্কযুক্ত (উক্ত অধ্যায়গুলোর ভূমিকা দেখুন)। এই মূলভাবগুলোর একটি হচ্ছে গুনাহ্‌ স্বীকার করা, যা প্রথম খণ্ডের মধ্যে শুধুমাত্র জবুর ২৫; ৩২ অধ্যায়ে দেখা যায় (উক্ত অধ্যায়গুলোর ভূমিকা দেখুন)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, জ্ঞানগর্ভ একটি গজলের পর পরই (জবুর ৩৭ অধ্যায়) এই অধ্যায়ে গুনাহ্‌ সম্পর্কে প্রথম যে বিষয়টি বলা হয়েছে তা হচ্ছে "অজ্ঞানতা" (৩৮:৫)।

জবুর ৩৮ অধ্যায়। মারাত্মক ও বেদনাপূর্ণ অসুস্থতা থেকে সুস্থতা লাভের জন্য বিশেষ আবেদন। এই অসুস্থতা ছিল বাদশাহ্‌ দাউদের কৃত একটি গুনাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌ প্রদত্ত তিরস্কার মূলক শাস্তি। এই শাস্তির কারণ বা অসুস্থতার ধরন কোনটাকেই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি। দাউদের বন্ধু ও প্রিয়জনেরা তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে তাঁর কষ্ট আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে (আয়াত ১১ দেখুন) এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে তাঁর পতন ও ধ্বংস সাধনের জন্য তাঁর শত্রুদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা (আয়াত ১২, ১৬, ১৯-২০)। প্রচলিত ঈসায়ী ধারণা অনুসারে এই গজলটি হচ্ছে জবুর শরীফের সাতটি গুনাহ্‌র স্বীকারোক্তি ও ক্ষমা প্রার্থনা মূলক গজলের মধ্যে একটি (জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ৩৩ অধ্যায়ের মত (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকার নোট ও কাঠামো দেখুন) এই অধ্যায়টির আয়াতের সংখ্যাও (২২টি আয়াত) হিব্রু বর্ণমালার ২২টির বর্ণের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। গজলটি রচিত হয়েছে চার আয়াত বিশিষ্ট পাঁচটি পঙক্তিমালা নিয়ে, যার শেষে রয়েছে দুই আয়াত বিশিষ্ট উপসংহার।

৩৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। **স্মৃতি-জাগানো।** অন্যত্র শুধুমাত্র জবুর ৭০ অধ্যায়ের শিরোনামে এই কথাটি দেখা যায়।

৩৮:১-৪ মাবুদের ভর্ৎসনা ও শাস্তি থেকে রক্ষা পাবার জন্য আবেদন।

৩৮:১ ভর্ৎসনা ... শাস্তি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ভর্ৎসনা ও শাস্তি (৩৯:১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)। *ক্রোধ ... গজব।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৩৮

হযরত দাউদের কাওয়ালী। স্মৃতি-জাগানো।

১ হে মাবুদ, তোমার ক্রোধে আমাকে ভর্ৎসনা
করো না,
তোমার গজবের আগুনে আমাকে শাস্তি দিও
না।
২ কেননা তোমার সমস্ত তীর আমাতে বিদ্ধ,
আমার উপরে তোমার হাত নেমে এসেছে।
৩ তোমার ক্রোধ হেতু আমার দেহে কোন স্বাস্থ্য
নেই,
আমার গুনাহ্‌হেতু আমার অস্থিতে কোন শান্তি
নেই।
৪ কেননা আমার অপরাধগুলো আমার মাথার
উপরে উঠেছে,
ভারী বোঝার মত সেসব আমার শক্তির চেয়ে
ভারী।
৫ আমার সমস্ত ক্ষত দুর্গন্ধ ও গলিত হয়েছে,
আমার অজ্ঞানতার দরুণই হয়েছে।
৬ আমি কুঁজো হয়েছি, অত্যন্ত নুয়ে পড়েছি,
আমি সমস্ত দিন বিষণ্ন হয়ে বেড়াচ্ছি।
৭ কেননা আমার কোমরে জ্বালা ধরেছে,
আমার দেহে কোনো স্বাস্থ্য নেই।
৮ আমি অবসন্ন ও অতিশয় ক্ষুণ্ন হয়েছি,
অন্তরের ব্যাকুলতায় আর্তনাদ করছি।
৯ হে মালিক, আমার সমস্ত কামনা তোমার
সম্মুখে,
আমার কাতরোক্তি তোমা থেকে গুপ্ত নয়।
১০ আমার অন্তর ধুক্‌ ধুক্‌ করছে,
আমার বল আমাকে ত্যাগ করেছে,
আমার চোখের তেজও আমাকে ছেড়ে গেছে।
১১ আমার বন্ধুরা ও আমার সঙ্গীরা
আমার ব্যাধি থেকে দূরে দাঁড়ায়,
আমার জ্ঞাতিবর্গ দূরে দাঁড়িয়ে থাকে।
১২ যারা আমার প্রাণের খোঁজ করে, তারা ফাঁদ
পাতে;
যারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে, তারা বিনাশের
কথা বলে,
আর সমস্ত দিন ছলের চিন্তা করে।
১৩ কিন্তু বধিরের মত আমি কিছুই শুনতে পাই
না,
আমি এমন বোবার মত হয়েছি, যে মুখ
খোলে না।
১৪ আমি এমন ব্যক্তির মত, যে শুনতে পায় না,
যার মুখে প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় না।
১৫ কারণ, হে মাবুদ, আমি তোমারই অপেক্ষা
করছি;
হে মালিক, আমার আল্লাহ্‌, তুমিই উত্তর
দেবে।
১৬ কেননা আমি বললাম, পাছে ওরা আমার
বিষয়ে আনন্দ করে,
আমার চরণ টললেই আমার বিপক্ষে অহংকার
করে।
১৭ আমি তো পড়তে উদ্যত;
আমার ব্যথা সতত আমার গোচরে রয়েছে।
১৮ আমি আমার অপরাধ স্বীকার করবো,
আমার গুনাহ্‌র জন্য খেদ করবো।
১৯ কিন্তু আমার দুশমনেরা সতেজ ও বলবান,

[৩৮:২] আইউ ৬:৪।
[৩৮:৩] মেসাল ৩:৮; ৪:২২।
[৩৮:৪] লূক ১১:৪৬।
[৩৮:৫] মেসাল ৫:২৩; ১২:২৩; ১৩:১৬; হেদা ১০:৩।
[৩৮:৭] আইউ ১৪:২২।
[৩৮:৮] মেসাল ১৭:২২।
[৩৮:৯] আইউ ৩:২৪।
[৩৮:১০] আইউ ৩৭:১।
[৩৮:১৩] ইশা ৪৩:৮; মার্ক ৭:৩৭।
[৩৮:১৬] দ্বি.বি. ৩২:৩৫।
[৩৮:১৭] আইউ ৬:১০।
[৩৮:১৮] লেবীয় ২৬:৪০।
[৩৮:২০] পয়দা ৪৪:৪; ১ইউ ৩:১২।

৩৮:২ সমস্ত তীর। আল্লাহ্‌র গজবের বিশেষ প্রকাশভঙ্গি (আইউব ৬:৪; ৩৪:৬; মাতম ৩:১২; ইহিস্কেল ৫:১৬ আয়াত দেখুন; সেই সাথে পয়দা ৯:১৩ আয়াতের নোটও দেখুন)। আমার উপরে তোমার হাত নেমে এসেছে। ৩২:৪ আয়াত দেখুন; ৩২:৩-৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:৩ অস্থি। ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:৪ ভারী। এখানে মানসিকগত "গুনাহ্‌র অপরাধবোধ" বোঝানো হয় নি, বরং ৫-৮ আয়াতে বর্ণিত তীব্র কষ্টের ও যন্ত্রণার বোঝার কথা বলা হয়েছে।

৩৮:৫-৮ তাঁর অসুস্থতার ভয়ানক শারীরিক ও মানসিক প্রভাব।

৩৮:৮ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:৯-১২ পুনরায় দাউদ ফরিয়াদ জানাচ্ছেন এবং তাঁর কষ্টের কথা আরও খুলে বলছেন: তাঁর অসুস্থতা (আয়াত ১০), তাঁর বন্ধুদের তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়া (আয়াত ১১) এবং তাঁর দুশমনদের দৌরাত্ম্য (আয়াত ১২)।

৩৮:১০ আমার চোখের তেজও আমাকে ছেড়ে গেছে। ১৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:১১ ৩১:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:১২ ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *তারা ফাঁদ পাতে।* ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৮:১৩-১৬ মাবুদ আল্লাহ্‌ আমাদের দুশমনদেরকে জবাব দেবেন (আয়াত ১৫)। বোবা ও বধিরের মত দাউদ নিশ্চুপ থাকবেন, তাঁর শত্রুদেরকে কোন জবাব দেবেন না (আয়াত ১৩-১৪); তিনি চান আল্লাহ্‌ যেন তাঁর পক্ষে তাঁর শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেন (আয়াত ১৫-১৬)। ১ শামু ২৫:৩২-৩৯; ২ শামু ১৬:১০, ১২ আয়াত দেখুন।

৩৮:১৬ আমার চরণ টললেই। যখন তিনি শারীরিকভাবে সমস্যা বোধ করেন সে সময়কার কথা বোঝানো হয়েছে (৬৬:৯; ৯৪:১৮; ১২১:৩ আয়াত দেখুন)।

৩৮:১৭-২০ স্বাস্থ্যের হানি ঘটার সাথে সাথে তাঁর শত্রুদের দৌরাত্ম্যও যেন বেড়ে চলেছে।

৩৮:১৭ পড়তে উদ্যত। মৃত্যু যেন খুব কাছে চলে এসেছে (১৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। পড়া। ৩৫:১৫ আয়াতে হিব্রু ভাষার এই শব্দটির অর্থ করা হয়েছে হোঁচট খাওয়া।

৩৮:১৮ আয়াত ৩-৪; জবুর ৩২ অধ্যায় দেখুন।

৩৮:১৯-২০ তিনি মাবুদের বিরুদ্ধে গুনাহ্‌ করেছেন, কিন্তু যারা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে ও তাঁকে আক্রমণ করছে তাদের সাথে তিনি কোন অন্যায্য কাজ করেন নি (৩৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৮:২০ তারা উপকারের পরিবর্তে অপকার করে। ৩৫:১২-১৪ আয়াত দেখুন।

তারা আমার বিপক্ষ। ৭১:১৩; ১০৯:৪, ২০, ২৯; জাকা ৩:১ আয়াত দেখুন।

ভাল। নৈতিক দিক থেকে শুদ্ধ (৩৪:১৪ আয়াত দেখুন)।

অনেকেই অকারণে আমাকে ঘৃণা করে।
২০ আর তারা উপকারের পরিবর্তে অপকার করে,
তারা আমার বিপক্ষ, কারণ যা ভাল, আমি
তারই অনুগামী।
২১ হে মাবুদ, আমাকে পরিত্যাগ করো না;
আমার আল্লাহ্, আমা থেকে দূরে থেকো না।
২২ হে মালিক, আমার উদ্ধার,
তুমি আমার সাহায্য করতে তৎপর হও।

জবুর ৩৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য, যিদুথূনের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ আমি বললাম, 'আমি আমার পথে সাবধানে
চলবো,
যেন জিহ্বা দ্বারা গুনাহ্ না করি;
যতদিন আমার সাক্ষাতে দুর্জন থাকে,
আমি মুখে জালতি বেঁধে রাখব।'
২ আমি নীরবে বোবা হয়ে রইলাম,
সৎ কথা বলা থেকেও বিরত থাকলাম,
আর আমার ব্যথা বেড়ে গেল।
৩ আমার অন্তর আমার ভেতরে তপ্ত হয়ে উঠলো;
ভাবতে ভাবতে আগুন জ্বলে উঠলো;
তারপর আমি কথা বললাম,

[৩৮:২১] জবুর ২৭:৯; ৭১:১৮; ১১৯:৮।
[৩৮:২২] ১খান্দান ১৬:৩৫।
[৩৯:১] আইউ ৬:২৪; ইয়াকুব ১:২৬।
[৩৯:৩] লূক ২৪:৩২।
[৩৯:৪] পয়দা ৪৭:৯; আইউ ৭:৭।
[৩৯:৫] আইউ ১০:২০।
[৩৯:৬] হেদা ৬:১২; ইয়াকুব ৪:১৪।
[৩৯:৮] দ্বি.বি. ২৮:৩৭; ইশা ৪৩:২৮; দানি ৯:১৬।
[৩৯:৯] ইশা ৩৮:১৫।
[৩৯:১০] ২খান্দান ২১:১৪।
[৩৯:১১] দ্বি.বি. ২৮:২০; ইশা

৪ মাবুদ, আমার অন্তিমকাল আমাকে জানাও,
আমার আয়ুর পরিমাণ কি, জানাও,
আমি জানতে চাই, আমি কেমন ক্ষণিক।
৫ দেখ, তুমি আমার আয়ু কতিপয় মুষ্টি পরিমিত করেছ,
আমার জীবনকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ;
সত্যি, প্রত্যেক মানুষ স্থিরীকৃত হলেও নিতান্ত অসার। সেলা।
৬ সত্যি, মানুষ ছায়ার মত গমনাগমন করে,
সত্যি, তারা অসারতার জন্যই ব্যতিব্যস্ত;
সে ধনরাশি সঞ্চয় করে,
কিন্তু কে তা সংগ্রহ করবে, জানে না।
৭ এখন, হে মালিক, আমি কিসের অপেক্ষা করি?
তোমাতেই আমার প্রত্যাশা।
৮ আমার সমস্ত অধর্ম থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমাকে মূঢ় লোকের ধিক্কারের পাত্র করো না।
৯ আমি বোবা হলাম, মুখ খুললাম না,
কেননা তুমিই এই সমস্ত করেছ।
১০ আমা থেকে তোমার আঘাত দূর কর,
তোমার হাতের প্রহারে আমি ক্ষীণ হলাম।
১১ তুমি যখন অপরাধের দরুন মানুষকে ভর্ৎসনা

৩৮:২১-২২ উপসংহারে দাউদ তাঁর ফরিয়াদ পুনরায় পেশ করছেন।

জবুর ৩৯ অধ্যায়। মানব জীবনের অসারতা ও ক্ষীণতার কারণে শঙ্কাগ্রস্ত দাউদের বিশেষ মুনাজাত। আল্লাহ্ তাঁকে ভর্ৎসনা স্বরূপ অসুস্থতায় আক্রান্ত করার কারণে তিনি এখন আরও বেশি করে এই কথা মনে করছেন (আয়াত ১০-১১) এবং তিনি আরও বেশি করে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছেন (আয়াত ৮)। জবুর ৩৮ আয়াতে তাঁর দুশমনদের সামনে নীরবতার কথা রয়েছে, জবুর ৩৯ অধ্যায়ে আল্লাহ্র সামনে নীরবতার কথা রয়েছে (আল্লাহ্র ভর্ৎসনা, আয়াত ১১; ৩৮:১)। দুটো ক্ষেত্রেই তিনি তাঁর গুনাহ্ স্বীকার করেছেন এবং আল্লাহ্র উপরে গভীর আস্থা ও নির্ভরতার কথা প্রকাশ করেছেন। জবুর ৪০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এর পাশাপাশি গজলটির সাথে জবুর ৯০ অধ্যায়ের অনেক মিল রয়েছে; আরও দেখুন জবুর ৪৯ অধ্যায়। গজলটির কাঠামো অনেকটা সমান্তরাল: পাঁচ ও তিন পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ থাকায় শেষেও পাঁচ ও তিন পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ রয়েছে। কেন্দ্রে রয়েছে (আয়াত ৬; এর সাথে ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এমন এক প্রজ্ঞার চিহ্ন যা দাউদের অবস্থাকে মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গির আরও বিস্তৃত এক ক্ষেত্রে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে (৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। যিদুথূন। দাউদের তিন জন প্রধান বাদ্যকরের মধ্যে এক জন (১ খান্দান ১৬:৪১-৪২; ২৫:১, ৬; ২ খান্দান ৫:১২; তাকে ২ খান্দান ৩৫:১৫ আয়াতে দাউদের দর্শক বলা হয়েছে)। সম্ভবত যিদুথূনই হলেন ১ খান্দান ৬:৪৪; ১৫:১৯ আয়াতের এথন। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে তিনি মরারি গোষ্ঠীর একজন ব্যক্তি, যেভাবে আসফ ছিলেন গের্শোন গোষ্ঠীর এবং হেমন ছিলেন কহাত গোষ্ঠীর লোক। এরা তিন জনই লেবি বংশের লোক (১ খান্দান ৬:১৬, ৩৩, ৩৯, ৪৩-৪৪ আয়াত দেখুন)। জবুর ৬২; ৭৭; ৮৯ আয়াতের শিরোনাম দেখুন।

৩৯:১-৩ ভূমিকা: নীরব থাকার জন্য দৃঢ় প্রত্যয়ী হলেও অবশেষে তিনি আর তাঁর ক্ষোভ জমিয়ে রাখতে পারলেন না।

৩৯:১ তিনি তাঁর মুখে জালতি বেঁধে রেখেছিলেন, যেন দুষ্টদের কথা শুনে কোন ধরনের বিদ্রোহ মূলক কথাবার্তা তাঁর মুখ দিয়ে বের না হয় (জবুর ৭৩ অধ্যায় দেখুন)।

৩৯:২-৩ চাপিয়ে রাখা ক্ষোভ কেবল তাঁর অসহিষ্ণুতাকেই বাড়িয়ে তুলেছিল (ইয়ার ২০:৯)।

৩৯:৪-৫ মানব জীবনের সংক্ষিপ্ততা উপলব্ধি করা এবং তার সাথে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার জন্য বিশেষ মুনাজাত।

৩৯:৪ আমি জানতে চাই, আমি কেমন ক্ষণিক। ৭৮:৩৯ আয়াত দেখুন ও ৩৭:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:৫ আমার জীবনকাল তোমার দৃষ্টিতে অবস্তুবৎ। ৯০:৪ আয়াত দেখুন।

নিতান্ত অসার। ১১ আয়াত; ৬২:৯; ১৪৪:৪ আয়াত দেখুন। সেলা সম্পর্কে জানার জন্য ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৩৯:৬ এই আয়াতটি অনেকটা হেদায়েতকারী কিতাবের ভাষাগত ও অর্থগত ভাবধারা প্রকাশ করেছে।

৩৯:৭-১১ একটি বিনম্র মুনাজাত: আমাকে কেবল তোমার এই চলমান ভর্ৎসনা থেকে মুক্ত কর।

৩৯:৮ আমাকে উদ্ধার কর। দুশমনদের হাত থেকে। *মূঢ় লোকের ধিক্কার।* আল্লাহ্ যদি তাঁকে উদ্ধার না করেন, তাহলে তাঁকে উপহাস করা হবে (২২:৭-৮; ৬৯:৬-১২ আয়াত দেখুন) এবং তা করবে আল্লাহ্বিহীন মূর্খেরা (১৪:১ আয়াত দেখুন)।

৩৯:১০ তোমার হাতের প্রহারে। ৩২:৪; ৩৮:২ আয়াত দেখুন।

৩৯:১১ ভর্ৎসনা দ্বারা শাসন। ৬:১; ৩৮:১ আয়াত দেখুন।

অসারমাত্র। ৫ আয়াতের নোট দেখুন।

দ্বারা শাসন কর,
তখন কীটের মত তার সৌন্দর্য বিলীন করে থাক;
সত্যি, প্রত্যেক মানুষ অসারমাত্র। সেলা।
১২ হে মাবুদ, আমার মুনাজাত শোন,
আমার আর্তনাদে কান দাও,
আমার অশ্রুপাতে নীরব থেকো না;
কেননা আমি তোমার কাছে মেহমানস্বরূপ,
আমার সমস্ত পিতৃলোকের মতই প্রবাসী।
১৩ আমার উপর থেকে তোমার কড়া দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও,
যেন প্রফুল্ল হই,
যাবৎ আমার মৃত্যু না হয় ও আর না থাকি।

জবুর ৪০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ আমি ধৈর্যসহ মাবুদের অপেক্ষা করছিলাম,
তিনি আমার প্রতি মনোযোগ দিয়ে আমার আর্তনাদ শুনলেন।
২ তিনি বিনাশের গর্ত থেকে, পঙ্কময় ভূমি থেকে,
আমাকে তুললেন,
তিনি শৈলের উপরে আমার চরণ রাখলেন,
আমার পদসঞ্চার দৃঢ় করলেন।
৩ তিনি আমার মুখে নতুন গজল,
আমাদের আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গজল দিলেন;
অনেকে তা দেখবে, ভয় পাবে,
ও মাবুদের উপর ঈমান আনবে।
৪ সুখী সেই জন, যে মাবুদকে তার বিশ্বাসভূমি করে,
এবং তাদের দিকে না ফেরে,
যারা অহঙ্কারী ও মিথ্যা পথে ভ্রমণ করে।
৫ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্‌, তুমিই প্রচুর পরিমাণে সাধন করেছ
আমাদের পক্ষে তোমার অলৌকিক সমস্ত কাজ ও তোমার সমস্ত সঙ্কল্প;
তোমার মত কেউ নেই;

৬৬:১৫; ইহি ৫:১৫; ২পিতর ২:১৬। [৩৯:১২] লেবীয় ২৫:২৩। [৩৯:১৩] আইউ ১০:২১। [৪০:২] আইউ ৯:৩১।

[৪০:৩] প্রকা ৫:৯।

[৪০:৪] মেসাল ৩:৩৪; ১৬:৫; ইশা ৬৫:৫; ১পিতর ৫:৫। [৪০:৫] দ্বি.বি. ৪:৩৪। [৪০:৬] ১শামু ১৫:২২; ইয়ার ৬:২০; আমোস ৫:২২।

৩৯:১২-১৩ বিনম্র মুনাজাতটিকে আরও বিনম্রতার সাথে পুনরায় উপস্থাপন করা হচ্ছে।

৩৯:১২ মেহমান ... প্রবাসী। তিনি যেন একজন প্রবাসী বা যাযাবরের মত আল্লাহ্‌র সামনে দিয়ে এই দুনিয়ার পথ অতিক্রম করছেন (এর সাথে তুলনা করুন ইবরানী ১১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৩৯:১৩ আমার উপর থেকে তোমার কড়া দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও। আইউব ৭:১৭-১৯; ১০:২০-২১; ১৪:৬ আয়াত দেখুন।

যেন প্রফুল্ল হই। আইউব ৯:২৭; ১০:২০ আয়াত দেখুন।

আর না থাকি। মৃত্যুর ওপারে কী আছে সে সম্পর্কে এখানে কোন কথা বলা হয় নি (আয়াত ৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৪০-৪১ অধ্যায়। জবুর শরীফের প্রথম খণ্ডটি শেষ করা হচ্ছে দুটি অধ্যায় দিয়ে, যাতে রয়েছে "সুখী সেই ব্যক্তি" এই বিশেষ উক্তিটি (৪০:৪; ৪১:১)। কিতাবের সূচনার অধ্যায়টির সাথে এই দুটি অধ্যায়ের সামঞ্জস্য বজায় রাখা হয়েছে (১:১; ২:১২ আয়াত দেখুন)। এতে করে কিতাবটির প্রথম খণ্ডটিতে তাদের জন্য সুখ ও আনন্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা মাবুদের কালামে আনন্দ করে (১:২), যারা তাঁর কাছে আশ্রয় নেয় (২:১২), যারা অহঙ্কার করে না কিন্তু মাবুদের উপরে আস্থা রাখে (৪০:৪) এবং যারা দুঃখীদের পাশে দাঁড়ায় (৪১:১) – খোদায়ী জীবন যাপনের সংক্ষিপ্ত একটি নির্দেশনা। জবুর ১-২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

জবুর ৪০ অধ্যায়। যখন বিপদ চারপাশ থেকে ঘিরে ধরে তেমন সময়ের জন্য সাহায্য আবেদন। একানে দাউদের দুর্দশার কারণ স্পষ্টভাবে বলা হয় নি, তবে দাউদ স্বীকার করছেন যে তিনি গুনাহ্‌ করেছেন বলেই তাঁর এই পরিণতি (আয়াত ১২ দেখুন), যেমনটা তিনি জবুর ৩৮-৩৯; ৪১ অধ্যায়ে বলেছেন (গজল ৩৯; ৪১ আয়াতের ভূমিকা দেখুন)। দুশমনদের পরিহাসের কারণে এই দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যে ভাবধারাটি জবুর ৩৮-৩৯; ৪১ অধ্যায়েও দেখা যায় (জবুর ৩৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গজলটি শুরু হয়েছে আল্লাহ্‌র অতীতের সমস্ত করুণা ও দয়ার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে (আয়াত ১-৫: পাঁচটি হিব্রু পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি অংশ) এবং মাবুদের প্রতি বাদশাহ্‌র নিজের বিশ্বস্ততার সাক্ষ্য প্রদান (আয়াত ৬-১০: দুটি তিন পঙক্তি বিশিষ্ট ছন্দ)। এর মধ্য দিয়ে তাঁর আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করার ভিত্তি প্রস্তুত হয়েছে (আয়াত ১১-১৭: পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি ছন্দ এবং একটি সমাপনী পঙক্তি; এক্ষেত্রে ৬-১০ আয়াতের কেন্দ্রমুখী কাঠামো লক্ষ্য করুন)। মুনাজাতের শুরুতে দীর্ঘ ভূমিকা আরও কয়েকটি স্থানে দেখা যায়, যেমন জবুর ৪৪; ৮৯ অধ্যায়। জবুর ৭০ অধ্যায় অনেক ক্ষেত্রে এই গজলটির ১৩-১৭ আয়াতের পুনরাবৃত্তি।

৪০ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪০:১-৩ সমস্যামুখর সময়ে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দাউদের প্রাপ্ত সহায়ের অভিজ্ঞতা, যার কারণে তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছেন এবং অন্যদেরকেও তাঁর উপরে ভরসা রাখতে বলছেন (৭:১৭; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:৩ নতুন গজল। ৩৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

অনেকে তা দেখবে। দাউদের প্রশংসার ফলে (১৮:৪৯; ২২:২২-৩১ আয়াত দেখুন; ৯:১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

ভয় পাবে। ১৫:৪; ২৫:১২; ৩৪:৮-১৪; মেসাল ১:৭; লূক ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:৪-৫ অন্যদের প্রতি মাবুদের মমতার প্রকাশ: যে মাবুদকে তাঁর বিশ্বাসভূমি করে (আয়াত ৪) এবং তাঁর জাতি ইসরাইলের উপরে আস্থা রাখে।

৪০:৪ ইয়ার ১৭:৭ আয়াত দেখুন; যারা আল্লাহ্‌র উপরে বিশ্বাস স্থাপন করে তাদের অনুগ্রহের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা (৩২:১-২; ১৪৬:৫)। *সুখী।* ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *অহঙ্কারী।* ৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:৫ অলৌকিক সমস্ত কাজ। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। **সমস্ত সঙ্কল্প।** ইসরাইলের জন্য আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজ তাঁর পূর্ব নির্ধারিত ইচ্ছা ও পরিকল্পনা অনুসারেই ঘটছে (ইশা ২৫:১; ৪৬:১০-১১ আয়াত দেখুন)।

৪০:৬-৮ আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে চলার জন্য দাউদের প্রতিজ্ঞা। ইবরানী ১০:৫-১০ আয়াতে এই আয়াতগুলো মসীহকে উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:৬ তুমি প্রীত নহ ... চাও নি। আল্লাহ্‌র কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমাদের বাধ্যতা (১ শামু ১৫:২২

আমি সেগুলো বলতাম ও বর্ণনা করতাম,
কিন্তু সেগুলো গণনা করা যায় না।
৬ কোরবানীতে ও নৈবেদ্যে তুমি প্রীত নহ,
তুমি আমার উন্মুক্ত কর্ণ দিয়েছ;
তুমি পোড়ানো-কোরবানী ও গুনাহ্‌র জন্য
কোরবানী চাও নি;
৭ তখন আমি বললাম, দেখ, আমি এসেছি;
যেমন পাক-কিতাবে আমার বিষয় লেখা
আছে।
৮ হে আমার আল্লাহ্‌, তোমার অভীষ্ট সাধনে
আমি প্রীত,
আর তোমার শরীয়ত আমার অন্তরে আছে।
৯ আমি মহাসমাজে ধর্মশীলতার মঙ্গলবার্তা
তবলিগ করেছি;
দেখ, আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করি না;
হে মাবুদ, তুমি তা জান।
১০ আমি তোমার ধর্মশীলতা নিজের হৃদয়মধ্যে
সঙ্গোপন করি নি,
তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার উদ্ধার তবলিগ
করেছি;
তোমার অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা মহাসমাজ
থেকে গুপ্ত রাখি নি।

[৪০:৭] আইউ ১৯:২৩; ইয়ার ৩৬:২; ৪৫:১; ইহি ২:৯; জাকা ৫:১।
[৪০:৮] মথি ২৬:৩৯।
[৪০:৯] ইউসা ২২:২২।
[৪০:১১] জাকা ১:১২।
[৪০:১৩] জবুর ২২:১৯; ৩৮:২২।
[৪০:১৪] ইষ্টের ৯:২; জবুর ৩৫:২৬।
[৪০:১৫] জবুর ৩৫:২১।
[৪০:১৬] দ্বি.বি. ৪:২৯; ১খান্দান ২৮:৯; জবুর ৯:১০; ১১৯:২।
[৪০:১৭] জবুর ৮৬:১; ১০৯:২২।

১১ হে মাবুদ, তুমিও আমা থেকে তোমার করুণা
রুদ্ধ করো না;
তোমার অটল মহব্বত ও তোমার বিশ্বস্ততা
সতত আমাকে রক্ষা করুক।
১২ কেননা অসংখ্য বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে;
আমার অপরাধগুলো আমাকে ধরেছে;
আমি দেখতে পাচ্ছি না;
আমার মাথার চুলের চেয়েও সেসব বেশি,
আমার হৃদয়ে সাহস বলতে কিছু নেই।
১৩ হে মাবুদ, অনুগ্রহ করে আমাকে উদ্ধার কর,
মাবুদ, আমাকে সাহায্য করতে তৎপর হও।
১৪ তারা সকলেই লজ্জিত ও হতাশ হোক,
যারা সংহার করতে আমার প্রাণের খোঁজ
করে,
তারা ফিরে যাক, অপমানিত হোক,
যারা আমার বিপদে প্রীত হয়।
১৫ তারা নিজেদের লজ্জার দরুন স্তম্ভিত হোক,
যারা আমাকে বলে, আহা! আহা!
১৬ যারা তোমার খোঁজ করে,
তারা সকলে তোমাতে আমোদ ও আনন্দ
করুক;

আয়াত দেখুন), বিশেষ করে আল্লাহ্‌র নৈতিক বিধি বিধানের প্রতি (ইশা ১:১০-১৭; আমোস ৫:২১-২৬; মিকাহ্‌ ৬:৬-৮ আয়াত দেখুন) – অর্থাৎ তাঁর চুক্তির অধীন প্রধান দশ হুকুমনামা (হিজ ২০:৩-১৭; দ্বি.বি. ৫:৭-২১ আয়াত দেখুন)। *উন্মুক্ত কর্ণ দিয়েছ।* আল্লাহ্‌র শরীয়ত শ্রবণ করার জন্য সমর্থ ও আগ্রহী কান (মেসাল ২৮:৯; ইশা ৪৮:৮; ৫০:৪-৫ আয়াত দেখুন)।

৪০:৭ দেখ, আমি এসেছি। সম্ভবত এখানে দাউদের সিংহাসনে আরোহণের সময় কৃত তাঁর ওয়াদার কথা বলা হচ্ছে। যেমন পাক-কিতাবে আমার বিষয় লেখা আছে। অনেকে এই কথাটিকে কোন একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ বলে মনে করে থাকেন, খুব সম্ভবত দ্বি.বি. ১৭:১৪-১৫ আয়াত। তবে প্রেক্ষাপট বিচারে এটিই মনে হয় যে, এখানে পাক-কিতাব বলতে বোঝানো হয়েছে বাদশাহ্‌ তাঁর নিজের জন্য শরীয়তের যে সংস্করণ অনুলিপি হিসেবে তৈরি করেছিলেন সেটি (দ্বি.বি. ১৭:১৮)। সিংহাসনে আরোহন করার সময় তিনি তাঁর রাজকীয় দায়িত্বের পাশাপাশি মাবুদের শরীয়তও লিখিয়ে নিয়েছিলেন (দ্বি.বি. ১৭:১৮-২০; ২ বাদশাহ্‌ ১১:১২ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্‌ ২:৩ দেখুন)।

৪০:৮ তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত। ৬ আয়াতের সাথে এই আয়াতের বক্তব্য প্রাসঙ্গিক।

৪০:৯-১০ বাদশাহ্‌ দাউদের জীবন ছিল মাবুদের প্রশংসা, তাঁর বিশ্বস্ততার কথা ঘোষণা এবং তাঁর লোকদের পক্ষে মহব্বতের কাজে পূর্ণ (তুলনা করুন ৮৫:১০-১১ আয়াত)। আল্লাহ্‌ মানুষের কাছে এ ধরনের কাজই চান, পশু কোরবানী নয় (৫০:৭-১৫, ২৩ আয়াত দেখুন)।

৪০:৯ তবলিগ করেছি। ৬৮:১১; ৯৬:২ আয়াত দেখুন; মঙ্গলবার্তা (১ বাদশাহ্‌ ১:৪২; ইশা ৪০:৯; ৪১:২৭; ৫২:৭; ৬১:১ আয়াত দেখুন)।

মহাসমাজে। ১:৫; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার ওষ্ঠাধর রুদ্ধ করি না। তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা তবলিগ করা থেকে বিরত নন (৩৮:১৩-১৬; ৩৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:১০ হৃদয়মধ্যে। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা।* ২৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১১-১৭ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য মুনাজাত।

৪০:১১-১৩ বিপদ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য দাউদের ফরিয়াদ।

৪০:১১ তোমার অটল মহব্বত ও তোমার বিশ্বস্ততা। যা এবাদতখানায় সমবেত সকলের কাছে ঘোষণা করা হয়েছে (১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪০:১২ অসংখ্য বিপদ আমাকে ঘিরে ধরেছে। অর্থাৎ বাদশাহ্‌ দাউদ এখন তাঁর নিজ গুনাহ্‌র ভারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছেন এবং তা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পাচ্ছেন না (জবুর ৩৮-৩৯ অধ্যায় ও ভূমিকা দেখুন)।

আমি দেখতে পাচ্ছি না। ১৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার মাথার চুলের চেয়েও সেসব বেশি। মথি ১০:৩০; লূক ১২:৭ আয়াত দেখুন। *হৃদয়।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪০:১৪-১৬ আল্লাহ্‌ যেন দাউদকে সমস্ত বিপদ ও দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করেন তার জন্য মুনাজাত এবং মাবুদের প্রশংসা করার জন্য প্রত্যয় প্রকাশ। দুঃসময়ে দুশমনদের হাতে নিগৃহীত হওয়ার বিষয়ে আরও দেখুন জবুর ৩৮:১২; ৩৯:৮; ৪১:৫,৭ আয়াত। আরও দেখুন ২৫:২৬-২৭ আয়াত।

৪০:১৪ লজ্জিত ... হতাশ ... অপমানিত। দাউদ মুনাজাত করছেন যেন যারা তাঁকে মানুষের সামনে অপমানিত করতে চেয়েছে তারাই বরং যেন অপমানিত ও লজ্জিত হয় (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

যারা তোমার উদ্ধার ভালবাসে,
তারা সতত বলুক, মাবুদ মহিমান্বিত হোন।
১৭ আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
প্রভুই আমার পক্ষে চিন্তা করেন;
তুমি আমার সহায় ও আমার উদ্ধারকর্তা;
হে আমার আল্লাহ্, বিলম্ব করো না।

জবুর ৪১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ সুখী সেই জন, যে দীনহীনের প্রতি চিন্তাশীল;
বিপদের দিনে মাবুদ তাকে নিস্তার করবেন।
২ মাবুদ তাকে রক্ষা করবেন, জীবিত রাখবেন,
দেশে তাকে সুখী বলে ডাকা হবে;
তুমি দুশমনদের ইচ্ছার হাতে তাকে তুলে দেবে না।
৩ অসুস্থ হয়ে যখন বিছানায় পড়ে থাকলে মাবুদ তাকে ধরে রাখবেন;
তার অসুস্থতার সময়ে তুমি তার সমস্ত বিছানা পরিবর্তন করেছ।
৪ আমি বললাম, হে মাবুদ, আমাকে রহম কর,
আমার প্রাণ সুস্থ কর,
কেননা আমি তোমার বিরুদ্ধাচরণ করে গুনাহ্ করেছি।
৫ আমার দুশমনেরা আমার বিরুদ্ধে হিংসার কথা বলে,
'সে কখন মরবে? কখন তার নাম মুছে যাবে?'
৬ আর যদি কেউ আমাকে দেখতে আসে, তবে সে মিথ্যা কথা বলে;
তার হৃদয় তার জন্য অধর্ম সঞ্চয় করে, সে বাইরে গিয়ে তা বলে বেড়ায়।
৭ আমার বিদ্বেষীরা সকলে একত্র হয়ে আমার বিরুদ্ধে কানাকানি করে;
তারা আমার বিপক্ষে অনিষ্ট কল্পনা করে।
৮ তারা চিন্তা করে যে, কোন প্রকার মারাত্মক বিষয় আমাতে লেগেছে,
আমি পড়ে আছি, আর উঠতে পারব না।'
৯ আমার যে বন্ধু আমার বিশ্বাসের পাত্র ছিল, সে আমার রুটি খেত,
সে আমার বিরুদ্ধে পাদমূল উঠিয়েছে।
১০ হে মাবুদ, তুমি আমার প্রতি রহম কর,
আমাকে উঠাও, যেন আমি ওদের প্রতিফল দিই।
১১ আমি এতেই জানি যে তুমি আমাতে প্রীত,
কেননা আমার দুশমন আমার জন্য আর জয়ধ্বনি করে না,
১২ তুমি আমার সিদ্ধতায় আমাকে ধরে রেখেছ,
এবং চিরতরে তোমার সাক্ষাতে স্থাপন

[৪১:১] দ্বি.বি. ১৪:২৯।
[৪১:২] উজা ৯:৯।
[৪১:৩] ২শামু ১৩:৫; ২বাদশাহ্ ১:৪।
[৪১:৪] দ্বি.বি. ৩২:৩৯।
[৪১:৬] জবুর ১২:২; ১০১:৭; মথি ৫:১১।
[৪১:৮] ২বাদশাহ্ ১:৪।
[৪১:৯] শুমারী ৩০:২; আইউ ১৯:১৯; মথি ২৬:২৩; লূক ২২:২১; ইউ ১৩:১৮।
[৪১:১০] ২শামু ৩:৩৯।
[৪১:১২] আইউ ৪:৭।
[৪১:১৩] পয়দা ২৪:২৭।

জবুর ৪১ অধ্যায়। এই গজলটির শুরুতেই বলা হয়েছে অসুস্থতার সময়ের একটি মুনাজাত। বস্তুত বাদশাহ্ দাউদ এখানে স্বীকার করছেন যে, তাঁর অসুস্থতার সাথে তাঁর গুনাহ্ জড়িত (আয়াত ৪)। জবুর ৩৮-৪০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। তাঁর দুশমনেরা আনন্দের সাথে তাঁর মৃত্যুর প্রহর গুনছে (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন), এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা পর্যন্ত (আয়াত ৯) তাঁর সাথে বেঈমানী করেছে এবং তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে (৩১:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন)। এই অধ্যায়টির মধ্য দিয়ে চারটি গজলের একটি বিশেষ খণ্ডকে শেষ করা হয়েছে, যেগুলোর মূলভাব ও বিষয়বস্তু একই। বস্তুত এই অধ্যায়গুলো একীভূত হয়ে জবুর শরীফের প্রথম খণ্ডের যবনিকা পতন করেছে (জবুর ৪০-৪১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি বেশ সমান্তরাল, যা তিনটি আয়াত বিশিষ্ট মোট চারটি অংশে বিভক্ত করা যায়। প্রথম ও চতুর্থ অংশে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতার ও আস্থার কথা প্রকাশ করা হয়েছে; দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশে মুনাজাতটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে।

৪১ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৪১:১ সুখী সেই জন, যে দীনহীনের প্রতি চিন্তাশীল। এ কথা সকলের জন্যই সত্যি, তবে একজন বাদশাহ্র জন্য তা অপরিহার্য, কারণ দুর্বল ও শক্তিহীনকে সুরক্ষা দান করাই একজন বাদশাহ্র কাজ (৭২:২, ৪, ১২-১৪; ৮২:৩-৪; মেসাল ২৯:১৪; ৩১:৮-৯; ইশা ১১:৪; ইয়ার ২২:১৬ আয়াত দেখুন)।

৪১:৪ আমি ... গুনাহ্ করেছি। ৩২:৩-৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪১:৬ আমাকে দেখতে আসে। অর্থাৎ আমার অসুস্থতার সময়ে আমাকে দেখতে আসে।

৪১:৯ আমার যে বন্ধু ... আমার রুটি খেত। যে ব্যক্তি বাদশাহ্র সাথে এক টেবিলে বসে ভোজন করত, অর্থাৎ যিনি সম্মানের পাত্র ও বাদশাহ্র বিশ্বস্ত লোক ছিলেন (৩১:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে এমন কারও কথা বলা হয়েছে যিনি চুক্তি স্থাপন বা কসম খাওয়ার মধ্য দিয়ে বন্ধুত্বের সীলমোহর এঁকেছিলেন (২৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। ইউহোন্না ১৩:১৮ আয়াতে এই আয়াতটি ঈসা মসীহ্ নিজের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। ইসরাইলের উপরে আল্লাহ্র অভিষিক্ত বাদশাহ্ হিসেবে তাঁর নিজ রাজকীয় উত্তরাধিকারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দাউদের মহান বংশধরও যেমন লোকদের কাছ থেকে দুশমনী দ্বারা কষ্ট পেয়েছেন, তেমনি নিজের খুব কাছের লোকদের কাছ থেকে বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছেন। এভাবেই তিনি তাঁর পূর্বপুরুষ দাউদের কষ্টের স্বাদ গ্রহণ করেছেন।

৪১:১০ যেন আমি ওদের প্রতিফল দিই। অর্থাৎ আমি যেন বাদশাহ্ হিসেবে তাদেরকে জবাবদিহি করাতে পারি।

৪১:১২ তোমার সাক্ষাতে। ইসরাইলের বেহেশতী বাদশাহ্র রাজকীয় গোলাম হিসেবে (আরও দেখুন জবুর ১০১:৭; ১ শামু ১৬:২২, "আমার সেবা কাজ"; ১ বাদশাহ্ ১০:৮, "তোমার সাক্ষাতে"; ১৭:১, "আমি যার সেবা করি")। *চিরতরে।* অর্থাৎ তিনি কখনো বিচ্যুত হবেন না (২ শামু ৭:১৫-১৬)।

৪১:১৩ এই বাণীর মধ্য দিয়ে সমবেত এবাদতকারীরা জবুর শরীফের প্রথম খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণার সাথে সাথে মাবুদের প্রশংসা করবে।

BACIB International Bible CHURCH

দ্বিতীয় খণ্ড
(জবুর ৪২-৭২)

ভূমিকা

জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়। জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডটি শুরু হয়েছে তিনটি মুনাজাত দিয়ে এবং সেই সাথে বাদশাহ্‌র একটি গজলের মধ্য দিয়ে, যা দ্বিতীয় খণ্ডের সমাপ্তির সাথে সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য স্থাপন করেছে। এই মুনাজাতগুলোকে কিছু বিশেষ শব্দমালা পাওয়া যায় যা কিতাবটির কেন্দ্রস্থিত বিষয়। যদিও জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ে রয়েছে একজন একক ব্যক্তির মুনাজাত এবং জবুর ৪৪ অধ্যায়ে রয়েছে সমবেত এবাদতকারীদের সম্মিলিত মুনাজাত, তথাপি দুই ধরনের মুনাজাতের মধ্যেই বেশ মিল রয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হচ্ছে এই প্রশ্নটি, "হে আল্লাহ্‌, কেন?" (৪২:৯; ৪৩:২; ৪৪:২৩-২৪) – কেন তুমি আমাকে ভুলে গিয়েছ (৪২:৯; ৪৪:২৪) এবং আমাকে ছেড়ে চলে গেছ (৪৩:২; ৪৪:২৩) আমার শত্রুদের আক্রমণের মুখে আমাকে ফেলে রেখে (৪২:৯; ৪৪:২৪)? কিন্তু এই "কেন" বলা হচ্ছে কী কারণে? (৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এর মধ্য প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন দুঃসহ পরিস্থিতিতে জবুর রচয়িতার মানসিক অস্থিরতার চিত্র, যার মধ্য দিয়ে তাঁর আস্থাহীনতা বোঝায় না। এখানে "কেন" সূচক বক্তব্যের পর পরই "আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস" উক্তির মধ্য দিয়ে আবারও তাঁর প্রতি আস্থা প্রকাশ করা হয়েছে (৪২:৫, ১১; ৪৩:৫), কারণ তাঁর "মহব্বত" কখনো টলে যায় না (৪২:৮; ৪৪:২৬)। আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে পরজাতীয়দের হাতে নিগৃহীত হতে দিচ্ছেন এমন মনে হওয়ার প্রেক্ষিতে সাধারণত সমবেত মানুষ তাঁর কাছে ক্রন্দন করে মুনাজাত করছে (জবুর ৪৪ অধ্যায়)। জবুর শরীফের রচয়িতা দেখাতে চেয়েছেন যে, মাবুদ আল্লাহ্‌র অভিষিক্ত জন তাঁর নিজ রাজত্বের দিনে উচ্চীকৃত হবেন। এই গজলে দুটি বিশেষ বিষয়বস্তু বড় আকারে প্রকাশ পেয়েছে: (১) রাজ্যের প্রজাদেরকে যে কোন অন্যায় ও অবিচারের হাত থেকে রক্ষা করে বিচার করা এবং শত্রুদের কাছ থেকে সুরক্ষা দান করা একজন বাদশাহ্‌র দায়িত্ব; এবং (২) বাদশাহ্‌ এই নিশ্চয়তা দিচ্ছেন যে, তিনি আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনুগ্রহ ও রহমত লাভ করছেন যার জন্য তাঁর কর্তৃত্ব ও শাসনের অধীনে রাজ্য শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে, যার অংশ হিসেবে তাঁর গৌরব ও মহিমার কারণে তিনি এক বিদেশী রাজকন্যাকে বিয়ে করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই অংশে মসীহী দর্শনের একটি প্রচ্ছন্ন ধারণা প্রকাশ পেয়েছে। এ সম্পর্কে আরও জানার জন্য জবুর ৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এর সাথে জবুর ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন।

জবুর ৪২-৪৩ হল "শত্রুদের দ্বারা নির্যাতিত" হওয়া থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য (৪২:৯; ৪৩:২) এবং বায়তুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির পুনর্জাগরণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত। এই দুটো অধ্যায় মিলে তৈরি হয়েছে একটি একক মুনাজাত। একক একটি মুনাজাত হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া যায় এর অনন্য কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ মূল বিষয়বস্তুর কারণে। জবুর ৪৩ অধ্যায়টি সম্ভবত বিশেষ কিছু ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের কারণে ৪২ অধ্যায় থেকে পৃথক করা হয়েছে (জবুর ৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। সম্ভবত এই কিতাবের বক্তা এক দল কারুনীয়দের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, যাদের সাধারণ দায়িত্ব ছিল বায়তুল মোকাদ্দসের লিটার্জি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা (বিশেষত ৪২:৪ আয়াত দেখুন এবং জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। সম্ভবত এখানে যে অঈমানদার জাতিদের কথা বলা হয়েছে তারা ছিল দামেস্কের অরামীয়রা এবং এহুদায় আক্রমণের সময় হয়তোবা অরামীয়রা লেখককে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, যেমনটা হসায়েল করেছিল (২ বাদশাহ্‌ ১২:১৭-১৮ আয়াত দেখুন)। (হসায়েলের এই আক্রমণের শিকার হয়েছিল মূলত কহাতের বংশধর করেহীয়দের এলাকা, অর্থাৎ তাদের নামে অধিভুক্ত নগরীগুলো; ইউসা ২১:৪, ৯-১৯ আয়াত দেখুন)। এই গজলটি জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনা করেছে (জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। দ্বিতীয় খণ্ডটি জবুর শরীফের প্রথম খণ্ড থেকে একেবারেই আলাদা, কারণ সেখানে "আল্লাহ্‌" তথা ইলোহিম শব্দটি অনেক বেশি বার উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে প্রথম খণ্ডে ছিল "মাবুদ" বা ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ শব্দটি। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটির তিনটি মূল অংশ বস্তুত সমান্তরাল, যার প্রত্যেকটি চারটি করে আয়াত রয়েছে। সেই সাথে প্রত্যেকটি অংশই একই ধাঁচের ছন্দের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে (৪২:৫, ১১; ৪৩:৫)। মধ্যবর্তী অংশটির নিজস্ব কেন্দ্র রয়েছে (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং সে কারণে এখানে একটি অতিরিক্ত আয়াত রয়েছে (৪২:৮) যা চলমান চিন্তাধারাকে কিছুটা ব্যহত করে এবং আরও নতুনতর চিন্তার সংযুক্তি ঘটায়। এছাড়াও গজলটি জুড়ে একটি মুনাজাত রয়েছে যাকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি যাচঞা করে (৪২:১) এবং আল্লাহ্‌র কোরবানগাহে তাঁর প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে (৪৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এ ধরনের আরও কিছু গজল দেখুন, জবুর ৪৬; ৪৯; ৫৯; ৮০; ১০৭ অধ্যায়।

জবুর ৪২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কারুন-সন্তানদের মস্কীল।

১ হরিণী যেমন পানির স্রোতের আকাঙ্খা করে,
তেমনি, হে আল্লাহ্, আমার প্রাণ তোমার
আকাঙ্খা করছে।
২ আল্লাহ্‌র জন্য, জীবন্ত আল্লাহ্‌রই জন্য আমার
প্রাণ তৃষ্ণার্ত।
আমি কখন এসে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে উপস্থিত
হব?
৩ আমার চোখের পানি দিনরাত আমার খাবার
হল,
কেননা লোকে সমস্ত দিন আমাকে বলে,
'তোমার আল্লাহ্ কোথায়?'
৪ যখন আমি তা স্মরণ করি তখন আমার অন্তর
বিদীর্ণ হয়,
কেননা আমি লোকারণ্যের সঙ্গে যাত্রা কর-
তাম,
তাদেরকে আল্লাহ্‌র গৃহে নিয়ে যেতাম,
আনন্দ ও শুকরিয়া কাওয়ালীর ধ্বনির সঙ্গে
বহু লোক ঈদ পালন করতো।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
আল্লাহ্‌র উপরে প্রত্যাশা রাখ;
কেননা আমি আবার তাঁর প্রশংসা-গজল
গাইব;
তিনি আমার নাজাতদাতা ও আমার আল্লাহ্।
৬ আমার প্রাণ আমার অন্তরে অবসন্ন হচ্ছে;
সেজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করছি,
জর্ডানের দেশ হতে, আর হর্মোণ
পাহাড়শ্রেণী, মিৎসিয়র পর্বত হতে।
৭ তোমার ঝর্ণাগুলোর শব্দে রয়েছে এক অতলের

[৪২:১] দ্বি.বি. ১০:৭; যোয়েল ১:২০।
[৪২:২] ইউসা ৩:১০; ১শামু ১৪:৩৯; মথি ১৬:১৬; রোমীয় ৯:২৬।
[৪২:৩] যোয়েল ২:১৭; মিকাহ্ ৭:১০।
[৪২:৪] ইউসা ৬:৫; ইউ ২:৯।
[৪২:৫] মাতম ৩:২০; মথি ২৬:৩৮।
[৪২:৬] পয়দা ১৩:১০; শুমারী ১৩:২৯।
[৪২:৭] পয়দা

৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম। *প্রধান বাদ্যকরের জন্য।* জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

কারুন-সন্তানদের। কিংবা জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। কারুনের সন্তান বলতে বোঝানো হয়েছে দাউদ কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দসের লিটার্জি সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নিযুক্ত কারুনের বংশধরদেরকে। কারুনীয় বা করেহীয় বংশধররা হচ্ছে লেবির সন্তান কহাতের বংশধর। বাদশাহ্ দাউদের সময়ে তাদের নেতা ছিল হেমন (জবুর ৮৮ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন), যেমন আসফ গের্শোনীয়দেরকে এবং ও যিদূথূন (এথন) মরারীয়দের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (১ খান্দান ৬:৩১-৪৭ আয়াত দেখুন; জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। এটি হচ্ছে "কারুনের সন্তানগণ" আখ্যাত সাতটি গজলের মধ্যে প্রথমটি (জবুর ৪২-৪৯); তৃতীয় খণ্ডে আরও চারটি গজল পাওয়া যায় (জবুর ৮৪-৮৫; ৮৭-৮৮)।

৪২:১-৪ বায়তুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্‌র সাথে অবস্থান করার জন্য আকাঙ্ক্ষা।

৪২:১ হরিণী যেমন পানির স্রোতের আকাঙ্খা করে। কারণ জীবন পানির উপরে নির্ভরশীল– বিশেষত যখন তা কোন শিকারী দ্বারা তাড়িত হয়, যেমন করে দাউদ তাঁর উপরে অত্যাচারীদের দ্বারা নিগৃহীত হচ্ছিলেন। *প্রাণ।* ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:২ জীবন্ত আল্লাহ্‌রই জন্য আমার প্রাণ তৃষ্ণার্ত। ৬৩:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫৫:১ আয়াতের নোট; মথি ৫:৬ আয়াত। *জীবন্ত আল্লাহ্।* দ্বি.বি. ৫:২৬ আয়াত দেখুন।

কখন ... ? দাউদের পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট (আয়াত ৯; ৪৩:১-২ আয়াত দেখুন) এখন তাঁকে এবাদতখানায় প্রবেশ করতে বাধা দিচ্ছে।

আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে উপস্থিত। তাঁর অনুগ্রহ লাভের জন্য (হিজ ১৯:১৭; ২৯:৪২-৪৩; ৩০:৬, ৩৬)।

৪২:৩ দিনরাত। আয়াত ৮, ১০ দেখুন। *তোমার আল্লাহ্ কোথায়?* ৩:২; ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:৪ অন্তর। ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৪২:৫ আল্লাহ্‌র প্রশংসা, যার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি ঈমান ও আস্থা প্রকাশ পেয়েছে (২৭:১৩-১৪ আয়াত দেখুন এবং জবুর ২৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। *তাঁর প্রশংসা-গজল গাইব। কারণ তিনি উদ্ধার করেছেন* (৭:১৭; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৪৩:৪ আয়াতও দেখুন)।

৪২:৬-১০ দাউদের রূহের তীব্র বেদনার গভীরতা ও এর কারণ এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

৪২:৬ আমার প্রাণ ... অবসন্ন হচ্ছে। আয়াত ৫, ১১; ৪৩:৫ আয়াত দেখুন। সেজন্য আমি তোমাকে স্মরণ করছি। যেভাবে তিনি তাঁর নির্বাসনের সময়ে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতার কথা স্মরণ করেছিলেন (আয়াত ৪), সেভাবেই এখন তাঁর এই দুঃখের সময় তিনি স্মরণ করছেন আল্লাহ্‌কে ও তাঁর অবিস্মরণীয় আশ্চর্য কাজগুলোকে (আয়াত ৭, ৯-১০)। তিনি আশা ছাড়েন নি (আয়াত ৮)। তবে অনেকে মনে করে থাকেন যে, এই অংশটির অনুবাদ হওয়া উচিত "কারণ আমি তোমাকে স্মরণ করেছি।"

জর্ডানের দেশ হতে ... মিৎসিয়র পর্বত হতে। সম্ভবত এখানে বোঝানো হয়েছে যে, লেখক তৎকালীন ইসরাইল ও এহুদার সীমানার বাইরে নির্বাসিত হয়েছিলেন। অনেকে মনে করেন লেখক বলতে চেয়েছেন তিনি মিৎসিয়র পর্বতের কোন একটি স্থানে (হতে পারে কোন ছোট গ্রাম, বা পাহাড়ের চূড়া, এ ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা যায় না) বা জর্ডান নদীর উজানের দিকে হর্মোন পর্বতের কোল ঘেঁষে থাকা কোন স্থানে বাস করছিলেন। অন্যরা মনে করেন এখানে "হতে" শব্দটি দিয়ে "অনেক দূরে" বোঝানো হয়েছে এবং "জর্ডান দেশ" বলতে মূলত "প্রতিজ্ঞাত দেশকেই" বোঝানো হয়েছে (যা জর্ডানের গা ঘেঁষে অবস্থিত ছিল এবং যা থেকে লেখক সে সময় বিচ্ছিন্ন ছিলেন)। "হর্মোন পাহাড়শ্রেণী" বলতে সম্ভবত কোন উঁচু পাহাড় চূড়া বোঝানো হয়েছে যা প্রতিজ্ঞাত দেশের উত্তরের সীমানা নির্দেশ করে (দ্বি.বি. ৩:৮; ইউসা ১১:১৭; ১৩:১১; ১ খান্দান ৫:২৩ আয়াত দেখুন) এবং লেখক সেখান থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশের দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন (১৩৩:৩; সোলায়মান ৪:৮ আয়াত দেখুন)। অনেকে মনে করে থাকেন যে, "মিৎসিয়র পর্বত" বলতে মূলত "হর্মোন পাহাড়শ্রেণীরই" আরেকটি নাম হিসেবে বোঝানো হয়েছে, যাকে সিয়োন পর্বতের তুলনায় "ক্ষুদ্র পর্বত" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে (৬৮:১৫-১৬ আয়াত দেখুন)।

৪২:৭ তোমার ঝর্ণাগুলোর শব্দে ...। অন্য অতলের আহ্বান।

প্রতি অন্য অতলের আহ্বান;
তোমার সকল ঢেউ, তোমার সকল তরঙ্গ
আমার উপর দিয়ে যাচ্ছে।
৮ মাবুদ দিনে তাঁর অটল মহব্বতকে হুকুম
করবেন,
রাতে তাঁর স্তোত্র আমার সঙ্গী হবে,
আমার জীবনদায়ী আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত
করবো।
৯ আমি আমার শৈলস্বরূপ আল্লাহ্‌কে বলবো,
কেন আমাকে ভুলে গিয়েছ?
আমি কেন দুশমনের জোর-জুলুমে বিষণ্ন হয়ে
বেড়াচ্ছি?
১০ আমার বিপক্ষেরা আমাকে তিরস্কার করে,
যেন অস্থি পর্যন্ত চূর্ণ করে,
তারা সমস্ত দিন আমাকে বলে, তোমার
আল্লাহ্‌ কোথায়?
১১ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
আল্লাহ্‌র অপেক্ষা কর;
কেননা আমি আবার তাঁর প্রশংসা-গজল
করবো;
তিনি আমার নাজাতদাতা ও আমার আল্লাহ্‌।

জবুর ৪৩

১ হে আল্লাহ্‌, আমার বিচার কর,
অসাধু ব্যক্তিদের সঙ্গে আমার ঝগড়া নিষ্পন্ন
কর;
ছলনাপ্রিয় ও অন্যায়কারী মানুষ থেকে
আমাকে উদ্ধার কর।
২ কেননা তুমিই আমার আল্লাহ্‌ যার মধ্যে আমি
আশ্রয় নিয়েছি;
কেন আমাকে ত্যাগ করেছ?
আমি কেন দুশমনের জোর-জুলুমে বিষণ্ন হয়ে
বেড়াচ্ছি?
৩ তোমার আলো ও তোমার সত্য প্রেরণ কর;
তারাই আমার পথপ্রদর্শক হোক,
তোমার পবিত্র পাহাড় ও তোমার আবাসে
আমাকে উপস্থিত করুক।
৪ তাতে আমি আল্লাহ্‌র কোরবানগাহ্‌র কাছে
যাব,
আমার পরমানন্দজনক আল্লাহ্‌র সম্মুখে যাব;
আর হে আল্লাহ্‌, আমার আল্লাহ্‌,
আমি বীণাযন্ত্রে তোমার প্রশংসা করবো।
৫ হে আমার প্রাণ, কেন অবসন্ন হও?
আমার অন্তরে কেন ক্ষুব্ধ হও?
আল্লাহ্‌র অপেক্ষা কর;
কেননা আমি আবার তাঁর প্রশংসা-গজল
করবো;
তিনি আমার নাজাতদাতা ও আমার আল্লাহ্‌।

১:২; ৭:১১।

[৪২:৮] হেদা ৫:১৮; ৮:১৫।
[৪২:৯] আইউ ২০:১৯।

[৪২:১০] দ্বি.বি. ৩২:২৭।

[৪৩:১] কাজী ৬:৩১।

[৪৩:২] জবুর ৪৪:৯; ৭৪:১; ৮৮:১৪; ৮৯:৩৮।
[৪৩:২] জবুর ৩৫:১৪।

[৪৩:৩] ২শামু ১৫:২৫।
[৪৩:৪] জবুর ৪২:২।

[৪৩:৪] পয়দা ৪:২১।

[৪৩:৫] জবুর ৪২:৬ জবুর ৪৪।

অনেক ক্ষেত্রে মনে করা হয় এখানে জর্ডানের উজান থেকে বয়ে আসা জলপ্রবাহের কথা বলা হয়েছে যা হর্মোন পর্বত থেকে নির্গত হচ্ছে। তবে খুব সম্ভব এখানে ঝর্ণা বলতে বেহেশতে রক্ষিত আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার থেকে নির্গত পানির স্রোতধারাকে কাব্যিক ভাষায় প্রকাশ করা হয়েছে (৩৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। সুতরাং বেহেশতে রক্ষিত অতল জলরাশি নির্গত হয়ে সমুদ্র ও নদনদীতে রক্ষিত অতলে পতিত হচ্ছে। লেখক তাঁর কষ্টের সাথে তুলনা করতে গিয়ে এই উপমা টেনেছেন এবং তিনি বোঝাতে চেয়েছেন বিপুল জলরাশি যেভাবে বিরাট শক্তি নিয়ে পতিত হয় এবং তরঙ্গের সৃষ্টি করে, সেভাবে তাঁর উপরেও পাহাড় প্রমাণ কষ্ট ও যন্ত্রণা পতিত হচ্ছে (৬৯:১-২; ৮৮:৭; ইউহোন্না ২:৩, ৫; এর সাথে ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর রচয়িতার দুঃখ ও দুর্দশার মাঝে আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে, অন্ততপক্ষে এ কথা সত্যি যে আল্লাহ্‌ এই দুর্যোগে তাঁকে পতিত হতে দিয়েছেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হতে পারে জবুর রচয়িতাকে তিনি ভুলেই গেছেন (আয়াত ৯), বা ত্যাগ করেছেন (৪৩:২)। কিন্তু তিনি তাঁর এই দুর্দশার সাথে তাঁর অতীত জীবনের কোন গুনাহ্‌র সংযোগ সাধন করেন নি (জবুর ৪৪; ৭৭ অধ্যায় দেখুন)।

৪২:৮ গজলটির কেন্দ্র: সমস্ত দুঃখ ও দুর্দশার মাঝেও আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও প্রত্যাশার স্বীকারোক্তি। এ কারণেই বলা হয়েছে, দিনে ও রাতে এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৩, *মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর অটল মহব্বতকে হুকুম করবেন ... তাঁর স্তোত্র আমার সঙ্গী হবে* (৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে শুধুমাত্র গজলের কেন্দ্রস্থিত এই আয়াতটিতেই এমন কথা দেখা যায় (ভূমিকা দেখুন)।

তাঁর অটল মহব্বতকে হুকুম করবেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর মহব্বতকে প্রেরণ করবেন, যেভাবে তিনি তাঁর দূতদেরকে প্রেরণ করে থাকে (৪৩:৩ আয়াত দেখুন)। *মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁর স্তোত।* আল্লাহ্‌ সম্পর্কিত গজল। *মুনাজাত।* জবুর রচয়িতা একই সাথে মাবুদের প্রশংসা করছেন এবং তাঁর কাছে মুনাজাতও করছেন।

৪২:৯ ৪৩:২ আয়াতে এই কথাটি প্রতিফলিত হয়েছে। *শৈল।* ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন। *কেন ... ? কেন ... ?* ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন এবং জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৪২:১০ আয়াত ৩ দেখুন। *অস্থি।* ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৩:১-৪ শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার এবং আল্লাহ্‌র উপস্থিতির পুনরাগমনের জন্য মুনাজাত।

৪৩:১ বিচারালয়ের ভাষায় ফরিয়াদ জানানো হয়েছে (জবুর ১৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৪৩:২ ৪২:৯ আয়াতের কথারই প্রতিফলন ঘটেছে এখানে।

৪৩:৩ তোমার আলো ও তোমার সত্য। আল্লাহ্‌র দূত হিসেবে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, যারা (১) তাঁর নাজাত দান করে থাকে (আলো; ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন); এবং (২) তাঁর সত্য, অর্থাৎ যা তাঁর পক্ষে বিশ্বস্ত পরিচর্যাকারী হিসেবে কাজ করে থাকে (২৬:৩; ৩০:৯; ৪০:১০ আয়াত দেখুন)।

তারাই আমার পথপ্রদর্শক হোক। আল্লাহ্‌র পবিত্র আবাসে উপস্থিত হওয়ার জন্য। *পবিত্র পাহাড়।* ২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৩:৪ ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *আল্লাহ্‌র কোরবানগাহ্‌র কাছে।* ২৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৪৪ অধ্যায়। শত্রুদের কাছে চরমভাবে পরাজিত হওয়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে ইসরাইলের আকুতি ও কষ্টের বর্ণনা।

জবুর ৪৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কারুন-সন্তানদের। মস্কীল।

১ হে আল্লাহ্, আমরা স্বকর্ণে শুনেছি,
আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে বলেছেন,
তুমি পূর্বকালে তাঁদের সময়ে কাজ করেছিলে।
২ তুমি তোমার হাতে জাতিদেরকে অধিকারচ্যুত করে
আমাদের পূর্বপুরুষদেরকেই রোপণ করেছিলে,
তুমি লোকবৃন্দকে চূর্ণ করে তাঁদেরকেই উন্নত করেছিলে।
৩ কেননা তাঁরা নিজেদের তলোয়ার দ্বারা দেশ অধিকার করেন নি,
তাঁদের নিজের বাহু তাঁদেরকে নিস্তার করে নি;
কিন্তু তোমার ডান হাত, তোমার বাহু ও
তোমার মুখের প্রসন্নতা তা করেছিল,
কারণ তাঁদের প্রতি তোমার মহব্বত ছিল।
৪ হে আল্লাহ্, তুমিই আমার বাদশাহ্;
তুমি ইয়াকুবকে বিজয় দান করতে হুকুম দাও।
৫ তোমার দ্বারা আমরা আমাদের বিপক্ষদেরকে পরাস্ত করবো;
যারা আমার বিরুদ্ধে উঠে, তাদেরকে তোমার নামে পদতলে দলবো।
৬ যেহেতু আমি আমার ধনুকে নির্ভর করবো না,
আমার তলোয়ার আমাকে নিস্তার করবে না।
৭ কিন্তু তুমিই আমাদের দুশমনদের থেকে আমাদেরকে নিস্তার করেছ,
আমাদের বিদ্বেষিদেরকে লজ্জিত করেছ।
৮ আমরা সমস্ত দিন আল্লাহ্কে নিয়ে গর্ব করেছি,
আর চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা-গজল করবো। সেলা।
৯ কিন্তু তুমি আমাদেরকে ত্যাগ করেছ, অপমানগ্রস্ত করেছ,
আমাদের বাহিনীদের সঙ্গে যাত্রা কর না।
১০ তুমি বিপক্ষ থেকে আমাদেরকে ফিরাচ্ছ;
আমাদের বিদ্বেষীরা আমাদের সর্বস্ব লুট করছে।
১১ তুমি আমাদের জবেহ্ করতে নেওয়া ভেড়ার মত তুলে দিয়েছ,
আমাদেরকে জাতিদের মধ্যে ছিন্নভিন্ন করেছ।
১২ তুমি তোমার লোকদের বিনামূল্যে বিক্রি করছো,
তাদের জন্য কোন উঁচু মূল্য দাবী কর নি।
১৩ তুমি আমাদের প্রতিবেশীদের কাছে আমাদের তিরস্কারের বিষয়,
আমাদের চারদিকের লোকদের কাছে উপহাস ও বিদ্রূপের পাত্র করেছ।
১৪ তুমি জাতিদের মধ্যে আমাদের প্রবাদের বিষয় করেছ,
লোকবৃন্দের মধ্যে আমাদের অবজ্ঞার পাত্র করেছ।

[৪৪:১] ২শামু ৭:২২।
[৪৪:২] ইউসা ৩:১০; প্রেরিত ৭:৪৫।
[৪৪:৩] হিজ ১৫:১৬; ইশা ৪০:১০।
[৪৪:৫] ইউসা ২৩:৫।
[৪৪:৬] হোশেয় ১:৭।
[৪৪:৭] দ্বি.বি. ২০:৪।
[৪৪:৮] ১করি ১:৩১; ২করি ১০:১৭।
[৪৪:৯] দ্বি.বি. ৮:৩; ইশা ৫:১৫।
[৪৪:১০] লেবীয় ২৬:১৭।
[৪৪:১১] লেবীয় ২৬:৩৩; জাকা ২:৬।
[৪৪:১২] দ্বি.বি. ৩২:৩০; ইশা ৫২:৩; ইয়ার ১৫:১৩।
[৪৪:১৩] ২খান্দান ২৯:৮; ইশা ৩০:৩।
[৪৪:১৪] ১বাদশাহ্ ৯:৭।

সম্ভবত এই গজলে এহুদা রাজ্যের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণিত হয়েছে, যা বাদশাহ্ যিহোশাফট বা হিষ্কিয়ের সময়ে ঘটেছিল। এহুদা জাতি তখনো মাবুদের সাথে তার সম্পাদিত ওয়াদা ভঙ্গ করে নি, যা আরও পরবর্তী সময়ে ঘটেছিল। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলে তিনটি বিষয়বস্তু একটি আরেকটির ভিত্তি ধরে গড়ে উঠেছে এবং শেষে রয়েছে সমাপনী মুনাজাত। প্রথমে রয়েছে মাবুদের অতীত বিজয় লাভের বর্ণনা ও প্রশংসা (আয়াত ১-৮), দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বর্তমান পরাজয় ও এর ফলাফল সংক্রান্ত বর্ণনা (আয়াত ৯-১৬), তৃতীয় অংশে রয়েছে এহুদার নির্দোষিতা জ্ঞাত করে ফরিয়াদ (আয়াত ১৭-২২), এর পরে সব শেষে রয়েছে মুনাজাত (আয়াত ২৩-২৬)। এই বিষয়-বস্তুগুলোর প্রত্যেকটিই (অতীত অনুগ্রহ স্মরণ করা, বর্তমান দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থার বর্ণনা এবং চুক্তির প্রতি এহুদার বাধ্যতার স্বীকারোক্তি) এদের নিজ নিজ ক্ষেত্র থেকে একেকটি ফরিয়াদ মূলক মুনাজাত হিসেবে স্বীকৃত (জবুর ৪০ অধ্যায় ও এর ভূমিকা দেখুন; এছাড়া জবুর ৪০; ৮৯ অধ্যায়ের মূল মুনাজাতের আগে যে দীর্ঘ বিবৃতি রয়েছে তা দেখুন)। জবুর ৪৪ অধ্যায় ও ৪২-৪৩ অধ্যায়ের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সংযোগ এবং জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে এদের অবস্থানগত ভূমিকা সম্পর্কে জানতে জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৪৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৪:১-৮ অতীতের সমস্ত বিজয় লাভের জন্য আল্লাহ্র প্রশংসা: (১) যে বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি এই প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে (আয়াত ১-৩) এবং (২) যে সমস্ত বিজয় লাভের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি তাদের দেশকে সুরক্ষিত রাখতে পেরেছে (আয়াত ৪-৮ দেখুন)।

৪৪:১ ৭৮:৩ আয়াত দেখুন।

৪৪:৩ তোমার মুখের প্রসন্নতা। ৪:৬; ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:৪ আমার। গজলের এই আয়াতে এবং আরও কয়েকটি স্থানে উত্তম পুরুষ একবচনে বক্তব্য রাখা হলেও তা মূলত সমগ্র জাতিকেই নির্দেশ করেছে (জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। *ইয়াকুব* / ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:৫,৮ তোমার নামে। ২০ আয়াত দেখুন।

৪৪:৮ আমরা ... আল্লাহ্কে নিয়ে গর্ব করেছি। অর্থাৎ আমরা আল্লাহ্কেই আমাদের সমস্ত প্রশংসা ও গৌরব প্রদান করেছি।

৪৪:৯-১৬ কিন্তু তুমি আমাদেরকে ত্যাগ করেছ: (১) তুমি আমাদেরকে পরাজয় বরণ করতে দিয়েছ (আয়াত ৯-১২); (২) তুমি আমাদেরকে আমাদের শত্রুদের সামনে লজ্জিত ও অপমানিত করেছ (আয়াত ১৩-১৬)।

৪৪:১১ জবেহ্ করতে নেওয়া ভেড়ার মত তুলে দিয়েছ। অর্থাৎ আমাদের পালক বাদশাহ্র মত আমাদেরকে রক্ষা কর নি (আয়াত ৪ দেখুন; ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৪:১২ তোমার লোকদের বিনামূল্যে বিক্রি করছো। মূল্যহীন বস্তুর মত করে (দ্বি.বি. ৩২:৩০; কাজী ২:১৪ আয়াত দেখুন)। **কোন উঁচু মূল্য দাবী কর নি।** একেবারেই মূল্যহীন ফেলনা বস্তুর সাথে তুলনা করা হয়েছে (ইশা ৫২:৩; ইয়ার ১৫:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৪৩:৩-৪ আয়াত)।

৪৪:১৪ আমাদের অবজ্ঞার পাত্র করেছ। লোকেরা ভর্ৎসনা ও

BACIB International Bible CHURCH

১৫ সমস্ত দিন আমার অপমান আমার সম্মুখে
থাকে,
আমার মুখের লজ্জা আমাকে আচ্ছাদন
করেছে,
১৬ তিরস্কারকারী ও নিন্দাকারীর রবের দরুন,
দুশমন ও প্রতিহিংসাকারীর উপস্থিতির দরুণ।
১৭ আমাদের প্রতি এসব ঘটেছে;
কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলে যাই নি,
তোমার নিয়মের বিষয়ে বেঈমানী করি নি;
১৮ আমাদের অন্তর ফিরে যায় নি,
আমাদের পাদবিক্ষেপ তোমার পথ থেকে ভ্রষ্ট
হয় নি।
১৯ তবুও তুমি আমাদেরকে শিয়ালদের স্থানে চূর্ণ
করেছ,
ঘন অন্ধকার আমাদের আচ্ছন্ন করেছে।
২০ আমরা যদি আমাদের আল্লাহ্‌র নাম ভুলে
গিয়ে থাকি,
যদি অন্য দেবতার প্রতি দু'হাত তুলে থাকি,

[৪৪:১৫] পয়দা ৩০:২৩।
[৪৪:১৬] রোমীয় ১২:১৯।
[৪৪:১৭] দ্বি.বি. ৬:১২; মেসাল ৩:১।
[৪৪:১৯] ২খান্দান ১৪:১৩।
[৪৪:২০] হিজ ২০:৩।
[৪৪:২১] ১শামু ১৬:৭; ১বাদশাহ্‌ ৮:৩৯।
[৪৪:২২] রোমীয় ৮:৩৬।
[৪৪:২৪] দ্বি.বি. ৩২:২০।
[৪৪:২৫] জবুর ১১৯:২৫।
[৪৪:২৬] শুমারী ১০:৩৫।

২১ তবে আল্লাহ্‌ কি তার সন্ধান পাবেন না?
তিনি তো অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয় সবই
জানেন।
২২ হ্যাঁ, তোমার জন্য আমরা সমস্ত দিন নিহত
হচ্ছি;
আমাদেরকে জবেহ্‌ করতে নেওয়া ভেড়ার
মত মত করে।
২৩ জাগ্রত হও, হে মালিক, কেন নিদ্রা যাও?
উঠ, চিরকালের জন্য ত্যাগ করো না।
২৪ তুমি কেন তোমার মুখ আচ্ছাদন করছো?
আমাদের দুঃখ ও দৌরাত্ম্যভোগ কেন ভুলে
যাচ্ছ?
২৫ কেননা আমাদের প্রাণ ধূলিতে অবনত,
আমাদের দেহ ভূমিতে লুটিয়ে পড়েছে।
২৬ আমাদের সাহায্যের জন্য উঠ,
নিজের অটল মহব্বতের অনুরোধে আমাদের
মুক্ত কর।

তিরস্কার করেছে (৬৪:৮ আয়াত দেখুন)।

৪৪:১৬ দুশমন ও প্রতিহিংসাকারীর উপস্থিতির দরুণ। ৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:১৭-২২ কিন্তু আমরা তোমাকে ভুলে যাই নি ... বেঈমানী করি নি: (১) আমরা তোমার সাথে স্থাপিত ওয়াদা ভঙ্গ করি নি (আয়াত ১৭-১৯); (২) তুমিই আমাদের সাক্ষী যে, আমরা অন্য কোন দেবতাদের দিকে মন ফেরাই নি (আয়াত ২০-২২)।

৪৪:১৭ তোমার নিয়ম। হিজ ১৯-২৪ অধ্যায় দেখুন।

৪৪:১৮ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমার পথ। আল্লাহ্‌র নিয়মের মাঝে স্থাপিত ও নির্দেশিত পথ (৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৪:১৯ তুমি আমাদেরকে ... চূর্ণ করেছ। কিন্তু এর কারণ হিসেবে এমনটা বলা যায় না যে, আমরা অবাধ্য হয়েছিলাম।

শিয়ালদের স্থানে। নির্জন স্থান, যেখানে কোন মানুষ বাস করে না (ইশা ১৩:২২; ইয়ার ৯:১১ আয়াত দেখুন)।

ঘন অন্ধকার। আলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত যে কোন কিছুর অনুপস্থিতি (৩০:১; ৩৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৪:২০ যদি ... দু'হাত তুলে থাকি। অর্থাৎ মুনাজাত করে থাকি (হিজ ৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৪:২২ হ্যাঁ। এখানে "তথাপি" অর্থে বোঝানো হয়েছে। মিসরে থাকার সময় থেকে শুরু করে (হিজ ১ অধ্যায় দেখুন) ইসরাইল বিভিন্ন জাতির দ্বারা শত্রুভাবাপন্ন আচরণের শিকার হয়ে এসেছে, কারণ সব সময়ই মাবুদের সাথে তার সম্পর্ক ছিল (মথি ১০:৩৪ আয়াত দেখুন)। মসীহের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের আলোকে প্রেরিত পৌল এই আয়াতটিকে ঈসায়ী সমাজের প্রতি প্রয়োগ করেছেন (রোমীয় ৮:৩৬ আয়াত দেখুন)।

৪৪:২৩-২৬ সাহায্য প্রাপ্তির জন্য ফরিয়াদ: (১) জাগ্রত হয়ে আমাদের প্রয়োজন মেটাও (আয়াত ২৩-২৪); (২) আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য উঠ (আয়াত ২৫-২৬ আয়াত; জবুর ১৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৪৪:২৩ জাগ্রৎ। ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *কেন ... ?* ৬:৩ আয়াতের নোট এবং জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৪৪:২৪ কেন তোমার মুখ আচ্ছাদন করছো? ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৪:২৫ ধূলিতে অবনত। অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছে (২২:২৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩০:১ আয়াতের নোটও দেখুন)। হিব্রু ভাষায় এই কথাটির সাথে আরেকটি প্রশ্নবোধক উক্তির মিল রয়েছে, "আমার প্রাণ, তুমি কেন অবসন্ন হও?" যা জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ে দেখা যায়।

৪৪:২৬ আমাদের সাহায্যের জন্য উঠ। ৪৬:১, ৫ আয়াত দেখুন; ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪২:৮ আয়াতের নোটও দেখুন।

জবুর ৪৫ অধ্যায়। বাদশাহ্‌র বিবাহের দিনের জন্য উপযুক্ত প্রশংসা গজল (শিরোনাম দেখুন; এর সাথে জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ দাউদের বংশের মাবুদ এবং এই গজলটি খুব সম্ভব একাধিক বাদশাহ্‌র রাজকীয় বিবাহ অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়েছিল। যেহেতু কনে হলেন বিদেশী রাজকুমারী (আয়াত ১০, ১২ দেখুন), সে কারণে এই বিয়ে বাদশাহ্‌কে একজন আন্তর্জাতিক তাৎপর্যপূর্ণ ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে (৯ আয়াতের নোট দেখুন)। সে অনুসারে তাঁকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি জাতিগণের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (আয়াত ৩-৫; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ২; ১১০ অধ্যায়)। দাউদের রাজকীয় বংশধর হিসেবে তিনি মসীহের একজন প্রতীক। বন্দীদশার ঘটনার পর এই গজলটি মসীহ্‌কে নির্দেশ করে, যিনি দাউদের প্রতিজ্ঞাত বংশধর এবং যিনি দাউদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন (৬-৭ আয়াতকে মসীহের প্রতি প্রয়োগ করা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ইবরানী ১:৮-৯ আয়াত)। অধ্যায়টির শিরোনাম নির্দেশ করে যে, লেবীয় এবাদতখানার গজল গায়কদের মধ্যে কোন একজন সদস্য এই গজলটি রচনা করেছিলেন ও গেয়েছিলেন। যেহেতু বায়তুল মোকাদ্দসের একজন পরিচর্যাকারী তা রচনা করেছিলেন, সে কারণে গজলটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ হতে আগত কালাম, যিনি বেহেশতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। কাঠামোগত দিক থেকে গজলটির শুরুর ও শেষের আয়াত হচ্ছে ১ ও ১৭ আয়াত, যেখানে ২ ও ১৬ আয়াত দুটি দ্বিতীয় আরেকটি কাঠামো তৈরি করেছে, যার সবই বাদশাহ্‌কে সম্বোধন করে

জবুর শরীফের মধ্যে মুনাজাত

মুনাজাত হল আল্লাহ্‌র সঙ্গে মানুষের মানবীয় যোগাযোগের মাধ্যম। জবুর শরীফের জবুরগুলোকে একরকম মুনাজাতের গানের সংগ্রহ হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। খুব সম্ভবত এই মুনাজাতের সবচেয়ে বড় বিষয় হল এর নির্ভেজাল সততা। যে সমস্ত শব্দবলি জবুরে প্রয়োগ করা হয়েছে, যার মধ্য দিয়ে আমাদের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করা হয়েছে– সেই অনুভূতিগুলো যেগুলো আমরা অন্য কারো জন্য প্রকাশ করি না কেবল নিজের জন্য প্রকাশ করি, এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কতটুকু গভীর, কতটুকু তাঁকে জানি সেই অনুভূতিগুলো প্রকাশ করা হয়েছে। এই সব জবুরগুলোকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে মুনাজাত হিসাবে ব্যবহার করে আমরা নিজেদের এই শিক্ষাই দেই যে, কিভাবে আল্লাহ্‌র সঙ্গে আমরা আমাদের যোগাযোগ রাখতে চাই। আমরা মাঝে মাঝেই আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের সেই সব অনুভূতিগুলো তুলে ধরি যেখানে আমরা মনে করি যে, আমরা তাঁর কাছ থেকে অনেক দয়া, অনুগ্রহ ও ভালবাসা লাভ করেছি, এবং আমরা আমাদের মুনাজাতে এই আশা ব্যক্ত করি যে, আমরা যেমনটাই হই না কেন তিনি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছেন আমাদের রক্ষাকারী আল্লাহ্‌ হয়ে। এসব জবুরগুলোকে ব্যবহার করে আমরা যেমন আমাদের অনুভূতিগুলোকে প্রকাশ করি, তেমনি সেখান থেকে আমরা শিখি সততা, খোলা হৃদয়, আন্তরিকতা যা আল্লাহ্‌র কাছে খুবই মূল্যবান।

নীচে যে জবুরগুলো দেওয়া হল তাতে নানা রকম মুনাজাত রয়েছে, নানা উদাহরণ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, জবুরের লেখকগণ নানাভাবে আল্লাহ্‌র সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন নানা কারণে। আমাদের প্রত্যেককে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে আল্লাহ্‌র সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। আশা করি আমরা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে এসব জবুরগুলো ব্যবহার করে নিজেদের রূহানিক জীবন আরও শক্তিশালী করে তুলতে পারব।

মুনাজাত **জবুরগুলো**

আল্লহ্‌র প্রশংসা করা .. .. ..

জবুর ৪৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম। কারুন-সন্তানদের। মস্কীল। প্রেম-গজল।

১ আমার হৃদয়ে শুভকথা উথলে উঠছে;
আমি বাদশাহ্‌র বিষয়ে আমার রচনা বিবৃত করবো;
আমার জিহ্বা দক্ষ লেখকের লেখনীস্বরূপ।
২ তুমি মানুষের চেয়ে পরম সুন্দর;
তোমার ওষ্ঠাধর থেকে রহমত ঝরে পড়ে;
এজন্য আল্লাহ্‌ চিরকালের জন্য তোমাকে দোয়া করেছেন।
৩ হে বীর, তোমার তলোয়ার কোমরে বাঁধ,
তোমার গৌরব ও মহিমা গ্রহণ কর।
৪ আর স্বীয় প্রতাপে কৃতকার্য হও, বাহনে চড়ে যাও,
সত্যের ও ধার্মিকতাযুক্ত নম্রতার পক্ষে,
তাতে তোমার ডান হাত তোমাকে ভয়াবহ কাজ শেখাবে।
৫ তোমার সমস্ত তীর ধারালো,
জাতিরা তোমার পদতলে পতিত হয়,
বাদশাহ্‌র দুশমনদের অন্তর বিদ্ধ হয়।
৬ হে আল্লাহ্‌, তোমার সিংহাসন অনন্তকালস্থায়ী,
তোমার রাজদণ্ড সরলতার দণ্ড।
৭ তুমি ধার্মিকতাকে মহব্বত করে আসছ,
নাফরমানীকে ঘৃণা করে আসছ;

[৪৫:২] লূক ৪:২২।
[৪৫:৩] দ্বি.বি. ৩২:৪১; জবুর ১৪৯:৬; প্রকা ১:১৬।
[৪৫:৪] প্রকা ৬:২।
[৪৫:৫] দ্বি.বি. ৩২:২৩।
[৪৫:৬] পয়দা ২১:৩৩; মাতম ৫:১৯।
[৪৫:৭] জবুর ২:২; ইশা ৪৫:১; ৬১:১; জাকা ৪:১৪।

গঠিত হয়েছে। গজলটির মূল অংশ দুটি খণ্ডে বিভক্ত: (১) বাদশাহ্‌র প্রতি বক্তব্য (আয়াত ৩-৯) এবং (২) রাজকীয় বধূর উদ্দেশে বক্তব্য (আয়াত ১০-১৫)। এই দুটি অংশেরই আবার দুটি করে ভাগ রয়েছে, যেখানে প্রায় একই ধরনের বিন্যাস দেখা যায়: (১) (ক) বাদশাহ্‌র প্রতি বক্তব্য (আয়াত ৩-৫), (খ) বাদশাহ্‌র গৌরব ঘোষণা (আয়াত ৬-৯); (২) (ক) কনের প্রতি বক্তব্য (আয়াত ১০-১২), (খ) কনের প্রশংসা জ্ঞাপন (আয়াত ১৩-১৫)।

৪৫ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *স্বর, শোশন্নীম।* জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। শোশন্নীম শব্দের অর্থ লিলি ফুল। জবুর ৬৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। সম্ভবত শোশন্নীম শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "শরীয়তের পুষ্প বা সৌন্দর্য" যা জবুর ৬০; ৮০ অধ্যায়ের শিরোনামে পাওয়া যায়। *কারুন-সন্তানদের।* জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *প্রেম-গজল।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৫:১ ১৭ আয়াত দেখুন, যেখানে বক্তা (এই গজলের মধ্য দিয়ে) ফরিয়াদ জানাচ্ছেন যেন সর্ব যুগের সমস্ত প্রজন্মের অন্তরে বাদশাহ্‌র স্মৃতি অটুট থাকে এবং জাতিগণ যেন সব সময় তাঁর প্রশংসা করে। *হৃদয়।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৫:২ তুমি মানুষের চেয়ে পরম সুন্দর। যিনি গুণে ও সৌন্দর্যে সাধারণ মানুষের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, যেমনটা একজন বাদশাহ্‌র হওয়া উচিত (১ শামু ৯:২; ১৬:১৮) – কিন্তু বস্তুত তিনি যে কোন মানুষের চেয়ে ঢের বেশি সৌন্দর্যে পূর্ণ ছিলেন, যেমনটা হয়ে থাকেন ফেরেশতাগণ (৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

তোমার ওষ্ঠাধর থেকে রহমত ঝরে পড়ে। মেসাল ২২:১১; হেদায়েত ১০:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫০:৪; লূক ৪:২২; আরও দেখুন আয়াত ১৬, যেখানে বলা হয়েছে একজন বাদশাহ্‌র পরম্পরা ধরে রাখবে তার শাহ্‌জাদাগণ। *চিরকালের জন্য।* ৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৫:৩-৫ তোমার তরবারি নিয়ে বিজয়ীর ভঙ্গিতে এগিয়ে যাও, যা ন্যায্য তা সাধন কর এবং নিজেকে গৌরবের পোশাকে সুসজ্জিত কর– তোমার রাজত্ব যেন তোমার বিবাহের এই জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকেও চেয়েও বেশি মহিমান্বিত হয় (আয়াত ৮)।

৪৫:৩ তোমার গৌরব ও মহিমা গ্রহণ কর। আক্ষরিক অর্থে এখানে গৌরব ও মহিমা পরিধান করার কথা বলা হয়েছে। ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। *গৌরব ও মহিমা।* ২১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৫:৪ ধার্মিকতা। ৩৭:৬; জাকা ৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন আমোস কিতাবের ভূমিকা: ধর্মতত্ত্বীয় বিষয়বস্তু এবং মূল বার্তা। *ভয়াবহ কাজ।* ৬৬:৫; ১০৬:২২; ১৪৫:৬ আয়াত দেখুন।

৪৫:৫ জাতিরা তোমার পদতলে পতিত হয়। ২:৮-৯; ১১০:১-২, ৫-৬ আয়াত দেখুন।

৪৫:৬-৯ বাদশাহ্‌র রাজত্বের গৌরব ও মহিমা: ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতা (জবুর ৭২ অধ্যায় দেখুন)।

৪৫:৬ হে আল্লাহ্‌। সম্ভবত এখানে বাদশাহ্‌র সিংহাসনকে আল্লাহ্‌র সিংহাসন বলা হয়েছে, কারণ তিনি আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি। কিন্তু সেই সাথে এই সম্ভাবনাও প্রবল যে, স্বয়ং বাদশাহ্‌কেই "আল্লাহ্‌" হিসেবে সম্বোধন করা হচ্ছে। দাউদের রাজবংশের বাদশাহ্‌ ("মাবুদের অভিষিক্ত," ২ শামু ১৯:২১) আল্লাহ্‌র সাথে বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তাঁর সিংহাসনে অধিষ্ঠানকালে আল্লাহ্‌র "সন্তান" নামে আখ্যাত হয়েছিলেন (২:৭; ২ শামু ৭:১৪; ১ খান্দান ২৮:৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৮৯:২৭ আয়াত)। এই গজলে বাদশাহ্‌কে যেভাবে প্রশংসিত করা হয়েছে এবং তাঁর গৌরব ও প্রতাপের কথা যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (আয়াত ৩), তাতে করে তাঁকেই "আল্লাহ্‌" নামে আখ্যাত করে সম্মানিত করা হয়েছে এমন ভাবাটা অযৌক্তিক কিছু নয় (ইশা ৯:৬ আয়াতের সাথে তুলনা করুন)। দাউদের রাজবংশের বাদশাহ্‌ সম্পর্কে এ ধরনের কথা তখনই সবচেয়ে ভাল মানায় যখন তা ঈসা মসীহ্‌ সম্পর্কে বলা হয়, যেমনটা ইবরানী কিতাবের লেখক করেছেন (ইব ১:৮-৯)। মিসরের ফেরাউনদেরকে অনেক সময় কেনানে তাদের বশবর্তী প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও বাদশাহ্‌রা "আমার আল্লাহ্‌, তথা আমার প্রভু" বলে সম্বোধন করতেন, যা অমর্ণার পত্রে প্রামাণ্য হিসেবে পাওয়া যায়।

অনন্তকালস্থায়ী। আয়াত ২, ১৭ দেখুন। সাধারণত বাদশাহ্‌দের প্রতি এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হত (২১:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র কৃত চুক্তির ওয়াদাকে আরও গুরুত্বের সাথে প্রকাশের জন্য এই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (৮৯:৪, ২৯, ৩৬; ১৩২:১২; ২ শামু ৭:১৬ আয়াত দেখুন)। দাউদের বংশধর ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে এই বাণী

এই কারণ আল্লাহ্, তোমার আল্লাহ্,
তোমাকে অভিষিক্ত করেছেন,
তোমার সখাদের চেয়ে বেশি পরিমাণে আনন্দ তেলে।
৮ গন্ধরস, অগুরু ও দারুচিনিতে তোমার সকল কোর্তা সুবাসিত হয়,
হাতির দাঁতের প্রাসাদগুলো থেকে তারযুক্ত সমস্ত যন্ত্র তোমাকে আনন্দিত করেছে।
৯ তোমার মহিলারত্নদের মধ্যে শাহ্জাদীরা আছেন,
তোমার ডান দিকে দাঁড়িয়ে আছেন রাণী,
ওফীরের সোনা দিয়ে সেজে আছেন।
১০ বৎস, শোন, দেখ, কান দাও;
তোমার জাতি ও তোমার পিতৃকুল ভুলে যাও।
১১ তাতে বাদশাহ্ তোমার সৌন্দর্য বাসনা করবেন;
কেননা তিনিই তোমার প্রভু, তুমি তাঁর কাছে সেজ্দা কর।
১২ টায়ার-কন্যা উপঢৌকন নিয়ে আসবেন,
ধনী লোকেরা তোমার কাছে ফরিয়াদ করবেন।
১৩ শাহ্জাদী অন্তঃপুরে সর্বতোভাবে সুশোভিতা;
তাঁর পোশাক সোনার সুতায় বোনা রয়েছে।
১৪ তাঁকে সূচীশিল্পীত কোর্তা পরিয়ে বাদশাহ্র কাছে নিয়ে যাওয়া হবে,
তাঁর পিছনে থাকা সহচরী কুমারীদেরকে তোমার কাছে নেওয়া যাবে।
১৫ তারা আনন্দে ও উল্লাসে আনীতা হবে,
তারা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করবে।
১৬ তোমার পিতৃগণের পরিবর্তে তোমার পুত্রেরা থাকবে;
তুমি তাদের সারা দুনিয়াতে শাসনকর্তা করবে।
১৭ আমি তোমার নাম সমস্ত বংশ পরম্পরায় স্মরণ করাব,
এজন্য জাতিরা যুগে যুগে চিরকাল তোমার প্রশংসা করবে।

[৪৫:৮] শুমারী ২৪:৬; ইউ ১৯:৩৯।
[৪৫:৯] ইশা ৬২:৫।
[৪৫:১০] রূত ১:১১।
[৪৫:১১] ১পিতর ৩:৬।
[৪৫:১২] ১বাদশাহ্ ৯:১৬; ২খান্দান ৯:২৪।
[৪৫:১৩] ইশা ৬১:১০।
[৪৫:১৪] কাজী ৫:৩০।
[৪৫:১৫] ইষ্টের ৮:১৭।
[৪৫:১৬] ১শামু ২:৮; জবুর ৬৮:২৭; ১১৩:৮।
[৪৫:১৭] জবুর ২১:৪; প্রকা ২২:৫ জবুর ৪৬।

পূর্ণতা পেয়েছে।

৪৫:৭ সখা। সঙ্গী; বাদশাহ্দের রাজকীয় মেহমান, যারা সাধারণত ভিন্ন দেশ থেকে আসতেন।

আনন্দ তেল। বিবাহের দিনে বাদশাহ্র মাথা ও দেহ যে তেল দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়েছে তার চেয়েও সুগন্ধীযুক্ত ও আনন্দময় এক তেল দ্বারা আল্লাহ্ বাদশাহ্কে অভিষিক্ত করেছেন, যাকে আনন্দ নামে প্রকাশ করা হয়েছে (২৩:৫; ইশা ৬১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৫:৮-৯ বাদশাহ্র বিবাহের মহিমা।

৪৫:৮ গন্ধরস। পয়দা ৩৭:২৫; সোলায়মান ১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *অগুরু।* সোলায়মান ৪:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *দারুচিনি।* হিজ ২৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *হাতির দাঁতের প্রাসাদ।* ১ বাদশাহ্ ২২:৩৯; আমোস ৩:১৫; ৬:৪ আয়াত দেখুন।

৪৫:৯ শাহ্জাদীরা। হতে পারে রাজকীয় হেরেমের অন্তর্ভুক্ত নারীরা (১ বাদশাহ্ ১১:১-৩) কিংবা বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, যারা বিদেশী বাদশাহ্দের কন্যা ও প্রতিনিধি। **ওফীরের সোনা**। অর্থাৎ সবচেয়ে নিখুঁত সোনা দিয়ে তারা সুসজ্জিত রয়েছেন (পয়দা ১০:২৯; ১ বাদশাহ্ ৯:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৫:১০-১২ বাদশাহ্র বধূর কথা।

৪৫:১০-১১ তোমার বাদশাহ্র প্রতি সম্পূর্ণ বাধ্য ও বশীভূত হও।

৪৫:১২ টায়ার-কন্যা। আক্ষরিক অর্থে "টায়ার নগরী" বোঝানো হয়েছে; এখানে নগরীকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)। টায়ারের বাদশাহ্ সর্ব প্রথম বিদেশী শাসক যিনি বাদশাহ্ দাউদের রাজত্ব ও রাজবংশকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন (২ শামু ৫:১১ আয়াত দেখুন) এবং বাদশাহ্ সোলায়মানের আমলে টায়ারের সাথে ইসরাইলের অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় ছিল (১ বাদশাহ্ ৫; ৯:১০-১৪, ২৬-২৮)। ভূমধ্যসাগরের অন্যতম প্রধান একটি বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে টায়ার নগরী সম্পদশালীতার জন্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিল (ইশা ২৩; উযায়ের ২৬:১–২৮:১৯ দেখুন)। *ধনী লোকেরা।* টায়ার ও অন্যান্য বিত্তশালী নগরী থেকে আসা ব্যক্তিরা।

তোমার কাছে ফরিয়াদ করবেন। যেন বাদশাহ্র স্ত্রী হিসেবে তুমি তাদের উপরে তোমার অনুগ্রহ বর্ষণ কর। যদি সত্যিই তুমি তোমার স্বামী বাদশাহ্কে পরিপূর্ণভাবে সম্মান কর তাহলে এই সকল সম্মান একান্তভাবে তোমারই হবে।

৪৫:১৩-১৫ বাদশাহ্র কনের মহিমা।

৪৫:১৪ সহচরী কুমারী। বাদশাহ্র কনেরও "সখী" রয়েছে (আয়াত ৭), যারা সম্ভবত তার স্থায়ী সহচরী তথা সাহায্যকারী হিসেবে নিযুক্ত ছিল।

৪৫:১৬ তোমার। অর্থাৎ বাদশাহ্।

পিতৃগণের পরিবর্তে। অর্থাৎ রাজবংশের প্রজন্মের ধারা-বাহিকতায় বাদশাহ্র পুত্র বাদশাহ্ হবে। সম্ভবত এখানে এটাও বোঝানো হয়েছে যে, পুত্র তার পিতার সম্মানও লাভ করবে (২ আয়াতের নোট দেখুন)।

সারা দুনিয়া। আক্ষরিক অর্থে "দেশ" বোঝানো হয়েছে।

৪৫:১৭ ১ আয়াতের নোট দেখুন। *চিরকাল।* ৬ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৪৬-৪৮ অধ্যায়। হল জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের যে বিশেষ সঙ্কলনটি জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডটিকে শুরু করেছে তার পর রয়েছে আরেকটি গজল সঙ্কলন, যেখানে একটি বিপদসঙ্কুল পৃথিবীতে আল্লাহ্র প্রতি তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের নির্ভরতা ও আস্থার কথা প্রকাশ পেয়েছে। জবুর ৪৬ ও ৪৮ অধ্যায়ে মূলত জেরুশালেম নগরীর সুরক্ষার কথা প্রকাশ পেয়েছে, যাকে বলা হয়েছে "আমাদের আল্লাহ্র নগরী" (৪৬:৪; ৪৮:১) এবং জবুর ৪৭ অধ্যায়ে "মহান বাদশাহ্র" বিশ্বব্যাপী রাজত্বের কথা বলা হয়েছে (৪৭:২), যাঁর রাজকীয় নগরী তথা রাজধানী হচ্ছে জেরুশালেম (৪৮:২)।

জবুর ৪৬ অধ্যায়। আল্লাহ্র নগরী জেরুশালেমের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য আল্লাহ্র গৌরব ও প্রশংসা। এখান থেকে উদ্দীপ্ত হয়েই মার্টিন লুথার কিং তাঁর বিখ্যাত গান "আ মাইটি ফ্রোর্ট্রেস ইজ আওয়ার গড" রচনা করেছিলেন, আয়াত ৭, ১১ দেখুন।

জবুর ৪৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কারুন-সন্তানদের। স্বর, অলামোৎ। গজল।

১ আল্লাহ্ আমাদের পক্ষে আশ্রয় ও বল।
তিনি সঙ্কটকালে অতি সুপ্রাপ্য সহায়।
২ অতএব আমরা ভয় করবো না–
যদিও দুনিয়া পরিবর্তিত হয়,
যদিও পর্বতমালা টলে সমুদ্রের গর্ভে গিয়ে পড়ে।
৩ তার পানি গর্জন করুক, প্রচণ্ড হোক,
তার আস্ফালনে পর্বতমালা কেঁপে ওঠুক।
সেলা।

[৪৬:১] যোয়েল ৩:১৬; নাহুম ১:৭।
[৪৬:২] প্রকা ৬:১৪।
[৪৬:৩] ইশা ১৭:১৩; প্রকা ১৯:৬।
[৪৬:৩] কাজী ৫:৫।
[৪৬:৪] পয়দা ২:১০; প্রকা ২২:১।
[৪৬:৫] ইশা ১২:৬; জাকা ২:৫।
[৪৬:৬] মথি ৪:৮।
[৪৬:৭] ১শামু ১:১১।
[৪৬:৮] লূক

৪ একটি নদী আছে তার সমস্ত স্রোত আল্লাহ্র নগরকে,
সর্বশক্তিমানের শরীয়ত-তাঁবুর পবিত্র স্থানকে আনন্দিত করে।
৫ আল্লাহ্ তার মধ্যবর্তী, তা বিচলিত হবে না;
প্রভাতেই আল্লাহ্ তার সাহায্য করবেন।
৬ জাতিরা গর্জন করলো, সমস্ত রাজ্য বিচলিত হল;
তিনি গর্জন করলেন, দুনিয়া গলে গেল।
৭ বাহিনীগণের মাবুদ আমাদের সহবর্তী;
ইয়াকুবের আল্লাহ্ আমাদের আশ্রয়। সেলা।
৮ চল, মাবুদের কার্যকলাপ দেখ,

বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এই গজলটি জবুর ৪৮ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (জবুর ৭৬; ৮৭ অধ্যায়ও দেখুন), অপরদিকে জবুর ৪৭ অধ্যায়ে সমগ্র দুনিয়ার উপরে আল্লাহ্র বিজয়ী রাজত্বের মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে (জবুর ৪৬-৪৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। সম্ভবত "আল্লাহ্র নগরী" (আয়াত ৪), অর্থাৎ এই দুনিয়াতে আল্লাহ্র রাজকীয় নগরী তথা রাজধানী সম্পর্কিত গজল হওয়ার কারণে (জবুর ৪৮ দেখুন) এই গজলটি হয়ে উঠেছিল আল্লাহ্র রাজ্যের বিজয় সাধনের নিশ্চয়তা উদ্‌যাপনের আশা ও আনন্দ সম্বলিত গজল। এই গজলটি মূলত ছিল লিটার্জিক্যাল এবং তা এবাদতখানায় গাওয়া হত: জেরুশালেম নগরীর অধিবাসীরা (বা তাদের বদলে লেবীয় কাওয়ালী গায়কদের দল) প্রারম্ভিক অংশটি গাইতো (আয়াত ১-৩) এবং প্রতিউত্তরের অংশটি গাইতো (আয়াত ৭, ১১)। অপরদিকে লেবীয় কাওয়ালী গায়ক দলের নেতা গজলের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অংশটি গাইতেন (আয়াত ৪-৬, ৮-১০)। এই কাঠামো অনুসারে ভেতরের বিশেষ ক্রান্তিস্থল ব্যতিরেকে (আয়াত ৭, ১১) পুরো গজলটি তিনটি সমান্তরাল অংশ নিয়ে রচিত হয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে তিনটি করে আয়াত রয়েছে। এ ধরনের কাঠামো সম্বলিত অন্যান্য গজল দেখুন, জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়।

৪৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *কারুন-সন্তানদের।* জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *স্বর, অলামোৎ।* জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। যেহেতু এই হিব্রু শব্দের অর্থ হচ্ছে "যুবতী নারী," সে কারণে "স্বর, অলামোৎ" কথাটি দিয়ে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে কোন যুবতী এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজাবে, যখন কাওয়ালী গায়কেরা এবাদতখানায় গজলটি গাইতে থাকবে (৬৮:২৫)। *গজল।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৬:১-৩ মাবুদ আল্লাহ্র প্রতি নির্ভয় আস্থা ও বিশ্বাসের এক বিজয়ী সাক্ষ্য, যদিও বা দুনিয়া পরিবর্তিত হয়ে ও পর্বতমালা চলে সমুদ্রের গর্ভে গিয়ে পড়ে, অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টিজগত বিনাশের উপক্রম হয়েছে এমন মনে হতে পারে (১০৪:৬-৯; পয়দা ১:৯-১০) এবং মনে হতে পারে যেন সমস্ত বস্তু আবারও আদিতে বিলীন হয়ে যাবে। এই বর্ণনার মধ্য দিয়ে মূলত ইসরাইল জাতির আসন্ন বিপদের আশঙ্কাকেই প্রকাশ করা হয়েছে (৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন), বিশেষ করে তার শত্রুদের কাছ থেকে আগত বিপদের আশঙ্কা (আয়াত ৬, ৮-১০; ৬৫:৫-৮ দেখুন)।

৪৬:৩ সেলা সম্পর্কে জানতে ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৬:৪-৬ রহমতপ্রাপ্ত সিয়োনের বর্ণনা– আল্লাহ্র নিজ নগরীর উপরে তাঁর শক্তিশালী ও চিরস্থায়ী উপস্থিতির সান্ত্বনাদায়ী ঘোষণা।

৪৬:৪ নদী। জেরুশালেম নগরীতে কোন নদী ছিল না, যেমনটা ছিল থিব্‌স (নাহূম ৩:৮), দামেস্ক (২ বাদশাহ্ ৫:১২), নিনেভে (নাহূম ২:৬, ৮) বা ব্যাবিলনে)১৩৭:১) – তথাপি জেরুশালেমের অন্য এক ধরনের নদী ছিল। এখানে ৩৬:৮ আয়াতে বর্ণিত "নদী" (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) সবচেয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা, যা আল্লাহ্র চিরস্থায়ী ও সঞ্জীবনী রহমতের ধারা হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর এই নদীই জেরুশালেম নগরীকে করে তুলেছে আদন উদ্যানের মত সমৃদ্ধ (আয়াত ৫; পয়দা ২:১০; ইশা ৩৩:২১; ৫১:৩ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন উযায়ের ৩১:৪-৯ আয়াত)। *আল্লাহ্র নগরী।* আয়াত ৫ দেখুন; বিশেষ করে জবুর ৪৮ অধ্যায় দেখুন।

আল্লাহ্র ... সর্বশক্তিমানের। অন্য কথায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র (৫৭:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)। *সর্বশক্তিমান।* পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। *শরীয়ত-তাঁবুর পবিত্র স্থান।* ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৬:৫ প্রভাতেই। কিংবা বলা যায় "যখন ভোর হয়", অর্থাৎ যে সময়টিতে নগরীর উপরে আক্রমণ আসার সম্ভাবনা খুব বেশি থাকে। তাঁর এই সাহায্য সব সময় নগরীর উপরে বিদ্যমান থাকবে – ভোরের আরো ফোটার সময়ে, এমন কি রাতের প্রতিটি বিপদের আশঙ্কাকেও তা দূর করে দেবে (৪৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৩৭:৩৬ আয়াত)।

৪৬:৬ জাতিরা ... সমস্ত রাজ্য বিচলিত হল। আল্লাহ্ বিজয় লাভ করার করণে (আয়াত ৮-৯; ৪৮:৪-৭)। *গর্জন করলো।* আয়াত ৩ দেখুন এবং ১-৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২:১-৩; প্রকা ১১:১৮ আয়াতও দেখুন। *তিনি গর্জন করলেন।* ২:৫; ৯:৫; ইয়ার ২৫:৩০; আমোস ১:২; আরও দেখুন ১০৪:৭ আয়াত। আল্লাহ্র বজ্র শাণিত হয়েছে (জবুর ২৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন), যে বজ্র তাঁর ক্রোধকে নির্দেশ করে (১৮:১৩; ইশা ২:১০ আয়াত দেখুন)।

দুনিয়া গলে গেল। যেন পুরো দুনিয়া বজ্র দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে (৯৭:৪-৫ আয়াত দেখুন)।

৪৬:৭ লোকদের আন্দময় প্রতিক্রিয়া (১১ আয়াতও দেখুন)। *মাবুদ আমাদের সহবর্তী।* ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ইয়াকুবের আল্লাহ্।* ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৬:৮-১০ জাতিগণের উপরে আল্লাহ্র বিজয় লাভের পরবর্তী চিরস্থায়ী রহমত ও অনুগ্রহের ঘোষণা।

৪৬:৮ চল ... দেখ। দুনিয়াতে আল্লাহ্র বিজয় অবলোকন করার জন্য আহ্বান (৪৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

যিনি দুনিয়াতে ধ্বংস সাধন করলেন।
৯ তিনি দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত যুদ্ধ নিবৃত্ত করেন;
তিনি ধনুক ভেঙ্গে ফেলবেন, বর্শা খণ্ড খণ্ড করেন,
তিনি সমস্ত রথ আগুনে পুড়িয়ে দিবেন।
১০ তোমরা ক্ষান্ত হও; জেনো, আমিই আল্লাহ্;
আমি জাতিদের মধ্যে উন্নত হব,
আমি দুনিয়াতে উন্নত হব।
১১ বাহিনীগণের মাবুদ আমাদের সহবর্তী;
ইয়াকুবের আল্লাহ্ আমাদের আশ্রয়। সেলা।

২১:২০।
[৪৬:৯] ইশা ৯:৫।
[৪৬:১০] ইশা ২:১১।
[৪৭:১] ২বাদশাহ্ ১১:১২।
[৪৭:২] পয়দা ১৪:১৮; মথি ৫:৩৫।
[৪৭:৩] ইশা ১৪:৬।
[৪৭:৪] ১পিতর ১:৪।

জবুর ৪৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী।
১ হে সমুদয় জাতি, করতালি দাও;
আনন্দরবে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ কেননা সর্বশক্তিমান মাবুদ ভয়াবহ,
তিনি সমস্ত দুনিয়ার উপরে মহান বাদশাহ্।
৩ তিনি লোকবৃন্দকে আমাদের অধীন করেন,
জাতিদেরকে আমাদের পায়ের তলায় রাখেন।
৪ তিনি আমাদের জন্য আমাদের অধিকার

মাবুদের কার্যকলাপ। এই অংশটি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এ ধরনের জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে খুব কমই দেখা যায়।

দুনিয়াতে। অর্থাৎ শত্রুভাবাপন্ন জাতিগণের মধ্যে তিনি ধ্বংস সাধন করলেন।

৪৬:৯ মাবুদের নগরীর বিপক্ষে আর কোন আক্রমণ আসবে না। এই আয়াতটি দ্বারা সম্ভবত সমগ্র দুনিয়াতে সার্বজনীন শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে (৬৫:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *ভেঙ্গে ফেলবেন ... খণ্ড খণ্ড করেন ... পুড়িয়ে দেবেন।* ৭৬:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১ শামু ২:৪ আয়াতও দেখুন। ইসরাইলের শত্রুদের উপরে মসীহের সার্বজনীন বিজয় লাভের বিষয়ে জানতে দেখুন ইশা ৯:২-৭।

৪৬:১০ আল্লাহ্ স্বয়ং এখানে কথা বলছেন। অধ্যায়ের এই ক্রান্তিস্থলে এসে আল্লাহ্ জাতিগণের উদ্দেশে বাণী রেখেছেন (আয়াত ৬)।

ক্ষান্ত হও। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার সবচেয়ে উপযুক্ত অর্থ হচ্ছে, "যথেষ্ট হয়েছে!" যেমনটা ১ শামু ১৫:১৬ আয়াতে দেখা যায়।

আমি ... দুনিয়াতে উন্নত হব। আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার ও রক্ষা করতে গিয়ে যে সকল মহান কার্য সাধন করবেন তাতে করে সমগ্র দুনিয়াতে তিনি সর্বশক্তিমান মাবুদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবেন, যা জবুর শরীফের অন্যতম প্রধান একটি বিষয় (২২:২৭; ৪৭:৯; ৫৭:৫, ১১; ৬৪:৯; ৬৫:৮; ৬৬:১-৭; ৬৭:২-৫, ৭; ৭৭:১৪; ৮৬:৯; ৯৮:২-৩; ৯৯:২-৩; ১০২:১৫) এবং পুরাতন নিয়মের অন্যান্য আরও বেশ কিছু স্থানে এই ভাবধারাটি দেখা যায় (হিজ ৭:৫; ১৪:৪, ১৮; লেবীয় ২৬:৪৫; শুমারী ১৪:১৫; ১ শামু ১৭:৪৬; ১ বাদশাহ্ ৮:৪১-৪৩; ১ বাদশাহ্ ১৯:১৯; ইশা ২:২-৩; ১১:১০; ২৫:৩; ৪৯:৬-৭; ৫১:৫; ৫২:১০; ৬০:১-১৪; ৬২:১-২; ইয়ার ১৬:১৯; উযায়ের ১৬:১৯; ইহি ২০:৪১; ২৮:২৫; ৩৬:২৩; হাবাক্কুক ২:১৪)। প্রভু ঈসা মসীহের জন্ম, জীবন, কাজ, মৃত্যু, পুনরুত্থান ও বেহেশতারোহণের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র জীবনদায়ী ও সুরক্ষাদায়ী অনুগ্রহের সত্যতা পরিপূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে– যা এই কিতাব রচনার সময়কালে পরিপূর্ণতা পায় নি।

৪৬:১১ ৭ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৪৭ অধ্যায়। ইসরাইলের আল্লাহ্‌র বিশ্বব্যাপী রাজত্ব উদযাপন: জাতিগণের প্রতি একটি সাক্ষ্য। এই গজলটি মহান বাদশাহ্‌র উদ্দেশে গাওয়া হয়েছিল, যা জবুর ৯২-১০০ অধ্যায়ের গজল সঙ্কলনের মধ্যেও পাওয়া যায়। এখানে গজলটি জবুর ৪৬ ও ৪৮ অধ্যায়ের মধ্যে সংযোগ সাধন করেছে। এখানে সিয়োনের উপরে রাজত্বকারী আল্লাহ্‌কে দেখানো হয়েছে "সমগ্র দুনিয়ার উপরে মহান বাদশাহ্" হিসেবে (আয়াত ২; আয়াত ৭ দেখুন; ৪৮:২; জবুর ৪৬-৪৮ অধ্যায়ের শিরোনামও দেখুন)। এর সময়কাল শুরু হয়েছে রাজবংশের সময় থেকে এবং তা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উৎসবের দিনগুলোতে এবাদতখানায় এবাদত বন্দেগীর সময়ে লিটার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হত। সম্ভবত এই বিশেষ গজলটি গাওয়া হয়েছিল ঈদুল ফেসাখের সময় (লেবীয় ২৩:৩৪ আয়াত দেখুন), যা বাদশাহ্ সোলায়মান কর্তৃক বায়তুল মোকাদ্দস উৎসর্গ করার উৎসবও ছিল বটে (১ বাদশাহ্ ৮:২)। শুরুতে একটি বিশেষ মিছিলের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৫), যার সাথে জবুর ২৪; ৬৮ অধ্যায়ের মিল পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে ইহুদীদের রীতি অনুসারে এই গজলটি ইহুদী রোশ হাশানাহ্ (নতুন বছরের উদযাপন উৎসব) উৎসবের জন্য সমাজগৃহে ব্যবহৃত লিটার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে। ঈসায়ী মণ্ডলী সাধারণত মসীহের বেহেশতারোহণের ঘটনাকে স্মরণ করতে এই গজলটি ব্যবহার করতো (আয়াত ৫)। কাঠামোগত দিক থেকে গজলটিতে একটি প্রারম্ভিক মুনাজাতের জন্য আহ্বান রয়েছে (আয়াত ১), যার পর পরই রয়েছে তিনটি বিশেষ অংশ যার প্রত্যেকটি রয়েছে তিনটি করে হিব্রু কবিতার লাইন (আয়াত ২-৪, ৫-৭, ৮-৯) যেখানে আল্লাহ্‌কে "সমস্ত দুনিয়ার উপরে মহান বাদশাহ্" হিসেবে গৌরব ও প্রশংসা করা হয়েছে (আয়াত ৭)।

৪৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৪৭:১-৪ সমস্ত জাতিদেরকে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আনন্দ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে, যিনি সমস্ত দুনিয়ার উপরে প্রভুত্ব করেন– পুরাতন নিয়মে জাতিগণের কাছে সুসমাচার তবলিগের পূর্বাভাস (৯ আয়াত; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৭:১ করতালি দাও। যখন বাদশাহ্ সিংহাসনে উপবিষ্ট হবেন (২ বাদশাহ্ ১১:১২ দেখুন; আরও দেখুন ৯৮:৮) কিংবা অন্য যে কোন সময়ে আনন্দ প্রকাশের জন্য (ইশা ৫৫:১২ আয়াত দেখুন)। *জয়ধ্বনি।* ১ বাদশাহ্ ১:৪০; ২ বাদশাহ্ ১১:১৪ আয়াত দেখুন।

৪৭:২-৩ সমস্ত দুনিয়ার মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত জাতি ইসরাইলের নিয়তি নির্ধারণ করেছেন (১০৫:৬; ১৩৫:৪; হিজ ৯:২৯; ১৫:১-১৮; ১৯:৫-৬; দ্বি.বি. ৭:৬; ১৪:২; ইশা ৪১:৮ আয়াত দেখুন)।

৪৭:২ সর্বশক্তিমান মাবুদ ভয়াবহ। ৬৮:৩৫; ৮৯:৭; ৯৯:৩; ১১১:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৪৫:৪ আয়াতের নোট। পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

মহান বাদশাহ্। অনেক সময় আশেরিয়ার সম্রাটদের সম্বোধন করতে এই উপাধিটি ব্যবহার করা হত।

৪৭:৩ ২ শামু ৫:১৭-২৫; ৮:১-১৪; ১০ আয়াত দেখুন।

৪৭:৪ অধিকার। প্রতিজ্ঞাত দেশ (পয়দা ১২:৭; ১৭:৮; হিজ

BACIB International Bible CHURCH

মনোনীত করেন;
তা ইয়াকুবের গর্বের বিষয়,
যাকে তিনি মহব্বত করলেন। সেলা।
৫ আল্লাহ্ জয়ধ্বনির উচ্চরব সহকারে,
মাবুদ তূরীধ্বনির উচ্চরব সহকারে, উপরে
উঠে গেলেন।
৬ আল্লাহ্র উদ্দেশে প্রশংসা-গজল কর, প্রশংসা-
গজল কর;
আমাদের বাদশাহ্র উদ্দেশে প্রশংসা-গজল
কর, প্রশংসা-গজল কর।
৭ কেননা আল্লাহ্ সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহ্;
বুদ্ধি সহযোগে তাঁর প্রশংসা-গজল কর।
৮ আল্লাহ্ জাতিদের উপরে রাজত্ব করেন;
আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট।
৯ জাতিদের প্রধানেরা একত্রিত হয়েছেন,
ইব্রাহিমের আল্লাহ্র লোক হিসেবে জমায়েত
হয়েছেন;
কারণ দুনিয়ার সমস্ত ঢাল আল্লাহ্র;
তিনি অতিশয় উন্নত।

[৪৭:৫] ইফি ৪:৮।
[৪৭:৬] ২শামু ২২:৫০।
[৪৭:৭] ১খান্দান ১৬:৭; কল ৩:১৬।
[৪৭:৮] ১বাদশাহ্ ২২:১৯; প্রকা ৪:৯।
[৪৭:৯] আইউ ২৫:২।
[৪৮:১] ২শামু ২২:৪; ১খান্দান ১৬:২৫।
[৪৮:২] মথি ৫:৩৫।

জবুর ৪৮

গজল। কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী।
১ মাবুদ মহান ও অতীব প্রশংসনীয়,
আমাদের আল্লাহ্র নগরে, তাঁর পবিত্র
পর্বতে।
২ রমণীয় উচ্চভূমি, সমস্ত দুনিয়ার আনন্দস্থল,

৩:৮; দ্বি.বি. ১:৮; ইয়ার ৩:১৮)।

গর্বের বিষয়। যা ইয়াকুবকে সবচেয়ে বেশি আনন্দিত করে। *ইয়াকুব।* ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৭:৫-৬ গজলটির কেন্দ্রস্থল (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এই আয়াতগুলো বায়তুল মোকাদ্দসে আল্লাহ্র লিটার্জিক্যাল আরোহণ প্রকাশ করে – সম্ভবত তা উপস্থাপিত হয়েছে বায়তুল মোকাদ্দসে শরীয়ত সিন্দুক নিয়ে প্রবেশের জন্য আরোহণের মধ্য দিয়ে। শরয়িত সিন্দুক হচ্ছে আল্লাহ্র সিংহাসনের প্রতীক; বায়তুল মোকাদ্দস হচ্ছে তাঁর বেহেশতী আবাসস্থলের দুনিয়াবী প্রতীক (জবুর ২৪; ৬৮ অধ্যায় দেখুন)।

৪৭:৫ জয়ধ্বনি ... তূরীধ্বনির উচ্চরব। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

তূরী। ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরি করা বিশেষ বাদ্যযন্ত্র, এখানে তা ব্যবহৃত হয়েছে বাদশাহ্ হিসেবে আল্লাহ্র উপস্থিতি ঘোষণা করতে (৯৮:৬; হিজ ১৯:১৬, ১৯; ইউসা ৬:৪ আয়াত দেখুন)।

৪৭:৭-৯ সমস্ত দুনিয়ার শাসক হিসেবে আল্লাহ্র সিংহাসনে আরোহণের বর্ণনা।

৪৭:৭ আল্লাহ্ সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহ্। দেখুন ২ শামু ১৫:১০; ২ বাদশাহ্ ৯:১৩; ইশা ৫২:৭।

প্রশংসা-গজল। হিব্রু ভাষায় মস্কীল; জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৪৭:৮ আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র সিংহাসনে উপবিষ্ট। এবাদতখানার মহা পবিত্র স্থানে, যেখানে থেকে তিনি তাঁর হাতের ইশারায় পুরো দুনিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন (ইয়ার ১৭:১২ আয়াত দেখুন)। প্রকাশিত কালাম কিতাবে এই আয়াতটি বার বার প্রতিধ্বনিত হয়েছে (প্রকা ৪:৯, ১০; ৫:১, ৭, ১৩; ৬:১৬; ৭:১০, ১৫; ১৯:৪ আয়াত দেখুন)।

৪৭:৯ জাতিগণ স্বীকার করছে যে, ইসরাইলের আল্লাহ্ হলেন মহান বাদশাহ্। আল্লাহ্র বিধানই চূড়ান্ত ও সর্বাগ্রে মান্য (৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইব্রাহিমের আল্লাহ্র লোক।* এভাবেই ইব্রাহিমের প্রতি আল্লাহ্র কৃত ওয়াদা পরিপূর্ণতা লাভ করবে (পয়দা ১২:২-৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১৭:৪-৬; ২২:১৭-১৮ আয়াতও দেখুন)। *জাতিদের প্রধানেরা।* দেখুন ৩:৩ আয়াতের নোট; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ২:২; ৫৬:৭ আয়াত।

জবুর ৪৮ অধ্যায়। সিয়োনের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উদযাপন (বিশ্বাস ও নির্ভরতার দৃষ্টি থেকে), যেহেতু এই নগরী স্বয়ং মহান বাদশাহ্ মাবুদ আল্লাহ্র নগরী (জবুর ৪৬-৪৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে জবুর ৪৬-৪৮ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। সম্ভবত এবাদতখানায় সমবেত জনতার মুখস্বরূপ হয়ে লেবীয় কাওয়ালী গায়কদের দল এই গজলটি গাইতেন। গজলটির কাঠামো এবং বিষয়বস্তু খুব চমৎকারভাবে মিলে গেছে। প্রথম ও শেষ আয়াতটি এক সাথে মিলে পুরো গজলটির একটি কাঠামো নির্দেশ করেছে, যেখানে সিয়োনের আল্লাহ্র প্রতি আস্থা ও বিশ্বাসের স্বীকারোক্তি সর্বোতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যায়ের কেন্দ্রস্থিত আয়াতটি, অর্থাৎ ৮ আয়াতে (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন), গজলটির মূল বিষয়টিকে এক কথায় প্রকাশ করা হয়েছে। চারটি অংশ রয়েছে এখানে, হিব্রু সংস্করণে যা সমানুক্রমিক ধারায় বিন্যস্ত হয়েছে, অর্থাৎ তিনটি লাইন, চারটি লাইন, তিনটি লাইন – এভাবে। এই চারটি অংশ মূল বিষয়বস্তুটিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছে: (১) আল্লাহ্র দুর্ভেদ্য দুর্গ সিয়োনের চমৎকার সৌন্দর্য (আয়াত ২-৩); (২) শত্রুদের সব ধরনের আক্রমণের নিষ্ফলতা (আয়াত ৪-৭); (৩) আল্লাহ্র উদ্ধারকারী কাজের জন্য সিয়োনের আনন্দ (আয়াত ৯-১১) – এর সাথে দ্বিতীয় অংশটি সংযুক্ত; (৪) দুর্ভেদ্য দুর্গ নগরী সিয়োন (আয়াত ১২-১৩) – এই অংশটি প্রথম অংশটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। চারটি অংশ বিশেষ ভাবে চারটি দিকে আলোকপাত করে (২, ৭, ১০, ও ১৩ আয়াতের নোট দেখুন)– যার মূল বক্তব্য হল নগরীটি সব ধরনের আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত।

৪৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। *গজল।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *কারুন-সন্তান।* জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৪৮:১ আমাদের আল্লাহ্র নগরে, তাঁর পবিত্র পর্বতে। ৪৬:৪ আয়াত দেখুন।

আমাদের আল্লাহ্। এই গজলে এই সম্বোধনটি শুধুমাত্র এই আয়াতে, গজলের কেন্দ্রে (আয়াত ৮) এবং শেষে (আয়াত ১৪) দেখা যায়। *পবিত্র পর্বত।* ৪৩:৩ আয়াত দেখুন; ২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:২-৩ সিয়োন পর্বতের অব্যর্থ অভেদ্যতার বর্ণনা।

৪৮:২ রমণীয়। সিয়োনের ভৌগলিক উচ্চতা এবং তার সুরক্ষিত অবস্থানই হচ্ছে তার সৌন্দর্য (২৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

উচ্চভূমি। যদিও সিয়োন পর্বত তার সমবর্তী অন্যান্য শৃঙ্গের মধ্যে সর্বোচ্চ নয়, তথাপি আল্লাহ্র পর্বত হওয়ার কারণে তা দুনিয়ার সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ (৬৮:১৫-১৬ আয়াতের নোট দেখুন; ইশা ২:২ আয়াত দেখুন)।

সমস্ত দুনিয়ার আনন্দস্থল। সম্ভবত এখানে বোঝানো হচ্ছে

BACIB International Bible CHURCH

উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়োন পর্বত, মহান বাদশাহ্‌র
পুরী।
৩ আল্লাহ্, তার অট্টালিকাগুলোর মধ্যে,
উচ্চদুর্গ বলে নিজের পরিচয় দিয়েছেন।
৪ কেননা দেখ, বাদশাহ্‌রা সভাস্থ হয়েছিলেন;
তাঁরা একসঙ্গে চলে গেলেন;
৫ তাঁরা দেখলেন, অমনি স্তম্ভিত হলেন,
ভীষণ ভয় পেলেন, শীঘ্র পালিয়ে গেলেন।
৬ ঐ স্থানে তাঁরা ভয়ে কেঁপে উঠলেন,
প্রসবকারিণীর মত মহাযন্ত্রণায় কাতর হলেন।
৭ তুমি পূর্বীয় বায়ু দ্বারা তর্শীশের জাহাজগুলো
ভগ্ন করে থাক।
৮ আমরা যা শুনেছিলাম, তা দেখেছি বাহি-
নীগণের মাবুদের নগরে,
আমাদের আল্লাহ্‌র নগরে;
আল্লাহ্ তা চিরকালের জন্য সুস্থির করবেন।
সেলা।
৯ আমরা তোমার অটল মহব্বত ধ্যান করেছি,
হে আল্লাহ্, তোমার বায়তুল মোকাদ্দসের
অভ্যন্তরে।
১০ যেমন তোমার নাম, হে আল্লাহ্,
তেমনি তোমার প্রশংসা দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত
উচ্চারিত হয়;
তোমার ডান হাত ধর্মশীলতায় পরিপূর্ণ।
১১ সিয়োন পর্বত আনন্দ করুক,
এহুদার কন্যারা উল্লসিত হোক,
তোমার ন্যায়বিচারের জন্য।
১২ তোমরা সিয়োনকে প্রদক্ষিণ কর, তার
চারদিকে ভ্রমণ কর,
তার সমস্ত উচ্চগৃহ গণনা কর,
১৩ তার দৃঢ় প্রাচীরে মনোযোগ দাও,
তার অট্টালিকাগুলোর মধ্যে দৃষ্টিপাত কর,
যেন ভাবী বংশের কাছে তার বর্ণনা করতে
পার।
১৪ কেননা এই আল্লাহ্ অনন্তকালের জন্য
আমাদের আল্লাহ্;
তিনি চিরকাল আমাদের পথ প্রদর্শক হবেন।

[৪৮:৪] ২শামু ১০:১
-১৯।
[৪৮:৫] হিজ
১৫:১৬; ইশা ১৩:৮;
ইয়ার ৪৬:৫; দানি
৫:৯।
[৪৮:৬] আইউ
৪:১৪।
[৪৮:৭] পয়দা
১০:৪।
[৪৮:৮] জাকা
৮:১৩; ১৪:১১।
[৪৮:১০] হিজ ৬:৩;
ইউসা ৭:৯।
[৪৮:১০] ১শামু
২:১০; ইশা
১১:১২।
[৪৮:১২] ইহি ৩:১।
[৪৮:১৩] ২শামু
২০:১৫; ইশা ২৬:১;
ইব ২:১।
[৪৮:১৪] মেসাল
৬:২২; ইশা

অন্যান্য জাতি ও দেশের লোকেরাও সিয়োনকে প্রশংসা করত, যেমনটা করেছিলেন সাবা দেশের রাণী (১ বাদশাহ্ ১০:১-১৩)।

উত্তর প্রান্তস্থিত সিয়োন পর্বত। ইসরাইলের একেবারে উত্তর সীমান্তে ছিল সাফোন পর্বত, যা ফিনিশীয়রা তাদের প্রধান দেবতা এল-এর বাসস্থান বলে মনে করত– যেমন অলিম্পাস পর্বত ছিল গ্রীক মহা দেবতা জিউসের আবাসস্থল বা প্রাসাদ। *মহান বাদশাহ্।* ৪৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:৩ সিয়োনের প্রতিরক্ষা তার সুকঠিন প্রাচীরগুলো নয়, বরং স্বয়ং আল্লাহ্, যা পরবর্তী অংশগুলোতে আরও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে (১২-১৩ আয়াতের নোট দেখুন; জাকা ২:৫ আয়াতের নোটও দেখুন)। *তার অট্টালিকাগুলো।* ১৩ আয়াত দেখুন।

৪৮:৪-৭ শত্রু জাতি ও দেশগুলোর নিষ্ফল আক্রমণ। তারা ভয়ে ও আতঙ্কে পালিয়ে যাবে যখন তারা দেখবে মহান বাদশাহ্ সিয়োনে উপস্থিত রয়েছেন। সম্ভবত যিহোশাফটের আমলে ঘটা অভ্যুত্থান (২ খান্দান ২০ অধ্যায় দেখুন) কিংবা হিষ্কিয়ের সময়ে আশেরীয়দের গণহত্যা (২ বাদশাহ্ ১৯:৩৫-৩৬) ইত্যাদি ঘটনা জবুর রচয়িতার স্মরণে ছিল।

৪৮:৭ তর্শীশের জাহাজ। ভূমধ্যসাগরের বিখ্যাত বাণিজ্য জাহাজ (১ বাদশাহ্ ১০:২২ আয়াতের নোট দেখুন)। *পূর্বীয় বায়ু দ্বারা ... ভগ্ন করে থাক।* প্রেরিত ২৭:১৪ আয়াত দেখুন; ১ বাদশাহ্ ২২:৪৮ আয়াতও দেখুন। *পূর্বীয়।* উপরের ভূমিকা দেখুন।

৪৮:৮ কেন্দ্রীয় আয়াত ও মূল বিষয়বস্তু (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

যা শুনেছিলাম ... তা দেখেছি। এখানে "দেখেছি" কথাটি বেশ নাটকীয়, যেমনটা আইউব ৪২:৫ আয়াতে দেখা যায়। তারা শুনেছেন কারণ "আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদেরকে বলেছেন, তুমি পূর্বকালে তাঁদের সময়ে কাজ করেছিলে" (৪৪:১; আরও দেখুন ৭৮:৩), কিন্তু এখন এই গজলের অভিজ্ঞতা অনুসারে আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র এবাদতখানায় উপস্থিত রয়েছেন বলেই তাঁর নগরী সুরক্ষিত রয়েছে। *বাহিনীগণের মাবুদ।* ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাদের আল্লাহ্।* ১ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৮:৯-১১ এবাদতকারীরা আনন্দের সাথে বায়তুল মোকাদ্দসের অভ্যন্তরে এবাদত করছে ও আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছে, কারণ তিনি সিয়োনের পক্ষে গৌরবের ও মহিমার কাজ সাধন করেছেন।

৪৮:৯ তোমার বায়তুল মোকাদ্দসের অভ্যন্তরে। অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গনে। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। ১০-১১ আয়াত থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এখানে আল্লাহ্‌র যে উদ্ধারকারী কাজের কথা বলা হয়েছে তা তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর ওয়াদার পূর্ণতার মধ্য দিয়ে (৩১:২১; ৪০:৯-১০ আয়াত দেখুন)।

৪৮:১০ নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

প্রান্ত পর্যন্ত। বায়তুল মোকাদ্দস থেকে দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত, অর্থাৎ দুনিয়ার সকল স্থানে (৯:১১; ২২:২৭ আয়াত দেখুন)।

ডান হাত। হিব্রু ভাষ্য অনুসারে এটি একটি বাগধারা যা দক্ষিণ দিককে বুঝিয়ে থাকে।

ধর্মশীলতা। ধার্মিকতার কাজ (৪০:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৪:১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

৪৮:১১ ন্যায়বিচার। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিচার, যার মধ্য দিয়ে তিনি সিয়োন নগরীকে সুরক্ষিত রাখেন।

৪৮:১২-১৩ লোকেরা সিয়োন নগরীর সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিয়ে সন্তুষ্ট, যা প্রকাশ পায় তারা যা "দেখেছে" সে সংক্রান্ত তাদের বক্তব্য থেকে (আয়াত ৮)। সিয়োনের "দুর্গ", "উচ্চগৃহ" ও "প্রাসাদের" শক্তি হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি।

৪৮:১৩ ভাবী বংশ। আক্ষরিক অর্থে "পেছনের প্রজন্ম"; হিব্রু বাগধারা অনুসারে "পেছন" বলতে পশ্চিম দিক বোঝানো হয়ে থাকে।

৪৮:১৪ আমাদের আল্লাহ্। ১ আয়াতের নোট দেখুন। পথ প্রদর্শক। মহান মেষপালক বাদশাহ্ (২৩:১, ৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *চিরকাল।* অর্থাৎ মৃত্যুর পরও অনন্ত জীবনে।

জবুর ৪৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী।

১ হে সমস্ত জাতি, তোমরা এই কথা শোন,;
জগৎবাসীরা সকলে, কান দাও।
২ সামান্য লোক বা সম্মানিত লোকের সন্তান;
ধনী কি দরিদ্র, নির্বিশেষে শোন।
৩ আমার মুখ প্রজ্ঞার কথা বলবে,
আমার অন্তরের আলোচনা বুদ্ধির ফল হবে।

৪৯:১০; ৫৭:১৮; ৫৮:১১।
[৪৯:১] ইশা ১:২।
[৪৯:৪] মেসাল ১:৬; ইহি ১২:২২; ১৬:৪৪; ১৮:২-৩; লূক ৪:২৩।
[৪৯:৬] আইউ ২২:২৫; ইয়ার ৪৮:৭।

৪ আমি দৃষ্টান্ত কথায় কান দেব,
বীণাযন্ত্রে আমার গূঢ় কথার ব্যাখ্যা করবো।
৫ সেই বিপদের কালে আমি কেন ভয় করবো,
যখন তাদের অপরাধ আমাকে বেষ্টন করে,
যারা আমাকে বঞ্চনা করে,
৬ যারা নিজেদের ধনে নির্ভর করে,
নিজেদের বিপুল সম্পত্তির জন্য গর্ব করে,
৭ তাদের মধ্যে কেউই কোন মতে ভাইকে মুক্ত করতে পারে না,

জবুর ৪৯-৫৩ অধ্যায়। এই গজল সঙ্কলনটি প্রকাশ করে এক চমৎকার বৈপরীত্য, যেখানে জবুর রচয়িতা খোদায়ী স্বভাবের প্রতি বিশেষভাবে আলোকপাত করেছেন। এক দিকে আমরা দুটো গজল দেখি যা পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত: (১) যেন লোকেরা আল্লাহ্‌র আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর কাছে আসে এবং তাদের জীবন সম্পর্কে তিনি যা বলছেন তা মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করে (অধ্যায় ৫০) এবং (২) একজন অনুতাপকারীর ক্ষমা লাভের জন্য এবং পবিত্রীকৃত হওয়ার জন্য বিনম্র মুনাজাত (জবুর ৫১)। অপর দিকে আমরা দেখি এই দুটি গজলের দুপাশে কাঠামো সৃষ্টিকারী দুটি গজল (অধ্যায় ৪৯ এবং ৫২), যেখানে সেই সমস্ত মানুষদেরকে তিরস্কার করা হয়েছে যারা তাদের সম্পদের উপরে নির্ভর করে (৪৯:৬; ৫২:৭) এবং তাদের সম্পদের উপরে কিংবা তারা এই সম্পদ অর্জন করতে গিয়ে যে সকল মন্দ কাজ করেছে সেই সকলের জন্য গর্ববোধ করে (৪৯:৬; ৫২:১)। জবুর শরীফের আর কোথাও এ ধরনের মন্দতা বা সম্পদের কুফলের সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় না। কাঠামো সৃষ্টিকারী প্রথম গজলটিতে এ ধরনের লোকদেরকে বলা হয়েছে "বোকা" এবং "নির্বোধ" (৪৯:১০)। সে কারণে বলা যায় যে চারটি গজলের এই সঙ্কলনটি মূলত জবুর ১৪ অধ্যায়ের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি এবং এখানে আল্লাহ্‌বিহীন চিন্তা করে ও কাজ করে এমন লোকদের মূর্খতা নিয়ে কথা বলা হয়েছে। জবুর ৪৬-৪৮ অধ্যায়ের পর পরই অবস্থান করার কারণে এই গজল সঙ্কলনটি স্পষ্টভাবে এ কথা মনে করিয়ে দেয় যে, যারা মাবুদের উপরে আস্থা ও নির্ভরতা রাখে কেবল তারাই "আমাদের আল্লাহ্‌র নগরীতে" নিরাপত্তা ও সুরক্ষা লাভ করতে সক্ষম হবে (৪৮:১, ৮; আরও দেখুন জবুর ৪৬-৪৮ অধ্যায়ের ভূমিকা)।

জবুর ৪৯ অধ্যায়। মূর্খ ধনী ব্যক্তিদের সম্পর্কে জ্ঞানগর্ভ বাণী, যারা তাদের বিশাল ধন সম্পত্তির উপরে নির্ভর করে যেন তারা এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে দুনিয়রতে তাদের মঙ্গল ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে (৫২ অধ্যায় দেখুন এবং জবুর ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। লেবীয় ভাবধারার এই জবুর রচয়িতা জানতেন যে, ধন সম্পদ ব্যতিত জীবন কেমন (শুমারী ১৮:২১-২৪; দ্বি.বি. ১৪:২৭-২৯ আয়াত দেখুন) এবং তিনি বহু ধনী ব্যক্তিদের ধন সম্পদ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গি ও স্বভাব লক্ষ্য করেছেন (আয়াত ৫-৬ আয়াত দেখুন)। তিনি তাদের বোকামির চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে দেখেছেন, আর তাই তিনি তাঁর জ্ঞান সকলের সাথে সহভাগিতা করছেন যেন সকলে সত্য জানতে পারে (আয়াত ১-২), যেন সম্পদের মোহে যারা নিমগ্ন হয়ে আছে তারা তা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এ ধরনের বোকামির পরিণাম কেবল মৃত্যু, যা থেকে বাঁচার কোন উপায়ই নেই। সব শেষে ধার্মিক ব্যক্তিই তাদের উপরে বিজয় লাভ করবে (আয়াত ১৪)। অন্যান্য স্থানের মত এই গজলেও (জবুর ৩৩ অধ্যায়ের কাঠামো সম্পর্কিত বর্ণনার নোট দেখুন) জবুর রচয়িতা হিব্রু ২২টি বর্ণমালার সাথে মিল রেখে ২২টি হিব্রু লাইন বিশিষ্ট গজল রচনা করেছেন। বিষয়বস্তুগত কাঠামোটি বেশ সমান্তরাল ভঙ্গিতে এগিয়েছে: শুরুতে রয়েছে চার লাইন বিশিষ্ট একটি ভূমিকা (আয়াত ১-৪), এর পর আট লাইন বিশিষ্ট দুটি অংশে বিভক্ত মূল অংশ রয়েছে যেখানে মূল বিষয়বস্তুর উপরে আলোকপাত করা হয়েছে (আয়াত ৫-, ১৩-১৯) এবং এর মাঝে রয়েছে উপযুক্ত কিছু সঙ্গত দানকারী আয়াত (আয়াত ১২, ২০)। অন্যান্য গজলে এ ধরনের সঙ্গত দানকারী আয়াত সম্পর্কে জানতে দেখুন জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা। এই গজলটি খুব সম্ভব বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে। জবুর ৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৪৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪২ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

৪৯:১-৪ ভূমিকা দেখুন।

৪৯:১-২ এখানে অনেকটা নবীদের মত করে কথা বলা হয়েছে (১ বাদশাহ্‌ ২২:২৮; ইশা ৩৪:১; মিকাহ্‌ ১:২), জ্ঞানদায়ী শিক্ষকদের মত করে নয় (৩৪:১১; মেসাল ১:৮, ১০; ২:১ আয়াত দেখুন)।

৪৯:৩ মথি ১২:৩৪ আয়াত দেখুন। *প্রজ্ঞা।* ভূমিকা দেখুন। *অন্তর।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৯:৪ আমি ... কান দেব। এখানে যে দৃষ্টান্ত কথা তথা জ্ঞানদায়ী কথার বিষয়ে বলা হচ্ছে তা প্রথমে তাঁর নিজের শুনতে হবে, কারণ সমস্ত জ্ঞানের কথা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আসে (আইউব ২৮ অধ্যায়)।

দৃষ্টান্ত কথা ... গূঢ় কথা। এই দুটি শব্দের যে হিব্রু প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে বোঝানো হয় জ্ঞানপূর্ণ নির্দেশনা, যা অত্যন্ত চমৎকারভাবে ব্যক্ত করা হয়ে থাকে (৭৮:২ আয়াত দেখুন "উপমা", "পুরানো কথা"; মেসাল ১:৬; ইহি ১৭:২ "দৃষ্টান্ত", "উপমা")।

বীণাযন্ত্রে। লেখক যে সমস্ত বিষয় থেকে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা পেয়েছেন সে সম্পর্কে আরেকটি ইঙ্গিত (১ শামু ১০:৫-৬; ২ বাদশাহ্‌ ৩:১৫ আয়াত দেখুন)।

৪৯:৫-১১ যাদের সামর্থ বা ক্ষমতা যৎসামান্য তারা যখন ধনীদের ক্ষমতার দাপটে হুমকিগ্রস্ত হয়, তখন তাদের মোটেও বিচলিত হওয়ার কিছু নেই; কারণ মৃত্যুই সেই সব ধনী ও অত্যাচারীদের নিয়তি।

৪৯:৬ যারা নিজেদের ধনে নির্ভর করে। ৫২:৭ আয়াত দেখুন। *গর্ব করে।* বা "অহঙ্কার করে", অর্থাৎ তারা প্রকাশ্যে এ কথা ঘোষণা করে যে, তারা তাদের ধন সম্পদের উপরে শতভাগ নির্ভর করে যেহেতু এই সম্পদই তাদেরকে সুখী ও সমৃদ্ধ অবস্থায় রেখেছে (৫২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৪৯:৭-৯ ধন কখনো মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে পারে না – এমন কি কোন জ্ঞাতি "উদ্ধারকর্তাও" তা করতে পারে না (এর সাথে

কিংবা তার কাফ্‌ফারার জন্য আল্লাহ্‌কে কিছু
দিতে পারে না,
৮ কেননা তাদের প্রাণের মুক্তি অসম্ভব এবং
চিরকালেও অসাধ্য;
৯ যেন সে চিরজীবী হয়, আর কবর দেখতে না
হয়।
১০ কারণ সে দেখে যে, জ্ঞানবানেরা মরে,
হীনবুদ্ধি ও অসাড় অন্তরের লোক নির্বিশেষে
বিনষ্ট হয়,
তারা অন্যদের জন্য নিজেদের ধন রেখে যায়।
১১ তাদের আন্তরিক ভাব এরকম, তাদের বাড়ি
চিরস্থায়ী,
তাদের বাসস্থান পুরুষানুক্রমে থাকবে,
তারা স্ব স্ব নাম অনুসারে ভূমির নাম রাখে।
১২ কিন্তু মানুষ ঐশ্বর্যশালী হলেও স্থির থাকে না;
সে পশুদের মতই ধ্বংস হয়।
১৩ এই তাদের পথ, তাদের হীনবুদ্ধিতা;
এবং তাদের পরে সেই লোকদেরও একই
রকম গতি,
যারা তাদের কথার অনুমোদন করে।
সেলা।
১৪ তারা পাতালের জন্য নিযুক্ত ভেড়ার পালের
মত,
মৃত্যু তাদেরকে চরাবে;
সরল লোকেরা প্রভাতে তাদের উপরে কর্তৃত্ব
করবে;
তাদের রূপ পাতালে নষ্ট হবে,
তার কোন বসতিস্থান আর থাকবে না।
১৫ কিন্তু আল্লাহ্‌ পাতালের হাত থেকে আমার
প্রাণ মুক্ত করবেন;
কেননা তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন।
সেলা।
১৬ তুমি ভয় পেয়ো না, যখন কেউ ধনবান হয়,
যখন তার কুলের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পায়,
১৭ কেননা মরণকালে সে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবে
না,

[৪৯:৮] শুমারী ৩৫:৩১।
[৪৯:৯] জবুর ১৬:১০।
[৪৯:১০] হেদা ২:১৬; লূক ১২:২০।
[৪৯:১১] মার্ক ৫:৩; লূক ৮:২৭।
[৪৯:১২] ২পিতর ২:১২।
[৪৯:১৩] লূক ১২:২০।
[৪৯:১৪] ইয়ার ৪৩:১১; ইহি ৩১:১৪; ১করি ৬:২।
[৪৯:১৫] জবুর ৫৬:১৩; হোশেয় ১৩:১৪।
[৪৯:১৭] ১তীম ৬:৭।

তুলনা করুন হিজ ২১:৩০; লেবীয় ২৫:৪৭-৪৯ আয়াত)। শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই মানুষকে কবরপ্রাপ্ত হওয়ার পরও জীবন দান করতে পারেন (১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

৪৯:১০ যাদের "মাথায় চোখ আছে" (হেদায়েত ২:১৪) তারা দেখতে পায় যে, প্রজ্ঞাবানকেও মৃত্যুবরণ করতে হয় (হেদায়েত ৭:২; ৯:৫) এবং তারা তাদের ধন সম্পদ অন্যদের হাতে তুলে দিয়ে যায় (হেদা ২:১৮, ২১)। *হীনবুদ্ধি ও অসাড় অন্তরের লোক।* ৭৩:১৮-২০; ৯২:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন। আরও দেখুন ৫২:৫; ৮৯:৪৭; আইউব ৩০:২৩; হেদায়েত ২:১৪-১৬।

জ্ঞানবান ... হীনবুদ্ধি ... অসাড়। নিঃসন্দেহে এখানে জবুর ৩৭ অধ্যায়ের ধার্মিক ও মন্দ লোকের বৈপরীত্যটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

ধন। অনেক সময় লোকেরা তাদের মূর্খতার কারণে নানা অপরাধ ও অন্যায়ের মাধ্যমে এই ধন অর্জন করে থাকে (আয়াত ৫, ১২ দেখুন; এর সাথে দেখুন ৫২:১-৪, ৭ আয়াত)।

অন্যদের জন্য। কিন্তু নিজেদের সন্তানদের জন্য নয় (৩৭:২৯ আয়াতের নোট দেখুন; ৩৯:৬ আয়াতও দেখুন; লূক ১২:২০-২১ আয়াত দেখুন)।

৪৯:১১ যদিও তারা তাদের কবর খুব জমকালো করে তৈরি করে এবং বিরাট বিরাট স্থাপনা নির্মাণ করে নিজেদের নামে নামকরণ করে তাদের স্মৃতি অম্লান করে রাখতে চায় (শুমারী ৩২:৪১ আয়াত দেখুন), তথাপি তাদের জন্য নিয়তির সবচেয়ে নির্মম পরিহাস হল, তাদের কবরই তাদের "চিরস্থায়ী আবাস হিসেবে পরিগণিত হয় (হেদায়েত ১২:৫)। এর সাথে তুলনা করুন ১৫ আয়াতে জবুর রচয়িতার প্রত্যাশা।

৪৯:১২ তাদের এপিটাফ (১০:১৮ আয়াতের নোট দেখুন; হেদায়েত ৩:১৯; ৭:২ আয়াতও দেখুন) এবং জবুর রচয়িতার স্বগতোক্তি।

৪৯:১৩-১৯ ধনী মূর্খ ও ধার্মিকদের শেষ পরিণতি– কেন ধনীদেরকে দেখে লোকেরা ভয় পাবে?

৪৯:১৩ তাদের পরে সেই লোকদেরও। অর্থাৎ এই ধনী মূর্খদের পরে যারা আসবে তারাও একই ধরনের মন মানসিকতার অধিকারী হবে (আয়াত ৬)।

৪৯:১৪ ভেড়ার পালের মত। তাদের পালক হচ্ছে স্বয়ং মৃত্যু, যে তাদেরকে কবরে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যু তাদেরকে চরাবে। কিতাবুল মোকাদ্দসের বিভিন্ন স্থানে মৃত্যুকে (বা কবরকে) এমন এক অতৃপ্ত দানব হিসেবে দেখানো হয়েছে যে তার শিকারকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়। এ প্রসঙ্গে দেখুন জবুর ৬৯:১৫; ১৪১:৭; মেসাল ১:১২; ২৭:২০; ৩০:১৫-১৬; ইশা ৫:১৪; ইউহোন্না ২:২ ("পাতাল", আক্ষরিক অর্থে "পেট"); হাবাক্কুক ২:৫। এই প্রতিরূপটি নেওয়া হয়েছে একটি কেনানীয় কিংবদন্তী থেকে, যা দেবতাকে মৎ (অর্থাৎ "মৃত্যু")-কে প্রকাশ করে। একটি কেনানীয় নথি থেকে এ কথা পাওয়া যায়, "মহা দেবতা মথের কাছে এসো না, আসলে তিনি তোমাকে ভেড়ার বাচ্চার মত করে মুখে পুরে নেবেন।"

তাদের উপরে কর্তৃত্ব করবে। লেবীয় ২৬:১৭; ইশা ১৪:২; ৫ আয়াতে বর্ণিত প্রেক্ষাপটের বিপরীত। *প্রভাতে।* আয়াত ১৫, ১৯ দেখুন এবং ৬:৫; ১১:৭; ১৬:৯-১১; ১৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। তবে সেই সাথে জবুর ৫৭ অধ্যায়েরও ভূমিকা দেখুন।

৪৯:১৫ ৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন। পাতালের হাত থেকে আমার প্রাণ মুক্ত করবেন। এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১১। জবুর রচয়িতা সম্ভবত এখানে মুক্ত বা উদ্ধার করা বলতে সার্বজনীন মৃত্যুর কথা বোঝানো হয়েছে (যেমনটা দেখানো হয়েছে আইউব ৫:২০ আয়াতে; আরও দেখুন ১১৬৮ আয়াত), তথাপি এই অংশের প্রেক্ষাপট বিচারে মনে হতে পারে যে, রচয়িতা নিজে ধার্মিক হিসেবে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার কারণে তাঁর চূড়ান্ত নিয়তির কথা জ্ঞাত করছেন। সম্ভবত এখানে যে চিন্তাটির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে তা আল্লাহ্‌র বেহেশতী উপস্থিতির কাছে পৌঁছানোর জন্য এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে, যেভাবে ইহুদীদের মুনাজাতে তাদের ইচ্ছাগুলোকে "ইব্রাহিমের কাছে জানানোর" বিষয়টি প্রচলিত ছিল (লূক ১৬:২২; এর সাথে ৬:৫; ১১:৭; ১৬:৯-১১; ১৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন।* ৭৩:২৪; পয়দা ৫:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৪৯:১৬ তার কুল। অর্থাৎ তাদের স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত সম্পদ এবং সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও বংশধর (হিজ ২০:১৭)।

৪৯:১৭ মরণকালে সে কিছুই সঙ্গে নিয়ে যাবে না। ১ তীমথি

তার ঐশ্বর্য তার সঙ্গে যাবে না।
১৮ সে জীবদ্দশায় তার প্রাণকে দোয়া করে
বলতো,
'তুমি মঙ্গল করেছ বলে প্রশংসার পাত্র।'
১৯ সে তার পিতৃবংশের কাছে যাবে,
তারা আলোর দর্শন কখনও পাবে না।
২০ যে মানুষ ঐশ্বর্যশালী অথচ অবোধ,
সে পশুদের মতই ধ্বংস হয়ে যাবে।

[৪৯:১৮] লূক ১২:১৯।
[৪৯:১৯] পয়দা ১৫:১৫।
[৪৯:২০] মেসাল ১৬:১৬।
[৫০:১] ইউসা ২২:২২।
[৫০:২] দ্বি.বি. ৩৩:২।
[৫০:৩] লেবীয়

জবুর ৫০

আসফের কাওয়ালী।
১ আল্লাহ্, মাবুদ আল্লাহ্ কথা বলেছেন,
সূর্যের উদয়স্থান থেকে অস্তস্থান পর্যন্ত
তিনি দুনিয়াকে আহ্বান করেছেন।
২ সিয়োন থেকে, পরম সৌন্দর্যের স্থান থেকে,
আল্লাহ্ দেদীপ্যমান হয়েছেন।
৩ আমাদের আল্লাহ্ আসবেন, নীরব থাকবেন না;

৬:৭ আয়াত দেখুন।

৪৯:১৯ আলোর দর্শন। ২৭:১; ৩৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৫৩:১১ আয়াত দেখুন।

৪৯:২০ সে পশুদের মতই ধ্বংস হয়ে যাবে। ১২ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৫০ অধ্যায়। মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদার অধীন লোকদেরকে হিসাব দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন। জবুর শরীফের এই স্থানে গজলটির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানতে জবুর ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। আপাতদৃষ্টিতে এই গজলটি এবাদতখানার লিটার্জি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য রচিত হয়েছিল, যেখানে ইসরাইল জাতি তার প্রতি আল্লাহ্‌র কৃত ওয়াদার প্রতি আস্থা ও নির্ভরতা জ্ঞাপন করছে। লেবীয় কাওয়ালী গায়ক দলের একজন গায়ক ইসরাইলের পক্ষ হয়ে মাবুদকে সম্বোধন করেছেন (জবুর ১৫; ২৪ অধ্যায় দেখুন, যেখানে প্রায় একই ধরনের কাঠামো ব্যবহার করা হয়েছে)। এই লিটার্জি সম্ভবত ঈদুল ফেসাখের উৎসবের সাথে সংযুক্ত ছিল (দ্বি.বি. ৩১:৯-১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৪৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কোরবানী সম্পর্কে ভুল চিন্তাধারাকে ভর্ৎসনা করার পাশাপাশি এই গজলে নবী আমোস, মিকাহ্ ও ইশাইয়ার ভবিষ্যদ্বাণীর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্যণীয়। কাজেই সম্ভবত এই গজলটি খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে বা সপ্তম শতাব্দীর শুরুর দিকে রচিত হয়েছিল। অন্যান্যরা ইউসিয়ার সংস্কার কাজের এবং নবী ইয়ারমিয়ার পরিচর্যা কাজের সময়কালের সাথে বেশ মিল খুঁজে পান এই গজলের প্রেক্ষাপটের (২ বাদশাহ্ ২২:১–২৩:২৫)। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি তিনটি অংশে বিভক্ত: (১) ইসরাইলের নিয়মের আল্লাহ্‌র আগমনের ঘোষণা, যিনি তাঁর লোকদের কাছ থেকে জবাবদিহি করতে আসছেন (আয়াত ১-৬); (২) যারা অন্তরে সৎ তাদের জন্য মাবুদের অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্য (আয়াত ৭-১৫); (৩) তাদের মধ্যে যারা "মন্দ" তথা "দুষ্ট" তাদের জন্য রয়েছে মাবুদ আল্লাহ্‌র তীক্ষ্ণ ভর্ৎসনা (আয়াত ১৬-২৩)।

৫০ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রচলিত নিয়মে গজলটির রচয়িতা হিসেবে আসফের নাম উল্লেখ করা হয়েছে; কিংবা হয়তো বলা হয়েছে এই গজলটি "আসফের জন্য" তৈরি করা হয়েছে (জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামে "যিদুথূনের" কথাটি দেখুন) কিংবা আসফের বংশধরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে, যারা তার স্থানে পরিচর্য কাজ করবে। এই গজলটি সম্ভবত আসফের অন্যান্য গজল থেকে পৃথক (৭৩-৮৩) করা হয়েছে যেন তা জবুর ৪৯-৫০ অধ্যায়ের গজল সঙ্কলনটির মধ্যে ৫১ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত করে স্থাপন করা যায়। আসফ ছিলেন দাউদের তিন কাওয়ালী গায়কদের নেতার মধ্যে একজন (জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

৫০:১৯-৬ মাবুদ এবাদতখানায় জমায়েতের মাঝে এসেছেন (আয়াত ৩) যেন তিনি তাঁর লোকদেরকে সংশোধন করতে পারেন এবং ভর্ৎসনা করতে পারেন: ইসরাইল জাতির অবশ্যই এই কথা জানা প্রয়োজন যে, সিয়োন পর্বতের আল্লাহ্‌ই হচ্ছে সিনাই পর্বতের আল্লাহ্ (হিজ ১৯:১৬-২০ আয়াত দেখুন)।

৫০:১ আল্লাহ্, মাবুদ আল্লাহ্। এভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি সম্বোধন শুধুমাত্র দেখা যায় ইউসা ২২:২২ আয়াতে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর ৫০ অধ্যায়টি আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম এবং উপাধির জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (মোট সাতটি: ১ আয়াতে তিনটি, বাকি চারটি গজলটির অন্যান্য অংশে; ৬, ১৪, ২১-২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

দুনিয়াকে। ৪ আয়াতে "বেহেশতকে ... দুনিয়াকে" এবং ৬ আয়াতে "বেহেশত" দেখুন। যখন মূসা মোয়ার প্রান্তরে বসে মাবুদ আল্লাহ্ ও ইসরাইল জাতির মধ্যকার নিয়ম পুনঃস্থাপিত করলেন, তখন তাঁকে বেহেশত থেকে আহ্বান জানানো হয়েছিল যেন তিনি এই চুক্তি বা নিয়মের তৃতীয় পক্ষ বা সাক্ষী হিসেবে ভূমিকা রাখেন (দ্বি.বি. ৩০:১৯; ৩১:২৮ আয়াত দেখুন)। মাবুদ আল্লাহ্ এখন ইসরাইল জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছেন (আয়াত ১-৪) এ কথা ঘোষণা করার জন্য যে, তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর সমস্ত কালাম অকাট্য ও অব্যর্থ এবং তিনি সব সময় তাঁর নিয়মের প্রতি বিশ্বস্ত রয়েছেন (ইশা ১:২ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্ চেয়েছেন লোকেরা যেন তাঁর নিয়মের অধীন সৃষ্টির অংশ হিসেবে একাত্ম হয় এবং এ কারণে তিনি নিজে তাঁর সৃষ্ট মানব জাতির সাথে নিজে একাত্ম হতে চাইলেন (পয়দা ১-৩ অধ্যায় দেখুন; আরও দেখুন ইয়ার ১২:৪; রোমীয় ৮:২২ আয়াতের নোট)। এর সাথে তুলনা করুন মিকাহ্ ৬:১-২ আয়াতের নোট।

৫০:২ পরম সৌন্দর্য। কারণ আল্লাহ্ সেখানে বসবাস করেন (এর সাথে তুলনা করুন ইহি ২৭:৩-৪, ১১; ২৮:১২ আয়াত)। *আল্লাহ্ দেদীপ্যমান হয়েছেন।* আল্লাহ্ যতই এগিয়ে আসছেন ততই তাঁর উজ্জ্বলতা যেন আরও বেশি করে ফুটে উঠছে (৮০:১; ৯৪:১; দ্বি.বি. ৩৩:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইহি ২৮:৭, ১৭ আয়াত)। আর এখন তিনি তাঁর লোকদের কাছ থেকে হিসাব নিতে এসেছেন, তাদের বিচার করতে নয়, যেমনটা ইশা ১ অধ্যায় বা মিকাহ্ ১ অধ্যায়ে দেখা যায়।

৫০:৩ আমাদের আল্লাহ্ আসবেন। আল্লাহ্ কারূবীদের মধ্যে স্থাপিত তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে আমাদের মধ্যে আসবেন (৮০:১; ৯৯:১ দেখুন; আরও দেখুন ১ শামু ৪:৪; ২ শামু ৬:২; ২ বাদশাহ্ ১৯:১৫ আয়াত), যা স্থাপিত রয়েছে এবাদতখানার মহা পবিত্র স্থানে (২৮:২ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন ইশা ২৬:২১; মিকাহ্ ১:৩ আয়াত)।

নীরব থাকবেন না। তিনি আর মানুষের গুনাহ্ দেখে নিশ্চুপ হয়ে থাকবেন না (আয়াত ২১ দেখুন)। *আগুন ... প্রবল ঝড়।* হিজ

তাঁর আগে আগুন গ্রাস করবে, তাঁর চারদিকে
প্রবল ঝড় বইবে।
৪ তিনি ঊর্ধ্বস্থিত বেহশতকে আহ্বান করবেন,
দুনিয়াকেও ডাকবেন, স্বীয় লোকদের বিচারের
জন্য।
৫ আমার বিশ্বস্তদেরকে আমার কাছে একত্র কর,
যারা কোরবানী নিয়ে আমার সঙ্গে নিয়ম
করেছে।
৬ আর বেহেশত তাঁর ধর্মশীলতা ঘোষণা করবে,
কেননা আল্লাহ্ স্বয়ং বিচারকর্তা। সেলা।
৭ হে আমার লোকেরা, শোন, আমি বলি;
হে ইসরাইল, শোন, আমি তোমার বিপক্ষে
সাক্ষ্য দিই।
আমিই আল্লাহ্, তোমার আল্লাহ্।
৮ আমি তোমার কোরবানী বিষয়ে তোমাকে
ভর্ৎসনা করবো না,
তোমার সমস্ত পোড়ানো-কোরবানী সতত
আমার সম্মুখে।
৯ আমি তোমার বাড়ি থেকে ষাঁড়,
১০:২।
[৫০:৪] ইব
১০:৩০।
[৫০:৫] দ্বি.বি.
৭:৬।
[৫০:৬] পয়দা
১৬:৫।
[৫০:৭] ইব ২:৪।
[৫০:৮] ২শামু
২২:১৬।
[৫০:৯] লেবীয়
১:৫।
[৫০:১০] মিকাহ্
৫:৮।
[৫০:১১] মথি
৬:২৬।
[৫০:১২] ১করি
১০:২৬।
[৫০:১৪] উজা ১:৪।
[৫০:১৫] ইয়াকুব
৫:১৩।
[৫০:১৬] ইশা
২৯:১৩।
তোমার খোঁয়াড় থেকে ছাগল নেব না।
১০ কেননা বনের সমস্ত জন্তু আমার,
হাজার হাজার পাহাড়ী পশু আমার।
১১ আমি পর্বতমালার সমস্ত পাখিকে জানি,
মাঠের সমস্ত প্রাণী আমার সম্মুখবর্তী।
১২ আমি ক্ষুধিত হলে তোমাকে বলবো না;
কেননা দুনিয়া ও তার সমস্তই আমার।
১৩ আমি কি ষাঁড়ের মাংস ভোজন করবো?
আমি কি ছাগলের রক্ত পান করবো?
১৪ তুমি আল্লাহ্‌র উদ্দেশে শুকরিয়া উৎসর্গ কর,
সর্বশক্তিমানের কাছে তোমার নিজের মানত
পূর্ণ কর;
১৫ আর সঙ্কটের দিনে আমাকে ডেকো;
আমি তোমাকে উদ্ধার করবো ও তুমি আমার
গৌরব করবে।
১৬ কিন্তু দুষ্টকে আল্লাহ্ বলেন,
আমার বিধি তবলিগ করতে তোমার কি
অধিকার?
তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে এনেছ?

১৯:১৬, ১৮ আয়াত দেখুন।

৫০:৪ বিচার। তাদেরকে তাঁর স্থাপিত নিয়ম অনুসারে জবাবদিহি করার জন্য ডাকবেন।

৫০:৫ আমার বিশ্বস্তদেরকে। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন। **কোরবানী নিয়ে।** কোরবানী ছিল নিয়ম স্থাপনের একটি অংশ, যার মধ্য দিয়ে নিয়মটি স্থাপনের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে বলে বোঝানো হত (হিজ ২৪:৪-৮ আয়াত দেখুন এবং ২৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং পরবর্তীতে আল্লাহ্‌র প্রতি যে ইসরাইল জাতি দায়বদ্ধ, তা প্রকাশের একটি প্রতীক হিসেবে এই কাজটি করা হত।

৫০:৬ ঘোষণা। ১ আয়াতের নোট দেখুন। *ধর্মশীলতা।* ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। *আল্লাহ্ স্বয়ং বিচারকর্তা।* ৮৯:১৪; পয়দা ১৮:২৫; জাকা ৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে আমোস কিতাবের ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু ও মূলবার্তা দেখুন।

৫০:৭ আমার লোকেরা ... তোমার আল্লাহ্। "আমাদের আল্লাহ্" (আয়াত ৩) এবং "তোমার আল্লাহ্" (এখানে) কথা দুটি নিয়মের সম্পর্ককে প্রকাশ করে (জাকা ৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমিই আল্লাহ্, তোমার আল্লাহ্।* হিজ ১৯:৩-৬; লেবীয় ১৯:২-৪, ১০, ২৫, ৩১, ৩৪, ৩৬; ২০:৭, ২৪; ২২:৩৩; ২৩:২২ আয়াত দেখুন।

৫০:৮-১৩ এমন নয় যে ইসরাইল জাতি যথেষ্ট পরিমাণে কোরবানী উৎসর্গ করতে ব্যর্থ হয়েছিল (আয়াত ৮), কিন্তু তারা এটি বুঝতে ভুল করেছিল যে আল্লাহ্‌র কাছে কোরবানী উৎসর্গ করা প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়, তিনি কোরবানীর উপরে নির্ভরও করেন না। ইসরাইল জাতির পৌত্তলিক প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ৪০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৫০:১০ হাজার। বহু সংখ্যক বোঝানোর জন্য প্রতীকী অর্থে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

৫০:১২ দুনিয়া ও তার সমস্তই আমার। ২৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫০:১৪-১৫ আল্লাহ্ চান ইসরাইল জাতি যেন তাঁর করুণার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার মধ্য দিয়ে (আয়াত ১৪) এবং প্রয়োজনের সময়ে তাঁর কাছে মুনাজাত করার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি নিজেদের নির্ভরতা ও আস্থা প্রকাশ করে (আয়াত ১৫; আরও দেখুন ১১৬:১৭-১৯ আয়াত)। যারা এই সকল কাজ করবে তারা তাদের মুনাজাতের ফল হিসেবে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ দানকারী উত্তর লাভ করবে (২৩ আয়াতে আরও স্পষ্টভাবে কথাটি বলা হয়েছে)। আল্লাহ্ আরও চান যেন লোকেরা তাঁর নৈতিক বিধান ও আদর্শের বাধ্যতা অনুসারে জীবন যাপন করে (আয়াত ১৬-২১ দেখুন এবং ৪০:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫০:১৪ শুকরিয়া উৎসর্গ। লেবীয় ৭:১২-১৩ আয়াত দেখুন এবং জবুর ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *আল্লাহ্... সর্বশক্তিমান।* অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ (৫৭:২ আয়াত দেখুন এবং ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *পূর্ণ কর।* হেদায়েত ৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

নিজের মানত। সাধারণত কোন প্রয়োজনের মুহূর্তে মুনাজাত করার সময়ে এ ধরনের মানত করা হত, যার সাথে যুক্ত থাকত শুকরিয়া বা ধন্যবাদের উৎসর্গ কোরবানী (৬৬:১৩-১৫ আয়াত দেখুন), এবং আরও যুক্ত থাকত মাবুদ মুনাজাতের উত্তর দান করায় তাঁর গৌরব ও প্রশংসা (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। আরও দেখুন ইবরানী ১৩:১৫। *সর্বশক্তিমান।* ১ আয়াতের নোট দেখুন; সেই সাথে পয়দা ১৪:১৯ আয়াতেরও নোট দেখুন।

৫০:১৫ তুমি আমার গৌরব করবে। মানতের পূর্ণতা সাধনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার মাধ্যমে (আয়াত ২৩ দেখুন) – এবং সবচেয়ে গুরুত্বের বিষয় হচ্ছে, আল্লাহ্‌র নিয়মের শরীয়তের প্রতি বাধ্যতা প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে (পরবর্তী আয়াতগুলো দেখুন)।

৫০:১৬-২৩ মাবুদ আল্লাহ্ দুষ্টদেরকে ভর্ৎসনা করছেন।

৫০:১৬ তুমি আমার নিয়ম কেন মুখে এনেছ? সম্ভবত এটি আল্লাহ্‌র শরীয়ত ভঙ্গ করা সম্পর্কিত লিটার্জির একটি অংশ।

১৭ তুমি তো শাসন ঘৃণা করে থাক,
আমার কালাম তোমার পিছনেই রেখে থাক।
১৮ চোরকে দেখলে তুমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে,
তুমি ব্যভিচারীদের সহভাগী হতে।
১৯ তুমি মন্দ বিষয়ে মুখ বাড়িয়ে থাক,
তোমার জিহ্বা ছল রচনা করে।
২০ তুমি বসে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে কথা বল,
তুমি তোমার সহোদরের নিন্দা করে থাক।
২১ তুমি এসব করেছ, আমি নীরব হয়ে রয়েছি;
তুমি মনে করেছ, আমি তোমারই মত এক
জন;
আমি তোমাকে ভর্ৎসনা করবো,
ও তোমার সাক্ষাতে সমস্ত কিছু বিন্যাস
করবো।
২২ তোমরা যারা আল্লাহ্‌কে ভুলে যাচ্ছ, এই
বিবেচনা কর,
পাছে আমি তোমাদের বিদীর্ণ করি,
আর উদ্ধার করার কেউ না থাকে।

[৫০:১৭] মেসাল ১:২২।
[৫০:১৮] রোমীয় ১:৩২; ১তীম ৫:২২।
[৫০:২০] মথি ১০:২১।
[৫০:২১] ইশা ৪২:১৪; ৫৭:১১; ৬২:১; ৬৪:১২।
[৫০:২২] আইউ ৮:১৩; ইশা ১৭:১০।
[৫০:২৩] ইশা ৫২:১০ জবুর ৫১।
[৫১:১] ২শামু ১২:১৩;২খান্দান ৬:২১;ইহি ৪:৫; প্রেরিত ৩:১৯।
[৫১:২] মেসাল ২০:৩০; ইশা ৪:৪; ইহি ৩৬:২৫; জাকা ১৩:১; মথি ২৩:২৫

২৩ যে ব্যক্তি উৎসর্গ হিসেবে আমার কাছে
শুকরিয়া নিয়ে আসে,
সেই আমার গৌরব করে;
যে ব্যক্তি নিজের পথ সরল করে, তাকে আমি
আল্লাহ্‌র উদ্ধার দেখাব।

জবুর ৫১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী। বৎশেবার কাছে তাঁর গমনের পর যখন নবী নাথন তাঁর কাছ আসলেন, সেই সময়কার।

১ হে আল্লাহ্‌, তোমার অটল মহব্বত অনুসারে
আমার প্রতি করুণা কর;
তোমার প্রচুর করুণা অনুসারে আমার সমস্ত
অধর্ম মার্জনা কর।
২ আমার অপরাধ থেকে আমাকে নিঃশেষে ধুয়ে
ফেল,
আমার গুনাহ্‌ থেকে আমাকে পাক-পবিত্র
কর।

৫০:১৭ তুমি তো শাসন ঘৃণা করে থাক। এ ধরনের লোকেরা পবিত্র ধর্ম অনুষ্ঠানে যোগ দান করে থাকে, কিন্তু আনুষ্ঠানিকতার বাইরে নিজেদের জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ্‌র দেওয়া সমস্ত বিধান ও নির্দেশনা তারা উপেক্ষা করে থাকে।

৫০:১৯ তুমি মন্দ বিষয়ে মুখ বাড়িয়ে থাক। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৫০:২১ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহশীল আচরণ এবং নীরবতাকে দুষ্টরা তাঁর দুর্বলতা ধরে নিয়েছে এবং তাঁকে সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করছে (হেদায়েত ৮:১১; ইশা ৪২:১৪; ৫৭:১১ আয়াত দেখুন)। *তুমি মনে করেছ, আমি তোমারই মত এক জন।* হিজ ৩:১৪ আয়াতের নোট দেখুন (১ আয়াতেরও নোট দেখুন)।

তোমার সাক্ষাতে সমস্ত কিছু বিন্যাস করবো। অর্থাৎ প্রত্যেকটি ঘটনা ধরে ধরে তোমার বিচার করবো।

৫০:২২ আল্লাহ্‌। এখানে আল্লাহ্‌ শব্দটির জন্য যে হিব্রু প্রতিশব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা সহসা দেখা যায় না (হিব্রু "ইলোয়াহ"), যদিও শব্দটি আইউব কিতাবে বেশ কয়েকবার দেখা যায়। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫০:২৩ ১৪-১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৫১ অধ্যায়। ক্ষমা ও পরিশুদ্ধিকরণের জন্য দাউদের বিনম্র মুনাজাত। একজন নত নম্র ও অনুতাপকারী গুনাহ্‌গারের মুনাজাত হিসেবে এখানে জবুর ৫০ অধ্যায়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের প্রতি যে কথাগুলো বলেছেন তার প্রতিফলন প্রকাশ পায় (১৬ আয়াতের সাথে জবুর ৫০:৮-১৫ আয়াতের তুলনা করুন; আরও দেখুন জবুর ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা)। জবুর ২৫ অধ্যায়ের সাথে এই গজলটির বেশ কিছু স্থানে মিল রয়েছে। ঈসায়ী মণ্ডলীতে জবুর শরীফ থেকে যে সাতটি গুনাহ্‌র স্বীকার ও অনুতাপমূলক গজল গাওয়া হয়ে থাকে তার মধ্যে এটি একটি (জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গজলটি রচিত হয়েছে সমান্তরাল ভঙ্গিতে: দুই আয়াত বিশিষ্ট ভূমিকার সাথে সঙ্গতি রেখে রয়েছে দুই আয়াত বিশিষ্ট উপসংহার, এবং এর মধ্যবর্তী চারটি অংশের হিব্রু সংস্করণে রয়েছে যথাক্রমে পাঁচটি লাইন, তিনটি লাইন, তিনটি লাইন এবং পাঁচটি লাইন। পুরো গজলটির কাঠামো হিসেবে রয়েছে বাদশাহ্‌ দাউদের নিজের জন্য মুনাজাত (আয়াত ১-২) এবং সিয়োনের জন্য মুনাজাত (আয়াত ১৮-১৯)। বাদশাহ্‌ এবং নগরীর ভাল মন্দ একই সাথে টিকে থাকে কিংবা পতিত হয় (২৮:৮ আয়াত দেখুন এবং ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

যখন। এ সংক্রান্ত ঘটনাবলী জানতে দেখুন ২ শামু ১১:১–১২:২৫ আয়াত; আরও দেখুন জবুর ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম।

৫১:১-২ ক্ষমা লাভের জন্য প্রারম্ভিক মুনাজাত (লূক ১৮:১৩ আয়াত দেখুন)। কীভাবে বিভিন্ন সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা দেখুন: অটল মহব্বত, করুণা, প্রচুর করুণা; মার্জনা, নিঃশেষে ধুয়ে ফেল, পাক-পবিত্র কর; অধর্ম, অপরাধ, গুনাহ্‌ (গুনাহ্‌ সম্পর্কিত এ ধরনের শব্দগুচ্ছের বিষয়ে আরও দেখুন জবুর ৩২:৫)।

৫১:১ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *মার্জনা কর।* ৯ আয়াত দেখুন। যেন একটি প্যাপিরাস পত্রের চিত্র এখানে দেখানো হচ্ছে (৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন) যেখানে আল্লাহ্‌ দাউদের সমস্ত কার্যকলাপের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। গুনাহ্‌ মুছে ফেলা বা মার্জনা করার অর্থ হচ্ছে ক্ষমা করা (ইয়ার ১৮:২৩; দেখুন ইশা ৪৩:২৫)। দুনিয়াবী বাদশাহ্‌রা যেভাবে ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখেন সেই একই ভঙ্গিতে আল্লাহ্‌ও তাঁর বিবরণ লিপিবদ্ধ রাখেন এমন ধারণা সম্পর্কে আরও দেখুন ৫৬:৮ আয়াত ও নোট; ৮৭:৬; ১৩০:৩; ১৩৯:১৬ আয়াতের নোট; নহিমিয়া ১৩:১৪; দানিয়াল ৭:১০; আরও দেখুন হিজ ৩২:৩২-৩৩ আয়াত।

৫১:২ ৭ আয়াত দেখুন। *আমাকে নিঃশেষে ধুয়ে ফেল।* ময়লা কাপড়ের মত।

আমাকে পাক-পবিত্র কর। অর্থাৎ তোমার দৃষ্টিতে আমাকে যোগ্য ও পবিত্র করে তোল (লেবীয় ১১:৩২ আয়াত দেখুন)।

৩ কেননা আমি নিজে আমার সমস্ত অধর্ম জানি;
আমার গুনাহ্ সতত আমার সম্মুখে আছে।
৪ তোমার বিরুদ্ধে, কেবল তোমারই বিরুদ্ধে
আমি গুনাহ্ করেছি,
তোমার দৃষ্টিতে যা কুৎসিত, তা-ই করেছি;
অতএব তুমি তোমার কালামে ধর্মময়,
আপনার বিচারে নির্দোষ রয়েছ।
৫ দেখ, জন্মাবধি আমি অপরাধী,
মাতার গর্ভে জাত হবার কাল হতেই আমি
গুনাহ্গার।
৬ দেখ, তুমি আন্তরিক সত্যে প্রীত,
তুমি গূঢ় স্থানে আমাকে প্রজ্ঞা শিক্ষা দেবে।
৭ এসব দ্বারা আমাকে গুনাহ্ মুক্ত কর, তাতে
আমি পবিত্র হব;
আমাকে ধুয়ে ফেল, তাতে আমি হিমের চেয়ে
সাদা হব।
৮ আমাকে আমোদ ও আনন্দের কালাম শোনাও;
তোমা দ্বারা চূর্ণিত সমস্ত অস্থি প্রফুল্ল হোক।
৯ আমার গুনাহ্গুলোর প্রতি মুখ আচ্ছাদন কর,
আমার সকল অপরাধ মার্জনা কর।
১০ হে আল্লাহ্, আমাতে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ সৃষ্টি
কর,
আমার অন্তরে সুস্থির রূহ্কে নতুন করে দাও।
১১ তোমার সম্মুখ থেকে আমাকে দূর করো না,
তোমার পাক-রূহ্কে আমা থেকে হরণ করো
না।

-২৬; ইব ৯:১৪।
[৫১:৩] ইশা ৫৯:১২।
[৫১:৪] রোমীয় ৩:৪।
[৫১:৫] লেবীয় ৫:২।
[৫১:৬] আইউ ৯:৪; ৩৪:৩২।
[৫১:৭] ইশা ৪:৪।
[৫১:৮] যোয়েল ১:১৬।
[৫১:৯] জাকা ৪:১০।
[৫১:১০] মথি ৫:৮।
[৫১:১১] ইশা

৫১:৩-৬ গুনাহ্র স্বীকারোক্তি (এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ২৮:১৩; ১ ইউহোন্না ১:৯ আয়াত)।

৫১:৩ আমার সম্মুখে আছে। অর্থাৎ আমার স্মরণে আছে।

৫১:৪ কেবল তোমারই বিরুদ্ধে। দাউদ স্বীকার করছেন যে, তাঁর এই গুনাহ্ সরাসরি শুধুমাত্র আল্লাহ্র বিরুদ্ধেই তিনি করেছেন (২ শামু ১২:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ২০:৬; ৩৯:৯; লূক ১৫:১৮)। তিনি শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান ভঙ্গ করেছেন (হিজ ২০:১৩-১৪, ১৭)।

আপনার বিচারে নির্দোষ রয়েছ। যে বিচার আল্লাহ্ নবী নাথনের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন (২ শামু ১২:৭-১২)। ইঞ্জিল শরীফে এই আয়াতের প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে দেখুন রোমীয় ৩:৪ আয়াত।

৫১:৫ তিনি এই দাবী করতে পারেন না যে, এই গুনাহ্ তাঁর জীবনের একেবারে অনাকাঙ্ক্ষিত একটি বিচ্যুতি; তাঁর জন্মের মধ্য দিয়েই এই গুনাহ্ তাঁর মধ্যে প্রবেশ করেছে (৫৮:৩; পয়দা ৮:২১; ১ বাদশাহ্ ৮:৪৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইউহোন্না ৯:৩৪; ইফিষীয় ২:৩ আয়াত)। আপাতদৃষ্টিতে সদৃশ বক্তব্য দেখুন আইউব ১৪:৪; ১৫:১৪; ২৫:৪-৬ আয়াতে, যা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্ভব হয়েছে।

৫১:৬ তীব্র বৈপরীত্য: আল্লাহ্ যা প্রত্যাশা করেন এবং যা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন, ঠিক তার বিপরীত কাজটিই দাউদ করেছেন। কিন্তু এখন দাউদ বলছেন আল্লাহ্র এই ইচ্ছা পালন এবং তাঁর শিক্ষা লাভ করাই তাঁর একমাত্র আশা – ৭ ও ১০ আয়াতে আমরা এই ফরিয়াদ দেখতে পাই। *আন্তরিক সত্য।* নৈতিক শুদ্ধতা। *গূঢ় স্থান।* ১৩৯:১৩-১৬ আয়াতের নোট দেখুন। প্রজ্ঞা। যারা নিজেদেরকে গুনাহ্র হাতে তুলে দেয় তারা মূর্খ; যারা তাদের অন্তরে আল্লাহ্র শাসন ও নিয়ম ধারণ করে তারা প্রজ্ঞাবান (৩৭:৩০-৩১ আয়াত দেখুন)।

৫১:৭-৯ ক্ষমা লাভের জন্য পুনরায় দাউদের মুনাজাত (১-২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১:৭ আমাকে গুনাহ্ মুক্ত কর। আক্ষরিক অর্থে, "আমার সমস্ত গুনাহ্ পরিষ্কার কর।"

এসব। এসেবা বা হিস্যোপ গাছের ডাল, যা সাধারণত ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে পাক পবিত্র করার জন্য ব্যবহার করা হত; হিজ ১২:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

তাতে আমি পবিত্র হব। এই শব্দগুচ্ছের জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয় তা ব্যবহার করেই ২ আয়াতে "পরিষ্কার" করা বোঝানো হয়েছে।

হিমের চেয়ে সাদা। ময়লা কাপড়ের মত তাঁর নিজেকে পরিষ্কার করা প্রয়োজন (২ আয়াতের নোট দেখুন); কিন্তু যদি আল্লাহ্ তাঁকে পরিষ্কার করেন, তাহলে তিনি এতটাই পরিশুদ্ধ হয়ে উঠবেন যে, তাঁকে বর্ণনা করার মত আর কোন ভাষা থাকবে না (ইশা ১:১৮; দানি ৭:৯; প্রকা ৭:১৪; ১৯:১৪ আয়াত দেখুন)।

৫১:৮ আমাকে ... আনন্দের কালাম শোনাও। অর্থাৎ আমি যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হই (৩২:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৫:২৭ আয়াতও দেখুন) কিংবা অন্যভাবে বললে, আমি যেন নবীর মুখে আমার ক্ষমার ঘোষণা শুনতে পাই যা আমাকে আনন্দে উদ্বেলিত করবে, যা আমাকে গুনাহ্ থেকে মুক্ত হওয়ার নিশ্চয়তা দান করবে (২ শামু ১২:১৩ আয়াত দেখুন)। *অস্থি।* ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:৯ আমার গুনাহ্গুলোর প্রতি মুখ আচ্ছাদন কর। অর্থাৎ যা সময় "আমার সম্মুখে থাকে" তা থেকে মুক্ত কর (আয়াত ৩)। *মার্জনা কর।* ১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:১০-১২ পবিত্রতা অর্জন – একটি পবিত্র অন্তর লাভের জন্য মুনাজাত, যেন তাঁর মধ্যে দৃঢ় বিশ্বস্ততা এবং আল্লাহ্র ইচ্ছা পালনের জন্য সঙ্কল্প সৃষ্টি হয়। যদি তাই হয়, তাহলে আল্লাহ্র নাজাতের আনন্দ তাঁর পীড়িত রূহ্কে সুস্থ করে তুলবে।

৫:১০ সৃষ্টি কর। একেবারে নতুন কোন কিছুর মত, অর্থাৎ ইতোমধ্যে অস্তিত্ব রয়েছে এমন কোন কিছুকে পরিবর্তন করে তৈরি করা নয় (আয়াত ৫ দেখুন) এবং যা একমাত্র আল্লাহ্ই সাধন করতে পারেন (পয়দা ১:১ আয়াতের নোট দেখুন; ইশা ৬৫:১৭; ইয়ার ৩১:২২ আয়াত দেখুন)। *অন্তঃকরণ।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:১১ দুটি আবেদনই মূলত এক (১৩৯:৭; উযায়ের ৩৯:২৯ দেখুন)। দাউদের মুনাজাতের মধ্যে তালুতের প্রত্যাখ্যানের ঘটনাটি স্মরণ করা হয়েছে (দেখুন ১ শামু ১৬:১, ১৪; ২ শামু ৭:১৫) এবং ফরিয়াদ জানানো হয়েছে যেন আল্লাহ্ তাঁর রূহ্ সরিয়ে না নেন, যার মাধ্যমে দাউদ আবারও তাঁর পবিত্রতা ও ধার্মিকতার স্বীকৃতি লাভ করবেন (১ শামু ১৬:১৩; ২ শামু ২৩:১-২)।

পাক-রূহ্। পুরাতন নিয়মে এই স্থানটি ছাড়া আর কেবল ইশা ৬৩:১০-১১ আয়াতে এই অংশটি দেখা যায়। তাঁর রূহের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টিকে নতুনীকরণ করে থাকেন (১০৪:৩০; পয়দা ১:২; আইউব ৩৩:৪) এবং উদ্ধার করে থাকেন (ইশা ৩২:১৫; ৪৪:৩; ৬৩:১১, ১৪; হগয় ২:৫), তাঁর গোলামদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব পালনের জন্য উপযুক্ত করে

জবুর কিতাবে 'রাগ' এবং 'প্রতিশোধ'

যারা ইঞ্জিল শরীফের শিক্ষা সম্পর্কে পরিচিত তাদেরকে কিছু কিছু জবুর ধাক্কা দিয়ে থাকে। জবুর লেখকেরা আল্লাহ্‌র বিচার চাইতে এবং কিভাবে তিনি তাঁর দণ্ড আনবেন সেই বিষয়ে বর্ণনামূলক পরামর্শ দিতে দ্বিধাবোধ করেননি। সম্পষ্টতই, কোন বিষয় নিয়ে আল্লাহ্‌র সাথে আলোচনা করা অনুপযুক্ত ছিল না, কিন্তু আমাদের উচিত জবুর কিতাবে রাগ এবং প্রতিশোধের বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া।

রাগ এবং প্রতিশোধের কথাগুলো বুঝতে হলে, আমাদের কয়েকটি জিনিস বুঝতে হবে:

- যে সকল বিচার ও দণ্ড চাওয়া হয়েছে সেগুলো আল্লাহ্‌ ঘটাবেন এবং সেগুলো লেখা হয়েছে ব্যাপক ব্যক্তিগত এবং জাতীয় দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে। লোকেরা নিজেদের হাতে প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষেত্রে অসমর্থ অথবা অনিচ্ছুক তাই আল্লাহ্‌কে হস্তক্ষেপ করার জন্য বলেছে। যেহেতু আমরা কিছু লোক ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক অত্যাচার ভোগ করেছি তাই এই বহিঃপ্রকাশ উপলব্ধি করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে পড়ে।

- এই লেখকেরা ঘনিষ্টভাবে আল্লাহ্‌র বিচার সম্পর্কে সচেতন। তাদের বলা কথাগুলো হচ্ছে গভীরভাবে কল্পনা করা যে, আল্লাহ্‌র লোকেদের যারা ক্ষতি করেছে তাদের উপর তিনি সেগুলো কিভাবে ঘটাতে দিতে পারেন!

- যখন আমরা অন্যায়ভাবে আক্রমনের শিকার হই অথবা অত্যাচার ভোগ করি তখন যদি আমাদের চিন্তাগুলো সাহস করে লিখতে বসি তখন আমরা হয়তো আমাদের প্রতিশোধ নেওয়ার সাহসী ইচ্ছা দেখে নিজেরাই চমকে যাব। আমরা আশ্চর্য হব যে, পুরানো দিনের লোকেদের সাথে আমাদের কত মিল। জবুর লেখকদের কাছে কারও শত্রুর জন্য মুনাজাত করার ঈসার এই আদেশ ছিল না, কিন্তু তা কোথা থেকে তা শুরু করতে হবে তা চিহ্নিত করেছেন। আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে মন্দের বদলে ভাল ফিরিয়ে দিতে, কিন্তু আমরা যদি এই চ্যালেঞ্জের প্রতি সাড়া না দেই, তাহলে আমরা জানতে পারব না যে, অন্যকে ক্ষমা করার জন্য কি পরিমান আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রয়োজন।

- রাগের জবুরগুলো এবং প্রতিশোধের জবুরগুলোর মধ্যে সহায়ক সাদৃশ্য রয়েছে। "রাগের" জবুরগুলো তীব্র এবং জীবন্ত, কিন্তু সেগুলো আল্লাহ্‌র প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে। তিনি সাহসের সাথে বলেছেন যে, যখন তিনি তাঁর নিজেদের লোকদের বিপক্ষে যান অথবা ধীরে কাজ করেন তখন তা কতটা হতাশাজনক। যখন এই সব চিন্তা এবং অনুভুতি আন্তরিকতার সাথে প্রকাশ করা হয়, তখন আমরা জবুর থেকে জানতে পারি যে, এই অনুভুতির প্রকাশ আসলে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততায় পুনরায় নতুন করা আস্থা রাখার দ্বারা অনুসৃত। একই জিনিস "প্রতিশোধের" জবুরগুলোতেও আশা করা যুক্তসঙ্গত। উদাহরণস্বরূপ জবুর ৫৯ এ বাদশাহ্‌ তালুতের পশ্চাদ অনুসরণের জন্য দাউদের রাগের বহিঃপ্রকাশ, তবুও আমরা জানি দাউদ কখনও শৌলের উপর ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেন নি। জবুর লেখকেরা খোলাখুলি ভাবে তাদের মনের কথা আল্লাহ্‌র কাছে বলেছেন এই বিশ্বাসে যে, কি বোঝানো হয়েছে এবং কি অনুভুত হয়েছে তা শ্রেণীভুক্ত করতে পারবেন। একই বিশ্বাসে মুনাজাত করুন– আপনার হৃদয়ের সাথে আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করা যায়।

এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করে এমন বাছাইকৃত জবুরগুলো হচ্ছে: ১০; ২৩; ২৮; ৩৫; ৫৯; ৬৯; ১০৯; ১৩৭; ১৩৯; ১৪০।

১২ তোমার উদ্ধারের আনন্দ আমাকে পুনরায়
দাও,
ইচ্ছুক রূহ্ দ্বারা আমাকে ধরে রাখ।
১৩ আমি অধর্মাচারীদেরকে তোমার পথ শিক্ষা
দেব,
গুনাহ্গারেরা তোমার দিকে ফিরে আসবে।
১৪ হে আল্লাহ্, হে আমার উদ্ধারের আল্লাহ্,
রক্তপাতের দোষ থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমার জিহ্বা তোমার ধর্মশীলতার বিষয় গান
করবে।
১৫ হে মালিক, আমার ওষ্ঠাধর খুলে দাও,
আমার মুখ তোমার প্রশংসা তবলিগ করবে।
১৬ কেননা তুমি কোরবানীতে প্রীত নহ, হলে তা
দিতাম,
পোড়ানো-কোরবানীতে তোমার সন্তোষ নেই।
১৭ আল্লাহ্র কোরবানী হল ভগ্ন রূহ্;
হে আল্লাহ্, তুমি ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ তুচ্ছ
করবে না।
১৮ তুমি তোমার অনুগ্রহে সিয়োনের মঙ্গল কর,
তুমি জেরুশালেমের প্রাচীর নির্মাণ কর।
১৯ তখন তুমি ধার্মিকতার কোরবানী,
পোড়ানো-কোরবানী ও সম্পূর্ণ পোড়ানো-
কোরবানীতে প্রীত হবে;
তখন লোকে তোমার কোরবানগাহ্র উপরে
ষাঁড়গুলোর কোরবানী করবে।

৬৩:১০; ইফি ৪:৩০।
[৫১:১২] আইউ ৩৩:২৬।
[৫১:১৩] প্রেরিত ৯:২১-২২।
[৫১:১৪] ২শামু ১২:৯।
[৫১:১৫] হিজ ৪:১৫।
[৫১:১৬] ১শামু ১৫:২২।
[৫১:১৭] মথি ১১:২৯।
[৫১:১৮] ইশা ৪৪:২৬।
[৫১:১৯] দ্বি.বি. ৩৩:১৯।
[৫২:] ১শামু ২১:৭; ২২:৯।
[৫২:২] শুমারী ৬:৫।
[৫২:৩] জবুর

জবুর ৫২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। দাউদের মস্কীল। যখন ইদোমীয় দোয়েগ এসে তালুতকে এই সংবাদ দিল যে, "দাউদ অহীমেলকের বাড়িতে এসেছে," সেই সময়কার।

১ হে শক্তিশালী লোক, তুমি কেন অনিষ্ট কাজের
গর্ব করছো?
আল্লাহ্র রহম নিত্যস্থায়ী।
২ তোমার জিহ্বা ধ্বংসের কল্পনা করছে;
হে ছলসাধক, তা শাণিত ক্ষুরের মত।
৩ তুমি সৎকর্মের চেয়ে দুষ্কর্ম,
এবং ধর্মের কথার চেয়ে মিথ্যা বেশি কথা
ভালবাস। সেলা।

তোলেন (হিজ ৩১:৩; শুমারী ১১:২৯; কাজী ৩:১০; ১ শামু ১০:৬; ১৬:১৩; ইশা ১১:২; ৪২:১), তাঁর নবীদেরকে অনুপ্রাণিত করেন (শুমারী ২৪:২-৩; ২ শামু ২৩:২; নহিমিয়া ৯:৩০; ইশা ৫৯:২১; ৬১:১; ইহি ১১:৫; মিকাহ্ ৩:৮; জাকা ৭:১২) এবং তাদের পরিচর্যা কাজকে পরিচালনা দান করেন (১ বাদশাহ্ ১৮:১২; ২ বাদশাহ্ ২:১৬; ইশা ৪৮:১৬; উযায়ের ২:২; ৩:১৪)। তাঁর পাক-রূহের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে "এক নতুন অন্তঃকরণ এবং এর নতুন রূহ্" দান করেন যেন তারা তাঁর ইচ্ছা অনুসারে জীবন যাপন করতে পারে (উযায়ের ৩৬:২৬-২৭; আরও দেখুন ইয়ার ২৪:৭; ৩২:৩৯; ইহি ১১:১৯; ১৮:৩১)।

৫১:১৩-১৭ আল্লাহ্র প্রশংসা করার ওয়াদা (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১:১৩ আল্লাহ্ প্রদত্ত ক্ষমা ও পরিশুদ্ধতার জন্য প্রশংসা ও মহিমার পাশাপাশি রয়েছে "অধর্মাচারী" ও "গুনাহ্গারদের" জন্য নির্দেশনা, যাদের পথভ্রষ্টতার কারণে তিনি নিজেও অপরাধী অনুভব করছেন (আয়াত ৩)। আল্লাহ্র প্রশংসা ও গৌরব করার পর তিনি অন্যদেরকেও তা করতে উৎসাহিত করেছেন, যেমনটা জবুর ৩৪ অধ্যায়ের রচয়িতা করেছেন (জবুর ৩২:৮-১০ আয়াতের নোটও দেখুন)। *তোমার দিকে।* **২৫:৪** আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:১৪ কেবল আল্লাহ্ যদি ক্ষমা করেন, তাহলে অবশ্যই তাঁর প্রশংসা নির্গত হবে। *ধর্মশীলতা।* ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:১৫ আমার ওষ্ঠাধর খুলে দাও। অর্থাৎ আমি যে ক্ষমা লাভ ও পরিষ্কৃত হওয়ার জন্য মুনাজাত করছি তা গ্রাহ্য কর।

৫১:১৬ ৪০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৫১:১৭ ভগ্ন রূহ্ ... ভগ্ন ও চূর্ণ অন্তঃকরণ। যা আল্লাহ্কে কোরবানীর চেয়েও বেশি সন্তুষ্ট করে তা হচ্ছে একটি বিনম্র ও ভগ্ন চূর্ণ অন্তর, যা বিপদে আল্লাহ্কে ডাকে এবং গুনাহ্ দ্বারা আক্রান্ত হলে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় (৫০:৭-১৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৪:১৭-১৮ আয়াতও দেখুন)।

৫১:১৮-১৯ সিয়োনের জন্য মুনাজাত (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫১:১৯ ধার্মিকতার কোরবানী। যা আল্লাহ্র কাছে সন্তোষজনক; এখানে কোরবানী উৎসর্গের সাথে রয়েছে আল্লাহ্র করুণা লাভের জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসা (৫০:১৪-১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

জবুর ৫২ অধ্যায়। উদ্ধত ও দুর্দান্ত দুশমনের দ্বারা আক্রান্ত হলে পর আল্লাহ্র প্রতি নির্ভীক আস্থা ও নির্ভরতা। দাউদ আল্লাহ্র সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন এবং তাঁর উচ্চ আশ্রয় দুর্গ থেকে তিনি তাঁর শত্রুদেরকে মুখের উপর ভর্ৎসনা করছেন (যা অনেকটা ইশা ২২:১৫-১৯ আয়াতে নবী ইশাইয়ার ভর্ৎসনা ও তিরস্কারের মত)। যদিও এটি জ্ঞানগর্ভ গজল নয়, তথাপি জবুর ৪৯ অধ্যায়ের সাথে এর অনেক মিল রয়েছে (জবুর ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে জবুর ৪৯ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। দাউদের শত্রুদের সম্পর্কে বিধৃত বর্ণনা জবুর ৫১ অধ্যায়ের ভাবধারার সাথে কিছুটা বৈপরীত্য প্রকাশ করে। দাউদ কর্তৃক গলিয়াতের প্রতি তিরস্কার দেখুন (১ শামু ১৭:৪৫-৪৭)।

৫২ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *যখন।* জবুর ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। এই ঘটনা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ১ শামু ২২:৯-১০ আয়াত।

৫২:১-৪ দুশমনের প্রতি তিরস্কার ও সমালোচনা।

৫২:১ কেন ... ? অর্থাৎ কোন অধিকারে? ৫০:১৬; ইশা ৩:১৫ আয়াত দেখুন।

গর্ব। একই সাথে কথায় এবং কাজে (৭৫:৪-৫ আয়াত দেখুন)।

শক্তিশালী লোক। তার নিজের চিন্তা অনুসারে (ইশা ২২:১৭ আয়াত দেখুন)।

৫২:২ তোমার জিহ্বা। ৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৫২:৩ তোমার নৈতিক আদর্শ সম্পূর্ণভাবে বিকৃত হয়েছে। *ভালবাস।* অর্থাৎ অধিক গুরুত্ব দাও, বা পছন্দ কর। ৫২:৪

৪ হে ছলনার জিহ্বা, তুমি সমস্ত বিনাশক কথা
ভালবাস।
৫ আল্লাহ্‌ও তোমাকে চিরতরে বিনষ্ট করবেন,
তোমাকে ধরে তাঁবু থেকে টেনে বের করবেন,
জীবিতদের দেশ থেকে তোমাকে উৎপাটন
করবেন। সেলা।
৬ ধার্মিকেরা তা দেখে ভয় পাবে,
আর তার বিষয়ে উপহাস করে বলবে,
৭ 'দেখ, ঐ ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে তার আশ্রয়স্থল জ্ঞান
করতো না,
সে নিজের প্রচুর ধনের উপর নির্ভর করতো;
সে দুষ্টতায় নিজেকে বলবান করতো।'
৮ কিন্তু আমি আল্লাহ্‌র গৃহে সবুজ জলপাই গাছের
মত;
আমি অনন্তকালের তরে আল্লাহ্‌র অটল
মহব্বতে বিশ্বাস করি।
৯ চিরকাল আমি তোমার প্রশংসা করবো, কেননা
তুমি কাজ সাধন করেছ;
আমি তোমার বিশ্বস্ত লোকের সম্মুখে তোমার
নাম তবলিগ করবো,
কেননা তা উত্তম।

৫৮:৩; ইয়ার ৯:৫; প্রকা ২১:৮।
[৫২:৪] মেসাল ১০:৩১; ১২:১৯।
[৫২:৫] দ্বি.বি. ২৯:২৮; আইউ ৪০:১২; ইশা ২২:১৯; ইহি ১৭:২৪।
[৫২:৬] আইউ ২২:১৯।
[৫২:৭] মেসাল ১১:২৮; মার্ক ১০:২৩।
[৫২:৮] প্রকা ১১:৪।
[৫২:৯] দ্বি.বি. ৭:৬; জবুর ১৬:৩।
[৫৩:১] মেসাল ১০:২৩।
[৫৩:২] ২খান্দান ১৫:২।
[৫৩:৩] রোমীয় ৩:১০-১২।
[৫৩:৫] ২বাদশাহ্‌ ২৩:১৪; জবুর ১৪১:৭; ইয়ার ৮:১; ইহি ৬:৫।

জবুর ৫৩

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ। দাউদের মস্কীল।
১ মূঢ় মনে মনে বলেছে, 'আল্লাহ্‌ নেই'।
তারা নষ্ট, তারা ঘৃণার যোগ্য অধর্ম করেছে;
সৎকর্ম করে, এমন কেউ নেই।
২ আল্লাহ্‌ বেহেশত থেকে মানবজাতিকে প্রতি
নিরীক্ষণ করলেন,
দেখতে চাইলেন, বিবেচক কেউ আছে কিনা,
আল্লাহ্‌র খোঁজ করে এমন কেউ আছে কি
না।
৩ সকলে বিপথে গেছে, একসঙ্গে সত্যভ্রষ্ট
হয়েছে;
সৎকর্ম করে, এমন কেউ নেই, এক জনও
নেই।
৪ দুর্বৃত্তদের কি কিছুই জ্ঞান নেই?
তারা খাদ্য গ্রাস করার মত আমার
লোকদেরকে গ্রাস করে,
আর আল্লাহ্‌কে ডাকে না।
৫ কিন্তু ভয়শূন্য স্থানে তারা নিদারুণ ভয় পেল;
কেননা যারা তোমাকে অবরোধ করে,
আল্লাহ্‌ তাদের অস্থি ছড়িয়ে ফেললেন,

ছলনার জিহ্বা। ২ আয়াতের নোট দেখুন।

৫২:৫-৭ দুশমনের বিনাশ ঘোষণা করা হয়েছে (মূলত এটি একটি মুনাজাত): আল্লাহ্‌ তোমাকে চিরতরে বিনষ্ট করবেন এবং ধার্মিকেরা তোমাকে উপহাস করবে।

৫২:৫ শাস্তি দানের তিনটি প্রতীকী চিত্র লক্ষ্য করুন: "বিনষ্ট করবেন," "টেনে বের করবেন," "উৎপাটন করবেন"। উদ্ধত শত্রুরা জবুর ৪৯ অধ্যায়ের মূর্খ ধনীদের মত একই পরিণাম ভোগ করবে। *তাঁবু থেকে।* আইউব ১৮:১৪ আয়াত দেখুন। *তোমাকে উৎপাটন করবেন।* ৮ আয়াতের সাথে তুলনা করুন।

৫২:৬ ধার্মিকেরা। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *ভয় পাবে।* অর্থাৎ তোমার পতন দেখে তারা শিক্ষা নেবে (৪০:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫২:৮-৯ আল্লাহ্‌ই দাউদের সুরক্ষা।

৫২:৮ জলপাই গাছের মত। যা শত শত বছর বাঁচে। *সবুজ।* অর্থাৎ সজীব ও সমৃদ্ধ। ১:৩ আয়াত দেখুন। *তা কখনো উৎপাটিত হবে না* (আয়াত ৫ দেখুন)।

আল্লাহ্‌র গৃহে। এবাদতখানার প্রাঙ্গনে জলপাই গাছ রোপণ করা হত না, কিন্তু এখানে বোঝানো হয়েছে দাউদ আল্লাহ্‌র কাছে আশ্রয় নেওয়ার জন্য তাঁর এবাদতখানায় প্রবেশ করতেন (১৫:১; ২৩:৬; ২৭:৪; ৬১:৪ আয়াতের নোট দেখুন), যেখানে তিনি নিরাপদ থাকেন (২৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৫২:৯ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য ওয়াদা (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *বিশ্বস্ত লোক।* ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৫৩ অধ্যায়। দুষ্টদের মূর্খতা সম্পর্কিত সাক্ষ্য, যা কোন কোন ক্ষেত্রে জবুর ১৪ অধ্যায়ের পুনরাবৃত্তি; উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। দুটো অধ্যায়ের মধ্যে প্রধান পার্থক্য হচ্ছে এখানে "মাবুদ" শব্দটির বদলে "আল্লাহ্‌" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে; ৫ আয়াতের নোট দেখুন। মূল গজলটিকে ২ খান্দান ২০ অধ্যায়ের ঘটনামালার আলোকে পুনরুক্তি করা হয়েছে। জবুর ৫৯; ৫২ অধ্যায়ে অহঙ্কারী মূর্খদেরকে যেভাবে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে এই গজলটি একটি সহায়ক বিবৃতি হিসেবে কাজ করেছে (জবুর ৪৯-৫৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৫৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *স্বর।* জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *মহলৎ।* সম্ভবত এটি একটি সুরের নাম (জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। হিব্রু ভাষায় এই শব্দের অর্থ "কষ্ট" বা "অসুস্থতা" (জবুর ৮৮ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। সম্ভবত এখানে হিব্রু শব্দগুচ্ছটি নির্দেশ করছে যে, গজলটি ব্যবহৃত হবে কষ্টের সময়ে, যখন আল্লাহ্‌বিহীন লোকেরা আমাদেরকে কষ্ট দেবে ও আমাদেরকে নিয়ে উপহাস করবে (জবুর ১০২ অধ্যায় দেখুন; আরও দেখুন ৫:৯ আয়াতের নোট)। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৫৩:৫ এই অংশটি ১৪:৫-৬ আয়াত থেকে কিছুটা আলাদা, যদিও মূল বিষয়বস্তু একই: যে সমস্ত আল্লাহ্‌বিহীন লোকেরা আল্লাহ্‌র লোকদেরকে কষ্ট দিয়ে থাকে তাদেরকে আল্লাহ্‌ শাস্তি দিয়ে থাকেন। এখানে সমস্ত ক্রিয়াপদগুলো অতীত কালে ব্যবহৃত হয়েছে (সম্ভবত তাদের পতনের নিশ্চয়তা সম্পর্কে বোঝানোর জন্য)।

ভয়শূন্য স্থানে। তারা এমন স্থানে ভয় পেল যেখানে তাদের ভয় পাওয়ার মত কোন কিছু ছিলই না। ইসরাইলের উপরে না পড়ে তাদের উপরে আল্লাহ্‌র বদদোয়া পড়েছিল (লেবীয় ২৬:৩৬-৩৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন কাজী ৭:২১; ২ বাদশাহ্‌ ৩:২২-২৩; ৭:৬-৭; মেসাল ২৮:১)।

তাদের অস্থি ছড়িয়ে ফেললেন। তাদের পরাজিত যুদ্ধক্ষেত্র জুড়ে তাদের দেহাবশেষ ঘৃণ্য বস্তুর মত করে পড়ে থাকল (ইশা

তুমি তাদেরকে লজ্জা দিয়েছ,
কারণ আল্লাহ্ তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছেন।
৬ আহা! ইসরাইলের নাজাত সিয়োন থেকে
উপস্থিত হোক;
আল্লাহ্ যখন তাঁর লোকদের বন্দীদশা থেকে
ফিরিয়ে আনবেন,
তখন ইয়াকুব উল্লসিত হবে, ইসরাইল আনন্দ
করবে।

জবুর ৫৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। হযরত দাউদের মস্কীল। যখন সীফীয়েরা এসে তালুতকে বললো, 'দাউদ আমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন' গজলটি সেই সময়কার।

১ আল্লাহ্, তোমার নামে আমাকে নিস্তার কর,
তোমার পরাক্রমে আমার বিচার নিষ্পন্ন কর।
২ হে আল্লাহ্, আমার মুনাজাত শোন,
আমার মুখের কথায় কান দাও।

[৫৪:১] ১শামু ২৪:১৫।
[৫৪:২] জবুর ৪:১; ৫:১; ৫৫:১।
[৫৪:৩] ১শামু ২০:১।
[৫৪:৪] ১খান্দান ৫:২০।
[৫৪:৫] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; জবুর ৯৪:২৩; মেসাল ২৪:১২।
[৫৪:৬] লেবীয় ৭:১২, ১৬; উজা ১:৪; জবুর ২৭:৬।
[৫৪:৭] জবুর ৩৪:৬।

৩ কেননা অপরিচিত লোকেরা আমার বিপক্ষে উঠেছে,
দুর্দান্ত লোকেরা আমার প্রাণের খোঁজ করেছে;
তারা আল্লাহ্কে সম্মুখে রাখে নি।
সেলা।
৪ দেখ, আল্লাহ্ আমার সাহায্যকারী;
প্রভু আমার প্রাণরক্ষকদের মধ্যবর্তী।
৫ তিনি সকল অমঙ্গল আমার গুপ্ত দুশমনদের
কাছে ফিরিয়ে দেবেন;
তুমি তোমার বিশ্বস্ততায় তাদেরকে সংহার
কর।
৬ আমি তোমার উদ্দেশে স্ব-ইচ্ছার বলি
কোরবানী করবো;
হে মাবুদ, তোমার নামের প্রশংসা-গজল
করবো, কেননা তা উত্তম।
৭ কারণ তিনি আমাকে সমস্ত সঙ্কট থেকে উদ্ধার
করেছেন,
এবং আমার চোখ আমার দুশমনদের দুর্দশা

১৪:১৮-২০; ইয়ার ৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্ তাদেরকে অগ্রাহ্য করেছেন। ঠিক যেভাবে তারা আল্লাহ্র লোকদেরকে অগ্রাহ্য করেছে।

৫৩:৬ ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৫৪-৬০ অধ্যায়। সাতটি মুনাজাতের একটি সঙ্কলন, যা কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে একক একজন ব্যক্তির মুনাজাতের মধ্য দিয়ে (জবুর ৫৪ অধ্যায়) এবং সমবেত মুনাজাতের মধ্য দিয়ে (জবুর ৬০; জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। যে গজলটি এই সঙ্কলন গুচ্ছ শুরু করেছে তা হচ্ছে একটি সাত পঙ্কতি বিশিষ্ট গজল যার কাঠামো অনেকটা উপমাধারী বক্তব্য বিশিষ্ট (উক্ত গজলের ভূমিকা দেখুন)। যে গজলটি দিয়ে সঙ্কলনটি শেষ করা হয়েছে তাতে জবুর ৪৪ অধ্যায়ে মূল বক্তব্যের মাঝে যে অভিযোগটি আনা হয়েছে তা তুলে ধরা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে ত্যাগ করেছেন এবং তিনি আর তাদের সৈন্যবাহিনীর সাথে উপস্থিত থাকেন না (৪৪:৯; ৬০:১০)। কেন্দ্রে রয়েছে জবুর ৫৭ অধ্যায়, যা ১৪ পঙ্কতি বিশিষ্ট একটি হিব্রু গজল – কাঠামোগত দিক থেকে দুটি সাত পঙক্তি বিশিষ্ট কাব্য – যাতে রয়েছে উচ্চীকৃত হওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ (আয়াত ৫, ১১), যা আল্লাহ্ তাঁর নাজাত দানকারী কাজের মধ্য দিয়ে করে থাকেন। জবুর ৫৫ ও ৫৯ অধ্যায়ের মধ্যকার সংযোগ সম্পর্কে আরও ভাল করে জানার জন্য উক্ত অধ্যায় দুটির ভূমিকা দেখুন; জবুর ৫৬ ও ৫৮ অধ্যায়ের মধ্যকার পার্থক্য জানার জন্য উক্ত অধ্যায় দুটির ভূমিকা দেখুন।

জবুর ৫৪ অধ্যায়। যারা দাউদকে হত্যা করতে চায় সেই সব দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মুনাজাত। এই মুনাজাতটি সংক্ষিপ্ত, অনেকটা জবুর ৩; ৪; ১৩ অধ্যায়ের মত। তথাপি এটি জবুর শরীফে অন্যতম বহুল ব্যবহৃত গজলের মধ্যে একটি, যেখানে বক্তব্যের মূল উপকরণগুলো পাওয়া যায় (ভূমিকা: গজলের ধরনসমূহ দেখুন)। সম্পূর্ণ সমান্তরাল এই গজলে দাউদ আল্লাহ্র কাছে নির্দোষিতার স্বীকৃতি চেয়ে মুনাজাত করেছেন (আয়াত ১) এবং তিনি এই বিশ্বাসের বাণী উচ্চারণ করেছেন যে, আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে উদ্ধার করবেন ও দুশমনদের উপরে বিজয়ী করবেন (আয়াত ৭)। মুনাজাতের কেন্দ্রে রয়েছে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতার স্বীকৃতি (আয়াত ৪ দেখুন; এর সাথে ৪২:৮ আয়াত দেখুন এবং ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। প্রারম্ভিক অংশে দুটি আয়াত রয়েছে, যার বক্তব্য অনেকটা সমাপনী আয়াতের মত (এবং দুটোতেই বলা হয়েছে "তোমার নাম"), যেখানে আয়াত ৩, ৫ উভয়ে পৃথকভাবে মুনাজাতে ভিন্ন মাত্রা যুক্ত করেছে। সাতটি আয়াতের কাঠামো বিশিষ্ট গজল সম্পর্কে জানতে দেখুন জবুর ২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা।

৫৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *তারযুক্ত যন্ত্রে।* জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *যখন।* উক্ত ঘটনার বর্ণনা জানতে ১ শামু ২৩:১৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৫৪:১-২ আল্লাহ্র কাছে মুনাজাতের বিষয় নিয়ে ফরিয়াদ (জবুর ১৭ অধ্যায় দেখুন)।

৫৪:১ নাম। ৬ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে ৫:১১ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

৫৪:৩ দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র কাছে দাউদের ফরিয়াদ। *তারা আল্লাহ্কে সম্মুখে রাখে নি।* জবুর ৫৩ অধ্যায়ের লোকদের মত।

৫৪:৪ মুনাজাতের কেন্দ্রে আল্লাহ্র প্রতি আত্মবিশ্বাসের বিশেষ স্বীকৃতি (৪২:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৪:৫ দুশমনদের শাস্তি দানের জন্য দাউদের মুনাজাত (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৪:৬ আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্য ওয়াদা (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *নাম।* ১ আয়াত দেখুন ও নোট দেখুন।

৫৪:৭ আল্লাহ্ যে দাউদের মুনাজাত শুনেছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৫৫ অধ্যায়। জেরুশালেম নগরীতে পুরাতন এক বন্ধুর নেতৃত্বে চালিত মারাত্মক ষড়যন্ত্রে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ার কারণে আল্লাহ্র প্রতি সাহায্য চেয়ে মুনাজাত। (জবুর ৫৯ অধ্যায়টিও আল্লাহ্র কাছে সাহায্য চেয়ে মুনাজাত, যেখানে হুঙ্কারকারী শক্তিশালী দুশমনদের বিপক্ষে আল্লাহ্র কাছে

দেখেছে ।

জবুর ৫৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। হযরত দাউদের মস্কীল।

১ হে আল্লাহ্, আমার মুনাজাতে কান দাও,
আমার ফরিয়াদ থেকে তুমি নিজেকে লুকিয়ে রেখো না।
২ আমার প্রতি মনযোগ দাও, আমাকে উত্তর দাও;
আমি ভাবনায় অস্থির হচ্ছি, কাতর আর্তনাদ করছি,
৩ দুশমনের হুঙ্কার হেতু, দুর্জনের জুলুম হেতু;
কেননা তারা আমাতে অধর্ম আরোপ করে,
ক্রোধে আমাকে তাড়না করে।
৪ আমার মধ্যে আমার হৃদয় বড়ই ব্যথিত হচ্ছে;
মৃত্যুর ত্রাস আমাকে আক্রমণ করেছে।
৫ ভয় ও কম্প আমাতে প্রবেশ করেছে,
আমি মহাত্রাসে আচ্ছন্ন হয়েছি।
৬ আমি বললাম, আহা! যদি কবুতরের মত আমার পাখা থাকত,
তবে আমি উড়ে গিয়ে সুস্থির হতাম;
৭ দেখ, আমি ভ্রমণ করে দূরে যেতাম,

[৫৫:১] মাতম ৩:৫৬।
[৫৫:২] ১শামু ১:১৫-১৬।
[৫৫:৩] ২শামু ১৬:৬-৮।
[৫৫:৪] আইউ ১৮:১১।
[৫৫:৫] আইউ ৪:১৪; ২করি ৭:১৫।
[৫৫:৫] দ্বি.বি. ২৮:৬৭; ইশা ২১:৪; ইয়ার ৪৬:৫; ৪৯:৫; ইহি ৭:১৮।
[৫৫:৭] ১শামু ২৩:১৪।
[৫৫:৯] ইশা ৫৯:৬; ইয়ার ৬:৭; ইহি ৭:১১; ইব ১:৩।
[৫৫:১০] ১পিতর ৫:৮।
[৫৫:১৩] ২শামু ১৫:১২।
[৫৫:১৪] প্রেরিত ১:১৬-১৭।

মরুভূমিতে প্রবাস করতাম; সেলা।
৮ আমি তাড়াতাড়ি রক্ষা পাবার জন্য পালিয়ে যেতাম,
প্রচণ্ড বায়ু ও ঝটিকা থেকে পালিয়ে যেতাম।
৯ দুষ্টদের হতবুদ্ধি কর, হে প্রভু, ওদের পরিকল্পনা ধ্বংস কর;
কেননা আমি নগরে দৌরাত্ম্য ও কলহ দেখেছি।
১০ তারা দিনরাত প্রাচীরের উপর দিয়ে নগর প্রদক্ষিণ করে,
আর তার মধ্যে অধর্ম ও অন্যায় রয়েছে।
১১ তার মধ্যে রয়েছে ধ্বংসের কাজ;
জুলুম ও ছলনা তার নগর-চক ত্যাগ করে না।
১২ কোন দুশমন যে আমাকে তিরস্কার করেছে, তা নয়,
করলে আমি তা সইতে পারতাম;
বিদ্বেষীও আমার বিরুদ্ধে অহংকার করে নি,
করলে তা থেকে নিজেকে লুকাতাম।
১৩ কিন্তু, আমার সমকক্ষ মানুষ যে তুমি,
আমার বন্ধু ও আমার আত্মীয়,
তুমিই তা করেছ।
১৪ আমরা একত্র হয়ে মধুর মন্ত্রণা করতাম,

মুনাজাত করা হয়েছে ৫৫:১০; ৫৯:৬, ১৪, যারা নিজেদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জেরুশালেম নগরীর ক্ষতি সাধন করতে দ্বিধা বোধ করবে না এবং যাদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে তাদের মুখ; জবুর ৫৪-৬০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।) যে পরিস্থিতির বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাতে করে ধারণা করা যায় যে, এটি হচ্ছে বাদশাহ্ বিরুদ্ধে অবশালোমের ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের ঘটনা (২৫:১৫-১৭ আয়াত দেখুন)। নগরীতে বিশৃঙ্খলা চলছে, সবখানে বিপদ ওৎ পেতে আছে। কাউকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। গুজব, মিথ্যা সংবাদ এবং কুৎসা রটনা যেন বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে রেহাই দাউদ কোন নীরব একটি স্থানে যেতে চাচ্ছেন (আয়াত ৬-৮ দেখুন)। সকলের প্রশ্নের আওতা থেকে বের হয়ে গিয়ে তিনি আল্লাহ্র সাথে একাকী সময় কাটাতে চাইছেন, একমাত্র যাঁকে তিনি বিশ্বাস করতে পারেন। গজলটির কাঠামোতে আমরা দেখতে পাই, সাহায্য কামনা করে ফরিয়াদ (আয়াত ১) এবং "আমি তোমার উপরে নির্ভর করবো" এমন স্বীকৃতি দানের মধ্য দিয়ে (আয়াত ২৩) গজলটি শুরু ও শেষ করা হয়েছে। গজলটির কেন্দ্রে রয়েছে মুনাজাতের মূল বক্তব্য (আয়াত ১৫)। মুনাজাতের কেন্দ্রের উভয় পাশে ১২টি হিব্রু পঙ্কতি রয়েছে যার প্রত্যেকটিই গজলের সূচনা ও সমাপ্তির সাথে সম্পর্কযুক্ত এবং এই ১২টি পঙ্কতির দুটি অংশই এ ধরনের বিন্যাস দ্বারা সজ্জিত: পাঁচটি পঙ্কতি, তিনটি পঙ্কতি, চারটি পঙ্কতি।

৫৫ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *তারযুক্ত যন্ত্রে।* জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৫৫:১-৩ আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত শ্রবণ করার জন্য প্রারম্ভিক ফরিয়াদ।

৫৫:৪-৮ দাউদের অন্তরের ক্ষোভ ও কষ্টের বহিঃপ্রকাশ।

৫৫:৪-৫ সবখানে বিপদ ছড়িয়ে আছে (৩১:১৩ আয়াত দেখুন)। এই বিপদ এমনই যে, মৃত্যু স্বয়ং যেন দাউদকে গ্রাস করার জন্য ওৎ পেতে আছে (১৮:৪-৫; ১১৬:৩ আয়াত দেখুন)।

৫৫:৪ হৃদয়। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *মৃত্যুর ত্রাস।* ১ শামু ৫:১১; ১৫:৩২; ২৮:৫; আইউব ১৮:১৪ আয়াত দেখুন।

৫৫:৬-৮ দাউদ নীরবতা ও একাকীত্ব কামনা করছেন, যেখানে কোন বেঈমান ও ষড়যন্ত্রকারী মানুষ থাকবে না (প্রায় একই ধরনের কথা দেখুন ইয়ারমিয়া ৯:২-৬ আয়াতে)।

৫৫:৯-১১ দুশমনদের দুরভিসন্ধি বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র প্রতি মুনাজাত।

৫৫:৯ হতবুদ্ধি কর ... পরিকল্পনা ধ্বংস কর। অর্থাৎ দ্বিধা ও কলহ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে তাদের সমস্ত দুরভিসন্ধি নষ্ট করে দাও, যেভাবে ব্যাবিলনের দুর্গে করেছিলে (পয়দা ১১:৫-৯; আরও দেখুন ২ শামু ১৭:১-১৪)। *নগরে।* ১১ আয়াত দেখুন; জেরুশালেম।

৫৫:১০ অধর্ম ও অন্যায়। নগরীর দেয়ালে উপরে পাহারায় রত প্রহরীদের মত (১২৭:১; ১৩০:৬; সোলায়মানের গজল ৫:৭)

৫৫:১১ জুলুম ও ছলনা। নগরীর গলিতে ও রাস্তায় পাহারায় রত প্রহরীদের মত (সোলায়মানের গজল ৩:৩ আয়াত দেখুন)।

৫৫:১২-১৪ দুশমনদের তিরস্কার ও ষড়যন্ত্র মেনে নেওয়া যায়– কিন্তু একজন বন্ধুর বেঈমানী কি করে মানা যায়?

৫৫:১৩ আমার বন্ধু ও আমার আত্মীয়। ২০ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৪১:৯ আয়াত ও নোট।

৫৫:১৪ আল্লাহ্র গৃহে। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন মাবুদের গৃহে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থাপিত হয়েছিল এবং বায়তুল মোকাদ্দসে মাবুদের উপস্থিতিতে ও অন্যান্য সমবেত এবাদতকারীদের উপস্থিতিতে এই বন্ধন সীলমোহরকৃত করা হয়েছিল।

আমরা সদলে আল্লাহ্‌র গৃহে গমন করতাম।
১৫ মৃত্যু তাদের উপরে হঠাৎ আসুক;
তারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক;
কারণ তাদের বাড়িতে এবং তাদের অন্তরে
নাফরমানী আছে।
১৬ আমি কিন্তু আল্লাহ্‌কে ডাকব,
তাতে মাবুদ আমাকে নিস্তার করবেন।
১৭ সন্ধ্যায়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমি মাতম ও
আর্তনাদ করি,
আর তিনি আমার স্বর শোনেন।
১৮ তিনি আমার প্রতিকূল যুদ্ধ থেকে আমার প্রাণ
সহিসালামতে মুক্ত করেছেন;
কারণ অনেকে আমার বিপক্ষ ছিল!
১৯ আল্লাহ্‌ শুনবেন, তাদেরকে উত্তর দেবেন;
তিনি আদিকাল থেকে সিংহাসনে সমাসীন।
সেলা।
ওদের পরিবর্তন হয় নি,
আর ওরা আল্লাহ্‌কে ভয় করে না।
২০ ঐ ব্যক্তি তার বন্ধুদের বিরুদ্ধে হাত তুলেছে,
নিজের নিয়ম লঙ্ঘন করেছে।
২১ তার মুখ মাখনের মত কোমল,
কিন্তু তার অন্তঃকরণ যুদ্ধময়;
তার সমস্ত কথা তেলের চেয়েও মোলায়েম,
তবুও সেই সমস্ত খাপ থেকে বের করা
তলোয়ারস্বরূপ।
২২ তুমি মাবুদের উপর নিজের ভার অর্পণ কর;
তিনিই তোমাকে ধরে রাখবেন,
কখনও ধার্মিককে বিচলিত হতে দেবেন না।
২৩ কিন্তু হে আল্লাহ্‌, তুমিই ওদেরকে বিনাশের
কূপে নামাবে;
রক্তপাতী ও ছলপ্রিয়েরা আয়ুর অর্ধকালও
বাঁচবে না;
কিন্তু আমি তোমার উপরে নির্ভর করবো।

[৫৫:১৫] জবুর ৬৪:৭; মেসাল ৬:১৫; ইশা ২৯:৫; ৪৭:৯, ১১; ১থিষ ৫:৩।
[৫৫:১৭] প্রেরিত ১০:৯।
[৫৫:১৯] হিজ ১৫:১৮; দ্বি.বি. ৩৩:২৭; জবুর ২৯:১০।
[৫৫:২০] জবুর ৭:৪।
[৫৫:২১] মেসাল ১২:১৮; প্রকা ১:১৬।
[৫৫:২২] মথি ৬:২৫-৩৪; ১পিতর ৫:৭।
[৫৫:২৩] ইশা ১৪:১৫; ইহি ২৮:৮; লূক ৮:৩১।

[৫৬:১] জবুর ৬:২।
[৫৬:২] জবুর ৩৫:২৫; ১২৪:৩।

জবুর ৫৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, যোনৎইলাম-রহোকীম। হযরত দাউদের। মিক্‌তাম। যখন ফিলিস্তিনীরা গাতে তাঁকে ধরলো, সেই সময়কার।
১ হে আল্লাহ্‌, আমার প্রতি রহম কর,
কেননা মানুষ আমাকে গ্রাস করতে চায়;
সে সমস্ত দিন যুদ্ধ করে আমার প্রতি জুলুম
করে।
২ আমার গুপ্ত দুশমনেরা সমস্ত দিন আমাকে গ্রাস
করতে চায়;

৫৫:১৫ মুনাজাতের কেন্দ্রস্থিত আয়াত (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) যেখানে মুনাজাতের মূল বক্তব্যটিকে নিয়ে আসা হয়েছে (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

মৃত্যু তাদের উপরে হঠাৎ আসুক। কারণ ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁর মৃত্যু কামনা করছিল।

তারা জীবদ্দশায় পাতালে নামুক। অর্থাৎ তাদের জীবনের স্বাভাবিক গতিপথ অতিক্রম হওয়ার আগেই তারা কবরপ্রাপ্ত হোক (২৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে শুমারী ১৬:২৯-৩৩; মেসাল ১:১২; ইশা ৫:১৪ আয়াত দেখুন)।

৫৫:১৬-১৯ আল্লাহ্‌ যে দাউদের মুনাজাত শুনছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৫:১৭ সন্ধ্যায়, প্রাতে ও মধ্যাহ্নে আমি মাতম ও আর্তনাদ করি। এর সাথে তুলনা করুন দানিয়াল ৬:১০ আয়াত।

৫৫:১৮ আমার প্রাণ সহিসালামতে মুক্ত করেছেন। ইশা ৫০:২; ইয়ার ৩১:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৫:১৯ যিনি অনন্তকালীন বাদশাহ্‌ তিনি সেই সমস্ত লোকদেরকে শাস্তি দেবেন যারা কখনো পরিবর্তিত হবে না এবং কখনো আল্লাহ্‌র প্রতি ভয় প্রদর্শন করবে না (৩৬:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ১৪; ৫৩ অধ্যায় দেখুন)।

৫৫:২০-২১ প্রাক্তন বন্ধুর বেঈমানীর জন্য দাউদের আরও বেশি ক্ষোভ ও কষ্টের বহিঃপ্রকাশ।

৫৫:২০ তার বন্ধুদের। আক্ষরিক অর্থে "যারা তাঁর সাথে শান্তি রক্ষা করে" (৭:৪ আয়াত দেখুন)।

৫৫:২১ ২৮:৩; মেসাল ৫:৩-৪ আয়াত দেখুন; ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *অন্তঃকরণ।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৫:২২-২৩ আরও একবার আল্লাহ্‌র কাছে থেকে মুনাজাত শ্রবণের নিশ্চয়তা দাউদ পেয়েছেন।

৫৫:২২ যারা বায়তুল মোকাদ্দসে সমবেত হয়েছে তাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রদত্ত সাক্ষ্য। ১ পিতর ৫:৭ আয়াতে এই নিশ্চয়তার বাণী প্রতিধ্বনিত হয়েছে। *ধার্মিক।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৫:২৩ বিনাশের কূপ। কবল (৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। **আয়ুর অর্ধকালও বাঁচবে না।** ১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৫৬ অধ্যায়। দুশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর এবং জীবন বিপন্ন হওয়ার পর আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চেয়ে জবুর রচয়িতার মুনাজাত। এখানে সীমাহীন আতঙ্কের মাঝে আল্লাহ্‌র প্রতি অসীম নির্ভরতা প্রকাশ পেয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে মুনাজাতটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যার উভয় ভাগে সাতটি করে আয়াত রয়েছে, যেমনটা দেখা যায় জবুর ৫৭ অধ্যায়ে (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। দুটি অংশের কাঠামোগমত বিন্যাসই এক ধরনের (দুই লাইন, দুই লাইন, তিন লাইন)। দুটি অংশেরই মাঝে রয়েছে স্বগতোক্তিমূলক বক্তব্য। পুরো গজলটির শুরুতে ও শেষে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি জরুরি ফরিয়াদ (আয়াত ১-২) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতার স্বীকৃতি (আয়াত ১২-১৩)। আল্লাহ্‌ প্রদত্ত সুরক্ষা ও উদ্ধারের প্রতি এই আস্থা ও নির্ভরতার বিপরীতে প্রকাশ পেয়েছে দুনিয়াবী দুষ্ট শাসকদের ব্যর্থতা, যা জবুর ৫৮ অধ্যায়ে দেখা যায়।

৫৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *স্বর।* জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *মিক্‌তাম।* জবুর ১৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *যখন।* জবুর ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। উক্ত ঘটনার বিবরণ জানতে দেখুন ১ শামু ২১:১০-১৫; আরও দেখুন জবুর ৩৪ অধ্যায়ের শিরোনাম এবং নোট। *তাঁকে ধরলো।* কিংবা বলা যায় "গ্রাস ধরলো"।

৫৬:১-২ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে সাহায্য লাভের জন্য প্রারম্ভিক ফরিয়াদ।

৫৬:২ সদর্পে। দাউদের দুশমনেরা তাদের অবস্থান ও শক্তির জন্য নিজেদের প্রতি অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী এবং তারা আল্লাহ্‌কে

কেননা অনেকে সদর্পে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে।
৩ যখন আমি ভয় পাই,
তখন আমি তোমাতে নির্ভর করবো।
৪ আল্লাহ্‌তে, আমি তাঁর কালামের প্রশংসা করবো;
আমি আল্লাহ্‌তে নির্ভর করেছি, ভয় করবো না;
মানুষ আমার কি করতে পারে?
৫ তারা সমস্ত দিন আমার কথার ভিন্ন অর্থ করে;
তাদের সমস্ত সঙ্কল্প অনিষ্টের জন্য আমার বিরুদ্ধ।
৬ তারা একত্র হয়, ঘাঁটি বসায়,
আমার পদচিহ্ন লক্ষ্য করে,
এভাবে তারা আমার প্রাণ নিপাতের অপেক্ষা করছে।
৭ অধর্মের দ্বারা তারা কি বাঁচবে?
হে আল্লাহ্‌, ক্রোধে জাতিদেরকে নিপাত কর।
৮ তুমি আমার অস্থিরতা গণনা করছো;
আমার নেত্রজল তোমার বোতলে রাখ;
তা কি তোমার কিতাবে লেখা নেই?

[৫৬:৩] জবুর ৫৫:৪-৫।
[৫৬:৪] মথি ১০:২৮; ইব ১৩:৬।
[৫৬:৫] জবুর ৪১:৭; ২পিতর ৩:১৬।
[৫৬:৬] জবুর ৫৯:৩; ৯৪:২১; মার্ক ৩:৬।
[৫৬:৭] মেসাল ১৯:৫; ইহি ১৭:১৫; রোমীয় ২:৩; ইব ১২:২৫।
[৫৬:৮] ইশা ৪:৩; দানি ৭:১০; ১২:১; মালাখী ৩:১৬।
[৫৬:৯] শুমারী ১৪:৮; দ্বি.বি. ৩১:৬; রোমীয় ৮:৩১।
[৫৬:১২] জবুর ৫০:১৪।
[৫৬:১৩] আইউ ৩৩:৩০ জবুর ৫৭।

৯ সেদিন আমার দুশমনেরা ফিরে যাবে,
যেদিন আমি তোমাকে ডাকি,
আমি এটা জানি যে, আল্লাহ্‌ আমার সপক্ষ।
১০ আল্লাহ্‌তে আমি তাঁর কালামের প্রশংসা করবো;
মাবুদে তাঁর কালামের স্তুতি করবো।
১১ আমি আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করেছি, ভয় করবো না;
মানুষ আমার কি করতে পারে?
১২ হে আল্লাহ্‌, আমি তোমার কাছে মানতে আবদ্ধ;
আমি তোমাকে শুকরিয়ার উপহার দেব।
১৩ তুমি তো মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ উদ্ধার করেছ,
তুমি কি পতন থেকে আমার চরণ উদ্ধার কর নি,
যেন আমি জীবনের আলোতে আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে গমনাগমন করি?

জবুর ৫৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না।

গ্রাহ্য করে না (৩:২; ৫:৯; ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৬:৩-৪ ১০-১১ আয়াত দেখুন; আতঙ্কের মাঝেও আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতার ও আস্থার স্বীকৃতি।

৫৬:৪ কালাম। আল্লাহ্‌র এই নিশ্চয়তা দানকারী ওয়াদা যে, তিনি তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের আল্লাহ্‌ হবেন এবং যখন তারা তাঁর কাছে ফরিয়াদ করবে তখন তিনি তাদেরকে সাহায্য করবেন (৫০:১৫; ৯১:১৫ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ১১৯:৭৪, ৮১; ১৩০:৫ আয়াত)।

মানুষ। অর্থাৎ মরণশীল মানুষ। আক্ষরিক অর্থে "রক্ত মাংসের মানুষ"। এখানে মানুষের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতার সাথে আল্লাহ্‌র অসীম ক্ষমতা ও শক্তির তুলনা করা হয়েছে (১০:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৬:৫-৭ অভিযোগ এবং পুনরায় ধার্মিক গণিত হওয়ার জন্য ফরিয়াদ (৫:৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৬:৬ আমার কথার ভিন্ন অর্থ করে। ৩:২; ৫:৯; ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৬:৭ ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *ক্রোধে।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৬:৮-৯ জবুর রচয়িতার সমস্যার বিষয়গুলো বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষ আহ্বান।

৫৬:৮ গণনা করছো ... নেত্রজল তোমার বোতলে রাখ ... তোমার কিতাবে লেখা নেই? অর্থাৎ আমার সমস্ত কষ্ট ও দুঃখের বিবরণ তুমি তোমার বেহেশতী বিবৃতিতে লিপিবদ্ধ রাখ যেন তা তোমার কার্যতালিকায় স্থান পাওয়ার জন্য বিবেচনায় আসে (৫১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৬:৯ যদি আল্লাহ্‌ দাউদের চোখের পানি এতটাই গুরুত্বের সাথে দেখে থাকেন যে তিনি সে বিষয়ে তাঁর কিতাবে লিপিবদ্ধ করে রাখেন, তাহলে নিশ্চয়ই তিনি দাউদের ফরিয়াদে সাড়া দেবেন।

৫৬:১০-১১ তীব্র ত্রাসের মাঝেও আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ততা ও নির্ভরতার পুনঃস্বীকৃতি (৩-৪ আয়াত দেখুন)।

৫৬:১২-১৩ আল্লাহ্‌ যে দাউদের মুনাজাত শ্রবণ করেছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৬:১২ আমি তোমার কাছে মানতে আবদ্ধ। দাউদ এমনভাবে কথা বলছেন যেন তাঁর মুনাজাত ইতোমধ্যে শ্রবণ করা হয়েছে। আর তাই দাউদ এখন স্বীকার করছেন যে, তিনি সমস্যাগ্রস্ত থাকাকালে আল্লাহ্‌র কাছে যে বিষয়ে মানত করেছিলেন তা এখন অবশ্যই তাঁর পূরণ করতে হবে (৬৬:১৪ আয়াত দেখুন; ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৬:১৩ পতন। ৩৫:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্‌র *সাক্ষাতে।* ১১:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

জীবনের আলো। জীবনের পূর্ণ রহমত ও অনুগ্রহ (৩৬:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৫৭ অধ্যায়। ভয়ঙ্কর দুশমনদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার পর মুক্তি লাভের জন্য মুনাজাত (জবুর ৫৬ অধ্যায়ের সাথে এর প্রচুর সংযুক্তি রয়েছে)। গজলটিতে বিপদসঙ্কুল রাতের পরে মুক্তির আলোতে উদ্ভাসিত সকালের চিত্র ফুটে উঠেছে (আয়াত ৮: "আমি ঊষাকে জাগাব")। এ ধরনের সংযুক্তির আরও উদাহরণ দেখুন জবুর ৩০:৫; ৪৬:৫; ৫৯:৬, ১৪, ১৬; ৬৩:১, ৬; ৯০:১৪ আয়াতে। ৭-১১ আয়াত আবারও ১০৮:১-৫ আয়াতে ব্যবহৃত হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি দুটি সমান অংশে বিভক্ত যার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে হিব্রু পঙ্‌ক্তি রয়েছে এবং দুটি অংশই তিনটি করে দুই আয়াত বিশিষ্ট ক্ষুদ্র অংশ এবং একটি স্বগতোক্তি মূলক আয়াত নিয়ে গঠিত (জবুর ৫৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে জবুর ৫৪ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে এই অধ্যায়টির অবস্থানের যৌক্তিকতা জানতে দেখুন জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা; আর দেখুন জবুর ৫৪-৬০ অধ্যায়।

৫৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৫৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *নাশ করো না।* জবুর ৫৮; ৫৯; ৭৫ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *যখন।* উক্ত ঘটনার বিবরণ জানতে দেখুন ১ শামু ২৪:১-৩; আরও দেখুন জবুর ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম।

হযরত দাউদের। মিক্‌তাম। যখন তিনি তালুতের সম্মুখ থেকে গুহায় পালিয়ে যান, সেই সময়কার।

১ আমার প্রতি কৃপা কর,
হে আল্লাহ্‌, আমার প্রতি কৃপা কর,
কেননা আমার প্রাণ তোমাতে আশ্রয় গ্রহণ করে;
তোমার পাখার ছায়ায় আমি আশ্রয় নেব,
যে পর্যন্ত এসব দুর্দশা অতীত না হয়।
২ আমি সর্বশক্তিমানকে ডাকব,
আমার জন্য কার্যসাধক আল্লাহ্‌কেই ডাকব।
৩ তিনি বেহেশত থেকে ফেরেশতা প্রেরণ করে আমাকে নিস্তার করবেন,
আমার গ্রাসকারীদের তিনি তিরস্কার করবেন; সেলা।
আল্লাহ্‌ তাঁর অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা প্রেরণ করবেন।
৪ আমার প্রাণ সিংহদের মধ্যবর্তী;
আগুনের শিখার মত লোকদের মধ্যে আমি শয়ন করি,
সেই মানুষগুলোর দাঁতগুলো যেন বর্শা ও তীর,
তাদের জিহ্বা ধারালো তলোয়ার।
৫ হে আল্লাহ্‌, বেহেশতের উপরে উন্নত হও,
সমস্ত ভূমণ্ডলে তোমার গৌরব হোক।
৬ তারা আমার চরণের জন্য জাল পেতেছে,
আমার প্রাণ অবনত হয়েছে;
তারা আমার সম্মুখে খাত খনন করেছে,
তার মধ্যেই তারা পতিত হল। সেলা।
৭ আমার অন্তর সুস্থির, হে আল্লাহ্‌,
আমার অন্তর সুস্থির;
আমি কাওয়ালী গাইব,
আমি প্রশংসা-গজল করবো।
৮ হে আমার গৌরব, জাগ্রত হও;
নেবল ও বীণে, জাগ্রত হও;
আমি উষাকে জাগাব।
৯ হে মালিক, আমি জাতিদের মধ্যে তোমার প্রশংসা করবো,
আমি লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা-গান গাইব।
১০ কেননা তোমার অটল মহব্বত আকাশমণ্ডল

[৫৭:] ১শামু ২২:১; ২৪:৩।
[৫৭:১] রূত ২:১২; মথি ২৩:৩৭।
[৫৭:২] জবুর ১৩৮:৮।
[৫৭:৩] জবুর ৫৬:১।
[৫৭:৪] জবুর ৫৫:২১; মেসাল ৩০:১৪।
[৫৭:৫] আয়াত ১১; জবুর ১০৮:৫।
[৫৭:৬] ইষ্টের ৬:১৩; জবুর ৭:১৫; মেসাল ২৮:১০; হেদা ১০:৮।
[৫৭:৭] জবুর ১১২:৭।
[৫৭:১০] জবুর ৩৬:৫।

৫৭:১-৫ দাউদের মূল মুনাজাত।

৫৭:১ আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়া লাভের জন্য ক্রন্দন ও ফরিয়াদ। *তোমার পাখার ছায়ায়।* ১৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৭:২-৩ আল্লাহ্‌ যে তাঁর মুনাজাত শুনেছেন সে ব্যাপারে জবুর রচয়িতার বিশ্বাস।

৫৭:২ সর্বশক্তিমান। পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন। আমার জন্য কার্যসাধক। ১৩৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন। তবে এই কথাটির হিব্রু অর্থ অনেক সময় বুঝিয়ে থাকে "যে আমার কষ্ট দূর করে দেয়" (৭:৯ আয়াত দেখুন)।

৫৭:৩ প্রেরণ করে। আল্লাহ্‌ তাঁর মহব্বত ও বিশ্বস্ততাকে (এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে) তাঁর দূত হিসেবে বা ফেরেশতা হিসেবে বেহেশত থেকে প্রেরণ করে থাকেন (৪৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *তাঁর অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা।* ২৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৭:৪ বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি। যেন জবুর রচয়িতাকে জোর পূর্বক দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ করা হয়েছে। একটি ভেড়া সিংহের দলের মধ্যে যে অবস্থায় থাকে তেমনই অবস্থা হয়েছে তাঁর। আমার প্রাণ সিংহদের মধ্যবর্তী। জবুর রচয়িতা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর দুশমনদেরকে হিংস্র পশুর সাথে তুলনা করেছেন (৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)। (তবে এখানে কথিত ভাষ্যর সাথে ২ শামু ১:২৩ আয়াতে বর্ণিত তালুত ও যোনাথনের ঘটনাবলীর কোন সংযোগ নেই।) *জিহ্বা।* ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৭:৫ আল্লাহ্‌ যেন তাঁর গোলামকে উদ্ধার করতে আসার মধ্য দিয়ে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের প্রকাশ ঘটান সেই মুনাজাত (৭:৬-৭; ২১:১৩; ৪৬:১০; ৫৯:৫, ৮; ১১৩:৪-৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১৪:৪; ইশা ২৬:১৫; ৪৪:২৩; ৫৯:১৯; আর দেখুন জবুর ৪৬:১০ আয়াতের নোট)।

৫৭:৬-১১ আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী সহায়ের জন্য তাঁর প্রশংসা–আসন্ন উদ্ধারের জন্য অগ্রীম গৌরব ও প্রশংসার মধ্য দিয়ে স্বীকারোক্তি প্রকাশ। মুনাজাত থেকে স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্যের এ ধরনের আকস্মিক পরিবর্তন সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৩:৮ আয়াতের নোট।

৫৭:৬ জবুর রচয়িতার প্রতি আসা বিপদ ও এর ফলাফল: দুশমনেরা যে ফাঁদ পেতেছিল তাতে তারা নিজেরাই ধরা পড়বে ও কষ্ট ভোগ করবে।

জাল পেতেছে ... খাত খনন করেছে। তারা এমনভাবে তাঁকে ধরতে চাচ্ছে যেন তিনি কোন বন্য পশু। কিন্তু "সিংহরা" (আয়াত ৪) নিজেরাই ধরা পড়ল (৭:১৫; ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৭:৭ আমার অন্তর সুস্থির। ভয়ের সমস্ত কারণ দূর হয়ে গেছে। *অন্তর।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *সুস্থির।* অর্থাৎ তাঁর অন্তর এখন নিরাপদ বোধ করছে (১১২:৭ আয়াত দেখুন)।

৫৭:৮ জাগ্রৎ ... জাগ্রৎ। মুক্তির দিনের ভোরকে আনন্দের সাথে সম্ভাষণ জানানো হয়েছে (ইশা ৫১:৯, ১৭; ৫২:১ আয়াত দেখুন)।

হে আমার গৌরব। আক্ষরিক অর্থে এখানে "রূহ্‌" বোঝানো হয়েছে (৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

নেবল ও বীণা। বাদ্যযন্ত্র (এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে) যা সাধারণত এবাদতখানায় উৎসব উদযাপনের সময় মাবুদের প্রশংসা ও গৌরবের গজল গাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত (৭১:২২; ৮১:২ এবং জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

আমি উষাকে জাগাব। আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজের কথা আনন্দের সাথে ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে। (এখানে উষা শব্দটিকেও ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে– কেনানীয়রা ভোরকেও দেবতা হিসেবে পূজা করত।)

৫৭:৯-১০ আল্লাহ্‌র গৌরব ও প্রশংসা করার মানত (৭:১৭; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৭:১০ অটল মহব্বত ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ মহব্বত এবং বিশ্বস্ততা (৩ আয়াত দেখুন; ৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)। *মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *আকাশমণ্ডল পর্যন্ত মহৎ ... মেঘ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।*

পর্যন্ত মহৎ,
তোমার বিশ্বস্ততা মেঘ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।
১১ হে আল্লাহ্, বেহেশতের উপরে উন্নত হও,
সারা দুনিয়াতে তোমার গৌরব হোক।

জবুর ৫৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না। হযরত দাউদের। মিক্‌তাম।
১ বীরগণ! তোমরা কি সঠিক রায় উচ্চারণ কর?
তোমরা কি লোকদের জন্য ন্যায়বিচার করছো?
২ তোমরা অন্তরে নাফরমানী সাধন করছো।
দুনিয়াতে নিজের হাতে জুলুম ঘটাচ্ছ।
৩ দুষ্টরা গর্ভ হতেই বিপথগামী,
তারা জন্ম হতেই মিথ্যা বলতে বলতে ভুল পথে যাতায়াত করে।
৪ তাদের বিষ সাপের বিষের মত;
তারা বধির কালসাপের মত, যে কান বন্ধ করে রাখে,
৫ যে সাপুড়েদের স্বর শোনে না,
নিপুণ মন্ত্রপাঠকের স্বর শোনে না।
৬ হে আল্লাহ্, তাদের মুখে দাঁত ভেঙ্গে দাও;

[৫৭:১১] জবুর ৮:১; ১১৩:৪।
[৫৮:১] জবুর ৮২:২।
[৫৮:২] মথি ১৫:১৯।
[৫৮:৪] শুমারী ২১:৬।
[৫৮:৫] হেদা ১০:১১; ইয়ার ৮:১৭।
[৫৮:৬] আইউ ৪:১০।

৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৭:১১ স্বগতাক্তি (আয়াত ৫ দেখুন), কিন্তু এখন তা প্রশংসা আকারে এসেছে (১৮:৪৬ ৩০:১; ৩৪:৩; ৩৫:২৭; ৪০:১৬; ৭০:৪; ৯২:৮; ৯৭:৯; ৯৯:২; ১১৩:৪; ১৪৮:১৩ আয়াত দেখুন)।

জবুর ৫৮ অধ্যায়। মহান বিচারকর্তা ও মানব জাতির নিয়তির নির্ধারক আল্লাহ্‌র প্রতি মুনাজাত, যেন তিনি সেই সমস্ত দুষ্ট শাসকদের বিচার করেন যারা ধার্মিকদের উপরে অন্যায্য আচরণ করে এবং তাদেরকে নিষ্পেষণ করে। (প্রাথমিক ঈসায়ী মণ্ডলী সনহেড্রিনের সামনে প্রভু ঈসা মসীহের বিচারকে এই গজলটির সাথে তুলনা করতো; মথি ২৬:৫৭-৫৮ আয়াত দেখুন)। যথোপযুক্ত শাসন ও ন্যায় বিচারের জন্য সমগ্র পুরাতন নিয়মের জন্য অত্যন্ত বহুল প্রচলিত একটি বিষয়বস্তু। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে আল্লাহ্‌র বিধানই ছিল অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে (সাধারণত ধনী ও ক্ষমতাশালী মানুষ) নির্দোষ মানুষের (সাধারণত দরিদ্র ও অসহায় মানুষ) ন্যায় বিচার লাভের একমাত্র সহায়। নবী শামুয়েলের সময় থেকে শুরু করে রাজবংশের শেষ সময় পর্যন্ত ইসরাইল জাতি শাসন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ন্যায় বিচার লাভের ক্ষেত্রে সব সময়ই বঞ্চিত হয়ে এসেছে (যেমন দেখুন ১ শামু ৮:৩; ইশা ১:২৩; ৫:২৩; ১০:১-২; উযায়ের ২২:৬, ১২; আমোস ৫:৭, ১০-১৩; মিকাহ্ ৩:১-৩, ৯-১১; ৭:২ আয়াত)। এমন কি বাদশাহ্ দাউদের আমলেও লোকেরা সব সময় সুবিচার পেত না (২ শামু ১৫:১-৪ আয়াত দেখুন)। এই গজলটির কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে জানতে দেখুন জবুর ৮২ অধ্যায়। জবুর শরীফে এই অধ্যায়টি অবস্থানগত দিক থেকে জবুর ৫৬ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি অসৎ বিচারকদের প্রতি উক্তিমূলক প্রশ্ন দ্বারা সজ্জিত (আয়াত ১-২) এবং শেষ রয়েছে ধার্মিকদের প্রতি নিশ্চয়তা বা আশ্বাসমূলক বক্তব্য (আয়াত ৯-১১)। এই কাঠামোতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে যে, যারা ধার্মিকতার সাথে বিচার করে না (আয়াত ১) তারা আল্লাহ্‌র কাছে বিচারে দায়ী হবে (আয়াত ১১)। শুরুর ও শেষের আয়াতের মধ্যে রয়েছে দুটি তিন আয়াত বিশিষ্ট অংশ যা মূল বিষয়বস্তুটিকে প্রকাশ করেছে: আয়াত ৩-৫ অসৎ শাসকদের কাজকে প্রকাশ করেছে এবং আয়াত ৬-৮ প্রকাশ করেছে তাদের ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত করা এবং শাস্তি দেওয়ার বর্ণনা।

৫৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *স্বর।* জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *নাশ কোরো না।* জবুর ৫৭; ৫৯; ৭৫ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *মিক্‌তাম।* জবুর ১৬ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৫৮:১-৫ অসৎ বিচারকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

৫৮:১-২ অসৎ বিচারকদের বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ: তাদের মুখ, অন্তর এবং হাত এক সাথে অন্যায় ও অবিচার করে থাকে।

৫৮:১ বীরগণ! আক্ষরিক অর্থে এই শব্দের অর্থ "দেবগণ" বা "বিচারকগণ" (জবুর ৮২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এই উপাধি তাদেরকে দেওয়া হয়েছিল যেহেতু তারা ছিলেন আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত শাসক যারা আল্লাহ্‌র বেহেশতী সিংহাসন ও বিচারালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন (দেখুন; হিজ ২১:৬; ২২:৮-৯ আয়াত দেখুন; আর দেখুন দ্বি.বি. ১:১৭; ২ খান্দান ১৯:৬ আয়াত এবং সেই সাথে জবুর ৪৫:৬ আয়াতের নোট)। *সঠিক রায় উচ্চারণ কর?* শাসকদের দায়িত্ব হচ্ছে সুবিচার করা।

৫৮:২ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *নিজের হাতে জুলুম ঘটাচ্ছ।* তাদের নিষ্ঠুর রায় বা বিচারের কারণে দুনিয়াতে বিশৃঙ্খলা দেখা দিচ্ছে।

৫৮:৩ গর্ভ হতেই ... জন্ম হতেই। তারা যে কেবল মাঝে মাঝে এ ধরনের দুর্নীতি করে থাকে তা নয়, তাদের স্বভাবেই এই আচরণগুলো রয়েছে। এখানে তাদেরকে সরাসরি "দুষ্ট" বলে সম্বোধন করা হয়েছে। এখানে লেখক সাধারণ অর্থে সমস্ত মানুষকে বোঝান নি, যেমনটা বোঝানো হয়েছে পয়দা ৬:৫; ৮:২১; আইউব ১৪:৪; ১৫:১৪-১৬; ২৫:৪-৬ আয়াতে।

দুষ্টরা। খুব সম্ভবত এই উপাধির মধ্য দিয়ে শাসক ও বিচারকদের স্বভাব বোঝানো হয়েছে। সাধারণ অর্থে দুষ্টদের স্বভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে জবুর ১০ অধ্যায় দেখুন।

মিথ্যা বলতে বলতে ... যাতায়াত করে। তারা কখনোই সত্য বলতে পছন্দ করে না (ইউহোন্না ৮:৪৪ আয়াত দেখুন)।

৫৮:৪ বিষ। তাদের মুখ থেকে যা নির্গত হয় তা সাপের বিষের মতই নিষ্ঠুর এবং ভয়ানক (১৪০:৩; মথি ২৩:৩৩; ইয়াকুব ৩:৮ আয়াত দেখুন)।

যে কান বন্ধ করে রাখে। তারা কোনভাবেই সংশোধনের যোগ্য নয়; ফরিয়াদ বা হুমকি কোন কিছুই তাদেরকে টলাতে পারবে না।

৫৮:৬-৮ দুষ্ট শাসকদের বিষমুক্ত করে তাঁর পবিত্র ভূমি থেকে শাস্তি দিয়ে বিতাড়িত করার আহ্বান। লেখক প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের প্রচলিত বদদোয়ার উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তাদের সম্ভাব্য শাস্তির কথা বলছেন (৫:১০; পয়দা ১২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৮:৬ তাদের মুখের সমস্ত অস্ত্র (৫৭:৪ আয়াত দেখুন) ভেঙ্গে দিয়ে উপড়ে ফেলা হোক। *যুবসিংহ।* ৭:২ আয়াতের নোট

মাবুদ যুবসিংহদের বিষ দাঁত উৎপাটন কর।
৭ তারা প্রবাহমান পানির মত বিলীন হয়ে যাক,
ছিন্নমূল ঘাসের মতই তারা শুকিয়ে যাক।
৮ দ্রবীভূত শামুকের মত তারা গলে যাক,
তারা গর্ভস্থ মৃত ভ্রূণের মত হোক, যা সূর্যের মুখ দেখে নি,
৯ তোমাদের পাত্র কাঁটার উত্তাপ টের না পেতে,
তিনি কাঁচা ও জ্বলন্ত সকলই ঝড়ে উড়িয়ে দেবেন।
১০ ধার্মিক লোক প্রতিফল দেখে আনন্দিত হবে,
সে দুর্জনের রক্ত দিয়ে তার পা ধোবে;
১১ তাতে মানুষেরা বলবে, ধার্মিক সত্যিই ফল পায়,
সত্যিই দুনিয়াতে বিচারসাধক আল্লাহ্ আছেন।

[৫৮:৭] আইউ ১১:১৬।
[৫৮:৮] ইশা ১৩:৭।
[৫৮:৯] হেদা ৭:৬।
[৫৮:১০] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; ৯১:৮; ইয়ার ১১:২০; রোমীয় ১২:১৭-২১।
[৫৮:১১] পয়দা ১৫:১; লূক ৬:২৩।
[৫৯:] ১শামু ১৯:১১।
[৫৯:২] জবুর ২৬:৯; ১৩৯:১৯; মেসাল ২৯:১০।

জবুর ৫৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না। হযরত দাউদের। মিক্‌তাম। যখন তালুতের প্রেরিত লোকেরা দাউদকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়ির কাছে ঘাঁটি বসিয়েছিল, সেই সময়কার।
১ হে আমার আল্লাহ্, আমার দুশমনদের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
আমার দুশমনদের থেকে আমাকে রক্ষা কর।
২ অধর্মচারীদের থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
রক্তপাতী মানুষের থেকে আমাকে নিস্তার কর।

দেখুন।

৫৮:৭ প্রবাহমান পানি। যে পানি দ্রুত মাটি শুষে নেয়। *ছিন্নমূল ঘাসের মত।* ভয়ঙ্কর শাস্তির ঘোষণা (৫৭:৪ আয়াত দেখুন– তবে এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ অস্পষ্ট)।

৫৮:৮ শামুক। উত্তপ্ত সূর্যের নিচে পাথরের উপর দিয়ে চলার সময় যা শুকিয়ে যায়।

৫৮:৯-১১ আল্লাহ্ যে অবশ্যই তাদের বিচার করবেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৫৮:৯ এই আয়াতে সম্ভবত আল্লাহ্‌র বিচারের সময় এগিয়ে আসার বিষয়ে কথা বলা হয়েছে। আবার অন্যভাবে তাঁর বিচার যে এড়ানো সম্ভব নয় সে বিষয়েও কথা বলা হয়ে থাকতে পারে (৩৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে লূক ১৮:৭-৮ আয়াতও দেখুন)।

কাঁটা। বুনো কাঁটাঝোপের ডালপালা দ্রুত পুড়িয়ে আগুন জ্বালানোর কাজে ব্যবহার করা হত (১১৮:১২; হেদায়েত ৭:৬ আয়াত দেখুন)।

উড়িয়ে দেবেন। ঝড়ে, অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ঝড়ে উড়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে (আইউব ২৭:২১)।

৫৮:১০ ধার্মিক লোক। যারা সৎ মানুষ কিন্তু মিথ্যা অভিযোগ দোষী হিসেবে অভিযুক্ত তাদেরকে বোঝানো হয়েছে (১:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

প্রতিফল দেখে। যখন তাদের অপমানের প্রতিশোধ নেওয়া হবে, যখন তাদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগ তুলে নিয়ে তাদেরকে নির্দোষ ঘোষণা করা হবে।

সে দুর্জনের রক্ত দিয়ে তার পা ধোবে। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যে দোষ থেকে মুক্ত হওয়ার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হত, যে কারণে এই রূপক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে (৬৮:২৩ আয়াত দেখুন)। সাধারণত যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের পর বিজয়ের সংবাদ অনেক সময় অতিরঞ্জিত করে দেওয়া হত।

৫৮:১১ নাটকীয় পট পরিবর্তন: যখন আল্লাহ্ অন্যায্য বিচারকদের ন্যায্য বিচার করবেন (১ আয়াতের নোট দেখুন), তখন সমস্ত লোক দেখতে পাবে কীভাবে ধার্মিক লোকেরা চূড়ান্তভাবেই মন্দ লোকদের উপরে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে বিজয় লাভ করে (৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন; আর দেখুন জবুর ৯৩; ৯৬-৯৯ আয়াত)। মালাখি ৩:১৫ আয়াতের মত আর কোন লোক দুর্দশাগ্রস্ত থাকবে না।

জবুর ৫৯ অধ্যায়। দুশনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর উদ্ধার পাওয়ার জন্য মুনাজাত (জবুর ৫৫ অধ্যায়ের সাথে এর সংযুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য উক্ত গজলের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে জবুর ৫৪-৬০ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। যদি অধ্যায়ের শিরোনামে লেখা তথ্য অনুসারে বাদশাহ্ দাউদ নিজেই গজলটি রচনা করে থাকেন, তাহলে সম্ভবত দাউদের বংশের কোন একজন বাদশাহ্‌র ক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য এই গজলটি পুনঃসম্পাদনা করা হয়েছে, বিশেষ করে যখন জেরুশালেম নগরী ভিন্ন কোন জাতির শত্রুবাহিনীর দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় ছিল– যেমন বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের আমলে আশেরীয় বাহিনী জেরুশালেম নগরী ঘেরাও করেছিল (২ বাদশাহ্ ১৮:১৯ আয়াত দেখুন)। অনেকে মনে করে থাকেন এই গজলটি নহিমিয়াকে নিয়ে রচিত হয়েছে; এ প্রসঙ্গে নহিমিয়া ৪ অধ্যায় দেখুন। এখানে শত্রুদের যে অস্ত্রটি সবচেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে তা হল জিহ্বা, যা দিয়ে তিরস্কার করা হয় এবং বদদোয়া দেওয়া হয় (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন) এই গজলেও বিপদসঙ্কুল রাতের চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (আয়াত ৪, ১৪), যার পরে রয়েছে মুক্তির আলো ফোটা সকালের বর্ণনা (আয়াত ১৬; জবুর ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই কাঠামো অনুসারে গজলটিতে দুটি অংশ রয়েছে (আয়াত ১-৯, ১০-১৭) যা শেষ হয়েছে প্রায় একই ধরনের দুটি স্বগতোক্তিমূলক আয়াত দিয়ে (আয়াত ৯, ১৭), যার আগে রয়েছে শত্রুদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে এমন দুটি আয়াত (আয়াত ৬, ১৪)। গজলের প্রথমার্ধে রয়েছে প্রারম্ভিক মুনাজাত, এবং দ্বিতীয়ার্ধে রয়েছে উদ্ধারের নিশ্চয়তা মূলক বক্তব্য। পুরো মুনাজাতটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে জবুর রচয়িতার "দুর্গ" হিসেবে আল্লাহ্ যেন আবির্ভূত হন সেই ফরিয়াদ (আয়াত ১) এবং সেই সাথে আল্লাহ্ যে অবশ্যই তাঁর সুরক্ষার "দুর্গ" এই আশ্বাস বাণী দিয়ে (আয়াত ১৭)।

৫৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৫৬ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *নাশ কোরো না।* জবুর ৫৭; ৫৮; ৭৫ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *যখন।* উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জানার জন্য ১ শামু ১৯:১১ আয়াত দেখুন।

৫৯:১-২ মুক্তি পাবার জন্য ফরিয়াদ।

৫৯:১ হে আমার আল্লাহ্ ... রক্ষা কর। আক্ষরিক অর্থে "আমাকে উঁচু ও সুরক্ষিত কোন স্থানে রাখ।"

৫৯:২ অধর্মচারীদের ... রক্তপাতী মানুষের। যারা ক্রোধের বশে

৩ কারণ দেখ, তারা আমার প্রাণের জন্য লুকিয়ে আছে
বলবানেরা আমার বিরুদ্ধে একত্র হচ্ছে,
হে মাবুদ, আমার অধর্মের জন্য নয়,
আমার গুনাহ্‌র জন্য নয়।
৪ আমার বিনা অপরাধে তারা দৌড়ে এসে প্রস্তুত হচ্ছে;
তুমি আমাকে দেখা দেবার জন্য জাগ্রত হও,
দৃষ্টিপাত কর।
৫ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌,
ইসরাইলের আল্লাহ্‌, তুমি সমস্ত জাতিকে
প্রতিফল দেবার জন্য উঠ,
তুমি কোন অধর্মী বিশ্বাসঘাতকের প্রতি কৃপা
করো না। সেলা।
৬ তারা সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসে,
কুকুরের মত আওয়াজ করে,
নগরের চারদিকে ভ্রমণ করে।
৭ দেখ, তারা মুখে বক বক করছে,
তাদের ওষ্ঠের মধ্যে তলোয়ার আছে;
কেননা তারা বলে, কে শুনতে পায়?

[৫৯:৪] মথি ৫:১১।

[৫৯:৫] ইয়ার ১৮:২৩।

[৫৯:৭] মেসাল ১০:৩২; ১২:২৩; ১৫:২, ২৮।

[৫৯:৮] মেসাল ১:২৬।

[৫৯:৯] জবুর ১৮:১।

[৫৯:১১] দ্বি.বি. ৪:৯; ৬:১২।

[৫৯:১২] ইশা ২:১২; ৫:১৫; সফ ৩:১১।

[৫৯:১৩] জবুর ১০৪:৩৫।

৮ কিন্তু হে মাবুদ, তুমি তাদেরকে পরিহাস করবে,
তুমি সমস্ত জাতিকে বিদ্রূপ করবে।
৯ হে আমার বল, আমি তোমার অপেক্ষা করবো;
কেননা আল্লাহ্‌ আমার উচ্চদুর্গ।
১০ আমার আল্লাহ্‌ তাঁর অটল মহব্বতে আমার সম্মুখবর্তী হবেন,
আল্লাহ্‌ আমার গুপ্ত দুশমনদের দুর্দশা আমাকে দেখাবেন।
১১ তুমি তাদেরকে হত্যা করো না,
পাছে আমার লোকেরা ভুলে যায়;
হে মালিক, আমাদের রক্ষাকারী ঢাল,
তোমার শক্তিতে তাদেরকে ছড়িয়ে নিচে ফেল।
১২ তাদের মুখের কথা মুখের গুনাহ্‌মাত্র;
তাদের বদদোয়া ও মিথ্যা কথার জন্য
তারা নিজেদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুক,
১৩ তুমি সংহার কর তাদেরকে, ক্রোধে সংহার কর,
যেন তারা আর না থাকে;

জবুর রচয়িতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায় তাদের সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৫৯:৩-৫ ভর্ৎসনা (আয়াত ১০) এবং মিথ্যা অভিযোগের (আয়াত ১২) মধ্য দিয়ে দুশমনেরা তাদের আক্রমণকে সফল করার চেষ্টা করে, কিন্তু জবুর রচয়িতা তাঁর নির্দোষিতা ঘোষণা করছেন এবং এর স্বপক্ষে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করছেন যেন তাঁর দুশমনেরা ব্যর্থ হয় (৫৮:১১ আয়াত দেখুন)।

৫৯:৩ আমার প্রাণের জন্য লুকিয়ে আছে। ১০:৮-৯ আয়াত দেখুন এবং ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৯:৪ জাগ্রত হও। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৯:৫ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌। ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

ইসরাইলের আল্লাহ্‌। ইসরাইলের আল্লাহ্‌ মাবুদের কাছে এই ফরিয়াদ রাখা হচ্ছে যে, তাঁর মনোনীত জাতিকে যারা আক্রমণ করেছে ও কষ্ট দিচ্ছে তারা যেন শাস্তি পায়। *প্রতিফল দেবার জন্য উঠ।* ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রতিফল ... কৃপা কোরো না।* ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

বিশ্বাসাতক। এই আক্রমণে ইসরাইলীয়দের মধ্যে কেউ কেউ অংশ নিয়েছিল কি না সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়। তবে হিব্রু অনুবাদে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান যে, শত্রুরা ছিল বিশ্বাসঘাতক।

৫৯:৬-৮ নির্ভরতা ও আস্থা: নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌ এ ধরনের কুকুরের দলকে উচিত শাস্তি দেবেন (২২:১৬-১৭ আয়াত দেখুন)।

৫৯:৬ নগরের চারদিকে। রাতে কুকুরেরা যেভাবে নগরের চারপাশে খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায় সেভাবে শত্রুরাও নগরী ঘেরাও করে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে (আয়াত ১৪-১৫ দেখুন)।

৫৯:৭ তাদের ওষ্ঠের মধ্যে তলোয়ার আছে। অর্থাৎ এখানে তাদের মুখের তিরস্কার, ভর্ৎসনা ও মিথ্যা অভিযোগকে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ১২ দেখুন)। এ সংক্রান্ত রূপক বর্ণনা দেখুন জবুর ৫৭:৪ আয়াতে; আরও দেখুন ৫:৯ আয়াতের নোট। *তারা বলে।* ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৯:৯ আমি তোমার অপেক্ষা করবো। হিব্রু শব্দ "শামের" (১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এই ক্রিয়াপদটি একই ভাবে ৩১:৬; ইউহোন্না ২:৮ আয়াতে ব্যবহার করা হয়েছে (অপেক্ষায় থাকা); এই শব্দটির মূল ভাবার্থ হচ্ছে সাহায্য লাভের জন্য ব্যাকুল আগ্রহে অপেক্ষা করা। জবুর রচয়িতা ব্যাকুলভাবে সকাল বেলা উদ্ধার পাবার অপেক্ষা করছেন; ১৩০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৯:১০-১৩ মুনাজাতটি পুনরায় রাখা হচ্ছে। জবুর রচয়িতা এ ব্যাপারে নিশ্চিত ও আত্মবিশ্বাসী যে, মাবুদ তাঁর মুনাজাত শুনেছেন (আয়াত ১০) এবং তিনি অবশ্যই পরজাতিদেরকে শাস্তি দেবেন (আয়াত ৫)। তিনি আরও মুনাজাত করছেন যেন আল্লাহ্‌ তাদেরকে সহসা আঘাত দিয়ে ধ্বংস করে না দেন, বরং যেন তিনি তাদেরকে দীর্ঘকাল ধরে শাস্তি দেন, তাতে করে ইসরাইল জাতি ("আমার লোকেরা," আয়াত ১১) মনে রাখবে যে আল্লাহ্‌ কীভাবে তাদেরকে উদ্ধার করেছেন, কারণ এর আগে তারা তা ভুলে গিয়েছিল (৭৮:১১; ১০৬:১৩ আয়াত দেখুন)। উপরন্তু জবুর রচয়িতা আল্লাহ্‌র কাছে এই আবেদন করছেন যেন তার দুশমনেরা তাদের পূর্ণাঙ্গ শাস্তি ভোগ না করা পর্যন্ত কোনভাবে রেহাই না পায় (আয়াত ১২-১৩ আয়াত)।

৫৯:১০ সম্মুখবর্তী হবেন। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *দুর্দশা আমাকে দেখাবেন।* ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৯:১১ রক্ষাকারী ঢাল। ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

তাদেরকে ছড়িয়ে নিচে ফেল। ভবঘুরে লোকদের মত, যাদের থাকার কোন স্থায়ী জায়গা নেই (পয়দা ৪:১২; ২ শামু ১৫:২০; মাতম ৪:১৫ আয়াত দেখুন) এবং খাবার হিসেবে খাওয়ার জন্য কোন শিকার নেই (কুকুকের মত, আয়াত ১৫; আরও দেখুন ১০৯:১০; আমোস ৪:৮ আয়াত)।

৫৯:১২ ৭ আয়াতের নোট দেখুন।

তারা নিজেদের অহঙ্কারে ধরা পড়ুক। অর্থাৎ যে অহঙ্কারের বশবর্তী হয়ে তারা আল্লাহ্‌র গোলামদের ও তাঁর নিজ মনোনীত জাতির লোকদের ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করেছে এবং ছলনা করে

তারা জানুক, আল্লাহ্ ইয়াকুবের মধ্যে কর্তৃত্ব করেন,
দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত করেন। সেলা।
১৪ তারা সন্ধ্যাবেলা ফিরে আসুক,
কুকুরের মত শব্দ করুক,
নগরের চারদিকে ভ্রমণ করুক।
১৫ তারা খাদ্যের চেষ্টায় ঘুরে বেড়াবে,
তৃপ্ত না হলে আর্তনাদ করবে।
১৬ কিন্তু আমি তোমার শক্তির ঘোষণা করবো,
তোমার অটল মহব্বতের জন্য খুব ভোরে আনন্দধ্বনি করবো;
কেননা তুমি হয়েছ আমার পক্ষে উচ্চদুর্গ,
আমার সঙ্কটের দিনে সুদৃঢ় আশ্রয়।
১৭ হে আমার বল, আমি তোমার উদ্দেশে গজল গাইব,

[৫৯:১৫] আইউ ১৫:২৩।

[৫৯:১৬] ১শামু ২:১০।

তোমার জন্য গাইব হে আমার আল্লাহ্, তুমি আমার উচ্চদুর্গ,
তিনি আমার আল্লাহ্ যিনি আমার প্রতি অটল মহব্বত প্রকাশ করেন।

জবুর ৬০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শূষণ-এদূৎ। দাউদের মিক্‌তাম। শিক্ষা দেবার জন্য। যখন অরাম-নহরয়িমের ও অরাম-সোবার সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ হয়, আর যোয়াব ফিরে লবণ-উপত্যকায় ইদোমের বারো হাজার লোককে হত্যা করেন, সেই সময়কার।
১ হে আল্লাহ্, তুমি আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছ,
আমাদেরকে ভগ্ন করেছ, তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ;
ফিরে আমাদেরকে পুনঃস্থাপন কর।

[৬০:১] ২শামু ৫:২০; জবুর ৪৪:৯।

[৬০:২] ২খান্দান ৭:১৪।

আক্রমণ করেছে তারা নিজেরাই যেন সেই ফাঁদে ধরা পড়ে। *বদদোয়া ও মিথ্যা কথার জন্য।* ১০:৭ আয়াত দেখুন; পয়দা ১২:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৯:১৩ তারা জানুক। যখন আল্লাহ্ এভাবে ইসরাইলের শত্রুদেরকে শেষ করে দেবেন, তখন সকলেই জানতে পারবে যে, যিনি সমগ্র দুনিয়ার উপরে বিচারকর্তা (৫৮:১১ আয়াত দেখুন) তিনিই ইসরাইল জাতির মাবুদ আল্লাহ্। *ইয়াকুব।* ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৫৯:১৪-১৬ আল্লাহ্ যে দাউদের কথা শুনেছেন তার নিশ্চয়তা (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ তাঁর দুশমনদের দলকে শায়েস্তা করেছেন (৬-৮ আয়াত দেখুন) সেভাবে জবুর রচয়িতা আল্লাহ্‌র বিজয় লাভের জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরবের গজল গাইবেন।

৫৯:১৬ শক্তি ... অটল মহব্বত ... সুদৃঢ় আশ্রয়। স্বগতোক্তি দেখুন (আয়াত ৯, ১৭)। *খুব ভোরে।* ভূমিকা দেখুন।

৫৯:১৭ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য দাউদের মানত (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *গজল গাইব।* হিব্রু "যামের" (৯ আয়াতের নোট দেখুন)। স্বগতোক্তিতে শব্দ নিয়ে এই খেলা নির্দেশ করে ভিন্ন আঙ্গিকে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানানো হচ্ছে যেন ভোর বেলা জবুর রচয়িতা এই সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার পান (এর সাথে তুলনা করুন ৫৭:৮ আয়াত এবং নোট; আরও দেখুন ৩০:৫ আয়াত)।

জবুর ৬০ অধ্যায়। পরজাতির, সম্ভবত ইদোমের তীব্র আক্রমণের শিকার হওয়ার পর আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি কর্তৃক তার দুর্দশা ও কষ্ট কাটিয়ে ওঠার ফরিয়াদ জানিয়ে জাতিগত মুনাজাত (আয়াত ৯ দেখুন)। মুনাজাতের নেতৃত্ব দানকারী ব্যক্তি সম্ভবত বাদশাহ্ নিজেই (৯ আয়াতে "আমি" শব্দটি দেখুন), যেমনটা দেখা যায় ২ খান্দান ২০ অধ্যায়ে। আল্লাহ্ যে তাঁর লোকদেরকে "বাতিল করে দিয়েছেন" (আয়াত ১, ১০) এবং তিনি আর তাদের সৈন্যবাহিনীর সাথে উপস্থিত থাকেন না (আয়াত ১০) এই বিষয়ে তাদের মাতম সংযুক্ত হয়েছে জবুর ৪৪ অধ্যায়ের সাথে (৪৪:৯ আয়াত দেখুন)। ৫-১২ আয়াত ১০৮:৬-১৩ আয়াতে আবারও পুনরুক্তি করা হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি একটি মুনাজাত যা প্রথমে শোক দিয়ে শুরু করা হলেও শেষ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি আত্মবিশ্বাসের স্বীকৃতি প্রদানের মধ্য দিয়ে। নিচের নোটগুলোতে গজলটির কাঠামোগত বিন্যাস দেখা যাবে।

৬০ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৫৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *শূষণ-এদূৎ।* এই নামের অর্থ চুক্তির শোশন বা লিলি ফুল। জবুর ৮০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন এবং জবুর ৪৫ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

শিক্ষা দেবার জন্য। জবুর শরীফের অধ্যায়গুলোর শিরোনামের মধ্যে একমাত্র এই অধ্যায়ের শিরোনামেই এমন কথা দেখা যায়। অন্যান্য যে সকল গজল ইসরাইল জাতির শিক্ষা দানের জন্য রচিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন দ্বি.বি. ৩১:১৯, ২১; ২ শামু ১:১৮। এই কথাটি বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, এই গজলটি রচনার উদ্দেশ্য বহুবিধ, বিশেষত জাতিগত বিপদের সময়ে আত্মবিশ্বাস যোগানো, যা জবুর ১০৮ অধ্যায়ে বিশেষভাবে রূপায়িত করা হয়েছে। *যখন।* উক্ত অংশের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে জানতে হলে দেখুন ২ শামু ৮ অধ্যায়; ১ খান্দান ১৮ অধ্যায় (সম্ভবত ২ শামু ১০ অধ্যায়ও দেখা যেতে পারে)। যদি প্রচলিত ধারণা অনুসারে এই গজলটি এই ঘটনার উদ্দেশেই রচিত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ তথ্য জানি না, যেহেতু এই ঘটনার বর্ণনায় ইদোমের নাম পাওয়া যায় না। এই সময়ে ইদোমের বিরুদ্ধে ইসরাইলের যুদ্ধ শুরু হয় সম্ভবত উত্তর সীমান্তে ইদোমীয় সেনাবাহিনীর আক্রমণ শুরু হওয়ার কারণে। অপরদিকে এহুদার দক্ষিণ সীমান্তের সৈন্য ছাউনিতে আক্রমণ করে ইদোমীয় বাহিনী তা দখল করে নিয়েছিল।

৬০:১-৩ আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে গ্রহণ করতে প্রত্যাখ্যান করায় মাতম (৪৪:৯-১৬; ৮৯:৩৮-৪৫ আয়াত দেখুন) এবং তাদেরকে পুনরায় গ্রহণ করে নেওয়ার জন্য মুনাজাত ও ফরিয়াদ।

৬০:১ তুমি আমাদেরকে পরিত্যাগ করেছ। অন্ততঃ সাময়িকভাবে (৩০:৫ আয়াত দেখুন)। শত্রুদের কাছে পরাজয় বরণকে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান বা তাঁর ক্রোধ বলে বিবেচনা করা হত (যদিও এখানে আল্লাহ্‌র ক্রোধের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না এবং ইসরাইল জাতি ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার সম্পর্কও ছিন্ন হয় নি)।

তুমি ক্রুদ্ধ হয়েছ। আক্ষরিক অর্থে আকস্মিক বন্যার মত ভাসিয়ে দিয়েছ (২ শামু ৫:২০ আয়াত দেখুন)।

৬০:২ দেশ প্রকম্পান্বিত করেছ। যেমনটা ভয়ানক ভূমিকম্পের

২ তুমি দেশ প্রকম্পান্বিত করেছ, বিদীর্ণ করেছ;
দেশের ভঙ্গের প্রতিকার কর, কেননা দেশ
টলছে।
৩ তুমি তোমার লোকদেরকে কষ্ট দেখিয়েছ,
তুমি আমাদের অস্থিরতারূপ মদ্য পান
করিয়েছ।
৪ যারা তোমাকে ভয় করে, তুমি তাদেরকে
একটি নিশান দিয়েছ,
যেন তা সত্যের পক্ষে তুলে ধরা যায়।
সেলা।
৫ তোমার প্রিয়েরা যেন উদ্ধার পায়,
সেজন্য তুমি নিজের ডান হাত দিয়ে রক্ষা কর,
আমাদের উত্তর দাও।

[৬০:৩] ইশা ২৯:৯; ৫১:১৭; ৬৩:৬; ইয়ার ২৫:১৬; জাকা ১২:২; প্রকা ১৪:১০।
[৬০:৪] ইশা ৫:২৬; ১১:১০, ১২; ১৮:৩।
[৬০:৫] আইউ ৪০:১৪।
[৬০:৬] পয়দা ১২:৬।
[৬০:৭] ইউসা ১৩:৩১।
[৬০:৮] ২শামু ৮:১।

৬ আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র স্থানে প্রতিজ্ঞা করে
বলেছেন,
আমি উল্লাস করবো, আমি শিখিম বিভাগ
করবো,
ও সুক্কোতের উপত্যকা পরিমাপ করবো।
৭ গিলিয়দ আমার, মানশাও আমার;
আর আফরাহীম আমার শিরস্ত্রাণ;
এহুদা আমার বিচারদণ্ড;
৮ মোয়াব দেশ আমার পা ধোয়ার পাত্র;
আমি ইদোমের উপরে আমার পায়ের জুতা
নিক্ষেপ করবো;
হে পলেষ্টিয়া, তুমি আমার জন্য উচ্চধ্বনি
কর।
৯ কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে নিয়ে যাবে?

কারণে হয়ে থাকে – যেমনটা মাঝে মাঝে প্রাচীন কেনান দেশে হত।

৬০:৩ আমাদের অস্থিরতারূপ মদ্য পান করিয়েছ। আল্লাহ্ তাদেরকে তাঁর দোয়া ও নাজাতের পেয়ালা থেকে পান না করিয়ে তাঁর ক্রোধের পেয়ালা থেকে পান করিয়েছেন।

৬০:৪-৮ আল্লাহ্র কাছে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মুনাজাত, যার কারণ আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতা ও আস্থার মাঝে প্রকাশ পেয়েছে। এই আবেদনটির (আয়াত ৫) পরেই রয়েছে মাবুদের কাছ থেকে পাওয়া নিশ্চয়তার আশ্বাসবাণী (আয়াত ৬-৮) – সম্ভবত এখানে বিজয়ের সময়কার কোন কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়েছে। যদি তাই হয় তাহলে এই কথাটি "মাবুদের যুদ্ধের বিবরণ" কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে (শুমারী ২১:১৪)। যে কোন ক্ষেত্রেই মাবুদকে দেখানো হয়েছে ইসরাইলের যুদ্ধজয়ী বীর বাদশাহ্ হিসেবে (হিজ ১৫:৩, ১৩-১৮ আয়াত দেখুন)।

৬০:৪ যারা তোমাকে ভয় করে। তোমার লোকেরা, যারা এই জাতির থেকে আলাদা (৬১:৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ২০:১১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

নিশান। সম্ভবত ৬-৮ আয়াতে আল্লাহ্ যে আশ্বাসবাণী দিয়েছেন তারই নিশ্চয়তা মূলক বক্তব্য (হিজ ১৭:১৫ আয়াত দেখুন)।

৬০:৫ তোমার প্রিয়েরা। অর্থাৎ যাদেরকে তুমি মহব্বত কর। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে খুব প্রিয় বা কাছের মানুষ বোঝানো হয়, যেমনটা দেখা যায় ১২৭:২; ২ শামু ১২:২৫; ইয়ার ১১:১৫ আয়াতে।

৬০:৬ আমি শিখিম বিভাগ করবো ... উপত্যকা পরিমাপ করবো। অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর বিজয় লাভকারী এলাকাকে তাঁর গোলামদের মধ্যে ভাগ করে দেবেন, যারা তাঁর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল।

শিখিম ... সুক্কোৎ। জর্ডানের পশ্চিম ও পূর্ব দিক নির্দেশকারী নগরীসমূহ, যা মাবুদ ও ইসরাইল জাতি অধিকার করে নিয়েছিল (পয়দা ৩৩:১৭-১৮; ১ বাদশাহ্ ১২:২৫ আয়াত দেখুন)।

৬০:৭ ইসরাইল হচ্ছে সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্র ভূখণ্ড, যে দেশ অধিকার করে তিনি তাঁর জাতির লোকদেরকে দিয়েছিলেন।

গিলিয়দ ... মানশা। মানশার অর্ধেক বংশ গিলিয়দে বসতি স্থাপন করেছিল, যার অবস্থান ছিল জর্ডানের পূর্ব পাশে। আর বাকি অর্ধেক বসতি স্থাপন করেছিল জর্ডানের পশ্চিম পাশে, আফরাহীমের ঠিক উত্তরে (ইউসা ১৩:২৯-৩১; ১৭:৫-১১ আয়াত দেখুন)। এটি আবারও আমাদেরকে দেখায় যে, মাবুদের রাজ্যের সীমানার মধ্যে জর্ডানের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশ রয়েছে।

আফরাহীম ... এহুদা। ইসরাইল জাতির অন্যতম দুটি প্রধান বংশ, যার একটি উত্তরে রাহেল এর গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে (আফরাহীম) এবং আরেকটি দক্ষিণে লেয়ার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করছে (এহুদা); দেখুন পয়দা ৪৮:১৩-২০; ৪৯:৮-১২; শুমারী ২:৩, ১৮; ইউসা ১৫-১৬ অধ্যায়। একত্রে এই গোষ্ঠীগুলো সমগ্র ইসরাইলকে নির্দেশ করে থাকে (ইশা ১১:১৩; জাকা ৯:১৩)।

শিরস্ত্রাণ। একটি শক্তিশালী ও দুঃসাহসিক গোষ্ঠী হিসেবে (দ্বি.বি. ৩৩:১৭; কাজী ৭:২৪–৮:৩; ১২:১) আফরাহীম গোষ্ঠীকে রূপকার্থে মাবুদের শিরস্ত্রাণ বলা হত।

বিচারদণ্ড। এ ধরনের আখ্যা দেওয়ার কারণ হল, এহুদার আগমন ঘটবে (পয়দা ৪৯:১০) এবং তা ইতোমধ্যে এসে গেছে (১ শামু ১৬:১-১৩) – যাকে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত জাতির লোকদের উপরে দুনিয়াবী শাসনকর্তা হিসেবে স্থাপন করেছেন (২ শামু ৭ অধ্যায় দেখুন)।

৬০:৮ মোয়াব ... ইদোম ... ফিলিস্তিয়া। ইসরাইলের যথাক্রমে পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের সীমান্তের চিরন্তন শত্রু রাষ্ট্র (হিজ ১৫:১৪ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন হিজ ১৩:১৭; শুমারী ২০:১৪-২১, ২২-২৪ আয়াত)।

আমার পা ধোয়ার পাত্র। মোয়াবকে সামান্য গৃহস্থালি পাত্রের সমান স্থানে নিয়ে আসা হয়েছে (পয়দা ১৮:৪)। এখানে এই রূপক বক্তব্যটি মূলত এই কারণে বলা হচ্ছে যে, মোয়াবের অবস্থান ছিল মৃত সাগরের পূর্ব তীর ঘেঁষে। আমার পায়ের জুতা নিক্ষেপ করবো। সম্ভবত এখানে একজন ব্যক্তির নিজ জমি দাবী করার প্রচলিত পদ্ধতি প্রয়োগ করার বিষয়টি প্রকাশ করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন রূত ৪:৭ আয়াত এবং নোট)।

৬০:৯-১২ সর্বশেষ পঙক্তি গুচ্ছ, যেখানে জবুর রচয়িতার বিজয় সম্পর্কে তাঁর আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬০:৯ আমাকে ... আমাকে। সম্ভবত এখানে বাদশাহ্র প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ করা হচ্ছে, যদিও সমবেত মুনাজাতকারী জনতা সামষ্টিক অর্থে নিজেদেরকেও বোঝাতে পারে।

আমাকে পথ দেখাবে? যেভাবে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের সামনে থেকে প্রান্তরের সমস্ত যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন (হিজ ১৩:২১) এবং কেনান দেশ দখলের সময় দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন (হিজ ২৩:২৭-২৮; ৩৩:২; দ্বি.বি. ৯:৩; ৩১:৮)।

কে ইদোম পর্যন্ত আমাকে পথ দেখাবে?
১০ হে আল্লাহ্, তুমি কি আমাদেরকে ত্যাগ কর নি?
হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের বাহিনীদের সঙ্গে গমন কর না।
১১ বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য কর;
কেননা মানুষ কৃত সাহায্য মিথ্যা।
১২ আল্লাহ্‌র দ্বারা আমরা বীরের কাজ করবো;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদেরকে পদদলিত করবেন।

[৬০:১০] ইউসা ৭:১২।
[৬০:১১] মেসাল ৩:৫।
[৬০:১২] আইউ ৪০:১২।
[৬১:২] জবুর ৬:২।
[৬১:৩] মেসাল ১৮:১০।
[৬১:৪] দ্বি.বি. ৩২:১১; মথি ২৩:৩৭।
[৬১:৫] হিজ ৬:৩; দ্বি.বি. ৩৩:৯; ইশা ৫৯:১৯; মথি ৬:৯।
[৬১:৬] ১বাদশাহ্ ৩:১৪।
[৬১:৭] লূক

জবুর ৬১

বাদশাহ্‌র জন্য মুনাজাত

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে। হযরত দাউদের।

১ হে আল্লাহ্, আমার কাতরোক্তি শোন,
আমার মুনাজাতে কান দাও।
২ অন্তর অবসন্ন হলে আমি দুনিয়ার প্রান্ত থেকে তোমাকে ডাকব;
আমার চেয়ে উঁচু শৈলে আমাকে নিয়ে যাও।
৩ কেননা তুমি হয়েছ আমার আশ্রয়,
দুশমন থেকে রক্ষাকারী দৃঢ় উচ্চগৃহ।
৪ আমি চিরকাল তোমার তাঁবুতে বাস করবো,
তোমার পক্ষযুগের অন্তরালে আশ্রয় নেব।
সেলা।
৫ কেননা, হে আল্লাহ্, তুমিই আমার সমস্ত মানত শুনেছ,
যারা তোমার নাম ভয় করে, তাদের অধিকার তাদেরকে দিয়েছ।
৬ তুমি বাদশাহ্‌র আয়ু বৃদ্ধি করবে,
তাঁর বছর পুরুষে পুরুষে থাকবে।

৬০:১০ তুমি কি আমাদেরকে ত্যাগ কর নি? ১ আয়াত দেখুন।

৬০:১১ মানুষকৃত সাহায্য। ১০৮:১২-১৩; ১২১:১-২; ইশা৩০:১-৫। *সাহায্য।* আক্ষরিক অর্থে "নাজাত" (আয়াত ৫ দেখুন, "উদ্ধার")।

৬০:১২ আমরা বীরের কাজ করবো। আক্ষরিক অর্থে "আমরা বিজয় লাভ করবো।" আল্লাহ্‌র সাহায্যে ইসরাইল জাতি এমন বিজয় লাভ করবে যেভাবে আল্লাহ্ তা লাভ করেন (১১৮:১৫-১৬ আয়াত দেখুন) এবং তারা ইদোমের উপরে জয় লাভ করবে (শুমারী ২৪:১৮ আয়াত দেখুন; "শক্তিশালী হয়ে ওঠা")। আমাদের বিপক্ষদেরকে পদদলিত করবেন। বিজয়ী বীর যোদ্ধার মত করে (ইশা ১৪:১৯, ২৫; ইয়ার ১২:১০; জাকা ১০:৫ আয়াত দেখুন)।

৬১:১ আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত শ্রবণের আহ্বান জানিয়ে প্রারম্ভিক ফরিয়াদ।

৬১:২-৩ মুনাজাতের মূল অংশ।

৬১:২ দুনিয়ার প্রান্ত থেকে। আপাত দৃষ্টিতে কথাটির আক্ষরিক অর্থ তাই দাঁড়ায় (৪২:৬ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত এখানে মূলত পরপার বা কবরের কথা বোঝানো হয়েছে (৬৩:৯ আয়াত দেখুন); কারণ জবুর রচয়িতা নিজেকে মৃতদের সমতুল্য মনে করছিলেন। *অন্তর।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাকে নিয়ে যাও।* ২৩:২ আয়াত দেখুন। *উঁচু শৈল।* নিরাপদ স্থান (২৭:৫; ৪০:২ আয়াত দেখুন)।

আমার চেয়ে উঁচু। অর্থাৎ যে স্থানের সুরক্ষা নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই, কারণ একমাত্র আল্লাহ্‌ই তাঁকে সেখানে নিয়ে যেতে পারেন। জবুর শরীফে অনেক সময়ই জবুর রচয়িতাগণ আল্লাহ্‌কে তাঁদের আশ্রয়স্থল বা নিরাপদ দুর্গ বলে আখ্যা দিয়েছেন (৩১:২; এর সাথে দেখুন ১৮:২; ৬২:২, ৬-৭; ৭১:৩; ৯৪:২২ আয়াত), সে কারণে হতে পারে এখানে স্বয়ং আল্লাহ্‌কেই উঁচু শৈল বলা হয়েছে (নিরাপদ আশ্রয়), যা জবুর রচয়িতা কামনা করছেন (৩ আয়াত দেখুন)। কিংবা হতে পারে এখানে আল্লাহ্‌র এবাদতখানার নিরাপদ আশ্রয় কামনা করা হয়েছে (আয়াত ৪ দেখুন; আরও দেখুন ২৭:৫)।

৬১:৩ যে কারণে জবুর রচয়িতা আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ করছেন: আল্লাহ্ কখনো তাঁকে নিরাপত্তা ও সুরক্ষা দান করতে ব্যর্থ হন নি।

দুশমন। যদি মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে এই মুনাজাতটি করা হয়ে থাকে, তাহলে মৃত্যুই এখানে দুশমন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে (৬৮:২০; ১৪১:৮; আইউব ৩৩:২২; ইশা ২৫:৮; ২৮:১৫; ইয়ার ৯:২১; হোসিয়া ১৩:১৪ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ১ করি ১৫:২৬ আয়াত)। ৪৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬১:৪-৫ আল্লাহ্‌র পবিত্র এবাদতখানায় আশ্রয় লাভের জন্য ফরিয়াদ (২৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬১:৪ বাস করবো। ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁবু।* আবাসস্থল (২ শামু ৬:১৭; ৭:২; ১ বাদশাহ্ ১:৩৯; ২:২৮-৩০ আয়াত দেখুন)। *তোমার পক্ষযুগলের অন্তরাল।* ১৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৬১:৫ এই ফরিয়াদের কারণ: হতে পারে (১) কারণ আল্লাহ্ এর আগেও তাঁর ফরিয়াদে সাড়া দিয়েছেন অথবা (২) তাঁর মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁর ফরিয়াদ শ্রবণ করবেন।

আমার সমস্ত মানত। তিনি তাঁর মুনাজাতের সাথে যে সকল মানত করেছিলেন (৫০:১৪; ৬৬:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

তাদের অধিকার। প্রতিজ্ঞাত দেশে আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোকদের অবস্থান, যেখানে মাবুদ তাদের সাথে চিরকাল বসবাস করার ওয়াদা করেছেন (১৬:৬; ৩৭:১৮; ১৩৫:১২; ১৩৬:২১-২২ আয়াত দেখুন)। *যারা তোমার নাম ভয় করে।* ৬০:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬১:৬-৭ বাদশাহ্‌র দীর্ঘায়ু কামনা করে মুনাজাত। এই মুনাজাত বাদশাহ্ নিজেও করে থাকতে পারেন। অবশ্য প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের সাহিত্যে কথকের বক্তব্য থেকে তৃতীয় ব্যক্তির বক্তব্যে উপনীত হওয়ার রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। হতে পারে কোন ইমাম বা লেবীয় পরিচর্যাকারী এই বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন। পরবর্তীতে ইহুদীদের মত অনুসারে এই উক্তিটি মসীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। এই উক্তি পরিপূর্ণতা পেয়েছে দাউদের বংশধর ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে।

৬১:৬ তুমি বাদশাহ্‌র আয়ু বৃদ্ধি করবে (৪৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬১:৭ আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে বসতি করবেন। ৪১:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭ তিনি চিরকাল আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে বসতি
করবেন;
অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততাকে তাঁর রক্ষার্থে
নিযুক্ত কর।
৮ তাতে আমি চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা
গাইব,
প্রতিদিন আমার মানত পূর্ণ করবো।

জবুর ৬২

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদুথনের প্রণালীতে।
হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ আমার প্রাণ নীরবে আল্লাহ্‌র অপেক্ষা করছে,
তিনিই আমার উদ্ধারকর্তা।
২ কেবল তিনিই মম শৈল ও মম উদ্ধার;
তিনি মম উচ্চদুর্গ, আমি কখনও বিচলিত হব
না।
৩ তোমরা কতকাল এক জন মানুষকে আক্রমণ
করবে,
সকলে তাকে জবেহ্‌ করবে,
হেলে পড়া দেয়াল ও ভাঙ্গা বেড়ার মত?
৪ ওরা কেবল তার উচ্চপদ থেকে তাকে নিপাত
করার মন্ত্রণা করছে;
ওরা মিথ্যা কথায় আমোদ করে;
ওরা মুখে দোয়া করে, কিন্তু অন্তরে বদদোয়া
দেয়। সেলা।
৫ হে আমার প্রাণ, নীরবে আল্লাহ্‌রই অপেক্ষা
কর;
কেননা তাঁর মধ্য থেকেই আমার জন্য
প্রত্যাশা আসে।
৬ কেবল তিনিই মম শৈল ও মম উদ্ধার;
তিনি মম উচ্চদুর্গ, আমি বিচলিত হব না।
৭ আমার নাজাত ও আমার গৌরব আল্লাহ্‌র
উপর ভরসা করে আছে;
আমার বলের শৈল ও আমার আশ্রয় আল্লাহ্‌র
উপরে বিদ্যমান।
৮ হে সমস্ত লোক, সতত তাঁর উপর নির্ভর কর,
তাঁরই সম্মুখে তোমাদের মনের কথা ভেঙ্গে
বল;
আল্লাহ্‌ই আমাদের আশ্রয়। সেলা।
৯ সামান্য লোকেরা বাষ্পমাত্র,
মান্যবান লোকেরা মিথ্যা;

২২:৬৯; ইফি ১:২০; কল ৩:১।
[৬১:৮] শুমারী ৩০:২; দ্বি.বি. ২৩:২১।
[৬২:১] জবুর ৫:৩।
[৬২:২] আইউ ২৯:১৮।
[৬২:৩] ইশা ৩০:১৩।
[৬২:৪] জবুর ২৮:৩; ৫৫:২১।
[৬২:৭] জবুর ৬১:৩।
[৬২:৮] ১শামু ১:১৫; জবুর ৪২:৪; মথি ২৬:৩৬-৪৬।
[৬২:৯] আইউ ৭:৭।

অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা। এখানে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিকরণ করে দেখানো হয়েছে (২৩:৬; ৪৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২৬:৩ আয়াতের নোটও দেখুন)।

৬১:৮ আল্লাহ্‌র মুনাজাত ও প্রশংসা করার মানত (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৬২ অধ্যায়। যে সমস্ত চক্রান্তকারী জবুর রচয়িতাকে তাঁর "উচ্চ পদ থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা করছে" (আয়াত ৪), তাদের কাছ থেকে আক্রমণের আশঙ্কা থাকার কারণে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করছেন। সম্ভবত এই গজলটির লেখক একজন বাদশাহ্‌। তিনি যদি দাউদ হয়ে থাকেন, তাহলে সম্ভবত তাঁর বিরুদ্ধে বাদশাহ্‌ তালুতের পরিবারের লোকদের চক্রান্তের কারণে তিনি এই মুনাজাত করেছেন। ৩ আয়াতে বোঝা যায় যে, তাঁর দুর্বল সময় ও বৃদ্ধ বয়সের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মূলত এই গজলটির উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌ যেন তাঁকে উচ্চীকৃত করেন এই ফরিয়াদ জানানো। আল্লাহ্‌র প্রতি সরল বিশ্বাস ও আস্থার এমন সুস্পষ্ট নিদর্শন আর কোন গজলে পাওয়া যায় না (জবুর ৩১ অধ্যায় দেখুন এবং জবুর ৬১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গজলটি তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত (আয়াত ৩-৪, ৫-৮, ৯-১০), যাকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা ও বিশ্রাম লাভের আশ্বাস নিয়ে (আয়াত ১-২) এবং সব শেষে রয়েছে এই বিশ্বাস ও নির্ভরতার যুক্তি (আয়াত ১১-১২)। মধ্যবর্তী মূল অংশে বিষয়বস্তুটিকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: এই অংশের প্রথম দুটি আয়াত (আয়াত ৫-৬) প্রারম্ভিক বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটিয়েছে, অপরদিকে শেষ দুটি আয়াত (আয়াত ৭-৮) সমাপনী বক্তব্যের পূর্বাভাস দিয়েছে। অন্য দুটি অংশ (আয়াত ৩-৪ এবং ৯-১০) দুশমনদের সম্পর্কে বর্ণনা করেছে।

৬২ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬২:১-২ আল্লাহ্‌র কাছে সুরক্ষা লাভের জন্য পরিপূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা।

৬২:১ আমার প্রাণ। ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। নীরবে আল্লাহ্‌র অপেক্ষা করছে। আক্ষরিক অর্থে "বিশ্রাম করছে," অর্থাৎ আল্লাহ্‌র প্রতিক্রিয়ার জন্য প্রত্যাশা করছে।

৬২:২ বিচলিত। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৬২:৩ দুশমনদের প্রতি জিজ্ঞাসা: *তোমরা কি কখনো ক্ষান্ত হবে না?* হেলে পড়া দেয়াল ও ভাঙ্গা বেড়ার মত। জবুর রচয়িতার ভগ্ন চূর্ণ অবস্থা বোঝানোর জন্য রূপক এই ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হতে পারে: (১) তাঁর মধ্যে নিজের আর কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই, (২) তিনি যে দুর্বল অবস্থানে রয়েছেন তার স্বীকারোক্তি, অথবা, (৩) তাঁর দুশমনেরা কীভাবে তাঁকে কোণঠাসা করে ফেলেছে তা জানিয়ে মাবুদের কাছে আকুতি।

৬২:৪ উচ্চপদ। সম্ভবত সিংহাসন। *মিথ্যা কথা।* ১০:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *দোয়া।* উদাহরণস্বরূপ, "বাদশাহ্‌ দীর্ঘজীবী হোন" (১ শামু ১০:২৪; ২ শামু ১৬:১৬; এর সাথে দেখুন ১ বাদশাহ্‌ ১:২৫, ৩৪, ৩৯)।

বদদোয়া। বাদশাহ্‌র যেন পতন ঘটে এমন অভিশাপ (পয়দা ১২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। ৬২:৫-৮ আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতা: নিজের প্রতি (আয়াত ৫) এবং লোকদের প্রতি (আয়াত ৮) উদ্দীপনামূলক বক্তব্য।

৬২:৫ আল্লাহ্‌রই অপেক্ষা কর। ১ আয়াতের নোট দেখুন; এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানের উপরে নির্ভর করতে বলা হচ্ছে (২৭:১৩-১৪; ৪২:৫, ১১; ৪৩:৫ আয়াত দেখুন)।

৬২:৮ আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি বিশেষ আহ্বান (৩১:২৩-২৪ আয়াত দেখুন)। *তোমাদের মনের কথা ভেঙ্গে বল।* একান্ত মুনাজাতের মধ্য দিয়ে (মাতম ২:১৯ আয়াত দেখুন)। *মন।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৬২:৯-১০ মানুষ কখনোই আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য হুমকির কারণ হতে পারে না (১০:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬২:৯ সামান্য লোকেরা ... মান্যবান লোকেরা। সমাজের প্রত্যেক স্তরের মানুষেরা।

বাষ্পমাত্র ... মিথ্যা। মানুষ তাদের প্রকৃত অবস্থার চাইতে

তাদেরকে ওজন করলে তারা উপরে উঠে;
তাদের সর্বস্ব বাষ্পের চেয়ে লঘু।
১০ তোমরা উপদ্রবে নির্ভর করো না,
অপহরণে গর্ব করো না;
প্রচুর ঐশ্বর্য হলে তাতে মন দিও না।
১১ আল্লাহ্ একবার বলেছেন,
দু'বার আমি এই কথা শুনেছি;
পরাক্রম আল্লাহ্রই।
১২ আর, হে মালিক, অটল মহব্বত তোমার,
কারণ তুমিই প্রত্যেককে তার কর্মানুরূপ ফল
দিয়ে থাক।

জবুর ৬৩

হযরত দাউদের কাওয়ালী। এহুদার মরুভূমিতে তাঁর অবস্থিতিকালীন।
১ হে আল্লাহ্, তুমি আমার আল্লাহ্;
আমি সযত্নে তোমার খোঁজ করবো;
আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসিত,
আমার দেহ তোমার জন্য ব্যাকুল,
শুকনো ও ক্লান্তিকর দেশে, পানিবিহীন দেশে।
২ এভাবে আমি পবিত্র স্থানে তোমার মুখ চেয়ে থাকতাম,
তোমার পরাক্রম ও তোমার গৌরব দেখবার জন্য।
৩ কারণ তোমার অটল মহব্বত জীবন হতেও উত্তম;
আমার ওষ্ঠাধর তোমার প্রশংসা করবে।
৪ এভাবে আমি সারা জীবন তোমার শুকরিয়া করবো,
আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাবো।
৫ আমার প্রাণ তৃপ্ত হবে, যেমন সুখাদ্য আহার

[৬২:১০] আইউ ৩১:২৫; মথি ১৯:২৩-২৪; ১তীম ৬:৬-১০।
[৬২:১১] ১খান্দান ২৯:১১; প্রকা ১৯:১।
[৬২:১২] আইউ ২১:৩১; মথি ১৬:২৭; রোমীয় ২:৬; ১করি ৩:৮; কল ৩:২৫।
[৬৩:১] জবুর ১৪৩:৬।
[৬৩:৪] ১তীম ২:৮।
[৬৩:৫] মথি ৫:৬।

নিজেদেরকে আরও বেশি বড় করে দেখায় (৩৭:২, ২০; ৩৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন), বিশেষ করে ধনী ও ক্ষমতাশালী লোকেরা।

৬২:১০ তাদের প্রতি বিশেষ সতর্কতা – যারা জবুর রচয়িতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে, যারা নিজেদের অভিসন্ধির উপরে নির্ভর করে এবং এর মধ্য দিয়ে তারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে থাকে; তারা আল্লাহ্র উপরে কোনভাবেই নির্ভর করে না – এই অংশটি জবুর ৪৯ অধ্যায়ের সারাংশ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। *মন।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৬২:১১-১২ পরাক্রম ... অটল মহব্বত। তিনি যে ওয়াদা করেছেন তা সাধন করতে তিনি সমর্থ এবং তিনি অবশ্যই তাঁর লোকদের নাজাত দান করবেন ও দোয়াযুক্ত করবেন।

৬২:১১ একবার ... দু'বার। আমোস ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৬২:১২ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *কর্মানুরূপ ফল।* ইয়ার ১৭:১০; ৩২:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৬৩ অধ্যায়। আল্লাহ্র প্রতি আকুল আকাঙ্ক্ষা এবং তাঁর উপস্থিতি লাভের প্রত্যাশার বহিঃপ্রকাশ, বিশেষ করে যখন দুশমনেরা চারপাশ থেকে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রতীকী অর্থে তৃষ্ণা (আয়াত ১) এবং ক্ষুধার (আয়াত ৫; দেখুন ৪২:১-২) মধ্য দিয়ে এই আকাঙ্ক্ষার তীব্রতা প্রকাশ করা হয়েছে। জবুর ৬২ অধ্যায়ের মত এই গজলটিও পুরোটাই মুনাজাত। এছাড়া শ্রবণ করা থেকে (৬২:১১) দর্শন করার এই পরিবর্তনটি ৬২ অধ্যায়ের মত এখানেও লক্ষ্য করা যায় (আয়াত ২; আরও দেখুন ৪৮:৮ আয়াতের নোট)। রাতের অন্ধকারে ওৎ পেতে থাকা বিপদ (আয়াত ৬) এবং সকালের আলো ফোটার সাথে আসা মুক্তির চিত্র (১ আয়াতের নোট দেখুন) আরও একবার আমরা দেখতে পাই (জবুর ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। প্রাথমিক মণ্ডলীতে এই গজলটি দৈনন্দিন মুনাজাতের সময় ব্যবহৃত হত। কাঠামোগত দিক থেকে শুরুতে গজলটিতে দেখা যায় তীব্র আকাঙ্ক্ষা (আয়াত ১), যে কারণে তীব্র আনন্দের মধ্য দিয়ে গজলটি শেষ করার প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছে (আয়াত ১১) – এটিই গজলটির প্রকৃত কাঠামো। ৬ আয়াতে গজলের মূল ভাব প্রকাশ পেয়েছে, যা বিষয়বস্তুগত দিক থেকে আয়াত ১ ও ১১ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। মুনাজাতের দুটি বিশেষ অংশের মাঝে এই আয়াতটির অবস্থান লক্ষ্যণীয় (আয়াত ২-৫, ৭-১০), যার প্রত্যেকটিতে চারটি করে আয়াত রয়েছে এবং দুটোতেই ২৭টি হিব্রু বর্ণ রয়েছে। জবুর রচয়িতা রাতে ধ্যান করার মধ্য দিয়ে (আয়াত ৬) আল্লাহ্র প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষাকে পুষে রেখেছেন (আয়াত ১; এর সাথে তুলনা করুন ১৪৩:৫-৬ আয়াত) এবং তাঁর প্রত্যাশাকে আরও জোরদার করেছেন (আয়াত ১১)। দুটি অংশের মধ্যে বিশেষ বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক নিয়ে আরও জানতে নিজের নোটগুলো দেখুন।

৬৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। যখন। যদি এই তথ্যটি সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে সম্ভবত এখানে ২ শামু ১৫:২৩-২৮; ১৬:২, ১৪; ১৭:১৬, ২৯ আয়াতে বর্ণিত ঘটনার কথা বলা হয়েছে, যেহেতু জবুর রচয়িতাকে এখানে বাদশাহ্ বলে সম্বোধন করা হয়েছে (আয়াত ১১ দেখুন)।

৬৩:১ প্রয়োজনের মুহূর্তে আল্লাহ্র উপস্থিতি লাভের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা। *সযত্নে।* আক্ষরিক অর্থে "ভোর বেলা," "সকাল বেলায়"। *আমার প্রাণ তোমার জন্য পিপাসিত।* ৪২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

শুকনো ও ক্লান্তিকর দেশে। রূপকার্থে বলা হয়েছে (১৪৩:৬; ইশা ৩২:২ আয়াত দেখুন), যার মধ্য দিয়ে তাঁর অবস্থার কথা বোঝানো হয়েছে। তিনি এমন দুর্দশাগ্রস্ত রয়েছেন বলেই সুখাদ্য আহার করেও তিনি কোন স্বাদ পাচ্ছেন না (আয়াত ৫)। তিনি আল্লাহ্র উপস্থিতির ধারক নদীর পানিতে বিধৌত হতে চান, যা আল্লাহ্র নগরীকে আনন্দে পূর্ণ করে তোলে (৪৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৩:২-৫ আল্লাহ্ প্রদত্ত শান্তি ও সুখের প্রতিফলন যা তিনি তাঁর এবাদতখানায় লাভ করেছেন; এই শান্তি তাঁর প্রত্যাশার আনন্দকে পরিপূর্ণতা দান করেছে।

৬৩:২ ২৭:৪; ৪৮:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৩:৩ মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৩:৪ তোমার নামে। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

আমি তোমার নামে অঞ্জলি উঠাবো। আল্লাহ্র উদ্দেশে হাত তোলার অর্থ তাঁর মুনাজাত করা, এছাড়া কিতাবুল মোকাদ্দসে এটি আল্লাহ্র প্রশংসা করার একটি বহিঃপ্রকাশ (১৩৪:২ আয়াত দেখুন)।

৬৩:৫ সুখাদ্য। আক্ষরিক অর্থে "চর্বি বা স্নেহজাতীয় খাবার" (এ ধরনের বিষয়বস্তু দেখুন ইশা ২৫:৬ আয়াতে)।

করলে হয়,
আমার মুখ আনন্দপূর্ণ ওষ্ঠাধরে তোমার
প্রশংসা করবে।
৬ আমি বিছানার উপরে যখন তোমাকে স্মরণ
করি,
তখন প্রহরে প্রহরে তোমার বিষয় ধ্যান করি।
৭ কেননা তুমি আমার সহায় হয়ে আসছে,
তোমার পক্ষযুগলের ছায়াতে আমি আনন্দধ্বনি
করবো।
৮ আমার প্রাণ পদে পদে তোমার সঙ্গে সঙ্গে
চলে;
তোমার ডান হাত আমাকে ধরে রাখে।
৯ কিন্তু ওরা বিনাশার্থে আমার প্রাণের খোঁজ
করে,
তারা দুনিয়ার অধঃস্থানে যাবে।
১০ তাদের তলোয়ারের হাতে তুলে দেওয়া হবে,
তারা শিয়ালদের খাদ্য হবে।
১১ কিন্তু বাদশাহ্ আল্লাহ্তে আনন্দ করবেন;
যে কেউ তাঁতে শপথ করে, সে গর্ব করবে;
কারণ মিথ্যাবাদীদের মুখ রুদ্ধ হবে।

[৬৩:৬] দ্বি.বি. ৬:৪-৯; মথি ১৪:২৫।
[৬৩:৭] রূত ২:১২।
[৬৩:৮] শুমারী ৩২:১২; হোশেয় ৬:৩।
[৬৩:৯] জবুর ৪০:১৪।
[৬৩:১০] ইয়ার ১৮:২১; ইহি ৩৫:৫; আমোস ১:১১।
[৬৩:১১] রোমীয় ৩:১৯।
[৬৪:১] জবুর ১৪২:২।
[৬৪:২] হিজ ১:১০।

জবুর ৬৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ হে আল্লাহ্, আমার কাতরোক্তি শোন,
দুশমনদের ভয় থেকে আমার জীবন রক্ষা
কর।

৬৩:৬ গজলটির কেন্দ্রীয় আয়াত (এই গজলটির ভূমিকা দেখুন): রাতে জবুর রচয়িতা স্মরণ করছেন, যা তিনি মাবুদের এবাতদতখানায় দেখেছেন (আয়াত ২)।

৬৩:৬ বিছানার উপরে। রাতের বিশ্রামের সময়, যখন তিনি সকালে উদ্ধার লাভের প্রত্যাশায় প্রহর গুনছেন। *প্রহরে প্রহরে।* কাজী ৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১১৯:১৪৮; মাতম ২:১৯ আয়াতও দেখুন।

৬৩:৭-১০ "আমার" ও "তাদের" দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যকার চমৎকার এক বৈপরীত্য (আয়াত ৭-৮, ৯-১০)। এর আগেই বলা হয়েছে যে, এই চারটি আয়াতের প্রত্যেকটিতেই একটি বিশেষ বিষয়বস্তুর ছায়া লক্ষ্য করা যায় যা এর আগের চারটি আয়াতের সঙ্কলনে বিশেষভাবে দেখা যায়।

৬৩:৭ তোমার পক্ষযুগলের ছায়া। ১৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্র উদ্ধারকারী সহায় জবুর রচয়িতাকে আবারও তাঁর আবাসে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে (আয়াত ২), যা তাঁর মুখে প্রশংসার ধ্বনি জাগিয়ে তুলবে।

৬৩:৮ তিনি আল্লাহ্র "মহব্বত" অনুভব করেছেন, যা "জীবন থেকেও উত্তম" (আয়াত ৩)।

৬৩:৯ তাঁর দুশমনেরা তা-ই পাবে যা পাওয়া তাদের প্রাপ্য। জবুর রচয়িতাকে হত্যা করতে চেষ্টা করার কারণে তারা নিজেদের নিয়তি নির্ধারণ করে ফেলেছে (পয়দা ৯:৫; হিজ ২১:২৩; দ্বি.বি. ১৯:২১ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। দুশমনদের শেষ পরিণতির বিপরীতে আমরা খুব স্পষ্টভাবে দেখতে পাই জবুর রচয়িতার উত্থান, যা ৭-৮ আয়াতে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং ৪ আয়াতেও তিনি বলেছেন: "আমি তোমার প্রশংসা করবো।" কিন্তু "তারা দুনিয়ার অধস্থঃস্থানে যাবে," যেখানে তাদের স্বর আর কেউ শুনতে পাবে না (আয়াত ১১ দেখুন)। *অধঃস্থান।* ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন। *দুনিয়া।* এখানে দুনিয়া বলতে দোজখ বা কবর বোঝানো হয়েছে (৬১:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৩:১০ শিয়ালদের খাদ্য। যেভাবে দুশমনদের মৃতদেহ দাফন না করে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে রাখা হত যেন তাদের প্রতি অবমাননা প্রকাশ পায় (৫৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। দুটি বিপরীত বিষয়ের চমৎকার সহাবস্থান লক্ষ্য করুন: "আমার প্রাণ তৃপ্ত হবে, যেমন সুখাদ্য আহার করলে হয়" (আয়াত ৫); "তাদের তলোয়ারের হাতে তুলে দেওয়া হবে, তারা শিয়ালদের খাদ্য হবে"।

৬৩:১১ সমাপনী আয়াত (এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যেখানে বক্তাকে অবশেষে একজন বাদশাহ্ হিসেবে সম্বোধন করা হয়েছে। যে কেউ তাঁতে শপথ করে। যারা আল্লাহ্কে শ্রদ্ধা করে এবং তাঁর উপরে নির্ভর করে (দ্বি.বি. ৬:১৩)। *মিথ্যাবাদীদের মুখ।* যারা মিথ্যার বেসাতি গড়ে জীবন ধারণ করে (৫:৬; ৫৮:৩; ১০১:৭ আয়াত দেখুন এবং ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৬৪ অধ্যায়। চক্রান্তের কারণে বিপদাপন্ন হয়েও আল্লাহ্র কাছে উদ্ধার লাভের জন্য বিশেষ আত্মবিশ্বাসপূর্ণ মুনাজাত। এই অধ্যায়ের প্রেক্ষাপট অনেকটা জবুর ৬২ অধ্যায়ের মতই (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), কিন্তু এখানে বাদশাহ্র দুর্বল অবস্থা নিয়ে কোন কথা বলা হয় নি এবং এটিও পরিষ্কার নয় যে, চক্রান্তকারী ইসরাইলের ভেতরের লোকেরা নাকি বাইরে থেকে আসা লোকেরা (২ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর শরীফের অন্যান্য আরও অনেক গজলের মত এই গজলেও দুশমনদের প্রধান অস্ত্র হচ্ছে তাদের জিহ্বা (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। মুনাজাতটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে একজন দুশমনের কাছ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য প্রারম্ভিক ফরিয়াদ (আয়াত ১) এবং আল্লাহ্তে আনন্দ ও তাঁর প্রশংসা করার সমাপনী আহ্বানের মধ্য দিয়ে (আয়াত ১০)। দুটি সমান্তরাল আয়াত গুচ্ছের মধ্য দিয়ে দাউদের মুনাজাত ও তাঁর দুশমনদের হুমকিকে প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ২-৪) এবং আরেক দিকে প্রকাশ করা হয়েছে আল্লাহ্র পূর্ব ঘোষিত ওয়াদা এবং তা বাস্তবে পূর্ণতা সাধনের নিশ্চয়তা (আয়াত ৭-৯)। এই দুটি অংশের পারস্পরিক বিষয়বস্তুগত সম্পর্ককে বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে কয়েকটি বিশেষ শব্দের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে, যা হিব্রু সংস্করণে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়, যেমন: "অধর্মাচারী" (আয়াত ২), "জিহ্বা" (আয়াত ৩), "অকস্মাৎ ... তীর মারে" (আয়াত ৪), "অকস্মাৎ ... বাণে আহত হবে" (আয়াত ৭), "জিহ্বা" (আয়াত ৮), "আল্লাহ্র কাজ" (আয়াত ৯: হিব্রু সংস্করণে "কাজ করা" অর্থে ২ আয়াতেও একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে)। গজলটির কেন্দ্রে ৫-৬ আয়াতে চক্রান্তকারীদের মিথ্যা আশা নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

৬৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৬৪:১ আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত শ্রবণের জন্য প্রারম্ভিক ফরিয়াদ।

৬৪:২-৪ আল্লাহ্র কাছে জবুর রচয়িতার ফরিয়াদ এবং তাঁর বিরুদ্ধে কৃত চক্রান্ত।

৬৪:২ গূঢ় মন্ত্রণা। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের

২ দুর্বৃত্তদের গূঢ় মন্ত্রণা থেকে,
অধর্মচারীদের জনতা থেকে,
আমাকে লুকিয়ে রাখ।
৩ তারা তলোয়ারের মত নিজ নিজ জিহ্বায় শান দিয়েছে;
তারা কটুবাক্যরূপ তীর ধনুকে লাগিয়ে রেখেছে,
৪ যেন গোপনে সিদ্ধ লোকের প্রতি তা নিক্ষেপ করে;
তারা অকস্মাৎ তাকে তীর মারে, ভয় করে না।
৫ তারা কুমন্ত্রণায় নিজেদের সবল করে,
গোপনে ফাঁদ পাতবার বিষয়ে কথাবার্তা বলে;
তারা বলে, কে আমাদেরকে দেখবে?
৬ তারা অপরাধের সন্ধান করে নেয়,
বলে, আমরা চতুরতার সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে চিন্তা করে দেখেছি,

[৬৪:৩] জবুর ৫৫:২১; ইশা ৪৯:২।

[৬৪:৪] আইউ ৯:২৩; জবুর ১০:৮; ১১:২।

[৬৪:৫] আইউ ২২:১৩।
[৬৪:৮] দ্বি.বি. ২৮:৩৭।
[৬৪:৯] ইয়ার ৫১:১০।
[৬৪:১০] আইউ ২২:১৯।

[৬৫:১] দ্বি.বি. ২৩:২১; জবুর ১১৬:১৮।

প্রত্যেকের সঙ্কল্প ও হৃদয় গভীর।
৭ কিন্তু আল্লাহ্ তাদেরকে বাণবিদ্ধ করবেন,
অকস্মাৎ তারা বাণে আহত হবে।
৮ এভাবে তারা হোঁচট খাবে;
তাদের জিহ্বা তাদের বিপক্ষ হবে;
যত লোক তাদের দেখবে, সকলে উপহাস করবে।
৯ আর সমস্ত মানুষ ভয় পাবে,
তারা আল্লাহ্র কাজ তবলিগ করবে,
আর তাঁর কাজ বিবেচনা করবে।
১০ ধার্মিক লোক মাবুদে আনন্দ করবে,
ও তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিবে,
আর সরলচিত্ত সকলে গর্ব করবে।

জবুর ৬৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কাওয়ালী। দাউদের গজল।

অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে ২:১ আয়াতে ব্যবহৃত "কলহ" বা চক্রান্ত শব্দটি।

৬৪:৩ জিহ্বা। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *তলোয়ার ... কটুবাক্যরূপ তীর।* ৫৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৪:৪ ভয় করে না। তারা নিজেদেরকে সমস্ত বিপদ ও শাস্তি থেকে মুক্ত বলে মনে করে (জবুর ১০ অধ্যায় দেখুন এবং ১০:৬, ১১ আয়াতের নোট দেখুন), তবে এ প্রসঙ্গে ৭-৮ আয়াত দেখুন।

৬৪:৫-৬ দুশমনদের নিজেদের উপরে তীব্র আত্মবিশ্বাস।

৬৪:৫ গোপনে ফাঁদ পাতবার বিষয়ে কথাবার্তা বলে। ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৪:৬ হৃদয়। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *গভীর।* আক্ষরিক অর্থে "চতুর" বোঝানো হয়েছে (মেসাল ১৮:৪; ২০:৫ আয়াত দেখুন)।

৬৪:৭-৯ আল্লাহ্র ধার্মিকতাযুক্ত বিচারের প্রতি আস্থা ও নির্ভরতার নিদর্শন – তারা দাউদের যে ক্ষতি করতে চেয়েছে তা আল্লাহ্ তাদেরই প্রতি সাধন করবেন (আয়াত ৩-৪ দেখুন) – এবং যারা তা শুনেও চুপ করে থাকবে তাদের উপরেও এই শাস্তি প্রভাব এসে পড়বে। এই অংশটির সাথে ২-৪ আয়াতের সম্পর্ক জানতে এই অধ্যায়টির ভূমিকা দেখুন।

৬৪:৭ বাণবিদ্ধ করবেন ... বাণে আহত হবে। পয়দা ৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৪:৮ সকলে উপহাস করবে। ৪৪:১৪ আয়াত দেখুন।

৬৪:৯ সমস্ত লোকেরা আল্লাহ্র "কাজ" দেখে ভয় পাবে, তাঁর কথা ঘোষণা করবে। তারা দেখবে কীভাবে আল্লাহ্ দুষ্টদের চক্রান্ত বিনষ্ট করে দেন এবং তাদের বিচার করেন (আয়াত ২ দেখুন; ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৪০:৩; ৫৮:১১; ৬৫:৮ আয়াতও দেখুন)।

৬৪:১০ গজলটির সমাপনী আয়াত (আয়াত ১ দেখুন): "ধার্মিক লোক মাবুদে আনন্দ করবে, ও তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিবে" – আল্লাহ্তে আশ্রয় নেবে এবং তাঁর প্রশংসা করবে। *ধার্মিক লোক।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৬৫-৬৮ এই চারটি গজলের মূল ভাব হচ্ছে আল্লাহ্র প্রশংসা এবং তার সাথে যুক্ত হয়েছে আল্লাহ্র "ভয়াবহ" কাজের প্রতি বিশেষ স্বীকৃতি, যা "দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত" ইসরাইলকে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করার জন্য আহ্বান জানায় (৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। এই চারটি গজলে এগুলোর বিশেষ উপলক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যেমন ব্যক্ত হয়েছে তেমনি সার্বজনীন প্রশংসার বাণীও উচ্চারিত হয়েছে: (১) সমগ্র সৃষ্টিজগত নিয়ন্ত্রণ এবং তাকে মানুষের জন্য দোয়াযুক্ত ও ফলপ্রসূ করে তোলায় সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র প্রভাব, এবং (২) এই লোকদের জন্য আল্লাহ্র নাজাত দানকারী কাজ। দুটি বিষয়কেই এখানে এক সাথে নিয়ে আসা হয়েছে মূল আলোকপাতের বিষয়টিকে সামান্য পরিবর্তিত করে নিয়ে; জবুর ৬৫ ও ৬৭ অধ্যায়ে প্রথম বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয়েছে এবং জবুর ৬৬ ও ৬৮ অধ্যায়ে দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে কথা বলা হয়েছে। এভাবেই মানুষের প্রতি আল্লাহ্র পরম মহব্বত ও তাঁর কাজ সম্পর্কিত এই গজল সঙ্কলনটিতে সমগ্র মানব জাতিকে মাবুদ আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

জবুর ৬৫ অধ্যায়। আল্লাহ্র নিজ লোকদের প্রতি তাঁর মঙ্গলময়তা ও দয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরবের গজল। লোকদের মুনাজাতের উত্তর হিসেবে (১) আল্লাহ্ তাদের গুনাহ্ ক্ষমা করে দেন যেন তারা পবিত্র এবাদতখানায় তাঁর সাথে সহভাগিতা রক্ষা করে এবং সমস্ত মঙ্গলজনক দ্রব্য উপভোগ করতে পারে (আয়াত ১-৪); (২) তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে শৃঙ্খলা বিধান করেন, সেই সাথে তিনি এই দুনিয়ার সমস্ত ঘটনাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন যেন জাতিসমূহের মধ্যকার বিরোধ ও বিবাদ নিষ্পত্তি হয় এবং তাঁর জাতি ইসরাইল শান্তিতে বসবাস করতে পারে (আয়াত ৫-৮); এবং (৩) তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞাত ইসরাইল দেশকে পরিণত করেন মোহনীয় আদন উদ্যানে (আয়াত ৯-১৩)। এই সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে তিনি মানব জাতির জন্য আশার উদ্রেক ঘটান। তাঁর আশ্চর্য কাজ সকল তাদেরকে করে তোলে বিস্ময়াভিভূত এবং তারা গেয়ে ওঠে তাঁর প্রশংসার গান।

৬৫ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪ ও ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৫:১-২ আল্লাহ্র প্রশংসা ও গৌরব করার প্রতি প্রারম্ভিক প্রত্যয় প্রকাশ।

৬৫:১ তোমার অপেক্ষা করে। কিংবা বলা যায় "নীরবতা পালন করে" (৬২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এই অংশের

১ হে আল্লাহ্, সিয়োনে প্রশংসা তোমার অপেক্ষা
করে,
তোমার উদ্দেশে মানত পূর্ণ করা যাবে।
২ হে মুনাজাত-কবুলকারী,
তোমারই কাছে সমস্ত মানুষ আসবে।
৩ অপরাধগুলো আমার থেকেও প্রবল,
তুমি আমাদের সমস্ত অধর্ম মার্জনা করবে।
৪ সুখী সেই, যাকে তুমি মনোনীত করে কাছে
আন,
সে তোমার প্রাঙ্গণে বাস করবে;
আমরা পরিতৃপ্ত হব তোমার গৃহের উত্তম
দ্রব্যে,
তোমরা পবিত্র বায়তুল-মোকাদ্দসের উত্তম
দ্রব্যে।
৫ হে আমাদের উদ্ধারের আল্লাহ্,
তুমি ধার্মিকতায় মহৎ কাজ দ্বারা আমাদেরকে
উত্তর দেবে;
তুমি দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তের,
এবং দূরবর্তী সমুদ্রবাসীদের বিশ্বাস-ভূমি।
৬ তুমি নিজের শক্তিতে পর্বতমালার স্থাপনকর্তা;
তুমি পরাক্রমে বদ্ধকটি।
৭ তুমি সমুদ্রের গর্জন, তার তরঙ্গের গর্জন,
ও জাতিদের কোলাহল শান্ত করে থাক।
৮ আর দূরের নিবাসীরা তোমার সমস্ত চিহ্ন-কাজ

[৬৫:২] জবুর ৮৬:৯; ইশা ৬৬:২৩।
[৬৫:৩] রোমীয় ৩:২৫; ইব ৯:১৪।
[৬৫:৪] শুমারী ১৬:৫।
[৬৫:৫] দ্বি.বি. ৪:৩৪; জবুর ৪৫:৪; ১০৬:২২; ইশা ৬৪:৩।
[৬৫:৬] আমোস ৪:১৩।
[৬৫:৭] মথি ৮:২৬।
[৬৫:৮] ইশা ২৪:১৬; ৫২:৯।

অন্যতম লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রশংসাকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে, যা আল্লাহ্‌র পবিত্র এবাদতখানায় বসবাস করে, যা আল্লাহ্‌র আগমনের অপেক্ষা করে, যাকে মানুষ জাগিয়ে তোলে যেন সে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির জন্য সকলকে প্রস্তুত করে তুলতে পারে (৫৭:৮ আয়াত দেখুন)। **তোমার উদ্দেশে মানত।** প্রয়োজনের মুহূর্তে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে যে সকল প্রতিজ্ঞা লোকেরা করেছিল (৬৬:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৫:২ সমস্ত মানুষ। আক্ষরিক অর্থে "সমস্ত জীব", অর্থাৎ মূলত এখানে আল্লাহ্‌র লোকদেরই বোঝানো হয়েছে, যেমনটা যোয়েল ২:২৮ আয়াতে বলা হয়েছে। ৫ ও ৮ আয়াতের আলোকে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারীই মনে করেন যে, এই উক্তিটি আরও সার্বজনীন অর্থে করা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ৬৪:৯; ৬৬:১, ৪, ৮; ৬৭:৩-৫ এবং আরও অন্যান্য আয়াতে। **তোমারই কাছে ... আসবে।** আল্লাহ্‌কে একমাত্র আল্লাহ্ হিসেবে এবাদত ও তাঁর প্রশংসা করার জন্য, যিনি তাদের মুনাজাত শ্রবণ করেন এবং দয়া সহকারে উত্তর দেন।

৬৫:৩-৪ বেহেশতী দয়া ও করুণার অপরিহার্য কাজ যা পরবর্তী দুটি অংশে বর্ণিত অনুগ্রহ ও মহব্বতের ফল প্রকাশ করে।

৬৫:৩ আমাদের সমস্ত অধর্ম মার্জনা করবে। অর্থাৎ আমরা নিজেদের গুনাহ্‌র জন্য তোমার কাছে যে কোরবানী করেছি তা তুমি গ্রহণ করেছ, কাজেই তুমি আমাদের গুনাহ্‌ও ক্ষমা করে দেবে (দেখুন এর সাথে ৩২:১-২; ৭৮:৩৮; ৭৯:৯ আয়াত দেখুন এবং লেবীয় ১৬:২০-২২; ১৭:১১; ইবরানী ২:১৭; ৯:৫, ৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৫:৪ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *যাকে তুমি মনোনীত করে কাছে আন।* যারা আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতি ইসরাইলের লোক তারা প্রত্যেকে (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৩৩:১২; দ্বি.বি. ৪:৩৭ আয়াত) এবং যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর এবাদতখানায় গ্রহণ করেছেন। *সে তোমার প্রাঙ্গণে বাস করবে।* ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২৩:৬ আয়াতের নোটও দেখুন।

তোমার গৃহের উত্তম দ্রব্যে। আল্লাহ্‌র উপস্থিতি থেকে যে সমস্ত দোয়া ও অনুগ্রহ প্রবাহিত হয় (৩৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৫:৫-৮ আল্লাহ্, যিনি তাঁর সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করেন, তিনি জাতিগণকেও শান্ত করে তোলেন এবং ইসরাইল জাতিকে তার মুনাজাতের উত্তর হিসেবে সুরক্ষা ও নিরাপত্তা দান করেন।

৬৫:৫ ধার্মিকতায় মহৎ কাজ। আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর কাজ, যেমন মিসর থেকে ইসরাইল জাতির উদ্ধার এবং তাদের কেনান দেশ অধিকার লাভ, ইসরাইলের দুশমনদের সংহার করার মাধ্যমে প্রকাশিত আল্লাহ্‌র শক্তিমত্তার কাজ (৬৬:৩; আরও দেখুন ১০৬:২২; ১৪৫:৬; দ্বি.বি. ১০:২১; ২ শামু ৭:২৩; ইশা ৬৪:৩ আয়াত)।

উদ্ধারের আল্লাহ্। আল্লাহ্ তাঁর ওয়াদা রক্ষা করার মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করেছেন (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)। **দুনিয়ার সমস্ত প্রান্তের ... বিশ্বাস-ভূমি।** যদিও দুনিয়ার সকল জাতি তা সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় নি।

৬৫:৬-৭ দুনিয়া সৃষ্টিকারী আল্লাহ্, যিনি তাঁর নিজ ক্ষমতায় এই দুনিয়াকে সৃষ্টির পূর্বের বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে মুক্ত করেছেন (পয়দা ১ অধ্যায় দেখুন), তিনিই আবার একই ভাবে তাঁর লোকদেরকে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে নিয়ে এসেছেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করেছেন (ইশা ২:৪; ১১:৬-৯; মিকাহ্ ৪:৩-৪ আয়াত দেখুন) যেন ইসরাইল জাতি প্রতিজ্ঞাত দেশে বিশ্রাম পায় (জবুর ৩৩; ৪৬ অধ্যায় দেখুন)। উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্‌র বিশেষ এই কাজকে অনেক সময় পুরাতন নিয়মের সাহিত্যিকেরা তাঁর সৃষ্টিকর্মের সাথে তুলনা করেছেন (৭৪:১২-১৭; ৮৯:৯-১৮; ইশা ২৭:১; ৪০:৬-১৪, ২১-৩১; ৫১:৯-১১ আয়াত দেখুন), যেহেতু সৃষ্টিকর্তা হিসেবে তাঁর ক্ষমতা নিশ্চিত করেছে একজন উদ্ধারকারী হিসেবে তাঁর ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে। *পর্বতমালার স্থাপনকর্তা ... সমুদ্রের গর্জন ... শান্ত করে থাক।* তিনি সমগ্র সৃষ্টিজগতকে নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব করে থাকেন (৯৫:৪-৫ আয়াত দেখুন)।

৬৫:৭ জাতিদের কোলাহল। আল্লাহ্ জাতিগণের মধ্যকার অশান্তি ও গোলযোগ দূর করেন– যা অনেক ক্ষেত্রে ইসরাইলের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়– যাকে তুলনা করা হয়েছে সৃষ্টির পূর্বের ঘন অন্ধকার জলধির সাথে (৩২:৬; ৩৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৫:৮ সমস্ত লোকেরা (অনিবার্যভাবে) আল্লাহ্‌র নিজ লোকদের প্রতি তাঁর উদ্ধারকারী কাজ দেখতে পাবে এবং তারা ভয়ে বিহ্বল হবে (৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। সেই সাথে সমস্ত সৃষ্টিজগত আনন্দ করবে (আয়াত ১৩ দেখুন)।

চিহ্ন কাজ। বা বলা যায় "আশ্চর্য বা অলৌকিক কাজ," যা আল্লাহ্‌র মহান উদ্ধারকারী কাজের কথা বোঝায়, যেমনটা তিনি ইসরাইল জাতিকে মিসর দেশ থেকে উদ্ধার করার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছিলেন (দ্বি.বি. ৪:৩৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন জবুর ৭৮:৪৩; ১০৫:২৭; ১৩৫:৯ আয়াত)। চিহ্ন বলতে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্ যুগে যুগে দেখিয়েছেন যে, তাঁর কাজের মাধ্যমে তিনি সব সময়ই তাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন।

দেখে ভয় পায়;
তুমি প্রত্যুষের ও সন্ধ্যাবেলার উদয়স্থানকে
আনন্দ-গীতিময় করে থাক।
৯ তুমি দুনিয়ার তত্ত্বাবধান করছো,
ওতে পানি সেচন করছো,
তা অতিশয় উর্বর করছো;
আল্লাহ্‌র নদী পানিতে পরিপূর্ণ;
এভাবে ভূমি প্রস্তুত করে তুমি মানুষের জন্য
শস্য প্রস্তুত করে থাক।
১০ তুমি তার সমস্ত সীতা জলসিক্ত করে থাক,
তার সমস্ত আল সমান করে থাক,
তুমি বৃষ্টি দ্বারা তা কোমল করে থাক,
তার অঙ্কুরকে দোয়া করে থাক।
১১ তুমি তোমার উপচয় দিয়ে বছরকে মুকুট
পরিয়ে থাক,
তোমার ঘোড়ার গাড়ি পুষ্টিকর দ্রব্যে উপচে
পড়ে।
১২ তা মরুভূমিস্থ চরাণি-স্থান সকলেতে উপচে
পড়ে;
এবং উপপর্বতগুলো হর্ষরূপ পরিচ্ছদ পায়।
১৩ সমস্ত মাঠ ভেড়ার পালে ভূষিত হয়,
সমস্ত উপত্যকা শষ্যে আচ্ছাদিত হয়;
তারা আনন্দধ্বনি করে, তারা গান করে।

[৬৫:৯] লেবীয় ২৬:৪।
[৬৫:১০] দ্বি.বি. ৩২:২;২শামু ১:২১; আইউ ৩৬:২৮; প্রেরিত ১৪:১৭।
[৬৫:১১] দ্বি.বি. ২৮:১২; ইউ ১০:১০।
[৬৫:১২] আইউ ২৮:২৬; যোয়েল ২:২২।
[৬৫:১৩] ইশা ৩০:২৩; জাকা ৮:১২।
[৬৬:২] ইশা ৪২:৮, ১২; ৪৩:২১।
[৬৬:৩] দ্বি.বি. ৭:২১;১০:২১।
[৬৬:৪] জবুর ২২:২৭।

জবুর ৬৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। গজল। কাওয়ালী।
১ সমস্ত দুনিয়া! আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আনন্দধ্বনি
কর।
২ তাঁর নামের গৌরব ঘোষণা কর,
তাঁর প্রশংসা গৌরবান্বিত কর।
৩ আল্লাহ্‌কে বল, তোমার সমস্ত কাজ কি
বিস্ময়কর!
তোমার পরাক্রমের মহত্ত্বে তোমার দুশমনেরা,
তোমার কর্তৃত্ব স্বীকার করবে।
৪ সমস্ত দুনিয়া তোমার কাছে সেজ্‌দা করবে,
ও তোমার উদ্দেশে কাওয়ালী করবে;
তারা তোমার নাম ঘোষণা করবে।

৬৫:৯-১৩ ইসরাইল জাতির মুনাজাতের উত্তর হিসেবে আল্লাহ্‌ তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশকে সমস্ত উত্তম দ্রব্য দ্বারা পরিপূর্ণ করে দিয়েছিলেন।

৬৫:৯ আল্লাহ্‌র নদী। ৩৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৫:১১ তোমার উপচয়। আক্ষরিক অর্থে "মঙ্গলময়তা" (৬৮:১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৫:১৩ তারা আনন্দধ্বনি করে, তারা গান করে। জবুর রচয়িতার অন্যান্য গজলের ভাষ্য অনুসারে সমগ্র সৃষ্টিজগত, এর অন্তর্গত সমস্ত উপাদান এই মানবীয় প্রশংসা গানে অংশ নেয় এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম, তাঁর দোয়া ও রহমত এবং উদ্ধারের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য তাঁর গৌরব ও মহিমা প্রকাশ করে (৮৯:১২; ৯৬:১১-১৩; ৯৮:৮-৯; ১০৩:২২; ১৪৫:১০; ১৪৮:৩-৪, ৭-১০ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন আইউব ৩৮:৭; ইশা ৪৪:২৩; ৪৯:১৩; ৫৫:১২ আয়াতও দেখুন)।

জবুর ৬৬ অধ্যায়। মুনাজাতের প্রতি আল্লাহ্‌র সমস্ত জবাবের জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসার গজল। সম্ভবত জবুর রচয়িতাকে সমস্ত শত্রুদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য এই গজলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে। ইসরাইল জাতিকে হিজরত করার সময়ে আল্লাহ্‌ যেভাবে রক্ষা করেছেন তার জন্য তিনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছেন। একইভাবে তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে রক্ষা করার জন্যও তিনি আল্লাহ্‌র এবাদত ও প্রশংসা করেছেন। তাঁর মানত পরিপূর্ণ করার জন্য এবাদতখানায় তিনি এই প্রশংসা উৎসর্গ করেছেন (আয়াত ১৩-১৪; ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এ ধরনের প্রশংসা গজলের ক্রান্তিলগ্নে অনেক সময় অন্যদেরকেও প্রশংসায় অংশগ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয় (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে জবুর রচয়িতা অত্যন্ত উদ্দীপনার সাথে গজলের শুরুতেই অন্যদেরকে প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন এবং তা গজলের মধ্যে মাঝে মাঝেই দেখা যায় (যেমন ৬৭:৩-৫; ৬৮:৩২; ৯৮:৪; ৯৯:১-৩; ১০০:১; ১১৭:১ আয়াত), যা দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছায়। এই গজলটি হচ্ছে চারটি গজলের একটি সঙ্কলনের মধ্যে দ্বিতীয় (জবুর ৬৫-৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এর শুরুতে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা (আয়াত ১-২) এবং শেষে রয়েছে মুনাজাতের মূল প্রেক্ষাপট নিয়ে ঘোষণা (আয়াত ১৯-২০, হিব্রু সংস্করণে ব্যবহৃত শব্দ নিয়ে কিছুটা দ্বিধার বিষয় রয়েছে, কারণ সেখানে "প্রশংসা" ও "মুনাজাত" শব্দ দুটি প্রায় একই রকম শোনায়)। প্রাথমিক অংশের পরে (আয়াত ১-৪) রয়েছে দুটি বিষয়বস্তু ভিত্তিক অংশ, যার কাঠামো প্রায় একই রকম। এটি হচ্ছে তিন আয়াত বিশিষ্ট গুচ্ছ (আয়াত ৫-৭, ১৩-১৫) যার পরে রয়েছে পাঁচ আয়াত বিশিষ্ট একটি অংশ (আয়াত ৮-১২, ১৬-২০)। প্রথম অংশের প্রথম আয়াতটি (আয়াত ৫) শুরু হয়েছে "চল ... দেখ" বক্তব্যের মধ্য দিয়ে; দ্বিতীয় অংশের প্রথম আয়াতটি (আয়াত ১৬) শুরু হয়েছে "এসে ... শোন" বক্তব্যের মধ্য দিয়ে।

৬৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪ এবং ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৬:১-৪ সমস্ত দুনিয়াকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশে আনন্দপূর্ণ জয়ধ্বনি করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে।

৬৬:১ সমস্ত দুনিয়া! ৬৫:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৬:২ নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৬:৩ বিস্ময়কর! আয়াত ৫ দেখুন; এর সাথে ৬৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *কর্তৃত্ব স্বীকার করবে।* ১৮:৪৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইউসা ৫:১; ২ খান্দান ২০:২৯ আয়াত।

৬৬:৪ ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৬:৫-৭ জাতিগণের উপরে আল্লাহ্‌র কর্তৃত্বের চিহ্ন হিসেবে লোহিত সাগরে ইসরাইল জাতির উদ্ধারের ঘটনার পুনরায় বর্ণনা করা হয়েছে। জবুর রচয়িতা লোহিত সাগরে ইসরাইল জাতিকে উদ্ধারের ঘটনা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্‌ সব সময়ই তাঁর জাতির লোকদেরকে রক্ষা করার জন্য কাজ করে চলেছেন (আল্লাহ্‌ তাঁর বিস্ময়কর সৃষ্টিকে কত না বিস্ময়কর উপায়ে রক্ষা করে থাকেন তা আরও জানতে দেখুন ৬৫:৫-৭ আয়াত)।

৬৬:৫ চল ... দেখ। এই গজলটির ভূমিকা দেখুন। পুরাতন

সেলা।
৫ চল, আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজ দেখ;
মানুষের বিষয়ে তিনি স্বকর্মে ভয়াবহ।
৬ তিনি সমুদ্রকে শুকনো ভূমিতে পরিণত
করলেন;
লোকেরা নদীর মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে গমন
করলো,
তাঁতে সেই স্থানে আমরা আনন্দ করলাম।
৭ তিনি নিজের পরাক্রমে অনন্তকাল কর্তৃত্ব
করেন;
তাঁর চোখ জাতিদেরকে নিরীক্ষণ করছে;
বিদ্রোহীরা নিজেদের উঁচু না করুক। সেলা।
৮ হে জাতিরা, আমাদের আল্লাহ্‌র শুকরিয়া কর,
তাঁর প্রশংসা-ধ্বনি যেন শোনা যায়।
৯ তিনিই আমাদের প্রাণ জীবিতদের সঙ্গে রাখেন,
আমাদের চরণ টলতে দেন না।
১০ কেননা, হে আল্লাহ্‌, তুমি আমাদের পরীক্ষা
করেছ,
রূপা পোড় দেবার মত করে আমাদেরকে
পোড় দিয়েছ;
১১ তুমি আমাদের জালে ফেলেছ,
আমাদের কোমর ভারগ্রস্ত করেছ।
১২ তুমি আমাদের মাথার উপর দিয়ে
ঘোড়সওয়ারদেরকে চালিয়েছ;
আমরা আগুন ও পানির মধ্য দিয়ে গমন
করেছি;
তবুও তুমি আমাদেরকে সমৃদ্ধি-স্থানে এনেছ।
১৩ আমি পোড়ানো-কোরবানী নিয়ে তোমার গৃহে
প্রবেশ করবো,
তোমার উদ্দেশে আমার সেসব মানত পূর্ণ
করবো,
১৪ যা আমার ওষ্ঠাধর উচ্চারণ করেছে,
যা সঙ্কটের সময়ে আমার মুখ বলেছে।
১৫ আমি তোমার উদ্দেশে মেদযুক্ত পোড়ানো-
কোরবানী করবো,
তার সঙ্গে ভেড়ারূপ ধূপ জ্বালাব;
ছাগলগুলোর সঙ্গে ষাঁড়গুলোকেও কোরবানী
করবো। সেলা।
১৬ হে আল্লাহ্‌-ভীত লোকেরা, তোমরা এসে
শোন;
আমার প্রাণের জন্য তিনি যা করেছেন, তা
বর্ণনা করি।
১৭ আমি নিজের মুখে তাঁকে ডাকলাম,
তাঁর উচ্চপ্রশংসা আমার জিহ্বাগ্রে ছিল।
১৮ যদি চিত্তে অধর্মের প্রতি তাকাতাম,
তবে প্রভু শুনতেন না।
১৯ কিন্তু সত্যিই আল্লাহ্‌ শুনেছেন;
তিনি আমার মুনাজাতে সাড়া দিয়েছেন।
২০ আল্লাহ্‌ ধন্য হোন,
যিনি আমার মুনাজাত এবং আমার উপর

[৬৬:৬] ১করি ১০:১।
[৬৬:৭] হিজ ১৫:১৮।
[৬৬:৮] জবুর ২২:২৩।
[৬৬:৯] দ্বি.বি. ৩২:৩৫; আইউ ১২:৫।
[৬৬:১০] আইউ ৬:২৯;২৮:১; জবুর ১২:৬।
[৬৬:১১] পয়দা ৩:১৭; হিজরত ১:১৪; ইশা ১০:২৭।
[৬৬:১২] ইশা ৫১:২৩।
[৬৬:১৩] হেদা ৫:৪; ইউ ২:৯।
[৬৬:১৫] লেবীয় ১৬:৫।
[৬৬:১৬] জবুর ৩৪:১১।
[৬৬:১৮] দ্বি.বি. ১:৪৫;১শামু ৮:১৮; ইয়াকুব ৪:৩।
[৬৬:১৯] জবুর ১৮:৬।
[৬৬:২০] জবুর ২২:২৪।

দিনগুলোতে আল্লাহ্‌ যেভাবে তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করেছেন তা তাঁর এবাদতখানায় দেখা যায়, যেখানে ক্রমাগতভাবে তাঁর এই সকল বিস্ময়কর কাজের জন্য তাঁর গৌরব প্রশংসা করা হচ্ছে (৪৬:৮; ৪৮:৮-৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৬:৬ নদীর মধ্য দিয়ে। সম্ভবত জর্ডান নদী, তবে এখানে "লোহিত সাগরকেই" খুব সম্ভব বোঝানো হয়েছে।

৬৬:৭ বিদ্রোহীরা। যে সকল জাতি আল্লাহ্‌র বিধান ও আদেশের বিপরীতে কাজ করে (৬৮:৬ আয়াত দেখুন)।

৬৬:৮-১২ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করার জন্য তাঁর প্রশংসা।

৬৬:৮ হে জাতিরা। এখানে সম্ভবত আল্লাহ্‌র এবাদত ও বন্দেগীতে সমবেত প্রত্যেককেই সম্বোধন করা হয়েছে (২ খান্দান ২০:২৭-২৮ আয়াত দেখুন)।

৬৬:৯ চরণ টলতে দেন না। ৩৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৬:১০ পরীক্ষা করেছ ... পোড় দিয়েছ। এক দিক থেকে দেখলে দুর্দশার সময়ে আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে সত্যিকার অর্থেই আল্লাহ্‌র প্রতি আস্থা ও বিশ্বস্ততা রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। এখানে মূল্যবান ধাতুকে খাদ থেকে আলাদা করার প্রযুক্তিকে রূপকার্থে বর্ণনা করা হয়েছে। মূলত মূল্যবান ধাতুকে পুড়িয়ে বা গলিয়ে তার ভেতর থেকে সমস্ত অপদ্রব্য বা বর্জ্য দূর করা হত (১২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৬:১১-১২ তুমি ... তুমি। আল্লাহ্‌ বিধান সর্বত্র বিরাজমান; এমন কি দুশমনেরা যখন আল্লাহ্‌র লোকদেরকে নির্যাতন করেন, তখনও আল্লাহ্‌ নেহায়েত চুপ করে বসে থাকেন না, কিন্তু সেখানেও তাঁর বিশেষ পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য রয়েছে (ইশা ৪৫:৭; আমোস ৩:৬ আয়াত দেখুন)।

জালে ফেলেছ ... ভারগ্রস্ত করেছ ... ঘোড়সওয়ারদেরকে চালিয়েছে। সম্ভবত এখানে মিসরীয় শাসকদের শোষণের কথা বোঝানো হয়েছে, যেখান থেকে আল্লাহ্‌ হিজরতের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতিকে উদ্ধার করেছেন।

৬৬:১২ আগুন ও পানি। মারাত্মক শাস্তি সম্পর্কে রূপক বর্ণনা (ইশা ৪৩:২ আয়াত দেখুন)।

সমৃদ্ধি-স্থানে এনেছ। আক্ষরিক অর্থে "অনুগ্রহে উপচে পড়া দেশ" (২৩:৫ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌র লোকদেরকে শোষণে পরিপূর্ণ দেশ থেকে উঠিয়ে এনে সমৃদ্ধিতে পূর্ণ একটি দেশে নিয়ে আসা হল: প্রতিজ্ঞাত কেনান দেশ।

৬৬:১৩-১৫ মানত পরিপূর্ণ করার ঘোষণা: আল্লাহ্‌র উদ্দেশে এই অংশটি উচ্চারণ করা হয়েছে (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৫০:১৪; ১১৬:১৭-১৯ আয়াতও দেখুন)।

৬৬:১৩ আমি। অর্থাৎ স্বয়ং বাদশাহ্‌।

৬৬:১৬-২০ জবুর রচয়িতার জন্য আল্লাহ্‌ যা করেছেন তার ঘোষণা– আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা করা হয়েছে এবং সমস্ত সমবেত এবাদতকারীদের উদ্দেশে তা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ৩৪:১-৭ আয়াত)।

৬৬:১৬ তোমরা এসে শোন। এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। *আল্লাহ্‌-ভীত লোকেরা।* ১৫:৪; পয়দা ২০:১১; মেসাল ১:৭; লূক ১২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৬:১৭ তাঁর উচ্চপ্রশংসা। পুরাতন নিয়মে প্রশংসা ও মুনাজাত ছিল অবিচ্ছেদ্য (ফিলিপীয় ৪:৬; ১ তীমথি ২:১ আয়াতও দেখুন)।

৬৬:২০ আল্লাহ্‌ ধন্য হোন। আয়াত ৮ দেখুন। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

থেকে নিজের অটল মহব্বত,
দূর করেন নি।

জবুর ৬৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে।
কাওয়ালী। গজল।

১ আল্লাহ্ আমাদেরকে কৃপা করুন ও দোয়া
করুন,
আমাদের প্রতি তাঁর মুখ উজ্জ্বল করুন।
সেলা।
২ এভাবে যেন দুনিয়ার সকলে তোমার পথ,
ও সমস্ত জাতির তোমার নাজাত জানতে
পায়।

[৬৭:১] শুমারী ৬:২৪
-২৬।
[৬৭:২] জবুর ৯৮:২;
ইশা ৬২:২; প্রেরিত
১০:৩৫; তীত
২:১১।
[৬৭:৪] জবুর
১০০:১-২।
[৬৭:৬] পয়দা
৮:২২;লেবীয়
২৬:৪; জবুর
৮৫:১২; ইশা
৫৫:১০; ইহি
৩৪:২৭; জাকা
৮:১২।
[৬৭:৭] জবুর ২:৮।

৩ হে আল্লাহ্, জাতিরা তোমার প্রশংসা করুক,
সমস্ত জাতি তোমার প্রশংসা করুক।
৪ লোকবৃন্দ আহ্লাদিত হয়ে আনন্দগান করুক;
যেহেতু তুমি ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবে,
দুনিয়াতে মানব জাতিকে শাসন করবে।
সেলা।
৫ হে আল্লাহ্, জাতিরা তোমার প্রশংসা করুক,
সমস্ত জাতি তোমার প্রশংসা করুক।
৬ দুনিয়া নিজের ফল দিয়েছে;
আল্লাহ্, আমাদের আল্লাহ্, আমাদের দোয়া
করবেন।
৭ আল্লাহ্ আমাদেরকে দোয়া করবেন,
আর দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত তাঁকে ভয় করবে।

জবুর ৬৭ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দোয়া লাভের জন্য সমবেত মুনাজাত। এর বিষয়বস্তু, কাঠামো ও সংক্ষিপ্ত পরিসর বিশ্লেষণ করে বলা যেতে পারে যে, কোন এবাদত বন্দেগীর শেষে মুনাজাতের সমাপনী হিসেবে উচ্চারণের জন্য লিটার্জি হিসেবে এই গজলটি ব্যবহার করা হত, হয়তো ইমামের দোয়াবাণীর ঠিক আগে তা উচ্চারণ করা হত (১ আয়াতের নোট দেখুন)। আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ (সেই সাথে তাদের জীবন রক্ষার জন্য তাঁর বিস্ময়কর কাজ) অধিকাংশ জাতির কাছেও বিস্ময়ের বিষয় হয়ে উঠেছিল এবং তারাও তাঁর প্রশংসা করতে সমবেত হয়েছিল (৬৫:২ আয়াত দেখুন)। এই গজলটি হচ্ছে চারটি বিশেষ গজলের একটি সঙ্কলনের মধ্যে তৃতীয় গজল, যা বিষয়বস্তুগত দিক থেকে জবুর ৬৫ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (জবুর ৬৫-৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এর কাঠামো সম্পূর্ণ সমান্তরাল: শুরুতে দুটি আয়াতে মুনাজাত করা হয়েছে, অপর দিকে শেষে দুটি আয়াতে মুনাজাতের প্রতি আল্লাহ্‌র জবাব সম্পর্কে আত্মবিশ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। ভেতরের অংশটির শুরু ও শেষে (আয়াত ৩ ও ৫) রয়েছে স্বগতোক্তিমূলক বক্তব্য। মূল অংশে প্রকাশ পেয়েছে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত লোকদের জেগে ওঠার আহ্বান যেন তারা সকলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে এবং আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাতের জবাব লাভের জন্য ফরিয়াদ জানায়।

৬৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪ ও ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৭:১-২ মূল মুনাজাতটি।

৬৭:১ মুনাজাতের প্রধান অংশ, যেখানে ইমামের দোয়াবাণীর প্রতিফলন ঘটেছে (শুমারী ৬:২৪-২৬ আয়াতের নোট দেখুন)। আমাদের প্রতি তাঁর মুখ উজ্জ্বল করুন। ৪:৬; ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৭:৩-৫ উৎসাহ প্রদান। ২ আয়াতের উপরে গুরুত্ব দিয়ে সারা দুনিয়ার সমস্ত লোককে বলা হচ্ছে যেন তারা আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, কারণ তাতে করে আল্লাহ্ আরও বেশি করে অনুগ্রহ তাঁর লোকদের উপরে ঢেলে দেবেন। এই প্রত্যাশার দুটি অংশ রয়েছে: (১) আল্লাহ্ যেন প্রচুর রূপে রহমত দান করেন, যেন লোকেরা আরও বেশি করে তাঁর প্রশংসা করতে পারে, এবং (২) যেন অন্যান্য জাতিরাও ইসরাইল জাতির সাথে মিলে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে, যা এবাদতের লিটার্জির এই পর্যায়ের জন্য অত্যন্ত চমৎকার একটি বক্তব্য।

৬৭:৪ জাতিগণ যখন দেখবে সারা দুনিয়াতে মাবুদ আল্লাহ্ রাজত্ব করছেন তখন যেন তারা আনন্দ করে (৬৫:৭-৮; ৯৮: ৪-৬; ১০০:১ আয়াত দেখুন)।

৬৭:৬-৭ লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র দোয়া ও রহমতের প্রভাব।

৬৭:৬ প্রতিজ্ঞাত ভূমি তার সমস্ত গুণে ও ঐশ্বর্যে আরও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে (৬৫:৯-১৩ আয়াত দেখুন)।

৬৭:৭ দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত। ৬৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন। তাঁকে ভয় করবে। ৬৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৬৮ অধ্যায়। এই কাওয়ালীতে সিনাই পর্বত থেকে সিয়োন পর্বতে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র বিজয়ী পদযাত্রা উদযাপন করা হয়েছে। এর সাথে যুক্ত রয়েছে একটি বিশেষ মুনাজাত যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ্‌র শক্তি ও ক্ষমতা সেই সময় পর্যন্ত প্রকাশ পেতে থাকবে যে পর্যন্ত আল্লাহ্‌র লোকেরা সম্পূর্ণ মুক্ত ও সুরক্ষিত না হয় এবং দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য ইসরাইলের আল্লাহ্‌র বশ্যতা স্বীকার করে তাঁর কাছে নৈবেদ্য না আনে। এখানে যে কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে তা হচ্ছে এবাদতকারী সমবেত লোকেরা এবং এই গজলটি সম্ভবত জেরুশালেম এবাদতখানায় আরোহণের জন্য পায়ে হেঁটে চলা তীর্থযাত্রীদের মুনাজাতের ও প্রশংসা গজলের সাথে ব্যবহৃত সম্পূরক গজল (জবুর ২৪; ৪৭; ১১৮; ১৩২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গজলটির প্রথমার্ধে (আয়াত ১-১৮ আয়াতে ১৯টি হিব্রু কবিতার পঙক্তি রয়েছে) সিনাই পর্বত থেকে (হযরত মূসার সময়কার) সিয়োন পর্বত পর্যন্ত (বাদশাহ্ দাউদের সময়কার) বহু বিষয়ের স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। সিনাই পর্বতের ঘটনাবলী ইসরাইলের লোকদের মধ্যে আল্লাহ্‌র রাজ্যের সূচনা নির্দেশ করে; শরীয়ত সিন্দুক (দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র পাদপীঠ) জেরুশালেমের এবাদতখানায় স্থাপন করা নির্দেশ করে দুনিয়ার সমস্ত জাতিগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, যার রাজধানী হবে জেরুশালেম। গজলটির দ্বিতীয়ার্ধে (১৯-৩৫ আয়াতেও ১৯টি হিব্রু কবিতার পঙক্তি রয়েছে) শুরুতে রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন এবং শেষে রয়েছে আল্লাহ্‌র বিজয় লাভের প্রত্যাশা, যে পর্যন্ত না তাঁর জাতির লোকদের নাজাত সাধন সম্পূর্ণ না হয় এবং তাঁর বাদশাহী কর্তৃত্ব সার্বজনীনভাবে প্রশংসার বিষয় হয়ে না ওঠে। প্রাথমিক মণ্ডলীতে ইফিষীয় ৪:৮-১৩ আয়াতের শিক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তারা এই গজলটিকে মসীহের পুনরুত্থান, বেহেশতারোহণ এবং বর্তমানের শাসন হিসেবে দেখেছিল এবং বিশৃঙ্খল ও শত্রুভাবাপন্ন এই দুনিয়ার উপরে আল্লাহ্‌র সর্বশেষ বিজয় হিসেবে ব্যাখ্যা করতেন। জবুর ৬৮ অধ্যায় হচ্ছে চারটি গজলের সঙ্কলনের মধ্যে সর্ব শেষ অধ্যায়টি

জবুর ৬৮

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী। গজল।

১ আল্লাহ্ উঠুন, তাঁর দুশমনেরা ছিন্নভিন্ন হোক,
তাঁর বিদ্বেষীরা তাঁর সম্মুখ থেকে পালিয়ে যাক।
২ বাতাসে যেমন ধোঁয়া উড়ে যায়,
তেমনি তুমি তাদেরকে উড়িয়ে নিয়ে যাও;
যেমন আগুনের সম্মুখে মোম গলে যায়,
তেমনি আল্লাহ্‌র সম্মুখে দুষ্টরা বিনষ্ট হোক।
৩ কিন্তু ধার্মিকেরা আনন্দ করুক,
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে উল্লাস করুক,
তারা আনন্দে আহ্লাদিত হোক।
৪ তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে গজল গাও,
তাঁর নামের ঘোষণা কর;
যিনি মরুভূমি দিয়ে বাহনে আসছেন,
তাঁর জন্য রাজপথ বাঁধ;
তাঁর নাম 'মাবুদ' (ইয়াহ্),
তাঁর সাক্ষাতে উল্লাস কর।
৫ আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র বাসস্থানে
এতিমদের পিতা ও বিধবাদের বিচারকর্তা।
৬ আল্লাহ্ সঙ্গীহীনদেরকে পরিবারে মধ্যে বাস করান,
তিনি বন্দীদেরকে মুক্ত করে সহিসালামতে রাখেন;
কিন্তু বিদ্রোহীরা দগ্ধ ভূমিতে বাস করে।
৭ হে আল্লাহ্, তুমি যখন নিজের লোকদের আগে আগে যাচ্ছিলে,
যখন শুকনো ভূমি দিয়ে গমন করছিলে, সেলা।
৮ তখন দুনিয়া কেঁপে উঠলো, আসমান বৃষ্টি ঢেলে দিল;
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে, ঐ সিনাই আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে,
আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে, ইসরাইলের আল্লাহ্‌র

[৬৮:১] শুমারী ১০:৩৫; ইশা ১৭:১৩।
[৬৮:২] শুমারী ১০:৩৫।
[৬৮:৩] জবুর ৯৭:১২।
[৬৮:৪] ২শামু ২২:৫০।
[৬৮:৪] হিজ ৬:৩।
[৬৮:৫] হিজ ২২:২২; দ্বি.বি. ১০:১৮।
[৬৮:৬] ইশা ৬১:১; লূক ৪:১৮।
[৬৮:৭] হিজ ১৩:২১।
[৬৮:৮] কাজী ৫:৪; ২শামু ২১:১০; হেদা ১১:৩।
[৬৮:৯] দ্বি.বি. ৩২:২; আইউ

(জবুর ৬৫-৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গজলটি তৈরি করা হয়েছে নয়টি বিশেষ অংশের মাধ্যমে, যার শেষে একটি বিশেষ সমাপনী বাণী রয়েছে। প্রথম অংশটি (আয়াত ১-৩) একটি লিটার্জি ভিত্তিক পদযাত্রা নির্দেশ করে এবং শেষ অংশটি হচ্ছে (আয়াত ৩২-৩৫) উপসংহার যেখানে আল্লাহ্‌কে তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করার জন্য প্রশংসিত করা হয়েছে। সপ্তম অংশটি (আয়াত ২৪-২৭) প্রকাশ করে পদযাত্রার শেষ মুহূর্ত এবং এবাদতখানায় প্রবেশের দৃশ্য। এই সুস্পষ্ট দৃশ্যগুলোর আলোকে তৃতীয় অংশটি (আয়াত ৭-১০) প্রকাশ করে সিনাই পর্বত থেকে শুরু করে প্রতিজ্ঞাত দেশ পর্যন্ত প্রান্তরে ভ্রমণের দিনগুলোর স্মৃতির কথা এবং পঞ্চম অংশ (আয়াত ১৫-১৮) প্রকাশ করে সেই ঘটনার কথা যখন মাবুদ আল্লাহ্ সিয়োন পর্বতে আরোহণ করবেন। অপরদিকে দ্বিতীয় অংশটি (আয়াত ৪-৬) আল্লাহ্‌র অটল মহব্বতে পূর্ণ শাসনের কথা প্রকাশ করে; ষষ্ঠ অংশটি (আয়াত ১৯-২৩) আল্লাহ্‌র ভবিষ্যৎ বিজয় লাভের ব্যাপারে নিশ্চয়তা প্রকাশ করে; এবং অষ্টম অংশটি (আয়াত ২৮-৩১) প্রকাশ করে এই মুনাজাত যে, আল্লাহ্ যেন তাঁর ক্ষমতা দিয়ে সমস্ত দুশমনদেরকে বিনষ্ট করে দেন যেভাবে তিনি এর আগেও করেছেন।

৬৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪ ও ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৬৮:১-৩ পদযাত্রার সূচনা; লিটার্জির দিক থেকে সিনাই পর্বত থেকে আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে সাথে তাঁর পদযাত্রার সূচনা (শুমারী ১০:৩৩-৩৫ আয়াত দেখুন)।

৬৮:১ তাঁর দুশমনেরা ছিন্নভিন্ন হোক। ৩০ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৮:৩ ধার্মিকেরা। আল্লাহ্‌র মনোনীত জাতির লোক হিসেবে ইসরাইল সব সময়ই তাদের থেকে আলাদা, যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের আগমনে বাধা হয়ে দাঁড়ায় (২ আয়াতে উল্লিখিত "দুষ্টরা"); ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৮:৪-৬ আল্লাহ্‌র সুশাসনের জন্য তাঁর প্রশংসা করার আহ্বান।

৬৮:৪ তাঁর নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। যিনি মরুভূমি দিয়ে বাহনে আসছেন। কেনানীয় সাহিত্য থেকে বাল দেবতার জন্য রচিত একটি কাব্য পঙক্তি থেকে পাওয়া যায় যে, বাল দেবতা নয়, একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌ই মরুভূমি এমনকি ঝড়ের জন্য সঞ্চিত মেঘমালার উপর দিয়ে রথে করে চলাচল করেন (আয়াত ৩৩; ১৮:৯; ১০৪:৩; দ্বি.বি. ৩৩:২৬; ইশা ১৯:১; মথি ২৬:৬৪ আয়াত দেখুন)।

৬৮:৫-৬ আল্লাহ্ শক্তিহীন মানুষের সহায় (১০:১৪; ১৪৬:৭-৯; ১৪৭:৬; দ্বি.বি. ১০:১৮ আয়াত দেখুন)।

৬৮:৬ সঙ্গীহীনদেরকে পরিবারে মধ্যে বাস করান। হিজ ১:২১; রূত ৪:১৪-১৭; ১ শামু ২:৫ আয়াত দেখুন।

বন্দীদেরকে মুক্ত করে সহিসালামতে রাখেন। যেভাবে তিনি মিসর থেকে ইসরাইল জাতিকেমুক্ত করে সুরক্ষিত রেখেছিলেন (৬৯:৩৩; ১০৭:১০,১৪ আয়াত দেখুন)। *বিদ্রোহীরা।* ১৮ আয়াত; ৬৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *দগ্ধ ভূমি।* যে ভূমি একেবারেই অনুর্বর, চাষাবাদের অনুপযুক্ত (ইহি ২৬:৪, ১৪ আয়াত দেখুন)।

৬৮:৭-১০ সিনাই পর্বত থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রান্তরের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র যাত্রাপথের স্মরণিকা (কাজী ৫:৪-৫; হাবাক্কুক ৩:৩-৬ আয়াত দেখুন)।

৬৮:৮ তখন দুনিয়া কেঁপে উঠলো। সিনাই পর্বত কেঁপে ওঠার কথা বলা হচ্ছে (হিজ ১৯:১৮)।

আসমান বৃষ্টি ঢেলে দিল। তৌরাতের বর্ণনা অনুসারে প্রান্তরে ভ্রমণের সময় বৃষ্টি হওয়ার কোন উল্লেখ নেই, কিন্তু এখানে (এবং কাজী ৫:৪ আয়াতে) ভূকম্পনের সাথে বৃষ্টি হওয়াকে এক করে দেখানো হয়েছে, যা মাবুদ আল্লাহ্‌র পরাক্রম ও মহিমারই প্রকাশ। সম্ভবত সিনাই পর্বতের উপরে যখন বজ্র বিদ্যুৎ দেখা দিচ্ছি এবং ঘন কালো মেঘ জমেছিল (হিজ ১৯:১৬) সে সময় সাথে বৃষ্টিও পড়ছিল। তবে এরই সাথে ৯ আয়াতও দেখুন, যেখানে বলা হচ্ছে বৃষ্টি যাত্রাপথে লোকদেরকে স্বস্তি দিয়েছিল।

৬৮:৯ তোমার অধিকার। ইসরাইল জাতির লোকেরা (দ্বি.বি. ৯:২৯ আয়াত দেখুন)।

সাক্ষাতে।
৯ হে আল্লাহ্, তুমি পানির ধারা বর্ষালে,
তোমার অধিকার ক্লান্ত হলে তুমিই তা সুস্থির করলে।
১০ তোমার লোকবৃন্দ তার মধ্যে বাস করলো;
হে আল্লাহ্, তুমি তোমার মঙ্গলভাবে দুঃখীর জন্য আয়োজন করলে।
১১ প্রভু কালাম দেন,
শুভবার্তার তবলীগকারীরা মহাবাহিনী।
১২ সৈন্যবাহিনীদের বাদশাহ্‌রা পালিয়ে যান, পালিয়ে যান,
আর ঘরে থাকা স্ত্রীলোকেরা লুটদ্রব্য ভাগ করে নেয়।
১৩ তোমরা কি বাথানের মধ্যে শয়ন করবে,
রূপায় মোড়া কবুতরের পাখার মত হবে,

৩৬:২৮; ইহি ৩৪:২৬।
[৬৮:১০] দ্বি.বি. ২৮:১২।
[৬৮:১১] লূক ২:১৩।
[৬৮:১২] ইউসা ১০:১৬।
[৬৮:১৩] পয়দা ৪৯:১৪।
[৬৮:১৪] ২শামু ২২:১৫।
[৬৮:১৫] শুমারী ২১:৩৩।
[৬৮:১৬] দ্বি.বি. ১২:৫।
[৬৮:১৭] ইব ৩:৮।
[৬৮:১৮] ইফি ৪:৮।

যার পালক উজ্জ্বল সোনায় মোড়ানো?
১৪ সর্বশক্তিমান যখন বাদশাহ্‌দেরকে দেশে ছিন্নভিন্ন করলেন,
তখন সল্‌মোন পর্বতে যেন তুষার পড়লো।
১৫ বাশন পর্বত আল্লাহ্‌র পর্বত;
বাশন পর্বত বহুশৃঙ্গ পর্বত।
১৬ হে বহুশৃঙ্গ পর্বতমালা,
আল্লাহ্ তাঁর নিবাসের জন্য যে পর্বতে প্রীত হয়েছেন,
তার প্রতি তোমরা কেন কুটিল দৃষ্টি করছো?
অবশ্য মাবুদ চিরকাল সেখানে বাস করবেন।
১৭ আল্লাহ্‌র রথ অযুত অযুত ও লক্ষ লক্ষ, প্রভু সেই সবের মধ্যবর্তী;
যেমন সিনাইয়ে, তাঁর পবিত্র স্থানে।
১৮ তুমি ঊর্ধ্বে উঠেছ, বন্দীদেরকে বন্দীদশায়

৬৮:১০ তার মধ্যে। সম্ভবত এখানে প্রতিজ্ঞাত দেশের কথা বলা হয়েছে। *তোমার মঙ্গলভাবে।* এখানে আল্লাহ্ অনুগ্রহ তথা প্রতিজ্ঞাত দেশের সমৃদ্ধির কথা বোঝানো হয়েছে (৬৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *আয়োজন করলে।* কেনান দেশে উৎপাদিত দ্রব্য দ্বারা (ইউসা ৫:১১-১২ আয়াত দেখুন)। *দুঃখীর জন্য।* ইসরাইল জাতির লোকেরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভরশীল ছিল।

৬৮:১১-১৪ কেনানের বাদশাহ্‌দের উপরে আল্লাহ্‌র বিজয় লাভের স্মৃতিচারণ।

৬৮:১১ প্রভু কালাম দেন। আল্লাহ্ আগেই ঘোষণা দিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি কেনান দেশের বাদশাহ্‌দের উপরে বিজয় লাভ করবেন (হিজ ২৩:২২-২৩, ২৭-২৮, ৩১; দ্বি.বি. ৭:১০-২৪; ১১:২৩-২৫; ইউসা ১:২-৬ আয়াত দেখুন)। *শুভবার্তার তবলীগকারীরা মহাবাহিনী।* আল্লাহ্‌র মহা বিজয়ের ঘোষণা (হিজ ১৫:১-২১; ১ শামু ১৮:৬-৭; ২ খান্দান ২০:২৬-২৮ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৪০:৯ আয়াতের নোট)।

৬৮:১৩ বাথানের মধ্যে শয়ন করবে। শিবিরে বিশ্রাম নেওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে (কাজী ৫:১৬ আয়াত দেখুন।

রূপায় মোড়া কবুতরের পাখার মত হবে। ইসরাইল জাতি হচ্ছে আল্লাহ্‌র "কবুতর" (৭৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হোসিয়া ৭:১১ আয়াত), যাকে কেনানীয় বাদশাহ্‌দের কাছ থেকে যুদ্ধের পর উদ্ধার করা রূপা ও সোনা দ্বারা সমৃদ্ধ করে তোলা হবে। এই কাব্যিক বক্তব্যটি এ কথাই প্রকাশ করে যে, ইসরাইল জাতি কেনানের বাদশাহ্‌দের বিপরীতে যুদ্ধে দাঁড়ানোর আগেই আল্লাহ্ তাদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (ইউসা ২:৮-১১; ৫:১; ৬:১৬ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ২ শামু ৫:২৪; ২ বাদশাহ্ ৭:৫-৭; ১৯:৩৫; ২ খান্দান ২০:২২-৩০ আয়াত)।

৬৮:১৪ সর্বশক্তিমান। এর সাথে পয়দা ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

সল্‌মোন পর্বতে যেন তুষার পড়লো। শিখিমের নিকটবর্তী একটি পর্বত এই নামে নামকরণ করা হয়েছে (কাজী ৯:৪৬-৪৮ আয়াত দেখুন), কিন্তু অনেকে মনে করেন এখানে যেবেল দ্রুজ (Jebel Druze) এর কথা বলা হয়েছে, যা বাশনের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি ঘন কালো রংয়ের আগ্নেয় পর্বত। বস্তুত সল্‌মোন নামটির অর্থ হচ্ছে "কালো রংয়ের" – যা লেবাননের (অর্থাৎ "সাদা রংয়ের) নামক পর্বতশ্রেণীর থেকে সম্পূর্ণ বিপরীত। বস্তু কালো রংয়ের পর্বত হওয়ার কারণেই সাদা ধবধবে তুষার পড়ার বিষয়টিকে রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। মূলত কেনানের বাদশাহ্‌দের পালিয়ে যাওয়ার পর তাদের পড়ে থাকা অস্ত্রশস্ত্রের প্রতিফলিত আলোর কথাই এখানে বলা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ৭:১৫ আয়াত দেখুন)।

৬৮:১৫-১৮ সিয়োন পর্বতে আল্লাহ্‌র আরোহণের উদযাপন।

৬৮:১৫-১৬ বাশনের চার পাশে অবস্থিত পর্বতগুলো, এমন কি সুউচ্চ হর্মোন পর্বতকেও এখানে ঈর্ষান্বিত হিসেবে দেখানো হয়েছে, কারণ আল্লাহ্ সিয়োন পর্বতকে তাঁর কর্তৃত্বের আসন হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাকে "সর্বোচ্চ" পর্বতে পরিণত করেছেন (৪৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৮:১৭ আল্লাহ্‌র রথ। আল্লাহ্‌র মহান বেহেশতী বাহন, যা এখানে এক বিশাল রথের বাহিনী হিসেবে দেখানো হয়েছে (২ বাদশাহ্ ৬:১৭; হাবাক্কুক ৩:৮, ১৫ আয়াত দেখুন)। রোমীয় সাম্রাজ্যের আমলে ঈসা মসীহ্ আল্লাহ্‌র বাহিনীকে "বাহিনীগণ" নামে আখ্যায়িত করেছিলেন (মথি ২৬:৫৩)।

৬৮:১৮ তুমি ঊর্ধ্বে উঠেছ। অর্থাৎ তুমি সিয়োন পর্বতে তোমার সিংহাসনে আরোহণ করেছে (৪৭:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৭:৭ আয়াতও দেখুন)।

বন্দীদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে গিয়েছ ... দান গ্রহণ করেছ। যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয় লাভের পর বিজয় বাদশাহ্‌র মত। *বিদ্রোহীদের মধ্যেও।* যারা আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিরোধিতা করেছিল (আয়াত ৬ দেখুন; এর সাথে ৬৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন) তারা এখন তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করছে এবং তাঁর কাছে নৈবেদ্য নিয়ে এসেছে।

যেন মাবুদ ... বাস করেন। ব্যাকরণগত দিক থেকে অংশটি সম্পন্ন করেছে এই বাক্যাংশটিকে: "যখন তুমি ঊর্ধ্বে উঠেছ।" প্রেরিত পৌল এই আয়াতটিকে (যা সেপ্টুয়াজিন্টে ব্যবহৃত হয়েছে; সেপ্টুয়াজিন্ট হচ্ছে ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) ঈসা মসীহের বেহেশতারোহণের ঘটনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন (ইফিষীয় ৪:৮-১৩ আয়াত দেখুন; ৪:৮-৯, ১১ আয়াতের নোট দেখুন)। এ কারণে ঈসা মসীহের বেহেশতারোহণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রাজকীয় নগরী জেরুশালেমে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠারই ধারাবাহিকতায় এর পরিপূর্ণতা সাধন (এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

নিয়ে গিয়েছ,
মানুষের মধ্যে দান গ্রহণ করেছ;
এমন কি, বিদ্রোহীদের মধ্যেও গ্রহণ করেছ,
যেন মাবুদ আল্লাহ্ সেখানে বাস করেন।
১৯ মাবুদ ধন্য হোন, যিনি দিন দিন আমাদের ভার
বহন করেন;
আল্লাহ্ হলেন আমাদের উদ্ধার।
সেলা।
২০ আল্লাহ্ আমাদের পক্ষে উদ্ধারকারী আল্লাহ্;
মৃত্যু থেকে উত্তরণ সার্বভৌম মাবুদেরই
অধীনে।
২১ আল্লাহ্ অবশ্য তাঁর দুশমনদের মাথা
ও কুপথগামীর কেশযুক্ত-কপাল চূর্ণ করবেন।
২২ প্রভু বললেন, আমি বাশন থেকে পুনর্বার
আনবো,
সমুদ্রের গভীর তল থেকে তাদেরকে পুনর্বার
আনবো,
২৩ যেন তোমার চরণ রক্তে ডুবাতে পার,
যেন তোমার কুকুরদের জিহ্বা তোমার
দুশমনদের থেকে অংশ পায়।
২৪ হে আল্লাহ্, লোকে তোমার গমন দেখেছে;
পবিত্র স্থানে আমার আল্লাহ্র, আমার
বাদশাহ্র, গমন দেখেছে।
২৫ সম্মুখে গায়করা, পিছনে বাদ্যকররা চললো,
বাদ্যবাদিনী কুমারীদের মধ্যস্থানে।
২৬ জনসমাগমের মধ্যে আল্লাহ্র শুকরিয়া কর;
তোমরা, যারা ইসরাইলরূপ ফোয়ারা থেকে
উৎপন্ন,
তোমরা প্রভুর শুকরিয়া কর।
২৭ সেখানে আছেন তাদের শাসক কনিষ্ঠ
বিন্ইয়ামীন,
এহুদার নেতৃবর্গ ও তাদের জনগণ,
সবূলূনের নেতৃবর্গ, নপ্তালির নেতৃবর্গ।
২৮ হে আল্লাহ্, তোমার পরাক্রমকে ডাক,
হে আল্লাহ্, তোমার শক্তি দেখাও,
যেমন তুমি আমাদের আগে সাধন করেছ,
২৯ জেরুশালেমে তোমার এবাদতখানা আছে
বলে,
বাদশাহ্রা তোমার উদ্দেশে উপহার আনবেন।
৩০ তুমি নল-বনের বন্যপশুকে ভর্ৎসনা কর,
জাতিদের বাছুরগুলোকে ও ষাঁড়গুলোকে
ভর্ৎসনা কর;

[৬৮:২০] ইয়ার ৪৫:৫; ইহি ৬:৮।
[৬৮:২১] ইব ৩:১৩।
[৬৮:২২] আইউ ৩৬:৩০; মথি ১৮:৬।
[৬৮:২৩] ১বাদশাহ্ ২১:১৯; ২বাদশাহ্ ৯:৩৬।
[৬৮:২৫] ১খান্দান ৬:৩১; ২খান্দান ৫:১২; প্রকা ১৮:২২।
[৬৮:২৬] ইব ২:১২।
[৬৮:২৭] ১শামু ৯:২১।
[৬৮:২৮] হিজ ৯:১৬।
[৬৮:২৮] ইশা ২৬:১২।
[৬৮:২৯] ২খান্দান ৯:২৪; ৩২:২৩।
[৬৮:৩০] ইশা ২৭:১; ৫১:৯; ইহি

৬৮:১৯-২৩ আল্লাহ্র লোকদের নাজাত পরিপূর্ণতা অর্জন না করা পর্যন্ত যে আল্লাহ্র এই বিজয় অভিযান অব্যাহত থাকবে সে সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ।

৬৮:১৯ আমাদের ভার বহন করেন। তিনি আমাদেরকে সেই সমস্ত ভার থেকে মুক্ত করেন যা আমাদের দুশমনেরা আমাদের উপরে ন্যস্ত করেছিল (৮১:৬; ইশা ৯:৪; ১০:২৭ আয়াত দেখুন)। কিন্তু অনেকে মনে করেন এই আয়াতটি ৫৫:২২; ইশা ৪৬:৪ আয়াতের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

৬৮:২০ মৃত্যু থেকে উত্তরণ। অর্থাৎ আমাদের দুশমনদের হাত থেকে রেহাই, যেহেতু মৃত্যুও আমাদের অন্যতম আদিম শত্রু (৬:৫; ১১:৭; ১৬:৯-১১; ১৭:১৫; ৪৯:১৪-১৫)।

৬৮:২১ আল্লাহ্ যেভাবে তাঁর নিজ লোকদের জীবন রক্ষা করে থাকেন (আয়াত ২০ দেখুন) সেভাবেই তিনি তাঁর বিরোধীদেরকে বিনষ্ট করবেন। *কেশযুক্ত-কপাল চূর্ণ করবেন।* শুমারী ২৪:১৭; ইয়ার ৪৮:৪৫-৪৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৮:২২ তাদেরকে। যে সমস্ত দুশমনেরা আল্লাহ্ ও তাঁর বাহিনীর বিজয় যাত্রা সামনে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল (আয়াত ১২, ১৭ দেখুন)।

বাশন ... সমুদ্রের গভীর তল। প্রথমটি অর্থাৎ বাশন হচ্ছে (আয়াত ১৫ দেখুন) জর্ডানের সবচেয়ে উঁচু স্থান, দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভূমধ্য সাগর– দুশমনেরা কোথাও গিয়ে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না (আমোস ৯:১-৪ আয়াত দেখুন)।

৬৮:২৩ ৫৮:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৮:২৪-২৭ এবাদত ও বন্দেগীর মধ্য দিয়ে চলমান এই পদযাত্রাটি এবাদতখানায় এসে পৌঁছেছে (জবুর ২৪, ২৭ অধ্যায় দেখুন)।

৬৮:২৫ বাদ্যবাদিনী কুমারীদের মধ্যস্থানে। ইয়ার ৩১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৮:২৭ সমগ্র ইসরাইল জাতি উপস্থিত হয়েছে, ক্ষুদ্র বিনইয়ামীন গোষ্ঠী থেকে শুরু করে শক্তিশালী এহুদা গোষ্ঠী এবং উত্তরের গোষ্ঠী থেকে শুরু করে দক্ষিণের গোষ্ঠী। তাদের শাসক কনিষ্ঠ বিন্ইয়ামীন। সম্ভবত এখানে এই বিষয়টিকে প্রকাশ করা হয়েছে যে, বিন্ইয়ামীন গোষ্ঠী থেকে ইসরাইল জাতির প্রথম বাদশাহ্ এসেছিলেন (বাদশাহ্ তালুত), যিনি ইসরাইলের দুশমনদের উপরে রাজকীয় বিজয় লাভ করতে শুরু করেছিলেন (১ শামু ১১:১১; ১৪:২০-২৩ আয়াত দেখুন)।

৬৮:২৮-৩১ আল্লাহ্ যেন তাঁর বিরোধীদের বিপক্ষে এই বিজয় যাত্রা অব্যাহত রাখেন সেই মুনাজাত।

৬৮:২৮ তোমার পরাক্রমকে ডাক। কিংবা বলা যায়, "তোমার পরাক্রম ও শক্তি প্রকাশ কর।"

৬৮:২৯ জেরুশালেমে তোমার এবাদতখানা আছে বলে। অর্থাৎ দুনিয়াতে তোমার রাজকীয় বাসগৃহ জেরুশালেমে স্থাপিত আছে বলে।

তোমার উদ্দেশে উপহার আনবেন। অর্থাৎ তোমার কাছে উপহার আনার মধ্য দিয়ে তোমার বশ্যতা স্বীকার করবে, যেভাবে অধীনস্থ শাসকেরা বিজয়ী বাদশাহ্কে কর ও নৈবেদ্য উপহার দেয় (২ শামু ৮:২, ৬, ১০; ২ বাদশাহ্ ৩:৪ আয়াত দেখুন)।

৬৮:৩০ ভর্ৎসনা কর। ৭৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন। নল-বনের বন্যপশু। মিসরের ফেরাউন (উযায়ের ২৯:৩)।

জাতিদের বাছুরগুলোকে ও ষাঁড়গুলোকে। শক্তিশালী শাসকেরা ফেরাউনকে সমর্থন যুগিয়েছিল এবং অন্যান্য দুর্বল শাসকদেরকে সাহায্য করেছিল। মিসরকে এখানে ইসরাইলের বিরোধী রাজ্যগুলোর প্রতিনিধি হিসেবে এককভাবে প্রকাশ করা হয়েছে – কারণ এই বিশ্ব-শক্তির সাথে ইসরাইলের বহু পুরাতন শত্রুতা রয়েছে। সম্ভবত এই গজলটি যে সময় রচনা করা হচ্ছিল সে সময় মিসর ইসরাইলের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী শত্রু হিসেবে অবস্থান নিয়েছিল। *তিনি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলেন।* ১ আয়াত দেখুন; যেন ইসরাইল জাতি শান্তিতে বসবাস করতে পারে (৪৬:৯; ৪৮:৪-৭; ৬৫:৭; ৭৬:৩ আয়াত

তারা প্রত্যেকে বিনীত হয়ে রূপার থান পায়ের তলায় রাখুক;
যেসব জাতি যুদ্ধ ভালবাসে, তিনি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করলেন।
৩১ মিসর থেকে প্রধান প্রধান লোক আসবে;
ইথিওপিয়া শীঘ্র আল্লাহ্‌র কাছে হাত বাড়াবে।
৩২ হে দুনিয়ার সমস্ত রাজ্য, আল্লাহ্‌র উদ্দেশে গজল গাও;
সেই প্রভুর প্রশংসা গান কর।
সেলা।
৩৩ যিনি আদিকালীন বেহেশতের বেহেশত দিয়ে রথারোহণে গমন করেন;
শোন, তিনি তাঁর কণ্ঠস্বর, পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর পাঠান।
৩৪ আল্লাহ্‌র পরাক্রম ঘোষণা কর;
তাঁর মহিমা ইসরাইলের উপরে,
তাঁর পরাক্রম আসমান জুড়ে রয়েছে।
৩৫ হে আল্লাহ্, তুমি তোমার পবিত্র স্থানে ভয়াবহ;
ইসরাইলের আল্লাহ্,
তিনিই তাঁর লোকদেরকে পরাক্রম ও শক্তি দেন।

২৯:৩।
[৬৮:৩১] ইশা ১১:১১; সফ ৩:১০।
[৬৮:৩২] জবুর ৭:১৭।
[৬৮:৩৩] দ্বি.বি. ৩৩:২৬।
[৬৮:৩৩] হিজ ৯:২৩; জবুর ২৯:৩।
[৬৮:৩৪] জবুর ৪৫:৩।
[৬৮:৩৫] ২করি ১:৩।

দেখুন)।

৬৮:৩২-৩৫ এবাদত ও বন্দেগী সহকারে পদযাত্রার সমাপনী মুহূর্তে: সমস্ত জাতিদেরকে ইসরাইলের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে বেহেশতের শাসনকর্তা, একমাত্র সৃষ্টিকর্তা ও মাবুদ হিসেবে গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপনের আহ্বান, যিনি দুনিয়াতে জেরুশালেমের এবাদতখানায় তাঁর বেহেশতী সিংহাসন স্থাপন করেছেন (জবুর ৪৭ অধ্যায় দেখুন)।

৬৮:৩৩ ৪ আয়াতের নোট দেখুন। *পরাক্রান্ত কণ্ঠস্বর।* ২৯:৩-৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৮:৩৫ ভয়াবহ। ৪৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

তিনিই তাঁর লোকদেরকে পরাক্রম ও শক্তি দেন। সমস্ত কিছুর মাবুদ আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে তাঁর নিজের লোক বানিয়েছেন (তাঁর "রাজ্য"; হিজ ১৯:৫-৬ আয়াত দেখুন) এবং তাদের মধ্যে তাঁর শাসন তাদেরকে করে তুলেছে তাঁর বিজয়ী শক্তি ও ক্ষমতার অংশ (২৯:১০-১১ আয়াত দেখুন)।

জবুর ৬৯-৭২ জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হয়েছে তিনটি মুনাজাতের গুচ্ছ গজল এবং তার সাথে যুক্ত বাদশাহ্‌র একটি গজলের মধ্য দিয়ে – যা খণ্ডটির সূচনার সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে (জবুর ৪২-৪৫ অধ্যায়ের নোট দেখুন)। এই তিনটি মুনাজাত হচ্ছে মূলত দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য ইসরাইলের একজন বাদশাহ্‌র ফরিয়াদ, যারা আপাত দৃষ্টিতে রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শত্রু এবং তারা বাদশাহ্‌কে উৎখাত করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই অধ্যায়গুলোতে বেশ কিছু শব্দগুচ্ছ রয়েছে যা জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের শুধুমাত্র ৪২-৪৪ অধ্যায়ে এবং কিতাবের মধ্যস্থলে অবস্থিত সাতটি অধ্যায়ে (জবুর ৫৪-৬০ অধ্যায়) পাওয়া যায়। জবুর ৬৯-৭১ এবং জবুর ৪২-৪৪ অধ্যায়ের মধ্যে আরেকটি সংযুক্তি হচ্ছে এই উভয় গজল ত্রয়ীর মাঝেই একটি করে সংক্ষিপ্ত গজল রয়েছে। এই বিন্যাস থেকে বোঝা যায় জবুর শরীফ অত্যন্ত সুচিন্তিতভাবে সম্পাদনা করা হয়েছে। এর আগের গুচ্ছটিতে জবুর ৪৩ অধ্যায়টিকে ইচ্ছাকৃতভাবে ৪২ অধ্যায় থেকে পৃথক করা হয়েছিল (জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), অপরদিকে পরবর্তী গুচ্ছটিতে জবুর ৭০ অধ্যায়ে জবুর ৪০:১৩-১৭ আয়াতের পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সম্ভবত এর উদ্দেশ্য হচ্ছে জবুর ৭১ অধ্যায়ের সূচনা হিসেবে ভূমিকা প্রদান করা। এর সাথে সংযুক্ত বাদশাহ্‌র জন্য মুনাজাতটির (জবুর ৭২ অধ্যায়) সাথে জবুর ৬৯-৭১ অধ্যায়ের সম্পৃক্ততা ঠিক তেমনই, যেমনটা জবুর ৪৫ অধ্যায় জবুর ৪২-৪৪ অধ্যায়ের সাথে সম্পৃক্ত এবং তা জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের যবনিকা পতন করেছে। এভাবেই জবুর ৪৫ অধ্যায়ের অবস্থানটি এ কথা নির্দেশ করে যে, জবুর শরীফের সম্পাদনাকারীগণ মসীহী প্রতিরূপ জবুর শরীফে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন (এর সাথে জবুর ৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ৬৫-৬৮ অধ্যায়ে সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরবের জন্য সমবেত জনতার সাথে সামিল করা হয়েছে (জবুর ৬৫-৬৮ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে জবুর ৬৯ অধ্যায়ে সমগ্র সৃষ্টিজগতকে এই সমবেত সঙ্গীতে গলা মেলাতে আহ্বান জানানো হয়েছে (আয়াত ৩৪), অন্য দিকে জবুর ৭২ অধ্যায়ে এই দর্শন প্রকাশ করা হয়েছে যে, সমস্ত জনসাধারণ এবং বাদশাহ্ দাউদের পুত্রের কাছে নিজেদেরকে সমর্পণ করবে (আয়াত ৮-১১) এবং তারা তাঁর রাজত্বে দোয়া ও রহমত লাভ করবে (আয়াত ১৭)।

জবুর ৬৯ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র কাছে আকুল আবেদন করা হয়েছে যেন তিনি জবুর রচয়িতাকে দয়া দেখান এবং তাঁকে শত্রুর বাহিনীর হাত থেকে রক্ষা করেন: এই মুনাজাতটি হচ্ছে একজন আল্লাহ্‌ভক্ত বাদশাহ্‌র, যিনি নিজ জীবনের কোন একটি গুনাহ্‌র কারণে (আয়াত ৫) আল্লাহ্ কর্তৃক শাস্তি পাচ্ছিলেন (আয়াত ২৬ দেখুন) এমন সময় দুশমনেরা তাঁর চারদিক থেকে চক্রান্তের জাল বিছাতে শুরু করে। প্রচলিত ধারণা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে এই গজলের মূল রচয়িতা স্বয়ং বাদশাহ্ দাউদ (শিরোনাম দেখুন), যদিও এই ঘটনার প্রেক্ষাপট অজানা। গজলটিতে বর্তমান কাল ব্যবহার করে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, দাউদের একজন বংশধর এহুদার দক্ষিণ রাজ্য শাসন করবেন (আয়াত ৩৫ দেখুন)। এই বাদশাহ্ সম্ভবত হিস্কিয় (২ বাদশাহ্ ১৮-২০; ২ খান্দান ২৯-৩২ অধ্যায়)। এই গজলটি শুরু হয়েছে দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধারের আবেদন নিয়ে করা তিনটি মুনাজাত নিয়ে (জবুর ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে গজলটি তৈরি হয়েছে দুটি পৃথক অংশ নিয়ে যার প্রত্যেকটিতে রয়েছে ২২টি করে হিব্রু পঙক্তি। প্রথম অংশটি (আয়াত ১-৫) শেষ হয়েছে একটি আবেদন দিয়ে যা শুরুর দিককার মুনাজাতকেই প্রতিফলিত করে। এছাড়া এ বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হিব্রু সংস্করণে ৫ আয়াতটি হচ্ছে ১-১২ আয়াতের কেন্দ্র এবং ২৯ আয়াতটি হচ্ছে ২২-৩৬ আয়াতের কেন্দ্র। এই দুটি আয়াতকে কেন্দ্রস্থিত আয়াত করে তোলার কারণে বোঝা যায় যে, বিষয়বস্তুগত দিক থেকে আয়াতগুলো তাদের প্রেক্ষাপট থেকে কিছুটা হলেও ব্যতিক্রম (এই বিশেষ সাহিত্যগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৬:৬ আয়াতের নোট; এই দুটি আয়াতের মধ্যকার বিষয়বস্তুগত সম্পর্ক নিয়ে আরও জানতে নিচের নোটগুলো দেখুন)। ইঞ্জিল শরীফের রচয়িতাগণ একজন

আল্লাহ্ ধন্য হোন।

জবুর ৬৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম। হযরত দাউদের।

১ হে আল্লাহ্, আমাকে নিস্তার কর,
কেননা আমার কণ্ঠনালী পর্যন্ত পানি উঠেছে।
২ আমি অগাধ পাঁকে ডুবেছি, দাঁড়াবার স্থান নেই;
গভীর পানিতে এসেছি, বন্যা আমার উপর
দিয়ে যাচ্ছে।
৩ আমি ডেকে ডেকে ক্লান্ত হয়েছি, আমার কণ্ঠ
শুকিয়ে গেছে;
আমার আল্লাহ্‌র অপেক্ষা করতে করতে আমার
নয়নযুগল নিস্তেজ হয়েছে।
৪ যারা অকারণে আমার বিদ্বেষী,
তারা আমার মাথার চুলের চেয়েও বেশি;
আমার ধ্বংসকারী মিথ্যাবাদী দুশমনেরা
বলবান;
আমি যা অপহরণ করি নি, তাও আমাকে
ফিরিয়ে দিতে হল।
৫ হে আল্লাহ্, তুমি আমার মূঢ়তার বিষয় জান;
আমার সমস্ত দোষ তোমা থেকে গুপ্ত নয়।
৬ হে বাহিনীগণের আল্লাহ্ মালিক,
তোমার অপেক্ষাকারীরা আমার দ্বারা লজ্জিত
না হোক;
হে ইসরাইলের আল্লাহ্,
তোমার অন্বেষণকারীরা আমার দ্বারা অপ-
মানিত না হোক।
৭ কেননা তোমারই জন্য আমি তিরস্কার সহ্য
করেছি,
আমার মুখ লজ্জায় আচ্ছাদিত হয়েছে।
৮ আমি আমার ভাইদের কাছে বিদেশী হয়েছি,
আমার সহোদরদের কাছে বিজাতীয় হয়েছি।
৯ কারণ তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ
আমাকে গ্রাস করেছে;
যারা তোমাকে তিরস্কার করে,
তাদের তিরস্কার আমার উপরে পড়েছে।
১০ যখন আমি কান্নাকাটি করলাম,
রোজা দ্বারা প্রাণকে কষ্ট দিলাম,
তখন তা আমার দুর্নামের বিষয় হল।
১১ যখন আমি চট পরলাম,
তখন তাদের কাছে প্রবাদের বিষয় হলাম।

[৬৯:১] ইউ ২:৫।
[৬৯:২] আইউ ৩০:১৯।
[৬৯:৪] ইউ ১৫:২৫।
[৬৯:৫] জবুর ৩৮:৫।
[৬৯:৭] ইয়ার ১৫:১৫।
[৬৯:৮] আইউ ১৯:১৩-১৫; ইশা ৫৩:৩; ইউ ৭:৫।
[৬৯:৯] ইউ ২:১৭।
[৬৯:১০] জবুর ৩৫:১৩।
[৬৯:১১] ২শামু ৩:৩১; জবুর ৩৫:১৩।
[৬৯:১২] পয়দা ১৮:১; ২৩:১০।
[৬৯:১৩] ইশা ৪৯:৮; ২করি ৬:২।

আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তির এই ক্রন্দনকে দেখেছেন মসীহের দুঃখভোগের পূর্বাভাস হিসেবে; জবুর ২২ অধ্যায় ব্যতীত জবুর শরীফের আর অন্য কোন গজলকে ইঞ্জিল শরীফে এতটা উদ্ধৃত করা হয় নি।

৬৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *স্বর।* জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *শোশন্নীম।* জবুর ৪৫ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৬৯:১-৪ সেই অনিবার্য দুর্যোগের বর্ণনা, যার কারণে জবুর রচয়িতার এই মুনাজাতের সূত্রপাত।

৬৯:১-২ পানি ... অগাধ পঙ্কে ... গভীর পানিতে ... বন্যা। মহা দুঃখ ও দুর্দশার কথা বোঝানোর জন্য বেশ প্রচলিত প্রকাশভঙ্গি (৩০:১; ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন) – এখানে আমরা আল্লাহ্‌র দেওয়া আঘাতের ফলাফল দেখতে পাই (আয়াত ২৬), তবে বিশেষভাবে তা দুশমনদের দেওয়া আঘাতও বোঝায় (আয়াত ১৪-১৫, ২৯ দেখুন)।

৬৯:৩ আমার কণ্ঠ শুকিয়ে গেছে। ২২:১৫ আয়াত দেখুন। *আমার নয়নযুগল নিস্তেজ হয়েছে।* ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:৪ অকারণে ... মিথ্যাবাদী। যাদের তিনি কোনভাবে ক্ষতি করেন নি তারাই তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ এনেছে (৩৫:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার মাথার চুলের চেয়েও বেশি।* ৪০:১২ আয়াতের নোট দেখুন। *তাও আমাকে ফিরিয়ে দিতে হল।* প্রতীকী ভাষায় চিত্রায়িত করা হয়েছে যে, কীভাবে দুশমনেরা চারদিকে তাঁর নামে মিথ্যা অপবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে।

৬৯:৫ ব্যক্তিগত গুনাহ্‌র স্বীকারোক্তি– যে গুনাহ্‌র কারণে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন (আয়াত ২৬ দেখুন) এবং যে কারণে তিনি দুঃখী ও ব্যথিত (আয়াত ২৯)। *আমার মূঢ়তা।* ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:৬-১২ আল্লাহ্‌র গোলামের প্রতি তাঁর এই শাস্তির কারণে অন্য সকল আল্লাহ্‌ভক্ত লোক যারা বিশ্বস্ততার সাথে আল্লাহ্‌র সাথে অবস্থান করে তারা যেন কোনভাবে অসম্মানিত না হন সেই মুনাজাত। লেখক এ কথা স্বীকার করছেন যে, তাঁর জীবনের কিছু গুনাহ্‌র জন্যই আল্লাহ্‌র এই শাস্তি নেমে এসেছে (কিন্তু যারা এখন তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন গুনাহ্ করেন নি)। যেহেতু তিনি এখন দুঃখ ও কষ্ট ভোগ করছেন, তাই তাঁর শত্রুরা আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়কে উপহাস করছে (২২:৬-৮; ৪২:৩; ৭৯:১০; ১১৫:২; আইউব ২:৯ আয়াত দেখুন)। তিনি বিশেষভাবে এই মুনাজাত করছেন যেন আল্লাহ্ তাঁকে আবারও ওঠান এবং আল্লাহ্‌তে তিনি যে অটল বিশ্বাস ধারণ করেন তা যেন প্রমাণিত হয়।

৬৯:৮ এমনকি যারা তাঁর সবচেয়ে কাছের মানুষ ছিল তারাও তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেছে।

৬৯:৯ তোমার গৃহবিষয়ক গভীর আগ্রহ। এই কথাটি লেখকের সম্পর্কে যত না সত্য তার চেয়েও বেশি সত্য প্রভু ঈসা মসীহের ক্ষেত্রে (ইউহোন্না ২:১৭ আয়াত দেখুন)।

যারা তোমাকে তিরস্কার করে, তাদের তিরস্কার। যারা আল্লাহ্‌কে তিরস্কার করে তারা তাঁর বিশ্বস্ত গোলামদেরও তিরস্কার করে (৭৪:১৭, ২২-২৩; ২ বাদশাহ্ ১৮:৩১-৩৫ আয়াত দেখুন), যেমনটা ঈসা মসীহ্ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন (রোমীয় ১৫:৩ আয়াত দেখুন)।

৬৯:১০-১১ কান্নাকাটি ... রোজা ... চট পরলাম। মাবুদের সামনে নিজেকে মুনাজাতে নত করার প্রকাশভঙ্গি হিসেবে, যেন মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে দয়া করেন এবং তাঁর মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন (৩৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে পয়দা ৩৭:৩৪; ২ শামু ১২:১৬-১৭; যোয়েল ১:১৩-১৪; ২:১৫-১৭; ইউহোন্না ৩:৫ আয়াত দেখুন)।

৬৯:১২ যারা তোরণদ্বারে বসে ... মাতালেরা। নগরীর প্রত্যেকে, এমনকি প্রাচীনেরাও মদ্যপান করত।

৬৯:১৩-১৫ তারা আমাকে উপহাস করলেও আমি তোমার কাছে মুনাজাত করি।

৬৯:১৩ তোমারই কাছে প্রসন্নতার সময়ে। যখন আল্লাহ্ কাছে থাকেন এবং রক্ষা করেন (৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর

১২ যারা তোরণদ্বারে বসে, তারা আমার বিষয়ে
আলোচনা করে;
মাতালেরা আমাকে নিয়ে গান রচনা করে।
১৩ কিন্তু, হে মাবুদ, আমি তোমারই কাছে
প্রসন্নতার সময়ে মুনাজাত করছি;
হে আল্লাহ্, তোমার প্রচুর অটল মহব্বতের
দরুন আমাকে উত্তর দাও।
তোমার উদ্ধার করার বিশ্বস্ত সাহায্যে আমাকে
উত্তর দাও।
১৪ পাঁক থেকে আমাকে উদ্ধার কর, ডুবে যেতে
দিও না;
বিদ্বেষীরা থেকে ও অতল জলরাশি থেকে যেন
উদ্ধার পাই।
১৫ পানির বন্যা আমার উপর ছাপিয়ে না উঠুক,
অগাধ পানি আমাকে গ্রাস না করুক;
আমার উপরে কূপ তার মুখ বন্ধ না করুক।
১৬ হে মাবুদ, আমাকে উত্তর দাও,
কেননা তোমার অটল মহব্বত উত্তম;
তোমার প্রচুর করুণার দরুন আমার প্রতি মুখ
ফিরাও।
১৭ তোমার এই গোলামের কাছ থেকে মুখ
আচ্ছাদন করো না;
কারণ আমি সঙ্কটাপন্ন, ত্বরায় আমাকে উত্তর
দাও।
১৮ কাছে এসে আমার প্রাণ মুক্ত কর;
আমার দুশমনদের থেকে আমাকে উদ্ধার
কর।
১৯ তুমি আমার দুর্নাম, আমার লজ্জা ও আমার
সমস্ত অপমানের কথা জান;
আমার বিপক্ষেরা সকলে তোমার সম্মুখবর্তী।
২০ তিরস্কারে আমার মনোভঙ্গ হয়েছে, আমি
অবসন্ন হলাম,
আমি সহানুভূতির অপেক্ষা করলাম, কিন্তু তা
পেলাম না;
সান্ত্বনাকারীদের অপেক্ষা করলাম, কিন্তু
কাউকেও পেলাম না।
২১ আবার লোকে আমার খাদ্যের জন্য বিষ দিল,
আমার পিপাসাকালে অম্লরস পান করাল।
২২ তাদের টেবিল তাদের সম্মুখে ফাঁদস্বরূপ
হোক,
শান্তিকালে তাদের পাশস্বরূপ হোক।
২৩ তাদের চোখ অন্ধ হোক, যেন তারা দেখতে
না পায়;
তুমি তাদের কোমর চির-কম্পনযুক্ত কর।

[৬৯:১৪] জবুর ১৪৪:৭।
[৬৯:১৫] শুমারী ১৬:৩৩।
[৬৯:১৬] জবুর ৬৩:৩।
[৬৯:১৮] জবুর ৪৯:১৫।
[৬৯:২০] আইউ ১৬:২।
[৬৯:২১] শুমারী ৬:৩; মথি ২৭:৪৮; মার্ক ১৫:৩৬; লূক ২৩:৩৬।
[৬৯:২২] ১শামু ২৮:৯; আইউ ১৮:১০।
[৬৯:২৩] রোমীয় ১১:৯-১০।
[৬৯:২৪] ইয়ার ১০:২৫।
[৬৯:২৫] লেবীয় ২৬:৪৩; মথি ২৩:৩৮।
[৬৯:২৬] আইউ ১৯:২২; জাকা ১:১৫।

সাথে ইশা ৪৯:৮; ৬১:২; ২ করিন্থীয় ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *অটল মহব্বত* / ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:১৪-১৫ পাঁক ... অতল জলরাশি ... পানির বন্যা ... অগাধ পানি। ১-২ আয়াতের নোট দেখুন। জবুর রচয়িতাগণের ফরিয়াদে সাধারণত তাদের মুনাজাতের প্রারম্ভিক ভাবধারা পুরোটা জুড়েই বিদ্যমান থাকে। এখানে মুনাজাতের শুরুতে ও শেষে এই ধরনের আকুতি প্রকাশের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানানো হয়েছে।

৬৯:১৫ আমাকে গ্রাস না করুক। ৪৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *কূপ* / ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:১৬-১৮ আল্লাহ্ যেন শ্রবণ করেন এই আবেদন– সাধারণত একটি গজলের প্রারম্ভিক মুনাজাতে এ ধরনের কথা থাকে।

৬৯:১৬ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:১৭ মুখ আচ্ছাদন করো না। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:১৯-২১ আমার কষ্টের সময় তারা আমাকে সান্ত্বনা দেওয়ার বদলে শুধুই যন্ত্রণা ও তিরস্কার করেছে (৩৫:১১-১৬ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ১২৪:৪; আইউব ১৩:৪; ১৬:২; ২১:৩৪ আয়াত)।

৬৯:২০ মনোভঙ্গ। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:২১ খাদ্যের জন্য বিষ ... পিপাসাকালে অম্লরস। অর্থাৎ, তারা জবুর রচয়িতাকে যে তিক্ত তিরস্কারে ও মিথ্যা অভিযোগে জর্জরিত করেছে তার চিত্রায়িত বিবরণ, যখন তাঁর প্রয়োজন ছিল সান্ত্বনা ও যত্নের। সুসমাচার রচয়িতাগণ, বিশেষ করে মথি বলেন যে, এই আয়াতে ক্রুশের উপরে ঈসা মসীহের দুঃখভোগেরই প্রতিফলন প্রকাশিত হয়েছে (মথি ২৭:৩৪, ৪৮; মার্ক ১৫:২৩, ৩৬; লূক ২৩:৩৬; ইউহোন্না ১৯:২৯)।

৬৯:২২-২৮ আল্লাহ্ যেন তাঁর সমস্ত ভুল মার্জনা করেন তার জন্য মুনাজাত (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৯:২২-২৩ এই আয়াতের উপর ভিত্তি করে পৌল বর্ণনা করেছেন কীভাবে ইহুদীরা মসীহ্‌কে প্রত্যাখ্যান করেছিল, এ প্রসঙ্গে দেখুন রোমীয় ১১:৯-১০।

৬৯:২২ তারা তাঁর খাবারের টেবিল বিষ ও অম্লরস দিয়ে সাজিয়েছে (আয়াত ২১)।

তাদের টেবিল তাদের সম্মুখে। এখানে সম্ভবত কোন ধরনের চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া উপলক্ষ্যে আয়োজিত ভোজের কথা বোঝানো হয়েছে (২৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। সেক্ষেত্রে এই আয়াতটি শত্রুদেরকে একত্রিত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে এক সাথে আল্লাহ্‌র শাস্তি নেমে আসার জন্য আবেদন করার বিষয়টি প্রকাশ পায়।

ফাঁদস্বরূপ হোক ... পাশস্বরূপ হোক। এ ধরনের কাব্যিক ভাষা সাধারণত এ ধরনের পরিস্থিতে ব্যবহার করতে খুব কম দেখা যায় (৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৯:২৩ তারা তাঁর আঘাতের জন্য তাঁকে উপহাস করেছিল (আয়াত ২৬); এখন তারাও নিজেদেরকে এমন আঘাতের সম্মুখবর্তী হতে দেখবে (আয়াত ৩ দেখুন এবং ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তাদের পিঠ চিরকালের জন্য বাঁকা হয়ে যাবে (দুর্বলতা ও ব্যথার কারণে; ৩৮:৫-৮ আয়াত দেখুন)।

তাদের কোমর চির-কম্পনযুক্ত কর। অর্থাৎ তাদের পিঠ যেন কুঁজো হয়ে যায়, তারা যেন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে, তারা যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ে (৬৬:১১ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন আইউব ৪০:১৬ আয়াত)।

৬৯:২৪ গজব ... গজবের আগুন। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদেরকে বিনষ্ট করুক* / আকস্মিক বন্যার মত করে।

৬৯:২৫ তারা তাঁকে নিজ স্থান থেকে বিচ্যুত করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল; কিন্তু তারাই যেন উৎখাত হয়ে যায়। এর সাথে তুলনা করুন এহুদার বিচারের প্রেক্ষিতে প্রেরিত পিতরের ব্যাখ্যা (প্রেরিত ১:২০)।

৬৯:২৬ তাঁর বিরুদ্ধে তাঁর দুশমনদের কৃত গুনাহ্, যার বিষয়ে

২৪ তাদের উপরে তোমার গজব ঢেলে দাও,
তোমার গজবের আগুন তাদেরকে বিনষ্ট
করুক।
২৫ তাদের নিবাস শূন্য হোক,
তাদের তাঁবুতে কেউ বাস না করুক।
২৬ কেননা তারা তাকেই তাড়না করে, যাকে তুমি
প্রহার করেছ,
তাদেরই ব্যথা বর্ণনা করে, যাদেরকে তুমি
আঘাত করেছ।
২৭ তাদের অপরাধের উপরে অপরাধ যোগ কর,
তারা তোমার ধর্মশীলতায় প্রবেশ না করুক।
২৮ জীবন-কিতাব থেকে তাদের নাম মুছে যাক,
ধার্মিকদের সঙ্গে তারা তালিকাভুক্ত না হোক।
২৯ কিন্তু আমি দুঃখী ও ব্যথিত,
হে আল্লাহ্, তোমার উদ্ধার আমাকে রক্ষা
করুক।
৩০ আমি গজল দ্বারা আল্লাহ্‌র নামের প্রশংসা
করবো,
প্রশংসা-গজল দ্বারা তাঁর মহিমা স্বীকার
করবো।

[৬৯:২৭] ইহি ৪:৫।
[৬৯:২৮] হিজ ৩২:৩২-৩৩; লূক ১০:২০।
[৬৯:২৯] জবুর ২০:১।
[৬৯:৩০] জবুর ২৮:৭।
[৬৯:৩১] জবুর ৫০:৯-১৩; ৫১:১৬।
[৬৯:৩২] জবুর ৩৪:২।
[৬৯:৩৩] জবুর ১২:৫।
[৬৯:৩৪] জবুর ৯৬:১১; ৯৮:৭; ইশা ৪৪:২৩।
[৬৯:৩৫] উজা ৯:৯।
[৭০:১] জবুর ২২:১৯; ৭১:১২।
[৭০:২] জবুর ৩৫:৪।

৩১ তা-ই মাবুদের দৃষ্টিতে তুষ্টিকর হবে,
গরুর চেয়ে, শিং ও খুরযুক্ত ষাঁড়ের চেয়ে
বেশি তুষ্টিকর হবে।
৩২ নম্র লোকেরা তা দেখে আনন্দ করবে;
আল্লাহ্‌র অন্বেষীগণ! তোমাদের হৃদয়
সঞ্জীবিত হোক।
৩৩ কেননা মাবুদ দীনহীনদের কথা শোনেন,
তিনি তাঁর বন্দীদেরকে তুচ্ছ করেন না।
৩৪ আসমান ও দুনিয়া তাঁর প্রশংসা করুক,
সমুদ্র ও তার মধ্যেকার সমস্ত জলজ প্রাণী
প্রশংসা করুক।
৩৫ কেননা আল্লাহ্ সিয়োনের উদ্ধার করবেন,
ও এহুদার সমস্ত নগর গাঁথবেন;
লোকে সেখানে বাস করবে ও অধিকার
পাবে।
৩৬ তাঁর গোলামদের বংশই তা ভোগ করবে;
যারা তাঁর নাম ভালবাসে, তারা সেখানে
বসতি করবে।

জবুর ৭০

এই অধ্যায়টিতে বার বারই উল্লেখ করা হয়েছে।

৬৯:২৭ তারা তাঁকে মিথ্যা অপরাধের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছে (আয়াত ৪); সে কারণে তারা যেন তাদের সত্যিকার অপরাধের দোষে অভিযুক্ত হয়।

৬৯:২৮ তারা তাঁর মৃত্যু ঘটানোর জন্য ষড়যন্ত্র করছিল; কাজেই মৃত্যুই যেন তাদের পরিণতি হয়।

জীবন-কিতাব। আল্লাহ্‌র তলিকা, যেখানে তাঁর ধার্মিক লোকদের নাম লেখা রয়েছে, যাদেরকে তিনি তাঁর জীবন দ্বারা দোয়াযুক্ত করেছেন (১:৩; ৭:৯; ১১:৭; ৩৪:১২; ৩৭:১৭, ২৯; ৫৫:২২; ৭৫:১০; ৯২:১২-১৪; ১৪০:১৩ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌র কিতাবসমূহ সম্পর্কে অন্যান্য উল্লেখ জানার জন্য দেখুন ৯:৫; ৫১:১ আয়াতের নোট। ইঞ্জিল শরীফে "জীবনের কিতাব" বলতে বোঝানো হয়েছে অনন্ত জীবনের জন্য যাদের নাম নির্বাচিত হয়েছে তাদের তালিকা (ফিলিপীয় ৪:৩; প্রকাশিত ৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন; ১৩:৮; ১৭:৮; ২০:১২, ১৫; ২১:২৭; এর সাথে তুলনা করুন লূক ১০:২০; ইবরানী ১২:২৩ আয়াতের নোট)।

৬৯:২৯ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার ঠিক আগে মুনাজাতটির সারসংক্ষেপ আরেকবার উপস্থাপন করা হল (৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *দুঃখী।* ২৬ আয়াতের বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটেছে। *তোমার উদ্ধার।* এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১৩, ২৭। *আমাকে রক্ষা করুক।* আক্ষরিক অর্থে "আমাকে কোন নিরাপদ স্থানে নিয়ে চল।"

৬৯:৩০-৩৩ আল্লাহ্ প্রশংসা ও এবাদত করার মানত (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), কারণ জবুর রচয়িতা বিশ্বাস করেন যে আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর মুনাজাত শুনবেন (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৬৯:৩০ আল্লাহ্‌র নাম। ৩৬ আয়াত দেখুন এবং ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৬৯:৩২ নম্র লোকেরা। ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *তা দেখে ... তোমাদের দিল সঞ্জীবিত হোক।* ২২:২৬ আয়াতের নোট দেখুন। *দিল।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

সঞ্জীবিত। জীবনের আনন্দে পরিপূর্ণ, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ প্রয়োজনের সময়ে তাঁর লোকদের মুনাজাত শোনেন, যা কষ্টের সময় ভর্ৎসনাকারীদের ঠিক বিপরীত।

৬৯:৩৪-৩৬ সমস্ত সৃষ্টি জগতকে মাবুদের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। এই আহ্বানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে আসার জন্য এহুদার প্রত্যেককে আবারও জাগ্রত করার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং তারা যে তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে।

৬৯:৩৪ ১৪৮:১-১৩; ইশা ৪৯:১৩ আয়াত দেখুন।

৬৯:৩৫-৩৬ লোকে ... বংশ। আল্লাহ্‌র লোকেরা ও তাদের বংশধরেরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে, বিশেষ করে "যারা তাঁর নাম ভালবাসে"।

৬৯:৩৫ সিয়োন। ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৭০ অধ্যায়। দুশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় আল্লাহ্‌র কাছে বিশেষ মুনাজাত – যা অনেক ক্ষেত্রে ৪০:১৩-১৭ আয়াতের পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। এই অধ্যায়টি হচ্ছে তিনটি পর্যায়ক্রমিক মুনাজাতের মধ্যে দ্বিতীয়টি; এ কারণে ভাষাগত দিক থেকে এই অধ্যায়ের সাথে জবুর ৭১ অধ্যায়ের অনেক মিল রয়েছে। জবুর শরীফে এই অধ্যায়টির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে জানার জন্য জবুর ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। জবুর ৭১ অধ্যায়ের সাথে এর বিশেষ সংযুক্তি সম্পর্কে জানার জন্য জবুর ৭১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। আল্লাহ্‌র কাছ থেকে দ্রুত সহায় লাভের জন্য বিশেষভাবে এই মুনাজাতটি করা হয়েছে (আয়াত ১, ৫)। এছাড়া মুনাজাতে রয়েছে আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী সহায়ের বিশেষ বিবরণ: (১) যারা "আমার জীবন কেড়ে নিতে চায়" (আয়াত ২-৩) এবং (২) যারা "তোমার অনুসন্ধান করে" (আয়াত ৪)।

৭০ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের। একটা স্মৃতি জাগানো কাওয়ালী।
১ হে আল্লাহ্, আমার উদ্ধারার্থে,
হে মাবুদ, আমার সাহায্য করতে ত্বরা কর।
২ যারা আমার প্রাণের খোঁজ করে,
তারা লজ্জিত ও হতাশ হোক;
যারা আমার বিপদ দেখতে চায়,
তারা ফিরে যাক, অপমানিত হোক।
৩ যারা বলে, আহা, আহা,
তারা নিজেদের লজ্জার দরুন ফিরে যাক।
৪ যারা তোমার খোঁজ করে,
তারা সকলে তোমাতে আমোদ ও আনন্দ করুক;
যারা তোমার উদ্ধার ভালবাসে,
তারা সতত বলুক, আল্লাহ্ মহিমান্বিত হোন।
৫ কিন্তু আমি দুঃখী ও দরিদ্র;
হে আল্লাহ্, আমার পক্ষে ত্বরা কর;
তুমিই আমার সহায় ও আমার উদ্ধারকর্তা;
হে মাবুদ, বিলম্ব করো না।

[৭০:৩] জবুর ৩৫:২১।
[৭১:১] দ্বি.বি. ২৩:১৫; রূত ২:১২।
[৭১:২] ২বাদশাহ্ ১৯:১৬।
[৭১:৩] জবুর ১৮:২।
[৭১:৪] ২বাদশাহ্ ১৯:১৯।
[৭১:৪] পয়দা ৪৮:১৬।
[৭১:৫] আইউ ৪:৬; ইয়ার ১৭:৭।
[৭১:৬] আইউ ৩:১৬; জবুর ২২:৯।
[৭১:৭] দ্বি.বি. ২৮:৪৬; ইশা ৮:১৮; ১করি ৪:৯।
[৭১:৯] জবুর ৫১:১১।

জবুর ৭১

১ হে মাবুদ, আমি তোমার আশ্রয় নিয়েছি;
আমাকে কখনও লজ্জিত হতে দিও না।
২ তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে উদ্ধার কর, রক্ষা কর;
আমার দিকে কান দাও, আমাকে নিস্তার কর।
৩ তুমি আমার আশ্রয়স্থানের শৈল হও,
শক্তিশালী দুর্গ হও, আমাকে নিস্তার করার জন্য;
কেননা তুমিই আমার শৈল ও আমার আশ্রয়-দুর্গ।
৪ হে আমার আল্লাহ্, আমাকে উদ্ধার কর,
দুর্জনের হাত থেকে, অন্যায়কারী ও উপদ্রবীর হাত থেকে।
৫ কেননা, হে সার্বভৌম মাবুদ, তুমি আমার আশা;
তুমি বাল্যকাল থেকে আমার বিশ্বাস-ভূমি।
৬ মাতৃগর্ভ থেকে তোমার উপরেই আমার নির্ভর;
জননীর জঠর থেকে তুমিই আমার হিতৈষী;

দেখুন। *একটা স্মৃতি জাগানো কাওয়ালী।* জবুর ৩৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭০:৪ আল্লাহ্ যখন তাঁর গোলামকে উদ্ধার করেন তখন যারা তাঁর উপরে ঈমান ও আস্থা স্তাপন করেছিল তারা সকলে আনন্দ করেছিল, কারণ তারা এর মধ্য দিয়ে নিজেদের নাজাতের নিশ্চয়তা লাভ করেছিল।

আল্লাহ্ মহিমান্বিত হোন। কারণ তিনি তাঁর গোলামদের নিশ্চিতভাবে ও কার্যকরভাবে উদ্ধার করে থাকেন (এর সাথে ৩ আয়াতের তুলনা করুন)।

৭০:৫ এই আয়াতটি প্রায় ১ আয়াতের সমস্ত বক্তব্যকেই প্রতিফলিত করে: "আল্লাহ্," "মাবুদ," "ত্বরা কর," "বিলম্ব করো না"।

জবুর ৭১ অধ্যায়। বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে করা মুনাজাত, যখন দুশমনেরা বাদশাহ্র শক্তি নিঃশেষ হয়ে পড়ছে দেখে চক্রান্ত করতে শুরু করেছে (৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। এই গজলটির কোন শিরোনাম নেই, কিন্তু হতে পারে এর কারণ জবুর রচয়িতা ইচ্ছাকৃতভাবে জবুর ৭০ অধ্যায়টিকে জবুর ৭১ অধ্যায়ের ভূমিকা হিসেবে বিবেচনা করেছেন (১, ১২-১৩ আয়াতের সাথে ৭০:১-২, ৫ আয়াতের তুলনা করুন)। এক্ষেত্রে এই গজলটিকে দাউদের গজল হিসেবে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে (তাঁর বৃদ্ধ বয়সের গজল; ৯, ১৮ আয়াত দেখুন)। এই ধারণার পেছনে যুক্তি হচ্ছে জবুর ৭২ অধ্যায়কে বাদশাহ্ সোলায়মানের একটি গজল হিসেবে দেখা হয়েছে (উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এটি হচ্ছে তিনটি পর্যায়ক্রমিক মুনাজাতের সঙ্কলনের মধ্যে তৃতীয় মুনাজাত (জবুর ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন); যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আশা (১৪ আয়াত দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে গজলটি সমান্তরাল, যাতে ছয়টি অংশ রয়েছে। অংশগুলো পাঁচ-চার-পাঁচ, পাঁচ-চার-পাঁচ (হিব্রু সংস্করণে) পঙক্তি বিন্যাসে সাজানো হয়েছে: আয়াত ১-৪ (পাঁচ লাইন), আয়াত ৫-৮ (চার লাইন), আয়াত ৯-১৩ (পাঁচ লাইন), আয়াত ১৫-১৮ (পাঁচ লাইন), আয়াত ১৯-২১ (চার লাইন), আয়াত ২২-২৪ (পাঁচ লাইন)। এভাবে দুটি প্রধান অংশই ১৪টি লাইন নিয়ে তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রে রয়েছে (আয়াত ১৪; ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) আশা সম্পর্কে বিশেষ আত্মবিশ্বাসমূলক স্বীকারোক্তি। এই পুরো গজলটির শুরু ও শেষে রয়েছে সাহায্য প্রাপ্তির জন্য মুনাজাত (আয়াত ১-৪) এবং আসন্ন উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্র গৌরব ও প্রশংসা (আয়াত ২২-২৪)। দ্বিতীয় ও পঞ্চম অংশ দুটি বিশেষভাবে সংযুক্ত যেহেতু সেখানে বাদশাহ্র কষ্ট ও দুর্দশার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা হয়েছে। একই ভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ অংশ দুটিও সংযুক্ত যেহেতু সেখানে বাদশাহ্র বৃদ্ধ বয়সের কথা বলা হয়েছে।

৭১:১-৪ আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করার জন্য প্রাথমিক আবেদন। ৩১:১-৩ আয়াত থেকে এই অধ্যায়ের ১-৩ আয়াত সামান্য কিছুটা আলাদা।

৭১:২ তোমার ধর্মশীলতা। ১৫-১৬, ১৯; ২৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:১ আয়াতের নোটও দেখুন।

৭১:৩ শক্তিশালি দুর্গ হও, আমাকে নিস্তার করার জন্য। হিব্রু ভাষায় এই অংশের ক্রিয়াপদের সাথে ৪৪:৪ আয়াতের বেশ মিল রয়েছে ("যিনি তাঁর বিজয় ঘোষণা করেন")। পুরাতন নিয়মে শুধুমাত্র এই দুই স্থানে এই শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়।

৭১:৫-৮ আল্লাহ্ যে সব সময়ই বিশ্বাস জাগিয়ে থাকেন তার স্বীকারোক্তি (আয়াত ১৪, ১৯-২১ দেখুন)।

৭১:৫-৬ এর সাথে তুলনা করুন ২২:১০-১১ আয়াত।

৭১:৭ অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ। তাঁর জীবনের সমস্যাগুলোকে (আয়াত ২০ দেখুন) অন্যান্যরা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন– বিশেষ করে যখন থেকে মাবুদ আল্লাহ্ সকলের জন্য "শক্তিশালী দুর্গ" হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন।

৭১:৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকবে ... তোমার সৌন্দর্য বর্ণনা করবে। মাবুদের বিশ্বস্ত পরিচর্যার কারণে জবুর রচয়িতা তাঁর জীবনকে আল্লাহ্র পরিচর্যায় ও তাঁর লোকদেরকে রহমতের অংশীদার করে তোলার জন্য নিজেকে নিবেদিত

আমি সতত তোমারই প্রশংসা করি।
৭ আমি অনেকের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লক্ষণস্বরূপ;
কিন্তু তুমি আমার দৃঢ় আশ্রয়।
৮ আমার মুখ তোমার প্রশংসায় পরিপূর্ণ থাকবে,
সমস্ত দিন তোমার সৌন্দর্য বর্ণনা করবে।
৯ বৃদ্ধ বয়সে আমাকে পরিত্যাগ করো না,
আমার বল ক্ষয় পেলে আমাকে ছেড়ে যেও না।
১০ কারণ আমার দুশমনেরা আমার বিষয়ে কথা বলে,
আমার প্রাণের উপরে যাদের চোখ, তারা একত্র মন্ত্রণা করে।
১১ তারা বলে, আল্লাহ্ ওকে ত্যাগ করেছেন,
দৌড়ে ওকে ধর,
কেননা উদ্ধারকারী কেউই নেই।
১২ হে আল্লাহ্, আমার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না;
আমার আল্লাহ্, আমাকে সাহায্য করতে ত্বরা কর।
১৩ তারা লজ্জিত ও উচ্ছিন্ন হোক,
যারা আমার প্রাণের বিপক্ষ;
তারা তিরস্কার ও অপমানে আচ্ছন্ন হোক,
যারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে।
১৪ কিন্তু আমি নিরন্তর প্রত্যাশা করবো,

[৭১:১০] হিজ ১:১০; মথি ১২:১৪।
[৭১:১১] ইশা ৪০:২৭; ৫৪:৭; মাতম ৫:২০; মথি ২৭:৪৬।
[৭১:১২] জবুর ৩৮:২১।
[৭১:১৩] ইয়ার ১৮:১৯।
[৭১:১৪] জবুর ২৫:৩।
[৭১:১৫] জবুর ৫১:১৪।
[৭১:১৬] জবুর ৯:১।
[৭১:১৭] দ্বি.বি. ৪:৫; ইয়ার ৭:১৩।
[৭১:১৮] ইশা ৪৬:৪; যোয়েল ১:৩।
[৭১:১৯] লূক ১:৪৯।
[৭১:২০] হোশেয় ৬:২।
[৭১:২১] ইশা ১২:১; ৪০:১-২; ৪৯:১৩; ৫৪:১০।

এবং উত্তরোত্তর তোমার আরও প্রশংসা করবো।
১৫ আমার মুখ তোমার ধর্মশীলতা বর্ণনা করবে,
তোমার উদ্ধার-কাজের কথা সমস্ত দিন বর্ণনা করবে,
কেননা আমি তার সংখ্যা জানি না।
১৬ আমি আমার সার্বভৌম মাবুদের পরাক্রমের সমস্ত কাজ নিয়ে উপস্থিত হব;
আমি তোমার, কেবল তোমারই ধর্মশীলতা উল্লেখ করবো।
১৭ হে আল্লাহ্, তুমি বাল্যকাল থেকে আমাকে শিক্ষা দিয়ে আসছ;
আর এই পর্যন্ত আমি তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ তবলিগ করছি।
১৮ হে আল্লাহ্, বৃদ্ধ বয়স ও পক্ককেশের কাল পর্যন্তও
আমাকে পরিত্যাগ করো না,
যতদিন আমি পরের বংশধরদের কাছে তোমার বাহুবল,
এবং তোমার পরাক্রম জ্ঞাত না করি।
১৯ হে আল্লাহ্, তোমার ধর্মশীলতা আসমান পর্যন্ত ব্যাপ্ত;
তুমিই মহৎ মহৎ কাজ করেছ;
হে আল্লাহ্, তোমার মত আর কে আছে?

করেছিলেন (ইয়ার ১৩:১১; ৩৩:৯ আয়াত দেখুন)।

৭১:৯-১৩ জবুর রচয়িতার জীবনের কষ্টকর দিনগুলোতে আল্লাহ্‌র নিরবিচ্ছিন্ন সহায়ের জন্য মুনাজাত।

৭১:১০ আমার দুশমনেরা আমার বিষয়ে কথা বলে। ৩:২; ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭১:১২ আমার কাছ থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থেকো না। এর সাথে তুলনা করুন ২২:১১, ১৯; ৩৫:২২; ৩৮:২১। *আমাকে সাহায্য করতে ত্বরা কর।* এর সাথে তুলনা করুন ২২:১৯; ৩৮:২২; ৪০:১৩; ৭০:১; আরও দেখুন ৭০:৫; ১৪১:১ আয়াত।

৭১:১৩ দুশমনদের ক্ষতি সাধন করার জন্য মুনাজাত (৫:১০)। গজলটির প্রথম অংশের সমাপনী এই আয়াতে দ্বিতীয় অংশের শেষ আয়াতের কথাই প্রতিফলিত হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্য আরও দেখা যায় ৩৫:৪, ২৬; ৪০:১৪-১৫; ৭০:২-৩; ৮৩:১৭; ১০৯:২৮-২৯ আয়াতে।

৭১:১৪ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলে তা যে ব্যর্থ হবে না এই আশাবাদ– যা জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ের সাথে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ (৪২:৮ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৬:৬ আয়াতের নোটও দেখুন)।

৭১:১৫-১৮ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার মানত, যার সাথে রয়েছে তাঁর মুনাজাতের পুনরুল্লেখ (আয়াত ১৮); ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭১:১৫ আমার মুখ তোমার ধর্মশীলতা ... উদ্ধার-কাজের ... বর্ণনা করবে। এখানে "ধর্মশীলতার কাজের" একটি কাজ জবুর রচয়িতা "বর্ণনা করার" জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, অর্থাৎ তাঁর মুনাজাতের উত্তর হিসেবে আল্লাহ্ যেভাবে তাঁকে উদ্ধার করেছেন তার বিবৃতি তিনি দেবেন (১৬-১৭; ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭১:১৬-১৭ পরাক্রমের সমস্ত কাজ ... ধর্মশীলতা। নিজ লোকদের জন্য আল্লাহ্‌র নাজাত দানকারী পরাক্রমের কাজ তাঁর ধর্মশীলতাকেই প্রকাশ করে; এর সাথে দেখুন তাঁর "ধর্মশীলতার কাজ" (আয়াত ২৪)।

৭১:১৬ উপস্থিত হব। এবাদতখানায়, যেখানে আল্লাহ্‌র লোকেরা এবাদতের জন্য একত্রিত হয়।

৭১:১৯-২১ আল্লাহ্ যে এখনও সমস্ত বিপদের সম্মুখীন হয়েও তাঁর বিশ্বাসের পাত্র এমন স্বীকারোক্তি (আয়াত ৫-৮, ১৪ দেখুন)।

৭১:১৯ তোমার ধর্মশীলতা আসমান পর্যন্ত ব্যাপ্ত। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ধর্মশীলতা আকাশ পর্যন্ত ব্যাপ্ত সমস্ত বায়ুমণ্ডলের পরিসীমার মত বিস্তৃত (৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *হে আল্লাহ্, তোমার মত আর কে আছে?* মিকাহ্ ৭:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৭১:২০ তুমি আমাদেরকে অনেক দারুণ সঙ্কট দেখিয়েছ। এখানে যে "সঙ্কটের" কথা বলা হচ্ছে তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয় নি। এই সঙ্কট সৃষ্টিতে আল্লাহ্ কোনভাবে সম্পৃক্ত কি না সে বিষয়ে জবুর রচয়িতা প্রশ্ন করছেন না। তিনি এই পরিপক্ক ও দৃঢ় ঈমানকেই আরও ব্যক্ত করছেন যে, সর্বশক্তিমান মাবুদ আল্লাহ্‌র হাতে সমস্ত কিছুর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে (দ্বি.বি. ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন), যে আল্লাহ্‌র কাছেই তিনি মুনাজাতে বারবার ফিরে আসেন (এর সাথে তুলনা করুন ১ শামু ১৬:১১-১২; ইশা ৪৫:৫-৭; আমোস ৩:৬)।

তুমি ফিরে আমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে। যিনি তাঁকে জীবন দান করেছেন (আয়াত ৬) তিনিই আবার তাঁর জীবন পুনরুজ্জীবিত করবেন। *দুনিয়ার অধঃস্থান।* মৃতদের আবাসস্থল, যার প্রবেশ দ্বার হচ্ছে কবর (৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

২০ তুমি আমাদেরকে অনেক দারুণ সঙ্কট
দেখিয়েছ,
তুমি ফিরে আমাদেরকে সঞ্জীবিত করবে,
দুনিয়ার অধঃস্থান থেকে পুনর্বার উঠাবে।
২১ তুমি আমার মহত্ত্ব বৃদ্ধি কর,
এবং ফিরে আমাকে সান্ত্বনা দাও।
২২ আবার আমি নেবল যন্ত্রে তোমার প্রশংসা
করবো,
হে আমার আল্লাহ্, তোমার বিশ্বস্ততার প্রশংসা
-গজল করবো,
হে ইসরাইলের পবিত্রতম, বীণাতে তোমার
উদ্দেশে গজল গাইব।
২৩ তোমার উদ্দেশে গজল গাইবার সময়ে আমার
ওষ্ঠাধর আনন্দগান করবে,
আমার প্রাণও তা করবে, যা তুমি মুক্ত করেছ।
২৪ আমার জিহ্বাও সমস্ত দিন তোমার
ধর্মশীলতার কথা বলবে,
কারণ তারা লজ্জিত হয়েছে, তারা হতাশ
হয়েছে,
যারা আমার অনিষ্ট চেষ্টা করে।

[৭১:২২] আইউ ২১:১২; জবুর ৯২:৩; ১৪৪:৯।

[৭১:২৩] হিজ ১৫:১৩।
[৭১:২৪] ইষ্টের ৯:২।
[৭২:১] দ্বি.বি. ১:১৬; জবুর ৯:৮।
[৭২:৪] জবুর ৯:১২; ৭৬:৯; ইশা ৪৯:১৩।
[৭২:৫] ১শামু ১৩:১৩।
[৭২:৬] দ্বি.বি. ৩২:২।
[৭২:৭] জবুর ৯২:১২; মেসাল ১৪:১১।
[৭২:৮] জাকা ৯:১০।

জবুর ৭২

বাদশাহ্ সোলায়মানের।
১ হে আল্লাহ্, তুমি বাদশাহ্কে তোমার শাসন,
রাজপুত্রকে তোমার ধর্মশীলতা প্রদান কর।
২ তিনি ধার্মিকতায় তোমার লোকদের,
ন্যায়ে তোমার দুঃখীদের বিচার করবেন।
৩ পর্বতমালা ও উপপর্বতমালা ধার্মিকতা দ্বারা
লোকদের জন্য শান্তিরূপ ফলে ফলবান হবে।
৪ তিনি দুঃখী লোকদের বিচার করবেন,
তিনি দরিদ্রের সন্তানদেরকে উদ্ধার করবেন,
কিন্তু জুলুমবাজকে চূর্ণ করবেন।
৫ যতদিন সূর্য থাকবে, লোকে তোমাকে ভয়
করবে,
যতদিন চন্দ্র থাকবে, পুরুষানুক্রমেই করবে।
৬ তৃণভূমির উপরে বর্ষার মত তিনি নেমে
আসবেন,

৭১:২২-২৪ আল্লাহ্র উদ্ধারকারী সহায়ের প্রতি তীব্র আত্মবিশ্বাসের স্বীকারোক্তি (৩:৮; ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭১:২২ নেবল যন্ত্রে ... বীণাতে। ৫৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *ইসরাইলের পবিত্রতম।* ৭৮:৪১; ৮৯:১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্ ১৯:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭১:২৪ ধর্মশীলতার কথা। আল্লাহ্র চুক্তির ওয়াদা অনুসারে তাঁর লোকদের প্রতি তাঁর উদ্ধার দানকারী কাজ (৮৮:১২; কাজী ৫:১১; ১ শামু ১২:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন দানিয়াল ৯:১৬; মিকাহ্ ৬:৫; প্রকাশিত ১৫:৪ আয়াত)।

জবুর ৭২ অধ্যায়। বাদশাহ্র জন্য মুনাজাত। এই বাদশাহ্ হলেন দাউদের একজন বংশধর, যিনি দাউদের পরে আল্লাহ্র মনোনীত দুনিয়াবী প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর লোকদের উপরে শাসন করেছেন। সম্ভবত বাদশাহ্র অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য এই গজলটি তৈরি করা হয়েছিল (যেমনটা জবুর ২; ১১০ অধ্যায়ে দেখা যায়)। এই গজলের আয়াতগুলোতে প্রকাশ পায় রাজ্যের সাধারণ মানুষের এই প্রত্যাশা যেন বাদশাহ্ ভালভাবে রাজত্ব করতে পারেন, তিনি যেন আল্লাহ্র কাছের লোক হন, তাঁর পরিচর্যাকারী হয়ে ওঠেন, যেন তিনি ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতার ধ্বজাধারী হন, বাদশাহ্ হিসেবে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হন ও তা রক্ষা করতে পারেন। এই মুনাজাতটি একজন বাদশাহ্ অনুপম বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করে এবং তাঁর রাজ্যের গৌরবের কথা প্রকাশ করে। দাউদের বংশের শেষ কয়েকজন বাদশাহ্ সম্পর্কে নবী ইয়ারমিয়ার বিবৃতি দেখুন (উদাহরণস্বরূপ, ইয়ার ২২:২-৩, ১৩-১৫) এবং সেই সাথে তিনি মসীহের ন্যায় বিচার ও শাসনের সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন (ইশা ৯:৭; ১১:৪-৫; ইয়ার ২৩:৫-৬; ৩৩:১৫-১৬; জাকা ৯:৯ আয়াত দেখুন)। পরবর্তীতে ইহুদী কৃষ্টি অনুসারে এই গজলটি মসীহের জন্য রচিত হয়েছে বলে বিবেচনা করা হত, যা প্রাথমিক মণ্ডলীগুলোতেও পালন করা হত। শেষ তিনটি আয়াত এই মুনাজাতের অংশ নয় (উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)। জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে এই অধ্যায়টির অবস্থান সম্পর্কে জানতে দেখুন জবুর ৬৯-৭২ অধ্যায়ের ভূমিকা।

৭২ অধ্যায়ের শিরোনাম। বাদশাহ্ সোলায়মানের। গজলটি হয় তাঁর জন্য লেখা হয়েছে কিংবা তিনিই তা লিখেছেন। অবশ্য দুটোই সত্যি হতে পারে। এই গজলটি সম্ভবত ইসরাইল (এহুদা) জাতি পরবর্তী সময়ে দাউদের বংশের বাদশাহ্দের জন্য ব্যবহার করতে শুরু করে।

৭২:১ মূল মুনাজাত।

শাসন ... ধর্মশীলতা। অর্থাৎ অভিষিক্ত বাদশাহ্ যেন ন্যায় বিচার ও ধর্মশীলতায় পূর্ণ হন এবং তাঁর রাজ্য যেন আল্লাহ্র শাসন ও রাজত্বকেই প্রতিফলিত করে। বাদশাহ্ সোলায়মান আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দাবী করেছিলেন যেন তিনি বুদ্ধিমত্তার সাথে তাঁর লোকদের শাসন করতে পারেন (১ বাদশাহ্ ৩:৯, ১১-১২; এর সাথে মেসাল ১৬:১২ আয়াতও দেখুন)। *ধর্মশীলতা।* ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭২:২-৭ তাঁর রাজত্বের গুণগান: যেন তা ধর্মশীল, সমৃদ্ধ ও চিরস্থায়ী হয়।

৭২:৩ তাঁর রাজ্যে ধর্মশীলতার অস্তিত্ব হবে ভূমির উপর বৃষ্টি বর্ষণের মত, কারণ মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে প্রচুর পরিমাণে দোয়া ও রহমত দান করবেন (আয়াত ৬-৭; ৫:১২; ৬৫:৯-১৩; ১৩৩:৩; লেবীয় ২৫:১৯; দ্বি.বি. ২৮:৮ আয়াত দেখুন)।

৭২:৫ যতদিন সূর্য থাকবে ... পুরুষানুক্রমেই করবে। ২১:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৭২:৬ ৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৭ আয়াতও দেখুন। রাজত্ব করার জন্য মাবুদের অভিষেকের তাৎপর্য সম্পর্কে আরও চিত্রায়িত বর্ণনা জানতে দেখুন মাতম ৪:২০ আয়াত।

৭২:৭ ধার্মিক লোক। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *প্রফুল্ল হবে।* কারণ বাদশাহ্ তাদেরকে সহায়তা দেন ও সুরক্ষা দেন কিন্তু সকল প্রকার মন্দতা থেকে তাদেরকে নিজ ক্ষমতায় রক্ষা করেন (জবুর ১০১ অধ্যায় দেখুন)।

৭২:৮-১৪ তাঁর রাজত্বের বিস্তৃতি (আয়াত ৮-১১) যা তাঁর ধর্মশীল শাসনের জন্য সম্ভব হয়েছে (আয়াত ১২-১৪)।

৭২:৮ তাঁর রাজ্য এবং কর্তৃত্ব সমস্ত দুনিয়াতে যেন বিস্তৃত হয় (আয়াত ৯-১১ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১১০:২

BACIB International Bible CHURCH

সেই বৃষ্টিধারার মত যা ভূমিকে জলসিক্ত করে।
৭ তাঁর সময়ে ধার্মিক লোক প্রফুল্ল হবে,
চন্দ্রের স্থিতিকাল পর্যন্ত প্রচুর শান্তি হবে।
৮ তিনি এক সমুদ্র থেকে অপর সমুদ্র পর্যন্ত,
ঐ নদী থেকে দুনিয়ার প্রান্ত পর্যন্ত কর্তৃত্ব করবেন।
৯ তাঁর সম্মুখে মরু-নিবাসীরা নত হবে,
তাঁর দুশমনেরা ধুলা চাটবে।
১০ তর্শীশ ও দ্বীপগুলোর বাদশাহ্‌রা নৈবেদ্য আনবেন;
সবা ও সবা দেশের বাদশাহ্‌রা উপহার দেবেন।
১১ হ্যাঁ, সমস্ত বাদশাহ্‌ তাঁর কাছে মাথা নত করবেন;
সমস্ত জাতি তাঁর গোলাম হবে।
১২ কেননা তিনি আর্তনাদকারী দরিদ্রকে,
এবং দুঃখী ও অসহায়কে উদ্ধার করবেন।
১৩ তিনি দীনহীন ও দরিদ্রের প্রতি রহম করবেন,
তিনি দরিদ্রদের প্রাণ নিস্তার করবেন।
১৪ তিনি চাতুরী ও দৌরাত্ম্য থেকে তাদের প্রাণ মুক্ত করবেন,
তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত বহুমূল্য হবে;
১৫ আর তারা জীবিত থাকবে ও তাঁকে সাবা দেশের সোনা দান করা যাবে,
লোকে তাঁর জন্য নিরন্তর মুনাজাত করবে,
সমস্ত দিন তাঁর শুকরিয়া করবে।
১৬ দেশের মধ্যে পর্বত-শিখরে প্রচুর শস্য হবে,
তার ফল লেবাননের বনের মত দোলায়মান হবে;
এবং নগরবাসীরা ভূমির ঘাসের মত প্রফুল্ল হবে।
১৭ তাঁর নাম অনন্তকাল পর্যন্ত স্থায়ী হবে;
সূর্যের স্থিতি পর্যন্ত তাঁর নাম সতেজ থাকবে;
মানুষেরা তাঁতে দোয়া পাবে;
সমস্ত জাতি তাঁকে সুখী বলবে।
১৮ মাবুদ আল্লাহ্‌ ধন্য হোন, যিনি ইসরাইলের আল্লাহ্‌;

[৭২:১০] পয়দা ১০:৪।
[৭২:১১] পয়দা ২৭:২৯।
[৭২:১৩] ইশা ৬০:১০; লূক ১০:৩৩।
[৭২:১৪] ইহি ১৩:২৩; ৩৪:১০।
[৭২:১৫] পয়দা ১০:৭।
[৭২:১৬] পয়দা ২৭:২৮; ইহি ৩৪:২৭।
[৭২:১৭] হিজ ৩:১৫।
[৭২:১৭] পয়দা ১২:৩; লূক ১:৪৮।
[৭২:১৮] লূক ১:৬৮।
[৭২:১৯] ২শামু ৭:২৬।
[৭২:২০] রূত ৪:১৭।

আয়াতের নোট)। দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি স্বরূপ শাসক হিসেবে তিনি ধারণ করেন সেই রাজকীয় কর্তৃত্ব যা দুনিয়াতে শুধুমাত্র আল্লাহ্‌ই ধারণ করতে পারেন– আর এই ব্যতিক্রম আদর্শগতভাবে ধারণ করেন একমাত্র প্রভু ঈসা মসীহ্‌। জাকা ৯:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

৭২:৯ প্রাচ্যের আরব্য বেদুইনদের সমস্ত গোষ্ঠীরা যেন তাঁর কাছে নতি স্বীকার করে। *তাঁর দুশমনেরা ধূলা চাটবে।* মিকাহ্‌ ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭২:১০ যে সকল বাদশাহ্‌র দেশের সীমান্তরেখা ভূমধ্য সাগরের পশ্চিম তীরের সংলগ্ন ছিল যারা তাঁকে একজন প্রধান শাসক হিসেবে বিবেচনা করতো। একই সাথে যারা দক্ষিণে আরব শাসন করব এবং পূর্ব আফ্রিকার উপকূলীয় এলাকা শাসন করতো তারাও তাঁকে সর্বাধিক শক্তিশালী শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল। *তর্শীশ।* ভূমধ্যসাগরের বহু দূরবর্তী একটি সমুদ্রবন্দর, যা খুব সম্ভবত বর্তমান আধুনিক স্পেন। *সাবা।* পয়দা ১০:২৮; ১ বাদশাহ্‌ ১০:১; যোয়েল ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

সবা। পুরাতন নিয়মের অন্যান্য স্থানে এটিকে কূশ বলা হয়েছে (পয়দা ১০:৭; ইশা ৪৩:৩)। সম্ভবত এর দ্বারা মিসরের দক্ষিণে আধুনিক সুদানের কোন একটি স্থান বোঝানো হয়েছে।

৭২:১৫-১৭ সমাপনী বক্তব্য: বাদশাহ্‌ যেন দীর্ঘায়ু হন, সমৃদ্ধশালী হন, সমগ্র দুনিয়াতে রাজ্য বিস্তার করতে পারেন – যেন তিনি সমস্ত দেশের উপরে বিজয় লাভ করে তা শাসন করতে পারেন।

৭২:১৭ সমুদয় জাতি। এই বক্তব্য ইব্রাহিমের প্রতি আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে প্রতিফলন করে (পয়দা ১২:৩; ২২:১৮ আয়াত দেখুন) এবং এখানে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে যে, দাউদের রাজকীয় বংশের চূড়ান্ত বংশধর, অর্থাৎ মসীহের মধ্য দিয়েই এই ওয়াদা পরিপূর্ণতা লাভ করবে।

৭২:১৮-১৯ জবুর শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পর্যায়ে এই আয়াত দুটি বিশেষ প্রশংসার বাণী হিসেবে লিপিবদ্ধ হয়েছে (৪১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডের মূল প্রতিপাদ্য ভাষ্যই যেন সমবেত জনতার "আমিন" ধ্বনির মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে (জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

৭২:১৯ তাঁর গৌরবে সমস্ত দুনিয়া পরিপূর্ণ হোক। ৮৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭২:২০ সম্পাদনার সুবিধার্থে এই লাইনটি যুক্ত করা হয়েছে। *দাউদের সমস্ত মুনাজাত।* জবুর ৮৬; ১৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

জবুর ৭৩

দুষ্টদের উন্নতিতে সমস্যা

আসফের কাওয়ালী।

১ আল্লাহ্ সত্যিই মঙ্গলস্বরূপ, ইসরাইলের পক্ষে,
যারা শুদ্ধচিত্ত তাদের পক্ষে।
২ কিন্তু আমার চরণ প্রায় টলেছিল;
আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হয়েছিল।
৩ কারণ যখন দুষ্টদের কল্যাণ দেখেছিলাম,
তখন গর্বিতদের প্রতি ঈর্ষা করেছিলাম।
৪ কেননা তারা মৃত্যুকালে যন্ত্রণা পায় না,
বরং তাদের কলেবর হৃষ্টপুষ্ট।
৫ মানুষের মত কষ্ট তাদের হয় না;
মানুষের মত তারা আহত হয় না।
৬ এজন্য অহঙ্কার তাদের কণ্ঠের হারের মত,
কাপড়ের মত দৌরাত্ম্য তাদেরকে আচ্ছাদন করে।
৭ মেদের ঠেলায় তাদের চোখ বেরিয়ে আসে,
তাদের মনের কুমতলব উপ্‌চে পড়ছে।
৮ তারা বিদ্রূপ করে ও দুষ্টতায় উপদ্রবের কথা বলে,
অহংকারের বশে তারা জুলুমের ভয় দেখায়।
৯ তারা আসমানে মুখ রেখেছে,
এবং তাদের জিহ্বা দুনিয়াতে রেখে ঘুরে বেড়ায়।

[৭৩:১] জবুর ২৪:৪; মথি ৫:৮।
[৭৩:২] ইফি ৪:২৭।
[৭৩:৩] আইউ ৯:২৪;২১:৭; ইয়ার ১২:১; মালাখী ৩:১৫।
[৭৩:৫] আয়াত ১২; ইহি ২৩:৪২।
[৭৩:৬] পয়দা ৬:১১;মেসাল ৪:১৭।
[৭৩:৮] ইহি ২৫:১৫; কল ৩:৮।
[৭৩:১২] জবুর ৪৯:৬।
[৭৩:১৩] পয়দা ৪৪:১৬।
[৭৩:১৬] হেদা ৮:১৭।
[৭৩:১৭] আইউ ৮:১৩; ফিলি ৩:১৯।
[৭৩:১৮] দ্বি.বি. ৩২:৩৫।
[৭৩:১৯] দ্বি.বি. ২৮:২০।
[৭৩:২০] ইশা ২৯:৮।

১০ এজন্য তাদের লোকেরা তাদের দিকে ফিরে,
তারা যা বলে তা পানির মত গিলে।
১১ আর তারা বলে, আল্লাহ্ কিভাবে জানবেন?
সর্বশক্তিমানের কি জ্ঞান আছে?
১২ দেখ, এরাই দুর্জন,
এরা চিরকাল নির্বিঘ্নে থেকে ধন বৃদ্ধি করেছে।
১৩ নিশ্চয় আমি বৃথাই অন্তর পরিষ্কার করেছি,
আমার হাত মিথ্যাই নির্দোষ রেখেছি।
১৪ কেননা আমি সমস্ত দিন আহত হয়েছি,
প্রতি প্রভাতে শাস্তি পেয়েছি।
১৫ যদি আমি বলতাম, এরকম বর্ণনা করবো,
তবে দেখ, তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হতাম।
১৬ আমি তা বুঝবার জন্য চিন্তা করলাম,
কিন্তু তা আমার দৃষ্টিতে কষ্টকর হল,
১৭ যতদিন আমি আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থানে প্রবেশ না করলাম,
ও তাদের শেষ ফল বিবেচনা না করলাম।
১৮ তুমি তাদেরকে পিচ্ছিল স্থানেই রাখছ,
তাদেরকে বিনাশে ফেলে দিচ্ছ।
১৯ তারা নিমিষকালের মধ্যে কেমন উচ্ছিন্ন হয়,
নানা ত্রাসে কেমন নিঃশেষে সংহার হয়।
২০ নিদ্রা ভঙ্গ হলে পর যেমন স্বপ্ন তুচ্ছ হয়,
তেমনি, হে মালিক, তুমি জাগলে তাদের

ইসরাইলের দুশমনদের সমস্ত বিধ্বংসী আক্রমণ নিঃশেষে ব্যর্থ করে দেন (জবুর ৭৯-৮০ অধ্যায়)। (৪) আল্লাহ্‌কে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে যিনি তাঁর লোকদের উপরে বিচার সাধন করেন (জবুর ৮১ অধ্যায়) এবং সমস্ত বিশ্ব শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করেন (জবুর ৮২ অধ্যায়)। এই বিষয়বস্তুগুলোই ঘুরে ফিরে আসফের অন্যান্য গজলগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে (জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৭৩:১-১৪ ঈমানের অন্যতম গুরুতর একটি পরীক্ষা: অনেক সঙ্কটের মধ্যে একজন খোদাভক্ত ইসরাইলীয়ের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় একজন মন্দ ব্যক্তির সুখ ও সমৃদ্ধিতে।

৭৩:১ শুদ্ধচিত্ত। ১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২৪:৪ আয়াতের নোটও দেখুন। *চিত্ত।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৩:২ আমার পাদবিক্ষেপ প্রায় স্খলিত হয়েছিল। খোদায়ী জীবন ও সত্যের পথ থেকে (৩৭:৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৩:৪-১২ দুষ্টদের সুখ ও সমৃদ্ধি এবং তাদের প্রচণ্ড আত্ম অহঙ্কারের বিবৃতি। মূলত এখানে দুর্দশাগ্রস্ত ধার্মিক ব্যক্তিদের দৃষ্টিকে কিছুটা ঈর্ষান্বিত দৃষ্টি হিসেবে দেখানো হয়েছে (১০:২-১১ আয়াতে দুষ্টদের সম্পর্কে বর্ণনা দেখুন। আইউব ২১ অধ্যায়ে দুষ্টদের সুখ ও কল্যাণের কারণে আইউবের অসন্তোষ প্রকাশ পেয়েছে)।

৭৩:৬ অহঙ্কার তাদের কণ্ঠের হারের মত। এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ১:৯; ৩:৩, ২২ আয়াত। *দৌরাত্ম্য তাদেরকে আচ্ছাদন করে।* ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৩:১১ তারা বলে। তাদের কথা (আয়াত ১১) এবং তাদের কাজ (আয়াত ১২) দেখায় যে, তারা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে অনেক দূরে বসবাস করে (আয়াত ২৭)। *আল্লাহ্ ... সর্বশক্তিমান।* অর্থাৎ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ (৫৭:২ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৩:৭ আয়াতের নোট)। *সর্বশক্তিমান।* পয়দা ১৪:১৯ আয়াত দেখুন)।

৭৩:১৩-১৪ জবুর রচয়িতাকে যে চিন্তাটি সবচেয়ে বেশি পীড়া দিচ্ছিল তা হল যখন তিনি দুষ্টদের অবস্থানের সাথে তাঁর নিজ পরিণতিকে মেলাচ্ছিলেন।

৭৩:১৩ অন্তর পরিষ্কার করেছি। ১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৩:১৪ শাস্তি। যেভাবে সন্তানদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করার জন্য পিতা মাতা সন্তানদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন ও সংশোধন করে থাকেন (মেসাল ৩:১২; ২৩:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)।

৭৩:১৫-২৮ ঈমানের নতুনীকরণ: এবাদতখানায় যেখানে আল্লাহ্‌র পথ চর্চা করা হয় ও শিক্ষা করা হয়, সেখানেই দুষ্টদের নিয়তি আল্লাহ্ স্থির করে রেখেছেন বলে জবুর রচয়িতা দেখছেন (আয়াত ১৭ দেখুন)।

৭৩:১৫ যদি আমি বলতাম, এরকম বর্ণনা করবো। যদি জবুর রচয়িতা প্রকাশ্যে মানুষের কাছে তাঁর মনের চিন্তাগুলোকে প্রকাশ করতেন সেই কথা তিনি আল্লাহ্‌কে মুনাজাতে জানাচ্ছেন। এভাবেই তিনি তাঁর অসন্তোষকে আল্লাহ্‌র কাছে তুলে ধরতে চেয়েছেন। তোমার সন্তানদের বংশের প্রতি। এরা এমন ব্যক্তি যারা আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা ও নম্রতার সাথে তাঁর উপর আস্থা ও আনুগত্য স্থাপন করে।

৭৩:১৭ যতদিন আমি আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থানে প্রবেশ না করলাম। সবচেয়ে গুরুতর ক্রান্তিলগ্ন (১৫-২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৩:১৮-২০ যদিও দুষ্টদের দেখে মনে হতে পারে তাদের কেবল কল্যাণই ঘটছে, তথাপি আল্লাহ্ তাদের অবস্থান পিচ্ছিল

মূর্তিগুলোকে তুচ্ছ করবে।
২১ কারণ আমার অন্তর শোকাভিভূত হল,
আমার অন্তর বিদ্ধ হল;
২২ আমি মূর্খ ও অজ্ঞান,
তোমার কাছে পশুর মত ছিলাম।
২৩ কিন্তু আমি নিরন্তর তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি;
তুমি আমার ডান হাত ধরে রেখেছ।
২৪ তুমি নিজের মন্ত্রণায় আমাকে গমন করাবে,
শেষে সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করবে।
২৫ বেহেশতে আমার কে আছে?
দুনিয়াতেও তোমা ভিন্ন আর কিছুতে আমার
প্রীতি নেই।

[৭৩:২২] হেদা ৩:১৮; ৯:১২।
[৭৩:২৩] পয়দা ৪৮:১৩।
[৭৩:২৪] ১বাদশাহ্ ২২:৫।
[৭৩:২৫] ফিলি ৩:৮।
[৭৩:২৬] দ্বি.বি. ৩২:৯।
[৭৩:২৭] লেবীয় ৬:২; ইয়ার ৫:১১।
[৭৩:২৮] সফ ৩:২; ইব ১০:২২; ইয়াকুব ৪:৮।

২৬ আমার মাংস ও আমার অন্তর ক্ষয় পাচ্ছে,
তবুও আল্লাহ্ চিরকাল আমার অন্তরের শৈল
ও আমার উত্তরাধিকার।
২৭ কেননা দেখ, যারা তোমা থেকে দূরে থাকে,
তারা বিনষ্ট হবে;
যেসব লোক তোমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়,
সে সকলকে তুমি উচ্ছিন্ন করেছ।
২৮ কিন্তু আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে থাকা আমারই পক্ষে
মঙ্গল;
আমি সার্বভৌম মাবুদের আশ্রয় নিলাম,
যেন তোমার সমস্ত কাজ বর্ণনা করতে পারি।

করে তুলছেন; কোন ধরনের সতর্কতা না পেয়েই তারা পিছলে যেতে পারে। জবুর রচয়িতা তাদের মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কোন কিছু বলেন নি, কিন্তু তিনি তাঁর শেষ কথা হিসেবে এটাই বলেছেন যে, দুষ্টরা চূড়ান্তভাবে ধ্বংস প্রাপ্ত হবে এবং তারা অবশ্যই তাদের সুখ ও সমৃদ্ধি থেকে বিচ্যুত হবে (জবুর ৪৯ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ২৪ আয়াতে বর্ণিত ধার্মিকদের অবস্থা)।

৭৩:২০ যখন আল্লাহ্ নিজেকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করবেন (৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং দুষ্টদের বিচার করবেন, তখন তিনি তাদেরকে শাস্তি হিসেবে স্বপ্নের ধোঁয়াশা পূর্ণ মানুষের মত নিঃশেষে উড়িয়ে দেবেন।

৭৩:২১ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। দ্বিতীয় অংশে ব্যবহৃত অন্তর শব্দটির জন্য যে মূল হিব্রু শব্দ রয়েছে তার বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "কিডনি" বা "যকৃৎ" (৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৩:২২ পশুর মত ছিলাম। অর্থাৎ পশুর মত নির্বোধ ছিলাম (আইউব ১৮:৩ আয়াত দেখুন)।

৭৩:২৩-২৬ যদিও জবুর রচয়িতা অনেকাংশে পশুর মত নির্বোধ আচরণ করেছেন এবং আল্লাহ্‌কে অবজ্ঞা করেছেন বা তাঁকে দোষারোপ করেছেন, তথাপি আল্লাহ্ কখনোই তাঁকে ত্যাগ করবেন না।

৭৩:২৪ আল্লাহ্‌র প্রজ্ঞা জবুর রচয়িতার মূর্খতাকে প্রমাণ করেছে এবং তা তাঁকে জীবনের সমস্ত পতনের হাত থেকে রক্ষা করবে (১৬:৭; ৩২:৮; ১০৭:১১ আয়াত দেখুন)। সপ্রতাপে আমাকে গ্রহণ করবে। এই দুনিয়াতে ঈমানদারদের হিজরত শেষ হওয়ার পর (৪৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৩:২৫ যদিও তিনি দুষ্টদের কল্যাণ দেখে ঈর্ষা করেছিলেন, কিন্তু এখন তিনি এ কথা স্বীকার করছেন যে, বেহেশতে বা দুনিয়াতে কোথাও আল্লাহ্‌র চেয়ে আকাঙ্ক্ষিত আর কেউ নেই।

৭৩:২৬ আমার মাংস ও আমার অন্তর। অর্থাৎ আমার সমস্ত সত্তা (৮৪:২ আয়াত দেখুন)। *অন্তর।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

আমার উত্তরাধিকার। যেহেতু জবুর রচয়িতা লেবীয় বংশের একজন লোক ছিলেন, সে কারণে প্রতিজ্ঞাত দেশে স্বয়ং আল্লাহ্‌ই ছিলেন তাঁর উত্তরাধিকার, কারণ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে প্রদত্ত লোকদের দশমাংশ ও দানের অর্থ দিয়েই লেবীয়রা জীবন ধারণ করতেন (শুমারী ১৮:২১-২৪; দ্বি.বি. ১০:৯; ১৮:১-২ আয়াত দেখুন)। কিন্তু এখানে তিনি আরও স্বীকারোক্তি দিয়েছেন – যা প্রত্যেক আল্লাহ্‌ভক্ত ইসরাইলীয়ের স্বীকার করা কর্তব্য: যারা মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে ঈমান স্থাপন করে তিনি তাদের জীবনের ধারক ও সংরক্ষণকারী (১৬:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৩:২৭-২৮ ৩৪:২১-২২; ৩৭:১৮-২০; মেসাল ২৪:১৬ আয়াত দেখুন।

৭৩:২৭ যেসব লোক তোমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়। আক্ষরিক অর্থে "যারা রূহানিক জেনা করে থাকে" (এ প্রসঙ্গে হিজ ৩৪:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। যদিও অন্য সকল স্থানে এই কথাটির মধ্য দিয়ে পৌত্তলিক মূর্তিপূজা করার কথা বোঝানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় দ্বি.বি. ৩১:১৬; ইয়ার ২:২০; হোসিয়া ২:৫ আয়াতে; উক্ত আয়াতগুলোর নোট দেখুন)। কিংবা অনেক ক্ষেত্রে এই কথার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয় নিরাপত্তার জন্য মাবুদের উপরে নির্ভর না করে দুনিয়াবী পেশীশক্তির সাথে গাঁটছড়া বাঁধাকে (যেমনটা দেখা যায় ইহি ১৬:২৬-২৯ আয়াতে)। আর এখানে বোঝানো হয়েছে দুষ্টরা নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির উপরে নির্ভর করে থাকে, যার কারণে তারা অপকর্ম ও জুলুমের মাধ্যমে অন্যদের সম্পদ হরণ করার চেষ্টায় রত থাকে (আয়াত ৬-১১)। ইশা ১:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৩:২৮ যেন তোমার সমস্ত কাজ বর্ণনা করতে পারি। সমাপনী এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র সমস্ত দয়ার কথা তাঁর প্রশংসা ও গৌরবের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করার মানত করা হয়েছে (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৭৪ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত যেন তিনি তাঁর নিজ লোকদেরকে তাদের দুশমনদের তিরস্কার ও আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর লোকদের সম্পর্ক যেন একজন বাদশাহ্‌র সাথে তার প্রজাদের সম্পর্কের মত করে প্রকাশ করা হয়েছে। এই গজলটি ব্যাবিলনের বন্দীদশার সময়ে রচনা করা হয়েছে, যখন ইসরাইল জাতি হিসেবে সম্পূর্ণ ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল, তাদের প্রতিজ্ঞাত দেশ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং বায়তুল মোকাদ্দস পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে (জবুর ৭৯; মাতম ২ অধ্যায় দেখুন)। নবী ইয়ারমিয়া এবং ইহিস্কেলের পরিচর্যা কাজের সাথে এই গজলটির সম্পৃক্ততা বেশ অস্পষ্ট (৯ আয়াতের নোট দেখুন)। বিষয়বস্তুগত দিক থেকে গজলটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে যার প্রত্যেকটিতে ১১টি করে আয়াত রয়েছে, যেখানে ১২ আয়াতে (কেন্দ্রস্থিত আয়াত; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) মুনাজাতের মূল বা প্রাথমিক বিষয়বস্তুটি উপজীব্য হয়েছে, যা পুরো মুনাজাতটিকে এক সূত্রে গেঁথে রেখেছে। ১-১১ আয়াতে

জবুর ৭৪

আসফের মস্কীল।

১ হে আল্লাহ্, তুমি কেন আমাদের চিরতরে ত্যাগ
করেছ?
তোমার চারণভূমির মেষদের বিরুদ্ধে
কেন তোমার ক্রোধের আগুন ধূমায়িত হচ্ছে?
২ তোমার মণ্ডলীকে স্মরণ কর,
যা তুমি পূর্বকালে ক্রয় করেছ,
যা তোমার অধিকারের বংশ হবার জন্য তুমি
মুক্ত করেছ;
তোমার বাসস্থান সিয়োন পর্বতকে স্মরণ কর।
৩ চিরকালীন এই ধ্বংসস্তূপে পদার্পণ কর;
দুশমনরা পবিত্র স্থানের সকলই ছারখার
করেছে।
৪ তোমার দুশমনরা তোমার জমায়েত-স্থানের
মধ্যে গর্জন করেছে;
চিহ্নের জন্য তারা নিজেদের চিহ্ন স্থাপন
করেছে।
৫ তারা নিজেদের এমন লোকদের মত দেখাল,
যারা নিবিড় বনে কুঠার উঠায়।
৬ এখন তারা একেবারে সেই স্থানের
সমস্ত শিল্পকর্ম কুঠার ও হাতুড়ি দ্বারা ভেঙ্গে
ফেলে।
৭ তারা তোমার পবিত্র স্থানে আগুন লাগিয়ে দিল,
তোমার নামের আবাস ভূমিসাৎ করে নাপাক
করলো।
৮ তারা মনে মনে বললো, 'আমরা তাদের
একেবারে সংহার করি,'
তারা দেশের মধ্যে আল্লাহ্‌র সমস্ত জমায়েত-
স্থান পুড়িয়ে দিয়েছে।
৯ আমরা আমাদের চিহ্নগুলো দেখতে পাই না,
কোন নবী আর নেই;
আমাদের কেউ জানে না, কত দিন এইভাবে
চলবে।

[৭৪:১] জবুর ৪৩:২।
[৭৪:২] হিজ ১৫:১৬;১করি ৬:২০।
[৭৪:৩] ইশা ৪৪:২৬; ৫২:৯।
[৭৪:৪] শুমারী ২:২; ইয়ার ৪:৬।
[৭৪:৫] ইয়ার ৪৬:২২।
[৭৪:৬] ১বাদশাহ্ ৬:১৮।
[৭৪:৭] লেবীয় ২০:৩; প্রেরিত ২১:২৮।
[৭৪:৮] ২বাদশাহ্ ২৫:৯; ২খান্দান ৩৬:১৯; ইয়ার ২১:১০।
[৭৪:৯] ১শামু ৩:১।

লোকদের অভিযোগের "কেন" ভাষাটি বারবার প্রকাশ পেয়েছে (আয়াত ১, ১১); পুরো গজলটির কাঠামো হিসেবে আমরা দেখতে পাই আল্লাহ্ কাছে স্মরণ করার জন্য ফরিয়াদ (আয়াত ২, ২২)। এছাড়া আরও লক্ষ্য করুন যে, ৪-৮ আয়াতের "তারা" কথাটির বিপরীতে ১৩-১৭ আয়াতে "তুমি" কথাটি রয়েছে (হিব্রু ভাষায় সাতটি সর্বনাম পদের দ্বারা এই বক্তব্যকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে)। দুশমনদের ধ্বংসাত্মক আক্রমণ এবং তাদের গর্বিত ও উদ্ধত কাজের বিপক্ষে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কর্তৃত্ব প্রকাশের জন্য বিশেষভাবে ফরিয়াদ জানানো হয়েছে। জবুর শরীফে এই অধ্যায়টির অবস্থান এবং এর পারিপার্শ্বিক অন্যান্য গজলের সাথে এর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৭৪ অধ্যায়ের শিরোনাম *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৪:১-২ প্রারম্ভিক অভিযোগ ও ফরিয়াদ।

৭৪:১ কেন ... ? কেন ... ? এর সাথে তুলনা করুন "কত দিন ... ?" (আয়াত ১০) এবং "কেন ... ?" (আয়াত ১১)। ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

চিরতরে। আপাতদৃষ্টিতে তা-ই মনে হচ্ছিল, যেহেতু এই দুর্দশা থেকে যে উদ্ধার পাওয়া যাবে এমন কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। *ক্রোধের আগুন।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

চারণভূমির মেষ। একজন বাদশাহ্ যে তাঁর রাজ্যের পালক, এই ব্যাখাটিকে উপমার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে (২৩:১; ৯৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দেখুন ৭৯:১৩; ১০০:৩ আয়াত দেখুন)।

৭৪:২ ক্রয় করেছ। কিংবা "অর্জন করেছেন" বা "সৃষ্টি করেছেন" (হিজ ১৫:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। তোমার অধিকার। দ্বি.বি. ৯:২৯ আয়াত দেখুন। মুক্ত *করেছ।* এখানে এবং আরও অন্যান্য স্থানে অনেক সময় এই শব্দটির মধ্য দিয়ে "উদ্ধার লাভ করা" বোঝানো হয়ে থাকে। *সিয়োন পর্বত।* ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন। এই আয়াতটিকে হিজরত ১৫ অধ্যায়ের বিজয় কাওয়ালী স্মরণ করা হয়েছে (বিশেষ করে ১৩-১৭ আয়াত দেখুন এবং এই গজলের কেন্দ্রস্থিত আয়াতটির অর্থাৎ ১২ আয়াতের সাথে তুলনা করুন কাওয়ালীটির শেষ আয়াত, হিজ ১৫:১৮)। আর এভাবেই এই গজলের সাথে হিজরতের পরবর্তী অন্যান্য কাহিনীর সূত্রপাত ও সংযোগ সাধন করা হয়েছে। ব্যাবিলনীয়দের দ্বারা সিয়োনের ধ্বংস সাধন আপাতদৃষ্টিতে মিসর দেশ থেকে ইসরাইল জাতির উদ্ধারের মধ্য দিয়ে সাধিত আল্লাহ্‌র মহা বিজয়কে ম্রিয়মান করে তুলেছে।

৭৪:৩-৮ ব্যাবিলনীয় বাহিনী কর্তৃক মাবুদের এবাদতখানার ভয়ঙ্করভাবে ধ্বংস সাধন।

৭৪:৩ চিরকালীন এই ধ্বংসস্তূপে পদার্পণ কর। অর্থাৎ দ্রুত এই ধ্বংসস্তূপকে পুনরুদ্ধার কর।

৭৪:৪ চিহ্ন। সম্ভবত ব্যাবিলনীয় সৈন্য বাহিনীর চিহ্ন (শুমারী ১:৫২; ইশা ৩১:৯; ইয়ার ৪:২১)। *চিহ্নের জন্য।* অর্থাৎ তাদের বিজয় লাভের তাৎপর্য প্রকাশের জন্য।

৭৪:৬ সমস্ত শিল্পকর্ম। অর্থাৎ এবাদতখানার কাঠের কারুকাজ করা দেয়াল ও অন্যান্য ফলক। ১ বাদশাহ্ ৬:১৫ আয়াত দেখুন।

৭৪:৭ তোমার নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে "নাম" শব্দটিকে যখন এবাদতখানায় আল্লাহ্‌র উপস্থিতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে, তখন তা বড় হরফে লেখা হয়েছে (দ্বি.বি. ১২:৫ আয়াত দেখুন)।

৭৪:৮ তারা ... বললো। ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

আল্লাহ্‌র সমস্ত জমায়েত-স্থান। আক্ষরিক অর্থে "যে সকল স্থানে আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগী করা হয়" (আয়াত ৪ দেখুন)। ব্যাবিলনীয়দের আক্রমণের সময় এহুদায় বেশ কিছু সংখ্যক অনুমোদিত ও অননুমোদিত স্থান ছিল যেখানে লোকেরা আল্লাহ্‌র এবাদত করতো (১ বাদশাহ্ ৩:২; ২ বাদশাহ্ ১৮:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৪:৯-১১ অভিযোগ ও ফরিয়াদ নতুন করে উপস্থাপন করা হয়েছে (আয়াত ১-২ দেখুন)।

৭৪:৯ চিহ্নগুলো দেখতে পাই না। যেমনটা তারা হিজরতের সময়কালে দেখেছিলেন (১৩-১৫ আয়াত; ৭৮:৪৩ আয়াত দেখুন)।

১০ হে আল্লাহ্, বিপক্ষ কতদিন তিরস্কার করবে?
দুশমন কি চিরকাল তোমার নাম তুচ্ছ করবে?
১১ তুমি তোমার হাত, তোমার ডান হাত, কেন
সঙ্কুচিত করছো?
সেটি বক্ষঃস্থল থেকে বের কর, দুশমনদের
শেষ করে দাও।
১২ তবুও আল্লাহ্ই পূর্বকাল থেকে আমার
বাদশাহ্,
দুনিয়ার মধ্যে উদ্ধারের সাধনকর্তা।
১৩ তুমিই তোমার পরাক্রমে সমুদ্রকে বিভক্ত
করেছিলে,
তুমিই পানিতে নাগদের মাথা চূর্ণ করেছিলে।
১৪ তুমিই লিবিয়াথনের মাথা চূর্ণ করেছিলে,
মরুভূমি-নিবাসী সকলকে খাদ্য হিসেবে তার
দেহ দিয়েছিলে।

[৭৪:১১] ইহি ৫:১৩; ইহি ৫:৩।
[৭৪:১৩] হিজ ১৪:২১।
[৭৪:১৪] ইয়ার ৫০:৩৯।
[৭৪:১৫] হিজ ১৭:৬।
[৭৪:১৬] পয়দা ১:১৬।
[৭৪:১৭] প্রেরিত ১৭:২৬।
[৭৪:১৮] দ্বি.বি. ৩২:৬।
[৭৪:১৯] পয়দা ৮:৮; ইশা ৫৯:১১।

১৫ তুমিই ফোয়ারা ও বন্যার জন্য পথ করেছিলে,
তুমিই নিত্য প্রবাহিনী নদী শুকিয়ে
ফেলেছিলে।
১৬ দিন তোমার, রাত তোমার;
তুমিই জ্যোতিষ্ক ও সূর্য রচনা করেছ।
১৭ তুমিই দুনিয়ার সমস্ত সীমা স্থাপন করেছ;
তুমিই গ্রীষ্মকাল ও শীতকাল স্থাপন করেছ।
১৮ হে মাবুদ স্মরণ কর, কেমন করে দুশমন
তিরস্কার করেছে,
মূঢ় জাতি তোমার নাম তুচ্ছ করেছে।
১৯ তোমার ঘুঘুর প্রাণ বন্য পশুকে দিও না;
তোমার দুঃখীদের জীবন চিরতরে ভুলে থেকো
না।
২০ সেই নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখ;
কেননা দুনিয়ার অন্ধকারময় সমস্ত স্থান

৭৪:১০ তিরস্কার করবে ... তোমার নাম তুচ্ছ করবে? ১৮ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন আয়াত ২২; ২ বাদশাহ্ ১৮:৩২-৩৫; ইশা ৩৭:৬, ২৩ আয়াত।

৭৪:১২ গজলের কেন্দ্রস্থিত আয়াত (হিব্রু সংস্করণে কেন্দ্রস্থিত পঙক্তি; ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। পুরো অধ্যায়টি এই আয়াতে বিধৃত সত্যকেই প্রতিফলিত করেছে: আল্লাহ্ই হলেন ইসরাইলের বাদশাহ্, তার আশা ও তার নাজাতদাতা; ইসরাইল হচ্ছে আল্লাহ্র জাতি (তথা রাজ্য)। এর মধ্য দিয়ে গজলের মধ্যস্থিত সমস্ত অভিযোগ ও ফরিয়াদকে তুলে আনা হয়েছে এবং কেন ইসরাইল জাতির ধ্বংস সাধনের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নিজেও তিরস্কৃত ও অবজ্ঞাত হচ্ছেন তারও জবাব দেওয়া হয়েছে।

আমার। একবচনে কথাটি বলা হলেও এখানে সামষ্টিকভাবে সমগ্র ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে (জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

পূর্বকাল থেকে। অর্থাৎ হিজরতের সময়কাল থেকে (হিজ ৩:৭; ১৯:৫-৬ আয়াত দেখুন)।

৭৪:১৩-১৭ মাবুদ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্, সৃষ্টিকর্তা ও নাজাতদাতা (৬৫:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৪:১৩-১৪ আল্লাহ্র মনোনীত জাতি ইসরাইলকে মিসর দেশ থেকে উদ্ধার করার সময় তিনি যে সকল মহা শক্তি ও পরাক্রমের কাজ করেছিলেন তার স্মরণিকা। প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের পৌরাণিক কাহিনী এই আয়াত দুটির বক্তব্যকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছে, যেখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী পানির স্রোত বা জলরশিকে তুলনা করা হয়েছে বহু মাথা বিশিষ্ট পশুর সাথে তুলনা করা হয়েছে যার উপরে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ বিজয় লাভ করেছেন এবং এর পর তিনি দুনিয়াতে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেছেন (৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর রচয়িতা এখানে সৃষ্টি ও নাজাতের মূলভাবকে এই বিষয়টির মধ্য দিয়ে একীভূত করেছেন যে, ইসরাইলের আল্লাহ্ তাঁর উদ্ধারকারী কাজের মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন (তাঁর লোকদের জন্য "লোহিত সাগর" খুলে দেওয়া এবং মিসরীয় বাহিনীকে ধ্বংস করে দেওয়া) তিনি যে কোন শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করতে এবং তাদের উপরে বিজয় লাভ করতে সক্ষম। তিনি তাঁর লোকদেরকে উদ্ধার করে দুনিয়াতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। এই অংশকে সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে: (১) আল্লাহ্র সৃষ্টির বিন্যাস ও শৃঙ্খলা রক্ষা করেন, ৮৯:১০; আইউব ৯:১০; ২৬:১২-১৩ আয়াত দেখুন; (২) মিসর থেকে উদ্ধার লাভের বিজয় উদযাপন, ইশা ৫১:৯; (৩) ইসরাইলের ভবিষ্যৎ উদ্ধার লাভের ঘোষণা। ইশা ২৭:১ আয়াত দেখুন। মিসরের বিরুদ্ধে বিচার ঘোষণার সময়ও ইহিস্কেল ২৯:৩-৫; ৩২:২-৬ আয়াতে একই ধরনের ঘটনার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

৭৪:১৫ লোহিত সাগরে, মরুভূমিতে এবং জর্ডান নদীতে পানি নিয়ে আল্লাহ্ যে সকল অলৌকিক কাজ করেছিলেন তার পুনরুল্লেখ।

৭৪:১৬-১৭ আল্লাহ্ই হলেন সেই ব্যক্তি যিনি সৃষ্টি জগতের মধ্যে শৃঙ্খলা ও বিন্যাস সাধন করেছেন; তিনিই একাকী এই দুনিয়াতে সমস্ত বিপক্ষ শক্তিকে উপেক্ষা করে নিজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম।

৭৪:১৮-২৩ আল্লাহ্ যেন তাঁর নিজ নামের গৌরব ও তাঁর জাতির মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে পারেন সেই জন্য মুনাজাত।

৭৪:১৮ আয়াত ২, ১০ দেখুন।

মূঢ় জাতি। ১০ আয়াতে বর্ণিত দুশমনদেরকে ("দুশমন" বলতে এখানে কোন বিশেষ জাতি নয়, বরং ইসরাইল জাতির বিপক্ষ সমস্ত জাতিকেই বোঝানো হয়েছে) মূঢ় তথা বোকা বলা হয়েছে, কারণ তারা আল্লাহ্র বিরোধিতা করে এবং তাঁকে অবজ্ঞা করে (২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৪:১৯ তোমার ঘুঘু। ইসরাইল জাতি; সম্ভবত ইসরাইল জাতি যে মাবুদ আল্লাহ্র অত্যন্ত প্রিয়পাত্র সেই বিষয়টিকেই এখানে বোঝানো হয়েছে (সোলায়মানের গজল ২:১৪; ৫:২; ৬:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৬৮:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *বন্য পশু।* ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৪:২০ সেই নিয়ম। মাবুদ আল্লাহ্ যে নিয়ম স্থাপনের মধ্য দিয়ে নিজেকে ইসরাইলের আল্লাহ্ করার কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি এমন একজন আল্লাহ্ হবেন যিনি তাঁর লোকদেরকে সুরক্ষিত রাখবেন এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে নিয়ে অত্যন্ত সুখী ও সমৃদ্ধশালী জাতিতে পরিণত করবেন (হিজ ১৯:৫-৬; ২৩:২৭-৩১; ৩৪:১০-১১; লেবীয় ২৬:১১-১২, ৪২, ৪৪-৪৫; দ্বি.বি. ২৮:১-১৪ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন জবুর ১০৫:৮-১১; ১০৬:৪৫; ১১১:৫, ৯; ইশা ৫৪:১০; ইয়ার ১৪:২১; ইহি ১৬:৬০ আয়াত)।

BACIB International Bible CHURCH

অত্যাচারের বসতিতে পরিপূর্ণ।
২১ উৎপীড়িত ব্যক্তি যেন লজ্জিত হয়ে ফিরে না
যায়;
দুঃখী ও দরিদ্র তোমার নামের প্রশংসা করুক।
২২ উঠ, হে আল্লাহ্, তোমার ঝগড়া নিষ্পন্ন কর;
স্মরণ কর, মূঢ় সমস্ত দিন তোমাকে কেমন
তিরস্কার করে।
২৩ তোমার বিপক্ষদের কোলাহল ভুলে যেয়ো না;
তোমার প্রতিপক্ষদের কলহ নিয়ত উঠছে।

জবুর ৭৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, নাশ করো না।
আসফের কাওয়ালী। গজল।
১ হে আল্লাহ্, আমরা তোমার শুকরিয়া করছি,
শুকরিয়া করছি,
কেননা তোমার নাম নিকটবর্তী;
লোকে তোমার অলৌকিক সমস্ত কাজ বর্ণনা
করে।
২ "আমি যখন নিরূপিত সময় উপস্থিত করবো,
তখন আমিই ন্যায্য বিচার করবো।
৩ দুনিয়া ও অধিবাসীরা বিলীন হচ্ছে;
আমি তার সমস্ত স্তম্ভ স্থাপন করেছি।
সেলা।
৪ আমি গর্বিত লোকদের বললাম, গর্ব করো না;
দুষ্ট লোকদের বললাম, শিং উঁচু কোরো না।
৫ তোমাদের শিং উঁচুতে তুলো না;
অবাধ্য হয়ে কথা বলো না।"
৬ কেননা উদয় স্থান থেকে, বা পশ্চিম থেকে,
অথবা দক্ষিণ থেকে উন্নতিলাভ হয়, এমন
নয়।
৭ কিন্তু আল্লাহ্ই বিচারকর্তা;

[৭৪:২১] ইশা ৫৮:১০।
[৭৪:২২] জবুর ১৭:১৩।
[৭৪:২৩] ইশা ৩১:৪।
[৭৫:১] ইউসা ৩:৫।
[৭৫:২] হিজ ১৩:১০।
[৭৫:৩] ইশা ২৪:১৯।
[৭৫:৪] জাকা ১:২১।
[৭৫:৫] আইউ ১৫:২৫।
[৭৫:৭] পয়দা ১৬:৫; জবুর ৫০:৬; ৫৮:১১; প্রকা

৭৪:২১ দুঃখী ও দরিদ্র। ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার নামের প্রশংসা করুক।* অর্থাৎ তারা এমন দোয়া ও রহমত লাভ করুক যার কারণে তারা তোমার নামের প্রশংসা করবে।

৭৪:২২ উঠ। ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৪:২৩ কোলাহল ... কলহ। ৬৪:২ আয়াত দেখুন।

জবুর ৭৫ অধ্যায়। যখন উদ্ধত ও অহঙ্কারী দুনিয়াবী শক্তি ইসরাইলের নিরাপত্তায় আঘাত হানে, সেই মুহূর্তে আল্লাহ্র সুনিশ্চিত সুরক্ষার কথা বর্ণনা করে গাওয়া গজল। গজলটি রচনার সময়কাল সম্ভবত আশেরীয়দের সৃষ্টি করা বিশ্বব্যাপী আতঙ্ক ও গোলযোগের সময় (২ বাদশাহ্ ১৮:১৩–১৯:৩৭ আয়াত দেখুন)। এর সাথে জবুর ১১; ৭৬ অধ্যায়ও দেখুন। হান্নার কাওয়ালীর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বিষয়বস্তু নিয়ে প্রচুর গজল রয়েছে (১ শামু ২:১-১০ আয়াত দেখুন)। সমবেত এবাদতকারী জনতা এখানে কথা বলছে (আয়াত ১), সম্ভবত তাদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আসফের কোন একজন বংশধর (আয়াত ৯)। গজলটির কাঠামো নির্দেশ করেছে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন (আয়াত ১) এবং তাঁর প্রশংসা ও গৌরব (আয়াত ৯-১০)। গজলের মূল অংশে রয়েছে চারটি পঙক্তি (হিব্রু সংস্করণে) বিশিষ্ট দুটি অংশ এবং প্রত্যেকটি অংশে দুটি করে জোড় আয়াত রয়েছে। প্রথম অংশে রয়েছে বেহেশত থেকে ঘোষিত নিশ্চয়তা দানকারী বাণী; দ্বিতীয় অংশে রয়েছে দুনিয়া থেকে আল্লাহ্র বিজয়ের কথা ঘোষণা। এই অধ্যায়ের সাথে পারিপার্শ্বিক অধ্যায়গুলো, বিশেষ করে জবুর ৭৬ অধ্যায়ের সম্পৃক্ততা সম্পর্কে জানতে জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৭৫ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *স্বর।* জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *নাশ করো না।* জবুর ৫৭; ৫৮; ৫৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *কাওয়ালী।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৫:১ সমবেত জনতা আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ভাষায় তাঁকে প্রশংসা ও গৌরব প্রদান করছে (৭:১৭; ২৮:৭; ৩০:১২; ৩৫:১৮ আয়াত দেখুন)। *তোমার নাম।* ৫:১১; ৭৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *অলৌকিক সমস্ত কাজ।* ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৫:২-৫ বেহেশত থেকে আসা নিশ্চয়তা দানকারী বাণী: আল্লাহ্ কখনোই এই সকল উদ্ধত ও অহঙ্কারী লোকদেরকে ছেড়ে দেবেন না। তবে এটি স্পষ্ট নয় যে, আল্লাহ্ নতুন কোন বাণী প্রদান করেছেন না কি আল্লাহ্ এর আগে পাক-কিতাবে নবীদের মধ্য দিয়ে যে সকল কথা বলেছেন সেগুলোকেই পুনরায় স্মরণ করা হয়েছে (যেমন নবী ইশাইয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ যে সকল কথা বলেছেন, ২ বাদশাহ্ ১৯:২১-৩৪ আয়াত দেখুন এবং উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৫:২ আমিই ন্যায্য বিচার করবো। আল্লাহ্ ন্যায্য বিচার করতে ব্যর্থ হবেন না (জবুর ৯৬; ৯৮ অধ্যায় দেখুন এবং ৯৬:১৩; ৯৮:৯ আয়াতের নোট দেখুন) – কিন্তু তিনি তাঁর নিজ নিরূপিত সময়ে তা করবেন।

৭৫:৩ মন্দ শক্তির উত্থানের কারণে যখন সমগ্র দুনিয়ায় নৈতিকতা ও আদর্শ চরমভাবে ব্যাহত হবে, যখন দুনিয়া হয়ে পড়বে ভগ্নপ্রায়, তখনও আল্লাহ্ এই দুনিয়াকে ধরে রাখবেন বলে কথা দিচ্ছেন (১১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

স্তম্ভ। এই প্রতীকী শব্দটির মধ্য দিয়ে সমগ্র বিশ্বে শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার কথা বোঝানো হয়েছে (২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৫:৪ গর্বিত ... দুষ্ট। জবুর রচয়িতাদের কাছে দুষ্টেরা একাধারে উদ্ধত (বিশেষ করে জবুর ১০ অধ্যায় দেখুন এবং ১০:২-১১; ৭৩:৪-১২ আয়াতের নোট; ৯৪:৪ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং মূর্খ (জবুর ১৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন এবং ১৪:১; ৭৪:১৮, ২২ আয়াত এবং ৭৪:১৮; ৯২:৬; ৯৪:৮ আয়াতের নোট ও ৯৪:৮-১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

শিং উঁচু কোরো না। আক্রমণকারী ষাঁড়ের উপমা অনুসারে উদ্ধত বিরোধিতাকারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। "শিং" (১০ আয়াতও দেখুন) কিতাবুল মোকাদ্দসে সাধারণভাবে শৌর্য বীর্য ও ক্ষমতার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে (১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৫:৫ অবাধ্য হয়ে কথা বলো না। আক্ষরিক অর্থে "ঘাড় শক্ত করে কথা বলো না," যা অবাধ্যতার প্রতীক হিসেবে বলা হয়ে থাকে।

৭৫:৬-৮ সমগ্র দুনিয়া থেকে আসা বিজয়ের জয়ধ্বনি: সম্ভবত আল্লাহ্র সান্ত্বনা দানকারী বাণীর প্রেক্ষিতে লেবীয় গজল গায়কেরা এই অংশটি গেয়ে থাকেন।

তিনি কাউকে নত, কাউকে বা উন্নত করেন।
৮ কেননা মাবুদের হাতে একটি পানপাত্র আছে,
তার আঙ্গুর-রস মেতে উঠেছে,
তা মিশানো সুরায় পরিপূর্ণ, আর তিনি তা থেকে ঢালেন,
দুনিয়ার দুষ্ট সকলে তার তলানি পর্যন্ত চেটে খাবে।
৯ কিন্তু আমি চিরকাল তবলিগ করবো,
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে গজল গাইব।
১০ আর আমি দুষ্টদের সমস্ত শিং কেটে ফেলবো,
কিন্তু ধার্মিকদের শিং উন্নত হবে।

জবুর ৭৬

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। তারযুক্ত যন্ত্রে।
আসফের কাওয়ালী। গজল।
১ আল্লাহ্‌ এহুদার মধ্যে পরিচিত,
ইসরাইলের মধ্যে তাঁর নাম মহৎ।
২ আর শালেমে তাঁর আবাস,
সিয়োনে তাঁর বাসস্থান রয়েছে।
৩ সেখানে তিনি ধনুকের জ্বলন্ত সমস্ত তীর,
ঢাল, তলোয়ার ও সমস্ত যুদ্ধাস্ত্র ধ্বংস করেছেন। সেলা।
৪ মৃগয়ার পর্বতমালা থেকে তুমি তেজোময় ও মহিমান্বিত।
৫ সাহসী যোদ্ধাদের লুট করা হয়েছে ও তারা ঘুমে ঢলে পড়েছে,
কোন বীর তার হাত তুলতে পারে নি।
৬ হে ইয়াকুবের আল্লাহ্‌,

১৮:৮। [৭৫:৮] ইশা ৫১:১৭; ইয়ার ২৫:১৫; জাকা ১২:২। [৭৫:৯] পয়দা ২৪:১২; জবুর ৭৬:৬। [৭৫:১০] জবুর ৮৯:১৭। [৭৬:১] জবুর ৯৯:৩। [৭৬:২] পয়দা ১৪:১৮; ইব ৭:১। [৭৬:৩] ইহি ৩৯:৯। [৭৬:৪] জবুর ৩৬:৯। [৭৬:৫] মথি ৯:২৪।

৭৫:৮ পানপাত্র। ১৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

তা মিশানো সুরায় পরিপূর্ণ। মিশ্রিত সুরায় বিভিন্ন মশলা বা নেশা জাতীয় দ্রব্য মেশানো থাকতো যা মাদকতা তৈরি করতো (মেসাল ৯:২, ৫ আয়াত দেখুন এবং ৯:২; ২৩:২৯-৩০ আয়াতের নোট ও ২৩:৩০; সোলায়মানের গজল ৮:২; ইশা ৬৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

তলানি পর্যন্ত চেটে খাবে। কারণ আল্লাহ্‌ নিজে তা ঢালছেন এবং তাদের আর তা এড়ানোর কোন উপায় নেই।

৭৫:৯ চিরকাল আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব করার মানত প্রকাশ (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন), কারণ তিনি ধর্মশীলতায় বিচার করেন।

আমি। সম্ভবত লেবীয় গজল গায়কদের নেতা সমগ্র সমবেত এবাদতকারীদের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে এই কথা উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু এখানে যে সর্বনাম পদটি ব্যবহৃত হয়েছে তা সাধারণত একবচনে পুরো সমবেত জনতাকে বুঝিয়ে থাকে, যেমনটা ৭৪:১২ আয়াতে দেখা যায় (জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। *ইয়াকুব।* ইসরাইল জাতির জন্য ব্যবহৃত সমার্থক নাম (পয়দা ৩২:২৮ আয়াতের নোট)।

৭৫:১০ ধার্মিক। ১:৫ আয়াত; পয়দা ৭:১; দ্বি.বি. ৬:২৫; ২ শামু ২২:২১, ২৫ আয়াতের নোট দেখুন। *উন্নত হবে।* ৭ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৪ আয়াতের নোট।

জবুর ৭৬ অধ্যায়। জেরুশালেমকে অর্থাৎ মাবুদের রাজকীয় রাজধানীকে রক্ষা করার জন্য তাঁর অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার প্রশংসা ও গৌরব। এই গজলটি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে জবুর ৪৬; ৪৮; ৮৭ অধ্যায়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত (জবুর ৪৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এক্ষেত্রে প্রাচীন ধারণাটি হয়তো সঠিক যে, সনহেরীবের সেনাবাহিনী জেরুশালেমের এবাদতখানা ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি ঘোষণা করার পর মাবুদ কর্তৃক সেই বাহিনীর সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধনের পরেই এই গজলটি রচনা করা হয়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ১৯:৩৫ আয়াত দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে সূচনা (আয়াত ১-৩) এবং সমাপ্তি (আয়াত ১১-১২) অংশ দুটি মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছে। এর মধ্যবর্তী অংশে রয়েছে দুটি চার পঙক্তি বিশিষ্ট (হিব্রু সংস্করণে) অংশ যেখানে আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে প্রশংসা করা হয়েছে (আয়াত ৪-৬, ৭-১০) এবং তাঁর মহা বিচারের গৌরব করা হয়েছে। এই গজলটির সাথে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অধ্যায়, বিশেষ করে জবুর ৭৫ অধ্যায়ের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করার জন্য জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৭৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *তারযুক্ত যন্ত্রে।* জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *কাওয়ালী।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৬:১-৩ সিয়োন নগরীকে রক্ষা করার জন্য এর দুশমনদেরকে আল্লাহ্‌ কর্তৃক নিঃশেষে ধ্বংস সাধন।

৭৬:১ আল্লাহ্‌ ... পরিচিত। এখন তিনি আরও বিশেষভাবে পরিচিত তাঁর অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজের কারণে।

ইসরাইল। সম্ভবত এখানে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র নিয়মে আবদ্ধ তাঁর মনোনীত জাতিকে বোঝানো হয়েছে। আশেরীয়দের আক্রমণের কারণে বহু ইসরাইলীয় উত্তরের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে এহুদায় বসবাস করতে শুরু করে (জবুর ৮০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন এবং নহিমিয়া ৩:৮ অধ্যায়ের নোট দেখুন)।

৭৬:২ আবাস ... বাসস্থান। যেহেতু এই দুটি শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ দিয়ে প্রায়শই সিংহের গুহা, গর্ত বা ডেরা বোঝানো হয়েছে (১০:৯; ১০৪:২২; আইউব ৩৮:৪০; ইয়ার ২৫:৩৮; আমোস ৩:৪), সেহেতু হতে পারে জবুর রচয়িতা এখানে ইসরাইলের আল্লাহ্‌কে শিকারী সিংহের মত করে দেখিয়েছেন, যে তার শিকারকে বশে নিয়ে আসে। সেক্ষেত্রে ৪ আয়াতের আরেক ধরনের ব্যাখ্যা প্রয়োজন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। *শালেম।* জেরুশালেম, যা সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (পয়দা ১৪:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *সিয়োন।* ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৬:৪-১০ আল্লাহ্‌র অভাবনীয় ও ভয়াবহ শক্তির প্রশংসা, যাঁর কর্তৃত্বপূর্ণ ন্যায় বিচারের মধ্য দিয়ে ভক্তিপূর্ণ ভয়ে প্রত্যেকে পূর্ণ হয় (ভূমিকা দেখুন)।

৭৪:৪ মৃগয়ার পর্বতমালা ... তেজোময় ও মহিমান্বিত। ২ আয়াতের বিশেষ্য পদটি যদি সিংহের গর্ত বুঝিয়ে থাকে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন), তাহলে এই পঙক্তিটির অর্থ হবে এমন: "সিংহের অগণিত মৃগয়ার পর্বতমালা থেকেও তুমি তেজোময় ও মহিমান্বিত।"

৭৬:৫-৬ সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে লোহিত সাগরে মিসরীয়দের উপরে আল্লাহ্‌র বিজয় সাধনের ঘটনাকেও বোঝানো হতে পারে

তোমার ধমক খেয়ে রথ ও ঘোড়া গভীর ঘুমে
ঢলে পড়েছে।
৭ তুমি, তুমিই ভয়াবহ;
তুমি একবার ক্রুদ্ধ হলে কে তোমার সাক্ষাতে
দাঁড়াবে?
৮ তুমি বেহেশত থেকে বিচারাজ্ঞা শুনালে,
দুনিয়া ভয় পেল, নিস্তব্ধ হল,
৯ যখন আল্লাহ্ উঠলেন বিচার করার জন্য,
দুনিয়ার অত্যাচারিত লোকদের উদ্ধার করার
জন্য। সেলা।
১০ অবশ্য, মানুষের ক্রোধ তোমার প্রশংসা
করবে;
তুমি ক্রোধের অবশেষ দ্বারা তোমার চারপাশ
বাঁধবে।
১১ তোমাদের আল্লাহ্ মাবুদের কাছে শপথ কর ও
তা পূর্ণ কর;
তাঁর চারদিকের সকলে সেই ভয়াবহের কাছে
উপঢৌকন আনয়ন করুক।

[৭৬:৬] হিজ ১৫:১।
[৭৬:৭] উজা ৯:১৫; প্রকা ৬:১৭।
[৭৬:৮] ১খান্দান ১৬:৩০; ইহি ৩৮:২০।
[৭৬:৯] জবুর ৯:৮।
[৭৬:১০] হিজ ৯:১৬; রোমীয় ৯:১৭।
[৭৬:১১] লেবীয় ২২:১৮; হেদা ৫:৪-৫।
[৭৭:১] ১বাদশাহ্ ৮:৫২।
[৭৭:২] পয়দা ৩৭:৩৫; মথি ২:১৮।
[৭৭:৩] হিজ ২:২৩; জবুর ৬:৬; ইয়ার ৪৫:৩।

১২ তিনি শাসনকর্তাদের সাহস খর্ব করেন;
দুনিয়ার বাদশাহ্দের পক্ষে তিনি ভয়াবহ।

জবুর ৭৭

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। যিদুথূনের প্রণালীতে।
আসফের কাওয়ালী।

১ আমি চিৎকার করে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি
করবো;
চিৎকার করে আল্লাহ্র কাছে কান্নাকাটি
করবো,
তিনি আমার কান্না শুনে জবাব দেবেন।
২ সঙ্কটের দিনে আমি প্রভুর খোঁজ করলাম;
রাতের বেলায় আমার হাত প্রসারিত থাকলো,
সঙ্কুচিত হল না;
আমার প্রাণ প্রবোধ মানল না।
৩ আমি আল্লাহ্কে স্মরণ করে কাতর আর্তনাদ
করছি;
ভাবনা করতে করতে আমার রূহ্ মূর্চ্ছিত

(হিজ ১৪:২৮, ৩০; ১৫:৪-৫, ১০ আয়াত দেখুন)।

৭৬:৬ ধমক। এই শব্দটি যখন আল্লাহ্র ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন সাধারণত কয়েকটি বিষয় বোঝানো হতে পারে: (১) তাঁর ভয়াবহ কর্তৃত্ব প্রকাশকারী বজ্র, যার মধ্য দিয়ে তিনি এই সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করে থাকেন (১৮:১৫; ১০৪:৭; ১০৬:৯; আইউব ২৬:১১; ইশা ৫০:২; শুমারী ১:৪ আয়াত দেখুন) বা তাঁর দুশমনদের প্রতিহত করে থাকেন (এই আয়াতে; এর সাথে দেখুন ৯:৫; ৬৮:৩০; ইশা ১৭:১৩ আয়াত); কিংবা (২) তাঁর ক্রোধের বজ্রধ্বনি (৮০:১৬; ইশা ৫১:২০; ৫৪:৯; ৬৬:১৫; মালাখি ২:৩ আয়াত দেখুন)। *ইয়াকুবের আল্লাহ্।* এর সাথে জবুর ৭৫ অধ্যায়টি সংযুক্ত (৭৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৬:৭ তুমি, তুমিই ভয়াবহ। চার পঙক্তি বিশিষ্ট দ্বিতীয় এই অংশটির প্রথম পঙক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে "তুমিই" কথাটি বলা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে প্রথম চার পঙক্তি বিশিষ্ট অংশটি শুরু হয়েছিল (আয়াত ৪)।

৭৬:৮ বেহেশত থেকে। যদিও আল্লাহ্ সিয়োনে উপস্থিত রয়েছেন (আয়াত ২ দেখুন), তিনি বেহেশতে নিজ কর্তৃত্বে সমগ্র দুনিয়া শাসন করছেন।

৭৬:১০ ক্রোধ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

তোমার প্রশংসা করবে। যখন তাঁর বিচার লোকদের জন্য উদ্ধার নিয়ে আসবে, তখন উদ্ধারিতেরা তাঁর প্রশংসা করবে। কোন কোন সংস্করণে ভিন্নভাবে অনুবাদ করা হয়েছে এই অংশটিকে, যেখানে "মানুষের ক্রোধ তোমার প্রশংসা করবে" কথাটির মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, যখন মানুষ আল্লাহ্র রাজ্যের চারপাশে উঠে দাঁড়াবে, তখন তিনি তাদেরকে মহা ক্রোধে বিনষ্ট করবেন, যেন বিজয়ী ও উদ্ধারকারী হিসেবে তিনি একমাত্র প্রশংসিত হতে পারেন। আর "ক্রোধের অবশেষ" বলতে সম্ভবত বোঝানো হয়েছে সেই বিশেষ বিচারের কথা যা তাঁর ক্রোধকে বাড়িয়ে তোলে না। এই অবশিষ্ট ক্রোধ দ্বারা অন্যান্য শত্রু শক্তিকে বিনষ্ট করা হবে।

৭৬:১১-১২ ইসরাইল জাতি জানুক যে, আল্লাহ্ মানুষের কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা গ্রহণ করেন; জাতিগণ তাঁর চিরন্তন ও সার্বজনীন কর্তৃত্ব স্বীকার করুক ও আনুগত্য প্রকাশ করুক।

৭৬:১১ মাবুদের ... পূর্ণ কর। ৫০:১৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৬:১২ শাসনকর্তাদের সাহস। তাদের দুঃসাহসিক বিদ্রোহ।

জবুর ৭৭ অধ্যায়। মহা দুর্দশা ও কষ্টভোগের সময় সান্ত্বনার প্রতিফলন। জবুর ৭৪ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়ের সম্পর্ক জানতে জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। ১-৬ আয়াতে ক্রিয়াপদের বিভিন্ন রূপের ব্যবহারের কারণে এ বিষয়টি অনিশ্চিত যে, এই গজলটি আসলে মুনাজাত (মুনাজাত হলে এই অধ্যায়ের ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলো হত বর্তমান কালের) কিংবা অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্কলন। ২ আয়াতের "সঙ্কট" শব্দটি দিয়ে যত না জাতীয় সঙ্কট বোঝানো হয়েছে তার চেয়ে বেশি ব্যক্তিগত সঙ্কটের কথা বোঝানো হয়েছে। হাবাক্কুক ৩:৮-১০ আয়াতের সাথে ১৬-১৯ আয়াতের তুলনা করলে এ বিষয়টি মনে করা যেতে পারে যে, দাউদের রাজবংশের শেষ দিকে এই ঘটনা ঘটেছিল, যদিও এর তেমন কোন প্রমাণ নেই। কাব্যিক ভাষায় প্রথমে প্রকাশ পেয়েছে অসন্তোষ ও উদ্বেগ (আয়াত ১-৯) এবং তার পরে প্রকাশ পেয়েছে অতীতের সান্ত্বনা ও সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণ (আয়াত ১০-২০)। অত্যন্ত নাটকীয় ও চমৎকার একটি বিষয় হচ্ছে একটি চার আয়াত বিশিষ্ট পঙক্তির বিশেষ সংযোজন (আয়াত ১৬-১৯) যা দেখা যায় আরেকটি চার আয়াত বিশিষ্ট পঙক্তির তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতের মধ্যে (আয়াত ১৩-১৫,২০)।

৭৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। *প্রধান বাদ্যকরের জন্য।* জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *যিদূথূন।* জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৭:১-৯ আপাতদৃষ্টিতে আল্লাহ্র নিষ্ক্রিয়তার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ, যখন তিনি অবিরত জরুরি মুনাজাতের পরেও তার কোন উত্তর দিচ্ছেন না।

৭৭:৩-৬ আল্লাহ্র অতীত দয়া ও করুণার কথা স্মরণ করার কারণে বর্তমানের এই দুঃখ ও দুর্দশা আরও বেশি করে অনুভূত হচ্ছে (যা ২২:১-১১ আয়াতেও দেখা যায়)। আল্লাহ্ যে এখন মুনাজাতের জবাব দিতে দেরি করছেন তার জন্য জবুর রচয়িতা

BACIB International Bible CHURCH

হচ্ছে। সেলা।
৪ তুমি আমার চোখের পাতা খোলা রাখছ;
আমি এত উদ্বিগ্ন যে, কথা বলতে পারি না।
৫ আমি আলোচনা করলাম পূর্বকালের সমস্ত দিন,
পুরাকালের সমস্ত বছর।
৬ আমি আমার রাত্রিকালীন গজল স্মরণ করি,
আমি মনে মনে ধ্যান করি;
আমার রূহ্ অনুসন্ধান করলো।
৭ প্রভু কি চিরকালের জন্য ত্যাগ করবেন?
তিনি কি আর সুপ্রসন্ন হবেন না?
৮ তাঁর অটল মহব্বত কি চিরতরে শেষ হয়েছে?
তাঁর ওয়াদা কি পুরুষানুক্রমে বিফল থাকবে?
৯ আল্লাহ্ কি প্রসন্ন থাকতে ভুলে গেছেন
তিনি ক্রোধে কি তাঁর করুণা রুদ্ধ
করেছেন? সেলা।
১০ পরে আমি বললাম, এটাই আমার দুঃখ যে,
সর্বশক্তিমানের ডান হাতখানা বদলে গেছে।
১১ আমি মাবুদের সমস্ত কাজ উল্লেখ করবো;
তোমার পূর্বকালীন অলৌকিক সমস্ত কাজ
স্মরণ করবো।
১২ আমি তোমার সমস্ত কাজ ধ্যানও করবো,

[৭৭:৪] জবুর ৩৯:২।
[৭৭:৫] দ্বি.বি. ৩২:৭; জবুর ৪৪:১; ১৪৩:৫; হেদা ৭:১০।
[৭৭:৭] ১খান্দান ২৮:৯।
[৭৭:৮] ২পিতর ৩:৯।
[৭৭:৯] ইশা ৪৯:১৫।
[৭৭:১০] হিজ ১৫:৬।
[৭৭:১২] পয়দা ২৪:৬৩।
[৭৭:১৩] হিজ ১৫:১১; ৮৬:৮।
[৭৭:১৪] হিজ ৩:২০; ৩৪:১০।
[৭৭:১৫] হিজ ৬:৬।
[৭৭:১৬] ইব ৩:৮।
[৭৭:১৭] কাজী ৫:৪।
[৭৭:১৮] ২শামু ২২:১৩।
[৭৭:১৯] হিজ

তোমার সমস্ত কাজ আলোচনা করবো।
১৩ হে আল্লাহ্, পবিত্রতায় তোমার পথ;
আল্লাহ্র মত মহান আল্লাহ্ কে?
১৪ তুমিই সেই আল্লাহ্ যিনি অলৌকিক কাজ করে থাকেন,
তুমি জাতিদের মধ্যে তোমার পরাক্রম প্রকাশ করেছ।
১৫ তুমি বাহুবল দ্বারা তোমার লোকদের,
ইয়াকুবের ও ইউসুফের সন্তানদেরকে, মুক্ত করেছ। সেলা।
১৬ হে আল্লাহ্, জলরাশি তোমাকে দেখলো;
জলরাশি তোমাকে দেখে কেঁপে উঠলো,
সমস্ত জলধিও বিচলিত হল।
১৭ মেঘমালা পানির ধারা বর্ষণ করলো,
আসমান গর্জন করলো,
তোমার তীরগুলো চারদিকে চমকাতে লাগল।
১৮ ঘূর্ণিবাতাসে তোমার বজ্রের ধ্বনি হল,
বিদ্যুৎ জগৎকে দেদীপ্যমান করলো,
দুনিয়া কেঁপে উঠলো ও দুলতে লাগল।
১৯ সমুদ্রের মধ্যে তোমার পথ ছিল,
বহু জলরাশির মধ্যে তোমার পথ ছিল,
তোমার পদচিহ্ন জানা গেল না।

ঘুমোতে পারছেন না (এর সাথে তুলনা করুন ৩:৫; ৪:৮) এবং তিনি কথাও বলতে পারছেন না (কিন্তু আয়াত ১০-২০ দেখুন)।

৭৭:৬ মনে মনে। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৭:৭-৯ যদিও মুখে কোন কর্থ নির্গত হচ্ছে না (আয়াত ৪), তথাপি দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ মন থেকে যাচ্ছে না।

৭৭:৮ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৭:৯ ক্রোধ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৭:১০-২০ হিজরতের সময়কালে ইসরাইল জাতির জন্য আল্লাহ্র কৃত সমস্ত অলৌকিক কাজ স্মরণ করে তাঁর উপরে ঈমানের নিশ্চয়তা প্রকাশ করা হচ্ছে।

৭৭:১০-১২ আল্লাহ্র প্রতি দৃঢ় ঈমান থাকার কারণে জবুর রচয়িতা এই বর্তমান সঙ্কটকে ছাপিয়ে পেছনে ফিরে তাকাচ্ছেন এবং আল্লাহ্র সমস্ত আশ্চর্য কাজের কথা স্মরণ করছেন, যা তাঁকে অতীতে আল্লাহ্র সমস্ত উদ্ধারকারী কাজের কথা মনে করিয়ে দিয়ে নতুন আশা যোগাবে।

৭৭:১০ সর্বশক্তিমান। পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৭:১১,১৪ অলৌকিক কাজ। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন ("আশ্চর্য কাজ")।

৭৭:১৩-২০ হিজরতের সময়কালে আল্লাহ্র কৃত সমস্ত অলৌকিক কাজ এখানে স্মরণ করা হয়েছে।

৭৭:১৩ আপাতদৃষ্টিতে এই কথাটি হিজরত ১৫:১১ আয়াতকে প্রতিফলিত করছে। *পবিত্রতায় তোমার পথ।* কিংবা বলা যায় "তোমার পবিত্রতা যা তোমার এবাদতখানায় দেখা যায়" (এর সাথে তুলনা করুন ৬৩:২ আয়াত)।

৭৭:১৫ মুক্ত করেছ। এখানে ও বেশ কিছু স্থানে প্রায়শই শব্দটি "উদ্ধার" শব্দের প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৭১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

ইউসুফ। পুরাতন নিয়মের লেখকেরা মাঝে মাঝে উত্তরের রাজ্যকে "ইউসুফ" (বা "আফরাহীম," ইউসুফের পুত্র) বলে আখ্যা দিয়েছেন, যেন তা দক্ষিণের এহুদা রাজ্য থেকে আলাদা করা যায় (৭৮:৬৭; ২ শামু ১৯:২০; ১ বাদশাহ্ ১১:২৮; ইহি ৩৭:১৬,১৯; আমোস ৫:৬, ১৫; ৬:৬; জাকা ১০:৬ আয়াত দেখুন)। তবে এখানে এবং অন্যান্য স্থানে (৮০:১; ৮১:৫; ওবদিয়া ১৮ অধ্যায় দেখুন) ইউসুফ, যিনি কনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও প্রথমজাত সন্তানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল (এর সাথে দেখুন পয়দা ৪৮:৫ আয়াতের নোট; ইউসা ১৬:১-৪; ১ খান্দান ৫:২; ইহি ৪৭:১৩ আয়াত)। এ কারণে তাঁকেই তাঁর প্রজন্মের এবং ইয়াকুবের সকল বংশধরদের প্রতিনিধি হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে।

৭৭:১৬-১৯ আল্লাহ্র কর্তৃক লোহিত সাগর উন্মোচিত হওয়ার দৃশ্যপটকে আল্লাহ্র শক্তিমত্তা ও কর্তৃত্বের বিশেষ প্রকাশ হিসেবে দেখানো হয়েছে (৭৪:১৩-১৫ আয়াত দেখুন)। ১৬ ও ১৯ আয়াতে বিশেষভাবে এই ঘটনার কথা বলা হয়েছে। মধ্যবর্তী আয়াতগুলোতে (আয়াত ১৭-১৮) বজ্রপাত ও ভূমিকম্পের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাওয়া আল্লাহ্র বিশেষ পরাক্রমের কথা বলা হয়েছে। হিজরত ১৪:১৯ আয়াতে শুধুমাত্র আল্লাহ্র উপস্থিতির মেঘের কথা বলা হয়েছে, কোন বজ্রপাত বা ভূমিকম্পের কথা বলা হয় নি। কিন্তু ইবরানী কবিরা অনেক সময় মাবুদের আগমনের সাথে বিচার বা উদ্ধারের বিষয়টিকে যুক্ত করে থাকেন – কারণ এটিই ছিল তাদের কাছে সবচেয়ে শক্তিশালী ক্ষমতার ও কর্তৃত্বের আত্মপ্রকাশ (১৮:১২-১৪; ৬৮:৮; কাজী ৫:৪-৫; হাবাক্কুক ৩:৬, ১০ আয়াত দেখুন)। ঈসায়ীদের কাছে আল্লাহ্র লোকদের জন্য তাঁর ক্ষমতার প্রকাশের মধ্যে যুক্ত রয়েছে ঈসা মসীহের মৃত্যু থেকে জীবন লাভ (মথি ২৮:২; এর সাথে তুলনা করুন ইফি ১:১৮-২৩ আয়াত এবং ১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৭:১৭ তীর। অর্থাৎ বজ্র বিদ্যুৎ (পয়দা ৯:১৩ আয়াত)।

বাদশাহ্ দাউদের জীবনের সাথে জবুর শরীফের বিভিন্ন ঘটনাবলীর সম্পৃক্ততা

জবুর	ঘটনা	আয়াত
৩	দাউদ অবশালোমের ভয়ে পালিয়ে যান এবং তার সাথে যুদ্ধ করেন।	২ শামু ১৫-১৭ অধ্যায়
৭	বিন্ইয়ামীন বংশীয় কূশের কথা (তালুতের হাতে নির্যাতিত?)।	অজ্ঞাত
১৮	দাউদ তাঁর শত্রুদের ও তালুতের হাত থেকে উদ্ধার লাভ।	২ শামু ২২ অধ্যায়
৩০	বায়তুল মোকাদ্দস উৎসর্গীকরণ।	বাদশাহ্ দাউদের জীবদ্দশায় ঘটে নি; এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ৮:৬৩ আয়াত
৩৪	গাতের বাদশাহ্ আখীশের সামনে দাউদ পাগল হওয়ার ভান করলেন।	১ শামু ২১:১২ – ২২:১
৫১	বৎশেবার সাথে কৃত জেনার জন্য নবী নাথন বাদশাহ্ দাউদকে ভর্ৎসনা করেন।	২ শামু ১১-১২ অধ্যায়
৫২	ইদোমীয় দোয়েগ তালুতকে জানান যে, দাউদ অহীমেলকের বাড়িতে গিয়েছিলেন।	১ শামু ২২:৯-১৯
৫৪	যিষ্তহীয় লোকেরা তালুতকে বলেছিল যে, দাউদ তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছেন।	১ শামু ২৩:১৯
৫৬	ফিলিস্তিনীরা দাউদকে গাতে ঘেরাও করে।	১ শামু ২১:১০-১১
৫৭	দাউদ বাদশাহ্ তালুতের কাছ থেকে পালিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন।	১ শামু ২২:১ বা ২৪:৩
৫৯	তালুত দাউদকে হত্যা করার জন্য তাঁর বাড়িতে নজর রাখতে লোক পাঠান।	১ শামু ১৯:১১
৬০	জর্ডান অববাহিকায় দাউদ বিজয় লাভ করেন।	২ শামু ৮:১-১৪
৬৩	এহুদার প্রান্তরে বাদশাহ্ দাউদ।	২ শামু ১৫-১৭? ১ শামু ২৩:১৪-১৫?
১৪২	দাউদ বাদশাহ্ তালুতের কাছ থেকে পালিয়ে একটি গুহায় আশ্রয় নেন।	জবুর ৫৭ অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি

ইসরাইলের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্ যা করেছেন

আসল শ্রবণকারীদের কাছে ঐতিহাসিক জবুরগুলো ছিল ইসরাইলের পক্ষ হয়ে আল্লাহ্ যা করেছেন তার জীবন্ত অনুস্মারক। এই ঐতিহাসিক গানগুলো লেখা হয়েছিল পরবর্তী প্রজন্মের কাছে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পৌঁছে দেওয়ার জন্য। বহু প্রতিজ্ঞা যা আল্লাহ্ করেছিলেন এবং বিশস্তভাবে প্রতিপালন করেছিলেন, সেই সব প্রতিজ্ঞার প্রতি সেগুলো সম্মান দেখিয়েছে; আবার সেগুলো লোকেদের ঈমানহীনতার কথাও বর্ণনা করে।

কিভাবে আল্লাহ্র লোকেরা প্রতিনিয়ত অতীত থেকে শিক্ষা নিতে ব্যর্থ হয়েছিল সেই দিক বিবেচনা না করে আমরা প্রাচীন ইতিহাস পড়তে পারি না। তারা শুধুমাত্র গুনাহে নিমজ্জিত হয়ে বারবার আল্লাহ্র খাঁটি বিশ্বস্ততা এবং ক্ষমার বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। আল্লাহ্ আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়ার জন্য এই জবুরগুলো ব্যবহার করতে পারেন যে, কিভাবে আমরাও ঠিক একই কাজ করছি: আল্লাহ্র জন্য জীবন যাপন করার সব ধরনের যুক্তিযুক্ত কারণ থাকলেও, আমরা আল্লাহ্ ছাড়া সবকিছুর জন্য বেঁচে থাকা বেছে নিয়েছি। যদি আমরা "তাঁর ইতিহাসের" দিকে আরও বেশি মনোযোগ দিতাম, তাহলে আমাদের নিজেদের জীবনে এত বেশি ভুল আমরা করতাম না।

এই বিষয়ে বাছাইকৃত ঐতিহাসিক জবুরগুলো হল: **৬৮; ৭৮; ৯৫; ১০৫; ১০৬; ১১১; ১১৪; ১৩৫;** ১৩৬; ১৪৯

২০ তুমি নিজের লোকদেরকে ভেড়ার পালের মত
মূসা ও হারুনের হাত দিয়ে চালিয়েছিলে।

জবুর ৭৮

আসফের মস্কীল।

১ হে আমার স্বজাতি, আমার উপদেশ শোন,
আমার মুখের কথায় কান দাও।
২ আমি দৃষ্টান্তকথায় আমার মুখ খুলব,
আমি পুরাকালের গুপ্ত বিষয়গুলো ব্যক্ত
করবো;
৩ সেসব আমরা শুনেছি, আর জেনেছি,

১৪:২২।
[৭৭:২০] হিজ
১৩:২১।
[৭৮:১] ইশা ৫১:৪;
৫৫:৩।
[৭৮:২] জবুর
৪৯:৪; মথি
১৩:৩৫।
[৭৮:৩] কাজী
৬:১৩।
[৭৮:৪] দ্বি.বি.
১১:১৯।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা আমাদের বলেছেন,
৪ আমরা সেগুলো তাদের সন্তানদের কাছে গুপ্ত
রাখবো না,
পরবর্তী বংশের কাছে মাবুদের প্রশংসা বর্ণনা
করবো,
তাঁর পরাক্রম ও তাঁর কৃত অলৌকিক সমস্ত
কাজ বর্ণনা করবো।
৫ তিনি ইয়াকুবের মধ্যে সাক্ষ্য দাঁড় করিয়েছেন,
ইসরাইলের মধ্যে শরীয়ত স্থাপন করেছেন;
যা তিনি আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে হুকুম

৭৭:২০ ১৫ আয়াতের চিন্তাটি এই আয়াতে এসে প্রস্ফুটিত হয়েছে (ভূমিকা দেখুন)। *নিজের লোকদেরকে ... চালিয়েছিলে। সিনাই মরুভূমির মধ্য দিয়ে। ভেড়ার পালের মত।* ২৩:১; ৭৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৭৮ অধ্যায়। নাজাতের ইতিহাস সম্বলিত একটি গজল, যার মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতিকে এই সাবধান বাণী প্রদান করা হচ্ছে যেন তারা তাদের অতীতের গুনাহ্‌গুলো আর না করে বরং আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী ও নাজাত দানকারী কাজ ও তাঁর মহান উপস্থিতির কথা স্মরণ করে নিজেদেরকে ঈমানে ও তাঁর নিয়মের প্রতি আনুগত্যে স্থির রাখে। এই অধ্যায়ে এবং পুরাতন নিয়মের আরও কয়েকটি স্থানে আমরা দেখি আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস, আনুগত্য ও নির্ভরতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র লোকদের তরফ থেকে নিয়মে প্রতি বিশ্বস্ত থাকার বিশেষ নিদর্শন। আল্লাহ্‌র নিয়মের প্রতি এই বিশ্বস্ততার সূত্রপাত কোন বিমূর্ত নীতি থেকে হয় নি। আল্লাহ্‌র সাথে মানুষের সম্পর্ক কোন আনুষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ সম্পর্ক নয়, বরং তা অত্যন্ত আন্তরিক ও ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক। মানুষের স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থেকে আল্লাহ্‌র প্রতি তার ভালবাসা জাগ্রত হয় না, বরং আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজের মধ্য দিয়ে এই ভালবাসার সূচনা ঘটে, যা জন্ম দেয় শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের। এই কারণে ঈমান থেকে বিচ্যুত হওয়া আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে অপছন্দনীয় বিষয়, যেহেতু তা আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য কৃত তাঁর সমস্ত আশ্চর্য কাজকে অবজ্ঞাত করে তোলে (জবুর ১০৫-১০৬ অধ্যায় দেখুন)। সম্ভবত এই গজলটি রচনা করা হয়েছিল ইসরাইল রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এবং খুব সম্ভব নবী হোসিয়ার পরিচর্যার সময়কালে। উল্লেখ্য যে, নবী হোসিয়া এবং নবী ইশাইয়ার দুজনেই উত্তরের রাজ্যকে বারবার আফরাহীম বলে সম্বোধন করেছেন, যেহেতু তা ছিল উত্তরের রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী। আফরাহীমের গুনাহ্‌র সমস্ত বর্ণনার মধ্য দিয়ে ইসরাইলের অবিশ্বস্ততাকে এখানে প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ৯); গজলটি শেষ করা হয়েছে "ইসরাইল" এর প্রত্যাখ্যানের কথা (আয়াত ৫৯) এবং শীলোহের পরিত্যাগের কথা (আয়াত ৬০), তবে সেই সাথে এহুদা ও সিয়োন পর্বতের মনোনয়নের কথা (আয়াত ৬৮)। আসফের বংশের কোন একজন ব্যক্তি কর্তৃক এই গজলটি রচিত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, সেক্ষেত্রে গজলটি অবশ্যই রচিত হয়েছিল জেরুশালেমে বসবাসকারী এবাদতকারীদের সতর্ক করে দেওয়ার জন্য, যেন তারা উত্তর নিবাসী ইসরাইলীয়দের মত আচরণ না করে। এই গজলটিকে জবুর ৭৭ অধ্যায়ের পরে স্থান দেওয়ার মধ্য দিয়ে জবুর শরীফের সম্পাদনাকারীগণ দাউদকে মূসা ও হারুনের পরে মাবুদের লোকদের উপরে তাঁর নেতৃত্বদানকারী পালক হিসেবে স্থান দিয়েছেন (অধ্যায় ৭০-৭২; ৭৭:২০ আয়াত দেখুন)। কারণ বাদশাহ্‌ দাউদ প্রতিজ্ঞাত দেশের পরিপূর্ণ বিজয় সাধনের মধ্য দিয়ে হিজরতের উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন, যে দৃষ্টিভঙ্গি আমরা এই গজল থেকে পেয়ে থাকি। গজলটি রচিত হয়েছে হিব্রু ৭৭টি পঙক্তি দিয়ে (৭২টি আয়াত), যা ভাগ করা হয়েছে সাতটি অংশে, সেই সাথে রয়েছে **১১** লাইনের একটি ভূমিকা। ভূমিকার পরে বিভক্ত অংশগুলোর কাঠামো বেশ সমান্তরাল: ৮ পঙক্তি, ১৬ পঙক্তি, ৯ পঙ্‌ক্তি, ১৬ পঙ্‌ক্তি, ৮ পঙক্তি। ১৬ পঙ্‌ক্তি ও ৯ পঙক্তির অংশগুলো মূল বিষয়বস্তুকে ক্রমাগতভাবে প্রকাশ করেছে, অপরদিকে ৮ পঙক্তির অংশগুলো মূল বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটে ইসরাইল জাতির গুনাহ্‌ ("আফরাহীম", আয়াত ৯-১৬) এবং আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর অটল ভালবাসা ও দয়া। দুশমনদের উপরে তাঁর বিজয় লাভ এবং সিয়োন (এহুদা) এবং দাউদকে মনোনয়নের মধ্য দিয়ে (আয়াত ৫৬-৭২) তাঁর এই ভালবাসা মূর্ত হয়ে উঠেছে। জবুর শরীফে ৭৩ অধ্যায়ের সাথে এই গজলটির সম্পর্ক আরও ভালভাবে জানতে দেখুন জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা।

৭৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৮:১-৮ আমাদের পিতারা আমাদেরকে যা বলেছেন তা আমাদের সন্তানদের অবশ্যই শোনা প্রয়োজন, যেন তারা মাবুদের প্রতি আরও বিশ্বস্ত হতে পারে।

৭৮:১-২ এই ভূমিকা লেখা হয়েছে অনেকটা মেসাল কিতাবের লেখকের ভঙ্গিতে (জবুর ৪৯:১-৪ আয়াত দেখুন)।

৭৮:২ দৃষ্টান্তকথায় ... গুপ্ত বিষয়গুলো। দুটো শব্দেরই বিশেষ ব্যবহার রয়েছে, কিন্তু এখানে তা আরও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে (৪৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। মথি ১৩:৩৫ আয়াতে এই আয়াতটিকে ব্যবহার করা হয়েছে ঈসা মসীহের দৃষ্টান্ত কথার মধ্য দিয়ে প্রদত্ত শিক্ষার ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে। মথি এই আয়াত থেকে এক মহান নবীর কণ্ঠ ঘোষণা করার উপকরণ খুঁজে পেয়েছেন। তবে জবুর শরীফের এই "দৃষ্টান্ত" বস্তুত ঈসা মসীহের শিক্ষার চেয়ে অনেকটা প্রেরিত ৭ অধ্যায়ের স্তিফানের শিক্ষার মত।

৭৮:৪-৫ মাবুদের উদ্ধারকারী কাজ এবং তাঁর চুক্তির অবস্থান– দুটোই মানুষের কাছে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। দুটোই সব সময় এক সাথে সম্পর্কযুক্ত, কারণ এক সাথে তা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের ঈমান ও বাধ্যতার মূল কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে (আয়াত ৭-৮ দেখুন)।

৭৮:৪ গুপ্ত রাখবো না। আইউব ১৫:১৮ আয়াত দেখুন।

দিয়েছিলেন,
যেন তাঁরা নিজ নিজ সন্তানদের তা জানান;
৬ যেন উত্তরকালীন বংশ তা জানতে পারে,
এবং উঠে নিজ নিজ সন্তানদের কাছে তা
বর্ণনা করতে পারে।
৭ যেন তারা আল্লাহ্‌র উপরে প্রত্যাশা রাখে,
এবং আল্লাহ্‌র সমস্ত কাজ ভুলে না যায়,
কিন্তু তাঁর সমস্ত হুকুম পালন করে;
৮ যেন তাদের পূর্বপুরুষদের মত না হয়,
যারা অবাধ্য ও বিদ্রোহী বংশ ছিল;
সেই বংশ নিজেদের অন্তর স্থির করে নি,
তাদের রূহ্‌ আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বস্ত ছিল না।
৯ আফরাহীমের সন্তানেরা যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ও
তীরন্দাজ ছিল,
যুদ্ধের দিনে তারা পিছু হটে গেল।
১০ তারা আল্লাহ্‌র নিয়ম পালন করলো না,
তাঁর শরীয়তের পথে চলতে অস্বীকার করলো।
১১ তারা তাঁর সমস্ত কাজ ভুলে গেল,
সেসব অলৌকিক কাজ, যা তিনি তাদেরকে
দেখিয়েছিলেন।
১২ তিনি তাদের পূর্বপুরুষদের সাক্ষাতে নানা
অলৌকিক কাজ করেছিলেন।

[৭৮:৫] জবুর ১৯:৭; ৮১:৫।
[৭৮:৬] জবুর ২২:৩১।
[৭৮:৭] দ্বি.বি. ৬:১২।
[৭৮:৮] ২খান্দান ৩০:৭।
[৭৮:৯] কাজী ২০:৩৯।
[৭৮:১০] ইউসা ৭:১১; ২বাদশাহ্‌ ১৭:১৫।
[৭৮:১২] শুমারী ১৩:২২।
[৭৮:১৩] হিজ ১৪:২১।
[৭৮:১৪] হিজ ১৩:২১।
[৭৮:১৫] শুমারী ২০:১১; ১করি ১০:৪।
[৭৮:১৭] ইশা ৩০:১; ইব ৩:১৬।
[৭৮:১৮] ১করি ১০:৯।
[৭৮:১৯] শুমারী ২১:৫।

মিসর দেশে, সোয়নের মাঠে করেছিলেন।
১৩ তিনি সমুদ্রকে বিভক্ত করে তাদেরকে পার
করিয়েছিলেন,
পানিকে স্তূপাকারে দাঁড় করিয়েছিলেন।
১৪ তিনি তাদেরকে পথ দেখাতেন, দিনে মেঘ
দ্বারা,
এবং সমস্ত রাত আগুনের আলো দ্বারা।
১৫ তিনি মরুভূমির মধ্যে শৈল বিদীর্ণ করলেন,
তাদেরকে যেন জলধি থেকে প্রচুর পানি পান
করালেন।
১৬ তিনি শৈল থেকে স্রোত বের করলেন,
নদীর মত পানি বহালেন।
১৭ তখনও তারা বারে বারে তাঁর বিরুদ্ধে গুনাহ্‌
করলো,
মরুভূমিতে সর্বশক্তিমানের বিদ্রোহী হল;
১৮ তারা মনে মনে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা করলো,
নিজেদের অভিলাষ পূরণ করার জন্য খাদ্য
চাইল।
১৯ আর তারা আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে কথা বললো,
বললো, আল্লাহ্‌ কি মরুভূমিতে টেবিল
সাজিয়ে দিতে পারেন?
২০ দেখ, তিনি শৈলকে আঘাত করলে পানির

৭৮:৫ নিজ নিজ সন্তানদের তা জানান। যেমন হিজ ১০:২; ১২:২৬-২৭; ১৩:৮, ১৪; দ্বি.বি. ৪:৯; ৬:৭, ২০-২১ আয়াত দেখুন।

৭৮:৮ অবাধ্য ও বিদ্রোহী। অবাধ্য সন্তানের মত (দ্বি.বি. ৯:৬-৭, ২৪; ৩১:২৭ আয়াত দেখুন)।

বংশ। অর্থাৎ প্রজন্ম। এখানে এমন লোকদের কথা বোঝানো হয়েছে যাদের বৈশিষ্ট্য একই ধরনের (২৪:৬; দ্বি.বি. ৩২:৫, ২০ আয়াত দেখুন)। সে কারণে এখানে শুধুমাত্র হিজরতের সময়কার প্রজন্মকে বোঝানো হয় নি (আয়াত ৯-১১, ৫৬-৬৪ আয়াত দেখুন)। *অন্তর।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৯-১৬ উত্তরের রাজ্য আল্লাহ্‌র চুক্তি ভঙ্গ করেছে, তাঁর উদ্ধারকারী কাজের কথা স্মরণ করে নি (যে বিষয়ে নবী আমোস ও হোসিয়া বিশেষভাবে লোকদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন)। ইসরাইলের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের বড় একটি অংশ জুড়েই রয়েছে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা (আয়াত ৭-১৬, ৩২-৩৯, ৫৬-৬৪ আয়াত দেখুন), যা শুরু হয়েছে প্রান্তরে হিজরতের সময় থেকেই (আয়াত ১৭-৩১, ৪০-৫৫ আয়াত দেখুন)।

৭৮:৯ আফরাহীমের সন্তানেরা। উত্তরের রাজ্য, যার সবচেয়ে প্রভাবশালী গোষ্ঠী ছিল আফরাহীম (ভূমিকা দেখুন)। পিছু হটে গেল। আফরাহীম গোষ্ঠী কিংবা উত্তরের রাজ্য কারোরই কাপুরুষতা বা যুদ্ধের সময় নিষ্ক্রিয় থাকার কোন বদনাম ছিল না (উদাহরণস্বরূপ দেখুন দ্বি.বি. ৩৩:১৭)। কাজেই এই আয়াতটিকে ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন এভাবে যে, ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পাদিত চুক্তির নিয়ম ভঙ্গ করেছে (আয়াত ১০ দেখুন), যা বেয়াড়া ধনুকের উপমাটির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (আয়াত ৫৭)।

৭৮:১২-১৬ মিসরের মহামারী এবং লোহিত সাগরে ও মরুভূমিতে পানি দ্বারা সাধিত অলৌকিক কাজের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ। এর পরবর্তী দুটি অংশে (আয়াত ১৭-৩৯, ৪০-৬৪) বিষয়টিকে আরও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৭৮:১২ হিজ ৭-১২ অধ্যায় দেখুন।

সোয়ন। মিসরের উত্তর পূর্ব দিকে অবস্থিত নীল নদ বিধৌত একটি নগরী (আয়াত ৪৩ দেখুন; এর সাথে শুমারী ১৩:২২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৮:১৩ হিজ ১৪:১–১৫:২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:১৫-১৬ আয়াত ২০ দেখুন; হিজ ১৭:৬; শুমারী ২০:৭, ১০-১১ আয়াত দেখুন।

৭৮:১৭-৩১ মরুভূমিতে ইসরাইল জাতির বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা; খাবার দানের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র যত্ন ও কর্তৃত্বের প্রকাশ এবং তাঁর ক্রোধ।

৭৮:১৭ বারে বারে। যদিও মরুভূমিতে তারা কী গুনাহ্‌ করেছিল তা এখনও বলা হয় নি, তথাপি জবুর রচয়িতা হয়তো চেয়েছেন যেন তাঁর পাঠকেরা নিজেরাই তা স্মরণ করে (পানি নিয়ে আল্লাহ্‌র যে বিশেষ অলৌকিক কাজের কথা এই মাত্র স্মরণ করা হয়েছে তার সাথে সঙ্গতি রেখে) যে, মারাতে লোকেরা পানির অভাবে কীভাবে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল (হিজ ১৫:২৪ আয়াত দেখুন)। *সর্বশক্তিমান।* ৩৫, ৫৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:১৮ হিজ ১৬:২-৩ আয়াত দেখুন। *আল্লাহ্‌র পরীক্ষা করলো।* ৪১, ৫৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ১৭:২ আয়াতের নোটও দেখুন।

৭৮:১৯ আল্লাহ্‌ কি ... টেবিল সাজিয়ে দিতে পারেন? প্রায় একই ধরনের কিন্তু কিছুটা ভিন্ন শব্দ চয়ন দেখুন ২৩:৫ আয়াতে।

স্রোত বইল,
স্রোতধারা প্রবাহিত হল;
তিনি কি অন্নও দিতে পারেন?
তাঁর লোকদের জন্য কি গোশ্‌ত যোগাবেন?
২১ অতএব মাবুদ তা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন;
ইয়াকুবের বিরুদ্ধে আগুন প্রজ্বলিত হল,
ইসরাইলের বিরুদ্ধে তাঁর গজব জেগে উঠল;
২২ কেননা আল্লাহ্‌র উপরে তাদের ঈমান ছিল না,
তাঁর উদ্ধারের শক্তিতে নির্ভর করতো না।
২৩ তবু তিনি উপরিস্থ মেঘমালাকে হুকুম দিলেন,
আসমানের সমস্ত দরজা খুলে দিলেন।
২৪ তিনি খাদ্যের জন্য তাদের উপরে মান্না বর্ষণ করলেন,
তাদেরকে বেহেশতের শস্য দিলেন।
২৫ মানুষ ফেরেশতাদের খাদ্য ভোজন করলো;
তিনি তাদের তৃপ্তি পর্যন্ত খাদ্য পাঠালেন।
২৬ তিনি আসমানে পূর্বীয় বায়ু বহালেন,
নিজের পরাক্রমে দখিনা বায়ু চালালেন।
২৭ তিনি তাদের উপরে মাংসকে ধূলিকণার মত,
পাখাওয়ালা পাখিগুলো সমুদ্রের বালির মত বর্ষণ করলেন।
২৮ তিনি তা তাদের শিবিরের মধ্যে,
তাদের আবাসগুলোর চারপাশে, পড়তে দিলেন।
২৯ তখন তারা ভোজন করে পরিতৃপ্ত হল;
তিনি তাদের অভীষ্ট বস্তু তাদেরকে দিলেন;
৩০ তারা নিজেদের অভীষ্ট দ্রব্য ছাড়ে নি,
তাদের খাদ্য তাদের মুখেই ছিল,
৩১ তখন তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র ক্রোধ উঠলো,
তা তাদের হৃষ্টপুষ্টদেরকে সংহার করলো,
ইসরাইলের যুবকদেরকে সংহার করলো।
৩২ এ সব হলেও তারা পুনর্বার গুনাহ্‌ করলো,
ও তাঁর অলৌকিক কাজে বিশ্বাস করলো না।
৩৩ অতএব তিনি তাদের আয়ু অসারতায়,
তাদের সমস্ত বছর বিহ্বলতায় শেষ করলেন।
৩৪ তিনি লোকদেরকে হত্যা করলে তারা তাঁর অনুসন্ধান করলো,
ফিরে সযত্নে আল্লাহ্‌র খোঁজ করলো;
৩৫ তাদের স্মরণ হল, আল্লাহ্‌ তাদের শৈল,
সর্বশক্তিমান তাদের মুক্তিদাতা।
৩৬ কিন্তু তারা মুখে তাঁর তোষামোদ করলো,
জিহ্বাতে তাঁর কাছে মিথ্যা বললো;
৩৭ কারণ তাদের হৃদয় তাঁর প্রতি স্থির ছিল না,
তারা তাঁর নিয়মেও বিশ্বস্ত ছিল না।
৩৮ কিন্তু তিনি স্নেহময়, তাই অপরাধ মাফ করলেন, ধ্বংস করলেন না,
অনেকবার তাঁর ক্রোধ সম্বরণ করলেন,
আপনার সমস্ত ক্রোধ উদ্দীপিত করলেন না।
৩৯ তিনি স্মরণ করলেন যে, তারা মাংসমাত্র,
বায়ুস্বরূপ,
যা বয়ে গেলে আর ফিরে আসে না।
৪০ তারা মরুভূমিতে কতবার তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলো,
মরুভূমিতে কতবার তাঁকে দুঃখ দিল।

[৭৮:২০] শুমারী ২০:১১; ইশা ৩৫:৬।
[৭৮:২১] শুমারী ১১:১।
[৭৮:২২] দ্বি.বি. ১:৩২; ইব ৩:১৯।
[৭৮:২৩] পয়দা ৭:১১।
[৭৮:২৪] ইউ ৬:৩১।
[৭৮:২৬] শুমারী ১১:৩১।
[৭৮:২৭] হিজ ১৬:১৩।
[৭৮:২৯] শুমারী ১১:২০।
[৭৮:৩০] শুমারী ১১:৩৩।
[৭৮:৩১] ইশা ১০:১৬।
[৭৮:৩৩] শুমারী ১৪:২৯, ৩৫।
[৭৮:৩৪] হোশেয় ৫:১৫।
[৭৮:৩৫] দ্বি.বি. ৯:২৬।
[৭৮:৩৬] ইহি ৩৩:৩১।
[৭৮:৩৮] দানি ১১:৩৫।
[৭৮:৩৯] ইয়াকুব ৪:১৪।

৭৮:২০ অন্ন ... গোশ্‌ত। জবুর রচয়িতা সম্ভবত দুটি পৃথক ঘটনাকে একই স্থানে এনে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন (হিজ ১৬:২-৩; শুমারী ১১:৪ আয়াত দেখুন)।

৭৮:২১ গজব। ৩১, ৪৯-৫০, ৫৮-৫৯, ৬২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:৫ আয়াতের নোটও দেখুন।

৭৮:২৩ আসমানের সমস্ত দরজা খুলে দিলেন। এই উপমাটি সম্পর্কে আরও দেখুন পয়দা ৭:১১; ২ বাদশাহ্‌ ৭:২; মালাখি ৩:১০।

৭৮:২৫ ফেরেশতাদের খাদ্য। যেহেতু সেই খাবার বেহেশত থেকে এসেছে তাই তা এই নামে অভিহিত করা হয়েছে।

ফেরেশতা। আক্ষরিক অর্থে "শক্তিমান"। হিব্রু এই শব্দটি এখানে শুধুমাত্র ফেরেশতাদের বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে, তবে সাধারণত শব্দটি দিয়ে বেহেশতী সত্তা বোঝানো হয়ে থাকে (১০৩:২০ আয়াত দেখুন)।

৭৮:২৬-২৮ হিজ ১৬:১৩; শুমারী ১১:৩১ আয়াত দেখুন।

৭৮:২৬ পূর্বীয় বায়ু ... দক্ষিণা বায়ু। যেহেতু পাখিগুলো সে সময় মিসর থেকে উড়ে অন্য স্থানে যাচ্ছিল, সে কারণে সম্ভবত দক্ষিণা বায়ু তাদেরকে উড়িয়ে উত্তরে নিয়ে এসেছিল এবং পূর্বীয় বায়ু তাদেরকে উড়িয়ে মরুভূমিতে যেখানে ইসরাইলীয়রা ছিল সেখানে নিয়ে এসে ফেলেছিল (শুমারী কিতাবে বাতাসের দিক সম্পর্কে কোন নির্দেশনা দেওয়া হয় নি)।

৭৮:২৭ ধূলিকণার মত ... সমুদ্রের বালির মত। অর্থাৎ প্রচুর সংখ্যক বোঝানো হয়েছে (পয়দা ১৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৮:৩০-৩১ শুমারী ১১:৩৩ আয়াত দেখুন।

৭৮:৩২-৩৯ ইসরাইল জাতির জীবনে যে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা এখন খুব প্রকটভাবে প্রতীয়মান, তা তাদের জাতিগত জীবনের শুরুতে মরুভূমিতে হিজরতের সময় প্রথম দেখা দিয়েছিল (আয়াত ১৭-৩১) এবং পরবর্তীতে পুরো হিজরতের সময় ধরেই তা দৃশ্যমান ছিল।

৭৮:৩২ বিশ্বাস করলো না। তারা এ কথা বিশ্বাস করলো না যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে কেনানীয়দের উপরে বিজয় দান করতে পারেন (শুমারী ১৪:১১ আয়াত দেখুন)।

৭৮:৩৪-৩৭ এই ঘটনাপ্রবাহটি কাজীগণের সময় জুড়ে বারবার চক্রাকারে আবর্তিত হয়েছে (কাজী ২:৬–৩:৬ আয়াত দেখুন)।

৭৮:৩৫ শৈল। ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন। *মুক্তিদাতা।* উদ্ধারকারী (৭১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৮:৩৬ ইশা ২৯:১৩ আয়াত দেখুন।

৭৮:৩৭ হৃদয়। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৩৮ হিজ ৩২:১৪; শুমারী ১৪:২০ আয়াত দেখুন। *অপরাধ মাফ করলেন।* ৬৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৩৯ ১০৩:১৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩৯:৫; ৬২:৯; ১৪৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৪০-৬৪ দ্বিতীয় চক্রটি (প্রথম চক্রটি হচ্ছে আয়াত ১৭-৩৯)।

৭৮:৪০-৫৫ ইসরাইল জাতির বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল মরুভূমির প্রান্তরে। ইসরাইল জাতি স্মরণ করে নি যে, মিসরের অত্যাচারের কবল থেকে আল্লাহ্‌ কীভাবে তাদেরকে উদ্ধার করে

৪১ তারা ফিরে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা করলো,
ইসরাইলের পবিত্রতমকে অসন্তুষ্ট করলো।
৪২ তারা তাঁর ক্ষমতার কথা স্মরণ করলো না,
সেই দিনকে স্মরণ করলো না, যেদিন তিনি তাদের
বিপক্ষের হাত থেকে মুক্ত করেছিলেন।
৪৩ তিনি মিসরে তাঁর সমস্ত চিহ্ন-কাজ,
সোয়নের মাঠে তাঁর অদ্ভুত সমস্ত লক্ষণ,
স্থাপন করলেন।
৪৪ তিনি রক্তে পরিণত করলেন তাদের সমস্ত
নদী, তাদের প্রবাহগুলো,
তাই তারা পানি পান করতে পারল না।
৪৫ তিনি তাদের মধ্যে গ্রাসকারী ডাঁশ মাছি,
ও বিনাশকারী ভেক প্রেরণ করলেন।
৪৬ তিনি গুটিপোকাকে তাদের ভূমির দ্রব্য,
পঙ্গপালকে তাদের শ্রমফল দিলেন।
৪৭ তিনি শিলা দ্বারা তাদের আঙ্গুরলতা,
তুষারপাতে তাদের ডুমুর গাছ বিনষ্ট করলেন।
৪৮ তিনি তাদের পশুগুলোকে শিলাতে,
পালগুলোকে বজ্রের আঘাতের হাতে তুলে
দিলেন।
৪৯ তিনি তাদের বিরুদ্ধে পাঠালেন
তাঁর প্রচণ্ড ক্রোধ, কোপ ও রোষ ও সঙ্কট,
অমঙ্গলের এই ফেরেশতার দল।
৫০ তিনি নিজের ক্রোধের জন্য পথ করলেন,
মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ রক্ষা করেন নি;
কিন্তু তাদের জীবন মহামারীর হাতে দিলেন।
৫১ তিনি আঘাত করলেন মিসরে সমস্ত
প্রথমজাতকে,
হামের তাঁবুগুলোতে তাদের শক্তির প্রথম
ফলকে;
৫২ কিন্তু তাঁর লোকদের ভেড়ার মত চালালেন,
পালের মত মরুভূমি দিয়ে নিয়ে আসলেন।
৫৩ তিনি তাদেরকে নিরাপদে নিয়ে আসলেন,
তারা ভয় পেল না,
কিন্তু সমুদ্র তাদের দুশমনদেরকে আচ্ছাদন
করলো।
৫৪ আর তিনি তাদেরকে আনলেন, তাঁর পবিত্র
সীমায়,
তাঁর ডান হাত দিয়ে জয় করা এই পর্বতে।
৫৫ তিনি তাদের সম্মুখ থেকে জাতিদেরকে দূর
করলেন,
মানরজ্জু দিয়ে অধিকার ভাগ করে তাদের
দিলেন,
ইসরাইলের বংশদের ওদের তাঁবুতে বাস
করালেন।
৫৬ তবুও তারা সর্বশক্তিমানের পরীক্ষা করলো,
তাঁর বিদ্রোহী হল, তাঁর সমস্ত নির্দেশ পালন
করলো না।
৫৭ তারা সরে গেল, তাদের পূর্বপুরুষদের মত
বেঈমানী করলো;
তারা বেয়াড়া ধনুকের মত বেঁকে রইল।
৫৮ কারণ তারা নিজেদের উচ্চস্থলীগুলোর দ্বারা
তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো,
নিজেদের খোদাই-করা মূর্তিগুলো দ্বারা তাঁর
অন্তর্জ্বালা জন্মাল।
৫৯ আল্লাহ্‌ তা শুনে ক্রুদ্ধ হলেন,
ইসরাইলকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করলেন।
৬০ তিনি শীলোস্থিত আবাস ত্যাগ করলেন,
সেই তাঁবু, যা তিনি মানুষের মধ্যে স্থাপন

[৭৮:৪০] ইফি ৪:৩০।
[৭৮:৪১] হিজ ১৭:২।
[৭৮:৪২] কাজী ৩:৭; ইহি ৯:১৭।
[৭৮:৪৩] হিজ ১০:১।
[৭৮:৪৪] হিজ ৭:২০-২১।
[৭৮:৪৫] হিজ ৮:২৪।
[৭৮:৪৬] নাহুম ৩:১৫।
[৭৮:৪৭] হিজ ৯:২৩।
[৭৮:৪৯] পয়দা ১৯:১৩; ১করি ১০:১০।
[৭৮:৫১] হিজ ১২:১২।
[৭৮:৫২] আইউ ২১:১১।
[৭৮:৫৩] হিজ ১৪:২৮।
[৭৮:৫৫] প্রেরিত ১৩:১৯।
[৭৮:৫৭] ২খান্দান ৩০:৭; ইহি ২০:২৭।
[৭৮:৫৮] কাজী ২:১২।
[৭৮:৫৯] লেবীয় ২৬:২৮; শুমারী ৩২:১৪।
[৭৮:৬০] ইউসা ১৮:১।

নিয়ে এসেছেন (১২ আয়াত দেখুন)। তথাপি তিনি সমুদ্র ও মরুভূমির মধ্য দিয়ে তাঁর লোকদেরকে নিয়ে এসেছেন এবং তাদেরকে প্রতিজ্ঞাত দেশে স্থান করে দিয়েছেন।

৭৮:৪১ ইসরাইলের পবিত্রতম। ৭১:২২; ৮৯:১৮ আয়াত দেখুন; ২ বাদশাহ্‌ ১৯:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৪৪-৫১ মিসরের উপরে আল্লাহ্‌র গজব (হিজরত ৭-১২ অধ্যায় দেখুন): হিজরত কিতাবে বর্ণিত গজবগুলোর ধারাবাহিকতা অনুসারে এখানে কেবল প্রথম ও শেষ গজবটির ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়েছে, অপরদিকে তৃতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও নবম গজব বা আঘাতের কথা উল্লেখই করা হয় নি।

৭৮:৫২ পালের মত। ৭৭:২০ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৫৩ সমুদ্র। লোহিত সাগর (হিজ ১৫:১-২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৮:৫৪ পবিত্র সীমা। জাকা ২:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৫৬-৬৪ প্রতিজ্ঞাত দেশে ইসরাইল জাতির জীবনে আল্লাহ্‌র প্রতি বিদ্রোহ এবং অবাধ্যতা যেন এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল (কাজীগণ কিতাবে বিষয়টি প্রায়শই উঠে এসেছে; এর সাথে ১ শামু ২:১২–৭:২ আয়াতও দেখুন); সে কারণে আল্লাহ্‌ ইসরাইলকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন (আয়াত ৫৯; এর সাথে দেখুন ইয়ার ৭:১৫)।

৭৮:৫৭ বেয়াড়া ধনুক। ৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৫৮ উচ্চস্থলী। ১ শামু ৯:১২ আয়াতের নোট দেখুন। **অন্তর্জ্বালা।** আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বস্ততার কারণে তাঁর অন্তরে অন্তঃস্থল থেকে আসা প্রতিক্রিয়া (হিজ ২০:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৮:৫৯ ইসরাইলকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করলেন। অর্থাৎ ইসরাইল জাতিকে তাঁর দুশমনদের কাছে সমর্পণ করলেন। জবুর রচয়িতা এখানে বলেন নি যে, ইসরাইল জাতিকে চিরকালের জন্য আল্লাহ্‌ ত্যাগ করেছেন, এমন কি উত্তরের দশ গোষ্ঠীর একটিকেও তিনি চিরকালের জন্য ত্যাগ করেন নি (রোমীয় ৯:১–১১:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৮:৬০ শীলো। ইউসার সময়কাল থেকে এই স্থানটি এবাদতের কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে (ইউসা ১৮:১, ৮; ২১:১-২; কাজী ১৮:৩১; ১ শামু ১:৩; ইয়ার ৭:১২), যার অবস্থান ছিল আফরাহীম গোষ্ঠীর অধিভুক্ত অঞ্চলে বেথেল এবং শিখিমের মাঝামাঝি স্থানে (কাজী ২১:১৯ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত ফিলিস্তিনীরা শরীয়ত-সিন্দুক লুট করে নিয়ে যাওয়ার সময় বা এর খুব কাছাকাছি সময়ে স্থানটি ধ্বংস করে ফেলা হয় (ইয়ার ৭:১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

করেছিলেন।
৬১ তিনি তাঁর বল বন্দীদশায়,
তাঁর শোভা বিপক্ষের হাতে দিলেন।
৬২ তিনি তাঁর লোকদেরকে তলোয়ারের হস্তগত করলেন,
তাঁর অধিকারের উপর উপর গজব নাজেল হল।
৬৩ আগুন তাদের যুবকদেরকে গ্রাস করলো,
তাদের কন্যাদের পরিণয়-সঙ্গীত হল না।
৬৪ তাদের ইমামেরা তলোয়ারের আঘাতে মারা পড়লো,
তাদের বিধবারা কান্নাকাটি করলো না।
৬৫ তখন প্রভু জাগলেন, ঘুম থেকে জেগে উঠবার মত,
আঙ্গুর-রসের কারণে আনন্দে চিৎকার করা বীরের মত।
৬৬ তিনি তাঁর বিপক্ষ লোকদেরকে মেরে ফিরিয়ে দিলেন,
তাদেরকে চিরকালীন তিরস্কারের পাত্র করলেন।
৬৭ আর তিনি ইউসুফের তাঁবু অগ্রাহ্য করলেন,
আফরাহীমের বংশকে মনোনীত করলেন না;
৬৮ কিন্তু মনোনীত করলেন এহুদার বংশকে,
ও তাঁর প্রিয় সিয়োন পর্বতকে।
৬৯ তিনি তাঁর এবাদতখানা নির্মাণ করলেন,
উঁচু আসমানের মত, দুনিয়ার মত,
যা তিনি চিরতরে স্থাপন করেছেন।
৭০ তিনি তাঁর গোলাম দাউদকে মনোনীত করলেন,
তাঁকে ভেড়ার খোঁয়াড় থেকে গ্রহণ করলেন;
৭১ তিনি দুধ দেওয়া ভেড়ীগুলোর পিছন থেকে তাঁকে আনলেন,
তাঁর লোক ইয়াকুবকে ও তাঁর অধিকার ইসরাইলকে চরাতে দিলেন।
৭২ আর উনি হৃদয়ের সিদ্ধতানুসারে তাদের চরালেন,
তাঁর দক্ষ হাতে তাদেরকে চালালেন।

[৭৮:৬১] ১শামু ৪:১৭।
[৭৮:৬২] দ্বি.বি. ২৮:২৫।
[৭৮:৬৩] শুমারী ১১:১।
[৭৮:৬৪] ১শামু ৪:১৭।
[৭৮:৬৬] ১শামু ৫:৬।
[৭৮:৬৭] ইয়ার ৭:১৫।
[৭৮:৬৮] শুমারী ১:৭।
[৭৮:৬৯] জবুর ১৫:১।
[৭৮:৭০] ১শামু ১৬:১।
[৭৮:৭১] পয়দা ৩৭:২।
[৭৮:৭২] পয়দা ১৭:১।

৭৮:৬১ তাঁর বল ... তাঁর শোভা। শরীয়ত সিন্দুকটিকে এখানে এভাবেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে, কারণ তা ছিল ইসরাইলের উপরে আল্লাহ্‌র রাজত্বের চিহ্ন এবং তাঁর শক্তি ও মহিমা প্রদর্শনের কেন্দ্রস্থল (২৬:৮; ৬৩:২; ১ শামু ৪:৩, ২১-২২ আয়াত দেখুন)।

৭৮:৬২,৭১ তাঁর অধিকার। দ্বি.বি. ৯:২৯ আয়াত দেখুন।

৭৮:৬৩ আগুন। অনেক সময় এই শব্দটির সাথে যুক্ত করা হয় তলোয়ার (আয়াত ৬২, ৬৪ দেখুন), কারণ দুটোই প্রাচীন কালের যুদ্ধ বিগ্রহের সময় ধ্বংস সাধনের প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

পরিণয়-সঙ্গীত হল না। সেই ধ্বংস এমনই ভয়ঙ্কর ছিল যে, কন্যাদের বিয়ের গান এবং বিধবাদের মাতম (৬৪ আয়াত দেখুন) দুটোর একটাও সেই দেশে আর শোনা গেল না।

৭৮:৬৪ ইমামেরা ... পড়লো। ১ শামু ৪:১১ আয়াত দেখুন।

৭৮:৬৫-৭২ মাবুদ আফরাহীমের বদলে এহুদাকে ইসরাইলের নেতৃত্ব দানকারী গোষ্ঠী হিসেবে নির্বাচন করলেন। এ সম্পর্কে হযরত ইয়াকুব তাঁর দুই পুত্রকে মৃত্যুশয্যায় দোয়া করার সময়ই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন (পয়দা ৪৯:৮-১২)। শীলোহের বদলে সিয়োন পর্বত হবে তাঁর এবাদতের ও উপস্থিতির কেন্দ্রস্থল এবং বাদশাহ্‌ দাউদ ও তাঁর বংশধরেরা আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি হিসেবে তাঁর লোকদেরকে পরিচালনা দান করবেন।

৭৮:৬৫ ঘুম থেকে জেগে উঠবার মত। দাউদের সময় আল্লাহ্‌ যেভাবে তাঁর লোকদের সঙ্কটে সাড়া দান করেছেন এবং এর আগে ইসরাইল জাতির নানা সমস্যা ও প্রতিকূলতার সময়েও তিনি যেভাবে নিশ্চুপ ছিলেন তার মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে জবুর রচয়িতা এই ভাষা ব্যবহার করেছেন (৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৮:৬৬-৭২ আল্লাহ্‌ কর্তৃক উদ্ধারের ঘটনাগুলোর দুটি মূল বিবেচ্য বিষয় রয়েছে: (১) দুশমনদের উপরে আল্লাহ্‌র প্রত্যক্ষ বিজয় লাভ, এর মধ্য দিয়ে তাঁর রাজ্যের সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সিয়োনকে তাঁর রাজধানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা দান; এবং (২) দাউদকে তাঁর লোকদের উপরে পালক হিসেবে অভিষেক দান।

৭৮:৬৭ ইউসুফের তাঁবু। আফরাহীম গোষ্ঠীকে বোঝানোর জন্য এই ভাষাটি ব্যবহার করা হয়েছে ("তাঁবু" শব্দটির প্রতীকী ব্যবহার সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন আয়াত ৫১; আরও দেখুন ৬৯:২৫; ৮৩:৬; ৮৪:১০; ১২০:৫; পয়দা ৯:২৭; দ্বি.বি. ৩৩:১৮; ১ বাদশাহ্‌ ১২:১৬; আইউব ৮:২২; ১২:৬; হাবাক্কুক ৩:৭; মালাখি ২:১২ আয়াত)।

৭৮:৬৮,৭০ মনোনীত করলেন এহুদার বংশকে ... মনোনীত করলেন। জবুর ১৩২ অধ্যায় দেখুন।

৭৮:৬৯ উঁচু আসমানের ... দুনিয়ার মত। এই আয়াতটির দুটি ব্যাখ্যা রয়েছে: (১) মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্র স্থান তৈরি করেছেন দুর্গ পর্বতের মত অপ্রতিরোধ করে এবং পুরাকালের প্রাচীন দুনিয়ার মত অনড় ও স্থায়ী করে। কিংবা (২) মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর পবিত্র স্থানকে বেহেশত ও দুনিয়ার মত নিরাপদ ও দীর্ঘস্থায়ী করে নির্মাণ করেছেন (২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন) এবং সেখানে তিনি নিজেকে গৌরবের মাবুদ হিসেবে প্রকাশ করেছেন (২৪:৭-১০; ২৬:৮; ৬৩:২; ৯৬:৬ আয়াত দেখুন)। এমন কি তিনি তাঁর সৃষ্টিজগতকেও একইভাবে সৃষ্টি করেছেন (১৯:১; ২৯:৯; ৭৯:৬ আয়াত দেখুন)।

৭৮:৭০-৭১ ১ শামু ১৬:১১-১৩; ২ শামু ৭:৮ আয়াত দেখুন।

৭৮:৭০ তাঁর গোলাম। এখানে আনুষ্ঠানিকভাবে দাউদকে আল্লাহ্‌র রাজকীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার একজন সদস্য হিসেবে দেখানো হয়েছে (হিজ ১৪:৩১; জবুর ১৮ অধ্যায়ের শিরোনাম; ইশা ৪১:৮-৯; ৪২:১ আয়াতের নোট দেখুন)। বাদশাহ্‌ দাউদকে আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে আখ্যা দেওয়ার অন্যান্য নিদর্শন সম্পর্কে জানতে দেখুন ৮৯:৩, ২০, ৩৯; ১৩২:১০; ১৪৪:২০ আয়াত)।

৭৮:৭১ চরাতে দিলেন। ৭২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৮:৭২ দাউদের গৃহ থেকে আসা মাবুদের রাজকীয় পালকের তত্ত্বাবধানে ছিল ইসরাইল জাতি, যার পূর্বাভাস দিয়েছিলেন আরও পুরাতন নবীগণ (ইহি ৩৪:২৩; ৩৭:২৪; মিকাহ্‌ ৫:৪ – এর পর তা ঈসা মসীহের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা পেয়েছে, মথি ২:৬; ইউহোন্না ১০:১১; প্রকা ৭:১৭ আয়াত)। *চরালেন।* ২৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৭৯

আসফের কাওয়ালী।

১ হে আল্লাহ্, জাতিরা তোমার অধিকারে প্রবেশ
করেছে,
তারা তোমার পবিত্র এবাদতখানা নাপাক
করেছে,
জেরুশালেমকে ধ্বংসের স্তূপ করেছে।
২ তারা তোমার গোলামদের লাশ আসমানের
পাখিদেরকে ভোজন করতে দিয়েছে,
তোমার সাধুদের মাংস দুনিয়ার পশুদেরকে
দিয়েছে।
৩ তারা জেরুশালেমের চারদিকে পানির মত
ওদের রক্ত ঢেলেছে;
ওদের কবর দেবার কেউ ছিল না।
৪ আমরা প্রতিবেশীদের কাছে তিরস্কারের বিষয়
হয়েছি,
চারদিকে লোকদের কাছে হাসির ও বিদ্রূপের
পাত্র হয়েছি।
৫ হে মাবুদ, আর কতকাল তুমি নিরন্তর ক্রুদ্ধ
থাকবে?
তোমার অন্তর্জ্বালা কি আগুনের মত জ্বলবে?
৬ ঢেলে দাও তোমার গজব সেই জাতিদের
উপরে,
যারা তোমাকে জানে না, সেই রাজ্যগুলোর
উপরে,
যারা তোমার নামে ডাকে না।
৭ কেননা তারা ইয়াকুবকে গ্রাস করেছে,
তার বাসস্থান শূন্য করেছে।
৮ পূর্বপুরুষদের অপরাধগুলো আমাদের বিরুদ্ধে
স্মরণ করো না;
তোমার বিবিধ করুণা ত্বরায় আমাদের কাছে
আসুক,

[৭৯:১] হিজ ৩৪:৯।
[৭৯:২] প্রকা ১৯:১৭-১৮।
[৭৯:২] দ্বি.বি. ২৮:২৬; ইয়ার ৭:৩৩।
[৭৯:৩] ইয়ার ২৫:৩৩; প্রকা ১১:৯।
[৭৯:৪] জবুর ৩৯:৮;ইহি ৫:১৪।
[৭৯:৫] দ্বি.বি. ২৯:২০; জবুর ৮৯:৪৬; সফ ৩:৮।
[৭৯:৬] জবুর ২:৫; প্রকা ১৬:১।
[৭৯:৭] ইশা ৯:১২; ইয়ার ১০:২৫।
[৭৯:৮] পয়দা ৯:২৫; ইয়ার

জবুর ৭৯ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা ও সাহায্য লাভ এবং যে জাতিরা তার উপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার করেছে তাদের বিচার করার জন্য মাবুদের কাছে ফরিয়াদ, যেন ইসরাইল জাতি তার হারানো গৌরব ফিরে পায়। জবুর ৮০-৮৩ অধ্যায়ের সাথে এই গজলটির সম্পর্ক এবং জবুর শরীফে এই গজলের অবস্থান সম্পর্কে আরও ভাল করে জানতে জবুর ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। জবুর ৭৪ অধ্যায়ের মত জবুর ৭৯ অধ্যায়টিও বন্দীদশার পরবর্তী কোন এক সময়ে রচিত হয়েছে এবং দুটো গজলের মধ্যে বেশ মিল রয়েছে। জবুর ৭৭ অধ্যায়ের (যেখানে মূসার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র মুক্তি সাধনের কাজ বর্ণিত হয়েছে) এবং জবুর ৭৮ অধ্যায়ে (যেখানে বাদশাহ্ দাউদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র মুক্তি সাধনের কাজ বর্ণিত হয়েছে) একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করা হয়েছে, যা একত্রে তাৎপর্যপূর্ণভাবে মেষপালক মুক্তিদাতার প্রতিরূপকে প্রকাশ করে এবং সেই সাথে এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য বিষয়বস্তুগত উপাদানও প্রকাশ করে। ইসরাইল জাতি খুব ভাল করেই জানতো যে, মাবুদ আল্লাহ্ অন্যান্য জাতিদেরকে ব্যবহার করে তার নিজ গুনাহ্‌র অপরাধের জন্য শাস্তি দিচ্ছেন, যে কারণে সে আল্লাহ্‌র কাছে গুনাহ্‌র ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু সেই সাথে ইসরাইল জাতি এ কথাও খুব ভাল করে জানতো যে, অন্যান্য জাতিগণ ইসরাইলের প্রতি শত্রুভাব দেখানোর ক্ষেত্রে তাদের সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিল। সে কারণে ইসরাইল জাতি আল্লাহ্ কাছে এই ফরিয়াদ রেখেছে যেন আল্লাহ্ সেই সব জাতির বিচার করেন (ইশা ১০:৫-১১; ৪৭:৬-৭ আয়াত দেখুন)। নবী দানিয়ালের মুনাজাতে (দানি ৯:৪-১৯) যে ফরিয়াদ ছিল তার সাথে এই মুনাজাতের গুনাহ্ স্বীকারের অংশটি প্রায় মিলে যায়।

৭৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৭৯:১-৪ অন্যান্য জাতিরা যা করেছে: তারা আল্লাহ্‌র বিশেষ অধিকারকে আক্রমণ করেছে, তাঁর এবাদতখানার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে, তাঁর রাজকীয় নগরীকে ধ্বংস করেছে, তাঁর লোকদেরকে হত্যা করেছে, মৃত্যুর পরও তাদের সম্মান হানি করেছে (অর্থাৎ তাদেরকে যথাযোগ্যভাবে কবর দিতে দেয় নি– ৫৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন– এবং তাদের দেহ খোলা আকাশের নিচে ফেলে রেখেছে যেন তা শকুন ও হিংস্র পশুর খাবার হয়) এবং তাদেরকে সারা দুনিয়ার সামনে তামাশার পাত্র করে তুলেছে।

৭৯:১ তোমার অধিকারে। এর সাথে তুলনা করুন ৭৮:৬৩, ৭১ আয়াত। এখানে আল্লাহ্‌র অধিকার বলতে ইসরাইলের মাতৃভূমিকে বোঝানো হয়েছে (২:৮ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১১৪:২ আয়াতের তুলনা করুন ও নোট দেখুন)। *পবিত্র এবাদতখানা।* ৭৮:৬৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৯:২ তোমার গোলাম। যদিও তারা তাদের অমার্জনীয় গুনাহ্‌র জন্য তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত হয়েছিল, তথাপি এতে করে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের বিশেষ নিয়মের সম্পর্ক ছিন্ন হয় নি (লক্ষ্য করুন, এখানে "তোমার গোলাম," "তোমার সাধু" এবং ১৩ আয়াতে "তোমার লোক ও তোমার চরাণির ভেড়া যে আমরা" কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে)। *তোমার সাধুদের।* ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৭৯:৩ জেরুশালেমের চারদিকে ... রক্ত ঢেলেছে। এর সাথে তুলনা করুন ২ বাদশাহ্ ২১:১৬ আয়াত।

৭৯:৫-৮ যে সকল জাতি আল্লাহ্‌কে স্বীকার করে না তাদের প্রতি কঠোর হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি মুনাজাত।

৭৯:৫ আর কতকাল ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ক্রুদ্ধ।* আয়াত ৬ দেখুন ("গজব"); এর সাথে ২:৫ আয়াতের নোটও দেখুন। *অন্তর্জ্বালা।* ৭৮:৫৮ আয়াতের নোট দেখুন। *আগুনের মত জ্বলবে।* দ্বি.বি. ৪:২৪; ৬:১৫; সফনিয় ১:১৮; ৩:৮ আয়াত দেখুন।

৭৯:৬-৭ ইয়ার ১০:২৫ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত জবুর রচয়িতা এখানে নবী ইয়ারমিয়ার কিতাব থেকে উদ্ধৃতি নিয়েছেন।

৭৯:৬ ঢেলে দাও তোমার গজব। যেভাবে তারা তোমার লোকদের রক্ত ঢেলে দিয়েছে (আয়াত ৩)। বন্দীদশায় অবস্থানরত ইসরাইলীয়রা তাদের বিরুদ্ধে কৃত দুশমনদের সমস্ত অন্যায় অবিচারের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৯:৭ গ্রাস করেছে। বন্য পশুর মত (৪৪:১১; ৭৪:১৯ আয়াত দেখুন এবং ৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইয়াকুব।* ইসরাইল নামটির সমার্থক নাম (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

৭৯:৮ পূর্বপুরুষদের অপরাধ। জাতিগতভাবে ইসরাইলের সমস্ত

কেননা আমরা অতিশয় হীনবল হয়েছি।
৯ হে আমাদের উদ্ধারের আল্লাহ্, তোমার নামের
গৌরবার্থে
আমাদের সাহায্য কর, তোমার নামের
অনুরোধে
আমাদের উদ্ধার কর, আমাদের সকল গুনাহ্
মার্জনা কর।
১০ জাতিরা কেন বলবে, ওদের আল্লাহ্ কোথায়?
তোমার গোলামদের যে রক্তপাত হয়েছে,
তার প্রতিফল আমাদের দৃষ্টিগোচরে জাতিরা
জানতে পারুক।
১১ বন্দীর হাহাকার তোমার সম্মুখে উপস্থিত
হোক,
তুমি তোমার বাহুর মহত্ত্বানুসারে মৃত্যুর
সন্তানদের বাঁচাও।
১২ আর, হে মালিক, আমাদের প্রতিবেশীরা
যে তিরস্কারে তোমাকে তিরস্কার করেছে,
তার সাত গুণ প্রতিশোধ তাদের কোলে
ফিরিয়ে দাও।
১৩ তাতে তোমার লোক ও তোমার চরাণির
ভেড়া যে আমরা,
আমরা চিরকাল তোমার প্রশংসা করবো,
পুরুষানুক্রমে তোমার প্রশংসা তবলিগ
করবো।

৪৪:২১।

[৭৯:৯] ২খান্দান ১৪:১১।

[৭৯:১০] প্রকা ৬:১০।

[৭৯:১২] ইশা ৬৫:৬; ইয়ার ৩২:১৮।

[৭৯:১৩] জবুর ৭৪:১।

[৮০:১] হিজ ২৫:২২।

জবুর ৮০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, শোশন্নীম্ এদূৎ।
আসফের কাওয়ালী।
১ হে ইসরাইলের পালক, কান দাও,

গুনাহ্র জন্য তারা বন্দীদশায় কষ্ট ভোগ করেছে (২ বাদশাহ্ ১৭:৭-২৩; ২৩:২৬-২৭; ২৪:৩-৪; দানিয়াল ৯:৪-১৪ আয়াত দেখুন)। বস্তুত বিচারে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ইসরাইল তার গুনাহ্র জন্য আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চায় নি। বন্দীদশায় কাতর ইসরাইলীয়রা এখন আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করছে যেন আল্লাহ্ তাদের মন পরিবর্তন ও অনুশোচনায় পূর্ণ মুনাজাত শ্রবণ করেন এবং তাদের পূর্বপুরুষেরা যে সমস্ত গুনাহ্ করে গেছেন তাদের সেই সকল গুনাহ্ ধরে যেন তাদেরকে আর শাস্তি না দেন।

করুণা। এখানে আল্লাহ্র করুণাকে ব্যক্তিকরণ করে আল্লাহ্র দূত হিসেবে দেখা হয়েছে, যিনি স্বয়ং মানুষের কাছে এসে শান্তি দান করেন (২৩:৬; ৪৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৭৯:৯-১১ আল্লাহ্ যেন তাঁর লোকদেরকে সাহায্য করেন ও ক্ষমা করেন এবং এই কষ্ট ও দুর্দশা থেকে উঠিয়ে নিয়ে এসে তাদের দুশমনদের সহিংস কাজের জন্য তাদের বিচার করেন সে বিষয়ে মুনাজাত।

৭৯:৯ তোমার নামের গৌরবার্থে। যেহেতু আল্লাহ্র লোকদের দুর্দশা ও কষ্ট তাঁর নামের অবমাননা করে (আয়াত ১০ দেখুন), সে কারণে তাদের মুক্তি ও সম্মান ফিরিয়ে আনার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নিজেও গৌরবান্বিত হবেন (২৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *গুনাহ্ মার্জনা কর।* ৬৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন।
৭৯:১০ *ওদের আল্লাহ্ কোথায়?* ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। *তার প্রতিফল।* অর্থাৎ প্রতিশোধ (দ্বি.বি. ৩২:৩৫ দেখুন)।

৭৯:১১ বন্দী ... মৃত্যুর সন্তান। যে সকল বন্দীরা ব্যাবিলনের সম্রাটের অধীনে কারাবদ্ধ ছিল (আয়াত ১০২:২০ দেখুন) তারা শুধু যে বন্দী অবস্থায় ছিল তা নয়, নিজেদের দেশে ফিরে যেতে চাইলে বা এর জন্য চেষ্টা চালালে তাদেরকে হত্যা করা হত।

৭৯:১২-১৩ সমাপনী মুনাজাত এবং আল্লাহ্র প্রশংসা ও গৌরব করার জন্য মানত ঘোষণা।

৭৯:১২ তাদের কোলে ফিরিয়ে দাও। ইয়ারমিয়া ৩২:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

সাত গুণ। অর্থাৎ পূর্ণ পরিমাণে; সাত সংখ্যাটি সাধারণত পরিপূর্ণতা বা সম্পূর্ণতা বোঝায়।

তোমাকে তিরস্কার করেছে। ইসরাইলের প্রতি দুশমনদের নিষ্ঠুর আচরণ ও নির্যাতন মূলত আল্লাহ্র প্রতি সে সমস্ত জাতির বিপক্ষতা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে (আয়াত ১, ১০ দেখুন; ২ বাদশাহ্ ১৯:১০-১২, ২২-২৩; ইশা ৫২:৫ আয়াত দেখুন)।

৭৯:১৩ তোমার চরাণির ভেড়া। ২৩:২; ৭৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন; আরও দেখুন ৭৭:২০; ৭৮:৭২; ৮০:১ আয়াত। *আমরা চিরকাল তোমার প্রশংসা করবো।* ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *পুরুষানুক্রমে।* অর্থাৎ প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে। ৭৮:৪ আয়াত দেখুন।

জবুর ৮০ অধ্যায়। বিদেশী পরাশক্তির কাছে পরাজিত ও দুর্দশাগ্রস্ত হওয়ার পর ইসরাইলের হারানো অবস্থান ও সম্মান ফিরে পাওয়ার জন্য আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত। এই গজলটির সাথে এর সংলগ্ন অন্যান্য গজলগুলোর সম্পর্ক জানতে জবুর ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। খুব সম্ভবত এই অধ্যায়ে উল্লিখিত "আফরাহীম, বিন্ইয়ামীন ও মানাশা" (আয়াত ২) নামগুলোর মধ্য দিয়ে উত্তরের রাজ্যকে বোঝানো হয়েছে। সম্প্রতি পবিত্র জেরুশালেম নগরী সহ ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কার্য চালিয়ে দেখা গেছে সে সময় জেরুশালেম নগরী ও এর সংলগ্ন শহরতলী এলাকাগুলোতে জনসংখ্যা প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সে সময় আশেরীয় হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণে উত্তরের রাজ্য থেকে পালিয়ে এসে লোকেরা এই অঞ্চলে আশ্রয় নিয়েছিল। সম্ভবত এ কারণেই সে সময় "আফরাহীম, বিন্ইয়ামীন ও মানাশা" জেরুশালেমের পবিত্র এবাদতখানায় অবস্থান করছিল এবং তারা এক সাথে জাতিগতভাবে সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্যকার ব্যবধান ও বৈষম্য ভুলে এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্য আল্লাহ্র কাছে মুনাজাতে সমবেত হয়েছিল (নিচের নোটগুলো দেখুন)। মুনাজাতটি তৈরি হয়েছে চার লাইন বিশিষ্ট মোট পাঁচটি পঙক্তি দিয়ে। প্রথম, দ্বিতীয় ও সর্বশেষ পঙক্তির ক্রান্তিলগ্নে রয়েছে মূল ফরিয়াদটি (এছাড়া আরও গুরুত্বপূর্ণ স্বগতোক্তি বা অন্যান্য অংশগুলো সম্পর্কে জানতে দেখুন জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়)। প্রতিটি পঙক্তিতে ক্রমান্বয়ে ফরিয়াদের আকুতি আরও যেন বৃদ্ধি পেয়েছে: "আল্লাহ্" (আয়াত ৩); "বাহিনীগণের আল্লাহ্" (আয়াত ৭); "মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্" (আয়াত ১৯)।

৮০ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *স্বর।* জবুর ৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *শোশন্নীম।* জবুর ৪৫ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮০:১-৩ আল্লাহ্র কাছে বিশেষ মুনাজাত যেন তিনি নিজেকে

ইউসুফকে ভেড়ার পালের মত চালাও যে
তুমি,
কারুবীদ্বয়ে আসীন যে তুমি, তুমি দেদীপ্যমান
হও।
২ আফরাহীম, বিন্‌ইয়ামীন ও মানশার সম্মুখে
নিজের পরাক্রম সতেজ কর,
আমাদের উদ্ধার করতে আগমন কর।
৩ হে আল্লাহ্‌, আমাদেরকে ফিরাও,
তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাতে আমরা উদ্ধার
পাব।
৪ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌,
তুমি নিজের লোকদের মুনাজাতের বিরুদ্ধে
কতকাল ক্রুদ্ধ থাকবে?
৫ তুমি খাবার হিসেবে তাদেরকে চোখের পানি
দিয়েছ,
বহুল পরিমাণে চোখের পানি পান করিয়েছ।
৬ তুমি প্রতিবেশীদের মধ্যে আমাদেরকে বিবাদের
পাত্র করছো,
আমাদের দুশমনেরা একযোগে পরিহাস করে।
৭ হে বাহিনীগণের আল্লাহ্‌, আমাদেরকে ফিরাও,

[৮০:২] শুমারী ২:১৮-২৪।
[৮০:২] জবুর ৫৪:১।
[৮০:৩] ইয়ার ৩১:১৮; মাতম ৫:২১।
[৮০:৪] দ্বি.বি. ২৯:২০।
[৮০:৫] ইশা ৩০:২০।
[৮০:৬] জবুর ৭৯:৪।
[৮০:৮] ইশা ৫:১-২; ইয়ার ২:২১; মথি ২১:৩৩-৪১।
[৮০:১১] জবুর ৭২:৮।
[৮০:১২] ইশা ৫:৫; ৩০:১৩; ইয়ার ৩৯:৮।
[৮০:১৩] ইয়ার ৫:৬।
[৮০:১৪] দ্বি.বি. ২৬:১৫।

তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাতে আমরা নিস্তার
পাব।
৮ তুমি মিসর থেকে একটি আঙ্গুরলতা এনেছিলে,
জাতিদের দূর করে তা রোপণ করেছিলে।
৯ তুমি তার জন্য ভূমি পরিষ্কার করেছিলে,
তা বদ্ধমূল হয়ে দেশময় ব্যাপ্ত হল।
১০ তার ছায়ায় পর্বতমালা ঢাকা পড়ে গেল,
তার সমস্ত শাখা শক্তিশালী এরস গাছগুলোকে
ঢেকে ফেললো।
১১ তা সমুদ্র পর্যন্ত নিজের তরুশাখা,
নদী পর্যন্ত নিজের শিকড় বিস্তার করলো।
১২ তুমি কেন তার বেড়া ভেঙ্গে ফেললে?
যে সব পথিক তার পাশ দিয়ে যায় তারাই যে
তার ফল ছেঁড়ে।
১৩ বন থেকে শূকর এসে তা ছারখার করে,
মাঠের পশু তা মুড়িয়ে খেয়ে ফেলে।
১৪ আরজ করি, আবার ফির, হে বাহিনীগণের
আল্লাহ্‌,
বেহেশত থেকে চেয়ে দেখ, এই আঙ্গুরলতার
তত্ত্ব কর;

জাগ্রত করেন এবং তাঁর নিজ লোকদের গৌরব ফিরিয়ে আনেন, যেভাবে তিনি মরুভূমিতে তাঁর লোকদেরকে প্রতিপালন করে তাদের সম্মান দান করেছিলেন।

৮০:১ ৭৪:১; ৭৭:২০; ৭৮:৫২, ৭১-৭২; ৭৯:১৩ আয়াতে মেষপালক ও মেষপাল নিয়ে যে উপমাগুলো দেওয়া হয়েছে তা দেখুন; এর সাথে ২৩:১-২ আয়াতের নোটও দেখুন। **ইউসুফ।** ৭৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। *কারুবীদ্বয়ে আসীন।* হিজ ২৫:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

তুমি দেদীপ্যমান হও। অর্থাৎ তোমার গৌরব ও মহিমা আবারও দৃশ্যমান হোক, যেভাবে তুমি মরুভূমির মধ্য দিয়ে ইসরাইলের হিজরতের সময় প্রকাশ করেছিলে (হিজ ২৪:১৬-১৭; ৪০:৩৪-৩৫), কিন্তু এখন বিশেষভাবে তুমি আবারও তোমার মুক্তি সাধনকারী কাজের মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ কর (১০২:১৫-১৬; হিজ ১৪:৪, ১৭-১৮; শুমারী ১৪:২২; ইশা ৪০:৫; ৪৪:২৩; ৬০:১-২ আয়াত দেখুন)।

৮০:২ আফরাহীম, বিন্‌ইয়ামীন ও মানশার সম্মুখে। অর্থাৎ জাতিগণের বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু কর, যেভাবে তুমি সিনাই পর্বত থেকে প্রতিজ্ঞাত দেশে শত্রু রাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনীর মধ্য দিয়ে যাত্রা করেছিলে (এই যাত্রায় এই তিনটি গোষ্ঠীর সামনে শরীয়ত সিন্দুক নিয়ে বিশেষ বহর অবস্থান করছিল; শুমারী ১০:২১-২৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৬৮ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন)। *পরাক্রম সতেজ কর।* ৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮০:৩ তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। ৭, ১৯ আয়াত দেখুন; ইমামের দোয়াবাণী প্রতিফলিত হয়েছে (শুমারী ৬:২৫ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৪:৬; ১৩:১ আয়াতের নোট)।

৮০:৪-৭ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে ভয়ঙ্কর শাস্তি দেওয়ার কারণে দুঃখ ও শোক প্রকাশ।

৮০:৪ কতকাল ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌।* ৭, ১৪, ১৯ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট। *ক্রুদ্ধ।* ২:৫ আয়াতের নোট।

৮০:৫ এখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে "ফেরেশতাদের খাবার" এবং পাথর থেকে পানি দেওয়ার পরিবর্তে খাবার ও পানীয় হিসেবে শুধুই চোখের পানি দিয়েছেন (৭৮:২০, ২৫ আয়াত দেখুন)।

৮০:৮-১৬ আঙ্গুর ও আঙ্গুর ক্ষেত সম্পর্কে এই রূপকগুলোর ব্যবহার (এখানে এর মধ্য দিয়ে ইসরাইলের পরিবর্তিত অবস্থা বোঝানো হয়েছে) নবীদের কিতাবেও পাওয়া যায় (ইশা ৩:১৪; ৫:১-৭; ২৭:২; ইয়ার ২:২১; ১২:১০; ইহি ১৭:৬-৮; ১৯:১০-১৪; হোসিয়া ১০:১; ১৪:৭; মিকাহ্‌ ৭:১; আরও দেখুন পয়দা ৪৯:২২; মথি ২০:১-১৬; মার্ক ১২:১-৯; লূক ২০:৯-১৬; ইউহোন্না ১৫:১-৫)।

৮০:৮-১১ এক সময় ইসরাইল ছিল আল্লাহ্‌র সুপুষ্ট ও বিস্তার সাধনকারী আঙ্গুর লতা।

৮০:৮ মিসর থেকে একটি আঙ্গুরলতা এনেছিলে। ৭৮:৫২ আয়াত দেখুন। *জাতিদের দূর করে তা রোপণ করেছিলে।* ৪৪:২ আয়াত দেখুন।

৮০:৯ ভূমি পরিষ্কার করেছিলে। ইশা ৫:২ আয়াত দেখুন।

৮০:১০ শক্তিশালী এরস গাছ। আক্ষরিক অর্থে "আল্লাহ্‌র এরস গাছ" (হিব্রু ভাষায় "আল্লাহ্‌" নামটিকে বোঝাতে অনেক সময় "শক্তিশালী" শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে; এর সাথে ২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮০:১১ সমুদ্র ... নদী। আরও দেখুন হিজরত ২৩:৩১ আয়াতের নোট।

৮০:১২-১৫ আল্লাহ্‌ যেন তাঁর বিনষ্ট আঙ্গুর ক্ষেত আবার পুনর্গঠন করেন তার জন্য মুনাজাত।

৮০:১২ কেন ... ? আল্লাহ্‌র কাছ থেকে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ইসরাইল জাতির তীব্র অষন্তোষ ও দুঃখবোধ এখানে প্রকাশ পেয়েছে (৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *তার বেড়া ভেঙ্গে ফেললে?* অর্থাৎ তার সমস্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে।

৮০:১৪ বেহেশত থেকে চেয়ে দেখ। হিজ ৩:১৬ আয়াত দেখুন। তবে এই কথাটির জন্য যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা

১৫ তোমার ডান হাত দিয়ে যে চারা রোপন
করেছ, সেই চারার তত্ত্ব কর।
১৬ তা আগুনে পুড়ে গেছে, তা কেটে ফেলা
হয়েছে;
তোমার মুখের ভর্ৎসনায় লোক বিনষ্ট হচ্ছে।
১৭ তোমার হাতখানা তোমার ডান হাতের
মানুষের উপরে,
তোমার কাজের জন্য যাকে সবল করেছ, তার
উপরে থাকুক।
১৮ তাতে আমরা তোমা থেকে ফিরে যাব না;
তুমি আমাদের সঞ্জীবিত কর, আমরা তোমার
নামে ডাকব।
১৯ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্, আমাদের
ফিরাও;
তোমার মুখ উজ্জ্বল কর, তাতে আমরা নিস্তার
পাব।

[৮০:১৬] দ্বি.বি. ২৮:২০।
[৮০:১৭] আইউ ২৫:৬।
[৮০:১৮] ইশা ৫৭:১৫; হোশেয় ৬:২।

[৮১:১] জবুর ৬৬:১।

[৮১:২] আইউ ২১:১২।

[৮১:৩] ইহি ১০:৩৩।

[৮১:৫] হিজ ১১:৪।

জবুর ৮১

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ।
আসফের।

১ তোমরা আমাদের বলস্বরূপ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে
আনন্দধ্বনি কর,
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর।
২ শুরু কর কাওয়ালী, বাজাও তম্বুরা
বাজাও নেবল সহকারে মনোহর বীণা।
৩ বাজাও তূরী অমাবস্যায়, বাজাও পূর্ণিমায়,
আমাদের উৎসব দিনে।
৪ কেননা তা ইসরাইলের বিধি,
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র শাসন।
৫ তিনি ইউসুফের মধ্যে এই সাক্ষ্য স্থাপন
করলেন,
যখন তিনি মিসর দেশের বিরুদ্ধে বের হন;
আমি একটি বাণী শুনলাম, যা জানতাম না।

হয়েছে তার মূল বুৎপত্তিগত অর্থটি যথার্থভাবে পাওয়া যায় রূত ১:৬ আয়াতে: "তত্ত্বাবধান করা"।

৮০:১৫ চারা। আক্ষরিক অর্থে "সন্তান"। এখানে ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে (হিজ ৪:২২-২৩; হোসিয়া ১১:১ আয়াত দেখুন)। কিন্তু "চারা" বা "সন্তান" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় আঙ্গুর লতাও বোঝানো হয়ে থাকে; এর সাথে পয়দা ৪৯:২২ আয়াতের নোটও দেখুন)। এখানেও চারা রোপণ করার কথা বলার মধ্য দিয়ে মূলত আঙ্গুর লতা রোপণ করার বিশেষ রূপকটি ব্যবহার করা হয়েছে (আইউব ১৮:১৬; ২৯:১৯; ইহি ১৭:৭; মালাখি ৪:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ইশা ৫:২৪; ২৭:৬; ৩৭:৩১; ইহি ১৭:৯; ৩১:৭; হোসিয়া ৯:১৬; আমোস ২:৯; রোমীয় ১১:১৬)। *তত্ত্ব কর।* ১৭ আয়াত দেখুন; আক্ষরিক অর্থে "সুপুষ্ট করে তুলেছ"।

৮০:১৬-১৯ আল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার লাভের আশাবাদ ব্যক্ত করে করা সমাপনী মুনাজাত।

৮০:১৬ তোমার মুখের ভর্ৎসনা। ৯:৫ আয়াত দেখুন এবং ৭৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮০:১৭ তোমার হাতখানা ... তার উপরে থাকুক। অর্থাৎ তোমার আনুকূল্য প্রকাশ কর (উযায়ের ৭:৬, ৯, ২৮; ৮:১৮, ২২, ৩১; নহিমিয়া ২:৮, ১৮)। *তোমার ডান হাতের।* এখানে সম্ভবত দাউদের বংশের বাদশাহ্‌দেরকে আল্লাহ্‌র কর্তৃক অভিষিক্ত রূপে নির্দেশ করা হচ্ছে, যাঁরা আল্লাহ্‌র উপস্থিতিতে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন (১১০:১ আয়াত দেখুন) এবং যাঁদের উপরে সমগ্র জাতির আশা ও ভরসা ন্যাস্ত থাকে (২:৭-৯; ৭২:৮-১১; ৮৯:২১-২৫ আয়াত দেখুন)। কিন্তু ১৫ আয়াতে খুব জোরালোভাবে এই কথার আরেক ধরনের অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে: এখানে "মানুষ" বলতে ইয়াকুব তথা ইসরাইলকে বোঝানো হয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহ্‌র ডান পাশে স্থাপিত বা প্রতিষ্ঠিত হিসেবে দেখানো হয়েছে।

৮০:১৮ আল্লাহ্‌র প্রতি অনুগত হওয়া এবং শুধুমাত্র তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করার জন্য প্রতিজ্ঞা। এমন একটি স্থানে এই প্রতিজ্ঞাটি ব্যক্ত করা হয়েছে সাধারণত যেখানে এ ধরনের প্রতিজ্ঞা ও ওয়াদাগুলো প্রকাশ করা হয়ে থাকে (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৮১ অধ্যায়। উৎসবের গজল। সম্ভবত এই গজলটি রচনা করা হয়েছিল নতুন বছরের ঈদ (মাসের প্রথম দিন, "নতুন চাঁদের উৎসব") এবং শরীয়ত তাঁবুর ঈদের শুরুতে (মাসের ১৫ তারিখ, পূর্ণিমা) উদযাপন করার জন্য; নিচের নোটগুলো দেখুন। আল্লাহ্‌র মুক্তি সাধনকারী কাজগুলোর স্মরণীয় দিন হিসেবে ইসরাইল জাতি তাদের বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবের দিনে এই গজল গাইতো, যেখানে আল্লাহ্‌র দয়ার কথা স্মরণ করার পাশাপাশি নিজেদেরকে নতুন করে বাধ্যতা ও বিশ্বাসের প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করা হত (জবুর ৯৫ অধ্যায় দেখুন)। জবুর শরীফের তৃতীয় খণ্ডে এই গজলটির অবস্থান সম্পর্কে জানার জন্য জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা এবং জবুর ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গজলটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে: আয়াত ১-৫ এবং আয়াত ৬-১৬।

৮১ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *স্বর।* জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *গিত্তীৎ।* জবুর ৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮১:১-৫ পবিত্র ঈদ উৎসব উদযাপনের জন্য সর্বসাধারণকে আহ্বান।

৮১:১ ইয়াকুব। ইসরাইল নামটির সমার্থক নাম (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

৮১:২ তম্বুরা। ইয়ার ৩১:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *নেবল ... বীণা।* ৫৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৮১:৩ তূরী। ভেড়ার শিং দিয়ে তৈরি করা বাদ্যযন্ত্র (হিজ ১৯:১৩)। *আমাদের উৎসব দিন।* সম্ভবত শরীয়ত তাঁবুর ঈদ (হিজ ২৩:১৬; ইহি ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন), যা অনেক সময় স্রেফ "আমাদের উৎসব" বলা হত (১ বাদশাহ্ ৮:২, ৬৫ আয়াত দেখুন)।

৮১:৪-৫ বিধি ... শাসন ... সাক্ষ্য। ৩ আয়াতের নোটে যে সকল আয়াতের উল্লেখ রয়েছে সেগুলো দেখুন।

৮১:৫ যখন তিনি মিসর দেশের বিরুদ্ধে বের হন। অনেকে মনে করেন এর মধ্য দিয়ে ঈদুল ফেসাখ এবং খামিহীন রুটির ঈদের কথা বলা হয়েছে (হিজ ১২:১৪, ৪২ আয়াত দেখুন)। খুব সম্ভব

৬ ‘আমি ওর স্কন্ধকে ভারমুক্ত করলাম,
ওর হাত ঝুড়ি থেকে নিষ্কৃতি পেল।
৭ তুমি সঙ্কটে ডাকলে আমি তোমাকে উদ্ধার
করলাম;
আমি বজ্রের অন্তরালে তোমাকে উত্তর দিলাম,
মরীবার পানির কাছে তোমার পরীক্ষা
করলাম। সেলা।
৮ হে আমার লোকবৃন্দ, শোন, আমি তোমার
কাছে সাক্ষ্য দেব;
হে ইসরাইল, তুমি যদি আমার কথা শোন!
৯ তোমার মধ্যে বিদেশী কোন দেবতা থাকবে
না।
তুমি কোন বিজাতীয় দেবতার কাছে সেজ্‌দা
করবে না।
১০ আমিই মাবুদ তোমার আল্লাহ্‌,
আমি তোমাকে মিসর দেশ থেকে উঠিয়ে
এনেছি,
তোমার মুখ খুলে হ্যাঁ কর, আমি তা পূর্ণ
করবো।

[৮১:৬] হিজ ১:১৪।
[৮১:৬] ইশা ৯:৪; ৫২:২।
[৮১:৭] হিজ ১৭:৭; দ্বি.বি. ৩৩:৮।
[৮১:৮] জবুর ৫০:৭; ৭৮:১।
[৮১:৯] হিজ ২০:৩।
[৮১:১০] ইহি ২:৮।
[৮১:১১] হিজ ৩২:১-৬।
[৮১:১২] ইহি ২০:২৫; প্রেরিত ৭:৪২; রোমীয় ১:২৪।
[৮১:১৩] দ্বি.বি. ৫:২৯।
[৮১:১৪] আমোস ১:৮।
[৮১:১৫] ২শামু ২২:৪৫।
[৮১:১৬] দ্বি.বি. ৩২:১৪।

১১ কিন্তু আমার লোকেরা আমার কথা শুনলো না,
ইসরাইল আমাকে চাইল না।
১২ তাই আমি তাদেরকে তাদের হৃদয়ের
কঠিনতায় ছেড়ে দিলাম;
তারা নিজেদের মন্ত্রণায় চললো।
১৩ আহা, যদি আমার লোকেরা আমার কথা
শুনতো,
যদি ইসরাইল আমার পথে চলতো!
১৪ তা হলে আমি তাদের দুশমনদেরকে ত্বরায়
দমন করবো,
তাদের বিপক্ষদের প্রতিকূলে নিজের হাত
ফিরাব।
১৫ মাবুদের বিদ্বেষীরা তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করবে;
কিন্তু এদের শাস্তি চিরকাল থাকবে।
১৬ তিনি এদেরকে উৎকৃষ্ট গম ভোজন করাবেন;
আমি শৈলস্থ মধু দ্বারা তোমাকে তৃপ্ত করব।’

জবুর ৮২

আসফের কাওয়ালী।

এখানে সমগ্র হিজরত কালের ঘটনাবলীর বিষয়ে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে এবং নিজ লোকদেরকে গোলামী থেকে মুক্ত করার মধ্য দিয়ে মিসরের উপরে আল্লাহ্‌র বিজয় লাভের বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে (৬-৭ আয়াত দেখুন)। *ইউসুফ।* ৭৭:১৫ আয়াতের নোট দেখুন। একটি বাণী শুনলাম, যা জানতাম না। এখানে যে কণ্ঠ বাণীটি উচ্চারণ করেছে তা মিসরের বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র বিচারের বজ্রধ্বনি (আয়াত ৭ দেখুন)। ইসরাইলীয়রা যখন মুনাজাতে ও এবাদতে সমবেত হত, তখন লেবীয় ও ইমামেরা এভাবে আল্লাহ্‌র বিচারের কথা উপস্থাপন করতেন (আয়াত ৬-১৬)।

৮১:৬-১০ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের কথা শুনেছেন ও তাদেরকে উদ্ধার করেছেন এবং এখন তিনি তাদেরকে তাঁর প্রতি অনুগত ও বাধ্য হতে বলছেন।

৮১:৬ ভার ... হাতের ঝুড়ি। ইসরাইল জাতি মিসর দেশে জোরপূর্বক যে দাসত্বে নিয়োজিত ছিল তা এখানে বোঝা বা ভার হিসেবে বোঝানো হয়েছে (হিজ ১:১১-১৪ আয়াত দেখুন)।

৮১:৭ তুমি সঙ্কটে ডাকলে আমি তোমাকে উদ্ধার করলাম। হিজ ৩:৭-১০ আয়াত দেখুন। *বজ্রের অন্তরালে।* ১০৬:৯; হিজ ১৪:২১, ২৪; ১৫:৮, ১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৭৬:৬ আয়াতের নোটও দেখুন। *তোমার পরীক্ষা করলাম।* হিজ ১৭:১-৭ আয়াত দেখুন।

৮১:৮-১০ আল্লাহ্‌ লোকদের দুর্দশার সময় তাদের কথা শোনেন (আয়াত ৬-৭); কাজেই এখন তাদের অবশ্যই তাঁর কথা শোনা প্রয়োজন।

৮১:৯-১০ হিজ ১৯:৪-৫; ২০:২-৪; দ্বি.বি. ৪:১৫-২০ আয়াত দেখুন।

৮১:১০ তোমার মুখ খুলে হাঁ কর। অর্থাৎ জীবনের সকল প্রকার প্রয়োজনের জন্য আল্লাহ্‌ মাবুদের উপরে নির্ভর কর। *আমি তা পূর্ণ করবো।* ১৬ আয়াত দেখুন; যেভাবে তিনি মরুভূমিতে হিজরতের সময় তা করেছিলেন (৭৮:২৩-২৯; সেই সাথে ৩৭:৩-৪; দ্বি.বি. ১১:১৩-১৫; ২৮:১-৪ আয়াত দেখুন)।

৮১:১১-১৬ ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র কথা শোনে নি। যদি শুনতো, তাহলে তারা আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহ লাভ করতো। ইহি ১৮:২৩, ৩২; ৩৩:১১ আয়াত দেখুন।

৮১:১১ দেখুন ৭৮:১০, ১৭, ৩২, ৪০, ৫৬; দ্বি.বি. ৯:৭, ২৪; ইয়ার ৭:২৪-২৬ আয়াত।

৮১:১২ স্বয়ং আল্লাহ্‌ আমাদের হৃদয়ের খৎনা করেন, পরিশুদ্ধ করেন (দ্বি.বি. ৩০:৬; এর সাথে ১ বাদশাহ্‌ ৮:৫৮; ইয়ার ৩১:৩৩; ইহি ১১:১৯; ৩৬:২৬ আয়াত দেখুন)। এভাবেই এভাবেই যখন আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে ছেড়ে চলে যান তখন তা তাদের জন্য সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হয়ে দাঁড়ায় (৭৮:২৯; ইশা ৬:৯-১০; ২৯:১০; ৬৩:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে আরও তুলনা করুন রোমীয় ১:২৪, ২৬, ২৮ আয়াত)।

৮১:১৩-১৬ শরীয়তের নিয়মে যে সকল দোয়া ও রহমতের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো দেখুন: হিজ ২৩:২২-২৭; লেবীয় ২৬:৩-১৩; দ্বি.বি. ৭:১২-২৬; ২৮:১-১৪।

৮১:১৩ আমার পথে। ২৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮১:১৬ শৈলস্থ মধু। দ্বি.বি. ৩২:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৮২ অধ্যায়। অন্যায়কারী শাসক ও বিচারকদের বিরুদ্ধে বিচারের ও শাস্তির কথা। এই অধ্যায়টির রচয়িতা লেবীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আল্লাহ্‌কে বেহেশতী সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় প্রকাশ করেছেন– যা নবীদের অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (১ বাদশাহ্‌ ২২:১৯-২২; ইশা ৬:১-৭; ইয়ার ২৩:১৮, ২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে আইউব ১৫:৮ আয়াত দেখুন)। মহান বাদশাহ্‌ (জবুর ৪৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এবং সমগ্র দুনিয়ার বিচারকর্তা (৯৪:২; পয়দা ১৮:২৫; ১ শামু ২:১০ আয়াত দেখুন) যিনি “ন্যায় বিচার ভালবাসেন” (৯৯:৪) এবং ধার্মিকতায় জাতিগণের বিচার করেন (৯:৮; ৯৬:১৩; ৯৮:৯ আয়াত দেখুন) তিনি বিশেষভাবে তাদেরকে জবাবদিহি করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছেন যারা এই দুনিয়াতে শোষিত ও নিপীড়তদের রক্ষা করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রাচীন রব্বি ভিত্তিক একটি ব্যাখ্যা অনুসারে (ইউহোন্না ১০:৩৪-৩৫ আয়াত দেখুন)

১ আল্লাহ্ বেহেশতী সভায় তাঁর স্থান গ্রহণ
করেছেন,
তিনি দেবতাদের মধ্যে বিচার করেন।
২ তোমরা কতকাল অন্যায় বিচার করবে,
ও দুষ্টলোকদের পক্ষপাতিত্ব করবে?
সেলা।
৩ দীনহীন ও এতিম লোকদের বিচার কর;
দুঃখী ও নিপীড়িতদের প্রতি মত ব্যবহার কর।
৪ দীনহীন ও দরিদ্রকে নিস্তার কর;
দুষ্ট লোকদের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার
কর।
৫ ওরা জানে না, বোঝে না, ওরা অন্ধকারে
বিচরণ করে;
দুনিয়ার সমস্ত ভিত্তিমূল টলটলায়মান হচ্ছে।
৬ আমিই বলেছি, তোমরা দেবতা,
তোমরা সকলে সর্বশক্তিমানের সন্তান;
৭ কিন্তু তোমরা মানুষের মত মরবে,
অন্যান্য শাসনকর্তাদের মতই তোমাদের
পতন হবে।
৮ হে আল্লাহ্, উঠ, দুনিয়ার বিচার কর;
কারণ তুমিই সব জাতিকে অধিকার করবে।

[৮২:১] ইশা ৩:১৩; ৬৬:১৬; যোয়েল ৩:১২।
[৮২:২] দ্বি.বি. ১:১৭।
[৮২:৩] দ্বি.বি. ২৪:১৭।
[৮২:৩] ইয়ার ৫:২৮; ২২:১৬।
[৮২:৫] কাজী ৫:৪।
[৮২:৬] ইউ ১০:৩৪।
[৮২:৭] ইহি ৩১:১৪।
[৮২:৮] জবুর

জবুর ৮৩

গজল। আসফের কাওয়ালী।

দেবতা বলতে (আয়াত ১, ৬) মূলত বোঝানো হয়েছে ইসরাইলের অন্যায়কারী ও মন্দ বাদশাহ্দের, যারা সংখ্যায় অনেকে ছিলেন (১ শামু ৮:৩; ইশা ১:১৬-১৭; ৩:১৩-১৫; ইয়ার ২১:১২; ২২:৩; ইহি ৩৪:৪, ২১; মিকাহ্ ৩:১-৩; ৭:৩)। আজ অনেকেই এই "দেবতা" বলতে মনে করেন ইসরাইলের প্রতিবেশী দেশগুলোর শাসকদেরকে, যারা লোকদের মধ্যে এই ধারণা সৃষ্টি করেছিল যে, তারা প্রকৃতপক্ষে মানুষ নন বরং বেহেশতী সত্তা, যারা দুনিয়াতে মানুষের উপরে বেহেশতী কর্তৃত্ব নিয়ে শাসন করতে এসেছেন। অন্যান্যরা মনে করেন এখানে "দেবতা" বলতে বেহেশতী সত্তা বোঝানো হয়েছে যাদের নামে সেই বাদশাহ্ বা শাসকেরা রাজত্ব করতেন বলে দাবী করতেন (৯৫:৩ আয়াত দেখুন)। প্রকৃত অর্থ যাই হোক না কেন, শাসক ও বিচারকদের এখানে প্রকৃত বেহেশতী বাদশাহ্ এবং বিচারকের সামনে জবাবদিহির জন্য আনা হয়েছে (জবুর ৫৮ অধ্যায় দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে লেবীয় বাণী (আয়াত ১, ৬) আল্লাহ্র বাণীকে একটি ছকে আবদ্ধ করেছে। একেবারে কেন্দ্রে (৫ আয়াতের নোট দেখুন) সকলের জন্য সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বিচারের ও শাস্তির কথা বলা হয়েছে। জবুর শরীফের তৃতীয় খণ্ডে এই অধ্যায়টির অবস্থানের যথাযোগ্যতা নিরূপন করতে জবুর ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

৮২ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮২:১ বেহেশতী সভা। আল্লাহ্র মহান আদালতের সভাকক্ষে এই জমায়েত হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১ বাদশাহ্ ৭:৭ আয়াত), যা বেহেশতে অবস্থিত (৮৯:৫; ১ বাদশাহ্ ২২:১৯; আইউব ১:৬; ২:১; ইশা ৬:১-৪ আয়াত দেখুন)। যেভাবে মানুষ দর্শন দেখে, সেভাবেই যেন জবুর রচয়িতা দেখছেন কীভাবে দুনিয়ার শাসকেরা ও বিচারকেরা মহান বাদশাহ্ ও বিচারকের সামনে তাদের কাজের হিসাব দেওয়ার জন্য একত্রিত হয়েছে।

দেবতাদের। ৬ আয়াত দেখুন। পুরাতন নিয়মের ভাষার ব্যবহার অনুসারে এবং প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের সময়কার দুনিয়ার প্রেক্ষাপট অনুসারে এখানে বেহেশতী বাদশাহ্র প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত শাসক ও বিচারকদের বোঝানো হয়েছে এবং তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে "দেবতা" শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে (৪৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে হিজ ২১:৬; ২২:৮ আয়াতের নোট দেখুন) কিংবা অনেক সময় তাদেরকে "আল্লাহ্র সন্তান" নামেও অভিহিত করা হত (২:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮২:৩-৪ পুরাতন নিয়মে বাদশাহ্ ও বিচারকদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব ছিল ক্ষমতাহীন ও নিঃস্ব অসহায় লোকদেরকে উৎপীড়ক ও শোষণকারীদের হাত থেকে রক্ষা করা (৭২:২, ৪, ১২-১৪; মেসাল ৩১:৮-৯; ইশা ১১:৪; ইয়ার ২২:৩, ১৬ আয়াত দেখুন)।

৮২:৫ ওরা জানে না। অর্থাৎ দুনিয়ার শাসকেরা, তথা দেবতারা জানে না। এই আয়াতটি এই গজলের কেন্দ্রস্থিত আয়াত (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। তাদের উচিত ছিল আল্লাহ্র প্রজ্ঞা ও জ্ঞান আহরণ করা (১ বাদশাহ্ ৩:৯; মেসাল ৮:১৪-১৬; ইশা ১১:২ আয়াত দেখুন), কিন্তু তারা আল্লাহ্র জ্ঞান আহরণ না করে ও তাঁর বিধানের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দুনিয়াবী ভোগ বিলাসে মন দিয়েছে (ইশা ৪৪:১৮; ইয়ার ৩:১৫; ৯:২৪)।

সমস্ত ভিত্তিমূল টলটলায়মান হচ্ছে। যখন এ ধরনের লোকেরা বিচারকর্তা হয়ে পড়ে, তখন দুনিয়া সত্যিকার অর্থেই বিশৃঙ্খল ও ভগ্নপ্রায় হয়ে যায় (১১:৩; ৭৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮২:৬ ইউহোন্না ১০:৩৪ আয়াতে এই উক্তিটি আংশিক উদ্ধৃত হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

আমিই বলেছি। যারা শাসন করে বা বিচার করে, তারা আল্লাহ্ কর্তৃক নিযুক্ত হয়েই তা করে (২:৭; ইশা ৪৪:২৮ আয়াত দেখুন) আর এভাবেই তারা হলেন আল্লাহ্র প্রতিনিধি– তারা তাঁকে স্বীকার করুক আর না করুক (হিজ ৯:১৬; ইয়ার ২৭:৬; দানি ২:২১; ৪:১৭, ৩২; ৫:১৮; ইউহোন্না ১৯:১১; রোমীয় ১৩:১ আয়াত দেখুন)। *দেবতা ... সর্বশক্তিমানের সন্তান।* ১ আয়াতের নোট দেখুন। *সর্বশক্তিমান।* পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৮২:৭ তাদের অবস্থান যতই উপরে ওঠানো হোক না কেন, এই মন্দ দেবতাদেরকে অন্যান্য মানুষের মতই বিচারে শাস্তি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে আসা হবে। *পতন।* ১৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮২:৮ মূল বিষয়কে সামনে রেখে জবুর রচয়িতা আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত করছেন যেন তিনি দ্রুত এই দুনিয়াতে তাঁর নিজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করতে নিজেই নেমে আসেন। *উঠ।* ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *অধিকার।* অর্থাৎ নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করবেন (৭৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৮৩ অধ্যায়। আল্লাহ্র প্রতি ইসরাইল জাতির মুনাজাত, যেন তিনি তার দুশমনদেরকে প্রতিহত করেন, যখন সমগ্র দুনিয়া তাঁর লোকদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। এই অধ্যায়টির সাথে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য অধ্যায়গুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতেন জবুর ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এখানে যে

BACIB International Bible CHURCH

১ হে আল্লাহ্, মৌন থেকো না;
হে আল্লাহ্, নীরব ও নিস্তব্ধ হয়ো না।
২ কেননা, দেখ, তোমার দুশমনেরা গর্জন করছে,
তোমার বিদ্বেষীরা মাথা তুলেছে।
৩ তারা তোমার লোকদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে,
তোমার সুরক্ষিতদের বিরুদ্ধে পরস্পর মন্ত্রণা করছে।
৪ তারা বলেছে, এসো, আমরা ওদেরকে উচ্ছিন্ন করি,
আর জাতি থাকতে না দিই,
যেন ইসরাইলের নাম আর স্মরণে না থাকে।
৫ কারণ তারা একচিত্তে মন্ত্রণা করেছে;
তারা তোমার বিরুদ্ধে নিয়ম স্থাপন করে।
৬ ইদোমের সমস্ত তাঁবু ও ইসমাইলীয়রা,
মোয়াবীয়রা ও হাজেরীয়রা,
৭ গবাল, অম্মোন ও আমালেক,
টায়ার-বাসীদের সঙ্গে ফিলিস্তিনীরা;
৮ আসিরিয়রাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে,
তারা লূত-সন্তানদের বাহু হয়েছে।
সেলা।
৯ এদের প্রতি তদ্রূপ কর,
যেরূপ মাদিয়ানের প্রতি করেছিলে,
কীশোন নদীতে যেরূপ সীষরার ও যাবীনের প্রতি করেছিলে;
১০ তারা ঐন্‌দোরে বিনষ্ট হল,
ভূমির উপরে সারস্বরূপ হল।
১১ তুমি এদের প্রধানবর্গকে ওরেব ও সেবের সমান কর,
এদের অধিপতি সকলকে সেবহ ও সল্‌মুন্নের সমান কর।
১২ এরা বলেছে, এসো,
আমরা নিজেদের জন্য আল্লাহ্‌র নিবাসগুলো অধিকার করে নেই।
১৩ হে আমার আল্লাহ্, তুমি এদেরকে ঘূর্ণায়মান ধূলিকণার মত কর,
বায়ুর সম্মুখস্থ শুকনো ঘাসের মত কর।
১৪ যেমন দাবানল বন দগ্ধ করে,
যেমন আগুনের শিখা পর্বতরাজি লেহন করে;

১২:৫।
[৮৩:১] ইশা ৪২:১৪।
[৮৩:২] কাজী ৮:২৮।
[৮৩:৩] হিজ ১:১০।
[৮৩:৪] ইষ্টের ৩:৬।
[৮৩:৬] ইশা ৩৪:৫; আমোস ১:১১।
[৮৩:৬] ২খান্দান ২০:১।
[৮৩:৮] পয়দা ১০:১১।
[৮৩:৯] পয়দা ২৫:২।
[৮৩:১০] ১শামু ২৮:৭।
[৮৩:১১] কাজী ৭:২৫।
[৮৩:১২] ২খান্দান ২০:১১; ইহি ৩৫:১০।
[৮৩:১৩] আইউ

ঘটনার কথা বলা হচ্ছে তা সম্ভবত ২ খান্দান ২০ অধ্যায়ে উল্লিখিত ঘটনা, যখন মোয়াব, আম্মোন, ইদোম এবং তাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো এক জোট হয়ে এহুদা আক্রমণ করছিল। যে ঘটনাই হোক না কেন এই গজলটি রচনা করা হয়েছে বাদশাহ্ সোলায়মানের রাজত্ব শেষ হওয়ার কিছু দিন পরে এবং বাদশাহ্ মনহেমের সময়ে আশেরিয়ার উত্থানের প্রাক্কালে (২ বাদশাহ্ ১৫:১৯)। দুটি মূল অংশের প্রত্যেকটি (আয়াত ১-৮, ৯-১৮) গঠিত হয়েছে দুটি চার আয়াত বিশিষ্ট পঙক্তি নিয়ে, যার মধ্যে শেষেরটি আবার দুটি পৃথক আয়াত দ্বারা সংযুক্ত, যেখানে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে অধ্যায়টি নাটকীয়ভাবে শেষ করা হয়েছে।

৮৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। *কাওয়ালী।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *আসফ।* জবুর ৭৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৮৩:১-৪ ইসরাইলের সামনে উপস্থিত ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত।

৮৩:১ মৌন থেকো না। অর্থাৎ নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকো না (৩৫:২২; ১০৯:১ আয়াত দেখুন)।

৮৩:২ গর্জন করছে। হিব্রু ভাষায় "চিৎকার করা" বোঝাতে (৪৬:৬ আয়াত দেখুন) এবং "আওয়াজ করা" বোঝাতে (৫৯:৬, ১৪ আয়াত দেখুন) এই একই শব্দ ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

৮৩:৪ তারা বলেছে। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। এসো, আমরা ওদেরকে উচ্ছিন্ন করি। ইসরাইলের অস্তিত্ব এখন হুমকির মুখে (১২ আয়াত দেখুন)।

৮৩:৫-৮ ইসরাইলের বিরুদ্ধে সমস্ত জাতিরা একত্রিত হয়েছে– সব দিক থেকে ইসরাইল এখন হুমকির সম্মুখীন।

৮৩:৬ হাজেরীয়রা। হতে পারে ইসমাইলীয় (অর্থাৎ হাজেরার বংশধরেরা) জাতি বা আর্মেনীয় মিত্রপক্ষের কোন বিশেষ গোষ্ঠী, যারা আশেরীয় বাহিনীর অন্তর্গত ছিল (১ খান্দান ৫:১০, ১৮-২২; ২৭:৩১ আয়াত দেখুন)।

৮৩:৭ *গবাল।* ১ বাদশাহ্ ৫:১৮; ইহি ২৭:৯ আয়াত দেখুন; একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ফিনিশীয় নগর। *আমালেক।* পয়দা ১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৩:৮ আসিরিয়া। যেহেতু কেবল মোয়াব ও আম্মোনের সাথে মিত্রপক্ষ হিসেবে এই জাতিকে দেখানো হয়েছে (লূতের বংশধর; পয়দা ১৯:৩৬-৩৮ আয়াতের নোট দেখুন), সেহেতু এই অঞ্চল থেকে আসিরিয়া তথা আশেরিয়ার দূরত্ব অনেক বেশি হওয়ায় তখনও আশেরিয়া ইসরাইলের জন্য অনেক বড় হুমকির কারণ হয়ে ওঠে নি।

৮৩:৯-১২ আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ যেন তিনি তাঁর সকল দুশমনদেরকে ধ্বংস করে দেন যেভাবে তিনি কাজীগণের সময়ে করেছিলেন। যারা নিজেদেরকে আল্লাহ্‌র রাজ্যের বিরুদ্ধে দাঁড় করায় এবং তা দুনিয়ার বুক থেকে উচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়, যারা দুনিয়াতে শয়তানের রাজত্ব কায়েম করে এই দুনিয়াকে নিজেদের মত করে চালাতে চায়, তারা অবশ্যই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে যখন মাবুদ আল্লাহ্ এই দুনিয়াতে তাঁর ন্যায় বিচার, ধার্মিকতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য আসবেন (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৩:৯ যেরূপ মাদিয়ানের প্রতি করেছিলে। গিদিয়োনের মহা বিজয়ের মধ্য দিয়ে (কাজী ৭ অধ্যায় দেখুন)। যেরূপ সীষরার ও যাবীনের প্রতি করেছিলে। কেনানীয়দের সাথে সংঘর্ষে বারূকের পরাজয়ের মধ্য দিয়ে (কাজী ৪ অধ্যায় দেখুন)।

৮৩:১০ ঐন্‌দোর। ইউসা ১৭:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এই অঞ্চলের উত্তর পূর্ব দিকে মূল যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল– সম্ভবত অধিকাংশ পলাতক সৈন্যকে এখানেই তাড়া করে ধরে ফেলা হয় এবং নিঃশেষ করা হয়।

৮৩:১১ ওরেব ও সেব ... সেবহ ও সল্‌মুন্ন। গিদিয়োন কর্তৃক পরাজিত মাদিয়ানীয় বাহিনীর নেতারা (কাজী ৭:২৫–৮:২১ আয়াত দেখুন)।

৮৩:১২ ৪ আয়াত দেখুন।

৮৩:১৩-১৬ নতুন করে আবারও ফরিয়াদটি আল্লাহ্‌র কাছে রাখা হচ্ছে, যেখানে পলাতক সৈন্য বাহিনী এবং আল্লাহ্‌র ভয়ানক শক্তির বিশেষ চিত্র রূপক আকারে প্রকাশ পেয়েছে।

১৫ তদ্রূপ তুমি এদেরকে তোমার ঝটিকায় তাড়না
কর,
তোমার প্রচণ্ড ঝড় দিয়ে ভীষণ ভয় দেখাও।
১৬ তুমি এদের মুখ লজ্জায় পরিপূর্ণ কর,
যাতে হে মাবুদ, এরা তোমার নামের খোঁজ
করে।
১৭ এরা চিরতরে লজ্জিত হোক ও ভীষণ ভয়
পাক,
এরা হতাশ ও বিনষ্ট হোক;

১৩:২৫।
[৮৩:১৪] ইশা
৯:১৮।
[৮৩:১৭] ২বাদশাহ্
১৯:২৬।
[৮৩:১৮] আইউ
৩৪:২৯।

[৮৪:১] দ্বি.বি.
৩৩:২৭।

১৮ আর জানুক যে তুমি, যাঁর নাম মাবুদ,
একা তুমি সমস্ত দুনিয়ার উপরে সর্বশক্তিমান।

জবুর ৮৪

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, গিত্তীৎ। কারুন-
সন্তানদের কাওয়ালী।

১ হে বাহিনীগণের মাবুদ,
তোমার আবাস কেমন প্রিয়!
২ আমার প্রাণ মাবুদের প্রাঙ্গণের জন্য আকাঙ্খা
করে, এমন কি, মূর্চ্ছিত হয়,

৮৩:১৫ বেহেশতী যোদ্ধা বজ্রবিদ্যুতের মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র দুশমনদেরকে আঘাত করছে এমন প্রতীকী চিত্র। (১৮:৭-১৫; ৬৮:৩৩; ৭৭:১৭-১৮; হিজ ১৫:৭-১০; ইউসা ১০:১১; কাজী ৫:৪, ২০-২১; ১ শামু ২:১০; ৭:১০; ইশা ২৯:৫-৬; ৩৩:৩ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌র বাহন হিসেবে ঝড়ের মেঘ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৬৮:৪ আয়াতের নোট।

৮৩:১৬ খোঁজ করে। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার নামের।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৩:১৭-১৮ মুনাজাতের নাটকীয় পরিসমাপ্তি।

৮৩:১৮ আল্লাহ্‌র যুদ্ধের চূড়ান্ত উদ্দেশ্য নেহায়েত ইসরাইলের সুরক্ষা নিশ্চিত করা এবং ইসরাইলের তথা আল্লাহ্‌র দুশমনদের ধ্বংস করা নয়, বরং সেই সাথে সমগ্র দুনিয়াকে সত্য ও একমাত্র আল্লাহ্‌র নাম জ্ঞাত করা এবং তাঁর শাসন প্রতিষ্ঠা করাও বটে, যেন লোকেরা তাঁর কাছে আসে ও তাঁর খোঁজ করে (আয়াত ১৬ দেখুন; আরও দেখুন ৪০:৯; ৪৭:৯; ৫৮:১১; ৫৯:১৩ আয়াতের নোট)। *সর্বশক্তিমান।* পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৮৪-৮৯ অধ্যায়। প্রথম যে ছয়টি গজল দিয়ে জবুর শরীফের তৃতীয় খণ্ডটি তৈরি হয়েছে (জবুর ৭৩-৭৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) সেখানে আল্লাহ্‌র সাথে সহভাগিতা রক্ষার জন্য আকুতি প্রকাশ পেয়েছে, যিনি সিয়োনে তাঁর এবাদতখানায় বাস করেন এবং সেখান থেকেই মানব জাতির সমস্ত সুরক্ষা ও রহমত উৎসারিত হয়। এখানে আল্লাহ্‌কে বলা হয়েছে সর্বশক্তিমান প্রভু এবং মুনাজাত করা হয়েছে "আমাদের বর্ম", মাবুদের "অভিষিক্ত জনের" জন্য, যা পূর্ববর্তী অংশের সাথে এই অংশের বিশেষ সংযোগ সাধন করেছে (পূর্ববর্তী অংশটি আরও ভালভাবে জানার জন্য ৮৪:১, ৩, ৮, ১২ এবং ৮৯:৮ আয়াত দেখুন; পরবর্তী অংশটি আরও ভালভাবে হানার জন্য ৮৪:৯ এবং ৮৯:১৮, ৩৮, ৫১ আয়াত দেখুন)। এভাবেই এই পাঁচটি আয়াত চারটি বিশেষ বিশেষ ফরিয়াদকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং একটি কেন্দ্রীয় গজলকে ঘিরে (জবুর ৮৭ অধ্যায়) আবর্তিত হয়েছে, যেখানে সিয়োনের প্রত আল্লাহ্‌র বিশেষ মহব্বত এবং এর অধিবাসীদের জন্য তাঁর বিশেষ রহমতের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। অন্য চারটি গজলের মধ্যে প্রথমটি (জবুর ৮৫ অধ্যায়) এবং শেষের অধ্যায়টি (জবুর ৮৯ অধ্যায়) হচ্ছে সমবেত মুনাজাত এবং বাকি দুটো গজল (জবুর ৮৬ এবং ৮৮ অধ্যায়) হচ্ছে ব্যক্তি মুনাজাত। দুই ধরনের মুনাজাতই আল্লাহ্‌র "মহব্বত ও বিশ্বস্ততা" ব্যক্ত করে (৮৫:৭, ১০-১১; ৮৬:৫, ১৩, ১৫; ৮৮:১১; ৮৯:১-২, ৫, ৮, ১৪, ২৪, ২৮, ৩৩, ৪৯ আয়াত দেখুন) এবং তাঁর "নাজাত দানতকারী" সহায়ের কথা বলে (৮৫:৪, ৭, ৯; ৮৬:২, ১৬; ৮৮:১; ৮৯:২৬ আয়াত দেখুন)। শেষ দুটি মুনাজাতের (জবুর ৮৮; ৮৯ অধ্যায়) দুটোই এই আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করার মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে যে, আল্লাহ্ এই মুনাজাত শুনবেন এবং সে অনুসারে কাজ করবেন (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে তৃতীয় খণ্ডের রচয়িতাগণ এই গজলগুলোকে অনেকটা প্রচ্ছন্নভাবে জবুর ৮৭ অধ্যায়ের ছায়াতে রেখেছেন, যা জবুর ৮৪ অধ্যায়ের দূরবর্তী ছায়া হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং তা জবুর ৮২ অধ্যায়ের ভাবধারা থেকে আরও দূরবর্তী। এই গজলগুলো থেকে তা কোনমতেই পৃথক করে ভাবা উচিত হবে না।

জবুর ৮৪ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র গৃহের জন্য ফরিয়াদ জানিয়ে মুনাজাত। এই গজলটির রচয়িতা সম্ভবত এমন একজন লেবীয় যিনি নিয়মিত এবাদতখানায় সেবা কাজে নিয়োজিত থাকতেন। কিন্দু তিনি আর আল্লাহ্‌র গৃহে প্রবেশ করতে পারছেন না (সম্ভবত বাদশাহগ্ সনহেরীব কর্তৃক এহুদা আক্রান্ত হওয়ার কারণে; ২ বাদশাহ্ ১৮:১৩-১৬ আয়াত দেতখুন)। তিনি মাবুদের এবাদতখানায় উপস্থিত হয়ে আল্লাহ্‌র উপস্থিতির যে অনুগ্রহ অনুভব করেছিলেন তা এই গজলে প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর এবাদতখানা এবং তাঁর রহমতের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৪-৫, ১২ দেখুন) যা এই মুনাজাতের পুরোটা জুড়ে রয়েছে এবং সেই সাথে তা এই গজলের কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুও বটে। জবুর শরীফের এই অংশে গজলটির অবস্থানের সার্থকতা নিরূপণ করতে জবুর ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এর উৎস যাই হোক না কেন, গজলটিতে এখন রয়েছে আল্লাহ্‌র প্রতি পরম নির্ভরতা ও বিশ্বাস যা এই অংশের অন্যান্য গজলের মুনাজাতকেও প্রতিফলিত করে। গজলটির মূল তিনটি অংশ রয়েছে এবং একটি উপসংহার রয়েছে (আয়াত ১২)। হিব্রু টেক্সট অনুসারে এতে রয়েছে ছয়টি লাইনের একটি অংশ (আয়াত ১-৪) এবং আরেকটি ছয় লাইনের অংশ (আয়াত ৮-১১) যার মাঝে রয়েছে তিন লাইন বিশিষ্ট বিশেষ প্রতিফলন বা মূল বক্তব্য (আয়াত ৫-৭) যেখানে সিয়োনে তীর্থযাত্রীদের প্রাপ্ত রহমত ও অনুগ্রহের কথা বলা হয়েছে। ছয় লাইন বিশিষ্ট অংশের প্রত্যেকটিতেই তিন বার "মাবুদ" কথাটি রয়েছে, যেখানে উপসংহারে এসে সপ্তম বারের মত শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে, যা সম্পূর্ণতা নির্দেশ করে।

৮৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *স্বর।* জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *গিত্তীৎ।* জবুর ৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী।* জবুর ৪২ অধ্যায়ের নোট দেখুন।

৮৪:১-৪ মাবুদের গৃহের প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্বীকারোক্তি।

৮৪:১ প্রিয়! এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির আক্ষরিক বা বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "সুন্দর"।

বাহিনীগণের মাবুদ। আয়াত ৩, ৮, ১২ দেখুন; এর সাথে ১ শামু ১:৩ আয়াতও দেখুন।

৮৪:২ আমার প্রাণ মাবুদের ... আকাঙ্খা করে। অর্থাৎ আমি

আমার হৃদয় ও আমার মাংস জীবন্ত আল্লাহ্‌র
উদ্দেশে উচ্চধ্বনি করে।
৩ সত্যি, চটকপাখি একটি বাসা পেয়েছে,
খঞ্জনপাখি নিজের বাচ্চা রাখার একটি আশ্রয়
পেয়েছে;
তোমার কোরবানগাহ্‌ই সেই স্থান,
হে বাহিনীগণের মাবুদ, আমার বাদশাহ্‌,
আমার আল্লাহ্‌।
৪ সুখী তারা, যারা তোমার বাড়িতে বাস করে,
তারা সতত তোমার প্রশংসা করবে। সেলা।
৫ সুখী সেই ব্যক্তি, যার বল তোমাতে,
সিয়োনগামী রাজপথ যার হৃদয়ে রয়েছে।
৬ তারা বাকা-উপত্যকা দিয়ে গমন করে,
তারা তা ফোয়ারায় পরিণত করে;
প্রথম বৃষ্টি তা বিবিধ মঙ্গলে ভূষিত করে।
৭ তারা উত্তরোত্তর বলবান হয়ে অগ্রসর হয়,

[৮৪:৩] ইয়ার ৪৪:১১।

[৮৪:৫] ইয়ার ৩১:৬।

[৮৪:৬] যোয়েল ২:২৩।

[৮৪:৭] দ্বি.বি. ১৬:১৬।

[৮৪:৮] জবুর ৪:১।

[৮৪:৯] ১শামু ১৬:৬।

[৮৪:১০] ১খান্দান ২৩:৫।

প্রত্যেকে সিয়োনে আল্লাহ্‌র কাছে দেখা দেয়।
৮ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌, আমার
মুনাজাত শোন;
হে ইয়াকুবের আল্লাহ্‌, কান দাও।
সেলা।
৯ দেখ, হে আল্লাহ্‌, আমাদের ঢাল,
দৃষ্টিপাত কর তোমার অভিষিক্ত লোকের
মুখের প্রতি।
১০ কেননা তোমার প্রাঙ্গণে একদিনও হাজার
দিনের চেয়ে উত্তম;
বরং আমার আল্লাহ্‌র গৃহের গোবরাটে দাঁড়িয়ে
থাকা আমার বাঞ্ছনীয়,
তবু নাফরমানীর তাঁবুতে বাস করা বাঞ্ছনীয়
নয়।
১১ কারণ মাবুদ আল্লাহ্‌ সূর্য ও ঢাল;
মাবুদ রহমত ও মহিমা প্রদান করেন;

আকাঙ্ক্ষা করি (৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *প্রাঙ্গন।* এবাদতখানার প্রাঙ্গন (আয়াত ১০ দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ২১:৫; ২৩:১১-১২ আয়াতও দেখুন)। *আমার হৃদয় ... মাংস।* অর্থাৎ আমার সমস্ত সত্তা (৭৩:২৬ আয়াত দেখুন)। *হৃদয়।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *জীবন্ত আল্লাহ্‌।* দ্বি.বি. ৫:২৬ আয়াত দেখুন।

৮৪:৩ জবুর রচয়িতা এমন ছোট পাখিদেরকে ঈর্ষা করছেন যা এখন এবাদতখানায় ও কোরবানগাহে নির্বিঘ্নে প্রবেশ করতে পারে। এমন কি তারা তাদের ছোট ছানাদের জন্য সেখানে বাসাও তৈরি করতে পারে– যে স্থানে এক সময় ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র সাথে সহভাগিতায় মিলিত হত।

৮৪:৪-৫, ১২ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৪:৪ যারা তোমার বাড়িতে বাস করে। ১৫:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৪:৫-৭ যারা সিয়োনে তীর্থযাত্রা করে তাদের জন্য আনন্দপূর্ণ রহমদের অভিজ্ঞতা– যার জন্য জবুর রচয়িতা এখন ঈর্ষান্বিত হচ্ছেন।

৮৪:৫ যার বল তোমাতে। যারা জেনেছে যে, মাবুদ তাদের উদ্ধারকর্তা এবং তাদের জীবনের ধারক। সিয়োনগামী রাজপথ যার হৃদয়ে রয়েছে। অর্থাৎ যারা অন্তরে সিয়োনের প্রতি তীর্থযাত্রার লক্ষ্য স্থির করেছে। এখানে মূলত বোঝানো হয়েছে সেই রাজপথের কথা যা ইসরাইলীয়রা ঈদের সময়ে জেরুশালেমে যাওয়ার জন্য ব্যবহার করতো (সিয়োন, আয়াত ৭ দেখুন)। *হৃদয়।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৪:৬ তারা ... গমন করে। অর্থাৎ জেরুশালেমের এবাদতখানার দিকে গমন করে।

বাকা উপত্যকা। বাকা শব্দটির অর্থ হচ্ছে "কাঁদুনে" কিংবা "বালসম গাছ" যা সাধারণত অনুর্বর ও শুষ্ক মরুভূমিতে দেখা যায়।

ফোয়ারায় পরিণত করে। তীর্থযাত্রীদের আনন্দপূর্ণ প্রত্যাশা কঠিন পরিস্থিতিকেও পরিণত করে শান্তিপূর্ণ বিশ্রাম স্থলে। *প্রথম বৃষ্টি।* ইয়াকুব ৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন। এই বৃষ্টির কথা উল্লেখ করায় বোঝা যায় যে, জবুর রচয়িতার দৃষ্টি ছিল তীর্থযাত্রীদের ঈদুল ফেসাখ উদযাপন করার উপরে।

বিবিধ মঙ্গল। এই কথাটির জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "জলাশয়" বা "পুষ্করিণী"। তীর্থযাত্রীদের জন্য আল্লাহ্‌র অসীম করুণার নিদর্শন হিসেবে কান্নার উপত্যকা তথা বাকা উপত্যকা পরিণত হয়েছে মঙ্গলে পূর্ণ ভূমিতে এবং প্রশংসার উপত্যকায় (২ খান্দান ২০:২৬ আয়াত দেখুন)।

৮৪:৭ উত্তরোত্তর বলবান হয়ে। তাদের যতই কষ্ট হোক না কেন তারা এই যাত্রায় ক্রমাগতভাবে এগিয়ে চলতে থাকে (ইশা ৪০:৩১ আয়াত দেখুন)। *সিয়োন।* ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৪:৮-১১ বাদশাহ্‌র জন্য মুনাজাত ও উৎসাহ জ্ঞাপন: যেহেতু একমাত্র ইসরাইলের বাদশাহ্‌কে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ই দোয়া ও রহমত করতে পারেন সে কারণে জবুর রচয়িতা আবারও মাবুদের এবাদতখানায় প্রবেশ করার জন্য প্রত্যাশা জ্ঞাপন করছেন যেন তিনি বাদশাহ্‌র জন্য মুনাজাত করতে পারেন (ভূমিকা দেখুন)।

৮৪:৮ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্‌ ... হে ইয়াকুবের আল্লাহ্‌। অর্থাৎ "হে বাহিনীগণের আল্লাহ্‌, ইয়াকুবের আল্লাহ্‌" (৫৯:৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *ইয়াকুব।* ইসরাইল নামটির সমার্থক নাম (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

৮৪:৯ আমাদের ঢাল। জেরুশালেমে অবস্থানকারী বাদশাহ্‌ (এর সাথে ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *অভিষিক্ত লোক।* নিজ লোকদের উপরে আল্লাহ্‌র দুনিয়াবী শাসনকর্তা (বাদশাহ্‌ দাউদের বংশধরেরা; সম্ভবত হিষ্কিয় এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন); ২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৪:১০ আল্লাহ্‌র গৃহের গোবরাটে দাঁড়িয়ে থাকা। অর্থাৎ দ্বাররক্ষকের কাজ করা। সম্ভবত জবুর রচয়িতা মাবুদের এবাদতখানায় এই দায়িত্বেই নিয়োজিত ছিলেন (২ বাদশাহ্‌ ২২:৪ আয়াত দেখুন)।

নাফরমানীর তাঁবুতে বাস করা। যারা সিয়োনের আল্লাহ্‌কে সম্মান করে না তাদের সাথে জীবন কাটানো। সম্ভবত এখানে বাদশাহ্‌ দ্বিতীয় সার্গোন কর্তৃক অভিবাসনকৃত লোকদের কথা বলা হয়েছে (২ বাদশাহ্‌ ১৭:২৪-৩৩ আয়াত দেখুন), যাদের সাথে সম্ভবত জবুর রচয়িতাকে বলপূর্বক বসবাস করতে বাধ্য করা হয়েছিল।

৮৪:১১ সূর্য। জীবনের আলোর মহিমামণ্ডিত উৎসস্থল (২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *ঢাল।* ৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

যারা সৎ পথে চলে,
তিনি তাদের মঙ্গল করতে অস্বীকার করবেন
না।
১২ হে বাহিনীগণের মাবুদ, সুখী সেই ব্যক্তি,
যে তোমার উপরে নির্ভর করে।

জবুর ৮৫

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। কারুন-সন্তানদের
কাওয়ালী।
১ হে মাবুদ, তুমি তোমার দেশের প্রতি খুশি
হয়েছ,
তুমি ইয়াকুবের বন্দীদশা ফিরিয়েছ।
২ তুমি নিজের লোকদের অপরাধ মাফ করেছ,
তুমি তাদের সমস্ত গুনাহ্ আচ্ছাদন করেছ।
সেলা।
৩ তুমি তোমার সমস্ত ক্রোধ সম্বরণ করেছ,
তুমি নিজের কোপের প্রচণ্ডতা থেকে
ফিরিয়েছ।

[৮৪:১১] ইশা ৬০:১৯; ইয়ার ৪৩:১৩; প্রকা ২১:২৩।
[৮৪:১২] জবুর ২:১২।

[৮৫:১] দ্বি.বি. ৩০:৩।
[৮৫:২] শুমারী ১৪:১৯।

[৮৫:৩] দানি ৯:১৬; ইউ ৩:৯।
[৮৫:৪] জবুর ৭১:২০।
[৮৫:৬] ফিলি ৩:১।
[৮৫:৭] জবুর ৬:৪।
[৮৫:৮] ইশা ৬০:১৭; ইউ ১৪:২৭।

৪ হে আমাদের উদ্ধারের আল্লাহ্, আমাদেরকে
ফিরাও,
আমাদের প্রতি তোমার অসন্তোষ নিবৃত্ত কর।
৫ আমাদের উপরে কি চিরকাল ক্রুদ্ধ থাকবে?
তুমি কি বংশ পরম্পরায় ক্রোধ রাখবে?
৬ তুমিই কি আবার আমাদের সঞ্জীবিত করবে
না,
যেন তোমার লোকেরা তোমাতে আনন্দ করে?
৭ হে মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত আমাদেরকে
দেখাও,
আর তোমার উদ্ধার আমাদের প্রদান কর।
৮ আল্লাহ্ মাবুদ যা বলবেন, আমি তা শোনব;
কেননা তিনি তাঁর লোকদের,
তাঁর বিশ্বস্ত লোকদের কাছে শান্তির কথা
বলবেন;
কিন্তু তারা যেন পুনর্বার মূর্খতায় ফিরে না
যায়।

যারা সৎ পথে চলে। অর্থাৎ যারা নিষ্পাপ। ১৫:২ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৪:১২ পুরোর অধ্যায়টির মূল বক্তব্য এই আয়াতে সার সংক্ষেপ হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে (৪০:৪ আয়াত দেখুন)।

জবুর ৮৫ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র লোকেরা যখন প্রচণ্ড দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে ও দুর্দশার মধ্যে রয়েছে, তখন আরও একবার আল্লাহ্‌র করুণা ও দয়া লাভের জন্য তাঁর কাছে মুনাজাত। ১২ আয়াত থেকে জানা যায় যে, একটি দুর্ভিক্ষ পুরো দেশটিকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে এবং সম্ভবত এই দুর্ভিক্ষের মধ্য দিয়েই আল্লাহ্ নবী হগয়ের সময়ে তাঁর লোকদেরকে শাস্তি দিয়েছেন (হগয় ১:৫-১১ আয়াত দেখুন)। জবুর শরীফে এই মুনাজাতটির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আরও ভাল করে জানার জন্য জবুর ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। অনেক সময় লিটার্জি ভিত্তিক ব্যবহারের জন্য এই গজলটি বড়দিনের প্রাক্কালে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গজলটির মূল দুটি অংশ রয়েছে যার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে (হিব্রু) পঙক্তি রয়েছে: (১) মূল মুনাজাত (আয়াত ১-৭); (২) নিশ্চয়তা দানকারী বক্তব্য (আয়াত ৮-১৩)। প্রত্যেকটি ভাগে তিন লাইন বিশিষ্ট একেকটি অংশ রয়েছে যার পরেই রয়েছে চার লাইন বিশিষ্ট আরেকটি অংশ। প্রথম অংশটিতে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে এবং দ্বিতীয় অংশটিতে যেন তার উত্তর দেওয়া হয়েছে। ১-৩ আয়াতে আল্লাহ্‌র প্রদত্ত করুণার কথা বলা হয়েছে, আবার ৮-৯ আয়াতে আসন্ন যে করুণা প্রদত্ত হবে তার কথা বলা হয়েছে। ৪-৭ আয়াতে মুনাজাতটি উচ্চারণ করা হয়েছে, আবার ১০-১৩ আয়াতে এই দোয়াযুক্ত নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে যে, মুনাজাতটি অবশ্যই শ্রবণ করা হবে।

৮৫ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী।* জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮৫:১-৭ আল্লাহ্ যেন আবারও তাঁর লোকদের উপরে দোয়া ও অনুগ্রহ ফিরিয়ে নিয়ে আসেন সে জন্য মুনাজাত।

৮৫:১-৩ আল্লাহ্‌র কৃত অতীতের সমস্ত অনুগ্রহ ও দয়ার কথা স্মরণ করে তা পুনরুল্লেখ করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে ইসরাইল তার মুনাজাত জ্ঞাপন করছে। তিনি কীভাবে তাঁর লোকদেরকে ক্ষমা করেছিলেন এবং উদ্ধার করেছিলেন তার কথা স্মরণ করা হয়েছে (সম্ভবত এখানে বন্দীদশা থেকে উদ্ধার পাবার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে)।

৮৫:১ তুমি ইয়াকুবের বন্দীদশা ফিরিয়েছ। কিংবা বলা যায় "ইয়াকুবের ভাগ্য পরিবর্তন করেছ" (ইয়ার ২৯:১৪ আয়াত দেখুন)। *ইয়াকুব।* ইসরাইল নামটির সমার্থক শব্দ (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

৮৫:২ সেলা সম্পর্কে জানার জন্য ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৫:৩ ক্রোধ ... কোপ। ৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:৫ আয়াতের নোটও দেখুন।

৮৫:৪-৭ মুনাজাতে স্বীকার করা হয়েছে যে, বর্তমানে যে সকল প্রতিকূলতা দেখা দিচ্ছে তার সবই আল্লাহ্‌র অসন্তোষ প্রকাশ করে। এখানে কোন গুনাহ্‌র জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা হয় নি, কিন্তু ৩ আয়াতের আলোকে (এবং সম্ভবত ৮ আয়াতের আলোকেও, নিচে দেখুন) বলা যেতে পারে যে, বিষয়টি উহ্যভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

৮৫:৭ অটল মহব্বত। ১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৫:৮-১৩ মুনাজাতের প্রতি আল্লাহ্‌র নিশ্চয়তা দানকারী জবাব, যা একজন ইমাম বা লেবীয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে; সম্ভবত তিনি কারুন বংশের কেউ ছিলেন (১২:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২ খান্দান ২০:১৪ আয়াতও দেখুন)।

৮৫:৮-৯ আল্লাহ্ যে আবারও তাঁর লোকদেরকে দোয়া করবেন তার নিশ্চয়তা।

৮৫:৮ আমি তা শুনবো। বক্তা আল্লাহ্‌র কাছ থেকে তাঁর বক্তব্য শোনার জন্য অপেক্ষা করছেন। *শান্তির কথা বলবেন।* সম্ভবত মাবুদের বাণীটি নেওয়া হয়েছে ইমামের দোয়াবাণী থেকে (শুমারী ৬:২২-২৬ আয়াত দেখুন)। *বিশ্বস্ত লোক।* ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তারা যেন পুনর্বার মূর্খতায় ফিরে না যায়।* অর্থাৎ যেন এই কাজের মধ্য দিয়ে আবারও আল্লাহ্‌র ক্রোধ জাগ্রত হয়ে না ওঠে। কিন্তু এই অংশটিকে এভাবেও দেখা যেতে পারে: "এবং যারা মূর্খতা থেকে মন ফিরায়।"

৯ সত্যিই তাঁর উদ্ধার তাদেরই নিকটবর্তী,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
যেন আমাদের দেশে গৌরব বাস করতে পায়।
১০ অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা পরস্পর মিলিত হল,
ধার্মিকতা ও শান্তি পরস্পর চুম্বন করলো।
১১ ভূমি থেকে সত্যের অঙ্কুর উঠে,
বেহেশত থেকে ধার্মিকতা হেঁট হয়ে দৃষ্টিপাত করেছে।
১২ নিশ্চয় মাবুদ মঙ্গল প্রদান করবেন,
আর আমাদের দেশ ফল প্রদান করবে।
১৩ ধার্মিকতা তাঁর আগে আগে চলবে,
তাঁর পদক্ষেপের জন্য পথ প্রস্তুত করবে।

[৮৫:৮] মেসাল ২৬:১১; ২৭:২২।
[৮৫:৯] হিজ ২৯:৪৩; ইশা ৬০:১৯; জাকা ২:৫।
[৮৫:১০] মেসাল ৩:৩।
[৮৫:১১] ইশা ৪৫:৮।
[৮৫:১২] ইয়াকুব ১:১৭।
[৮৬:১] জবুর ১৭:৬।
[৮৬:৩] জবুর

জবুর ৮৬

দাউদের মুনাজাত।

২ হে মাবুদ, আমার মুনাজাতে কান দাও,
আমাকে উত্তর দাও, কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র।
২ আমার প্রাণ রক্ষা কর, কেননা আমি তোমার ভক্ত;
হে আমার আল্লাহ্, তোমাতে নির্ভরকারী তোমার গোলামকে তুমিই উদ্ধার কর।
৩ হে মালিক, আমার প্রতি রহম কর,
কেননা আমি সমস্ত দিন তোমাকে ডাকি।

মূর্খতা। ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৫:৯ গৌরব। যেখানেই আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী শক্তি প্রকাশ পায় সেখানেই তাঁর গৌরবের উপস্থিতি দেখা দেয় (৫৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন; ৭২:১৮-১৯; হিজ ১৪:৪, ১৭-১৮; শুমারী ১৪:২২; ইশা ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন; ৪০:৫ আয়াতের নোট দেখুন; ৪৪:২৩; ৬৬:১৯; ইহি ৩৯:২১ আয়াত দেখুন)।

৮৫:১০-১৩ আল্লাহ্‌র শরীয়তের নিয়ম ও তাঁর অটল মহব্বতের কারণেই তিনি নিশ্চিতভাবে তাঁর লোকদের প্রতি দয়া ও করুণা দেখাবেন। এতে করে তাঁর বিশ্বস্ততা ও ধার্মিকতা প্রকাশ পাবে এবং এতে তিনি তাঁর লোকদের মঙ্গল ও শান্তি নিশ্চিত করবেন। এর সাথে তুলনা করুন ৪০:৯-১০ আয়াত।

৮৫:১০ অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা ... ধার্মিকতা ও শান্তি। আল্লাহ্‌র নিজ লোকদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের বিষয়গুলোকে এখানে ব্যক্তিকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে (২৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তাদের মিলিত হওয়ার এবং চুম্বন করার বর্ণনার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র নিয়মে আবদ্ধ লোকদের প্রতি তাঁর মহা দয়া ও রহমতের প্রকৃত চিত্র। *ধার্মিকতা।* ১১, ১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। *শান্তি।* শুমারী ৬:২৬; ইহি ৩৪:২৫; লূক ২:১৪; রোমীয় ১:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৫:১১ ভূমি থেকে সত্যের অঙ্কুর উঠে। আল্লাহ্ সত্য যখন দুনিয়াতে অঙ্কুরিত হওয়ার সুযোগ পায় তখন তা প্রত্যেককে অপরিমেয়ভাবে রহমত যুক্ত করে। *ধার্মিকতা হেঁট হয়ে দৃষ্টিপাত করেছে।* অর্থাৎ দুনিয়াতে ধার্মিকতা প্রচুর পরিমাণে তার দীপ্তি বিকিরণ করছে (হিব্রু ভাষায় "নিচে তাকানো" বা "হেঁট হওয়া" সাধারণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; ইয়ার ৬:১, "উঁকি মারছে")। বেহেশত ও দুনিয়া থেকে একযোগে দোয়া ও রহমত উৎসারিত হচ্ছে, যা ইসরাইলের পেয়ালা পরিপূর্ণ করে তুলবে।

৮৫:১২ নিশ্চয় মাবুদ মঙ্গল প্রদান করবেন। ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাদের দেশ ফল প্রদান করবে।* ৬৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৫:১৩ ধার্মিকতা তাঁর আগে আগে চলবে। আবারও জবুর রচয়িতা খোদায়ী চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে ব্যক্তিকরণ করেছেন। বার্তাবাহক দূত বা পথ নির্দেশক হিসেবে ধার্মিকতা এগিয়ে নিয়ে চলে এবং আল্লাহ্ তাঁর লোকদের কাছে যেভাবে নিজেকে প্রকাশ করেন তা নির্দেশ করেন। ধার্মিকতা হচ্ছে আল্লাহ্‌র শরীয়তের চুক্তিবদ্ধ ওয়াদার প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততা (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৮৬ অধ্যায়। দুশমনদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর একজন ব্যক্তির আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত। বাদশাহ্ দাউদ এই গজলটির রচয়িতা কি না সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না (ভূমিকা: লেখকত্ব ও শিরোনাম দেখুন। জবুরটির রচয়িতা নিজেকে আল্লাহ্‌র "গোলাম" বলে চিহ্নিত করেছেন (আয়াত ২), যার মধ্য দিয়ে বোঝা যায় তিনি রাজকীয় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর বিশেষ সম্পর্ক ছিল (২ শামু ৭:৫, ৮ আয়াত দেখুন এবং জবুর ১৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। জবুর শরীফে এই গজলটির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আরও জানতে জবুর ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। সতর্কতার সাথে পরিকল্পনাকৃত এই কাব্যটি পাঁচটি অংশ নিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যেখানে দুশমনদের আঘাত থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার লাভ এবং তাঁর করুণা প্রাপ্তির জন্য মুনাজাত করা হয়েছে। দ্বিতীয় অংশটি (আয়াত ৫-৭) বর্ণনা করেছে ব্যক্তিগত নির্ভরতার স্বীকৃতি; চতুর্থ অংশটি (আয়াত ১১-১৩) প্রকাশ করেছে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার দৃঢ় প্রত্যয়। এই অংশগুলো আল্লাহ্‌র "মহব্বতের" সাথে সম্পর্কযুক্ত (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন) যা ৫, ১৩ আয়াতে দেখতে পাওয়া যায়। মধ্যবর্তী অংশটি (আয়াত ৮-১০) আল্লাহ্‌কে অতুলনীয় রূপে প্রশংসিত করেছে, কারণ তিনি একমাত্র আল্লাহ্, যাঁর অধীনে সমস্ত জাতিগণ তাঁর এবাদত বন্দেগী করে। আয়াত ৯ হচ্ছে এই গজলের কেন্দ্রবর্তী আয়াত (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। *সাহায্যের জন্য মুনাজাত।* জবুর ১৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *দাউদের মুনাজাত।* জবুর শরীফের তৃতীয় খণ্ডের এই অংশে (জবুর ৭৩-৮৯ অধ্যায়) এটিই একমাত্র গজল যা বাদশাহ্ দাউদ কর্তৃক রচিত। সম্ভবত কোরহ বা কারুন বংশধরদের এই গজলগুলোর মাঝে এই অধ্যায়টিকে স্থান দেওয়ার কারণ হল, আয়াত ৯ এবং ৮৭:৪ আয়াতের মধ্যে বিষয়বস্তুগত মিলের কারণে মূলভাব বজায় রাখতে এই অধ্যায়টি এখানে সংযোজন করা হয়েছে।

৮৬:১-৪ আল্লাহ্‌র কাছে প্রারম্ভিক মুনাজাত যেন তিনি তাঁর গোলামের প্রতি করুণা করেন এবং তার জীবন রক্ষা করেন।

৮৬:১ দুঃখী ও দরিদ্র। ৩৫:১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৬:২ আমি তোমার ভক্ত। এই "ভক্ত" শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দ হচ্ছে "আসিদ" (৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। তোমার গোলাম। আয়াত ৪, ১৬ দেখুন; ভূমিকা দেখুন। *হে আমার আল্লাহ্।* এমন নয় যে দাউদ তাকে নির্বাচিত করেছেন, বরং

৪ নিজের গোলামের প্রাণ আনন্দিত কর,
কেননা, হে মালিক, আমি তোমার উদ্দেশে
আমার প্রাণ কোরবানী করি।
৫ কারণ, হে মালিক, তুমি মঙ্গলময় ও ক্ষমাবান,
এবং যারা তোমাকে ডাকে,
তুমি সেই সবের পক্ষে অটল মহব্বতে মহান।
৬ হে মাবুদ, আমার মুনাজাতে কান দাও,
আমার বিনতি শোন।
৭ সঙ্কটের দিনে আমি তোমাকে আহ্বান করবো,
কেননা তুমি আমাকে উত্তর দেবে।
৮ হে মালিক, দেবতাদের মধ্যে তোমার মত
কেউই নেই,
তোমার কাজের সঙ্গে অন্য কিছুর তুলনা হয়
না।
৯ হে মালিক, তোমার সৃষ্ট সর্বজাতি এসে তোমার
সম্মুখে সেজ্‌দা করবে,
তারা তোমার নামের গৌরব করবে।
১০ কারণ তুমি মহান এবং অলৌকিক কাজ
সম্পাদনকারী;
তুমিই একমাত্র আল্লাহ্‌।
১১ হে মাবুদ, তোমার পথ আমাকে শিক্ষা দাও,
আমি তোমার সত্যে চলবো;
তোমার নামে ভয় করতে আমার চিত্তকে
একাগ্র কর।
১২ হে মালিক, আমার আল্লাহ্‌,
আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার প্রশংসা করবো,
আমি চিরকাল তোমার নামের গৌরব করবো।
১৩ কেননা আমার পক্ষে তোমার অটল মহব্বত
মহৎ,
এবং তুমি অধঃস্থ পাতাল থেকে আমার প্রাণ
উদ্ধার করেছ।
১৪ হে আল্লাহ্‌, অহঙ্কারীরা আমার বিরুদ্ধে
দাঁড়িয়েছে,
দুর্দান্ত লোকদের মণ্ডলী আমার প্রাণের খোঁজ
করছে,
তারা তোমাকে নিজেদের সম্মুখে রাখে নি।
১৫ কিন্তু, হে মালিক, তুমি স্নেহশীল ও কৃপাময়
আল্লাহ্‌,
ক্রোধে ধীর এবং অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততায়
মহান।
১৬ আমার প্রতি দৃষ্টি দাও এবং আমাকে রহম
কর,
তোমার গোলামকে তোমার শক্তি দাও,
তোমার বাঁদীর পুত্রকে উদ্ধার কর।

৮৮:৯।
[৮৬:৫] হিজ ৩৪:৬; ইহি ৯:১৭; যোয়েল ২:১৩; ইউ ৪:২।
[৮৬:৬] জবুর ৫:২; ১৭:১।
[৮৬:৭] ইব ৩:১৬।
[৮৬:৮] হিজ ৮:১০; আইউ ২১:২২।
[৮৬:৯] ইশা ১৯:২১; জাকা ৮:২০-২২; প্রকা ১৫:৪।
[৮৬:১০] মার্ক ১২:২৯; ১করি ৮:৪।
[৮৬:১১] হিজ ৩৩:১৩;১শামু ১২:২৩।
[৮৬:১১] ১করি ৭:৩৫।
[৮৬:১৫] হিজ ৩৪:৬; ইহি ৯:১৭; যোয়েল ২:১৩।
[৮৬:১৬] জবুর ৬:৪।

তিনিই দাউদকে তাঁর গোলাম হিসেবে নির্বাচন করেছেন (১ শামু ১৩:১৪; ১৫:২৮; ১৬:১২; ২ শামু ৭:৮ আয়াত দেখুন)। আল্লাহ্‌র প্রতি ও তাঁর ওয়াদার প্রতি দাউদের বিশ্বস্ততাকে এখানে সর্বোতভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

৮৬:৫-৭ বাদশাহ্‌ দাউদ প্রয়োজনের সময় মাবুদের কাছে আসবেন, কারণ তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে, দয়া ও মহব্বত প্রকাশের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ মুনাজাতের উত্তর দেন।

৮৬:৫ মহব্বত। আয়াত ১৩, ১৫ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৬:৮-১০ মুনাজাতের কেন্দ্রস্থলে দাউদ তাঁর মৌলিক বিশ্বাসটি তুলে ধরেছেন (এছাড়াও ১১৫:৩-৭; ১৩৫:১৩-১৭ আয়াত ও নোট দেখুন) এবং পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, কেন তিনি গজলটির অন্যান্য অংশে ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র কাছে আবেদন করেছেন।

৮৬:৯ সর্বজাতি। ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন। এটিই মুনাজাতের কেন্দ্রস্থিত আয়াত (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এখানে আল্লাহ্‌র সার্বভৌমত্ব ও সমগ্র দুনিয়া জুড়ে তাঁর শাসনের প্রতি বিশ্বাসের এক অপূর্ব স্বীকারোক্তি প্রকাশ পেয়েছে যা জবুর শরীফের অন্য কোথাও এতটা আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। *তারা তোমার নামের গৌরব করবে।* যেভাবে বাদশাহ্‌ দাউদ করেছিলেন (আয়াত ১২)। *তোমার নাম।* ১১-১২ আয়াত দেখুন; সেই সাথে ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৬:১০ অলৌকিক কাজ। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৬:১১-১৩ আল্লাহ্‌র উপস্থিতি লাভের জন্য মুনাজাত এবং তাঁর প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের মানত।

৭৬:১১ শিক্ষা দাও ... একাগ্র কর। কী লাভ হবে যদি আল্লাহ্‌ দাউদকে তাঁর দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধার করেন কিন্তু তাকে পথভ্রষ্ট অবস্থায় ছেড়ে চলে যান? দাউদ আল্লাহ্‌র উপরে পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করেন এবং সে কারণে তাঁর প্রত্যাশা হল– বাইরের দুশমন এবং একই সাথে নিজের বিশৃঙ্খলতা ও পথভ্রষ্টতা থেকেও যেন আল্লাহ্‌ তাঁকে উদ্ধার করেন (২৫:৫; ৫১:৭, ১০ আয়াতের নোট দেখুন)। যে ব্যক্তি এভাবে সর্বোত উপায়ে আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে, সেই শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে পারে এবং তার আশা পূর্ণও হয় (আয়াত ১২)। *চিত্তকে একাগ্র কর।* ইহি ১১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১ খান্দান ১২:৩৩; ১ করি ৭:৩৫ আয়াত দেখুন। *চিত্ত।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৬:১২ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য মানত (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৬:১৩ বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর মুনাজাতের জন্য আল্লাহ্‌র তরফ থেকে কী উত্তর আসতে পারে তা পূর্বানুমান করছেন (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *অধঃস্থ পাতাল।* ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৬:১৪ দুর্দান্ত। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে বর্বর। *তারা তোমাকে নিজেদের সম্মুখে রাখে নি।* তাদের অন্তরে এতটাই বেশি অহঙ্কার যে, তারা বাদশাহ্‌ দাউদের সুরক্ষাকারী মাবুদ আল্লাহ্‌কেও অবজ্ঞা করে (১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইয়ার ২০:১১ আয়াত দেখুন)।

৮৬:১৫ এই আয়াতে ৫ আয়াতের বক্তব্য পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে, কিন্তু তা হিজরত ৩৪:৬ আয়াতের সাথে আরও বেশি সঙ্গতিপূর্ণ (হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৬:১৬ তোমার শক্তি দাও। অর্থাৎ আমার পক্ষে তোমার শক্তি প্রকাশ কর।

তোমার বাঁদীর পুত্র। অর্থাৎ বাদশাহ্‌ দাউদের মা যেভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত প্রাণ ছিলেন, দাউদও সেভাবে একাগ্রভাবে আল্লাহ্‌র সেবা কাজ করছেন। ১১৬:১৬ আয়াত দেখুন।

১৭ আমার জন্য মঙ্গলের কোন চিহ্ন-কাজ সাধন কর,
যেন আমার বিদ্বেষীরা তা দেখে লজ্জা পায়,
কেননা, হে মাবুদ, তুমিই আমার সাহায্য করেছ,
ও আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছ।

জবুর ৮৭

কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী। গজল।

১ তাঁর ভিত্তিমূল পবিত্র পর্বত-শ্রেণীতে অবস্থিত।
২ মাবুদ সিয়োনের তোরণদ্বারগুলো ভালবাসেন,
ইয়াকুবের সমস্ত আবাসের চেয়ে বেশি ভালবাসেন।
৩ হে আল্লাহ্‌র পুরি, তোমার বিষয়ে বিবিধ গৌরবের কথা কথিত হয়। সেলা।
৪ যারা আমাকে জানে,
তাদের মধ্যে আমি রহবের ও ব্যাবিলনের উল্লেখ করবো;
দেখ, পলেষ্টিয়া, টায়ার ও ইথিওপিয়া;
এই ব্যক্তি সেখানে জন্মগ্রহণ করলো।
৫ আর সিয়োনের বিষয়ে বলা যাবে,
এই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি ওর মধ্যে জন্মগ্রহণ করলো,
এবং সর্বশক্তিমান নিজেই সেটি অটল করবেন।
৬ মাবুদ যখন জাতিদের নাম লেখেন, তখন গণনা করলেন,
এই ব্যক্তি সেখানে জন্মগ্রহণ করলো। সেলা।
৭ গায়কেরা ও নর্তকেরা বলবে,
আমার সমস্ত ফোয়ারা তোমার মধ্যে।

[৮৬:১৭] হিজ ৩:১২; মথি ২৪:৩;ইউ ২:১১।
[৮৭:১] জবুর ৪৮:১।
[৮৭:৪] ২শামু ৮:১; জবুর ৮৩:৭।
[৮৭:৬] হিজ ৩২:৩২; জবুর ৬৯:২৮; ইশা ৪:৩; মালাখী ৩:১৬।
[৮৭:৭] জবুর ১৪৯:৩।

৮৬:১৭ মঙ্গল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র শরীয়তের নিয়মের আনুকূল্য (২৭:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

যেন ... তা দেখে লজ্জা পায়। অর্থাৎ তারা যেন দেখে যে, তুমি আমার সাথে রয়েছ এবং আমাকে সাহায্য করছ (৩১:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৮৭ অধ্যায়। "আল্লাহ্‌র নগরী" হিসেবে সিয়োনের অভিষেক উদযাপন (আয়াত ৩), যা আল্লাহ্‌র বিশেষ মহব্বতের পাত্র এবং আল্লাহ্‌র রাজ্যের রাজধানী (জবুর ৪৬; ৪৮; ৭৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। ইহুদী ও ঈসায়ী ধর্মমতের প্রাচীন ও সমকালীন মতধারা অনুসারে এই গজলটি জবুর শরীফে এমন একটি অবস্থানে রয়েছে যার কারণে এটিকে খুব নিঃসঙ্গ বলে মনে হয় (তবে এক্ষেত্রে ৪৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। এখানে ভবিষ্যতে অন্যান্য রাজ্যের অধিবাসীদের সিয়োনে একত্রিত হওয়ার বিষয়টি দর্শন আকারে তুলে ধরা হয়েছে, যেন তারা এক সাথে আল্লাহ্‌র রাজ্যের বেহেশতী রাজধানীর অধিবাসী হয়ে উঠতে পারে। এ ধরনের আরও কিছু নবীয়তী দর্শন ও ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে জানতে দেখুন ইশা ২:২-৪; ১৯:১৯-২৫; ২৫:৬; ৪৫: ১৪, ২২-২৪; ৫৬:৬-৮; ৬০:৩; ৬৬:২৩; দানিয়াল ৭:১৪; মিকাহ্‌ ৪:১-৩; জাকা ৮:২৩; ১৪:১৬ আয়াত। এভাবে ব্যাখ্যা করলে এই গজলটির সাথে অন্যান্য জবুর শরীফের অন্যান্য সিয়োন সঙ্গীতের পার্থক্য বেশ দৃশ্যনীয় (জবুর ৪৬; ৪৮; ৭৬; ১২৫; ১২৯; ১৩৭ আয়াত দেখুন)। এই অধ্যায়ের মূল বক্তব্যটি পাওয়া যায় ৪ আয়াতে। অধ্যায়টি দুই পাশে মোট ৪টি মুনাজাত রয়েছে, যার মাঝে ফুটে উঠেছে এক তীব্র আকুতি। এই মুনাজাতগুলোর মধ্যে দুটি হচ্ছে একক (জবুর ৮৬; ৮৮ অধ্যায়) এবং দুটি হচ্ছে সমষ্টিগত বা সমবেত (জবুর ৮৫:৮৯ অধ্যায়)। এখানে এই নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্‌ অবশ্যই এ ধরনের মুনাজাতের উত্তর দেবেন (জবুর ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৮৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। *কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী।* জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *গজল।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

৮৭:১ তাঁর ভিত্তিমূল পবিত্র পর্বত-শ্রেণীতে অবস্থিত। মাবুদ স্বয়ং সিয়োন নগরীর ভিত্তি স্থাপন করে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন (ইশা ১৪:৩২ আয়াত দেখুন) এবং সেই সাথে পবিত্র এবাদতখানা বায়তুল মোকাদ্দসকে তাঁর রাজকীয় বাসগৃহ করে নির্মাণ করেছেন।

পর্বত। এই শব্দটির জন্য হিব্রু শব্দটি বহুবচনে এসেছে, যার মধ্য দিয়ে মাবুদের পবিত্র পর্বতের গৌরব ও মহিমা প্রকাশ পেয়েছে, যেখানে মাবুদের সিংহাসন স্থাপিত (৪৮:২; ১২১:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৭:২ ভালবাসেন ... বেশি ভালবাসেন। মাবুদের স্থাপিত এই নগরী হচ্ছে তাঁর পছন্দের আসন, যেখানে বসে তিনি তাঁর লোকদেরকে শাসন করতে ভালবাসেন। সিয়োন তাঁর সবচেয়ে আদরণীয় নগরী, যা ইসরাইলের অন্য যে কোন নগরের চেয়ে তাঁর কাছে বেশি প্রিয় (৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন; ৭৮:৬৮; ১৩২:১৩-১৪ আয়াত দেখুন)। *ইয়াকুব।* ইসরাইল নামটির সমার্থক শব্দ (পয়দা ৩২:২৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৭:৪ উল্লেখ করবো ... এই ব্যক্তি সেখানে জন্মগ্রহণ করলো। আল্লাহ্‌ তাঁর রাজকীয় তালিকায় তাদের নাম লিপিবদ্ধ করবেন (৯:৫; ৫১:১; ৬৯:২৮ আয়াতের নোট দেখুন), কারণ যারা জন্মগতভাবে তাঁর রাজধানীর অধিবাসী, তারা সেখানকার নাগরিকত্বের সমস্ত সুবিধা ও আনন্দ ভোগ করবে।

রহব। অন্য সকল স্থানে এই নামটি দিয়ে পাতালে বাসকারী একটি পৌরাণিক দানবের কথা বোঝানো হয়েছে (৮৯:১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩২:৬; আইউব ৯:১৩ আয়াতের নোট দেখুন), কিন্তু এখানে মূলত এই নামের মধ্য দিয়ে মিসরের কথা বোঝানো হয়েছে, যেমনটা ৩০:৭ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন) এবং ৫১:৯ আয়াতেও দেখা যায়। এখানে যে সকল জাতির নাম উল্লেখ করা হয়েছে তারা সকলেই অ-ইহুদী তথা পৌত্তলিক জাতি। সহজভাবে ব্যাখ্যা করলে এই গজলটিতে সকল জাতি থেকে লোকেরা আল্লাহ্‌র প্রতি মন ফিরিয়ে তাঁর ঈমানদার হওয়ার বিষয়ে বলা হয়েছে, যারা অনেক আগে থেকেই আল্লাহ্‌র প্রতি এবং আল্লাহ্‌র রাজ্য ইসরাইলের প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন ছিল (ইশা ১৯:২১; ২৬:১৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৭:৫ এই ব্যক্তি এবং ঐ ব্যক্তি। সম্ভবত তারা বিভিন্ন জাতির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। *সর্বশক্তিমান।* পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৭:৭ আমার সমস্ত ফোয়ারা। এই ফোয়ারা সকল যাতে পরিপূর্ণ হয় তার উৎস হচ্ছে আল্লাহ্‌র নগরী, যা আল্লাহ্‌র "আনন্দ নদী" হওয়ার সম্ভাবনা বেশ প্রবল (৩৬:৮), "যার

জবুর ৮৮

গজল। কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। স্বর, মহলৎ-লিয়ান্নোৎ। ইস্রাহীয় হেমনের মস্কীল।

১ হে মাবুদ, আমার উদ্ধারের আল্লাহ্,
আমি দিনে ও রাতে তোমার সম্মুখে কান্নাকাটি করেছি।
২ আমার মুনাজাত তোমার সাক্ষাতে উপস্থিত হোক;
আমার কাতরোক্তিতে কান দাও।
৩ কেননা আমার প্রাণ দুঃখে পরিপূর্ণ,
আমার জীবন পাতালের নিকটবর্তী।
৪ যারা কবরে নেমে যায় আমি তাদের সঙ্গে গণিত,
আমি শক্তিহীন মানুষের সমান হয়েছি।
৫ আমি মৃতদের মধ্যে পরিত্যক্ত,
আমি কবরে শায়িত নিহতদের মত,
যাদেরকে তুমি আর স্মরণ কর না;
তারা তোমার হাত থেকে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।
৬ তুমি আমাকে নিম্নতম গর্তে রেখেছ,
অন্ধকারে ও গভীর স্থানে রেখেছ।
৭ আমার উপরে তোমার ক্রোধ চেপে আছে,

[৮৮:১] লূক ১৮:৭।
[৮৮:৩] আইউ ৩৩:২২।
[৮৮:৪] জবুর ৩১:১২।
[৮৮:৫] জবুর ৩১:২২।
[৮৮:৬] মাতম ৩:৫৫; ইউ ২:৩।
[৮৮:৭] জবুর ৭:১১।

সমস্ত স্রোত আল্লাহ্‌র নগরকে, সর্বশক্তিমানের শরীয়ত-তাঁবুর পবিত্র স্থানকে আনন্দিত করে" (৪৬:৪); উক্ত অংশগুলোর নোট দেখুন। অন্য ভাবে দেখলে "ফোয়ারা" শব্দটি হয়তো এখানে উৎসের জন্য রূপকার্থে ব্যবহার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে এই পঙক্তিটির অর্থ দাঁড়াবে: আমরা তোমার মধ্য থেকে উৎসারিত হব।

আমার। এখানে একবচনের শব্দটি দিয়ে মূলত বহুবচন, অর্থাৎ সমবেত জনতা বোঝানো হয়েছে (জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

জবুর ৮৮ অধ্যায়। পাতাল থেকে আসা কান্না, মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে জীবনের জন্য আকুতি। পুরো জীবন অতিবাহিত হয়েছে এবং এখন মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত এমন ব্যক্তির মুনাজাত (জবুর ৯০ অধ্যায় দেখুন)। সারা জীবন এই ব্যক্তি এমনই দুর্দশাগ্রস্ত দিন কাটিয়েছে যে, সে কোন সময়ই আল্লাহ্‌র মুখ দর্শন করে নি (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র ক্রোধ সব সময় তার উপরে অবস্থান করেছে, আয়াত ৭)। এমন কি যারা তার খুব কাছের মানুষ ছিল তারাও তার কাছ থেকে ঘৃণাভরে দূরে সরে গেছে, সম্ভবত কোন কঠিন রোগের কারণে (আয়াত ৮ দেখুন)। কোন ধরনের আশার বাণী বা প্রত্যাশা (যা জবুর শরীফের অন্যান্য গজলে দেখা যায়; তবে এক্ষেত্রে ৪৪; ৮৯ অধ্যায় দেখুন) এই কাতর ঠোঁট থেকে নির্গত হয় নি। শেষ কথায় অন্ধকারকে সে বলেছে তার "ঘনিষ্ঠ সঙ্গী"। আর তথাপি তার মুখে এই মুনাজাত প্রকাশিত হয়েছে, "হে মাবুদ, আমার উদ্ধারের আল্লাহ্।" গজলটিতে এ কথা স্মরণ করা হয়েছে যে, যদিও বা কোন কোন সময় আল্লাহ্‌ভক্ত মানুষেরা দুর্দশা ও কষ্টের মধ্যে দিন কাটান (৭৩:১৪ আয়াত দেখুন) তথাপি তারা এই আশা সব সময় বুকে ধারণ করেন যে, আল্লাহ্ এখনো তাদের উদ্ধারকর্তা (জবুর ৮৭ অধ্যায় দেখুন এবং এর সাথে জবুর ৮৪-৮৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। প্রাথমিক মণ্ডলীর অনেক নেতৃবৃন্দই এই গজলটিকে মসীহের মহা দুঃখভোগের মুনাজাত বলে ব্যাখ্যা দিয়েছেন (যেমনটা অনেকে জবুর ২২ অধ্যায়ের ক্ষেত্রে বলে থাকেন)। সে কারণে এই গজলটি অনেক সময় পূণ্য শুক্রবারের এবাদত ও মুনাজাতের অংশ হিসেবে লিটার্জিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। কাঠামোগত দিক থেকে গজলটির যেভাবে শুরু হয়েছে (আয়াত ১-৫) ঠিক সেভাবেই শেষ হয়েছে (আয়াত ১৩-১৮)। এর মাঝে দুটি হিব্রু কাব্য রয়েছে যেখানে জবুর রচয়িতা দুর্দশার বর্ণনা পাওয়া যায় (আয়াত ৩-৫, ১৫-১৮)। গজলের শুরু ও শেষের অংশের মধ্যে রয়েছে দুটি অংশ যার প্রত্যেকটিতে চারটি করে পঙক্তি রয়েছে (আয়াত ৬-৯ক এবং ৯খ-১২)। এর মধ্যে প্রথম অংশটিতে জবুর রচয়িতা এ কথা ব্যক্ত করেছেন যে, তাঁর প্রতি যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহ্‌ই ঘটাচ্ছেন। দ্বিতীয় অংশটিতে তিনি আল্লাহ্‌র কাছে এই আবেদন রেখেছেন যেন তিনি মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পান।

৮৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। গজলটির দ্বৈত শিরোনাম রয়েছে, সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে গজলটি গাওয়ার জন্য দুটি ভিন্ন ধরনের ভঙ্গিমার কথা প্রকাশ করা হয়েছে। গজল। জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *কারুন-সন্তানদের কাওয়ালী।* জবুর ৪২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *প্রধান বাদ্যকরের জন্য।* জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *স্বর।* জবুর ৬ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *হেমন।* জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *ইস্রাহীয়।* এখানে সম্ভবত সেরহের কথা বলা হয়েছে, যিনি এহুদার একজন পুত্র। এই এহুদার সন্তানদের একজন হেমন এবং একজন এথন ছিলেন (জবুর ৮৯ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন; ১ খান্দান ২:৬ আয়াত দেখুন)। যদি ইনিই সেই ব্যক্তি হন, সেক্ষেত্রে এখানে উল্লিখিত শিরোনামটি ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় কিছুটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করছে, কারণ এহুদা বংশের এই দুই ব্যক্তি নামের সাথে কারুন বংশের দুই বিখ্যাত গজল গায়ক হেমন এবং এথনের নামের মিল পাওয়া যায় (যিদূথূন; জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)।

৮৮:১-২ প্রারম্ভিক ফরিয়াদ, যেখানে আল্লাহ্‌কে "আমার উদ্ধারের আল্লাহ্" বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

৮৮:৩-৫ আমার জীবন পাতালের নিকটবর্তী। সম্ভবত এই জবুরের রচয়িতা শারীরিকভাবে মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হয়েছিলেন কিংবা তিনি এমন কোন দুর্দশা বা কষ্টের মধ্যে দিন যাপন করছিলেন যা এখানে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয় নি।

৮৮:৪ কবর। ২৮:১; ৩০:৩, ৯; ১৪৩:৭ আয়াত দেখুন।

৮৮:৫ তুমি আর স্মরণ কর না। এই জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু আমাদেরকে আল্লাহ্‌র সাথে সমস্ত সম্পর্ক থেকে ছিন্ন করে। এ কারণে মৃত্যুর পর ওপারে যারা কষ্টভোগ করে ও যন্ত্রণা পায় তাদেরকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ আর তাদেরকে স্মরণ করেন না (২৫:৭; ৭৪:২; ১০৬:৪ আয়াত দেখুন)। অন্ধকারাচ্ছন্ন পরিবেশের মধ্যে লেখক যেন মৃত্যুর নীল আবহ এখানে ছড়িয়ে দিয়েছেন (৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে হযরত আইউবের অভিজ্ঞতার কথা তুলনা করুন)।

৮৮:৬ নিম্নতম গর্ত ... অন্ধকার ও গভীর স্থান। ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:৭ ক্রোধ। ১৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার সমস্ত তরঙ্গ।* ৩২:৬ আয়াতের নোট

তুমি তোমার সমস্ত তরঙ্গ দ্বারা আমাকে
দুঃখার্ত করেছ। সেলা।
৮ তুমি আমার আত্মীয়দের আমা থেকে দূরে
রেখেছ,
তাদের কাছে আমাকে নিতান্ত ঘৃণার পাত্র
করেছ;
আমি অবরুদ্ধ, বাইরে আসতে পারি না।
৯ আমার চোখ দুঃখে নিস্তেজ হয়েছে,
আমি প্রতিদিন তোমাকে ডেকেছি,
হে মাবুদ, তোমার দিকে অঞ্জলি প্রসারণ
করেছি।
১০ তুমি কি মৃতদের পক্ষে আশ্চর্য কাজ করবে?
মৃতরা কি উঠে তোমার প্রশংসা গান করবে?
সেলা।
১১ কবরের মধ্যে কি তোমার অটল মহব্বত,
বিনাশস্থানে কি তোমার বিশ্বস্ততা প্রচারিত
হবে?
১২ অন্ধকারে কি তোমার অলৌকিক কাজ,
বিস্মৃতির দেশে কি তোমার ধর্মশীলতা জানা
যাবে?
১৩ কিন্তু, হে মাবুদ, আমি তোমার উদ্দেশে
আর্তনাদ করেছি,
প্রাতে আমার মুনাজাত তোমার সম্মুখবর্তী
হবে।
১৪ হে মাবুদ, তুমি কেন আমার প্রাণকে পরিত্যাগ
করছো?
আমা থেকে কেন তোমার মুখ আড়াল কর?
১৫ বাল্যকাল থেকে আমি দুঃখী ও মৃতকল্প;
আমি তোমার ত্রাসের ভারে সঙ্কুচিত।
১৬ তোমার ক্রোধের আগুন আমার উপর দিয়ে
গেছে;
তোমার ত্রাস আমাকে উচ্ছেদ করেছে।
১৭ তা সমস্ত দিন পানির মত আমাকে ঘিরে
রেখেছে;
তা একসঙ্গে আমাকে বেষ্টন করেছে।
১৮ তুমি প্রেমিক ও সুহৃৎকে আমা থেকে দূর
করেছ;
অন্ধকারই আমার ঘনিষ্ট সঙ্গী।

[৮৮:৮] ইয়ার ৩২:২; ৩৩:১।
[৮৮:৯] আইউ ১১:১৩; জবুর ১৪৩:৬।
[৮৮:১০] জবুর ৬:৫।
[৮৮:১৩] জবুর ৩০:২।
[৮৮:১৪] জবুর ৪৩:২।
[৮৮:১৫] ইয়ার ২২:২১; ইহি ১৬:২২; হোশেয় ২:১৫।
[৮৮:১৬] আইউ ৬:৪।
[৮৮:১৭] জবুর ১২৪:৪।
[৮৮:১৮] জবুর ৩৮:১১ জবুর ৮৯।

দেখুন।

৮৮:৮ আমার আত্মীয়। আয়াত ১৮ দেখুন এবং ৩১:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:৭-৯ করেছ ... রেখেছ ... করেছ! জবুর রচয়িতা জানেন না এ সব কষ্ট ও দুর্দশার কারণে কী (আয়াত ১৪ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৪৪ অধ্যায়), কিন্তু তিনি জানেন এতে আল্লাহ্‌র হাত রয়েছে (রূত ১:২০-২১; আমোস ৩:৬ আয়াত দেখুন)। তাঁর উদ্ধারাকরী আল্লাহ্‌ নিজের গজব ও ক্রোধ প্রকাশ করার কারণে যেন তাঁর অস্থিরতা ও অসহায়ত্ব আরও বেশি বেড়ে গেছে। কিন্তু তিনি নিজে তাঁর এই অন্ধকার সময় কাটিয়ে ওঠার জন্য কোন চেষ্টা করছেন না: তিনি কেবল এই অবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার জন্য মুনাজাত করছেন– আর একমাত্র উদ্ধারকারী মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছেই তিনি এ বিষয়ে মুনাজাত করতে পারেন (আয়াত ১ দেখুন)।

৮৮:৯ আমার চোখ দুঃখে নিস্তেজ হয়েছে। ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:৯-১২ আল্লাহ্‌র কাছে জবুর রচয়িতা ফরিয়াদ জানাচ্ছেন যেন অন্ধকার অতলে ডুবে যাবার আগেই আল্লাহ্‌ তাঁকে উদ্ধার করেন (৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৮:১০, ১২ আশ্চর্য কাজ। আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য যে সকল আশ্চর্য কাজ করে থাকেন (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৮:১০ উঠে। মৃতদের স্থানে (পুনরুত্থিত হয়ে নয়); ইশা ১৪:৯ আয়াত দেখুন। *প্রশংসা গান করবে?* ৬:৫; ৩০:৯; ১১৫:১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:১১ অটল মহব্বত ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অটল মহব্বত এবং বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)। *মহব্বত* / ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:১২ ধর্মশীলতা। ৭১:২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:১৩-১৪ সমাপনী মুনাজাত– যা ১-২ আয়াতের প্রারম্ভিক ফরিয়াদকে প্রতিফলিত করে।

৮৮:১৩ প্রাতে। ১০১:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:১৪ কেন ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার মুখ আড়াল কর* / ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৮:১৫-১৮ কষ্ট ও দুর্দশা জবুর রচয়িতার কাছে নতুন কিছু নয়; সারা জীবন তিনি আল্লাহ্‌র দেওয়া কষ্ট সহ্য করে এসেছেন (এর সাথে জবুর ৯০ অধ্যায় তুলনা করুন)।

৮৮:১৭ পানির মত। অর্থাৎ বন্যার মত। আয়াত ৭ দেখুন; এর সাথে ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৮৯ অধ্যায়। দাউদের রাজবংশের পতনের জন্য শোক প্রকাশ এবং তা ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য মুনাজাত। এই ঘটনার তিক্ত অভিজ্ঞতা (যা ৩৮ আয়াতের আকস্মিক পট পরিবর্তনে প্রতিফলিত হয়েছে) একেবারেই অসহনীয়– মহান আল্লাহ্‌, যিনি বিশ্বস্ত ও সর্বশক্তিমান, তিনি আপাতদৃষ্টিতে তাঁর অভিষিক্ত জনকে পরিত্যাগ করেছেন এবং তাকে জাতিগণের কাছে হাসির পাত্র হিসেবে তুলে ধরেছেন, যা দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়মের স্পষ্ট লঙ্ঘন। এ কারণেই জবুর রচয়িতা শোক প্রকাশ করতে যেয়েও যেন প্রতিবাদী হয়ে উঠেছেন। এখানে যে ঘটনার কথা বলা হয়েছে তা সম্ভবত ৫৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাদশাহ্‌ বখতে-নাসার কর্তৃক জেরুশালেম নগরী ধ্বংস করার ঘটনা (৩৮-৪৫ আয়াত দেখুন)। জবুর ৪৪ অধ্যায়ের মত (উক্ত গজলের ভূমিকা দেখুন) মুনাজাতটির জন্য একটি সুবিশাল ভূমিকা রাখা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে গজলটি এগিয়ে গেছে। ভূমিকাতে (আয়াত ১-৪) আল্লাহ্‌র মহব্বত ও বিশ্বস্ততা (আয়াত ১-২) এবং দাউদের সাথে তাঁর চুক্তির কথা ব্যক্ত হয়েছে (আয়াত ৩-৪)। এর পর এই দুটি বিষয়বস্তু অত্যন্ত আনন্দ সহকারে আরও বিস্তারিত করে বর্ণনা করা হয়েছে; আয়াত ৫-১৮, আল্লাহ্‌র মহব্বত ও বিশ্বস্ততা; আয়াত ১৯-৩৭, বাদশাহ্‌ দাউদের সাথে তাঁর চুক্তি। হঠাৎ করেই আনন্দঘন বক্তব্য পরিণত হয়েছে শোক ও মাতমে। এখানে এসে জবুর রচয়িতা স্মরণ করছেন কীভাবে আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ অভিষিক্ত ব্যক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন (আয়াত ৩৮-৪৫)। এভাবেই তিনি অসহিষ্ণু ও অস্থির হৃদয় নিয়ে মুনাজাত করেছেন যেন আল্লাহ্‌ আরও একবার দাউদের সাথে কৃত তাঁর স্থাপিত নিয়মের

জবুর ৮৯

ইষ্রাহীয় এথনের মস্কীল।

১ হে মাবুদ, আমি চিরকাল তোমার অটল
মহব্বতের গান গাইব,
আমি নিজের মুখে তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষ-
পরম্পরায় ব্যক্ত করবো।
২ আমি ঘোষণা করি, তোমার অটল মহব্বত
চিরতরে সংস্থাপিত হবে,
তোমার বিশ্বস্ততাকে বেহেশতেই তুমি
সংস্থাপন করেছ।
৩ তুমি বলেছ, 'আমি নিজের মনোনীত লোকের
সঙ্গে নিয়ম করেছি,
নিজের গোলাম দাউদের কাছে এই শপথ
করেছি;
৪ আমি তোমার বংশকে চিরতরে সংস্থাপিত
করবো,
বংশ পরম্পরায় তোমার সিংহাসন গাঁথব।'
সেলা।
৫ হে মাবুদ, বেহেশত তোমার অলৌকিক
কাজের,
পবিত্রগণের সমাজ তোমার বিশ্বস্ততারও
প্রশংসা করবে।

[৮৯:১] জবুর ৫৯:১৬।

[৮৯:২] জবুর ৩৬:৫।
[৮৯:৪] ২শামু ৭:১২-১৬; ১বাদশাহ্ ৮:১৬; ইশা ৯:৭; ইহি ৩৭:২৪-২৫; মথি ১:১; ঐক ১:৩৩।
[৮৯:৫] জবুর ১৯:১।

[৮৯:৬] পয়দা ১:২৬; হিজরত ৯:১৪; জবুর ১৮:৩১; ১১৩:৫।
[৮৯:৭] আইউ ৫:১।
[৮৯:৮] ইশা ৬:৩।
[৮৯:১০] আইউ ৯:১৩।
[৮৯:১১] দ্বি.বি. ১০:১৪।
[৮৯:১২] ইউসা

৬ কেননা আসমানে মাবুদের সঙ্গে কে তুলনীয়
হতে পারে?
বীর-পুত্রদের মধ্যেই বা কে মাবুদের মত?
৭ আল্লাহ্ পবিত্রগণের সভাতে প্রবল
পরাক্রমশালী,
তাঁর চারদিকের সকলের উপরে ভয়াবহ।
৮ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্!
হে মাবুদ, তোমার মত বিক্রমী কে?
আর তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চারদিকে
বিদ্যমান।
৯ তুমিই সাগর-গর্জনের উপরে কর্তৃত্ব করছো,
তার তরঙ্গমালা উঠলে তুমি তা শান্ত করে
থাক।
১০ তুমিই রহবকে চূর্ণ করে হত ব্যক্তির সমান
করেছ,
তুমি নিজের বলবান বাহু দ্বারা তোমার
দুশমনদেরকে ছিন্নভিন্ন করেছ।
১১ আসমান তোমার, দুনিয়াও তোমার;
দুনিয়া ও তার সমস্ত বস্তু তোমারই হাতে
স্থাপিত।
১২ তুমিই উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সৃষ্টি করেছ;
তাবোর ও হর্মোণ তোমার নামে আনন্দধ্বনি

কথা স্মরণ করেন (আয়াত ৪৬-৫১)। (৫২ আয়াতটি এই গজল নয়, বরং জবুর শরীফের তৃতীয় খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করেছে।)

৮৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *এথন।* যিদূথূন (জবুর ৩৯ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। নিঃসন্দেহে এই গজলের রচয়িতা একজন লেবীয় ছিলেন (সম্ভবত যিদূথূনের বংশধর ছিলেন), যিনি সমগ্র জাতির মুখ স্বরূপ হয়ে আল্লাহ্‌র কাছে এই কাতর মুনাজাত উপস্থাপন করেছিলেন। *ইষ্রাহীয়।* জবুর ৮৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

৮৯:১-২ আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং বিশ্বস্ততার জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করা হয়েছে।

৮৯:১ অটল মহব্বত ... বিশ্বস্ততা। আয়াত ২, ৩৩, ৪৯ দেখুন; অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা (১৪ আয়াত দেখুন); ৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *মহব্বত।* আয়াত ২, ১৪, ২৪, ২৮, ৩৩, ৪৯ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে মূলত এ কথা বোঝানো হচ্ছে যে, দাউদের রাজবংশকে আল্লাহ্‌র প্রত্যাখ্যানের কারণে তাঁর অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা ব্যর্থ হয়েছে (আয়াত ৩৮-৪৫ দেখুন)। জবুর রচয়িতা এই শব্দগুলোর প্রত্যেকটিকে সাত বার করে পুনরাবৃত্তি করেছেন (১৪ আয়াতে "বিশ্বস্ততা" শব্দটির জন্য যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা কিছুটা আলাদা হলেও সমার্থক)।

৮৯:২ বেহেশতেই তুমি সংস্থাপন করেছ। আল্লাহ্‌র মহব্বত এবং তাঁর বিশ্বস্ততা সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে (আয়াত ৫-৮ দেখুন)।

৮৯:৩-৪ দাউদের সাথে আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়মের জন্য গৌরব প্রকাশ করা হয়েছে (২ শামু ৭:৮-১৬ আয়াত দেখুন)।

৮৯:৩ গোলাম। ২০, ২৯, ৫০ আয়াত দেখুন; এখানে একটি আনুষ্ঠানিক উক্তি হিসেবে কথাটি বিধৃত হয়েছে (৭৮:৭০ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৯:৫-৮ আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা এবং সর্বশক্তিমত্তা তাঁকে বেহেশতী রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের উপরে স্থান দিয়েছে এবং তারা প্রত্যেকে তাঁর গৌরব ও সম্মান ঘোষণা করে।

৮৯:৫ বেহেশত। বেহেশতের খোদায়ী রাজত্বের সকল জীবন্ত সত্তা। *অলৌকিক কাজ।* সৃষ্টি ও নাজাতের মধ্য দিয়ে সাধিত আল্লাহ্‌র আশ্চর্য কাজ (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *পবিত্রগণের সমাজ।* বেহেশতের খোদায়ী রাজসভা (আয়াত ৭ দেখুন; এর সাথে ৮২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৯:৬ বীর-পুত্র। এই শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হচ্ছে "বেহেশতী সত্তা" (২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৯:৮ হে মাবুদ, বাহিনীগণের আল্লাহ্! ১ শামু ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার বিশ্বস্ততা তোমার চারদিকে বিদ্যমান।* এই অংশটি ঘিরেও এই একই বিষয়বস্তু দেখা যাচ্ছে (আয়াত ৫ দেখুন)।

৮৯:৯-১০ প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের সৃষ্টির বিবরণ সংক্রান্ত পৌরাণিক কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে কিছু কাব্যিক বর্ণনা প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে সৃষ্টি পূর্বের বিশৃঙ্খল ও অতল জলরাশির উপরে আল্লাহ্‌র সর্বশক্তিমান কর্তৃত্বের কথা স্মরণ করা হয়েছে যা সৃষ্টিকর্ম শুরু করার জন্য ভিত্তি স্থাপন করেছিল (পয়দা ১:৬-১০ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬৫:৬-৭; ৭৪:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৮৯:১০ রহব। পৌরাণিক দানব, যা পাতালে বাস করে (৩২:৪; ৮৭:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত এটি লিবিয়াথনের আরেকটি নাম (৭৪:১৪; ১০৪:২৬ আয়াত দেখুন)। এই আয়াতের বাকি অংশটুকু সম্ভবত লূক ১:৫১ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে।

৮৯:১২ এই তুলনাধর্মী বক্তব্য প্রকাশ করে যে, এখানে উত্তর দিকের হর্মোণ পর্বত (দ্বি.বি. ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন) এবং

করে।
১৩ তোমার বাহু পরাক্রম-বিশিষ্ট,
তোমার হাত শক্তিমান, তোমার ডান হাত
সুউচ্চ।
১৪ ধর্মশীলতা ও ন্যায়বিচার তোমার সিংহাসনের
ভিত্তিমূল;
অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা তোমার অগ্রগামী।
১৫ সুখী সেই লোকেরা, যারা সেই আনন্দধ্বনি
জানে,
হে মাবুদ, তারা তোমার উপস্থিতির আলোতে
গমনাগমন করে।
১৬ তারা সমস্ত দিন তোমার নামে উল্লাস করে,
তারা তোমার ধর্মশীলতায় উন্নত হয়;
১৭ যেহেতু তুমিই তাদের ক্ষমতার শোভা,
আর তোমার অনুগ্রহে আমাদের মাথা উন্নত
হবে।
১৮ কেননা আমাদের ঢাল মাবুদ,
আমাদের বাদশাহ্ ইসরাইলে পবিত্রতম।
১৯ একবার তুমি নিজের বিশ্বস্ত এক জন
গোলামকে দর্শন দিয়ে কথা বলেছিলে,
বলেছিলে, আমি সাহায্য করার ভার এক জন
বীরের হাতে তুলে দিয়েছি,
আমি লোকদের মধ্যে মনোনীত এক জনকে
উন্নত করেছি।
২০ আমার গোলাম দাউদকেই পেয়েছি,
আমার পবিত্র তেলে তাকে অভিষিক্ত করেছি।
২১ আমার হাত তার দৃঢ় সহায় হবে,
আমার বাহু তাকে বলবান করবে।
২২ দুশমন তার প্রতি জুলুম করতে পারবে না,
নাফরমানীর সন্তান তাকে দুঃখ দিতে পারবে
না।
২৩ আমি তার দুশমনদেরকে তার সম্মুখে চূর্ণ
করবো,
তার বিদ্বেষিদেরকে আঘাত করবো।
২৪ কিন্তু আমার বিশ্বস্ততা ও অটল মহব্বত তার
সঙ্গে থাকবে,
আমার নামে তার মাথা উন্নত হবে।
২৫ আর আমি স্থাপন করবো তার হাত সমুদ্রের
উপরে,
তার ডান হাত নদ-নদীর উপরে।
২৬ সে আমাকে ডেকে বলবে, তুমি আমার পিতা,
আমার আল্লাহ্ ও আমার উদ্ধারের শৈল।
২৭ আবার আমি তাকে প্রথমজাত করবো,
দুনিয়ার বাদশাহ্দের থেকে সর্বোচ্চ করে
নিযুক্ত করবো।
২৮ আমি তার পক্ষে আমার অটল মহব্বত
চিরকাল রক্ষা করবো,
আমার নিয়ম তার পক্ষে স্থির থাকবে।
২৯ আমি তার বংশকে নিত্যস্থায়ী করবো,
তার সিংহাসন আসমানের আয়ুর মত করবো।

[৮৯:১৩] ইউসা ৪:২৪।
[৮৯:১৪] জবুর ৯৭:২।
[৮৯:১৫] জবুর ১:১।
[৮৯:১৬] জবুর ৩০:৪; ১০৫:৩।
[৮৯:১৭] জবুর ১৮:১।
[৮৯:১৮] ইশা ১৬:৫; ৩৩:১৭, ২২।
[৮৯:২০] প্রেরিত ১৩:২২।
[৮৯:২১] জবুর ১৮:৩৫।
[৮৯:২২] ২শামু ৭:১০।
[৮৯:২৩] ২শামু ৭:৯।
[৮৯:২৫] জবুর ৭২:৮।
[৮৯:২৬] ২শামু ৭:১৪; ইয়ার ৩:৪; ইব ১:৫।
[৮৯:২৭] কল ১:১৮।
[৮৯:২৮] ইশা ৫৫:৩।

দক্ষিণের তাবোর পর্বতের কথা বোঝানো হয়েছে (কাজী ৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *আনন্দধ্বনি করে।* ৬৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। *নাম।* আয়াত ১৬, ২৪ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ আয়াতেও নোটও দেখুন।

৮৯:১৪-১৮ মাবুদের ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা, যা লোকদের উপরে তাঁর শাসন ও কর্তৃত্বের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। সেই সাথে লোকদের আনন্দের কথার প্রকাশিত হয়েছে।

৮৯:১৪ ধর্মশীলতা ও ন্যায় বিচার হচ্ছে আল্লাহ্র সিংহাসনের ভিত্তি প্রস্তর (৯৭:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ১৬:১২; ২৫:৫; ২৯:১৪ আয়াত)। মহব্বত এবং বিশ্বস্ততাকে এখানে আল্লাহ্র সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে, যারা তাঁর রাজকীয় আগমন ও নির্গমন ঘোষণা করে (২৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। **ধর্মশীলতা।** ১৬ আয়াত দেখুন; ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৯:১৭ তুমিই তাদের ক্ষমতার শোভা। বাদশাহ্ (এর সাথে ১৮ আয়াতও দেখুন)।

৮৯:১৮ আমাদের বাদশাহ্ ইসরাইলে পবিত্রতম। ৭১:২২; ৭৮:৪১; ২ বাদশাহ্ ১৯:২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৯:১৯-২৯ মাবুদ আল্লাহ্ দাউদকে তাঁর লোকদের উপরে প্রতিনিধি শাসক হিসেবে নিযুক্ত করেছেন এবং তাঁর সাথে অনন্তকালীন চুক্তি স্থাপন করেছেন। কয়েকটি আয়াতের মধ্য দিয়ে এই চিন্তার প্রসার ঘটেছে: (১) ভূমিকা (আয়াত ১৯); (২) আমি আমার গোলাম দাউদকে অভিষিক্ত করেছি এবং আমি তার দৃঢ় সহায় হব (আয়াত ২০-২১); (৩) আমি তার দুশমনদেরকে তার সম্মুখে চূর্ণ করবো (আয়াত ২২-২৩); (৪) আমি তার রাজ্য প্রসারিত করবো (আয়াত ২৪-২৫); (৫) আমি তাকে বাদশাহ্দের মধ্যে প্রথমজাত করবো (আয়াত ২৬-২৭); (৬) আমি তার বংশকে নিত্যস্থায়ী করবো (আয়াত ২৮-২৯) – ঈসা মসীহের অনন্তকালীন রাজত্বের মধ্য দিয়ে পরিপূর্ণকৃত ওয়াদা (ইউহোন্না ১২:৩৪ আয়াত দেখুন)।

৮৯:১৯ দর্শন। এখানে শামুয়েলের দর্শনের কথা বলা হয়েছে (১ শামু ১৬:১২ আয়াত দেখুন) কিংবা নাথনের দর্শনের কথা বলা হয়েছে (২ শামু ৭:৪-১৬ আয়াত দেখুন)। *বিশ্বস্ত এক জন।* ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৯:২৫ সমুদ্র ... নদ-নদী। দাউদের শাসন ও কর্তৃত্ব ভূমধ্য সাগর থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হবে (৭২:৪; ৮০:১১ আয়াত দেখুন এবং হিজ ২৩:৩১ আয়াতের নোট দেখুন)। কিন্তু লেখক এখানে যে রূপক চিত্রটি ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে, মাবুদ আল্লাহ্র রাজকীয় সন্তান (আয়াত ২৬ দেখুন) এবং রাজ প্রতিনিধি হিসেব দাউদের রাজত্ব হবে তাঁরই প্রতিফলন (৯-১০ আয়াতের নোট দেখুন; এছাড়া ২৩ আয়াতের সাথে ১০ আয়াতের তুলনা করুন)।

৮৯:২৭ প্রথমজাত। আল্লাহ্র রাজ্যে সর্বোচ্চ অধিকার ও সম্মান লাভকারী রাজকীয় বংশধর (২:৭-১২; ৪৫:৬-৯; ৭২:৮-১১; ১০০ দেখুন)। এ কারণে তাঁকে বলা হয়েছে দুনিয়ার বাদশাহ্দের থেকে সর্বোচ্চ (প্রকা ১:৫ আয়াত দেখুন)। সে কারণে এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সার্বজনীন রীতি প্রকাশ পেয়েছে যা পরিপূর্ণতা লাভ করবে মসীহের মধ্য দিয়ে।

৮৯:২৯ তার সিংহাসন আসমানের আয়ুর মত করবো। ৩৬-৩৭ আয়াত দেখুন।

৮৯:৩০-৩৭ বাদশাহ্ দাউদ ও তাঁর বংশের সাথে আল্লাহ্র

৩০ তার সন্তানেরা যদি আমার ব্যবস্থা ত্যাগ করে,
ও আমার অনুশাসন অনুসারে না চলে;
৩১ যদি আমার সমস্ত বিধি লঙ্ঘন করে,
ও আমার সমস্ত হুকুম পালন না করে;
৩২ তবে আমি অপরাধের জন্য দণ্ড দ্বারা তাদের
শাস্তি দেব,
অধর্মের জন্য নানা ভাবে আঘাত করবো;
৩৩ তবুও তা থেকে আমার অটল মহব্বত হরণ
করবো না,
আমার বিশ্বস্ততায় মিথ্যা বলবো না।
৩৪ আমি আমার নিয়ম ব্যর্থ করবো না,
আমার মুখনির্গত কালাম অন্যথা করবো না।
৩৫ আমি আমার পবিত্রতায় একবার শপথ
করেছি,
দাউদের কাছে কখনও মিথ্যা বলবো না।
৩৬ তার বংশ চিরকাল থাকবে,
তার সিংহাসন আমার সাক্ষাতে সূর্যের মত
হবে।
৩৭ তা চাঁদের মত চিরকাল অটল থাকবে;
আকাশের বিশ্বস্ত সাক্ষীর মত থাকবে।
সেলা।
৩৮ কিন্তু তুমিই পরিত্যাগ ও অগ্রাহ্য করেছ,
তোমার অভিষিক্ত লোকের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছ।
৩৯ তুমি নিজের গোলামের নিয়ম ঘৃণা করেছ,
তাঁর মুকুট ভূমিতে ফেলে নাপাক করেছ।
৪০ তুমি তাঁর সমস্ত বেড়া ভেঙ্গে ফেলেছ,
তাঁর সমস্ত দুর্গ ধ্বংস করেছ।
৪১ পথিকেরা সকলে তাঁর দ্রব্য লুট করে;
তিনি প্রতিবেশীদের তিরস্কারের পাত্র
হয়েছেন।
৪২ তুমি তাঁর বিপক্ষদের ডান হাত উঁচু করেছ,
তাঁর সমস্ত দুশমনকে আনন্দিত করেছ।

[৮৯:৩২] ২শামু ৭:১৪।
[৮৯:৩৩] ২শামু ৭:১৫।
[৮৯:৩৪] শুমারী ২৩:১৯।
[৮৯:৩৭] ইয়ার ৩৩:২০-২১।
[৮৯:৩৮] ১খান্দান ২৮:৯; জবুর ৪৪:৯; ৭৮:৫৯।
[৮৯:৩৯] মাতম ৫:১৬।
[৮৯:৪০] ইশা ২২:৫; মাতম ২:২।
[৮৯:৪১] কাজী ২:১৪।
[৮৯:৪২] জবুর ১৩:২; ৮০:৬।
[৮৯:৪৩] জবুর ৪৪:১০।
[৮৯:৪৫] জবুর ৩৯:৫।
[৮৯:৪৬] জবুর ৭৯:৫।
[৮৯:৪৭] পয়দা ৪৭:৯; আইউ ৭:৭; ১পিতর ১:২৪।
[৮৯:৪৮] পয়দা ৫:২৪।
[৮৯:৫০] জবুর ৬৯:১৯।
[৮৯:৫১] জবুর ৭৪:১০।

[৮৯:৫২] জবুর ৪১:১৩;৭২:১৯।

৪৩ হ্যাঁ, তুমি তাঁর তলোয়ারের ধার অকার্যকর
করেছ,
যুদ্ধে তাঁকে দাঁড়াতে দাও নি।
৪৪ তুমি তাঁকে তেজোহীন করেছ,
তাঁর সিংহাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করেছ।
৪৫ তুমি তাঁর যৌবনকাল সংক্ষিপ্ত করেছ।
লজ্জায় তাঁকে আচ্ছন্ন করেছ।
সেলা।
৪৬ হে মাবুদ, কত কাল নিত্য লুকিয়ে থাকবে?
কত কাল তোমার ক্রোধ আগুনের মত
জ্বলবে?
৪৭ স্মরণ কর, আমি কেমন ক্ষণস্থায়ী;
তুমি মানুষকে কেমন অসারতার জন্য সৃষ্টি
করেছ!
৪৮ কোন্ মানুষ জীবিত থাকবে, মৃত্যু দেখবে না,
কে পাতালের হাত থেকে নিজের প্রাণ মুক্ত
করবে? সেলা।
৪৯ হে মালিক, তোমার সেই পূর্বকালীন অটল
মহব্বত কোথায়?
তুমি তো তোমার বিশ্বস্ততায় দাউদের পক্ষে
শপথ করেছিলে।
৫০ হে মালিক, তোমার গোলামদের প্রতি কৃত
তিরস্কার স্মরণ কর,
আমি বলবান জাতিগুলোর তিরস্কার নিজের
বক্ষঃস্থলে বহন করি।
৫১ হে মাবুদ, তোমার দুশমনেরা তিরস্কার
করেছে,
তোমার অভিষিক্ত লোকের পদচিহ্নকে
তিরস্কার করেছে।
৫২ মাবুদ ধন্য হোন, চিরকালের জন্য!
আমিন, আমিন।

নিয়ম (২ শামু ৭:১-২৯ আয়াতের নোট দেখুন) ছিল চিরস্থায়ী (২৮-২৯ আয়াত দেখুন) এবং নিঃশর্ত – যদিও কোন একক রাজকীয় বংশধর আল্লাহ্‌র প্রতি অবিশ্বস্ত হলে সে একাকী আল্লাহ্‌র বিচার ও শাস্তি ভোগ করবে (যেন অবশিষ্ট জাতি রক্ষা পায়)।

৮৯:৩৮-৪৫ এখন যেভাবে আল্লাহ্ দাউদের বর্তমান বংশধরকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর ভয়াবহ পরিণাম– যে সকল ওয়াদা ও নিয়ম আল্লাহ্ স্থাপন করেছিলেন তা এখন বাতিল বলে গণ্য হতে চলেছে (বিশেষ করে ১৯-২৯ আয়াত দেখুন)। এই মাতমের গভীরতা আরও বেশি উপলব্ধি করতে দেখুন জবুর ১৮ অধ্যায়।

৮৯:৪৬-৫১ অন্য কিছু নয়, শুধুমাত্র দাউদের সাথে সাধিত নিয়মের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততার প্রতি মুনাজাত ও ফরিয়াদ। এই অন্ধকার সময়ে এটিই জবুর রচয়িতার একমাত্র আশা।

৮৯:৪৬ কত কাল ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *ক্রোধ।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৮৯:৪৭ আমি কেমন ক্ষণস্থায়ী। ৩৭:২০; ৩৯:৪-৬ আয়াতের নোট দেখুন। মানব জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব এই মুনাজাতটিকে আরও স্পর্শকাতর করে তুলেছে।

অসারতা। যেহেতু মানুষের ক্ষমতা সীমিত এবং সে মৃত্যুর অধীন, সে কারণে মানুষ সব সময়ই এই দুনিয়াতে জীবন যাপনের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র উপরে সর্বাংশে নির্ভর করে থাকে (৬০:১১; ৯০:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন; ১০৮:১২; ১২৭:১-২; আরও দেখুন আইউব ৭:১-৩; হেদায়েত ১:২ আয়াতের নোট)।

৮৯:৪৯ পূর্বকালীন অটল মহব্বত। যে মহব্বতের কথা ১ আয়াতে বলা হয়েছে।

৮৯:৫০ স্মরণ কর। ৪৭ আয়াত দেখুন।

৮৯:৫২ সংক্ষিপ্ত দোয়াবাণী, যার মধ্য দিয়ে জবুর শরীফের তৃতীয় খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে (৪১:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

চতুর্থ খণ্ড
(জবুর ৯০-১০৬)

জবুর ৯০

আল্লাহ্‌র লোক হযরত মূসার মুনাজাত।

১ হে মালিক, তুমিই আমাদের বাসস্থান হয়ে
আসছ,
পুরুষানুক্রমে হয়ে আসছ।

[৯০:১] দ্বি.বি. ৩৩:২৭; ইফি ২:২২; প্রকা ২১:৩।
[৯০:২] ইশা ৯:৬; ৫৭:১৫।
[৯০:৩] পয়দা ২:৭; আইউ ৭:২১; ৩৪:১৫; ১করি ১৫:৪৭।
[৯০:৪] আইউ ১০:৫; ২পিতর ৩:৮।

২ পর্বতমালার জন্ম হবার আগে,
তুমি দুনিয়া ও জগৎকে জন্ম দেবার আগে,
এমন কি, অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল তুমিই
আল্লাহ্‌।
৩ তুমি মানুষকে ধূলিতে ফিরিয়ে থাক,
বলে থাক, বনি-আদমেরা, ফিরে যাও।
৪ কেননা হাজার বছর তোমার দৃষ্টিতে যেন
গতকাল,
তা তো চলে গেছে, আর যেন রাতের এক
প্রহর মাত্র।

জবুর ৯০-১০০ অধ্যায়। ১১টি গজলের একটি বিশেষ খণ্ড, যা শুরু হয়েছে "হে মালিক, তুমিই আমাদের বাসস্থান হয়ে আসছ, পুরুষানুক্রমে হয়ে আসছ" (৯০:১) কথাটির মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়েছে "তাঁর বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী" (১০০:৫) এই কথাটির মধ্য দিয়ে। খণ্ডটি শুরু হয়েছে মুনাজাতের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয়ে প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। এদের মধ্যে প্রথম দুটি গজল (অধ্যায় ৯০-৯১) বিষয়বস্তুর দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত; পরবর্তী তিনটি গজল (অধ্যায় ৯২-৯৪) একটি ট্রিলোজি তৈরি করেছে যা শেষ বিষয়বস্তুগত গুচ্ছের ভূমিকা হিসেবে কাজ করেছে (অধ্যায় ৯৫-৯৯)। মাঝখানে জবুর ৯৫ অধ্যায়টিতে পরবর্তী চারটি গজলের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এবং ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র রাজত্বে আনন্দকারীদের জন্য একটি সতর্কবার্তা রাখা হয়েছে যা দ্বি.বি. ৬:১৩-১৮ আয়াতের নবী মূসার বলা সতর্কবাণীর প্রতিফলন ঘটায়। বস্তুত জবুর শরীফের সম্পাদনাকারীগণ চেয়েছেন যেন জবুর শরীফের এই অংশের পাঠকগণ মূসার বক্তগুলোকে মধ্যস্থতা (জবুর ৯০ অধ্যায়) এবং তিরস্কার (৯৫:৮-১১ আয়াত) হিসেবে শুনতে পান। যৌথভাবে হারুন ও শামুয়েলের পরিচর্যা কাজের এই সংমিশ্রণ ও প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতি মহান বাদশাহ্‌ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র রাজত্বের অধীনে থেকে দোয়াযুক্ত হবে (৯৯:৬-৮ আয়াত দেখুন)।

জবুর ৯০ অধ্যায়। চিরন্তন মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি মুনাজাত যেন তিনি তাঁর গোলামদের প্রতি আরও সহনশীল হন, যারা যুগে যুগে তাঁকে নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ভূমি হিসেবে জেনে এসেছে (আয়াত ১; এর সাথে ৯১:৯ আয়াতও দেখুন), কিন্তু একই সাথে তারা তাঁর যন্ত্রণাদায়ক ক্রোধেরও শিকার হয়েছে এবং মৃত্যুর শাস্তি এসে তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। তারাই এই মুনাজাত রাখছে যেন আল্লাহ্‌র এই অসন্তোষ এবং শাস্তির মধ্য দিয়ে তারা প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করতে পারে (১২ আয়াতের নোট দেখুন)। মুনাজাত করা হয়েছে যেন তারা এখন আল্লাহ্‌র অটল মহব্বতের স্বাদ গ্রহণ করতে পারে এবং তাঁর আনন্দ যেন তাদেরকে ও তাদের সন্তানদেরকে পূর্ণ করে তোলে। এই গজলটির সাথে জবুর ৩৯ অধ্যায়ের অনেক মিল ও সংযোগ রয়েছে। এ কারণে মানব জাতির দুর্দশার যে চিত্র এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। বস্তুত পরবর্তী অধ্যায়টিকে ঈমানদারদের সুখ ও শান্তি কথা বর্ণিত হয়েছে এবং যারা "সর্বশক্তিমানের অন্তরালে থাকে" (৯১:১) এবং "সর্বশক্তিমানকে তার বাসস্থান করেছে" (৯১:৯; এর সাথে ৯২:১৩ আয়াত দেখুন) তাদের অবস্থার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণে পরবর্তী অধ্যায়ের সাথে (৯১ অধ্যায়) এই অধ্যায়টির তুলনা বিচারে ৯০ অধ্যায়টি এই স্থানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এখান থেকে ৯০ অধ্যায়টিকে সরিয়ে ফেলা হলে তা পুরো জবুর শরীফের বিন্যাসকে নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত করতো। জবুর ১০৩ অধ্যায়ও দেখুন। আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও গজবের কারণে মানব জাতির দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা নিয়ে দুটি অংশকে (আয়াত ৩-৬ এবং ৭-১০) কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে দুটি করে আয়াত দিয়ে (আয়াত ১-২ এবং ১১-১২)। এদের বৈপরীত্যের ভিত্তিতে অংশ দুটি থেকে মূল বক্তব্য আহরণ করা যায়: (১) মাবুদ আল্লাহ্‌, যিনি আমাদের বাসস্থান (আয়াত ১), তিনি তাঁর ক্রোধ ও শক্তিমত্তা আমাদেরকে দেখিয়েছেন (আয়াত ৭)। (২) আল্লাহ্‌ চিরস্থায়ী ও চিরন্তন (আয়াত ২), কিন্তু আমাদের আয়ু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত (আয়াত ১২)। এই প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে মুনাজাতে প্রবেশ করা হয়েছে যা গজলটির সমাপ্তি ঘটিয়েছে (আয়াত ১৩-১৭)।

৯০ অধ্যায়ের শিরোনাম। *মুনাজাত।* জবুর ৭১ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

মূসা। প্রথা অনুসারে এই গজলটি মূসা রচনা করেছেন। সম্ভবত এই ধারণার কারণ হচ্ছে: (১) এখানে দ্বি.বি. ৩২-৩৩ অধ্যায়ের মত একই ধরনের বক্তব্য বা ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে; (২) মধ্যস্থতামূলক মুনাজাত হিসেবে এই গজলটি নবী মূসার মুখেই ভাল মানায়, যিনি ইসরাইল জাতির জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ মধ্যস্থতাকারী (হিজ ৩২:১১-১৩; ৩৪:৯; শুমারী ১৪:১৩-১৯; দ্বি.বি. ৯:২৫-২৯; জবুর ১০৬:২৩; ইয়ার ১৫:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৯৯:৬ আয়াতও দেখুন); এবং (৩) অন্যান্য সকল স্থানে একমাত্র নবী মূসাই সরাসরি আল্লাহ্‌কে ইসরাইলের প্রতি তাঁর ক্রোধ নিবৃত্ত করতে বলেছেন (আয়াত ১৩; এর সাথে হিজ ৩২:১২ আয়াত দেখুন)।

আল্লাহ্‌র লোক। এ ধরনের কথা সাধারণত পুরাতন নিয়মের নবীদের ক্ষেত্রে বলা হয়ে থাকে (১ শামু ২:২৭ আয়াতের নোট দেখুন), যা মূসার ক্ষেত্রেও এর আগে বলা হয়েছে (যেমন ইউসা ১৪:৬ আয়াত)।

৯০:১ বাসস্থান। ৯১:৯ আয়াত দেখুন। ৭১:৩ আয়াতে এই হিব্রু শব্দটিকে "আশ্রয়" হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে এবং ৯১:৯ আয়াতে শব্দটিকে "বসতি" বা "নিরাপদ স্বর্গ" হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯০:৩-৬ মানব জাতি আল্লাহ্‌র প্রদত্ত মৃত্যুর দণ্ডের অধীনে সব সময় বাস করে– ধূলি থেকে ধূলিতে (পয়দা ৩:১৯)।

৯০:৪-৫ যদিও আল্লাহ্‌র কাছে এক হাজার বছর রাতের এক প্রহরের (তিন থেকে চার ঘণ্টা) মত, তথাপি তিনি মানব জীবনকে নতুন গজানো ঘাসের মত সংক্ষিপ্ত করেছেন, যা ভোরের আলো ফোটার সময় মুখ তোলে কিন্তু সন্ধ্যে নামার আগেই সূর্যের প্রখর তাপে শুকিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়।

৯০:৪ হাজার বছর ... যেন গতকাল। এর সাথে তুলনা করুন ২ পিতর ৩:৮ আয়াতের নোট। *রাতের এক প্রহর মাত্র।* কাজী

৫ তুমি তাদেরকে যেন বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে
যাচ্ছ, তারা স্বপ্নের মত;
খুব ভোরে তারা ঘাসের মত বেড়ে উঠে।
৬ খুব ভোরে ঘাস গজিয়ে উঠে ও বেড়ে উঠে,
সন্ধ্যাবেলা তা কেটে ফেলে ও তা শুকিয়ে
যায়।
৭ কেননা তোমার ক্রোধে আমরা ক্ষয় পাই,
তোমার কোপে আমরা ভীষণ ভয় পাই।
৮ তুমি রেখেছ আমাদের অপরাধগুলো তোমার
সাক্ষাতে,
আমাদের গুপ্ত বিষয়গুলো তোমার উপস্থিতির
আলোতে।
৯ কেননা তোমার ক্রোধে আমাদের সকল দিন
বয়ে যায়,
আমরা নিজ নিজ বছর নিশ্বাসের মত শেষ
করি।
১০ আমাদের আয়ুর পরিমাণ সত্তর বছর;
বলযুক্ত হলে আশী বছর হতে পারে;
তবুও তাতে থাকে কেবল কষ্ট ও দুঃখমাত্র,
কেননা তা বেগে পালিয়ে যায় এবং আমরা
উড়ে যাই।
১১ তোমার ক্রোধের পরিণতি কে বোঝে?

[৯০:৫] পয়দা ১৯:১৫।
[৯০:৬] ইশা ৪০:৬-৮; মথি ৬:৩০; ইয়াকুব ১:১০।
[৯০:৮] জবুর ১৯:১২; ২করি ৪:২; ইফি ৫:১২।
[৯০:৯] জবুর ৭৮:৩৩।
[৯০:১০] ইশা ২৩:১৫, ১৭; ইয়ার ২৫:১১।
[৯০:১০] ২শামু ১৯:৩৫।
[৯০:১১] জবুর ৭:১১।
[৯০:১২] মেসাল ১৬:৯; ২০:২৪।
[৯০:১৩] দ্বি.বি. ৩২:৩৬।
[৯০:১৪] জবুর ৩১:৭।
[৯০:১৬] জবুর ৪৪:১; ইব ৩:২।
[৯০:১৭] ইশা ২৬:১২।

যারা তোমাকে ভয় করে তাদের মত তোমার ভয়াবহতা কে বুঝতে পারে?
১২ এভাবে আমাদের দিন গণনা করতে শিক্ষা দাও,
যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি।
১৩ হে মাবুদ, ফির, আর কত কাল?
এখন তোমার গোলামদের প্রতি সদয় হও।
১৪ খুব ভোরে আমাদেরকে তোমার অটল মহব্বতে তৃপ্ত কর,
যেন আমরা সারা জীবন আনন্দ ও আহ্লাদ করি।
১৫ যত দিন তুমি আমাদের দুঃখ দিয়েছ,
যত বছর আমরা বিপদ দেখেছি,
সেই অনুসারে আমাদের আনন্দিত কর।
১৬ তোমার গোলামদের কাছে তোমার কাজ,
তাদের সন্তানদের উপরে তোমার মহিমা দৃষ্ট হোক।
১৭ আর আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের প্রসন্নভাব আমাদের উপরে বর্তুক;
আর তুমি আমাদের পক্ষে আমাদের হাতের কাজ স্থায়ী কর,
আমাদের হাতের কাজ তুমি স্থায়ী কর।

৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৯০:৫-৬ মানব জীবনের সংক্ষিপ্ততা প্রায়শই কিতাবুল মোকাদ্দসের রচয়িতাগণকে ভাবিয়ে তুলেছে (৩৭:২, ২০, ৩৬; ৩৯:৫, ১১; ৬২:৯; ৭৮:৩৯; ৮৯:৪৭; ১০২:৩, ১১; ১০৩:১৫-১৬; ১০৯:২৩; ১৪৪:৪; আইউব ৮:৯; ১৪:১-২; হেদায়েত ৬:১২; ইশা ৪০:৬-৮; ইয়াকুব ১:১০-১১; ১ পিতর ১:২৪-২৫ আয়াত দেখুন)।

৯০:৭-১০ মানব জীবনের এই সংক্ষিপ্ত সময়কালও অত্যন্ত সমস্যাবহুল ও জটিল, কারণ আল্লাহ্ প্রত্যেকটি মানুষের গুনাহ্ এক একটি করে চিহ্নিত করেন এবং প্রত্যেকটি গুনাহ্র জন্যই তিনি বিচার করেন ও শাস্তি দেন।

৯০:৭ ক্রোধ ... কোপ। ৯, ১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২:৫ আয়াতের নোটও দেখুন।

৯০:৮ তোমার উপস্থিতির আলো। আল্লাহ্র পবিত্র জ্যোতি যা আমাদের অন্তরের প্রত্যেকটি লুকোনো কোণ প্রজ্জ্বলিত করে এবং আমাদের কালো অন্ধকার গোপন বিষয়গুলোকে প্রকাশ করে।

৯০:১০ আশি বছর। হিব্রু কাব্যিক ঢংয়ে ৭০ বছর বলার পর পর্যায়ক্রমিক তুলনা প্রকাশে ৮০ বছর বলা হয়েছে (আমোস ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *বলযুক্ত হলে।* অর্থাৎ যদি আল্লাহ্ আমাদেরকে তত দিন বেঁচে থাকার জন্য শক্তি দেন। এখানে বোঝানো হচ্ছে মানুষ যত বছরই বাঁচুক না কেন, সারা জীবনই তাদেরকে দুঃখ কষ্ট ভোগ করতে হয়।

৯০:১১-১২ কে বোঝে ... শিক্ষা দাও। আল্লাহ্র ক্রোধের মাত্রা কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু প্রত্যেকেরই তাদের নিজ নিজ জীবন সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হবে নতুবা তারা মূর্খতার পর্যবসিত হবে এবং তাদের এই নশ্বর জীবন আল্লাহ্র ক্রোধে পতিত হবে (জবুর ১০ অধ্যায়; ৩০:৬; ৪৯; ৭৩:৪-১২ আয়াত দেখুন; দ্বি.বি. ৮ অধ্যায়ও দেখুন)।

৯০:১১ যারা তোমাকে ভয় করে তাদের মত। ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৯০:১২ যেন আমরা প্রজ্ঞার চিত্ত লাভ করি। আল্লাহ্র জ্ঞান শিক্ষা উদ্ধত গুনাহ্গারদের অন্তর নম্র করে ও তাদেরকে প্রকৃত প্রজ্ঞা শেখায় (৩৯; ৯৪:১২; মেসাল ৩:১-১২; হাবা ১২:৭-১১ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৯২:৬-৭; ৯৪:৮-১০)।

৯০:১৩-১৭ আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত যেন তিনি দয়াশীল হন এবং তাদের জীবনের আনন্দ ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। যে উত্তম আশা নিয়ে এই মুনাজাত ব্যক্ত করা হয়েছে তা জবুর ৯১; ৯২ অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে; এর সাথে ৯৪:১২-১৪ আয়াত দেখুন।

৯০:১৩ ফির। আক্ষরিক অর্থে "অনুতাপ কর" (তুলনা করুন আয়াত ৩)। *আর কত কাল?* ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯০:১৪ খুব ভোরে। তোমার ক্রোধের এই দীর্ঘ ও অন্ধকার রাত কেটে গিয়ে যেন তোমার মহব্বতের নতুন ভোর আমাদের জন্য দেখা দেয় (জবুর ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। মসীহের পুনরুত্থানের মধ্য দিয়ে এই মুনাজাতের সর্বশেষ উত্তর পাওয়া যায় (রোমীয় ৫:২-৫; ৮:১৮; ২ করি ৪:১৬-১৮)। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৯০:১৬ তোমার কাজ ... তোমার মহিমা। অর্থাৎ তোমার মহৎ কাজ ও মহিমা (১১১:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। এ ধরনের কাজের একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পেতে পুরো জবুর ১১১ অধ্যায়টি দেখুন। *তাদের সন্তানদের উপরে।* যেমনটা বিগত প্রজন্মের উপরে ছিল (আয়াত ১)।

৯০:১৭ প্রসন্নভাব। এর সাথে ২৭:৪ আয়াতের নোটও দেখুন। স্থায়ী কর। যেভাবে তুমিই কেবল এই দুনিয়াতে আমাদের সুরক্ষা হয়ে আছে (আয়াত ১), সেভাবে তুমিই আমাদের হাতের সমস্ত কাজকে কার্যকরী ও স্থায়ী করে তোল– যদিও বা

জবুর ৯১

১ যে ব্যক্তি সর্বশক্তিমানের অন্তরালে থাকে,
সে সর্বশক্তিমানের ছায়াতে বসতি করে।
২ আমি মাবুদের বিষয়ে বলবো,
'তিনি আমার আশ্রয়, আমার দুর্গ,
আমার আল্লাহ্, আমি তাঁতে নির্ভর করবো'।
৩ হ্যাঁ, তিনিই তোমাকে ব্যাধের ফাঁদ থেকে,
ও সর্বনাশক মহামারী থেকে রক্ষা করবেন।
৪ তিনি তাঁর পালকে তোমাকে আবৃত করবেন,
তাঁর পাখার নিচে তুমি আশ্রয় পাবে;
তাঁর বিশ্বস্ততা হল ঢাল ও রক্ষাকারী
প্রাচীরস্বরূপ।
৫ তুমি ভয় পাবে না– রাতের ত্রাস থেকে,
দিনে উড়্ডীয়মান তীর থেকে,
৬ অন্ধকারে বিচরণকারী মহামারী থেকে,
মধ্যাহ্নের সাংঘাতিক ব্যাধি থেকে।
৭ পড়বে তোমার পাশে হাজার জন,
তোমার দক্ষিণে দশ হাজার জন,
কিন্তু সেটি তোমার কাছে আসবে না।

[৯১:১] জবুর ৬৩:৭; ইশা ৪৯:২; মাতম ৪:২০।
[৯১:২] ২শামু ২২:২।
[৯১:৩] জবুর ১২৪:৭; মেসাল ৬:৫।
[৯১:৪] দ্বি.বি. ৩২:১০; ইশা ২৭:৩; ৩১:৫; জাকা ১২:৮।
[৯১:৫] আইউ ৫:২১।
[৯১:১০] মেসাল ১২:২১।
[৯১:১১] পয়দা ৩২:১; ইব ১:১৪।
[৯১:১২] মথি ৪:৬; লূক ৪:১০-১১।
[৯১:১৩] দানি ৬:২২; লূক ১০:১৯।

৮ তুমি কেবল স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করবে,
দুষ্টদের প্রতিফল দেখবে।
৯ 'হাঁ, মাবুদ, তুমিই আমার আশ্রয়'।
তুমি সর্বশক্তিমানকে তোমার বাসস্থান করেছ;
১০ তোমার কোন বিপদ ঘটবে না,
কোন উৎপাত তোমার তাঁবুর কাছে আসবে না।
১১ কারণ তিনি তাঁর ফেরেশতাদেরকে তোমার বিষয়ে হুকুম দেবেন,
যেন তাঁরা তোমার সমস্ত পথে তোমাকে রক্ষা করেন।
১২ তাঁরা তোমাকে হাতে করে তুলে নেবেন,
যেন তোমার চরণে পাথরের আঘাত না লাগে।
১৩ তুমি সিংহ ও সাপের উপর পা দেবে,
তুমি যুবসিংহ ও নাগকে পদতলে দলবে।
১৪ 'সে আমাতে আসক্ত, সেজন্য আমি তাকে বাঁচাব;
আমি তাকে উচ্চে স্থাপন করবো,

আমরা নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী মানুষ।

জবুর ৯১ অধ্যায়। যারা আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে তাদের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার এক প্রত্যুজ্জ্বল সাক্ষ্য– জবুর ৯০ অধ্যায়ের সাথে পাশাপাশি অবস্থিত হওয়ার কারণে এখানে মানব জাতির প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির এক অপূর্ব মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে (উক্ত গজলের ভূমিকা দেখুন)। সম্ভবত বায়তুল মোকাদ্দসের কোন একজন কর্মকর্তা (একজন ইমাম বা লেবীয়) এই গজলটি লিখেছিলেন খোদাভক্ত এবাদতকারীদের প্রতি নিশ্চয়তা দানের গজল হিসেবে। যেহেতু ৩-১৩ আয়াতের "তুমি" কথাটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে এমন কাউকে যিনি "সর্বশক্তিমানকে তাঁর বাসস্থান করেন" (আয়াত ৯; ৯০:১ আয়াত দেখুন), সে কারণে শয়তান ১১-১২ আয়াতটি ঈসা মসীহের উপরে প্রয়োগ করেছিল (মথি ৪:৬; লূক ৪:১০-১১ আয়াত দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি দুই ভাগে বিভক্ত যার প্রত্যেকটিতে আটটি করে আয়াত রয়েছে। দ্বিতীয় অংশের শুরুতে দুটি আয়াত (আয়াত ৯-১০) ১-২ আয়াতের বিষয়-বস্তুকে প্রতিফলিত করেছে। প্রথমার্ধে চারটি বিপদের বিপরীতে আল্লাহ্‌র সুরক্ষার কথা নিশ্চিত করা হয়েছে (আয়াত ৫-৬) যদিও হাজার হাজার মানুষের পতনের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৭)। দ্বিতীয়ার্ধে চারটি দানবাকৃতি পশুর উপরে বিজয় লাভের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে (আয়াত ১৩)। ১৪-১৬ আয়াতে দীর্ঘায়ু ও সমৃদ্ধি লাভের নিশ্চয়তা জ্ঞাপন করা হয়েছে।

৯১:১ অন্তরাল। মাবুদের এবাদতখানা (যেমনটা দেখা যায় ২৭:৫; ৩১:২০ আয়াতে; এর সাথে ২৩:৬; ২৭:৪ আয়াতও দেখুন), যেখানে খোদাভক্ত মানুষেরা মাবুদের রক্ষাকারী পাখার নিচে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে (আয়াত ৪; ৬১:৪)। *সর্বশক্তিমান।* ৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে পয়দা ১৪:১৯ আয়াত দেখুন। *ছায়া।* ১৭:৮ আয়াত দেখুন। *সর্বশক্তিমান।* দেখুন পয়দা ১৭:১ আয়াতের নোটও দেখুন।

৯১:৩ ব্যাধের ফাঁদ। মানব শত্রুদের বিপদ সম্পর্কিত উপমা (১২৪:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯:১৫ আয়াতের নোটও দেখুন)।

মহামারী। রোগের কারণে জীবনের উপরে যে সমস্ত ঝুঁকি দেখা দেয়। এই দুটি ঝুঁকি বা বিপদকে ৫-৬ আয়াতে আরও বিস্তারিতভাবে বলা হয়েছে।

৯১:৪ তাঁর পালকে ... তাঁর পাখার নিচে। ১৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন।

৯১:৫ ভয়। যেমনটা রয়েছে ৬৪:১ আয়াতে ("হুমকি"), এখানে দুশমনদের আক্রমণের কথা বলা হয়েছে; এভাবে "তীর" শব্দটির সাথে একে সংযুক্ত করা হয়েছে। যুদ্ধ সংক্রান্ত এই দুটি বিপদকে "মহামারী" ও "ব্যাধী" (আয়াত ৬) শব্দ দুটির পাশাপাশি রাখা হয়েছে, যা মরণঘাতী রোগকে জাতিগত ধ্বংসের পর্যায়ে নিয়ে যায়।

রাতে ... দিনে। অর্থাৎ দিনে বা রাতে যে সময়েই এই বিপদ আসুক না কেন, তুমি নিরাপদে থাকবে। এখানে সময়ের উল্লেখ পরবর্তী অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় (আয়াত ৬ দেখুন)।

৯১:৭ দশ হাজার। হিব্রু কাব্যিক ভাষার রীতি অনুসারে ১০,০০০ মানুষ বলতে অনেক সময় ১,০০০ মানুষ বোঝানো হয়ে থাকে (৯০:১০; ১ শামু ১৮:৭; আমোস ১:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯১:৯ বাসস্থান। ৯০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯১:১১-১২ মথি ৪:৬; লুক ৪:১০-১১ আয়াতে শয়তান এই আয়াত দুটি উদ্ধৃত করেছে।

৯১:১১ তাঁর ফেরেশতাদেরকে। ৩৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯১:১২ পাথরের আঘাত। কেনান দেশের পাথুরে অর্থাৎ প্রতিবন্ধকতায় পূর্ণ পথ (মেসাল ৩:২৩ আয়াত দেখুন)।

৯১:১৩ সিংহ ... সাপ ... যুবসিংহ ... নাগ। সিংহ ও বিষধর সাপের এই দ্বৈত উল্লেখের মধ্য দিয়ে ৫-৬ আয়াতের রূপকার্থক উপমাগুলোর সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং মানুষের জীবনের উপরে যে সকল ঝুঁকি রয়েছে সেগুলো সংক্রান্ত উপমার বর্ণনা সম্পন্ন করা হয়েছে (আমোস ৫:১৯ আয়াত দেখুন)।

৯১:১৪-১৬ একজন নবীর ভবিষ্যদ্বাণীর মত করে জবুর রচয়িতা (ভূমিকা দেখুন) খোদাভক্ত সকল মানুষকে এই আশ্বাসবাণী

কারণ সে আমার নাম জ্ঞাত হয়েছে।
১৫ সে আমাকে ডাকবে, আমি তাকে উত্তর দেব;
আমি সঙ্কটে তার সঙ্গে থাকব;
আমি তাকে উদ্ধার করবো, গৌরবান্বিতও করবো।
১৬ আমি দীর্ঘ আয়ু দিয়ে তাকে তৃপ্ত করবো,
আমার নাজাত তাকে দেখাব।'

জবুর ৯২

কাওয়ালী। বিশ্রামবার-বিষয়ক গজল।
১ মাবুদের শুকরিয়া আদায় করা;
হে সর্বশক্তিমান, তোমার নামের উদ্দেশে কাওয়ালী করা উত্তম;
২ খুব ভোরে তোমার অটল মহব্বত,

[৯১:১৫] ১শামু ২:৩০; ইউ ১২:২৬।
[৯১:১৬] দ্বি.বি. ৬:২; জবুর ২১:৪।
[৯২:১] জবুর ২৭:৬।
[৯২:৩] ১শামু ১০:৫; ইহি ৩৩:২; ৮১:২।
[৯২:৫] আইউ ৩৬:২৪; প্রকা ১৫:৩।
[৯২:৭] জবুর ৩৭:২।

ও প্রতিরাত্রে তোমার বিশ্বস্ততা তবলিগ করা উত্তম,
৩ দশতন্ত্রী ও নেবলযন্ত্র সহকারে,
গম্ভীর বীণা-ধ্বনি সহকারে।
৪ কেননা, হে মাবুদ, তুমি তোমার কাজ দ্বারা আমাকে আহ্লাদিত করেছ;
আমি তোমার হস্তকৃত সমস্ত কাজে জয়ধ্বনি করবো।
৫ হে মাবুদ, তোমার সমস্ত কাজ কেমন মহৎ।
তোমার সমস্ত সঙ্কল্প অতি গভীর।
৬ নরপশু জানে না, নির্বোধ তা বোঝে না।
৭ দুর্বৃত্তরা যখন ঘাসের মত অঙ্কুরিত হয়,
অধর্মচারী সকলে যখন উন্নতি লাভ করে,

দিচ্ছেন যে, যারা আল্লাহ্‌কে সত্যিকার অর্থে মহব্বত করে এবং তাঁর উপরে ঈমান স্থাপন করে তাদের প্রত্যেকের জীবনে তিনি তাঁর ওয়াদা রক্ষা করবেন।

৯১:১৪ আমি তাকে উচ্চে স্থাপন করবো। আক্ষরিক অর্থে "আমি তাকে সুরক্ষা দান করবো"। *সে আমার নাম জ্ঞাত হয়েছে।* ৯:১০ আয়াত দেখুন ("তোমার নাম") এবং নোট দেখুন। *আমার নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯১:১৫ সে আমাকে ডাকবে, আমি তাকে উত্তর দেব। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৯১:১৬ দীর্ঘ আয়ু দিয়ে। জবুর ৯০ অধ্যায়ের মূল বক্তব্যের সম্পূর্ণ বিপরীত বক্তব্য ও নাটকীয় পট পরিবর্তন।

জবুর ৯২ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতাপূর্ণ শাসনের জন্য আনন্দ সহকারে তাঁর গৌরব ঘোষণা। এখানে ধার্মিকদের সমৃদ্ধির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, যারা "মাবুদের গৃহে রোপিত" (আয়াত ১৩)। এর সাথে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে জবুর ৯১ অধ্যায়ের সংযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে (উক্ত গজলের ভূমিকা দেখুন)। এই অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র ধর্মশীল শাসনের জন্য ধার্মিকদের অন্তরে যে আনন্দ, তার সাথে পরবর্তী অধ্যায়গুলোর সংযোগ সাধন করা হয়েছে (জবুর ৯৩-১০০ অধ্যায়; বিশেষ করে ৯৪ অধ্যায় দেখুন)। বস্তুত এ কথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, জবুর শরীফের সম্পাদনাকারীগণ জবুর ৯২-৯৪ অধ্যায়কে এক সাথে করে একটি ট্রিলজিতে রূপ দান করেছেন, যা ৯০-৯১ এবং ৯৫-৯৯ অধ্যায়ের মধ্যে সংযোগ সাধনকারী সেতু হিসেবে কাজ করেছে (জবুর ৯৩ ও ৯৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। উল্লেখ্য যে, আল্লাহ্‌র ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌ (অর্থাৎ "মাবুদ") নামটি এই অধ্যায়ে সাত বার উল্লেখ করা হয়েছে। ১০-১১ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, এই গজলটির রচয়িতা সম্ভবত ইসরাইলের বাদশাহ্‌দের মধ্যে কোন একজন। ভূমিকায় আল্লাহ্‌র প্রশংসার পরে (আয়াত ১-৩) ৪-৫ আয়াতে প্রশংসা জ্ঞাপনের জন্য মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে ("তুমি," "আমি"), যা ১০-১১ আয়াতে আবারও দেখা যায় ("আমার," "আমি," "আমার," "আমার," "আমার," "আমার")। ৬-৯ আয়াতে মন্দ কর্ম সাধনকারীদের মূর্খতা এবং তাদের নিয়তি সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, যেখানে ১২-১৫ আয়াতে ধার্মিকদের সমৃদ্ধির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। এছাড়া ৭ ও ১৩ আয়াতের মধ্যে সংযোগ লক্ষ্য করুন।

৯২ অধ্যায়ের শিরোনাম। *কাওয়ালী।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

বিশ্রামবারের। বন্দীদশার পরবর্তী কালে বায়তুল মোকাদ্দসের এবাদতের লিটার্জিতে এই গজলটি সাধারণত বিশ্রামবারের সকাল বেলায় কোরবানীর সময় গাওয়া হত। সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর সূচী ছিল এমন: প্রথম দিন, জবুর ২৪ অধ্যায়; দ্বিতীয় দিন, জবুর ৪৮ অধ্যায়; তৃতীয় দিন, জবুর ৮২ অধ্যায়; চতুর্থ অধ্যায়, জবুর ৯৪ অধ্যায়; পঞ্চম দিন, জবুর ৮১ অধ্যায়; ষষ্ঠ দিন, জবুর ৯৩ অধ্যায়)।

৯২:১-৩ প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে গজলটি শুরু করা হয়েছে।

৯২:১ মাবুদ ... সর্বশক্তিমান। অর্থাৎ "সর্বশক্তিমান মাবুদ" (৭:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *তোমার নামের।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *সর্বশক্তিমান।* জবুর ৯১ অধ্যায়ের সাথে সংযোগ রয়েছে (উক্ত অধ্যায়ের ১, ৯ আয়াত দেখুন)। শিরোনাম সম্পর্কে আরও জানার জন্য পয়দা ১৪:১৯ আয়াত দেখুন।

৯২:২ অটল মহব্বত ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ মহব্বত ও বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)। *মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *খুব ভোরে ... প্রতি রাত্রে।* অর্থাৎ অবিরতভাবে।

৯২:৩ দশতন্ত্রী ... নেবল। ৫৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *বীণা।* পয়দা ৩১:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯২:৪-৫ আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজের জন্য আনন্দ প্রকাশ (১০-১১ আয়াত দেখুন)।

৯২:৫ অতি গভীর। আক্ষরিক অর্থে "নিগূঢ়"। তোমার সমস্ত সঙ্কল্প। যা তোমার কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

৯২:৬-৯ দুষ্টদের মারাত্মক মূর্খতা (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১২-১৫)।

৯২:৬ নরপশু ... নির্বোধ। ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৪৯:১০ আয়াত এবং বিশেষ করে ৯৪:৮-১১ আয়াতের নোট। তারা জানে না যে, মাবুদ আল্লাহ্‌ ধার্মিকতা সহকারে শাসন করেন। তারা দুষ্টদেরকে দ্রুত বেগে উঠতে দেখে কিন্তু মাবুদ আল্লাহ্‌ জানেন তাদের জন্য কী নিয়তি রয়েছে। এভাবেই লেখক তাঁর বিরোধী দুরাচারদের (আয়াত ১১) বৈশিষ্ট্য নিরূপণ করেছেন, যাদের নিয়তি স্বয়ং মাবুদ নির্ধারণ করে রেখেছেন।

৯২:৭ একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, যা জবুর ৭৩ অধ্যায়ে আরও পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ করা হয়েছে (এর সাথে ৩৭:২; ৬২:৯; ৯০:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

তখন তা তাদের হয়ে থাকে চির-বিনাশের
জন্য।
৮ কিন্তু হে মাবুদ, তুমি অনন্তকাল ঊর্ধ্ববাসী।
৯ কেননা, দেখ, তোমার দুশমনেরা,
হে মাবুদ, দেখ, তোমার দুশমনেরা বিনষ্ট
হবে;
দুর্বৃত্তরা সকলে ছিন্নভিন্ন হবে।
১০ কিন্তু তুমি আমার মাথা বন্য ষাঁড়ের শিংগুলোর
মত উন্নত করেছ;
আমি নব তেলে অভিষিক্ত হয়েছি।
১১ আর আমার চোখ আমার দুশমনদের পরিণতি
নিরীক্ষণ করেছে;
আমার কান আমার বিরোধী দুরাচারদের
পরিণতির কথা শুনতে পেয়েছে।
১২ ধার্মিক লোক তালতরুর মত উৎফুল্ল হবে,
সে লেবাননের এরস গাছের মত বাড়বে।
১৩ যারা মাবুদের গৃহে রোপিত,
তারা আমাদের আল্লাহ্‌র প্রাঙ্গণে উৎফুল্ল হবে।

[৯২:৯] জবুর ৪৫:৫।
[৯২:১০] জবুর ৮৯:১৭।
[৯২:১২] জবুর ১:৩; ৫২:৮; ইয়ার ১৭:৮; হোশেয় ১৪:৬।
[৯২:১৪] ইউ ১৫:২।
[৯২:১৫] আইউ ৩৪:১০।
[৯৩:১] ১খান্দান ১৬:৩১।
[৯৩:২] ২শামু ৭:১৬।
[৯৩:৩] আইউ ৯:৮; জবুর ১০৭:২৫, ২৯; ইশা ৫১:১৫; ইয়ার ৩১:৩৫; ইব ৩:১০।
[৯৩:৪] জবুর ৬৫:৭; ইয়ার ৬:২৩।

১৪ তারা বৃদ্ধ বয়সেও ফল উৎপন্ন করবে,
তারা সরস ও তেজস্বী হবে;
১৫ এর দ্বারা প্রচারিত হবে যে, মাবুদ সরল;
তিনি আমার শৈল এবং তাঁতে কোন অন্যায়
নেই।

জবুর ৯৩

১ মাবুদ রাজত্ব করেন;
তিনি মহিমাতে সজ্জিত;
মাবুদ সজ্জিত, তিনি পরাক্রমে বদ্ধকটি;
আর দুনিয়াও অটল, তা বিচলিত হবে না।
২ তোমার সিংহাসন পূর্বকাল থেকে অটল;
অনাদিকাল থেকে তুমি বিদ্যমান।
৩ হে মাবুদ, বন্যার পানিতে গর্জন উঠেছে,
সমস্ত নদী নিজ নিজ ধ্বনি উঠিয়েছে,
সমস্ত নদী নিজ নিজ তরঙ্গ উঠাচ্ছে।
৪ শক্তিশালী পানির কল্লোল-ধ্বনির চেয়ে,
সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গমালার চেয়ে, ঊর্ধ্বস্থ
মাবুদ বলবান।

৯২:৮ তুমি অনন্তকাল ঊর্ধ্ববাসী। আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন এই ঊর্ধ্ববাস তাঁর দুশমনদের পতন ও ধ্বংস আরও সুনিশ্চিত করে।

৯২:৯ দুশমনেরা। এখানে দুরাচারদের কথা বলা হয়েছে, যাদের কথা ৭ আয়াতেও দেখা যায়।

৯২:১০-১১ আল্লাহ্‌র প্রসন্নতার জন্য আনন্দ প্রকাশ (আয়াত ৪-৫ দেখুন): আল্লাহ্‌ তাঁকে বিজয়ী করেছেন (৮৯:২৪ আয়াত দেখুন) এবং তাঁকে আনন্দ তেলে অভিষিক্ত করেছেন (৪৫:৭; এর সাথে ২৩:৫ আয়াত দেখুন)। তিনি তাঁকে তাঁর সমস্ত দুশমনদের উপরে বিজয় দান করেছেন।

৯২:১২-১৫ ধার্মিকদের সুনিশ্চিত সম্মান ও সমৃদ্ধি। যদিও দুষ্টেরা "ঘাসের মত" দ্রুত বড় হয়ে ওঠে, তাদের ধ্বংস সুনিশ্চিত (আয়াত ৭)। কিন্তু ধার্মিকদেরকে রোপণ করা হয়েছে এক সুরক্ষিত স্থানে (জবুর ৯১ অধ্যায় দেখুন)। তারা পরিণত বয়সেও থাকবেন যৌবনের প্রাণ চাঞ্চল্যে পূর্ণ এবং তারা মাবুদ আল্লাহ্‌র এই ন্যায্য বিচারে আনন্দ উল্লাস করবেন (আয়াত ১৫ দেখুন)। *আল্লাহ্‌র প্রাঙ্গণে।* অর্থাৎ এবাদতখানায় (৮৪:২, ১০; ২ বাদশাহ্‌ ২১:৫; ২৩:১১-১২ আয়াত দেখুন)।

৯২:১৫ সরল ... শৈল ... তাঁতে কোন অন্যায় নেই। দ্বি.বি. ৩২:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৯৩ অধ্যায়। মাবুদের অনন্তকালীন, সার্বজনীন ও অপ্রতিরোধ্য রাজত্বের প্রশংসা সূচক গজল, যার বিষয়বস্তুর সাথে জবুর ৪৭; ৯৫-৯৯ অধ্যায় সামঞ্জস্যপূর্ণ। এই গজলগুলো এক সাথে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র রাজ্য স্থাপনের জন্য মানুষের অন্তরে আশা ও নির্ভরতা সঞ্চার করে। সম্ভবত এবাদতখানার কোন ইমাম বা লেবীয় এই গজল রচনা করেছেন এবং এবাদতের সময় লিটার্জির অংশ হিসেবে এই গজল গাওয়া হত। জবুর ৯৩ অধ্যায়টি ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র মহাজাগতিক শাসনের প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ করে, যা মানবীয় জীবন ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট সমস্ত কিছুর উপরে তাঁর ধার্মিকতা ও ন্যায্যতার প্রতিফলনকে সুস্পষ্ট করে তোলে। আর এ কারণেই যারা ধার্মিক এবং ন্যায়শীল আচরণ করে, যারা মাবুদের উপরে নির্ভর করে ও তাঁকে মহব্বত করে, কিন্তু একই সাথে খোদাবিহীন মূর্খ লোকদের কারণে যারা দুনিয়াতে কষ্টভোগ করে থাকেন তাদের জন্য যে আনন্দ (জবুর ৯২ অধ্যায়) এবং আশা (জবুর ৯৪ অধ্যায়) রয়েছে তার নিশ্চয়তা এই অধ্যায়ে খুঁজে পাওয়া যায়। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলের দুটি সংক্ষিপ্ত অংশ রয়েছে (আয়াত ১-২, ৩-৪) এবং একটি উপসংহার রয়েছে (আয়াত ৫)।

৯৩:১-২ মাবুদের রাজত্ব, যার মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্ট দুনিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ রয়েছে এবং যুগে যুগে চিরকাল এমনই থাকবে (পয়দা ১:১ আয়াত দেখুন)। যদিও জাতি হিসেবে ইসরাইল অনেক পরে তার অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছে, তথাপি আল্লাহ্‌ সৃষ্টির অনাদিকাল থেকেই তার বাদশাহ্‌ হিসেবে রাজত্ব করছেন।

৯৩:১ মাবুদ রাজত্ব করেন। ইসরাইল জাতির বিধিকল্পের চূড়ান্ত সত্য এবং সর্ব প্রথম বিধান (৯৬:১০; ৯৭:১; ৯৯:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে জাকা ১৪:৯ আয়াতের নোটও দেখুন। এছাড়া জবুর শরীফের ভূমিকা, ধর্মতত্ত্ব, মূল বিষয়বস্তুসমূহ দেখুন)।

৯৩:৩-৪ মাবুদ আল্লাহ্‌ এই দুনিয়া সৃষ্টির সময় এবং তার পর থেকেই নিজেকে অন্য যে কোন মহাজাগতিক শক্তির চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান হিসেবে প্রকাশ করেছেন, যারা তাঁর সৃষ্ট দুনিয়ায় বিশৃঙ্খলা তৈরি করতে পারে।

৯৩:৩ সমস্ত নদী। এখানে সৃষ্টির পূর্বতন অবস্থায় দুনিয়াতে যে ঘন অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিশৃঙ্খল পানির অবস্থান ছিল তার কথা বোঝানো হয়েছে (৩৩:৭; ১০৪:৭-৯; পয়দা ১:৬-১০; আইউব ৩৮:৮-১১ আয়াত দেখুন)। বস্তুত এর মধ্য দিয়ে প্রতীকী অর্থে সে সবের কথা বোঝানো হয়েছে যা কিছু মাবুদের রাজ্যের আগমনে বাধা দান করতে পারে (৬৫:৬-৭; ৭৪:১৩-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৩:৪ দুনিয়া সৃষ্টির পূর্বের জলরাশির গর্জনকে মাবুদ আল্লাহ্‌র হুকুমের বলশালী কণ্ঠের সাথে কোনভাবেই তুলনা করা যায় না (১০৪:৭ আয়াত দেখুন)।

৫ হে মাবুদ, তোমার সমস্ত নির্দেশ অতি
বিশ্বাসযোগ্য,
চিরদিনের জন্য পবিত্রতা তোমার গৃহের
শোভা।

জবুর ৯৪

১ হে মাবুদ, তুমি প্রতিফলদাতা আল্লাহ্,
হে প্রতিফলদাতা আল্লাহ্, দেদীপ্যমান হও।
২ উঠ, হে দুনিয়ার বিচারকর্তা,
অহঙ্কারী লোকদেরকে অপকারের প্রতিফল
দাও।
৩ দুষ্টরা কত কাল, হে মাবুদ,
দুষ্টরা কত কাল উল্লাস করবে?
৪ তারা অনর্থক কথা বলছে, সগর্বে কথা বলছে,
দুর্বৃত্তরা সকলে নিজের বিষয়ে গর্ব করছে।
৫ হে মাবুদ, তোমার লোকদেরকেই তারা চূর্ণ
করছে,
তোমার অধিকারকে দুঃখ দিচ্ছে।
৬ তারা বিধবা ও প্রবাসীকে হত্যা করছে;

[৯৪:১] পয়দা ৪:২৪; রোমীয় ১২:১৯।
[৯৪:২] ইব ১২:২৩; ইয়াকুব ৫:৯।
[৯৪:৪] ইয়ার ৪৩:২।
[৯৪:৫] ইশা ৩:১৫; ইয়ার ৮:২১।
[৯৪:৬] ইশা ১:১৭।
[৯৪:৭] আইউ ২২:১৪।
[৯৪:৮] দ্বি.বি. ৩২:৬।
[৯৪:৯] হিজ ৪:১১।
[৯৪:১০] হিজ ৩৫:৩৪।
[৯৪:১১] মথি ৯:৪।
[৯৪:১২] ইব ১২:৫।
[৯৪:১৩] জবুর ৮৬:৭।

এতিমদেরকে মেরে ফেলছে।
৭ তারা বলছে, মাবুদ দেখবেন না,
ইয়াকুবের আল্লাহ্ বিবেচনা করবেন না।
৮ হে লোকদের মধ্যবর্তী নরপশুরা, বিবেচনা
কর;
হে নির্বোধেরা, কবে তোমাদের সুবুদ্ধি হবে?
৯ যিনি কান সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি শুনবেন না?
যিনি চোখ গঠন করেছেন, তিনি কি দেখবেন
না?
১০ যিনি জাতিগুলোর শিক্ষাদাতা, তিনি কি
ভর্ৎসনা করবেন না?
তিনিই তো মানবজাতিকে জ্ঞান শিক্ষা দেন।
১১ মাবুদ মানুষের কল্পনাগুলো জানেন,
সেই সকল তো শ্বাসমাত্র।
১২ সুখী সেই ব্যক্তি, যাকে তুমি শাসন কর,
হে মাবুদ, যাকে তুমি তোমার শরীয়ত থেকে
শিক্ষা দাও,
১৩ যেন তুমি তাকে বিপদ কাল থেকে বিশ্রাম

৯৩:৫ অতি বিশ্বাসযোগ্য। যাঁর অব্যর্থ শাসন সমগ্র দুনিয়াকে তাঁর নিজ লোকদের জীবন ধারণের জন্য নিরাপদ ও সুরক্ষিত স্থান হিসেবে গড়ে তোলে (১৯:৭ আয়াত), তাঁকে অবশ্যই যথাযোগ্য সম্মানে ভূষিত করা প্রয়োজন (৯৫:৮-১১ আয়াত দেখুন)। *তোমার গৃহ।* অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্র দুনিয়াবী এবং একই সাথে বেহেশতী এবাদতখানা। *চিরদিনের জন্য।* আয়াতের দুটো অংশের জন্যই এ কথা প্রযোজ্য।

জবুর ৯৪ অধ্যায়। "দুনিয়ার বিচারকর্তা" (আয়াত ২) হিসেবে আল্লাহ্র কাছে ফরিয়াদ, যেন তিনি দুর্বল মানুষদের বিপক্ষে দুষ্ট ও অহঙ্কারী শাসকদের সকল মন্দ কাজ প্রতিহত করেন এবং তাদেরকে শাস্তি দেন। এই গজলের সাথে জবুর ৯২ অধ্যায়ের সংযোগ রয়েছে (জবুর ৯২; ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। তবে এখানে মূলত ইসরাইলের অভ্যন্তরে যারা অত্যাচারের শিকার হচ্ছে তাদের কথা বলা হয়েছে। তারা আল্লাহ্র সিংহাসনের কাছে এসে তাদের প্রতি কৃত সমস্ত অবিচারের জন্য ফরিয়াদ জানাচ্ছে এবং তারা জাতির শাসনকর্তাদের মধ্যে থেকে সমস্ত মূর্খ ও অন্যায্য শাসনকর্তাদের দূর করার দাবী জানাচ্ছে। জবুর ৯০-১০০ অধ্যায়ের এই বিশেষ খণ্ডটিতে এই গজলটির অবস্থান বেশ উল্লেখযোগ্য এবং তা এখানে জবুর শরীফের প্রথম থেকে তৃতীয় খণ্ড পর্যন্ত অত্যাচারিত ও নিপীড়িতদের কান্নাকে প্রতিনিধিত্ব করছে। প্রথমে রয়েছে তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি ভূমিকা এবং এর পরে রয়েছে চার আয়াত বিশিষ্ট পাঁচটি অংশের মধ্য দিয়ে ক্রমান্বয়ে পুরো ভাবধারাটিকে একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ দান করা হয়েছে, যার মূল বিষয়বস্তুগত বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে ১২ আয়াতে।

৯৪:১-৩ মহান বিচারকর্তা মাবুদ আল্লাহ্র কাছে প্রারম্ভিক আবেদন।

৯৪:১ প্রতিফলদাতা আল্লাহ্। তিনি দুষ্টদের সকল মন্দ কাজের জন্য তাদেরকে শাস্তি দেন (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ৩২:৩৫, ৪১ আয়াতের নোট দেখুন)। একটি রাজ্যের শাসনকর্তা হিসেবে তাঁর অধীনস্থ সকলের বিচার করা ও প্রতিফল দান করার অধিকার আল্লাহ্র রয়েছে। এভাবেই গজলটির সাথে জবুর ৪৭; ৯৩; ৯৫-৯৯ অধ্যায়ের একটি ভাবধারাগত সংযোগ সাধন করা হয়েছে। *দেদীপ্যমান হও।* ৫০:২; ৮০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৪:২ অহঙ্কারী। এদের সম্পর্কে বর্ণনা দেখুন ৪-৭ আয়াতে।

৯৪:৩ কত কাল ... ? ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৪:৪-৭ দুষ্টদের মূর্খতাপূর্ণ গর্ব।

৯৪:৪ অনর্থক কথা ... গর্ব করছে। দুষ্টদের এ ধরনের গর্ব ও অহঙ্কারের বিষয়ে জানতে ১০:২-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৪:৫ তোমার লোকদেরকেই ... তোমার অধিকারকে। তাদের মধ্যে যারা বিপদগ্রস্ত ও অত্যাচারিত (৬ আয়াত দেখুন)।

৯৪:৭ তারা বলছে। ৩:২ আয়াতের নোট দেখুন। *ইয়াকুব।* ইসরাইল নামটির সমার্থক শব্দ (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

৯৪:৮-১১ দুষ্টদের প্রতি সতর্ক বাণী – যারা "নরপশু ... নির্বোধ" (৯২:৬-৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৪:১০ ভর্ৎসনা। আল্লাহ্ তাদেরকে শাস্তি দান করার মধ্য দিয়ে শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখেন (লেবীয় ২৬:১৮; ইয়ার ৩১:১৮ আয়াত দেখুন)।

শিক্ষা দেন। সৃষ্ট জগতের বিধিকল্প সম্পর্কে আল্লাহ্ মানব জাতিকে শিক্ষা দিয়ে থাকেন (ইশা ২৮:২৬ আয়াত দেখুন)।

৯৪:১১ মাবুদ মানুষের কল্পনাগুলো জানেন। তারা মূর্খের মত যে সকল ধারণা পোষণ করে থাকে সেসবের কথা বলা হচ্ছে (আয়াত ৭ দেখুন)।

৯৪:১২-১৫ এখানে দুষ্টদের অহঙ্কার, ঔদ্ধত্য ও মূর্খতা থেকে সরে গিয়ে মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু স্থাপিত হয়েছে তাদের আনন্দময় জীবন ও সুখাবস্থার প্রতি, যাদেরকে মাবুদের নিজের লোক বলা হয় এবং যারা তাঁর শাসনের অধীনে জীবন ধারণ করে এবং তাঁর রাজকীয় নিরাপত্তা ও সুরক্ষার উপরে নির্ভর করে।

৯৪:১২ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

শাসন কর ... শিক্ষা দাও। ১০ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে লেখক আল্লাহ্র সংশোধনমূলক শাসন ও শিক্ষার কথা বলছেন, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে তাঁর বিধিকল্প শিক্ষা

দাও,
দুষ্টের জন্য যতদিন কূপ খনন করা না হয়।
১৪ কারণ মাবুদ তাঁর লোকদেরকে দূর করবেন না,
তাঁর অধিকার পরিত্যাগ করবেন না।
১৫ রাজশাসন ফিরে ধার্মিকতার কাছে আসবে;
সরলচিত্ত সকলে তার অনুগামী হবে।
১৬ কে আমার পক্ষে হয়ে দুরাচারদের বিরুদ্ধে উঠবে?
কে আমার পক্ষে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে?
১৭ মাবুদ যদি আমার সাহায্য না করতেন,
আমার প্রাণ শীঘ্র নিঃশব্দ-স্থানে বসতি করতো।
১৮ যখন আমি বলতাম, আমার চরণ বিচলিত হল,
তখন, হে মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত আমাকে সুস্থির রাখত।
১৯ আমার আন্তরিক ভাবনার বৃদ্ধিকালে
তোমার দেওয়া সান্ত্বনা আমার প্রাণকে আহ্লাদিত করে।
২০ নাফরমানীর সিংহাসন কি তোমার সখা হতে পারে,
যা আইন দ্বারা জুলুম রচনা করে?
২১ তারা ধার্মিকের প্রাণের বিরুদ্ধে দল বাঁধে,
নির্দোষের রক্তকে দোষী করে।
২২ কিন্তু মাবুদ আমার উঁচু দুর্গ হয়েছেন,
আমার আল্লাহ্ আমার আশ্রয়-শৈল হয়েছেন।
২৩ তিনি তাদের অধর্ম তাদেরই উপরে বর্তিয়েছেন,
তাদের দুষ্টতায় তাদেরকে উচ্ছিন্ন করবেন;
মাবুদ, আমাদের আল্লাহ্, তাদেরকে উচ্ছিন্ন করবেন।

[৯৪:১৪] রোমীয় ১১:২।
[৯৪:১৬] ইশা ১৪:২২।
[৯৪:১৮] দ্বি.বি. ৩২:৩৫।
[৯৪:১৯] হেদা ১১:১০।
[৯৪:২০] ইয়ার ২২:৩০; ৩৬:৩০।
[৯৪:২১] ইশা ৫:২০, ২৩; মথি ২৭:৪।
[৯৪:২২] ২শামু ২২:৩;।
[৯৪:২৩] হিজ ৩২:৩৪।
[৯৫:১] ইশা ৪৪:২৩; সফ ৩:১৪।
[৯৫:২] মিকাহ্ ৬:৬; ইফি ৫:১৯।

[৯৫:৩] জবুর ৪৭:২।

জবুর ৯৫

১ এসো, আমরা মাবুদের উদ্দেশে আনন্দগান করি,
আমাদের উদ্ধারের শৈলের উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।
২ আমরা প্রশংসা-গজল সহ তাঁর সম্মুখে গমন করি,
কাওয়ালী দ্বারা তাঁর উদ্দেশে জয়ধ্বনি করি।
৩ কেননা মাবুদ মহান আল্লাহ্,
তিনি সমুদয় দেবতার উপরে মহান বাদশাহ্।

দিয়ে থাকেন।

৯৪:১৪ তাঁর লোকদেরকে ... তাঁর অধিকার। আয়াত ৫ দেখুন। মাবুদ মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর লোকদেরকে মধ্যে থেকে দুর্বল ও শক্তিহীনদেরকে ত্যাগ করবেন না এবং তাদেরকে অত্যাচারী ও দুষ্টদের হাতে ছেড়ে দেবেন না। সম্ভবত প্রেরিত পৌল এই আয়াতটিকেই রোমীয় ১১:১-২ আয়াতে প্রতিফলিত করেছেন।

৯৪:১৫ এই আয়াতটি অনুবাদ করা যতই কঠিন হোক না কেন, এখানে লেখক সম্ভবত এটাই বলতে চেয়েছেন যে, আল্লাহ্র ধার্মিকতার শাসন তাদের জন্য ন্যায় বিচার ফিরিয়ে আনবে যারা নির্দোষ ও নিষ্পাপ হওয়া সত্ত্বেও তাদের সাথে অন্যায্য আচরণ করা হয়েছে। তাদেরকে এখানে "সরলচিত্ত" বলা হয়েছে (২১ আয়াতও দেখুন)। *সরলচিত্ত।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৪:১৬-১৯ মাবুদ আল্লাহ্ই আমাদের ফরিয়াদ ও মুনাজাতের একমাত্র নিশ্চিত শ্রবণকারী ও উত্তর দানকারী।

৯৪:১৭ নিঃশব্দ-স্থান। ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্র সাহায্য না থাকলে দুষ্টরা জবুর রচয়িতা কবরেই চিরতরে নিঃশেষ করে দিত, কিন্তু এখন বরং দুষ্টদের জন্যই কবর খোড়া হচ্ছে (১৩ আয়াত দেখুন)।

৯৪:১৮ যখন আমি বলতাম। অর্থাৎ দুষ্টদের হাতে আক্রান্ত হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা (৩৮:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৪:২০-২৩ মাবুদের ন্যায় বিচার যে অনন্তকাল স্থায়ী সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিশ্চয়তা। এর সাথে তুলনা করুন ৮৯:১৪; জাকা ৮:১৬ আয়াতের নোট।

৯৪:২০ নাফরমানীর সিংহাসন। কর্তৃত্বপূর্ণ আসন, যার অধিকারী ব্যক্তি অন্যায় করে থাকেন। লেখক এখানে ক্ষমতার কেন্দ্রস্থলে সাধিত অন্যায় ও অবিচারের কথা বলছেন (এর সাথে তুলনা করুন নহিমিয়া ৫:৬; জাকা ৮:১৬ আয়াতের নোট)।

৯৪:২১ ধার্মিক। এখানে তাদের কথা বলা হচ্ছে যারা কারও প্রতি অন্যায় করে নি – অর্থাৎ "সরলচিত্ত" বা নির্দোষ ব্যক্তিরা (১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এ বিষয়ে মৌলিক ধারণা লাভ করতে ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৯৫ অধ্যায়। মাবুদের এবাদত করার জন্য আহ্বান। ইসরাইলীয়দেরকে এবাদতখানায় আল্লাহ্র এবাদত বন্দেগীর জন্য সমবেত হতে কোন ইমাম বা লেবীয় এই আহ্বান জানাচ্ছেন। (জবুর ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।) গজলটির অবস্থান হচ্ছে জবুর ৯০-১০০ অধ্যায়ের বিশেষ খণ্ডটির একেবারে কেন্দ্রে এবং ইসরাইলের আল্লাহ্র সার্বজনীন রাজত্বের গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপনকারী অংশটির প্রারম্ভে (জবুর ৯৫-৯৯ অধ্যায়)। জবুর ৯৫ অধ্যায়টিতে রয়েছে ইসরাইল জাতির জন্য বিশেষ নির্দেশনা যেন তারা ইয়াহ্ওয়েহ্র শাসনের অধীনে নিজেদেরকে সুরক্ষিত বোধ করে। এই সুরক্ষা ও নিরাপত্তা বোধ থেকেই উদ্ভূত হয় তার মুনাজাত (যেমনটা রয়েছে জবুর ৯০; ৯৪ অধ্যায়ে) এবং তার সমস্ত প্রশংসা (যেমনটা রয়েছে জবুর ৯১-৯৩; ৯৫-১০০ অধ্যায়ে), যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় যে ইসরাইল জাতি ইয়াহ্ওয়েহ্র বাধ্য এবং অনুগত গোলাম। বস্তুত এর বিষয়বস্তুত অনেকটা জবুর ৮১ অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (জবুর ৭৯-৮৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গজলটি দুই ভাগে বিভক্ত: (১) সমগ্র দুনিয়ার মাবুদের প্রশংসা করার জন্য আহ্বান (আয়াত ১-৫); (২) বাধ্য ও অনুগত আচরণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে লোকদের উপরে মাবুদ আল্লাহ্র বাদশাহী কর্তৃত্বের প্রতি স্বীকারোক্তি (আয়াত ৬-১১)। প্রত্যেকটি অংশের দুটি করে আলাদা অংশ রয়েছে। প্রত্যেকটির দ্বিতীয় অংশে এসে মূল বক্তব্য প্রদান করা হয়েছে। এর সাথে জবুর ৯৬ অধ্যায়ের কাঠামোর তুলনা করুন।

৯৫:১-২ মাবুদের প্রশংসা গজল করার আহ্বান।

৯৫:১ আমাদের উদ্ধারের শৈল। ১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৫:৩-৫ কেন ইসরাইল জাতি আল্লাহ্র প্রশংসা গৌরব করবে?

৪ দুনিয়ার গভীর স্থানগুলো তাঁর হস্তগত,
পর্বতমালার চূড়াগুলোও তাঁরই।
৫ সমুদ্র তাঁর, তিনিই তা নির্মাণ করেছেন,
তাঁরই হাত শুকনো ভূমি গঠন করেছে।
৬ এসো, আমরা সেজ্‌দা করি, প্রণত হই,
আমাদের নির্মাতা মাবুদের সাক্ষাতে জানু
পাতি।
৭ কেননা তিনিই আমাদের আল্লাহ্‌,
আমরা তাঁর চরাণির লোক ও তাঁর হস্তের
মেষ।
আহা! আজই তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন!
৮ নিজ নিজ অন্তর কঠিন করো না, যেমন
মরীবায়,

[৯৫:৫] পয়দা ১:৯; জবুর ১৪৬:৬।
[৯৫:৬] ২শামু ১২:১৬; ফিলি ২:১০।
[৯৫:৮] মার্ক ১০:৫; ইব ৩:৮।
[৯৫:৯] শুমারী ১৪:২২; ১করি ১০:৯।
[৯৫:১০] হিজ ১৬:৩৫; শুমারী ১৪:৩৪; প্রেরিত ৭:৩৬; ইব ৩:১৭।
[৯৫:১১] শুমারী ১৪:২৩।

যেমন মরুভূমির মধ্যে মঃসার দিনে
করেছিলে।
৯ তখন তোমাদের পূর্বপুরুষেরা আমার পরীক্ষা
করলো,
আমার বিচার করলো, আমার কর্মও দেখল।
১০ চল্লিশ বছর পর্যন্ত আমি সেই জাতির প্রতি
অসন্তুষ্ট ছিলাম,
আমি বলেছিলাম, এরা ভ্রান্ত অন্তরের লোক;
এরা আমার পথ জানল না।
১১ অতএব আমি আমার ক্রোধে শপথ করলাম,
এরা আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করবে না।

কারণ তিনি সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌ এবং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন স্থান নেই যা তাঁর নিয়ন্ত্রণের অধীনে নেই। প্রাচীন দুনিয়াতে বিভিন্ন জাতি, বিভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল, বিভিন্ন মহাজাগতিক অঞ্চল (দুনিয়া, বেহেশত, পরকাল) এবং জীবনের বিভিন্ন সময় ও বিষয়ের জন্য (যেমন যুদ্ধ, উর্বরতা, শিল্প, ইত্যাদি) ভিন্ন ভিন্ন দেবতাকে মান্য করা হত।

৯৫:৪-৫ দুনিয়ার গভীর স্থান ... পর্বতমালার চূড়া ... সমুদ্র ... শুকনো ভূমি। সমগ্র দুনিয়া – এর সমস্ত দুর্গম স্থান থেকে শুরু করে মনোরম সমস্ত স্থান এবং এর মধ্যবর্তী সমস্ত অংশের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে।

৯৫:৬-১১ বাধ্যতার অন্তর নিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে নিজেকে সমর্পণ করার জন্য আহ্বান – শুধুমাত্র তাঁর সামনে হাঁটু গেড়ে নত হওয়াই যথেষ্ট নয়। এই আয়াতটিকে প্রভু ঈসা মসীহের আলোকে বিশেষভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য দেখুন হাবাক্কুক ৩:৭–৪:১৩ আয়াত।

৯৫:৬-৭ মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে হাঁটু গেড়ে নত হওয়ার মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করার আহ্বান।

৯৫:৬ আমাদের নির্মাতা। সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা (পয়দা ১ অধ্যায় দেখুন) এবং ইসরাইল জাতির উদ্ধারকর্তা হিসেবে তিনি তাদেরকে আজ এই অবস্থানে এনেছেন: তারা দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র জাতি হিসেবে পরিণত হয়েছে (ইশা ৪৫:৯-১৩; ৫১:১২-১৬ আয়াত দেখুন)।

৯৫:৭ তাঁর চরাণির লোক। ১০০:৩; ইয়ার ২৩:১; ইহি ৩৪:১৭-২৩ আয়াত দেখুন। যেহেতু বাদশাহ্‌দেরকে সাধারণত তাদের অধীনস্থ জাতির লোকদের পালনকর্তা বলা হত (২৩:১; ৭৪:১ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে তাদের রাজত্ব বা রাজ্যকে অনেক সময় চারণভূমি হিসেবে আখ্যা দেওয়া হত (২৩:২; ইয়ার ২৫:৩৬; ৪৯:২০; ৫০:৪৫ আয়াত দেখুন)। আজই তোমরা তাঁর কণ্ঠস্বর শোন! ধর্মীয় অনুষ্ঠানের লিটার্জির ক্ষেত্রে অনেক সময় জবুর ৪০ এবং হয়তোবা ৭৮ অধ্যায়ের রীতি অনুসরণ করা হত। এর পরবর্তী অংশে যে কথামালা রয়েছে তা দ্বি.বি. ৬:১৬-১৯ আয়াতে বলা হযরত মূসার কথাকে প্রতিফলিত করে।

৯৫:৮ মরীবা ... মঃসা। এই লিটার্জির মূল বক্তা ইসরাইল জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন মরুভূমিতে তার বিদ্রোহের সময়কার কথা (হিজ ১৭:৭; শুমারী ২০:১৩ আয়াত দেখুন)।

৯৫:৯ আমার। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতিনিধিরূপ ব্যক্তি; তিনি যখন নিজের সম্পর্কে কথা বলতেন তখন অনেক সময়ই নিজেকে একজন ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করেছেন (৫০:৬, ৭-১৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন পয়দা ১৬:৭ আয়াত)।

আমার কর্মও দেখল। মিসর দেশে এবং লোহিত সাগরে – এবং মরুভূমিতে ইসরাইল জাতির জন্য খাবার যোগান দানের মধ্য দিয়ে (হিজ ১৬ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে শুমারী ১৪:১১ আয়াতও দেখুন)।

৯৫:১০ চল্লিশ বছর। ইসরাইল জাতি এতটাই বিদ্রোহী মনোভাব ধারণ করেছিল যে, আল্লাহ্‌ তাদেরকে কেনান দেশ অধিকার করতে দিলেও তারা তা গ্রহণ করতে চায় নি এবং তারা আবারও মিসর দেশে ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করছিল (শুমারী ১৪:১-৪ আয়াত দেখুন)। তখন আল্লাহ্‌ তাদেরকে শাস্তি দিলেন এবং চল্লিশ বছর তাদেরকে মরুভূমিতে অবস্থান করালেন (শুমারী ১৪:৩৪ আয়াত দেখুন)। *অসন্তুষ্ট।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *সেই জাতি।* অর্থাৎ ইসরাইল বয়োজ্যেষ্ঠ প্রজন্ম, যারা মিসর দেশ থেকে বের হয়ে এসেছিল এবং সিনাই পর্বতে আল্লাহ্‌র সাথে নিয়মে আবদ্ধ হয়েছিল (শুমারী ৩২:১৩ আয়াত দেখুন)।

এরা ভ্রান্ত ... আমার পথ জানল না। শুমারী ১৪:১১ আয়াতে আল্লাহ্‌ যে কথা বলেছিলেন তারই পুনরাবৃত্তি। *অন্তর।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার পথ।* ২৫:৪ আয়াত এবং নোট দেখুন।

৯৫:১১ ক্রোধে। শুমারী ১৪:২৮; দ্বি.বি. ১:৩৪-৩৫ আয়াত দেখুন। *আমার বিশ্রামস্থানে প্রবেশ করবে না।* শুমারী ১৪:৩০ আয়াতের ভাষা অনুসারে "সেই দেশে তোমরা প্রবেশ করবে না"। কিন্তু যেহেতু প্রতিজ্ঞাত দেশকে বলা হত এমন একটি স্থান হিসেবে যেখানে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে বিশ্রাম দেবেন (ইউসা ১:১৩, ১৫; আরও দেখুন হিজ ৩৩:১৪; দ্বি.বি. ১২:১০; ২৫:১৯ আয়াত), সে কারণে দুটি বক্তব্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ ও সত্য।

বিশ্রামস্থান। এই কথাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যার মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌ এই দুনিয়াতে এমন একটি স্থান দান করেছেন যা সমস্ত বহিরাগত ঝুঁকি এবং আভ্যন্তরীণ গোলযোগ থেকে মুক্ত থাকবে (দ্বি.বি. ৩:২০; ১ বাদশাহ্‌ ৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ৯৬ অধ্যায়। সমস্ত জাতির কাছে মাবুদের প্রশংসা করার আহ্বান, যিনি একমাত্র আল্লাহ্‌ এবং যাঁর গৌরব ও মহিমা সারা দুনিয়াতে তাঁর গৌরবের রাজত্ব জুড়ে ব্যাপৃত – এই ভাবধারাটি পুরাতন নিয়মে ইঞ্জিল শরীফ তথা নতুন নিয়মে আল্লাহ্‌র লোকদের মিশনের ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ করা হয়েছে (মথি ২৮:১৬-২০ আয়াত দেখুন)। জবুর ৯৩; ৯৫ অধ্যায়ের ভূমিকা

জবুর ৯৬

১ তোমরা মাবুদের উদ্দেশে নতুন গজল গাও;
সমস্ত দুনিয়া! মাবুদের উদ্দেশে গজল গাও।
২ মাবুদের উদ্দেশে গজল গাও,
তাঁর নামের শুকরিয়া কর,
প্রতিদিন তাঁর উদ্ধার ঘোষণা কর।
৩ তবলিগ কর জাতিদের মধ্যে তাঁর গৌরব,
সমস্ত লোক-সমাজে তাঁর অলৌকিক
কর্মগুলো।
৪ কেননা মাবুদ মহান ও অতি প্রশংসনীয়,
তিনি সমস্ত দেবতার চেয়ে ভয়াবহ।
৫ কেননা জাতিদের সমস্ত দেবতা মূর্তিমাত্র,
কিন্তু মাবুদ আসমানের নির্মাতা;
৬ গৌরব ও মহিমা তাঁর অগ্রবর্তী;
শক্তি ও শোভা তাঁর পবিত্র স্থানে বিদ্যমান।
৭ হে জাতিদের গোষ্ঠীগুলো, মাবুদের ঘোষণা
কর,
মাবুদের গৌরব ও শক্তি ঘোষণা কর।
৮ মাবুদের নামের গৌরব ঘোষণা কর,
নৈবেদ্য সঙ্গে নিয়ে তাঁর প্রাঙ্গণে এসো।
৯ পবিত্র শোভায় মাবুদকে সেজ্‌দা কর;
সমস্ত দুনিয়া! তাঁর সাক্ষাতে কেঁপে ওঠো।
১০ জাতিদের মধ্যে বল, মাবুদ রাজত্ব করেন;
জগৎও অটল, তা বিচলিত হবে না;

[৯৬:১] ইশা ৪২:১০; প্রকা ৫:৯।
[৯৬:৩] প্রকা ১৫:৩।
[৯৬:৪] দ্বি.বি. ২৮:৫৮; ১খান্দান ১৬:২৫।
[৯৬:৫] লেবীয় ১৯:৪।
[৯৬:৯] হিজ ২৩:২৫; ইউ ১:৯।
[৯৬:১০] জবুর ৯৭:১।

দেখুন। এই গজলটি ১ খান্দান ১৬:২৩-৩৩ আয়াতের তুলনায় কিছুটা ভিন্নভাবে এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে। এখানে এই গজলটি জবুর ৯৮ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, যার সাথে কাঠামো, ভাষা ও বিষয়বস্তুর যথেষ্ট মিল রয়েছে (বিশেষ করে সূচনা ও সমাপনী অংশগুলো তুলনা করুন)। এর প্রত্যেকটিই পরিণত হয়েছে বিশেষ গজলে যা ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র রাজত্বের গৌরব প্রশংসা করে (এর সাথে তুলনা করুন ৯৭:১; ৯৯:১ আয়াত) এবং ইসরাইল জাতির জন্য বিশেষ রহমতের কথা প্রকাশ করে (এর সাথে তুলনা করুন ৯৭:৮-১২; ৯৯:৪-৯ আয়াত)। এই অধ্যায়ের বিন্যাস এ কথা প্রকাশ করে যে, জবুর ৯৭ অধ্যায়টি জবুর ৯৬ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত এবং জবুর ৯৯ অধ্যায়টি ৯৮ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত, যা এদেরকে একেকটি বিষয়বস্তুগত দ্বৈত গজল হিসেবে প্রকাশ করেছে, যা শুরু হয়েছে জবুর ৯৫ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। গজলটি দুটি ভাগে তৈরি হয়েছে: (১) প্রথমে সমস্ত জাতিদেরকে "মাবুদ আল্লাহ্‌র গজল" গাওয়ার এবং তাঁর নামের প্রশংসা করার জন্য তিন স্তর বিশিষ্ট আহ্বান জানানো হয়েছে (আয়াত ১-৬ দেখুন); (২) দ্বিতীয় ভাগে সমস্ত জাতিদেরকে "মাবুদের শক্তি ও গৌরব ঘোষণা করা এবং তাঁর নামের গৌরব" ঘোষণা করার জন্য তিনটি স্তরে আহ্বান জানানো হয়েছে (আয়াত ৭-১৩ দেখুন)। উভয় অংশেরই দুটি ভাগ রয়েছে, যাদের মধ্যে শেষেরটিতে পুরো গজলটির মূল বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। এর সাথে জবুর ৯৫ অধ্যায়ের কাঠামো তুলনা করুন।

৯৬:১-৩ দুনিয়ার সমস্ত জাতিকে মাবুদের প্রশংসা ঘোষণা করার জন্য আহ্বান। তিনবার এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে ("গজল গাও ... গজল গাও ... গজল গাও") যা পুরাতন নিয়মের এবাদতমূলক লিটার্জিগুলোতে বিধৃত আহ্বানের একটি বিশেষ সাধারণ বৈশিষ্ট্য (৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১০৩:২০-২২; ১১৮:২-৪; ১৩৫:১; ১৩৬:১-৩ আয়াতও দেখুন)।

৯৬:১ নতুন গজল। ৩৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *সমস্ত দুনিয়া!* ৯ আয়াত দেখুন; কিংবা "সমস্ত দেশ", যা দ্বারা মূলত সমগ্র ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়েছে। তবে এই গজলটিকে বৈশ্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে (বিশেষ করে ৭ আয়াত) বোঝা যায় যে, জবুর রচয়িতা আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে গজলটি রচনা করেছেন (৯৭:১; ১০০:১ আয়াতের নোট দেখুন; ১১৭:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৬:২ তাঁর নাম। ৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫:১১ আয়াতের নোটও দেখুন।

তাঁর উদ্ধার ঘোষণা কর। অর্থাৎ সুখবর হিসেবে ঘোষণা কর (৪০:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র দ্বারা তাদের প্রতি কৃত সমস্ত উদ্ধারকারী কাজের কথা ব্যক্ত করবে (৩:৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৮৫:৯ আয়াতও দেখুন)।

৯৬:৩ তাঁর গৌরব। ৮৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। তাঁর অলৌকিক কর্মগুলো। ৭১:১৬-১৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৬:৪-৬ কেন "সমস্ত দুনিয়া" (আয়াত ১) মাবুদ আল্লাহ্‌র গৌরব করবে: তিনিই একমাত্র আল্লাহ্‌ (জবুর ১১৫ অধ্যায় দেখুন)।

৯৬:৪ ভয়াবহ। ১৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৫:৫ মাবুদ আসমানের নির্মাতা। বেহেশতী রাজ্যের নির্মাতা হিসেবে মাবুদ আল্লাহ্‌ অন্য সকল দেবতাদের চেয়ে মহান ও শক্তিশালী (৯৭:৭ আয়াত দেখুন)। পৌত্তলিকেরা বেহেশত বা আসমানকে বলত দেবতাদের বাসস্থান।

৯৬:৬ গৌরব ও মহিমা ... শক্তি ও শোভা। মোট চারটি বেহেশতী বৈশিষ্ট্যকে সিংহাসনের পাশে দণ্ডায়মান ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে যারা মাবুদ আল্লাহ্‌র সামনে সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আল্লাহ্‌ মাবুদের গৌরব ঘোষণা করে। এ ধরনের ব্যক্তিকরণের আরও উদাহরণ দেখুন ২৩:৬ আয়াতে।

শোভা। এই শব্দের জন্য এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা দিয়ে অপরিমেয় সৌন্দর্য বোঝানো হয়ে থাকে।

৯৬:৭-৯ সমস্ত জাতিদেরকে মাবুদের এবাদত করার জন্য আহ্বান (২৯:১-২ আয়াতের নোট দেখুন)। ২৯:২ আয়াতের দুটি অর্ধ বাক্যাংশ এই গজলে পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

৯৬:৮ তাঁর প্রাঙ্গণে। মাবুদের এবাদতখানার প্রাঙ্গণ (৮৪:২, ১০; ২ বাদশাহ্‌ ২১:৫; ২৩:১১-১২ আয়াত দেখুন)।

৯৬:৯ পবিত্র শোভা। ২৯:২ আয়াতের নোট দেখুন।

কেঁপে ওঠো। শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভয়ে, যা এখানে "ভয়াবহ" হিসেবে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৪ দেখুন)।

৯৬:১০-১৩ সমস্ত জাতিদেরকে মাবুদ আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার রাজত্বের কথা ঘোষণা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে।

৯৬:১০ মাবুদ রাজত্ব করেন। ৯৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। তিনি ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবেন। পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র দুনিয়াকে এক করে দেখা হয়েছে এবং এর বস্তুগত ও নৈতিক সমস্ত বৈশিষ্ট্যকে এক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা হয়েছে যা আল্লাহ্‌ তাঁর একক রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে স্থাপন করেছেন এবং দুটো বিষয়ই তাঁর রাজত্বকে সমুন্নত রাখে। এ কারণে সৃষ্টিজগত এবং মানবীয় সমস্ত বিষয়ের উপরে

তিনি ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবেন।
১১ আসমান আনন্দ করুক, দুনিয়া উল্লসিত হোক;
সমুদ্র ও তার মধ্যেকার সকলই গর্জন করুক;
১২ ক্ষেত ও সেই স্থানের সকলই উল্লসিত হোক;
তখন বনের সমস্ত গাছ আনন্দে গান করবে;
১৩ মাবুদের সাক্ষাতেই করবে, কেননা তিনি আসছেন,
তিনি দুনিয়ার বিচার করতে আসছেন;
[৯৬:১১] প্রকা ১২:১২।
[৯৬:১২] ইশা ৪৪:২৩; ৫৫:১২; ইহি ১৭:২৪।
[৯৬:১৩] প্রকা ১৯:১১।
[৯৭:১] ইশা ২৪:২৩; ৫২:৭।
[৯৭:২] আইউ
তিনি ধর্মশীলতায় দুনিয়ার বিচার করবেন,
তাঁর বিশ্বস্ততায় জাতিদের বিচার করবেন।

জবুর ৯৭

১ মাবুদ রাজত্ব করেন! দুনিয়া উল্লসিত হোক,
দ্বীপগুলো আনন্দ করুক;
২ মেঘ ও অন্ধকার তাঁর চারদিকে বিদ্যমান,
ধর্মশীলতা ও ন্যায়বিচার তাঁর সিংহাসনের ভিত্তিমূল।

আল্লাহ্‌র রাজত্বকে (এবং সেই সাথে তাঁর সৃষ্টি ও নাজাত দানের কাজকে) অনেক ক্ষেত্রে এক করে দেখানো হয় এবং দুটো ক্ষেত্রেই তাঁর ধার্মিকতা, বিশ্বস্ততা এবং মহব্বত সমানভাবে প্রয়োগযোগ্য। যেহেতু আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম মঙ্গলময় এবং দীর্ঘস্থায়ী (পয়দা ১ অধ্যায় দেখুন), সে কারণে তা অনেক সময় পুরাতন নিয়মের গজলগুলোতে প্রকাশ পায় (যেমনটা এখানে প্রকাশ পেয়েছে) এবং তা প্রকাশ করে যে, মানবীয় সমস্ত বিষয়ের উপরে আল্লাহ্‌র রাজত্বে সুনিশ্চিতভাবে স্থান পাবে ন্যায় বিচার, ধার্মিকতা ও বিশ্বস্ততা (আয়াত ১৩ দেখুন; আরও দেখুন ৯:৭-৮; ১১:৩; ৩৩:৪-১১; ৩৬:৫-৯; ৫৭:১০; ৫৮:১১; ৬৫:৬-৭; ৭১:১৯; ৭৪:১৩-১৪, ১৬-১৭; ৭৫:২; ৮২:৫; ৯৩:৩-৪; ৯৮:৯; ৯৯:৪; ১১৯:৮৯-৯১ আয়াতের নোট দেখুন)। *বিচার করবেন।* ১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৬:১১-১২ যেহেতু আল্লাহ্‌র রাজ্য এক (১০ আয়াতের নোট দেখুন), সে কারণে সমস্ত সৃষ্টি তাঁর নামের গৌরব প্রশংসা করবে, যখন আল্লাহ্‌ তাঁর পূর্ণ মহিমা ও শোভায় মানব জাতির উপরে শাসন প্রতিষ্ঠা করবেন এবং তাঁর মহাজাগতিক রাজ্যের পূর্ণতা সাধন করবেন (৬৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৯৭:৭-৯ আয়াতও দেখুন)। সমগ্র সৃষ্টি জগত এখন যেভাবে মুক্তি সাধনের মধ্য দিয়ে তার পূর্ণতা প্রাপ্তির অপেক্ষায় রয়েছে তা সম্পর্কে আরও জানতে রোমীয় ৮:২১-২২ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৬:১৩ আসছেন ... আসছেন ... বিচার করবেন। আল্লাহ্‌ সমস্ত বস্তুর উপরে আজত্ব করেন এবং তিনি ইতিহাস সৃষ্টিকারী মাবুদ আল্লাহ্‌। সে কারণে ইসরাইল জাতি নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আল্লাহ্‌র আত্মপ্রকাশের জন্য প্রত্যাশা সহকারে জীবন ধারণ করছে। এই আত্মপ্রকাশ হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভবিষ্যতের উদ্ধারকারী কাজ, যার মধ্য দিয়ে তিনি এই দুনিয়ার তথা সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত মন্দতাকে পরাজিত করবেন এবং তাঁর ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবেন। *ধর্মশীলতা।* ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৯৭ অধ্যায়। সমগ্র দুনিয়ার উপরে আল্লাহ্‌র ধর্মশীল রাজত্বের জন্য আনন্দপূর্ণ গৌরব ও প্রশংসা ঘোষণা (জবুর ৯৩; ৯৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যার পাশাপাশি বিশেষভাবে আলোকপাত করা হয়েছে মাবুদের রাজত্বের সুফলের কথা যা ইসরাইল জাতি ভোগ করছে (জবুর ৯৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গজলটির মূল দুটি ভাগ (আয়াত ১-৬, ৮-১২ বেশ নিবিড়ভাবে সামঞ্জস্য রক্ষা করা হয়েছে, যার প্রথমটিতে ৪২টি এবং দ্বিতীয়টিতে ৪৩টি হিব্রু শব্দ রয়েছে) একটি কেন্দ্রীয় আয়াতের মধ্য দিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে (আয়াত ৭; ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন), যা মূল বিষয়বস্তুর সম্পূরক বক্তব্য হিসেবে কাজ করেছে। দুটি প্রধান অংশের প্রথম আয়াত বিষয়বস্তুগত দিক থেকে এক সাথে সংযুক্ত: আয়াত ১, "উল্লসিত হোক ... আনন্দ করুক" এবং আয়াত ৮, "আনন্দিত হল ... উল্লসিত হল" – দ্বিতীয় অংশে অর্থাৎ ৮ আয়াতে প্রথম আয়াতের বক্তব্যকে উল্টোভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে যা পুরাতন নিয়মের কবিতাগুলোর একটি বিশেষ ধরন বা বৈশিষ্ট্য। প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিভক্তিটিকে চিহ্নিত করা যায় "দুনিয়া" (আয়াত ১) ও "বেহেশত" (আয়াত ৬) এর উল্লেখের মধ্য দিয়ে এবং দ্বিতীয়টি "সিয়োন ... এহুদার কন্যারা" (আয়াত ৮) এবং "ধার্মিকেরা" (আয়াত ১২) কথাগুলোর মধ্য দিয়ে।

৯৭:১-৬ জাতিগণের কাছে সাক্ষ্য – তারাও আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমার নিদর্শন দেখেছে (আয়াত ২-৬) এবং তাদেরও উচিত ইসরাইল জাতির সাথে মাবুদ আল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠত্ব, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার জন্য গৌরব ও প্রশংসা করা।

৯৭:১ মাবুদ রাজত্ব করেন! ৯৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। **দুনিয়া।** ৯৬:১; ৯৯:১; ১১৭:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

দ্বীপগুলো। আক্ষরিক অর্থে দূরবর্তী উপকূল; যেখানে বড় বড় জাহাজ নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করে ভ্রমণ করতে হয় এমন দূরবর্তী প্রত্যন্ত অঞ্চল (১ বাদশাহ্‌ ৯:২৬-২৮; ১০:২২; ইশা ৬০:৯; ইউনুস ১:৩ আয়াত দেখুন)।

৯৭:২-৬ আসমানের চমৎকার দৃশ্যের মধ্য দিয়ে, বিশেষ করে বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে মাবুদের রাজকীয় গৌরব প্রকাশ পেয়েছে (১৮:৭-১৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে জবুর ২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

৯৭:২ মেঘ ও অন্ধকার। ঘন অন্ধকার ঝড় সূর্যকে ঢেকে দেয় এবং সমস্ত আকাশ যেন এক পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়। এই নাটকীয় দৃশ্য আল্লাহ্‌র মহিমার স্বরূপ প্রকাশ করে, যার ভয়ঙ্কর উত্তাপ ও জ্যোতি সৃষ্ট জীবের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখা হয় (হিজ ১৯:৯; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১২ আয়াত দেখুন)। এ কারণেই পবিত্র শরীয়ত তাঁবু ও বায়তুল মোকাদ্দসের একটি কক্ষ অর্থাৎ মহাপবিত্র স্থানকে সব সময় আড়াল করে রাখা হত (হিজ ২৬:৩৩; ২ খান্দান ৩:১৪ আয়াত দেখুন), অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রাখা হত। *ধর্মশীলতা।* ৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:১ আয়াতের নোটও দেখুন।

তাঁর সিংহাসনের ভিত্তিমূল। আল্লাহ্‌ তাঁর নিজ ক্ষমতায় শাসন করেন (৬৬:৭ আয়াত দেখুন), কিন্তু তাঁর রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচারের উপরে, যা বেহেশত ঘোষণা করে (৬ আয়াতের নোট দেখুন)। ইসরাইল জাতির জীবনে ধার্মিকতা ও ন্যায় বিচারের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিংহাসন কথাটি অনেকটা প্রবাদ বাক্যের মত ছিল (মেসাল ১৬:৩২; ২৫:৫; ২৯:১৪; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৯:৭-৮; ১০৩:৬, ১৯ আয়াতের নোট)।

৩ আগুন তাঁর অগ্রভাগে গমন করে,
চারদিকে তাঁর দুশমনদেরকে পুড়িয়ে ফেলে।
৪ তাঁর বিদ্যুৎ জগৎকে দেদীপ্যমান করলো;
দুনিয়া তা দেখলো, কেঁপে উঠলো।
৫ পর্বতগুলো মোমের মত গলে গেল,
মাবুদের সাক্ষাতে, সমস্ত দুনিয়ার প্রভুর
সাক্ষাতে।
৬ বেহেশত তাঁর ধর্মশীলতা তবলিগ করেছে,
এবং সমস্ত জাতি তাঁর গৌরব দেখেছে ।
৭ লজ্জিত হোক সেই সকলে,
যারা খোদাই-করা মূর্তির সেবা করে,
যারা মূল্যহীন মূর্তির গর্ব করে;
হে দেবতারা! সকলে তাঁকে সেজ্‌দা কর।
৮ সিয়োন শুনে আনন্দিত হল,
এহুদার কন্যারা উল্লসিত হল,
হে মাবুদ, তোমার বিচারগুলোর জন্য।
৯ কেননা, হে মাবুদ, তুমি সমস্ত দুনিয়ার উপরে
সর্বশক্তিমান,
তুমি সমস্ত দেবতা থেকে অতিশয় উন্নত।
১০ মাবুদের তাদের মহব্বত করেন যারা
নাফরমানীকে ঘৃণা করে;
তিনি তাঁর ভক্তদের প্রাণ রক্ষা করেন,
দুষ্টদের হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন।
১১ আলো বর্ষণ করা হয়েছে ধার্মিকের জন্য,
আর সরলচিত্তদের জন্য আনন্দ।
১২ হে ধার্মিকেরা, মাবুদে আনন্দ কর,
তাঁর পবিত্র নামের শুকরিয়া কর।

জবুর ৯৮

কাওয়ালী।

১ তোমরা মাবুদের উদ্দেশে নতুন গজল গাও,
কেননা তিনি অনেক অলৌকিক কাজ
করেছেন;
তাঁর ডান হাত ও তাঁর পবিত্র বাহু তাঁর পক্ষে
বিজয় সাধন করেছে।

২২:১৪। [৯৭:৩] ইশা ৯:১৯; দানি ৭:১০; যোয়েল ১:১৯; ২:৩। [৯৭:৪] প্রকা ৬:১২। [৯৭:৫] ইউসা ৩:১১। [৯৭:৭] ইব ১:৬। [৯৭:৯] আইউ ৩৪:২৯। [৯৭:১০] দানি ৩:২৮; ৬:১৬। [৯৭:১১] আইউ ২২:২৮। [৯৭:১২] আইউ ২২:১৯; জবুর ১০৪:৩৪; ইশা ৪১:১৬; ফিলি ৪:৪। [৯৮:১] হিজ ১৫:১; জবুর ৯৬:৩; ইশা

৯৭:৩ আগুন। যা ঝড়ের সময় বজ্রপাতের মধ্য দিয়ে দেখা যায় (৪ আয়াত দেখুন), অনেক সময় আগুন আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচারের গজবকে প্রকাশ করে (উদাহরণ হিসেবে দেখুন ২১:৯; ৫০:৩; ৮৩:১৪; দ্বি.বি. ৪:২৪; ৯:৩; ৩২:২২; ১ বাদশাহ্‌ ১৯:১২; ইশা ১০:১৭; ৩০:২৭, ৩০; এর সাথে মাতম ১:১৩ আয়াতের নোটও দেখুন।

৯৭:৪ দুনিয়া তা দেখলো। এখানে আল্লাহ্‌র রাজত্বের অধীনস্থ ভূমিকে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে।

৯৭:৬ তাঁর ধর্মশীলতা তবলিগ করেছে। চিরস্থায়ী ও অটল বেহেশত, যা স্বয়ং মাবুদের আবাসস্থল তা তাঁর গৌরব ও তাঁর ধর্মশীলতার কথা বলছে, ঘোষণা করছে (১৯:১-৪ আয়াত দেখুন)। এর মধ্য দিয়ে বস্তুত এ কথা ঘোষণা করা হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র রাজত্বে দুনিয়া ও বেহেশত সমানভাবে তাঁর কর্তৃত্ব স্বীকার করে ও তাঁকে ধারণ করে (৯৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। *সমস্ত জাতি তাঁর গৌরব দেখেছে।* ২-৬ আয়াতে সাধারণ বা সার্বজনীন প্রত্যাদেশের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১৯:১-৬ আয়াত)।

৯৭:৭ এই গজলের কেন্দ্রীয় আয়াত (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং মূল বক্তব্য: যারা মাবুদকে জানে তারা সকলে আনন্দিত হোক; কিন্তু যারা মিথ্যা দেবতাদের উপরে নির্ভর করে ও তাদের পূজা করে তারা সকলে লজ্জিত ও ভর্ৎসিত হোক। প্রহসনের মধ্য দিয়ে এই গজলে সেই সমস্ত দেবতাদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপরে লোকেরা বোকার মত নির্ভর করে ও তাদের পূজা করে, যাদের কি না একমাত্র মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে এবাদত করা উচিত (৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৭:৮-১২ আল্লাহ্‌র রাজত্বের কারণে সিয়োনের আনন্দের ঘোষণা (আয়াত ৮-৯) এবং সেই সাথে এখানে মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, যারা মন্দতাকে ঘৃণা করে কেবল তারাই আল্লাহ্‌র ধর্মশীলতার রাজ্যে আনন্দ গৌরব করতে পারে (আয়াত ১০-১২ দেখুন)।

৯৭:৮ সিয়োন শুনে আনন্দিত হল। "মাবুদ রাজত্ব করেন" (আয়াত ১) তাঁর "ধর্মশীলতায়" (আয়াত ৬) – এ কথা শোনার কারণে।

বিচারগুলো। রাজত্বকারী মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচার ও শাসনের কাজ (আয়াত ১) যা তিনি মানবীয় কার্যকলাপের জন্য করে থাকেন (১০৫:৭; ইশা ২৬:৯ আয়াত দেখুন), বিশেষ করে ইসরাইল জাতিকে উদ্ধার দান (৪৮:১১; ১০৫:৫; দ্বি.বি. ৩৩:২১ আয়াত দেখুন)।

৯৭:৯ সর্বশক্তিমান। পয়দা ১৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৭:১০ তাঁর ভক্ত। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৭:১১ আলো। ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৬:৯ আয়াতও দেখুন। *ধার্মিক।* ১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *সরলচিত্ত।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৭:১২ তাঁর পবিত্র নাম। ৩০:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৯৮ অধ্যায়। আনন্দের সাথে মাবুদের ধর্মশীলতাপূর্ণ রাজত্বের কথা ঘোষণা করার আহ্বান (জবুর ৯৩; ৯৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গজলটির শুরু ও শেষের অংশ জবুর ৯৬ অধ্যায়ের বক্তব্যকে প্রতিফলন করে, যার সাথে এই অধ্যায়টি সংযুক্ত রয়েছে (জবুর ৯৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। তিনটি অংশ ক্রমান্বয়ে এই আহ্বানকে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত পরিসরে নিয়ে গেছে: (১) এবাদতখানায় সমবেত সমস্ত এবাদতকারী জন সাধারণ (আয়াত ১-৩); (২) সমগ্র দুনিয়ার সমস্ত মানুষ (আয়াত ৪-৬); (৩) সমগ্র সৃষ্ট দুনিয়া (আয়াত ৭-৯)। প্রথম অংশটিতে অতীতে আল্লাহ্‌র ধর্মশীলতায় তাঁর কৃত সমস্ত প্রত্যাদেশের কথা স্মরণ করা হয়েছে (আয়াত ২); শেষ অংশটিতে অত্যন্ত আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র আসন্ন রাজত্বের কথা ঘোষণা করা হয়েছে (আয়াত ৯); মাঝের অংশটিতে রয়েছে আনন্দের সাথে চিৎকার করে মাবুদের গৌরব ঘোষণা করার আহ্বান (আয়াত ৪, ৬)।

৯৮:১-৩ গজলের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য তাঁর উদ্ধারকারী সমস্ত কাজের জন্য আনন্দ ও উল্লাস করার আহ্বান।

৯৮:১ নতুন গজল। ৩৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *অলৌকিক কাজ।* ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন (আশ্চর্য কাজ)।

BACIB International Bible CHURCH

২ মাবুদ তাঁর বিজয়ের কথা জানিয়েছেন,
তিনি জাতিদের দৃষ্টিগোচরে তাঁর ধর্মশীলতা
প্রকাশ করেছেন।
৩ তিনি ইসরাইল-কুলের পক্ষে তাঁর অটল
মহব্বত ও বিশ্বস্ততা স্মরণ করেছেন;
দুনিয়ার সমস্ত প্রান্ত আমাদের আল্লাহ্‌র বিজয়
দেখেছে।
৪ সমস্ত দুনিয়া! মাবুদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর;
উচ্চধ্বনি কর, আনন্দগান কর, প্রশংসা গাও।
৫ গান কর মাবুদের উদ্দেশে বীণা সহকারে,
বীণা সহকারে ও গানের রবে।
৬ তূরী ও ভেরিবাদ্য সহকারে
বাদশাহ্‌ মাবুদের সম্মুখে জয়ধ্বনি কর।
৭ সমুদ্র ও তার মধ্যেকার সকলই গর্জন করুক,
দুনিয়া ও দুনিয়াবাসীরাও করুক;
৮ নদ নদীরা করতালি দিক;,
পর্বতমালা একসঙ্গে আনন্দগান করুক;
৯ মাবুদের সাক্ষাতেই করুক,
কেননা তিনি দুনিয়ার বিচার করতে আসছেন;
তিনি ধর্মশীলতায় দুনিয়ার বিচার করবেন,
ও ন্যায়ে জাতিদের বিচার করবেন।

জবুর ৯৯

১ মাবুদ রাজত্ব করেন, জাতিরা কাঁপছে;
তিনি কারুবীদ্বয়ে আসীন, দুনিয়া টলছে।
২ মাবুদ সিয়োনে মহান,
তিনি সমস্ত জাতির উপরে উন্নত।
৩ তারা তোমার মহৎ ও ভক্তিপূর্ণ ভয় জাগানো
নামের প্রশংসা-গজল করুক;
তিনি পবিত্র।

১২:৫; লূক ১:৫১। [৯৮:২] ইশা ৫২:১০; লূক ৩:৬। [৯৮:৩] ১খান্দান ১৬:১৫। [৯৮:৪] ইশা ১২:৬; ৪৪:২৩। [৯৮:৫] ইশা ৫১:৩। [৯৮:৬] শুমারী ১০:২। [৯৮:৭] জবুর ৯৩:৩। [৯৮:৮] ইশা ৪৪:২৩; ৫৫:১২। [৯৯:১] ১খান্দান ১৬:৩১। [৯৯:২] হিজ ১৫:১। [৯৯:৩] হিজ

৯৮:২ জানিয়েছেন ... জাতিদের দৃষ্টিগোচরে ... প্রকাশ করেছেন। আল্লাহ্‌র জাতির জন্য তাঁর উদ্ধারকারী কাজ জাতিগণের কাছে তাঁর নাম প্রকাশ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহ্‌ স্বয়ং তাঁর নাম ও তাঁর কাজের তবলিগকারী (৭৭:১৪ আয়াত দেখুন ও ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৫২:১০ আয়াত দেখুন)।

বিজয় ... ধর্মশীলতা। আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী তথা বিজয়ের কাজ তাঁর ধর্মশীলতাকেই প্রকাশ করে (৪:১; ৭১:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৮:৩ অটল মহব্বত ... বিশ্বস্ততা। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোটও দেখুন)। এই মিশ্র প্রকাশভঙ্গিটি দিয়ে অনেক সময় আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর নিয়মের ওয়াদার কথা বোঝানো হয়ে থাকে (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৮:৪-৬ আল্লাহ্‌র গৌরব ও মহিমা উদযাপনের জন্য সমগ্র দুনিয়ার প্রতি আহ্বান।

৯৮:৪ ১০০:১ আয়াত দেখুন। *সমস্ত দুনিয়া! দুনিয়ার সকল মানুষ* (৯৪:১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৯৯:১ আয়াত দেখুন)।

৯৮:৫ বীণা। পয়দা ৩১:২৭ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৮:৬ তূরী। বিশেষ ধরনের লম্বা ও সোজা আকৃতির বাদ্যযন্ত্র যা এবাদতখানায় ব্যবহৃত হত (জবুর শরীফে কেবল মাত্র এই স্থানে বাদ্যযন্ত্রটির নাম দেখা যায়; শুমারী ১০:২-৩, ১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

ভেরিবাদ্য। ভেড়ার শিং থেকে তৈরি এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র। এই বাদ্যযন্ত্রটি তুলনামূলকভাবে বেশি প্রচলিত ছিল (৪৭:৫; ৮১:৩; ১৫০:৩ আয়াতের এর উল্লেখ পাওয়া যায়; এর সাথে যোয়েল ২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৮:৭-৯ সমগ্র সৃষ্ট জগতকে আনন্দ ও উল্লাস করার আহ্বান জানানো হচ্ছে (৯৬:১১-১২ আয়াত দেখুন)।

৯৮:৭ সমুদ্র ... দুনিয়া। জীবন্ত প্রাণীতে সমৃদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন দুটো স্থান।

৯৮:৮ নদ নদী ... পর্বতমালা। নদ নদী থেকে শুরু করে পর্বতমালা, দুনিয়ার সমস্ত বৈচিত্র্যই এক সাথে হাতে তালি দিক এবং আনন্দ সহকারে এক সাথে গান করুক (৬৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৮:৯ তিনি দুনিয়ার বিচার করতে আসছেন। ৯৬:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইল জাতি আল্লাহ্‌র অতীত (আয়াত ১-৩) ও ভবিষ্যতের উদ্ধারকারী কাজের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা স্থাপনের মধ্য দিয়ে জীবন ধারণ করে আসছে। *ধর্মশীলতা ... ন্যায়।* ৯৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ৯৯ অধ্যায়। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা সূচক গজল, যিনি সিয়োনের মহান ও পবিত্র বাদশাহ্‌। এর পাশাপাশি গজলটিতে ইসরাইলের উপর আল্লাহ্‌র শাসন ও কর্তৃত্বের বিভিন্ন সুফল বর্ণিত হয়েছে, যা জবুর ৯৭ অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (জবুর ৯৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। গজলটির রচয়িতা বিষয়বস্তু গঠন করতে গিয়ে সাত সংখ্যাটির প্রতীকী তাৎপর্য অর্থাৎ পরিপূর্ণতা খুব চমৎকারভাবে ব্যবহার করেছেন: তিনি সাত বার "মাবুদ" কথাটি উল্লেখ করেছেন এবং সাত বার বিভিন্ন ব্যক্তি সর্বনাম ব্যবহার করে তাঁকে সম্বোধন করেছেন (হিব্রু ভাষায়)। জবুর ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গজলটির কাঠামো সমান্তরাল, যার চারটি অংশ রয়েছে এবং প্রত্যেকটি অংশে তিনটি করে হিব্রু পঙক্তি রয়েছে এবং দুটি মূল বিভক্তি রয়েছে যা খুব নিবিড়ভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে, প্রথমটিতে ৪২টি এবং দ্বিতীয়টিতে ৪১টি হিব্রু শব্দ রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে জবুর ৯৭ অধ্যায়ের সাথে এর মিল রয়েছে (উক্ত গজলের ভূমিকা দেখুন)। "তিনি পবিত্র" কথাটি প্রায়ই একেকটি বক্তব্যের শেষে ব্যবহৃত হয়েছে (আয়াত ৩, ৫; ৯ আয়াতে তা আরও ব্যাপকভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে), যা সম্ভবত ঐতিহ্য অনুসারে তিন বার উল্লেখ করা হয়েছে (ইশা ৬:৩; প্রকাশিত ৪:৮; এর সাথে জবুর ৯৬:১-৩, ৭-৯ আয়াতের নোট দেখুন, যেখানে একটি বিশেষ বাক্য বা বাক্যাংশ তিন বার উল্লেখ করার তাৎপর্য সম্পর্কে আরও ধারণা পাওয়া যেতে পারে)। গজলের দ্বিতীয় অংশে যে বিষয়বস্তুর উদ্ভব ঘটেছে তা গজলের মূল দ্বিতীয় খণ্ডে এসে বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে।

৯৯:১-৩ সিয়োনে সিংহাসনে স্থাপিত আল্লাহ্‌ সমস্ত জাতিগণের উপরে শাসনকারী আল্লাহ্‌ – প্রত্যেকে তাঁকে স্বীকার করুক।

৯৯:১ ৯৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *কাঁপছে ... টলছে।* আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ে। *কারুবী।* ৮০:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ২৫:১৮; ইহি ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৯:৩ তারা ... প্রশংসা-গজল করুক। মহান বাদশাহ্‌ হিসেবে আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর প্রাপ্য সম্মান ও আনুগত্য দেখানোর কথা বলা হয়েছে। *নাম।* আয়াত ৬ দেখুন; এর সাথে ৫:১১

৪ বাদশাহ্ শক্তিধর, তিনি বিচার ভালবাসেন;
তুমি ন্যায়বিধি অটল করেছ,
তুমি ইয়াকুবের মধ্যে বিচার ও ধার্মিকতা
সাধন করেছ।
৫ তোমরা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের প্রতিষ্ঠা কর,
তাঁর পাদপীঠের অভিমুখে সেজ্‌দা কর;
তিনি পবিত্র।
৬ তাঁর ইমামদের মধ্যবর্তী মূসা ও হারুন,
যাঁরা তাঁর নামে ডাকেন, তাঁদের মধ্যবর্তী
শামুয়েল;
তাঁরা মাবুদকে ডাকতেন এবং তিনি উত্তর
দিতেন।
৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থেকে তাঁদের কাছে কথা
বলতেন;
তাঁরা তাঁর সমস্ত নির্দেশ ও তাঁর দেওয়া বিধি
পালন করতেন।
৮ হে মাবুদ, আমাদের আল্লাহ্, তুমিই তাঁদেরকে
উত্তর দিয়েছিলে,
তুমি তাঁদের পক্ষে ক্ষমাশীল আল্লাহ্
হয়েছিলে,
তবুও তাঁদের কাজের প্রতিফল দিয়েছিলে।
৯ তোমরা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের উচ্চপ্রশংসা
কর,
তাঁর পবিত্র পর্বতের অভিমুখে সেজ্‌দা কর;
কেননা আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ পবিত্র।

১৫:১১;লেবীয় ১১:৪৪; প্রকা ৪:৮।
[৯৯:৪] পয়দা ১৮:১৯; প্রকা ১৫:৩।
[৯৯:৫] হিজ ১৫:২।
[৯৯:৬] ১শামু ৭:৫।
[৯৯:৭] শুমারী ১১:২৫।
[৯৯:৮] শুমারী ১৪:২০।

আয়াতের নোট দেখুন। *তিনি পবিত্র।* আয়াত ৫, ৯ দেখুন; এর সাথে লেবীয় কিতাবের ভূমিকা: ধর্মতাত্ত্বিক বিষয়বস্তুসমূহ এবং লেবীয় ১১:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন।

৯৯:৪-৫ মাবুদ আল্লাহ্ ইসরাইলের জন্য যা করেছেন তার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শাসন ও কর্তৃত্ব প্রকাশ করেছেন।

৯৯:৪ বাদশাহ্ শক্তিধর ... বিচার ভালবাসেন। আল্লাহ্‌র রাজত্বের অন্যতম প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য।

ন্যায়বিধি অটল করেছ। অর্থাৎ আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্ট দুনিয়াতে ন্যায় বিচার ও শাসন প্রতিষ্ঠিত করেছেন, বিশেষ ইসরাইল জাতির জন্য (৯৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

ইয়াকুব। ইসরাইল নামটির সমার্থক শব্দ (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

বিচার ও ধার্মিকতা। অর্থাৎ ন্যায় বিচার ও ধর্মশীলতা, যেমনটা ৯৭:২ আয়াতে দেখা যায় (এর সাথে তুলনা করুন ১১৯:১২১ আয়াত; ইহি ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন)। যদিও বেহেশত আল্লাহ্‌র ধর্মশীলতার কথা ঘোষণা করে (৯৭:৬ আয়াতের নোট দেখুন), তথাপি ইসরাইল জাতির জন্য ও তাদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কৃত উদ্ধারকারী কাজ এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে (৯৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৯:৫ আয়াত ৯ দেখুন। জবুর শরীফে অন্যান্য বহুল ব্যবহৃত বাক্যাংশ সম্পর্কে জানতে জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

পাদপীঠ। আল্লাহ্‌র পা রাখার রাজকীয় স্থান (২ খান্দান ৯:১৮ আয়াত দেখুন)। এখানে একটি রূপক শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র বেহেশতী সিংহাসনের কথা বোঝানো হয়েছে। যখন আল্লাহ্ বেহেশতী সিংহাসনে উপবিষ্ট হন, তখন এই দুনিয়াতে তাঁর সিংহাসন হয়ে দাঁড়ায় তাঁর পা রাখার স্থান (এখানে "তাঁর পবিত্র পর্বত" বোঝানো হয়েছে, আয়াত ৯; এর সাথে দেখুন ১৩২:৭; ১ খান্দান ২৮:২; মাতম ২:১ আয়াত)।

৯৯:৬-৭ ইসরাইল জাতির মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর মধ্যস্থতাকারী ইমামদেরকে দিয়েছেন, যারা (১) আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে যারা গুনাহ্‌গার তাদের সাথে আল্লাহ্‌র মধ্যস্থতা বা সংযোগ সাধন করেন (আয়াত ৬) এবং (২) যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর নিজ ইচ্ছা জানতে দিয়েছেন যেন তারা ইসরাইল জাতিকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন (আয়াত ৭)।

৯৯:৬ মূসা ... হারুন ... শামুয়েল। এই তিনজন নিঃসন্দেহে এখানে সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রতিনিধি হিসেবে এসেছেন যাদেরকে আল্লাহ্ তাঁর জাতির বিভিন্ন সঙ্কটের সময়ে তাঁর মধ্যস্থতাকারী হিসেবে প্রেরণ করেছেন।

ইমামদের মধ্যবর্তী ... যাঁরা তাঁর নামে ডাকেন। এখানে ইমামদের মধ্যস্থতামূলক কাজকে মূল গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে (হিজ ১৭:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩২:১১-১৩, ৩১-৩২; শুমারী ১৪:১৩-১৯; ২১:৭; ১ শামু ৭:৫, ৮-৯; ১২:১৯, ২৩; ইয়ার ১৫:১ আয়াত দেখুন)। *তাঁরা মাবুদকে ডাকতেন ... উত্তর দিতেন।* ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তিনি উত্তর দিতেন।* আয়াত ৮ দেখুন; এর সাথে ৬-৭ আয়াতের নোটে দেখুন মধ্যস্থতার কারণে মাবুদ আল্লাহ্ কীভাবে লোকদের প্রতি উত্তর দিতেন।

৯৯:৭ তিনি মেঘস্তম্ভে থেকে তাঁদের কাছে কথা বলতেন। যদিও এখানে সম্ভবত সমগ্র ইসরাইল জাতির কথা বলা হয়েছে (তাদের), তথাপি খুব সম্ভব এখানে আল্লাহ্‌র সাথে মূসার (হিজ ৩৩:৯) এবং হারুনের (শুমারী ১২:৫-৬) কথোপকথনকে স্মরণ করা হয়েছে। তবে মরুভূমিতে আল্লাহ্ যেভাবে ইসরাইল জাতিকে দর্শন দিতেন তার পাশাপাশি সম্ভবত এখানে নবী শামুয়েলের প্রতি আল্লাহ্‌র দর্শনকেও বোঝানো হয়েছে, যাঁকে এবাদতখানায় নবী হিসেবে পরিচর্যা কাজ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, "যেখানে আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক ছিল" (১ শামু ৩:৩; এর সাথে ১ শামু ১২:২৩ আয়াতও দেখুন)।

পালন করতেন। কিছুটা ভিন্নভাবে, ইসরাইলে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার বিধান ও হুকুমনামা পালিত হত, কারণ একমাত্র ইসরাইলের কাছেই তিনি তা ব্যক্ত করেছিলেন (১৪৭:১৯-২০; দ্বি.বি. ৪:৫-৮ আয়াত দেখুন)।

৯৯:৮-৯ ইসরাইল জাতির মধ্যে আল্লাহ্‌র ন্যায় বিচার ও ধার্মিকতার শাসন (আয়াত ৪) এমনভাবে প্রকাশ পেয়েছে যেভাবে তিনি জাতিগণের গুনাহ্‌র শাসন করতেন (হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

৯৯:৯ পবিত্র পর্বত। ৫ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাদের আল্লাহ্ মাবুদ পবিত্র।* দ্বিতীয় অংশটির নাটকীয় ব্যাপ্তি প্রকাশ।

জবুর ১০০ অধ্যায়। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব করার আহ্বান। এই গজলটির মধ্য দিয়ে শেষ হল জবুর ৯০ অধ্যায় থেকে শুরু হওয়া গজল সঙ্কলনটি। এর সাথে ৯৫:১-২, ৬-৭ আয়াতের বিশেষ সংযোগ রয়েছে; এর সাথে জবুর ১১৭ অধ্যায় দেখুন (জবুর ৯৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। দ্বিতীয় প্রধান অংশটি (আয়াত ৪-৫) প্রথম অংশের কাঠামোকেই পুনরাবৃত্তি করেছে (আয়াত ১-৩)। বস্তুত এখানে মাবুদ কেন প্রশংসা ও গৌরবের যোগ্য তা ব্যাখ্যা করার আগে তাঁর প্রশংসা করার জন্য

জবুর ১০০

শুকরিয়া-কাওয়ালী

১ সমস্ত দুনিয়া! মাবুদের উদ্দেশে জয়ধ্বনি কর;
২ সানন্দে মাবুদের সেবা কর;
আনন্দগানসহ তাঁর সম্মুখে এসো।
৩ তোমরা জেনো, মাবুদই আল্লাহ্‌,
তিনিই আমাদের নির্মাণ করেছেন, আমরা
তাঁরই;
আমরা তাঁর লোক ও তাঁর চারণভূমির মেষ।
৪ তোমরা প্রশংসা-গজল সহকারে তাঁর দ্বারে
প্রবেশ কর,
প্রশংসা সহকারে তাঁর প্রাঙ্গণে প্রবেশ কর;
তাঁর শুকরিয়া কর, তাঁর নামের প্রশংসা কর।
৫ কেননা মাবুদ মঙ্গলময়;
তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী;
তাঁর বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।

[১০০:১] জবুর ৯৮:৬।
[১০০:২] দ্বি.বি. ১০:১২।
[১০০:৩] আইউ ১০:৩।
[১০০:৪] জবুর ৪২:৪।
[১০০:৫] ১খান্দান ১৬:৩৪।

সকলকে আহ্বান জানানো হয়েছে।

১০০ অধ্যায়ের শিরোনাম। *শুকরিয়া-কাওয়ালী।* ৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৭৫:১ আয়াতের নোট দেখুন। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে, শুকরিয়া জ্ঞাপনের কোরবানীর সাথে এই গজলটি গাওয়া হত (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে লেবীয় ৭:১২ আয়াত দেখুন)।

১০০:১ সমস্ত দুনিয়া! যদিও ৩, ৫ আয়াতে স্পষ্টভাবে ইসরাইলের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, তাঁর এবাদত করার আহ্বান জানানো হয়েছে সমগ্র বিশ্বের সকল মানুষকে, যেন মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য যা কিছু করেছেন তা প্রত্যেকটি জীবন্ত মানুষ স্বীকার করে এবং তাঁর গৌরব ও প্রশংসা করে (জবুর ৯৮-৯৯, ১১৭ অধ্যায় দেখুন)।

১০০:৩ তোমরা জেনো। অর্থাৎ তোমরা স্বীকার কর। *আমাদের নির্মাণ করেছেন।* ৯৫:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *তাঁর চারণভূমির মেষ।* ৯৫:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২৩:১ আয়াতের নোটও দেখুন।

১০০:৪ তাঁর দ্বার। অর্থাৎ পবিত্র এবাদতখানার দ্বার (২৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *তাঁর প্রাঙ্গণ।* এবাদতখানার প্রাঙ্গণ (৮৪:২, ১০; ২ বাদশাহ্‌ ২১:৫; ২৩:১১-১২ আয়াত দেখুন)।

১০০:৫ মাবুদ মঙ্গলময়। মাবুদ আল্লাহ্‌ মঙ্গলময় ও বিশ্বস্ত (৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তাঁর অটল মহব্বত যুগে যুগে অনন্তকাল স্থায়ী (৯৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১০১-১১০ দশটি গজলের একটি সঙ্কলন, যা আরও দুটি সঙ্কলনের মাঝখানে স্থান পেয়েছে (জবুর ৯০-১০০ এবং ১১১-১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। সঙ্কলনটির কাঠামো নির্দেশ করেছে বিশেষ দুটি অধ্যায় যা বিশেষভাবে বাদশাহ্‌র প্রতি উদ্দেশ্য করে রচিত হয়েছে। প্রথমটিতে অর্থাৎ ১০১ অধ্যায়ে বাদশাহ্‌র প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তিনি আল্লাহ্‌র ধার্মিকতাপূর্ণ শাসনের অনুকরণে তাঁর রাজ্য পরিচালনা করেন। শেষের অধ্যায়টিতে, অর্থাৎ ১১০ অধ্যায়ে আল্লাহ্‌ ওয়াদা করছেন যে, তিনি তাঁর অভিষিক্ত বাদশাহ্‌কে সকল দুশমনের উপরে বিজয়ী হতে শক্তি যোগাবেন। এই সঙ্কলনের গজলগুলো কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে বিন্যাস করা হয়েছে। কাঠামোর ভেতরে জবুর ১০২ এবং ১০৯ অধ্যায় দুটি হচ্ছে সঙ্কটের সময়ে আল্লাহ্‌র কাছে ব্যক্তিগত মুনাজাত; জবুর ১০৩ ও ১০৮ অধ্যায় হচ্ছে আল্লাহ্‌ মহান ও অটল মহব্বতের জন্য তাঁর প্রশংসা, যার ব্যাপ্তি আসমান ছোঁয়া (১০৩:১১; ১০৮:৪); জবুর ১০৪ ও ১০৭ অধ্যায় দুটি হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশেষ প্রশংসা জ্ঞাপন, যেখানে ১০৪ অধ্যায়ে সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র কৃত প্রজ্ঞাপূর্ণ ও ভালবাসাপূর্ণ কাজের নিদর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং ১০৭ অধ্যায়ে সৃষ্ট জগতের উপরে মানুষকে কর্তৃত্ব দানের জন্য এবং আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের জন্য যে "আশ্চর্য কাজ" করেছেন তার জন্য প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে (আয়াত ৮, ১৫, ২১, ২৪, ৩১)। অবশিষ্ট দুটি অধ্যায়েও আল্লাহ্‌র প্রশংসা বর্ণিত হয়েছে, যেখানে ১০৫ অধ্যায়ে ইসরাইল জাতির উদ্ধার লাভের ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং জবুর ১০৬ অধ্যায়ে সেই একই ইতিহাসকে ইসরাইল জাতির অবাধ্যতার ইতিহাস হিসেবে ব্যক্ত করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র সঙ্কলনটিতে জবুর শরীফের বাকি অংশে পাওয়া যায় এমন অধিকাংশ বিষয়বস্তু ও মূলভাব খুঁজে পাওয়া যায়। কাঠামো চিহ্নিতকারী দুটি অধ্যায় ইসরাইলের অভিষিক্ত বাদশাহ্‌র উদ্দেশে রচিত হয়েছে এবং মধ্যবর্তী দুটি অধ্যায় ইসরাইল জাতির সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্কের ইতিহাস বর্ণনা করে। মধ্যবর্তী অধ্যায়গুলোতে সৃষ্টির সময় থেকে শুরু করে ইব্রাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের সাথে আল্লাহ্‌র অনন্তকালীন সম্পর্ক ও নিয়ম স্থাপন, মিসর দেশের গোলামী থেকে ইসরাইলের মুক্তি ও কেনান দেশে প্রবেশ, ইসরাইলের বন্দীদশা এবং উদ্ধার লাভ এবং সব শেষে মাবুদের অভিষিক্ত জনের চূড়ান্ত বিজয় লাভ – ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়বস্তু একে একে উঠে এসেছে। সম্ভবত বর্তমানে আমরা জবুর ১০৭ অধ্যায়ে জবুর শরীফের চতুর্থ ও পঞ্চম খণ্ডের যে বিভক্তি দেখতে পাই তা পরবর্তী সময়ে সম্পাদনাকারীগণ করেছেন, যার কারণে জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের এই বিশেষ ও চমৎকার সঙ্কলনটি দুটি ভিন্ন খণ্ডে বিন্যস্ত হয়েছে।

জবুর ১০১ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র নির্দেশিত বিধান অনুসারে রাজ্য শাসন করার জন্য একজন বাদশাহ্‌র ওয়াদানামা (২ বাদশাহ্‌ ২৩:৩ আয়াত দেখুন)। এই অধ্যায়ের সাথে জবুর ১১০ অধ্যায়ের সম্পর্ক জানার জন্য জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। যদি কিতাবটি বাদশাহ্‌ দাউদ রচনা করে থাকেন (গজলটির শিরোনাম দেখুন), তাহলে সম্ভবত আল্লাহ্‌র শরীয়ত-সিন্দুক সফলভাবে জেরুশালেমে নিয়ে আসার আগে তা রচনা করা হয়েছে (২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২ শামু ৬ অধ্যায়ও দেখুন)। কেবল মাত্র ঈসা মসীহ্‌, বাদশাহ্‌ দাউদের মহান বংশধর এই ওয়াদার কথাগুলো পরিপূর্ণভাবে পূরণ করতে সক্ষম। হিব্রুতে সাতটি জোড় পঙক্তি নিয়ে গজলটি রচিত হয়েছে (সাত সংখ্যা পূর্ণতা নির্দেশ করে)। গজলটি শুরু করা হয়েছে দুই স্তর বিশিষ্ট ভূমিকা দিয়ে (আয়াত ১-৩ক), যার পরে রয়েছে পাঁচ পঙক্তি বিশিষ্ট একটি অংশ (আয়াত ৩খ-৮) যেখানে দ্বিতীয় পঙক্তির মূল ভাবকে বিধৃত করা হয়েছে। এই পাঁচটি পঙক্তির মধ্যে মাঝেরটিতে (আয়াত ৬) "বিশ্বস্ত" ও "নির্দোষদের" প্রতি বাদশাহ্‌র ওয়াদা প্রকাশ করা হয়েছে। অপরদিকে অন্য চারটি পঙক্তি (আয়াত ৩খ-৪, ৫, ৭, ৮) দেশের সকল "অবিশ্বস্ত" ও "গুনাহ্‌গারদের" প্রতি তাঁর ক্রোধের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। (ষষ্ঠ ও সপ্তম পঙক্তির সাথে তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তির সামঞ্জস্যতা নিরূপণের জন্য নিচের নোটগুলো দেখুন।) মাঝের পঙক্তির সাথে প্রথম ও

জবুর ১০১

হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ আমি রহম ও ন্যায়বিচারের বিষয় গাইব;
হে মাবুদ, তোমারই প্রশংসা গান করবো।
২ আমি বিবেচনাপূর্বক সিদ্ধপথে গমন করবো;
তুমি কবে আমার কাছে আসবে?
আমার গৃহমধ্যে আমি হৃদয়ের সিদ্ধতায় চলবো।
৩ আমি কোন জঘন্য পদার্থ চোখের সামনে রাখবো না,
আমি বিপথগামীদের কাজ ঘৃণা করি,
তা আমাতে লিপ্ত হবে না।
৪ কুটিল অন্তঃকরণ আমা থেকে দূরে থাকবে;
নাফরমানীর সঙ্গে আমার পরিচয় হবে না।
৫ যে জন গোপনে প্রতিবেশীর অপবাদ দেয়,
তাকে আমি উচ্ছেদ করবো;
যার অহংকারী দৃষ্টি ও গর্বিত হৃদয়, তাকে সহ্য করবো না।
৬ দেশের বিশ্বস্ত লোকদের প্রতি আমার দৃষ্টি থাকবে;
তারা আমার সঙ্গে বাস করবে;
যে সিদ্ধ পথে চলে, সেই আমার পরিচারক হবে;
৭ প্রতারণাকারী আমার গৃহমধ্যে বাস করবে না;

[১০১:১] জবুর ৩৩:১।
[১০১:২] পয়দা ১৭:১; ফিলি ১:১০।
[১০১:৩] ইয়ার ১৬:১৮; ইহি ১১:২১; হোশেয় ৯:১০।
[১০১:৪] মেসাল ৩:৩২।
[১০১:৫] হিজ ২০:১৬; লেবীয় ১৯:১৬।
[১০১:৬] জবুর ১১৯:১।

দ্বিতীয় পঙক্তিটি "সিদ্ধ" শব্দটি দ্বারা বিশেষভাবে সংযুক্ত। (জবুর শরীফের গজলগুলোর মধ্যবর্তী আয়াতের বিশেষত্ব জানতে ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন।) পুরো গজলটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে প্রথম ও শেষ আয়াতে "মাবুদ" সম্বোধন করার মধ্য দিয়ে (আয়াত ১ ও ৮ দেখুন)। শেষ থেকে উল্টোদিকে দ্বিতীয় পঙক্তি এবং প্রথম থেকে দ্বিতীয় পঙক্তিটি দুটি বিশেষ শব্দগুচ্ছ প্রতিফলিত করেছে। "আমার গৃহমধ্যে (আয়াত ২, ৭) এবং "আমার চক্ষুর সম্মুখে" (আয়াত ৭) – দুটোই হিব্রু ভাষায় অনুমোদন বা মেনে নেওয়া অর্থে বোঝানো হয়েছে (আয়াত ৩)। এভাবে মূল কাঠামোর ভেতরে আরেকটি কাঠামো সৃষ্টি করা হয়েছে। অন্যান্য দ্বৈত বৈশিষ্ট্য জানার জন্য নিচের নোটগুলো দেখুন।

১০১:১-২ আল্লাহ্‌র রাজত্বের বিশেষত্বে প্রশংসা, যা বাদশাহ্‌ তাঁর নিজ রাজত্বের জন্য অনুসরণ করে থাকেন।

১০১:১ রহম ও ন্যায় বিচার। আল্লাহ্‌র রাজত্বের অন্যতম প্রধান দুটি গুণাবলী (৬:৪; ৯৯:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। এই বিশেষ শব্দ দুটির এক সাথে প্রয়োগ আরও দেখুন হোসিয়া ১২:৬; মিকাহ্‌ ৬:৮ আয়াতে; এর সাথে তুলনা করুন জাকা ৭:৯ আয়াত। এখানে যে শব্দগুচ্ছটি ব্যবহৃত হয়েছে তা সম্ভবত "মহব্বত ও বিশ্বস্ততা" এবং "ধর্মশীলতা ও ন্যায় বিচার" শব্দগুচ্ছের একত্রিত ও সংক্ষেপিত রূপ (যেমনটা দেখা যায় ৮৯:১৪ আয়াতে; এর সাথে তুলনা করুন ৩৩:৫; ৩৬:৫-৬; ৪৮:৮-১১; ইশা ১৬:৫; হোসিয়া ২:১৯ আয়াত)।

১০১:২ক *সিদ্ধপথ।* আয়াত ২খ, ৬ দেখুন; পয়দা ১৭:১ আয়াতের নোট দেখুন।

কবে ... ? সম্ভবত এখানে বাদশাহ্‌ দাউদ তাঁর রাজধানীতে আল্লাহ্‌র পবিত্র শরীয়ত সিন্দুক নিয়ে আসার জন্য অপেক্ষার কথা প্রকাশ করেছেন। শরীয়ত-সিন্দুক রাজধানীতে থাকার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ্‌র উপস্থিতি তাঁর সাথে থাকা এবং তাঁর রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হওয়া (২ শামু ৬ অধ্যায় দেখুন এবং ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন)। পরবর্তী বাদশাহ্‌দের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে এই প্রশ্নের অর্থ হচ্ছে ১-২ আয়াতে যে ওয়াদা ও প্রশংসা করা হয়েছে তার সাথে সম্পর্কিত বেহেশতী রহমত ও দোয়া লাভের প্রত্যাশা (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৭২ অধ্যায়; ১ বাদশাহ্‌ ৩:৭-৯ আয়াত)।

১০১:২খ-৩ক *অপরিহার্য ওয়াদা।* **হৃদয়ের সিদ্ধতায় ... চক্ষুর সম্মুখে।** পুরাতন নিয়মের ব্যাখ্যা অনুসারে একজন মানুষ তার মন যা বলে তা করে – যা তার সবচেয়ে অন্তঃস্থিত সত্তা (৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন) এবং চোখের বা দৃষ্টির দ্বারা আকৃষ্ট হয়– বাহ্যিক প্রভাব (১১৯:৩৭; কাজী ১৪:১-২; ২ শামু ১১:২; ২ বাদশাহ্‌ ১৬:১০; আইউব ৩১:১; মেসাল ৪:২৫; ১৭:২৪)। হৃদয় ও চোখের এই সংমিশ্রণ সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন আয়াত ৫; শুমারী ১৫:৩৯; আইউব ৩১:৭; মেসাল ২১:৪; হেদায়েত ২:১০; ইয়ার ২২:১৭ আয়াত।

১০১:২খ গৃহ। বাদশাহ্‌র প্রশাসনিক ভবন, তথা রাজসভা (৭ আয়াত দেখুন)।

১০১:৩ক জঘন্য পদার্থ। "বিলিয়াল" (২ করি ৬:১৫) শব্দটি এই শব্দের হিব্রু প্রতিশব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে (দ্বি.বি. ১৩:১৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০১:৩খ-৪ মন্দ কাজ এবং যারা তা করে থাকে তাদের প্রতি ভর্ৎসনা (আয়াত ৭ দেখুন)।

১০১:৩খ বিপথগামী। যারা সত্য ও সুন্দরের বিরুদ্ধে সমস্ত কাজ করে থাকে (হোসিয়া ৫:২ দেখুন, "বিপক্ষ")।

১০১:৪ কুটিল অন্তঃকরণ। "নির্দোষ" শব্দটির বিপরীত (১৮:২৬ আয়াত দেখুন, "চতুর"; এর সাথে মেসাল ১১:২০; ১৯:১; ২৮:৬ আয়াত দেখুন)। কুটিল অন্তর এবং প্রবঞ্চক জিহ্বা হচ্ছে (আয়াত ৭ দেখুন) শিকড় এবং ফল (মেসাল ১৭:২০ আয়াত দেখুন)।

১০১:৫ বাদশাহ্‌ তাঁর সামনে থেকে সমস্ত অপবাদকারী ও অহঙ্কারী লোকদের সরিয়ে দেওয়ার জন্য আবেদন করছেন (আয়াত ৮)। *তাকে আমি উচ্ছেদ করবো।* অর্থাৎ তাকে ধ্বংস করবো (৫৪:৫; ৯৪:২৩ আয়াত দেখুন)। আয়াত ৮ দেখুন। *অহংকারী দৃষ্টি ও গর্বিত হৃদয়।* আয়াত ২খ-৩ক নোট দেখুন। মেসাল ২১:৪ আয়াত অনুসারে এগুলো "দুষ্টদের অকর্ষণকৃত ভূমি"; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১৩১:১; ইশা ১০:১২ আয়াত। অহঙ্কারীরা সাধারণত উদ্ধত হয় (ইশা ১০:১২ আয়াত দেখুন) এবং তারা নিজেদের ছাড়া আর কাউকে মানে না (৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০১:৬ বাদশাহ্‌ মুনাজাত করছেন যেন তিনি বিশ্বস্ত ও সিদ্ধ লোকদের সাহচার্যে থাকতে পারেন।

আমার দৃষ্টি থাকবে। অর্থাৎ আমি সব সময় তাদের প্রতি অনুকূল ও সদয় আচরণ করব (৩৩:১৮; ৩৪:১৫ আয়াত দেখুন)। *যে সিদ্ধ পথে চলে।* যারা নৈতিক শুদ্ধতা থেকে বিচ্যুত হয় না। *আমার পরিচারক হবে।* অর্থাৎ আমার সহচর (হিজ ২৪:১৩), পরিচর্যাকারী (পয়দা ৩৯:৪; ১ বাদশাহ্‌ ১৯:২১ আয়াত দেখুন), ব্যক্তিগত পরিচারক (২ বাদশাহ্‌ ৪:৪৩), নেতৃবর্গ ও রাজকর্মচারী হবে (১ খান্দান ২৭:১; ২ খান্দান ১৭:১৯; মেসাল ২৯:১২ আয়াত দেখুন)।

১০১:৭ যারা প্রতারণা ও ছলনা করে তাদের প্রতি ভর্ৎসনা (আয়াত ৩খ-৪ দেখুন)।

মিথ্যাবাদী আমার চোখের সামনে স্থির থাকবে
না।
৮ প্রতি প্রভাতে আমি দেশস্থ সকল দুষ্টকে বিনষ্ট
করবো;
যেন সমস্ত দুর্বৃত্তকে মাবুদের নগর থেকে
উচ্ছিন্ন করি।

জবুর ১০২

এক জন দুঃখীর মুনাজাত; যখন সে অবসন্ন হয়ে
মাবুদের কাছে তার খেদের কথা ভেঙ্গে বলে,
সেই সময়কার।

১ হে মাবুদ, আমার মুনাজাত শোন,
আমার আর্তনাদ তোমার কাছে উপস্থিত
হোক।
২ সঙ্কটের দিনে আমা থেকে মুখ লুকাবে না,
আমার প্রতি কান দাও;
যেদিন আমি ডাকি, ত্বরায় আমাকে উত্তর
দিও।
৩ কেননা আমার সমস্ত দিন ধোঁয়ার মত বিলীন
হয়েছে,
আমার সমস্ত অস্থি জ্বলন্ত কাঠের মত পুড়ে
গেছে;
৪ আমার হৃদয় আঘাত পেয়ে ঘাসের মত শুকিয়ে
গেছে;
আমি আহার করতে ভুলে যাই।
৫ আমার জোরে জোরে কোঁকানোর দরুন
আমার অস্থিগুলো চামড়ার সঙ্গে লেগে গেছে।
৬ আমি মরুভূমিস্থ মরু-পেঁচার মত হয়েছি,
উৎসন্ন স্থানের ক্ষুদ্র পেঁচার সমান হয়েছি।
৭ আমি সজাগ থাকি এবং এমন হয়েছি,
যেন ছাদের উপরে চটক পাখি একাকী
রয়েছে।
৮ শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে তিরস্কার করে,

[১০১:৮] ইয়ার ২১:১২।
[১০১:৮] ২শামু ৩:৩৯।
[১০২:১] হিজ ২:২৩।
[১০২:২] ২বাদশাহ্ ১৯:১৬।
[১০২:৩] ইয়াকুব ৪:১৪।
[১০২:৪] ১শামু ১:৭; উজা ১০:৬; আইউ ৩৩:২০।
[১০২:৬] ইশা ৩৪:১১; সফ ২:১৪।
[১০২:৮] হিজ ২২:২৮; ইশা ৬৫:১৫; জাকা

১০১:৮ আল্লাহ্‌র রাজ্য থেকে সমস্ত দুষ্ট ও মন্দ লোকদেরকে উচ্ছেদ করার আহ্বান (আয়াত ৫ দেখুন)। *প্রতি প্রভাতে।* অর্থাৎ অধ্যবসায় ও একাগ্রতার সাথে (ইয়ার ২১:১২; সফনিয় ৩:৫ আয়াত দেখুন)। সাধারণত বাদশাহ্‌গণ সকাল বেলায় বিচারের সমস্ত শুনানি নিতেন – যখন মন ও চিন্তা পরিষ্কার থাকতো এবং আবহাওয়া ঠাণ্ডা থাকতো। এ সময়েই নিপীড়িতেরা তাদের উপরে অত্যাচারীদের কাছ থেকে মুক্তি কামনা করতো (এর সাথে তুলনা করুন ৮৮:১৩; ১৪৩:৮; ইশা ৩৩:২ আয়াত)। *মাবুদের নগর।* জবুর ৪৬; ৪৮; ৮৭ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে ৩:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

জবুর ১০২ অধ্যায়। তীব্র সঙ্কটের সময় আল্লাহ্‌র কাছে ব্যক্তিগত মুনাজাত। জবুর শরীফের এই সঙ্কলনে জবুর ১০৯ অধ্যায়ের সাথে এই গজলটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। প্রাথমিক মণ্ডলীর এবাদতের সময় এই গজলটি সাধারণত গুনাহ্ স্বীকার ও মন পরিবর্তনের প্রতীক হিসেবে গাওয়া হত (জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যদিও এখানে সরাসরি কোন কথার মধ্য দিয়ে গুনাহ্ স্বীকার করা হয় নি। এই গজলের মূল অংশটি (আয়াত ১-২২) চারটি পঙক্তিতে গঠিত হয়েছে। প্রথমে রয়েছে মুনাজাত শ্রবণের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে আবেদন (আয়াত ১-২; সঙ্কট ও দুর্দশার বর্ণনা, আয়াত ৩-১১; আল্লাহ্ অবশ্যই মুনাজাত শ্রবণ করবেন এমন নিশ্চয়তা ও আত্মবিশ্বাস প্রকাশ, আয়াত ১২-১৭; মাবুদের বিশেষ উদ্ধার সাধনের জন্য আবেদন যা চিরকাল তাঁর প্রশংসা ধ্বনিত করে তোলে, আয়াত ১৮-২২। সব শেষে রয়েছে সমাপনী প্রশংসামূলক বক্তব্য (আয়াত ২৩-২৮)।

১০২ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর শরীফে এই গজলটির শিরোনাম অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন। এতে কোন লেখকের নাম বা কোন বিশেষ সুরের নাম বা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ নেই। বরং শিরোনামে বলা হয়েছে জীবনের ঠিক কোন সময়ে এই গজলটি গাওয়া উপযুক্ত সে কথা। আয়াত ১-১১, ২৩-২৪ আয়াত দেখলে বোঝা যায় যে, এই গজলটি একটি একক বা ব্যক্তিগত গজল। এর সাথে আয়াত ১২-২২ ও ২৮ পরিষ্কারভাবে সঙ্কটের সময় জাতিগত সম্পৃক্ততা নির্দেশ করে। *মুনাজাত।* ১, ১৭ আয়াত দেখুন। *অবসন্ন।* অর্থাৎ দুর্বল; ৬১:২; ৭৭:৩; ১৪২:৩; ১৪৩:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১০৭:৫; ইউনুস ২:৭ আয়াত দেখুন। *খেদের কথা ভেঙে বলে।* অর্থাৎ একজন দুঃখী ব্যক্তি মাতম। এখানে যে হিব্রু শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা ৬৪:১; ১৪২:২; আইউব ৭:১৩; ৯:২৭; ১০:১; ২১:৪ আয়াতে "অভিযোগ" হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে। ভূমিকা: গজলের ধরনসমূহ; মাতম কিতাবের ভূমিকা: বিষয়বস্তুসমূহ ও ধর্মতত্ত্ব দেখুন।

১০২:১-২ আল্লাহ্ যেন এই মুনাজাত শ্রবণ করেন সে জন্য ফরিয়াদ।

১০২:২ আমা থেকে মুখ লুকাবে না। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। যেদিন আমি ডাকি, ত্বরায় আমাকে উত্তর দিও। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০২:৩-১১ দুর্দশার বর্ণনা। বক্তার কষ্ট ও দুর্দশা এমনই যে, তা দেহ ও রূহ্‌কে সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে ফেলছে – আর তা ঘটেছে আল্লাহ্‌র ক্রোধ ও রোষের কারণে (আয়াত ১০)। এ কারণে তিনি আল্লাহ্‌র দুশমনদের উপহাস ও তিরস্কারের পাত্র হয়ে উঠেছেন (আয়াত ৮)। এই অংশটিকে যে আয়াতগুলো এক সাথে কাঠামোবদ্ধ করেছে সে সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন আয়াত ৩-৪ ও ১১।

১০২:৩ আমার সমস্ত দিন ধোঁয়ার মত বিলীন হয়েছে। এর সাথে ১১, ২৩ আয়াত দেখুন। *অস্থি ... পুড়ে গেছে।* আগুন যেন তার দেহকে ক্ষয় করে ফেলছে (৩১:১০; ৩২:৩; ৪২:১০ আয়াত দেখুন)।

১০২:৪ হৃদয়। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। এখানে "হৃদয়" শব্দটি "অস্থি" শব্দের সাথে সম্পূরক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (আয়াত ৩) এবং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ বোঝানো হয়েছে (দেহ ও রূহ্); ২২:১৪; মেসাল ১৪:৩০; ১৫:৩০; ইশা ৬৬:১৪; ইয়ার ২০:৯; ২৩:৯ আয়াত দেখুন। *আঘাত পেয়ে।* কিংবা বলা যায় "ঝলসে গিয়ে" (সূর্যের উত্তাপে); ১২১:৬ আয়াত দেখুন। ঘাসের মত শুকিয়ে গেছে। ১১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯০:৫ -৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০২:৬ পেঁচা। যা পরিত্যক্ত এলাকা এবং ধ্বংসস্তূপের প্রতীকী অর্থ প্রকাশ করে (ইশা ৩৪:১১, ১৫; ইয়ার ৫০:৩৯; সফনিয় ২:১৪ আয়াত দেখুন)।

১০২:৮ শত্রুরা সমস্ত দিন আমাকে তিরস্কার করে। ১০৯:২৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫:৯; ৩৯:৮ আয়াতের নোট দেখুন। আমার নাম নিয়ে বদদোয়া দেয়। তারা বলে "তুমি অমুকের মত হও"।

যারা আমার বিরুদ্ধে ক্রোধোন্মত্ত,
তারা আমার নাম নিয়ে বদদোয়া দেয়।
৯ বস্তুত আমি খাবারের মত ভস্ম খেয়েছি,
আমার পানীয় দ্রব্যের সঙ্গে নেত্রজল
মিশিয়েছি।
১০ এর কারণ তোমার ক্রোধ ও তোমার রোষ;
কেননা তুমি আমাকে তুলে আছাড় মেরেছ।
১১ আমার দিন হেলে পড়া ছায়ার মত,
আমি ঘাসের মত শুকিয়ে যাচ্ছি।
১২ কিন্তু, হে মাবুদ, তুমি অনন্তকাল সমাসীন
থাকবে,
তোমার নাম পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
১৩ তুমি উঠবে, সিয়োনের প্রতি করুণা করবে;
কারণ এখন তার প্রতি কৃপা করার সময়,
কেননা নির্ধারিত কাল উপস্থিত হল।
১৪ যেহেতু তোমার গোলামেরা এর প্রস্তরে প্রীত,
এর ধূলিকণার প্রতি কৃপা করছে।

৮:১৩।
[১০২:৯] ইশা
৪৪:২০।
[১০২:১১] আইউ
৮:১২; ইয়াকুব
১:১০।
[১০২:১২] ইশা
৫৫:১৩; ৬৩:১২।
[১০২:১৩] প্রেরিত
১:৭।
[১০২:১৫] ইশা
২:২।
[১০২:১৬] ইশা
৬০:১-২।
[১০২:১৭] ১বাদশাহ্
৮:২৯।
[১০২:১৮] রোমীয়
৪:২৪।
[১০২:২১] জবুর
২২:২২।

১৫ এতে জাতিরা মাবুদের নাম ভয় করবে,
দুনিয়ার সমস্ত বাদশাহ্ তোমার প্রতাপ দেখে
ভয় পাবে।
১৬ কেননা মাবুদ সিয়োনকে গেঁথেছেন,
তিনি নিজের মহিমায় দর্শন দিয়েছেন;
১৭ তিনি দীনহীনদের মুনাজাতমুখী করেছেন,
তাদের মুনাজাত তুচ্ছ করেন নি।
১৮ একথা ভাবী বংশের জন্য লেখা থাকবে;
যাতে যে জাতি সৃষ্ট হবে, তারা মাবুদের
প্রশংসা করতে পারে।
১৯ কেননা তিনি তাঁর উঁচু পবিত্র স্থান থেকে
অবলোকন করলেন;
মাবুদ বেহেশত থেকে দুনিয়াতে দৃষ্টিপাত
করলেন;
২০ বন্দীর হাহাকার শুনবার জন্য,
মৃত্যুর সন্তানদেরকে মুক্ত করার জন্য;
২১ যেন প্রচারিত হয় সিয়োনে মাবুদের নাম,

১০২:৯ পানীয় দ্রব্য ... নেত্রজল। ৪২:৩; ৮০:৫ আয়াতে চোখের পানিকে খাবার ও পানি হিসেবে দেখানো হয়েছে।

১০২:১০ তোমার ক্রোধ ও তোমার রোষ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০২:১১ ৩-৪ আয়াতের পুনরুল্লেখ। ছায়া। ১০৯:২৩; ১৪৪:৪; আইউব ৮:৯; ১৪:২; হেদায়েত ৬:১২ আয়াত দেখুন। *ঘাস।* ৩৭:২০; ৯০:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০২:১২-১৭ বেহেশতের অনন্তকালীন আল্লাহ্ যে অবশ্যই দুঃখীদের (আয়াত ১৭) মুনাজাত শুনবেন এবং সিয়োনকে পুনরুদ্ধার করবেন তার নিশ্চয়তা। জবুর শরীফের গজলগুলোর মুনাজাতে এ ধরনের নিশ্চয়তার প্রকাশভঙ্গি সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ৩:৮ আয়াতের নোট। ছয় আয়াত বিশিষ্ট এই পঙক্তিটি ক-খ-গ/ক-খ-গ এই বিন্যাসে রচিত হয়েছে (১৫-১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০২:১২ তুমি অনন্তকাল সমাসীন থাকবে। পূর্ববর্তী গজল সঙ্কলনের মূল বিষয়বস্তু (জবুর ৯০-১০০)। যেহেতু আল্লাহ্র চিরকাল রাজত্ব করবেন এবং তিনি অপরিবর্তনীয় (আয়াত ২৭ দেখুন), সে কারণে যারা তাঁর কাছে দয়া ভিক্ষা করে তারা কখনো খালি হাতে ফিরবে না। *তোমার নাম পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।* অর্থাৎ তাঁর সুখ্যাতি কখনো ক্ষয় পাবে না (৩০:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। মাবুদের নাম নিয়ে আরও প্রশংসার বাণী দেখুন জবুর ১১১; ১৩৫; ১৪৫ আয়াতে।

১০২:১৩ এই আয়াত এবং ১৬ আয়াত (সেই সাথে ১৪ আয়াতও দেখুন) এই অর্থ ব্যক্ত করে যে, ব্যাবিলনের বন্দীদশার কারণে জবুর রচয়িতা সঙ্কটাপন্ন ও দুর্দশাগ্রস্ত। *তুমি উঠবে।* ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *নির্ধারিত কাল।* আল্লাহ্র বিচার ও উদ্ধারের জন্য নিরূপিত সময় (৭৫:২; হিজ ৯:৫; ২ শামু ২৪:১৫; দানিয়াল ১১:২৭, ৩৫ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত জবুর রচয়িতা এখানে কোন নবী কর্তৃক ঘোষিত কোন বিশেষ সময়ের কথা বলছেন।

১০২:১৪ তোমার গোলামেরা ... প্রীত। যদি আল্লাহ্র নগরী সিয়োন (৪৬:৪; ৪৮:১-২, ৮; ৮৭:৩; ১০১:৮; ১৩২:১৩) আল্লাহ্র গোলামদের কাছে এতটা প্রিয় হয় (জবুর ১২৬; ১৩৭ অধ্যায় দেখুন) তাহলে মাবুদ আল্লাহ্র কাছে এই নগরী আরও কত না বেশি ভালবাসার পাত্র!

১০২:১৫ জাতিরা মাবুদের নাম ভয় করবে। ২৫:১২; ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

মাবুদের নাম। এখানে আল্লাহ্র সুখ্যাতি অর্থে নাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (আয়াত ১২ দেখুন; ৩০:৪ আয়াতের নোট দেখুন)। ইয়াহ্ওয়েহ্র নাম তথা সুখ্যাতি চিরকাল অটুট থাকবে (আয়াত ১২) এবং তা দুনিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী নেতৃবর্গের মনে ভয় জাগিয়ে তুলবে। *নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০২:১৬ মাবুদ সিয়োনকে গেঁথেছেন। ইয়াহ্ওয়েহ্ সিয়োনকে পুনর্নির্মাণ করার মধ্য দিয়ে তার প্রতি দয়া করবেন (আয়াত ১৩)। *নিজের মহিমায় দর্শন দিয়েছেন।* কিংবা বলা যায় "এভাবে গৌরবে আবির্ভূত হয়েছেন" (আয়াত ১৫ দেখুন এবং ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৪০:১-৫ আয়াতের নোট দেখুন)। এই প্রত্যাশা "নতুন জেরুশালেমের" মধ্য দিয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে (প্রকাশিত ২১ অধ্যায় দেখুন)।

১০২:১৭ দীনহীন। যাদেরকে "তোমার গোলাম" বলা হয়েছে (আয়াত ১৪)। *তাদের মুনাজাত।* সিয়োনের বর্তমান ধ্বংসাবস্থার কারণে তাদের দুঃখ ও মনোকষ্টের কথা এই মুনাজাতে ফরিয়াদ আকারে প্রকাশ পেয়েছে (আয়াত ১৪)।

১০২:১৮-২২ আল্লাহ্র লোকদের প্রতি তাঁর উদ্ধার সাধনের কাজ ব্যক্ত করে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ (আয়াত ৮)। এই প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা চিরকাল চলতে থাকবে, যত দিন পর্যন্ত এই এবাদতকারী সমাজ আল্লাহ্র লোক হিসেবে বেহেশতী সিয়োনে তাদের স্থান খুঁজে পায় (আয়াত ২২)। জবুর ১১৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে প্রকা ১৫:৪; ২১:২৪, ২৬ আয়াতও দেখুন।

১০২:১৮ লেখা থাকবে। কেবল মাত্র এখানে জবুর রচয়িতা আল্লাহ্র নাজাত সাধনকারী কাজ স্মরণ করার জন্য লিখিত রাখার কথা বলেছেন; সাধারণত তৎকালে এগুলো সবই মুখে মুখে প্রচলিত থাকতো (২২:৩০; ৪৪:১; ৭৮:১-৪ আয়াত দেখুন)। *সৃষ্ট হবে।* সর্বশক্তিমান আল্লাহ্র সার্বভৌম ক্ষমতার দ্বারা সত্তার পরিণত হবে (৫১:১০; ১০৪:৩০; ১৩৯:১৩ আয়াত দেখুন)।

১০২:২০ বন্দী ... মৃত্যুর সন্তান। সম্ভবত যুদ্ধের কারণে বন্দী লোকেরা, তবে এখানে ব্যাবিলনের বন্দীদশায় নীত লোকদের

ও জেরুশালেমে তাঁর প্রশংসা।
২২ যখন বিভিন্ন জাতি একত্র হবে,
ও সমস্ত রাজ্য একত্র হবে মাবুদের এবাদত
করার জন্য।
২৩ তিনি আমার জীবনকালে আমার বল হ্রাস
করেছেন,
তিনি আমার আয়ু সংক্ষেপ করেছেন।
২৪ আমি বললাম, হে আমার আল্লাহ্,
আয়ুর মধ্যভাগে আমাকে তুলে নিও না;
তোমার সমস্ত বছর পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।
২৫ তুমি পুরাকালে দুনিয়ার মূল স্থাপন করেছ,
আসমানও তোমার হাতের রচনা।
২৬ সেগুলো বিনষ্ট হবে, কিন্তু তুমি স্থির থাকবে;
সে সমস্ত কাপড়ের মত নষ্ট হয়ে যাবে,
তুমি পরিচ্ছদের মতোই তাদের খুলে ফেলবে,
ও তাদের পরিবর্তন হবে।

[১০২:২২] জাকা ৮:২০-২৩।
[১০২:২৪] পয়দা ২১:৩৩।
[১০২:২৫] ইব ১:১০-১২।
[১০২:২৬] মথি ২৪:৩৫।
[১০২:২৭] ইব ১৩:৮; ইয়াকুব ১:১৭।
[১০৩:১] জবুর ২৮:৬।
[১০৩:২] দ্বি.বি. ৬:১২।
[১০৩:৩] কল ৩:১৩; ১পিতর ২:২৪; ১ইউ ১:৯।
[১০৩:৪] ইশা ৪৩:১।

২৭ কিন্তু তুমি যে আছ সেই আছ,
তোমার সমস্ত বছর কখনও শেষ হবে না।
২৮ তোমার গোলামদের সন্তানেরা বসতি করবে,
তাদের বংশ তোমার সাক্ষাতে অটল হবে।

জবুর ১০৩

হযরত দাউদের।

১ হে আমার প্রাণ, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর;
হে আমার অন্তরস্থ সকল, তাঁর পবিত্র নামের
শুকরিয়া আদায় কর।
২ হে আমার প্রাণ, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর,
তাঁর সকল উপকার ভুলে যেও না।
৩ তিনি তোমার সমস্ত অধর্ম মাফ করেন,
তোমার সমস্ত রোগের প্রতিকার করেন।
৪ তিনি কূপ থেকে তোমার জীবন মুক্ত করেন,
অটল মহব্বত ও করুণার মুকুটে তোমাকে
ভূষিত করেন।

কথা বোঝানোর সম্ভাবনাই বেশি (৭৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০২:২১ তাঁর প্রশংসা। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০২:২২ ৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৪৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন; ৯৬, ৯৮ ও ১০০ অধ্যায় দেখুন। এখানে উল্লিখিত প্রত্যাশাগুলো ইশা ২:২-৪; মিকাহ্ ৪:১-৩ আয়াতের ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারে।

১০২:২৩-২৮ সমাপনী সারসংক্ষেপ। এই পঙক্তিটিতে ২৩ ও ২৮ অধ্যায়ের বিপরীতধর্মী বক্তব্যের আলোকে বিশেষভাবে সমাপনী বক্তব্য রাখা হয়েছে। যার নিজ আয়ু অনন্তকাল বিস্তৃত (আয়াত ২৫-২৭ দেখুন) তিনিই মানব জাতির জীবন কাল করেছেন সংক্ষিপ্ত (আয়াত ২৩ দেখুন)। এ কারণে জবুর রচয়িতার এক দিকে রয়েছে হারানোর বেদনা এবং অন্য দিকে রয়েছে চিরকালীন প্রত্যাশা (আয়াত ২৮)। আর এভাবেই জবুর রচয়িতা তাঁর মুনাজাত শেষ করেছেন, যেমনটা দেখা যায় ৯০:১-৬ আয়াতে (জবুর ৯০:৪-৫ আয়াতের নোটে)।

১০২:২৩-২৪ক আয়াত ৩-১১ আয়াত দেখুন।

১০২:২৪খ-২৭ ১২ আয়াতের নোট দেখুন। ইঞ্জিল শরীফ তথা নতুন নিয়মে ২৫-২৭ আয়াতটিকে ঈসা মসীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে, ইবরানী ১:১০-১২ আয়াত দেখুন এবং ১:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

১০২:২৬ কাপড়ের মত। সৃষ্টির শুরুতে আল্লাহ্ নিজেকে তাঁর গৌরবের জ্যোতি দ্বারা আচ্ছাদিত করেছিলেন (৮:১, ৩-৪; ১৯:১; ২৯:৩-৯; ১০৪:১, ৩১; ইশা ৬:৩; সেই সাথে আইউব ৩৮-৪১ অধ্যায় দেখুন; বিশেষ করে ৪০:১০ আয়াত)। তবে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার চেয়েও তিনি দীর্ঘ কাল স্থায়ী এবং প্রথম সৃষ্টি দ্বিতীয় সৃষ্টিকে স্থান করে দেয় (ইশা ৬৫:১৭; ৬৬:২২ আয়াত দেখুন)।

১০২:২৮ যেহেতু মাবুদ কখনো পরিবর্তিত হন না (আয়াত ২৭ দেখুন), সে কারণে ইসরাইলের ভবিষ্যৎ সর্বদাই সুনিশ্চিত (মালাখি ৩:৬ আয়াত দেখুন)। *তোমার সাক্ষাতে অটল হবে।* কিংবা বলা যায় "তোমার দেশে বসবাস করবে" (৩৭:৩, ২৯ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৬৯:৩৬; ইশা ৬৫:৯ আয়াত)। অটল হবে। ২ শামু ৭:২৪ আয়াত দেখুন।

জবুর ১০৩ অধ্যায়। নাজাতের ইতিহাস বর্ণনাকারী কাওয়ালী, যেখানে আল্লাহ্র নিজ লোকদের প্রতি তাঁর মহব্বত ও সহানুভূতির কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। জবুর শরীফের এই অংশে জবুর ১০৮ অধ্যায়ের সাথে এই গজলটির সম্পর্ক বিশ্লেষণের জন্য জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। প্রশংসা করার আহ্বান (আয়াত ১-২, ২০-২২) এই কাওয়ালীর কাঠামো নির্দেশ করেছে (আয়াত ৩-১৯) এবং এর মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছে। আল্লাহ্র প্রশংসা এখানে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে: (১) তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি বিবৃতি যেখানে আল্লাহ্র কাছ থেকে প্রাপ্ত ব্যক্তিগত দানগুলোর প্রশংসা করা হয়েছে (আয়াত ৩-৫) এবং (২) ১৪ আয়াত বিশিষ্ট একটি বিশেষ সঙ্কলন যেখানে আল্লাহ্র জাতি ইসরাইলের প্রতি তাঁর বিশেষ দয়া ও করুণার কথা স্মরণ করা হয়েছে (আয়াত ৬-১৯)। বিষয়বস্তুগত বিন্যাসের কারণে ছয়টি কাঠামোবদ্ধ জোড় আয়াতকে মোট দুটি সমান ভাগে ভাগ করা হয়েছে (আয়াত ৭-১২, ১৩-১৮), এর মধ্যে প্রথম অংশটিতে গুনাহ্গারদের প্রতি আল্লাহ্র দয়া ও করুণার কথা বলা হয়েছে এবং দ্বিতীয়টিতে গাওয়া হয়েছে মূর্ত ও নশ্বর মানুষের প্রতি আল্লাহ্র দয়ার কথা (৭৮:৩৮-৩৯ আয়াত দেখুন)। এই দুটি অংশের শেষে আয়াতগুলো ঘোষণা করেছে আল্লাহ্র অপরিমেয় মহব্বতের কথা (আয়াত ১১-১২) এবং তাঁর অতুলনীয় দীর্ঘসহিষ্ণুতার কথা (আয়াত ১৭-১৮)। জবুর ৩৩ অধ্যায়ে যেমনটা দেখা যায়, সেভাবে এই গজলের দৈর্ঘ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে হিব্রু বর্ণমালার বর্ণগুলোর মোট সংখ্যা দ্বারা (জবুর ৩৩ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)।

১০৩:১-২ আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্য প্রত্যেকের অন্তর জাগিয়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়েছে (আয়াত ২০-২২ দেখুন)।

১০৩:১-২,২২ হে আমার প্রাণ। কোন ব্যক্তিকে সম্বোধন করার জন্য প্রচলিত হিব্রু উপাধি (১০৪:১, ৩৫; ১১৬:৭)। অন্তরস্থ *সকল।* ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৩:৩-৫ ব্যক্তিগত দোয়া লাভের স্বীকারোক্তি মূলক বক্তব্য।

১০৩:৩ মাফ করেন ... প্রতিকার করেন। মথি ৯:২, ৫ আয়াত এবং দৃষ্টান্ত দেখুন।

১০৩:৪ মুক্ত করেন। "উদ্ধার" শব্দটির সমার্থক শব্দ (৭১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন। *কূপ।* কবর বোঝাতে রূপক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে (৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *অটল*

৫ তিনি উত্তম দ্রব্যে তোমার মুখ তৃপ্ত করেন,
ঈগল পাখির মত তোমার নতুন যৌবন হয়।
৬ মাবুদ ধর্মকার্য সাধন করেন,
নির্যাতিত লোকদের পক্ষে বিচার নিষ্পত্তি করেন।
৭ তিনি জানালেন মূসাকে তাঁর পথ,
বনি-ইসরাইলকে তাঁর কর্মগুলো।
৮ মাবুদ স্নেহশীল ও কৃপাময়,
ক্রোধে ধীর ও অটল মহব্বতে মহান।
৯ তিনি নিত্য অনুযোগ করবেন না,
চিরকাল ক্রোধ রাখবেন না।
১০ তিনি আমাদের প্রতি আমাদের গুনাহ্ অনুযায়ী ব্যবহার করেন নি,
আমাদের অধর্মানুযায়ী প্রতিফল আমাদের দেন নি।
১১ কারণ দুনিয়ার উপরে আসমান যত উঁচু,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তাদের উপরে তাঁর অটল মহব্বত তত মহৎ।
১২ পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিক যেমন দূরবর্তী,
তিনি আমাদের থেকে আমাদের অপরাধগুলো তেমনি দূরবর্তী করেছেন।
১৩ পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন,
যারা মাবুদকে ভয় করে, তাদের প্রতি তিনি তেমনি করুণা করেন।
১৪ কারণ তিনিই আমাদের গঠন জানেন;
আমরা যে ধূলিমাত্র, তা তাঁর স্মরণে আছে।
১৫ মানুষের আয়ু ঘাসের আয়ুর মতই;
যেমন মাঠের ফুল, তেমনি সে প্রফুল্ল হয়।
১৬ তার উপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত হলেই তার অস্তিত্ব থাকে না,
তার স্থানও তাকে আর চিনবে না।
১৭ কিন্তু মাবুদের অটল মহব্বত,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তাদের উপরে অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত থাকে;
এবং তাঁর ধর্মশীলতা পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্ষিত হয়,
১৮ তাদের প্রতি, যারা তাঁর নিয়ম রক্ষা করে,
ও তাঁর সমস্ত বিধি পালনার্থে স্মরণ করে।
১৯ মাবুদ বেহেশতে তাঁর সিংহাসন স্থাপন করেছেন,
তাঁর রাজ্য কর্তৃত্ব করে সমস্ত কিছুর উপরে।
২০ মাবুদের ফেরেশতারা! তাঁর শুকরিয়া আদায় কর,

[১০৩:৫] ২করি ৪:১৬।
[১০৩:৮] মিকাহ্ ৭:১৮-১৯; ইয়াকুব ৫:১১।
[১০৩:৯] মিকাহ্ ৭:১৮।
[১০৩:১০] রোমীয় ৬:২৩।
[১০৩:১২] রোমীয় ৪:৭; ইফি ২:৫।
[১০৩:১৩] ১ইউ ৩:১।
[১০৩:১৪] ইশা ২৯:১৬।
[১০৩:১৫] ইয়াকুব ১:১০।
[১০৩:১৬] আইউ ৭:৮।
[১০৩:১৭] পয়দা ৪৮:১১।
[১০৩:১৮] ইউ ১৪:১৫।
[১০৩:১৯] দানি ৪:১৭।
[১০৩:২০] ইহি ৯:৬; লূক ২:১৩;

মহব্বত ও করুণা। এই গজলের মূল আলোচিত শব্দগুচ্ছ (৮, ১১, ১৩, ১৭ আয়াত দেখুন)। *মহব্বত।* আয়াত ৮, ১১, ১৭ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

১০৩:৫ ঈগল পাখির মত। যেভাবে ঈগল পাখি তার শক্তি ফিরে পায় সেভাবে আল্লাহ্‌র দেওয়া নতুন যৌবনের সাথে তুলনা করা হচ্ছে (ইশা ৪০:৩০-৩১ আয়াত দেখুন)।

১০৩:৬-১৯ আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর মহব্বত ও করুণা।

১০৩:৬ ১৯ আয়াতের সাথে (মূলভাবের ভিত্তিতে সংযুক্ত কিছু অবস্থানগতভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় অংশ, যা আক্ষরিক কাঠামো তৈরি করেছে) মিলে এই আয়াতটি আল্লাহ্‌র রাজত্বের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে, যার অধীনে ইসরাইল জাতিকে অপরিময়ে রহমত প্রদান করা হবে। *ধর্মকার্য।* অর্থাৎ ধর্মশীলতা; ১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৩:৭-১২ গুনাহ্‌গার হিসেবে আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও করুণা।

১০৩:৭-৮ হিজ ৩৩:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৩:৭ তাঁর পথ। ২৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৩:৯ ক্রোধ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৩:১১-১২ আল্লাহ্‌র মহব্বতের বিশালত্ব প্রধানত পরিলক্ষিত হয় ইসরাইল জাতির গুনাহ্ ক্ষমা করার মধ্য দিয়ে।

১০৩:১১ ৩৬:৫-৯ আয়াত দেখুন।

আসমান যত উঁচু। অর্থাৎ তাঁর মহব্বতের আসলে কোন সীমা পরিসীমা নেই। *যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে।* ১৩, ১৭-১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬৬:১৬ আয়াতের নোটও দেখুন।

১০৩:১২ ইশা ১:১৮; ৩৮:১৭; ৪৩:২৫; ইয়ার ৩১:৩৪; ৫০:২০; মিকাহ্ ৭:১৮-১৯ আয়াত দেখুন।

১০৩:১৩-১৮ ক্ষয়িষ্ণু ও নশ্বর মানুষ হিসেবে নিজ লোকদের প্রতি আল্লাহ্‌র দয়া ও করুণা (৭৮:৩৯ আয়াত দেখুন)।

১০৩:১৩-১৪ হিব্রু ভাষায় এই দুটি আয়াতের প্রাথমিক কথাগুলো যেন ১১-১২ আয়াতে প্রথম কথাগুলোকেই প্রতিফলিত করে। সে কারণে ১৩-১৮ আয়াত এবং ৭, ১২ আয়াতের মধ্যে বেশ দৃঢ় বন্ধন রয়েছে।

১০৩:১৪ আমরা যে ধূলিমাত্র। পয়দা ২:৭; ৩:১৯ আয়াত দেখুন।

১০৩:১৫-১৬ ৯০:৫-৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৩:১৭-১৮ আল্লাহ্‌র মহব্বতের অসীম পরিধি ও ব্যাপ্তি (এর সাথে ১১-১২ আয়াতের মূল ভাবের তুলনা করুন)।

১০৩:১৭ অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল ... পুত্র পৌত্রদের প্রতি বর্ষিত হয়। আল্লাহ্‌র মহব্বত যে কোন মানুষের ক্ষুদ্র জীবন কালকে ছাপিয়ে যায় (এর সাথে তুলনা করুন ১০৯:১২ আয়াতের নোট)।

১০৩:১৮ যারা তাঁর নিয়ম রক্ষা করে ... সমস্ত বিধি পালনার্থে স্মরণ করে। ২৫:১০; হিজ ১৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন; ২০:৬ আয়াত ও নোট দেখুন; দ্বি.বি. ৪:৪০; ২৯:৯ আয়াত দেখুন।

১০৩:১৯ আয়াত ৬ এবং নোট দেখুন; এর সাথে ৯:৪, ৭; ১১:৪; ৪৭:২, ৭-৮; ১২৩:১ আয়াত দেখুন।

১০৩:২০-২২ প্রশংসার জন্য সমাপনী আহ্বান, যা সমস্ত সৃষ্টজগতের উদ্দেশে করা হয়েছে – জবুর রচয়িতার অন্তরস্থ সত্তা থেকে (আয়াত ১-২) বেহেশতে আল্লাহ্‌র পরিচর্যাকারী সমস্ত সত্তা। অনেক সময় জবুর শরীফে কোন কোন গজল শেষ করার আগে নাটকীয়ভাবে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (পুরো সঙ্কলনটি দেখুন; জবুর ১৪৮-১৫০ অধ্যায়)। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। *শুকরিয়া ... শুকরিয়া ... শুকরিয়া।* ৯৬:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন। শেষের লাইনটি সম্ভবত জবুর শরীফের সম্পাদনাকারীগণ সংযুক্ত করেছেন;

তোমরা শক্তিতে বীরতুল্য, তাঁর বাক্য-সাধক,
তাঁর কালামের স্বর শ্রবণে নিবিষ্ট।
২১ মাবুদের সমস্ত বাহিনী! তাঁর শুকরিয়া আদায় কর,
তোমরা তাঁর পরিচারক, তাঁর ইচ্ছা পালনকারী।
২২ মাবুদের সমস্ত নির্মিত বস্তু! তাঁর শুকরিয়া আদায় কর,
তাঁর অধিকারের সমস্ত স্থানে।
হে আমার প্রাণ, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর।

ইব ১:১৪।
[১০৩:২১] ১বাদশাহ্ ২২:১৯।
[১০৪:২] ইশা ৪৯:১৮।
[১০৪:২] ১তীম ৬:১৬।
[১০৪:২] আইউ ৩৭:১৮; জাকা ১২:১।
[১০৪:৩] আমোস ৯:৬।
[১০৪:৪] জবুর ১৪৮:৮; ইব ১:৭।
[১০৪:৫] ১শামু ২:৮।

জবুর ১০৪

১ হে আমার প্রাণ, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর।
হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্, তুমি অতি মহান;
তুমি গৌরব ও মহিমা পরিহিত।
২ তুমি কাপড়ের মত আলো পরিধান করেছ,
আসমানকে চন্দ্রাতপের মত বিস্তার করেছ।
৩ তিনি পানির উপর তাঁর উপরিস্থ কক্ষের কড়িকাঠ স্থাপন করেছেন,
তিনি মেঘকে তাঁর রথ করে থাকেন,
বায়ুর পাখার উপরে গমনাগমন করেন।
৪ তিনি বায়ুগুলোকে তাঁর দূত,
আগুনের শিখাকে তাঁর পরিচারক করেন।

১০৪:১, ৩৫ আয়াত দেখুন।

১০৩:২০ তাঁর বাক্য-সাধক। ৯১:১১; ইব ১:১৪ আয়াত দেখুন।

১০৩:২১ মাবুদের সমস্ত বাহিনী! শুধুমাত্র এখানে এবং ১৪৮:২ আয়াতে "বাহিনী" শব্দটির জন্য হিব্রু শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে পুংলিঙ্গে এবং উভয় স্থানে বাহিনী শব্দটির সাথে "ফেরেশতা" শব্দটি যুক্ত রয়েছে। *পরিচারক।* হিব্রু ভাষায় এই শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে পরিচর্যাকারী যা ১০১:৬ আয়াতে দেখা যায় (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১০৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৩:২২ মাবুদের সমস্ত নির্মিত বস্তু! ৬৫:১৩; ৯৬:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১০৪ অধ্যায়। সৃষ্টিকর্তা মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী। জবুর শরীফের বিন্যাসে জবুর ১০৮ অধ্যায়ের সাথে এর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। বন্দীদশার পূর্ববর্তী সময়কালের এই রচয়িতা পয়দা ১ অধ্যায়কে উপজীব্য করে ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে এবং ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই গজলটি রচনা করেছেন (পরবর্তী অনুচ্ছেদ দেখুন)। পয়দা ১ অধ্যায়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কাজকে সমস্ত কিছুর শুরুতে তাঁর প্রথম কাজ হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। কিন্তু গজল রচয়িতা এমনভাবে দেখেছেন যেন সৃষ্ট দুনিয়া সৃষ্টিকর্তা মাবুদের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছে এবং তাঁর প্রশংসা ও গৌরব বর্ণনা করছে। এক আয়াত বিশিষ্ট ভূমিকার পরে জবুর রচয়িতা মূল অংশকে সমান্তরাল বর্ণনার ঢংয়ে সাজিয়েছেন, যেখানে তিন পাঁচ নয় পাঁচ তিন – এই ভঙ্গিতে আয়াতগুলোতে বিন্যাস করা হয়েছে। প্রথম অংশে বেহেশতী রাজ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে (আয়াত ২-৪) এবং তার নিচের জলজ রাজ্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে (আয়াত ২৪-২৬) – যে দুটি রাজ্য দুনিয়ার সীমারেখা নির্দেশ করেছেন (৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

দ্বিতীয় অংশে দুনিয়ার ভিত্তিমূল স্থাপন করার কথা বলা হয়েছে এবং তার প্রাচীর সুরক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৫-৯) এবং সেই সাথে দুনিয়াতে জীবন চক্রের আবর্তন এবং চাঁদ ও সূর্যের উদয় ও অস্তের কথা বলা হয়েছে (আয়াত ১৯-২৩)। কেন্দ্রে রয়েছে নয় আয়াত বিশিষ্ট একটি বিশেষ অংশ (যা তৈরি হয়েছে তিনটি জোড় আয়াত নিয়ে) যেখানে দুনিয়াতে জীবন ধারণের জন্য আনন্দ প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ১০-১৮)। গজলের মূল অংশে তিনি যোগ করেছেন চার আয়াত বিশিষ্ট একটি পঙক্তিমালা যেখানে বলা হয়েছে কী করে আল্লাহ্ এই দুনিয়াতে মানুষের জীবন রক্ষা করেন (আয়াত ২৭-৩০, যার পরে রয়েছে দুই আয়াত বিশিষ্ট একটি সমাপনী বক্তব্য (আয়াত ৩১-৩২ – যার আয়াত ১ এর সাথে সংযুক্ত হয়ে একটি কাঠামো নির্দেশ করেছে)।

সবশেষে রয়েছে তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি উপসংহার (আয়াত ৩৩-৩৫)। এর সর্বশেষ পঙক্তিটি, অর্থাৎ "হে আমার প্রাণ, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর" সম্ভবত জবুর শরীফের সম্পাদনাকারীগণ যুক্ত করেছেন যখন তারা জবুর ১০৬ অধ্যায়ের পর কিতাবটিতে আরেকটি খণ্ড তৈরি করেছেন – আর এভাবেই আল্লাহ্‌র প্রশংসা জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে কিতাবের চতুর্থ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটেছে (জবুর ১০৫-১০৬ অধ্যায়ে যে লিটার্জিগত কাঠামো নির্দেশিত হয়েছে তা লক্ষ্য করুন এবং এর সাথে পঞ্চম খণ্ডেও প্রায় একই ধরনের সমাপ্তি লক্ষ্য করুন: জবুর ১৪৫-১৫০ অধ্যায়)।

১০৪:১-২ পরিহিত ... পরিধান করেছ। ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৪:১ ভূমিকা: গজলটির মূল ভাব।

১০৪:২-৪ উর্ধ্বে অবস্থিত মহাজাগতিক রাজ্য।

১০৪:২ আলো। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির প্রথম দিন (পয়দা ১:৩-৫)। *আসমান।* এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির দ্বিতীয় দিন (পয়দা ১:৬-৮)।

চন্দ্রাতপের মত। অর্থাৎ তাঁবুর মত এই দুনিয়া ও আকাশের সমস্ত নক্ষত্ররাজিকে সুসজ্জিত করা হয়েছে যারা দুনিয়াতে আলো দান করে।

১০৪:৩ উপরিস্থ কক্ষ। আল্লাহ্‌র বেহেশতী আবাসগৃহের একটি প্রতীকী চিত্র (আয়াত ১৩ দেখুন)। একবচনে হিব্রু ভাষায় এই শব্দটি দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে কোন ঘরের উপরের কুঠরি ঘর, যেখানে সাধারণত মালপত্র রাখা হত (যেমনটা দেখা যায় ১ বাদশাহ্ ১৭:১৯; ২ বাদশাহ্ ১:২ আয়াতে)।

পানির উপর। এই চন্দ্রাতপ বা "তাঁবুর" উপরের পানি (আয়াত ২; এর সাথে পয়দা ১:৭ দেখুন), যেখান থেকে পুরাতন নিয়মের চিত্র অনুসারে আল্লাহ্ বৃষ্টি দান করে থাকেন (আয়াত ১৩ দেখুন; এর সাথে ৩৬:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। তিনি মেঘকে তাঁর রথ করে থাকেন। ১৮:৭-১৫; ৬৮:৪; ৭৭:১৬-১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৪:৪ বায়ুগুলোকে ... আগুনের শিখাকে। বাতাস এবং বজ্রের বিদ্যুৎ চমক, যা এখানে আল্লাহ্‌র বিশেষ শক্তিধর প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তিকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে (১৪৮:৮ আয়াত

৫ তিনি দুনিয়াকে তার ভিত্তিমূলের উপরে স্থাপন
করেছেন;
তা অনন্তকালেও বিচলিত হবে না।
৬ তুমি দুনিয়াকে কাপড়ের মত করে সাগরের
পানি দিয়ে আচ্ছাদন করেছিলে;
পর্বতমালার উপরে পানি দাঁড়িয়েছিল।
৭ তোমার ভর্ৎসনায় সেই পানি পালিয়ে গেল,
তোমার বজ্রনাদে তা বেগে প্রস্থান করলো।
৮ পর্বতমালা উঁচু হল, উপত্যকা নিম্ন হল,
তুমি পানির জন্য যে স্থান প্রস্তুত করেছিলে,
পানি সেখানে গেল।
৯ তুমি সীমা স্থাপন করেছ, যেন পানি তা
অতিক্রম না করে,
যেন ফিরে দুনিয়াকে আচ্ছন্ন না করে।
১০ তিনি উপত্যকায় ফোয়ারার প্রবাহ প্রেরণ করে
থাকেন;
সেগুলো পর্বতমালার মধ্যে প্রবাহিত হয়।
১১ সেগুলো মাঠের সমস্ত পশুকে পানি দেয়;
বনগর্দভেরা তৃষ্ণা নিবারণ করে।
১২ সেই সবের তীরে আসমানের পাখিরা বাসা
করে,
ডালের মধ্য থেকে গান গায়।
১৩ তিনি উপরের কক্ষ থেকে পর্বতে পানি সেচন
করেন;
তোমার কাজের ফলে দুনিয়া পরিতৃপ্ত হয়।

[১০৪:৬] ২পিতর ৩:৬।
[১০৪:৭] হিজ ৯:২৩।
[১০৪:১০] ইশা ৪১:১৮।
[১০৪:১১] পয়দা ১৬:১২।
[১০৪:১২] মথি ১৩:৩২।
[১০৪:১৩] ইয়ার ১০:১৩; জাকা ১০:১।
[১০৪:১৪] আইউ ৩৮:২৭।
[১০৪:১৫] মথি ৬:১১।
[১০৪:১৬] পয়দা ১:১১।
[১০৪:১৮] দ্বি.বি. ১৪:৫।
[১০৪:১৯] পয়দা ১:১৪।
[১০৪:২০] আমোস ৫:৮।
[১০৪:২১] মথি ৬:২৬।
[১০৪:২৩] পয়দা ৩:১৯।
[১০৪:২৪] পয়দা ১:৩১।

১৪ তিনি পশু পালের জন্য ঘাস অঙ্কুরিত করেন;
মানুষের সেবার জন্য ওষধি অঙ্কুরিত করেন;
এভাবে ভূমি থেকে খাদ্য উৎপন্ন করেন,
১৫ আর মানুষের অন্তরের আনন্দদায়ক আঙ্গুর-
রস,
মুখের প্রফুল্লতা-জনক তেল,
ও মানুষের অন্তরের বল-সাধক খাদ্য উৎপন্ন
করেন।
১৬ পরিতৃপ্ত হয়েছে মাবুদের গাছগুলো,
লেবাননের সেই এরস গাছগুলো,
যা তিনি রোপণ করেছেন।
১৭ তার মধ্যে ছোট পাখিরা বাসা করে;
দেবদারু গাছ হাড়গিলার বাসস্থান।
১৮ উঁচু পর্বত সব বন্য ছাগলের আবাস,
সমস্ত শৈল শাফন পশুর আশ্রয়।
১৯ তিনি ঋতুর জন্য চন্দ্র নির্মাণ করেছেন,
সূর্য তার অস্তগমনের সময় জানে।
২০ তুমি অন্ধকার করলে রাত হয়,
তখন সমস্ত বন্যপশু ঘুরে বেড়ায়,
২১ যুবসিংহরা শিকারের চেষ্টায় গর্জন করে,
আল্লাহ্‌র কাছে তাদের খাদ্য খোঁজ করে।
২২ সূর্য উদিত হলে তারা চলে যায়,
নিজ নিজ গহ্বরে শয়ন করে।
২৩ মানুষ তার কাজে বের হয়,
আর সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত পরিশ্রম করে।

দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১০৩:২১; আরও দেখুন ইবরানী ১:৭ আয়াতের নোট)।

১০৪:৫-৯ দুনিয়াবী রাজ্য সুরক্ষিত হয়েছে। আয়াত ৫ ও ৯ এই অংশটির কাঠামো নির্দেশ করেছে এবং এর দুটি মূল বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করেছে।

১০৪:৫ দুনিয়া। আসমান ও পানি থেকে পৃথক করে চিহ্নিত ভূমি। এখানে দুনিয়া বলতে কোন গ্রহকে বোঝানো হচ্ছে না, বরং সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে বোঝানো হয়েছে (পয়দা ১:১০ আয়াত দেখুন)। *ভিত্তিমূল।* ২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন। *তা অনন্তকালেও বিচলিত হবে না।* অর্থাৎ তার ভিত্তি দৃঢ়ভাবে স্থাপিত (৯৩:১; ৯৬:১০ আয়াত দেখুন), তা কোনভাবে বিচ্যুত হবে না (এর সাথে দেখুন আয়াত ৯)।

১০৪:৭ ভর্ৎসনা। ৭৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *পানি পালিয়ে গেল।* এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির তৃতীয় দিনের ঘটনা (পয়দা ১:৯-১৩ আয়াত)।

১০৪:৯ তুমি সীমা স্থাপন করেছ। যেন ভূমি তথা দুনিয়া কখনো সমুদ্র তথা পানি দ্বারা নিমজ্জিত না হয় (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৫; ৩৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন পয়দা ৯:১৫)।

১০৪:১০-১৮ দুনিয়া হচ্ছে জীবনের এক সঞ্জীবনী স্রোতসমৃদ্ধ বাগান – জবুর শরীফের কেন্দ্রস্থিত আয়াত এবং সৃষ্টি সম্পর্কে জবুর রচয়িতার বক্তব্যের মূল আলোচ্য স্থল (দুনিয়া, আসমান দ্বারা আবৃত, আয়াত ২-৪, এবং একই সাথে সমুদ্র দ্বারও আবৃত, আয়াত ২৪-২৬)। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির তৃতীয় ও ষষ্ঠ দিন (পয়দা ১:৯-১৩, ২৪-৩১)।

১০৪:১০-১২ ভূগর্ভ থেকে আসা পানির ধারা – ইসরাইলের উজান থেকে আসা পানি তাদের চাষযোগ্য সমস্ত ভূমিকে উর্বর করে তুলেছিল।

১০৪:১৩ উপরের কক্ষ। ৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৪:১৫ অন্তরের আনন্দদায়ক ... অন্তরের বল-সাধক। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *তেল।* জলপাই তেল। মুখের প্রফুল্লতা-জনক। অর্থাৎ তাদের মুখকে সুস্বাস্থ্যে ও আনন্দে উজ্জ্বল করে তোলে এমন পুষ্টিদায়ক খাবার (১ বাদশাহ্‌ ১৭:১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইষ্টের ২:১২ আয়াতও দেখুন)।

১০৪:১৬-১৮ লেবাননের সেই এরস গাছগুলো। লেবাননের অবস্থান ছিল ইসরাইলের উত্তর দিকে, যেখানে বড় বড় এরস গাছ জন্মাতো। এই এরস গাছের বনে প্রচুর পাখি এবং বন্য প্রাণী বাস করত, যা আল্লাহ্‌র দুনিয়াবী অভয়ারণ্যের এক অপূর্ব চিত্র প্রকাশ করে (দেখুন ৭২:১৬; ২ বাদশাহ্‌ ১৪:৯; ১৯:২৩; ইশা ১০:৩৪; ৩৫:২; ৪০:১৬; ৬০:১৩; ইয়ার ২২:৬; হোসিয়া ১৪:৭)।

১০৪:১৯-২৩ দুনিয়াতে প্রাণীর এক অনুপম জীবন চক্রের চিত্র (২-৪, ৫-৯ আয়াতের নোট দেখুন; এই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন), যা চাঁদ ও সূর্যের প্রাত্যহিক নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির চতুর্থ দিন (পয়দা ১:১৪-১৯ আয়াত)।

১০৪:২১, ২৩ যুবসিংহ ... মানুষ। প্রথমজন অর্থাৎ প্রাণীটি রাতের উপরে কর্তৃত্ব করে এবং দ্বিতীয় জন অর্থাৎ মানুষ দিনের উপরে কর্তৃত্ব করে।

১০৪:২৪-২৬ ভূমির নিচে অবস্থিত পানির দুনিয়াতে প্রাণিক

২৪ হে মাবুদ, তোমার নির্মিত বস্তু কেমন বহুবিধ!
তুমি প্রজ্ঞা দ্বারা সেই সমস্ত নির্মাণ করেছ;
দুনিয়া তোমার সম্পত্তিতে পরিপূর্ণ।
২৫ ঐ যে সমুদ্র, বিশাল ও চারদিকে বিস্তীর্ণ,
সেখানে জলজ প্রাণীরা থাকে, তারা অগণ্য;
ক্ষুদ্র ও প্রকাণ্ড কত জীবজন্তু থাকে।
২৬ সেখানে সমস্ত জাহাজ ভ্রমণ করে,
সেখানে সেই লিবিয়াথন থাকে,
যা তুমি সেখানে খেলা করার জন্য নির্মাণ
করেছ।
২৭ এরা সকলেই তোমার অপেক্ষায় থাকে,
যেন তুমি যথাসময়ে তাদের খাদ্য দাও।
২৮ তুমি তাদেরকে দিলে তারা সংগ্রহ করে;
তুমি হাত খুললে তারা মঙ্গলে তৃপ্ত হয়।
২৯ তুমি নিজের মুখ আচ্ছাদন করলে তারা ভীষণ
ভয় পায়;
তুমি তাদের নিশ্বাস হরণ করলে তারা
মৃত্যুবরণ করে,
তাদের ধূলিতে ফিরে যায়।

[১০৪:২৫] ইহি ৪৭:১০।
[১০৪:২৬] ইহি ২৭:৯; ইউ ১:৩।
[১০৪:২৭] আইউ ৩৬:৩১।
[১০৪:২৮] ইশা ৫৮:১১।
[১০৪:২৯] দ্বি.বি. ৩১:১৭।
[১০৪:৩০] পয়দা ১:২।
[১০৪:৩১] হিজ ৪০:৩৫; রোমীয় ১১:৩৬।
[১০৪:৩২] হিজ ১৯:১৮।
[১০৪:৩৩] হিজ ১৫:১।

[১০৪:৩৫] আইউ ৭:১০।

৩০ তুমি নিজের রূহ্ পাঠালে তাদের সৃষ্টি হয়,
আর তুমি ভূমিতল নবীন করে থাক।
৩১ মাবুদের গৌরব অনন্তকাল থাকুক,
মাবুদ নিজের কাজে আনন্দ করুন।
৩২ তিনি দুনিয়ার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে তা কাঁপে;
তিনি পর্বতরাজিকে স্পর্শ করলে তারা
ধূমায়িত হয়।
৩৩ আমি সারা জীবন মাবুদের উদ্দেশে কাওয়ালী
গাইব;
আমি যতকাল বেঁচে থাকি,
আমার আল্লাহ্‌র প্রশংসা গজল গাইব।
৩৪ তাঁর কাছে আমার ধ্যান মধুর হোক;
আমি মাবুদে আনন্দ করবো।
৩৫ গুনাহ্‌গার লোকেরা দুনিয়া থেকে উচ্ছিন্ন
হোক,
দুষ্টরা আর না থাকুক।
হে আমার প্রাণ, মাবুদের শুকরিয়া আদায়
কর।

জীবন (১৯-২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির পঞ্চম দিন (পয়দা ১:২০-২৩)। পানির দুনিয়া তথা সমুদ্র এই শুকনো ভূমির দুনিয়ার সাথে সমান সামঞ্জস্য বজায় রেখেছে (আয়াত ২-৪) এবং একটি আরেকটির সীমারেখা চিহ্নিত করেছে।

১০৪:২৪ সমুদ্র সম্পর্কে কথা বলার আগে কিছুটা বিরতি নেওয়া হয়েছে।

১০৪:২৫ তারা অগণ্য। পয়দা ১:২০-২১ আয়াত দেখুন।

১০৪:২৬ লিবিয়াথন। একটি পৌরাণিক ভয়ঙ্কর প্রাণী যা গভীর সমুদ্রের তলদেশে বাস করে (আইউব ৩:৮ আয়াতের নেটো দেখুন)। এখানে এই প্রাণীটিকে দেখানো হয়েছে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট একটি নিরীহ প্রাণী হিসেবে যা গভীর সমুদ্রে বাস করে।

১০৪:২৭-৩০ আল্লাহ্‌র পরম মমতা ও ভালবাসায় এই প্রাণী বৈচিত্র্যে পূর্ণ উদ্যান সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এর সাথে তুলনা করুন সৃষ্টির ষষ্ঠ দিন (পয়দা ১:২৪-৩১)।

১০৪:২৯ তুমি নিজের মুখ আচ্ছাদন করলে। ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৪:৩০ নিজের রূহ্। ৫১:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *তাদের সৃষ্টি হয়।* ১০২:১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৪:৩১ মাবুদের গৌরব। যে গৌরব তাঁর সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে (১৯:১-৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৪:৩২ তিনি তাঁর নিজ সৃষ্টিকর্মের চেয়ে এতটাই মহৎ যে, শুধুমাত্র দৃষ্টিপাত করে বা স্পর্শ করে বা মুখের কথা দিয়েই (৩৩:৬, ৯) তিনি তা বিনষ্ট করে দিতে পারেন।

১০৪:৩৩-৩৫ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র প্রতি জবুর রচয়িতা প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপনের সমাপ্তি ঘোষণা (এর সাথে তুলনা করুন ৩৫ আয়াতের নোট)।

১০৪:৩৩ মাবুদের উদ্দেশে চিরকাল প্রশংসা জ্ঞাপন করার ওয়াদা – এখানে তা প্রশংসার কাওয়ালী হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৪:৩৪ আমার ধ্যান। পূর্ববর্তী গজলটি, অর্থাৎ পুরো ১০৪ জবুর (১৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৪:৩৫ যা কিছু দুনিয়াকে কলুষিত করে তা চিরতরে বিনষ্ট হোক (এর সাথে তুলনা করুন প্রকাশিত ২১:২৭)। *মাবুদের প্রশংসা হোক!* সম্ভবত এই প্রশংসা সূচক বাণীটি উৎসগতভাবে জবুর ১০৫ অধ্যায়ের অংশ (১০৫:৪৫; ১০৬:১, ৪৮ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১০৫ অধ্যায়। নাজাতের ইতিহাস সমৃদ্ধ গজল, যেখানে ইসরাইল জাতিকে এবাদত বন্দেগি করার জন্য এবং মাবুদের উপরে আস্থা স্থাপন করার জন্য বিশেষভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে, কারণ তিনি ইব্রাহিমের সাথে তাঁর কৃত চুক্তি অবশ্যই পালন করবেন, যেখানে তিনি ইব্রাহিমের বংশধরদেরকে কেনান দেশ দান করার জন্য বিশেষভাবে ওয়াদা করেছেন। ইসরাইল জাতিকে উদ্দেশ্য করে কোন একজন লেবীয় এই গজলটি রচনা করেছেন বলে ধারণা করা যায় (১ খান্দান ১৬:৭ আয়াত দেখুন এবং ১-১৫ আয়াতের সাথে ১ খান্দান ১৬:৮-২২ আয়াতের তুলনা করুন), যা ইসরাইল জাতির কোন বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গজল আকারে গাওয়া হয়েছিল। খুব সম্ভবত এই উৎসবটি ছিল ঈদুল ফেসাখের উৎসব (লেবীয় ২৩:৩৪ আয়াত দেখুন), কিন্তু এটি পঞ্চাশত্তমীর ঈদও হতে পারে (হিজ ২৩:১৬; লেবীয় ২৩:১৫-২১; শুমারী ২৮:২৬; দ্বি.বি. ১৬:৯-১২ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন দ্বি.বি. ২৬:১-১১ আয়াত)। এই একই ইতিহাসের উপরে অন্যান্য বক্তব্য জানতে দেখুন জবুর ৭৮; ১০৬ অধ্যায়; ইউসা ২৪:২-১৩; নহিমিয়া ৯:৭-২৫ আয়াত। জবুর শরীফের এই স্থানে জবুর ১০৬ অধ্যায়ের অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে দেখুন জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা। ভূমিকাটি তৈরি করা হয়েছে সাতটি আয়াত নিয়ে দুই খণ্ডে বিভক্ত করে: (১) মাবুদের এবাদত করার জন্য আবেদন, দশটি বিশেষ বক্তব্য সহকারে (আয়াত ১-৪); (২) মাবুদ আল্লাহ্ যা করেছেন স্মরণ করার জন্য আহ্বান (আয়াত ৫-৭)। এর পরে রয়েছে গজলের মূল বক্তব্য যা দুটি চার আয়াত বিশিষ্ট পঙক্তিমালায় বিভক্ত করা

মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১০৫

১ মাবুদের প্রশংসা-গজল কর, তাঁর নামে ডাক,
জাতিদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজের কথা জানাও।
২ তাঁর উদ্দেশে গজল গাও, তাঁর প্রশংসা গান কর,
তাঁর সকল অলৌকিক কাজ ধ্যান কর।
৩ তাঁর পবিত্র নামের গর্ব কর;
যারা মাবুদের খোঁজ করে তাদের অন্তর আনন্দ করুক।
৪ মাবুদের ও তাঁর শক্তির অনুসন্ধান কর,
নিয়ত তাঁর উপস্থিতির খোঁজ কর।
৫ স্মরণ কর তাঁর কৃত সমস্ত অলৌকিক কাজ,
তাঁর অদ্ভুত লক্ষণ ও তাঁর উচ্চারিত সমস্ত শাসন;
৬ হে তাঁর গোলাম ইব্রাহিমের বংশ,
হে ইয়াকুবের সন্তানেরা, তাঁর মনোনীত লোকেরা।
৭ তিনি মাবুদ, আমাদের আল্লাহ্,
তাঁর সমস্ত শাসন সারা দুনিয়াতে বিদ্যমান।
৮ তিনি তাঁর নিয়ম চিরকাল স্মরণ করেন,
সেই কালাম তিনি হাজার হাজার প্রজন্মের প্রতি হুকুম করেছেন;
৯ সেই নিয়ম তিনি ইব্রাহিমের সঙ্গে করলেন,
সেই শপথ ইস্হাকের কাছে করলেন;
১০ তিনি তা ইয়াকুবের জন্য বিধি বলে,
ইসরাইলের জন্য চিরকালীন নিয়ম হিসেবে দাঁড় করালেন।
১১ তিনি বললেন, আমি তোমাকে কেনান দেশ দেব,
তা-ই তোমাদের উত্তরাধিকারের জন্য তোমার অংশ।
১২ তৎকালে তারা সংখ্যাতে বেশি ছিল না, তারা অল্পই ছিল,
এবং সেখানে প্রবাসী ছিল।
১৩ তারা এক জাতি থেকে অন্য জাতির কাছে,
এক রাজ্য থেকে অন্য লোকবৃন্দের কাছে ঘুরে বেড়াত।
১৪ তিনি কোন মানুষকে তাদের প্রতি জুলুম করতে দিতেন না,
বরং তাদের জন্য বাদশাহ্দেরকে অনুযোগ করতেন;
১৫ 'আমার অভিষিক্ত ব্যক্তিদের স্পর্শ করো না,
আমার নবীদের অপকার করো না।'
১৬ আর তিনি দেশে দুর্ভিক্ষ আহ্বান করলেন,
খাদ্যরূপ সমস্ত লাঠি ভেঙ্গে ফেললেন।
১৭ তিনি তাদের আগে এক পুরুষকে পাঠালেন,
ইউসুফকে গোলাম হিসেবে বিক্রি করা হল।
১৮ লোকে বেড়ী দ্বারা তাঁর চরণকে কষ্ট দিল;

[১০৫:১] প্রেরিত ২:২১।
[১০৫:৩] জবুর ৮৯:১৬।
[১০৫:৫] দ্বি.বি. ৭:১৮।
[১০৫:৬] দ্বি.বি. ১০:১৫।
[১০৫:৮] পয়দা ৯:১৫; লূক ১:৭২।
[১০৫:৯] লূক ১:৭৩।
[১০৫:১০] ইশা ৫৫:৩।
[১০৫:১১] পয়দা ১২:৭।
[১০৫:১২] পয়দা ২৩:৪; ইব ১১:৯।
[১০৫:১৩] পয়দা ১৫:১৩-১৬।
[১০৫:১৪] পয়দা ৩৫:৫।
[১০৫:১৫] পয়দা ২৬:১১; ১শামু ১২:৩।
[১০৫:১৬] পয়দা ১২:১০।
[১০৫:১৭] পয়দা ৩৭:২৮; প্রেরিত ৭:৯।
[১০৫:১৮] পয়দা

হয়েছে (আয়াত ৮-১১, ৪২-৪৫) যেখানে গজলের মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করা হয়েছে: মাবুদ আল্লাহ্ ইব্রাহিমের সাথে কৃত তাঁর নিয়ম স্মরণ করেন। জবুরটির সম্পাদনাকারীরা "হাল্লেলুইয়া" সূচক আরেকটি কাঠামো নির্দেশ করেছেন (জবুর ১০৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ১০৪:৩৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৫:১-৪ ইয়াহ্ওয়েহ্র এবাদত করার জন্য ও তাঁর উপরে নির্ভর করার জন্য বিশেষ আহ্বান।

১০৫:১ মাবুদের প্রশংসা-গজল কর। জবুর ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *তাঁর নামে।* আয়াত ৩ দেখুন; এর সাথে ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। জাতিদের মধ্যে তাঁর সমস্ত কাজের কথা জানাও। প্রশংসা গজলের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৫:২ অলৌকিক কাজ। আয়াত ৫ দেখুন (আশ্চর্য কাজ); আরও দেখুন ৯:১ আয়াতের নোট।

১০৫:৩, ২৫ অন্তর। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৫:৫-৭ আল্লাহ্র সমস্ত উদ্ধারকারী কাজ স্মরণ করার জন্য আহ্বান।

১০৫:৫ স্মরণ কর। আল্লাহ্র এবাদত করা এবং তাঁর উপরে নির্ভর করার জন্য অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ – মাবুদ কীভাবে আমাদের কথা স্মরণ করেন তা স্মরণ কর (আয়াত ৮-১১ দেখুন)। *সমস্ত শাসন।* আয়াত ৭ দেখুন; এর সাথে ৪৮:১১; ৯৭:৮ আয়াতের নোটও দেখুন। *তাঁর উচ্চারিত।* মাবুদ আল্লাহ্ হিসেবে তিনি তাঁর নিজ কাজের কথা ঘোষণা করেন এবং যা কিছু তিনি করেছেন তার কথা তিনি বলেন (৭:৬ আয়াত দেখুন বিচার ঘোষণা; ৩৩:৯; ৭১:৩; ৭৮:২৩; ১৪৭:১৫, ১৮; ১৪৮:৫; ইশা ৫:৬; ৫৫:১১; ইয়ার ১:১২; আমোস ৯:৩-৪)।

১০৫:৬, ৯ ইব্রাহিম ... ইয়াকুব ... ইসহাক। ইয়াকুব নামটি জবুর শরীফে ৩৪ বার দেখা যায়, যেখানে ইব্রাহিম নামটি জবুর শরীফে শুধুমাত্র এই আয়াতে (৪২ আয়াতও দেখুন) এবং ৪৭:৯ আয়াতে পাওয়া যায়। ইসহাকের নামটি জবুর শরীফে শুধুমাত্র এই আয়াতে পাওয়া যায়।

১০৫:৮-১১ মাবুদ আল্লাহ্র ইব্রাহিমের সাথে কৃত তাঁর নিয়ম স্মরণ করেন (আয়াত ৪২-৪৫ দেখুন)।

১০৫:৮ নিয়ম। পয়দা ১৫:৯-২১ আয়াতের ওয়াদা দ্বারা কৃত নিয়ম। এই আয়াত এবং ৯ আয়াত সম্ভবত লূক ১:৭২-৭৩ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে। *হাজার হাজার প্রজন্ম।* হিজ ২০:৬; দ্বি.বি. ৭:৯; ১ খান্দান ১৬:১৫।

১০৫:১০ বিধি। অর্থাৎ তাঁর ভবিষ্যতের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি নির্ধারিত নীতিমালা (৪৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৫:১২-৪১ ইসরাইলের সাথে কৃত নিয়ম স্থাপনের সময় থেকে শুরু করে (আয়াত ১১ দেখুনদ এর সাথে পয়দা ১৫:৯-২১ আয়াতও দেখুন) এর পূর্ণতা সাধনের সময় পর্যন্ত (আয়াত ৪৪; ইউসা ২১:৪৩ আয়াত দেখুন) আল্লাহ্র নাজাত সাধনের সমস্ত কাজের বর্ণনা। এর সাথে তুলনা করুন মূসার কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রশংসা বাণী, যেখানে প্রথমজাত ফসল উৎসর্গ করার কথাও রয়েছে (দ্বি.বি. ২৬:১-১১ আয়াত দেখুন)।

১০৫:১৪-১৫ পয়দা ২০:২-৭ আয়াত দেখুন এবং ২০:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৫:১৮ বেড়ী ... লোহার শিকল। অর্থাৎ লোহার বেড়ী ও

তাঁর প্রাণ লোহার শিকলে তিনি বাঁধা পড়লো।
১৯ তিনি যা বলেছেন যতদিন তা সফল না হল,
ততদিন মাবুদের কালাম তাঁকে পরীক্ষা করতে থাকলো।
২০ বাদশাহ্ লোক পাঠিয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন,
জাতিদের শাসনকর্তা তাঁকে মুক্ত করলেন।
২১ তিনি তাঁকে নিজের বাড়ির কর্তা করলেন,
তাঁর সমস্ত সম্পত্তির মালিক করলেন,
২২ যেন তিনি তাঁর কর্মকর্তাদেরকে ইচ্ছানুসারে নির্দেশ প্রদান করেন,
ও তাঁর প্রধান ব্যক্তিবর্গকে জ্ঞান প্রদান করেন।
২৩ আর ইসরাইল মিসরে উপস্থিত হলেন,
ইয়াকুব হামের দেশে প্রবাস করলেন।
২৪ আল্লাহ্ নিজের লোকদের অতিশয় বংশবৃদ্ধি করলেন,
দুশমনদের থেকে তাদেরকে বলবান করলেন।
২৫ তিনি ওদের অন্তর এমনভাবে ফিরালেন যে,
ওরা তাঁর লোকদেরকে ঘৃণা করলো,
তাঁর গোলামদের প্রতি ধূর্ততার ব্যবহার করলো।
২৬ তিনি পাঠালেন তাঁর গোলাম মূসা ও
হারুনকে,
যাঁকে তিনি মনোনীত করেছিলেন।
২৭ তাঁরা ওদের মধ্যে তাঁর নানা চিহ্ন,
হামের দেশে নানা অদ্ভুত লক্ষণ দেখালেন।
২৮ তিনি অন্ধকার পাঠালেন, আর অন্ধকার হল;
তাঁরা তাঁর কালামের বিরুদ্ধাচরণ করলেন না।
২৯ তিনি ওদের পানি রক্তে পরিণত করলেন,
ওদের সমস্ত মাছ মেরে ফেললেন।
৩০ ওদের দেশ ব্যাঙে পরিপূর্ণ হল,
ওদের বাদশাহ্দের অন্তঃপুরে তা প্রবেশ করলো।
৩১ তিনি বললেন, আর ডাঁশ মাছির ঝাঁক এল,
পিশুরা এল ওদের সমস্ত অঞ্চলে।

৩২ তিনি ওদেরকে বৃষ্টির পরিবর্তে শিলা দিলেন,
ওদের দেশে শিখাযুক্ত আগুন বর্ষণ করলেন।
৩৩ আর তিনি ওদের আঙ্গুরলতা ও ডুমুরগাছে আঘাত করলেন,
ওদের অঞ্চলের গাছ ভেঙ্গে ফেললেন।
৩৪ তিনি বললেন, আর পঙ্গপাল এল,
অসংখ্য পতঙ্গ এল।
৩৫ তারা ওদের দেশের সমস্ত ওষধি গ্রাস করলো,
ওদের ভূমির ফল খেয়ে ফেললো।
৩৬ আর তিনি ওদের দেশে প্রথমজাত সকলকে,
ওদের সমস্ত শক্তির প্রথম ফলকে, আঘাত করলেন।
৩৭ পরে তিনি লোকদেরকে রূপা ও সোনার সঙ্গে বের করে আনলেন,
তাঁর গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে এক জনও হোঁচট খায় নি।
৩৮ তারা প্রস্থান করলে মিসর আনন্দ করলো,
কারণ ওরা তাদের থেকে ত্রাসযুক্ত হয়েছিল।
৩৯ তিনি চন্দ্রাতপের জন্য মেঘ বিস্তার করলেন,
তিনি রাত আলোকময় করার জন্য আগুন

৪০:১৫।
[১০৫:১৯] পয়দা ৪১:৪০।
[১০৫:২০] পয়দা ৪১:১৪।
[১০৫:২২] পয়দা ৪১:৪০।
[১০৫:২৩] প্রেরিত ৭:১৫; ১৩:১৭।
[১০৫:২৪] প্রেরিত ৭:১৭।
[১০৫:২৫] প্রেরিত ৭:১৯।
[১০৫:২৬] হিজ ৩:১০।
[১০৫:২৭] দানি ৪:৩।
[১০৫:২৮] হিজ ৭:২২।
[১০৫:২৯] হিজ ৭:২১।
[১০৫:৩১] হিজ ৮:১৬-১৮।
[১০৫:৩২] আইউ ৩৮:২২।
[১০৫:৩৪] হিজ ১০:৪, ১২-১৫।
[১০৫:৩৬] হিজ ৪:২৩;১২:১২।
[১০৫:৩৮] হিজ ১৫:১৬।

[১০৫:৪০] হিজ ১৬:১৩।

শিকল (১৪৯:৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর রচয়িতা এখানে বন্দীদের একটি সাধারণ চিত্র উপস্থাপন করেছেন (আইউব ১৩:২৭; ৩৩:১১ আয়াত দেখুন)। পয়দা ৩৯:২০-২৩ আয়াতে বেড়ীর কথা বলা হয় নি এবং সে সময় ধাতু হিসেবে লোহার ব্যবহার প্রচলন পায় নি। এর আগে বেড়ী ও শিকল ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি করা হত; কাজী ১৬:২১ আয়াত দেখুন।

১০৫:২২ নির্দেশ প্রদান করেন। আক্ষরিক অর্থে "বাঁধেন", অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণ করেন বা পরিচালনা দান করেন। যাঁর গলা (আয়াত ১৮; হিব্রু নেফেশ) শেকলে বা বেড়ী দিয়ে বাঁধা রয়েছে তাকে ফেরাউনের রাজপুত্র যা খুশি তাই করতে পারবে (হিব্রু নেফেশ শব্দের এখানে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তা হল, নিজের ইচ্ছামত নিয়ন্ত্রণ করা)। *প্রধান ব্যক্তিবর্গ।* ফেরাউনের পরামর্শদাতা, যারা সাধারণত বয়োজ্যেষ্ঠ, অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন (হিজ ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৫:২৩, ২৭ হামের দেশে। ৭৮:৫১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০৫:২৫ এমনভাবে ফিরালেন। পুরাতন নিয়মের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে ইসরাইলের নিয়তির উপরে আল্লাহ্র সর্বময় ক্ষমতা ও তাঁর নিয়ন্ত্রণ এতটাই দৃঢ় যে, তা খুব আশ্চর্যজনকভাবে তাদের জীবনের সমস্ত উত্তমতা এবং একই সাথে সমস্ত মন্দতাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছিল। এ কারণে এখানে এ ধরনের সাহসী একটি ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে (হিজ ৪:২১; ৭:৩; ইউসা ১১:২০; ২ শামু ২৪:১; ইশা ১০:৫-৭; ৩৭:২৬-২৭; ইয়ার ৩৪:২২ আয়াত দেখুন)।

১০৫:২৫, ৪২ তাঁর গোলাম। ৭৮:৭০ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৫:২৮-৩৬ মিসরে যে সমস্ত আঘাত হানা হয়েছিল সেগুলো সম্পর্কে বর্ণনা। এই কাব্যিক বিবৃতিতে মিসরের উপরে আনীত দশটি আঘাতের মধ্যে সাতটি আঘাতের কথা বলা হয়েছে (যা পূর্ণতা নির্দেশ করে), যে দশটি আঘাতের কথা হিজ ৭-১১ অধ্যায়ে দেখা যায়। যে তিনটি আঘাতের বর্ণনা বাদ দেওয়া হয়েছে সেগুলো হল গবাদি পশুর মহামারী ও স্ফোটক। এছাড়া রচয়িতা বাকি আঘাতগুলোকে হিজরত কিতাবের ক্রম অনুসারেই বর্ণনা করেছেন, যদিও তিনি তৃতীয় ও চতুর্থ আঘাত (ডাঁশ মাছি ও পিশু) এক করে বর্ণনা করেছেন, যেন তিনি সাত সংখ্যার মধ্যে থাকতে পারেন। এছাড়া তিনি নবম আঘাতটিকে নিয়ে এলেন সবার প্রথমে, যেন এই বর্ণনাটি আরও বেশি নাটকীয় করে তোলা সম্ভব হয়।

১০৫:৩৭ রূপা ও সোনার সঙ্গে বের করে আনলেন। হিজ ৩:২২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১২:৩৫-৩৬ আয়াতও দেখুন।

১০৫:৩৯ চন্দ্রাতপের জন্য। ছায়া দানের জন্য আল্লাহ্ মেঘ পাঠিয়েছিলেন, যা আল্লাহ্র প্রতীকী উপস্থিতির কথা নির্দেশ করে। এছাড়া এই মেঘ (১) মরুভূমিতে যাত্রা পথে ইসরাইল

দিলেন।
৪০ তারা যাচঞা করলে
তিনি ভারুই পাখি আনালেন,
এবং বেহেশতী খাদ্যে তাদেরকে তৃপ্ত
করলেন।
৪১ তিনি শৈল খুলে দিলেন, পানি প্রবাহিত হল;
তা নদী হয়ে শুকনো ভূমিতে প্রবাহিত হল।
৪২ কারণ তিনি তাঁর পবিত্র কালাম স্মরণ
করলেন,

[১০৫:৪১] শুমারী ২০:১১; ১করি ১০:৪।
[১০৫:৪২] পয়দা ১২:১-৩।
[১০৫:৪৩] হিজ ১৫:১-১৮।
[১০৫:৪৪] হিজ ৩২:১৩।
[১০৫:৪৫] দ্বি.বি. ৪:৪০; ৬:২১-২৪।
[১০৬:১] উজা

তাঁর গোলাম ইব্রাহিমকে স্মরণ করলেন।
৪৩ তিনি তাঁর লোকদেরকে আনন্দ সহ,
নিজের মনোনীত লোকদেরকে সঙ্গীতের সঙ্গে
বের করে আনলেন।
৪৪ তিনি তাদেরকে জাতিদের দেশ দিলেন,
তারা লোকবৃন্দের শ্রম ফলের অধিকারী হল,
৪৫ যেন তারা তাঁর সমস্ত বিধি পালন করে,
তাঁর ব্যবস্থা রক্ষা করে।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জাতির জন্য দিক নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছিল (৭৮:১৪; হিজ ১৩:২১; শুমারী ৯:১৭; নহিমিয়া ৯:১২, ১৯ আয়াত দেখুন), (২) পেছনে আক্রমণ করে তেড়ে আসা মিসরীয়দের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিশেষ ঢাল হিসেবে কাজ করেছিল (হিজ ১৪:১৯-২০ আয়াত দেখুন) এবং (৩) আল্লাহ্‌র উপস্থিতির ভয়াবহ উজ্জ্বলতা থেকে ইসরাইল জাতিকে নিরাপদে রেখেছিল (হিজ ১৬:১০; ২৪:১৬; ৩৪:৫; ৪০:৩৪-৩৫, ৩৮; শুমারী ১১:২৫; ১২:৫; ১৬:৪২; দ্বি.বি. ৩১:১৫; ১ বাদশাহ্‌ ৮:১১ দেখুন)। জবুর রচয়িতা আরেকটি কাজকেও এখানে আলোকপাত করেছেন: মরুভূমিতে আল্লাহ্‌র লোকদের প্রতি তাঁর মমত্ব ও যত্ন প্রকাশ। এই চন্দ্রাতপ দিয়ে তিনি যেন তাঁর পাখার নিচে তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন (১৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন), যেন দিনের বেলা সূর্য তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে না পারে (১২১:৫-৬ আয়াত দেখুন)।

১০৫:৪০ বেহেশতী খাদ্য। ৭৮:২৪-২৫ আয়াত দেখুন এবং ৭৮:২৫; ইউহোন্না ৬:৩১-৩২ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৫:৪১ নদী হয়ে। এই অলৌকিক কাজটিকে এখানে কাব্যিক ঢংয়ে অতিশয়োক্তি করা হয়েছে। মরুভূমিতে আশ্চর্য কাজের ঘটনা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে এই বিবৃতি শেষ করা হয়েছে এবং এমন এক নাটকীয় পর্যায়ে এসে এই বর্ণনাটি শেষ করা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও ভালবাসার প্রকাশ অতুলনীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ পেয়েছে (১১৪:৮; ইশা ৪৩:১৯-২০ আয়াত দেন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৫০:২ আয়াত)।

১০৫:৪২-৪৫ সমাপ্তি নির্দেশক সংক্ষিপ্তসার (এখানে বিবৃতির সূচনার সাথে বিশেষভাবে সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে: আয়াত ৮-১১)।

১০৫:৪৪ তাদেরকে জাতিদের দেশ দিলেন। আয়াত ১১ দেখুন।

১০৫:৪৫ তাঁর সমস্ত বিধি। আল্লাহ্‌ তাঁর নিজের সমস্ত বিধি বিধান পালন করেন (আয়াত ১০) যেন ইসরাইল জাতিও তাদের প্রতি স্থাপিত তাঁর সমস্ত বিধান ও অনুশাসন পালন করে (৫ আয়াতের নোট দেখুন: "স্মরণ কর")। আল্লাহ্‌ তাঁর উদ্ধারকারী কাজের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতির প্রতি কৃত তাঁর সমস্ত ওয়াদা একে একে পূর্ণ করছেন এবং তিনি তাঁর পবিত্র ইচ্ছা অনুসারে তাদের জীবনকে পরিচালিত করছেন (ইশা ৫:১-৭ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১০৬ অধ্যায়। নাজাতের ইতিহাস নির্দেশক গজল, যেখানে ইসরাইলের বিদ্রোহের এক দীর্ঘ ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ্‌ যেন আরও একবার তাঁর লোকদের রক্ষা করেন সেজন্য বিশেষভাবে মুনাজাত করা হয়েছে। দৈর্ঘ্য, কাব্যিক বর্ণনা এবং বিষয়বস্তুর বিন্যাসের দিক থেকে জবুর ১০৫ অধ্যায়ের সাথে এর মিল রয়েছে, যদিও বিদ্রোহের ইতিহাস হওয়ার এর বিবরণ ১০৫ জবুরের তুলনায় একেবারেই বিপরীত (জবুর ৭৮ অধ্যায়; নহিমিয়া ৯:৫-৩৭ আয়াত দেখুন)। এছাড়া জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। জবুর শরীফের চূড়ান্ত সম্পাদিত সংস্করণে এই গজলটিকে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার আহ্বান জানিয়ে করা দুটি লিটার্জির মাঝে স্থান দেওয়া হয়েছিল। একটি সমাপ্তির সূত্র ধরে আরেকটি সূচনা ঘটেছে। এছাড়া এতে প্রশংসা জ্ঞাপন সূচক লিটার্জির ভাষা দেখা যায় (আয়াত ১, ৪৮ দেখুন; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। এছাড়া এতে তৃতীয় আরেকটি কাঠামো রয়েছে যা তৈরি হয়েছে দুটি জোড় আয়াতের মুনাজাতের মধ্য দিয়ে, আয়াত ৪-৫, ৪৭ আয়াত দেখুন; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন। এর মধ্য দিয়ে গজলটির মূল অংশ চিহ্নিত করা হয়েছে। আয়াত ২-৩ হচ্ছে প্রসঙ্গ পরিবর্তনকারী আয়াত। এক দিকে কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুর বিবৃতি (জবুর ১০৫ অধ্যায়ের মত; এর সাথে জবুর ৭৮ অধ্যায়ও দেখুন) গজলের মূল বিন্যাস নিয়ন্ত্রণ করেছে, অন্য দিকে বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার জন্য উপযোগী বর্ণনাও এখানে রয়েছে। হিজরত এবং মরুভূমিতে ঘুরে বেড়ানোর সময় কাল বর্ণনা করে ১৪টি হিব্রু পঙক্তি সন্নিবেশিত হয়েছে (আয়াত ৬-১৮) এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে ইসরাইল জাতির জীবন সম্পর্কে বর্ণনা করে আরও ১৪টি হিব্রু পঙক্তি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে (আয়াত ৩৪-৪৬ আয়াত)। মধ্যবর্তী আয়াতগুলো (আয়াত ১৯-৩৩) তিনটি পঙক্তিমালা তৈরি করেছে, যার বিন্যাস হচ্ছে চার-ছয়-চার পঙক্তির। ছয় পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি পঙক্তিমালায় মরুভূমিতে যাত্রা পথের সময়কালে ইসরাইল জাতির মূর্তিপূজার কথা স্মরণ করা হয়েছে (হোরেব পর্বতে তৈরি করা স্বর্ণের বাছুর, আয়াত ১৯-২৩; এবং মোয়াবের প্রান্তরে বাল পিয়োরের পূজা, আয়াত ২৮-৩৩)। এই পঙক্তিমালাগুলো শেষ করা হয়েছে হযরত মূসা সম্পর্কে বক্তব্য রাখার মধ্য দিয়ে: প্রথমটিতে হযরত মূসা ইসরাইলের জন্য মধ্যস্থতার কাজ করেছেন এবং আল্লাহ্‌র ক্রোধ দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। দ্বিতীয় পঙক্তিমালায় ইসরাইল জাতি মূসাকে এতটাই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল যে, তিনি হঠকারিতা করে কাজ করলেন এবং প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশের জন্য তাঁর যে সুযোগ ছিল তা হারালেন – যা দুটো বিবৃতির মধ্যে এক বিস্ময়কর বৈপরীত্য। কেন্দ্রে রয়েছে একটি চার আয়াত বিশিষ্ট পঙক্তিমালা যেখানে প্রতিজ্ঞাত দেশ অধিকার করতে ইসরাইল জাতির অস্বীকৃতি এবং মরুভূমিতে তাদের সন্তান সন্ততি ও ভবিষ্যৎ সমস্ত বংশধর সহ মৃত্যুবরণ করার জন্য ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র শাস্তি (দেখুন শুমারী ১৪:১-২৩ আয়াত; এর সাথে তুলনা করুন ইবরানী ৩:১৬-১৯

জবুর ১০৬

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
মাবুদের প্রশংসা-গজল কর,
কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী।
২ কে মাবুদের বিক্রমের সমস্ত কাজ বর্ণনা করতে পারে?
কে তাঁর সমস্ত প্রশংসা তবলিগ করতে পারে?
৩ সুখী তারা, যারা ন্যায় রক্ষা করে,
যারা সতত ধর্মময়তা বজায় রাখে।
৪ হে মাবুদ, তোমার লোকদের প্রতি তোমার যে মমতা,
সেই মমতায় আমাকে স্মরণ কর;
যখন তুমি তাদের উদ্ধার কর তখন আমার তত্ত্ব নিও;
৫ যেন আমি তোমার মনোনীত লোকদের মঙ্গল দেখি,
যেন তোমার জাতির আনন্দে আনন্দ করি,
যেন তোমার অধিকারের সঙ্গে শ্লাঘা করি।
৬ পূর্বপুরুষদের সঙ্গে আমরা গুনাহ্ করেছি,
আমরা অপরাধী হয়েছি, অধর্ম করেছি।
৭ আমাদের পূর্বপুরুষেরা মিসরে তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ বুঝল না,
তোমার বহু অটল মহব্বত স্মরণ করলো না,
বরং সমুদ্রতীরে, লোহিত সাগরে,
সর্বশক্তিমানের বিরুদ্ধাচরণ করলো।
৮ তবুও তিনি তাঁর নামের অনুরোধে তাদেরকে উদ্ধার করলেন,
যেন তিনি তাঁর মহাশক্তির কথা জানাতে পারেন।
৯ তিনি লোহিত সাগরকে ধমক দিলেন, আর তা শুকিয়ে গেল,
তিনি তাদেরকে পানির মধ্য দিয়ে চালালেন,
যেমন মরুভূমি দিয়ে চালায়।
১০ আর তিনি বিদ্বেষীর হাত থেকে তাদেরকে উদ্ধার করলেন,
দুশমনের হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত করলেন;
১১ পানি তাদের দুশমনদেরকে আচ্ছাদন করলো,
ওদের এক জনও অবশিষ্ট থাকলো না।
১২ তখন তারা তাঁর কালামে বিশ্বাস করলো,
তাঁর প্রশংসা গান করলো।
১৩ তারা ত্বরায় তাঁর সমস্ত কাজ ভুলে গেল,
তাঁর মন্ত্রণার অপেক্ষায় রইলো না;
১৪ কিন্তু মরুভূমিতে অত্যন্ত লোভ করলো,
মরুভূমিতে আল্লাহ্‌র পরীক্ষা করলো।
১৫ তাতে তিনি তাদের প্রার্থিত বস্তু তাদেরকে দিলেন,
কিন্তু তাদের মধ্যে ধ্বংসকারী একটি ব্যাধিও পাঠালেন।

৩:১১।
[১০৬:৩] হোশেয় ১২:৬।
[১০৬:৪] পয়দা ৫০:২৪।
[১০৬:৫] দ্বি.বি. ৩০:১৫।
[১০৬:৬] রোমীয় ৩:৯।
[১০৬:৭] কাজী ৩:৭।
[১০৬:৮] যোয়েল ২:৩২।
[১০৬:৯] ইশা ৫০:২।
[১০৬:১০] হিজ ১৪:৩০।
[১০৬:১১] হিজ ১৪:২৮।
[১০৬:১২] হিজ ১৫:১-২১।
[১০৬:১৩] শুমারী ২৭:২১।
[১০৬:১৪] ১করি ১০:৯।
[১০৬:১৫] হিজ ১৬:১৩; জবুর ৭৮:২৯।

[১০৬:১৬] শুমারী ১৬:১-৩।

আয়াতের নোট)।

১০৬:১-৫ ভূমিকা।

১০৬:১ মাবুদের প্রশংসা হোক! অর্থাৎ মাবুদের প্রতি শুকরিয়া জ্ঞাপন কর (জবুর ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন); আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের একটি প্রচলিত ও লিটার্জি ভিত্তিক ভাষা (১০৭:১; ১১৮:১, ২৯; ১৩৮:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *অটল মহব্বত* / ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:২-৩ গজলটির মূল অংশে যাওয়ার জন্য পট পরিবর্তন – প্রশ্ন ও উত্তর।

১০৬:২ কে ... পারে? অর্থাৎ কার অন্তরে এমন পবিত্রতা ও শুদ্ধতা রয়েছে। *তাঁর সমস্ত প্রশংসা।* মাবুদ আল্লাহ্‌র সমস্ত আশ্চর্য ও বিক্রমের কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা (আয়াত ৪৭ দেখুন; এর সাথে ৯:১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১০৬:৩ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *ন্যায় রক্ষা করে ... সতত ধর্মময়তা বজায় রাখে।* ১১৯:১২১ আয়াতের নোট দেখুন। এই আয়াতটি ২ আয়াতের প্রশ্নের উত্তর দেয়।

১০৬:৪-৫ কাব্যিক ঢংয়ে ব্যক্ত একটি জোড় আয়াত, যেখানে একজন ব্যক্তির মুনাজাত প্রতিফলিত হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৪৭)।

১০৬:৪ আমাকে স্মরণ কর। ৩ আয়াতে আদর্শ জীবন আচরণ করে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে। *তোমার লোকদের প্রতি তোমার যে মমতা।* অর্থাৎ যে মমতা তুমি তোমার অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে প্রকাশ কর (আয়াত ৪৪-৪৬ দেখুন)।

যখন তুমি তাদের উদ্ধার কর। কিংবা যখন তুমি তাদেরকে তোমার নাজাত দান কর। জবুর রচয়িতা এখানে মুনাজাত করছেন যেন আল্লাহ্ তাঁর মহান ও অটল মহব্বতের দয়া ও করুণায় তাকেও স্পর্শ করেন (আয়াত ৪৫), যা তিনি তাঁর নিজ লোকদেরকে দেখিয়ে থাকেন। এভাবেই ৪৬ আয়াতে এসে মুনাজাতটির অর্থ পরিপূর্ণভাবে প্রকাশ পেয়েছে।

১০৬:৫ মঙ্গল ... আনন্দ ... শ্লাঘা। কারণ ও কার্যকারিতার এক অপূর্ব সন্নিবেশ। *তোমার অধিকার।* ৪০ আয়াত দেখুন।

১০৬:৬-১২ ইসরাইলের বিদ্রোহ এবং হিজরতের ঘটনায় মাবুদের দয়া প্রকাশ।

১০৬:৬ গুনাহ্ স্বীকারের মধ্য দিয়ে গজলের মূল অংশের সূচনা।

আমরা। এখানে জবুর রচয়িতা নিজেকে ইসরাইলের বিদ্রোহের একজন অংশী হিসেবে দেখিয়েছেন, যদিও তিনি এখন নিজেকে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের পাত্র করে তোলার জন্য তাঁর কাছে মুনাজাত করছেন (উযায়ের ৯:৬-৭ আয়াত দেখুন)।

১০৬:৭, ২২ আশ্চর্য সমস্ত কাজ। উদাহরণস্বরূপ, মিসরের বিরুদ্ধে কৃত মহামারী (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন, অলৌকিক কাজ)।

১০৬:১০ মুক্ত করলেন। এখানে এবং আরও কয়েকটি স্থানে উদ্ধারের সমার্থক শব্দ হিসেবে মুক্ত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (৭১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৬:১২ তাঁর প্রশংসা গান করলো। হিজ ১৫:১-২১ আয়াত দেখুন।

১০৬:১৩-১৮ ইসরাইল জাতির অসন্তোষ এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচার।

১০৬:১৩-১৫ মাবুদের পরিচালনা ও কর্তৃত্বের প্রতি অসন্তোষ (হিজ ১৬ অধ্যায়; শুমারী ১১ অধ্যায় দেখুন)।

১৬ আরও তারা শিবিরের মধ্যে মূসার প্রতি,
ও মাবুদের পবিত্র লোক হারুনের প্রতি ঈর্ষা
করলো।
১৭ ভূমি ফেটে গিয়ে দাথনকে গ্রাস করলো,
অবীরামের সঙ্গীদেরকে আচ্ছাদন করলো।
১৮ তাদের সঙ্গীদের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো;
অনল-শিখা দুষ্ট লোকদের পুড়িয়ে ফেললো।
১৯ তারা হোরেবে একটি বাছুর তৈরি করলো,
ছাঁচে ঢালা মূর্তির কাছে সেজদা করলো।
২০ এভাবে তৃণভোজী গরুর মূর্তির সঙ্গে
তারা নিজেদের গৌরব বিনিময় করলো।
২১ তারা তাদের উদ্ধারকর্তা আল্লাহ্‌কে ভুলে গেল,
যিনি মিসরে বিবিধ মহৎ কাজ করেছিলেন;
২২ হামের দেশে নানা অলৌকিক কাজ,
লোহিত সাগরের ধারে নানা ভয়ঙ্কর কাজ
করেছিলেন।
২৩ অতএব তিনি বললেন, ওদেরকে সংহার
করতে হবে;
কিন্তু তাঁর মনোনীত ব্যক্তি মূসা তাঁর সাক্ষাতে
ভঙ্গস্থানে দাঁড়ালেন,
তাঁর ক্রোধ ফিরাবার জন্য দাঁড়ালেন,
পাছে তিনি তাদেরকে বিনাশ করেন।
২৪ আর তারা রমণীয় দেশ তুচ্ছ করলো,
তাঁর কালামে বিশ্বাস করলো না;
২৫ কিন্তু নিজ নিজ তাঁবুর মধ্যে বচসা করলো,

[১০৬:১৮] লেবীয় ১০:২।
[১০৬:১৯] প্রেরিত ৭:৪১।
[১০৬:২০] রোমীয় ১:২৩।
[১০৬:২২] দ্বি.বি. ৪:৩৪।
[১০৬:২৪] ইব ৩:১৮-১৯।
[১০৬:২৫] ১করি ১০:১০।
[১০৬:২৬] ইব ৩:১৭।
[১০৬:২৭] লেবীয় ২৬:৩৩।
[১০৬:২৮] শুমারী ২৩:২৮।
[১০৬:২৯] শুমারী ২৫:৩।
[১০৬:৩০] হিজ ৬:২৫।
[১০৬:৩১] পয়দা ১৫:৬।
[১০৬:৩২] হিজ ১৭:৭।
[১০৬:৩৩] ইশা ৬৩:১০।
[১০৬:৩৪] ইউসা ৯:১৫।
[১০৬:৩৫] কাজী

মাবুদের কথা মান্য করলো না।
২৬ অতএব তিনি তাদের বিরুদ্ধে হাত তুললেন,
বললেন, আমি ওদেরকে মরুভূমিতে নিপাত
করবো,
২৭ আমি ওদের বংশকে জাতিদের মধ্যে নিপাত
করবো,
ওদেরকে নানা দেশে ছিন্নভিন্ন করবো।
২৮ তারা বাল-পিয়োরের প্রতি আসক্ত হল,
মৃতদের উদ্দেশে করা উৎসর্গ ভোজন করলো।
২৯ এভাবে তারা নিজ নিজ কাজ দ্বারা তাঁকে
অসন্তুষ্ট করলো;
তাই তাদের মধ্যে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হল।
৩০ তখন পীনহস দাঁড়িয়ে বিচার সাধন করলেন,
তাতে মহামারী নিবৃত্ত হল।
৩১ তাঁর পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করা হল,
পুরুষ পরম্পরায় চিরকালের জন্য গণনা করা
হল।
৩২ তারা মরীবার পানির কাছেও আল্লাহ্‌র ক্রোধ
জন্মাল,
আর তাদের জন্য মূসার বিপদ ঘটলো;
৩৩ কেননা তারা তাঁর রূহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী
হল,
আর উনি তাদের ওষ্ঠাধরে অবিবেচনার কথা
বললেন।
৩৪ তারা জাতিদেরকে বিনষ্ট করলো না,

১০৬:১৬-১৮ মাবুদ আল্লাহ্‌ কর্তৃত্ব নিযুক্ত ও অভিষিক্ত নেতৃবর্গের প্রতি অসন্তোষ (শুমারী ১৬:১-৩৫ আয়াত দেখুন)।

১০৬:১৯-২৩ হোরেব পর্বতে ইসরাইল জাতির মূর্তিপূজা এবং হযরত মূসার হস্তক্ষেপ।

১০৬:১৯ হোরেব। হিজ ৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:২০ নিজেদের গৌরব বিনিময় করলো। ১ শামু ১৫:২৯; ইয়ার ২:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; হোসিয়া ৪:৭ আয়াত দেখুন।

১০৬:২২ হামের দেশ। ৭৮:৫১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:২৩ ভঙ্গস্থানে দাঁড়ালেন। হিজ ৩২:১১-১৪, ৩১-৩২ আয়াত দেখুন। *ক্রোধ।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:২৪-২৭ প্রতিজ্ঞাত দেশের সীমান্তে এসে ইসরাইল জাতির ঈমানের স্বল্পতা এবং মাবুদ আল্লাহ্‌র বিচার (শুমারী ১৪:১-২৩ আয়াত দেখুন)।

১০৬:২৪ রমণীয় দেশ। এমনটাই বলা হয়েছে ইয়ার ৩:১৯; ১২:১০; জাকা ৭:১৪ আয়াতে; এছাড়া দেখুন দ্বি.বি. ৮:৭-৯; উযা ২০:৬ আয়াতে।

১০৬:২৬-২৭ নিপাত করবো। ১৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:২৭ ওদেরকে নানা দেশে ছিন্নভিন্ন করবো। লেবীয় ২৬:৩৩; দ্বি.বি. ২৮:৩৬-৩৭, ৬৪ আয়াত দেখুন এবং ২৮:৬৪; ইহি ২০:২৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:২৮-৩৩ বাল পিয়োরে ইসরাইল জাতির প্রতিমা পূজা এবং হযরত মূসার পতন।

১০৬:২৮ আসক্ত হল। শুমারী ২৫:৩, ৫ আয়াত দেখুন।

১০৬:৩১ তাঁর পক্ষে তা ধার্মিকতা বলে গণনা করা হল। যেভাবে ইব্রাহিমের ঈমান তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণনা করা হয়েছিল। (পয়দা ১৫:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। একই ভাবে জবুর রচয়িতা বলছেন যে, পীনহস আল্লাহ্‌র মর্যাদা রক্ষায় অত্যন্ত নিবেদিত ছিলেন (শুমারী ২৫:৭-৮ আয়াত দেখুন)। *পুরুষ পরম্পরায়।* জবুর রচয়িতা এখানে চিরস্থায়ী ইমামতির নিয়মের কথা বলছেন (শুমারী ২৫:১৩), যা মাবুদ আল্লাহ্‌ পীনহসকে তাঁর ধার্মিকতার কাজের পুরস্কার হিসেবে দান করেছিলেন। এই অনুগ্রহ দানের মধ্য দিয়ে তাঁর ধার্মিকতা সর্বজনগ্রাহ্য হয়েছিল ও স্বীকৃত হয়েছিল। কারণ ইব্রাহিমকে আল্লাহ্‌ তাঁর ঈমান ও ধার্মিকতার পুরস্কার হিসেবে তাঁকে বিশেষ অনুগ্রহ দান করেছিলেন ও ওয়াদা করেছিলেন (পয়দা ১৫:৯-২১ আয়াত দেখুন)। একই ভাবে হযরত নূহের সাথে (পয়দা ৯:৯-১৭ আয়াত দেখুন) এবং বাদশাহ্‌ দাউদের সাথে (২ শামু ৭:৫-১৬) আল্লাহ্‌র ওয়াদা সূচক নিয়ম স্থাপনের মধ্য দিয়ে তাদের ধার্মিকতার সাক্ষ্য প্রকাশিত হয়েছিল (পয়দা ৭:১; ১ শামু ১৩:১৪ আয়াত দেখুন)।

১০৬:৩২ মরীবা। হিজ ১৭:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:৩৩ তাঁর রূহের বিরুদ্ধে। ইশা ৬৩:১০ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে (এর সাথে জবুর ৭৮:৪০ আয়াতও দেখুন)। মরুভূমিতে ইসরাইল জাতির হিজরতের সময় আল্লাহ্‌র রূহের উপস্থিতি এবং তাঁর আশ্চর্য সমস্ত কাজের কথা জানতে আরও দেখুন হিজ ৩১:৩; শুমারী ১১:১৭; ২৪:২; নহিমিয়া ৯:২০; ইশা ৬৩:১০-১৪ আয়াত। এর সাথে ৫১:১১ আয়াতের নোটও দেখুন।

১০৬:৩৪-৩৯ প্রতিজ্ঞাত দেশে ইসরাইল জাতির বিদ্রোহের একটি সাধারণ বর্ণনা, যা কাজীগণের সময় থেকে ব্যাবিলনের বন্দীদশা পর্যন্ত সময়কাল বর্ণনা করে।

যা মাবুদ করতে হুকুম দিয়েছিলেন।
৩৫ কিন্তু তারা জাতিদের সঙ্গে মিশে গেল,
ওদের রীতিনীতি শিক্ষা করলো;
৩৬ আর ওদের মূর্তিগুলোর সেবা করলো,
তাতে সেগুলো তাদের ফাঁদ হয়ে উঠলো;
৩৭ ফলে তারা নিজেদের পুত্রদের,
আর নিজেদের কন্যাদেরকে বদ-রূহ্‌দের
উদ্দেশে কোরবানী করলো;
৩৮ তারা নির্দোষদের রক্তপাত,
নিজ নিজ পুত্র-কন্যাদেরই রক্তপাত করলো,
কেনানীয় মূর্তিগুলোর উদ্দেশে তাদেরকে
কোরবানী করলো;
দেশ রক্তে অশুদ্ধ হল।
৩৯ এভাবে তারা নিজেদের কাজে নাপাক,
নিজেদের কর্মতে জেনাকারী হল।
৪০ তাতে নিজের লোকদের উপরে মাবুদের ক্রোধ
জ্বলে উঠলো,
তিনি নিজের অধিকারকে ঘৃণা করলেন।
৪১ তিনি তাদেরকে জাতিদের হাতে তুলে দিলেন,
তাতে তাদের বিদ্বেষীরা তাদের উপরে কর্তৃত্ব
করলো।

৩:৫-৬।
[১০৬:৩৬] দ্বি.বি. ৭:১৬।
[১০৬:৩৭] ১করি ১০:২০।
[১০৬:৩৮] ২বাদশাহ্ ৩:২৭।
[১০৬:৩৯] পয়দা ৩:১৭।
[১০৬:৪০] লেবীয় ২৬:২৮।
[১০৬:৪১] কাজী ২:১৪।
[১০৬:৪৩] ইউসা ১০:১৪।
[১০৬:৪৪] কাজী ৩:৯।
[১০৬:৪৫] লূক ১:৭২।
[১০৬:৪৬] হিজ ৩:২১।
[১০৬:৪৭] ইশা ১১:১২;।
[১০৬:৪৮] জবুর ৪১:১৩;৭২:১৯।

৪২ তাদের দুশমনরাও তাদের প্রতি জুলুম করলো,
এবং তারা ওদের অধীনে নত হল।
৪৩ অনেকবার তিনি তাদেরকে উদ্ধার করলেন,
কিন্তু তারা নিজেদের মন্ত্রণায় বিদ্রোহী হল,
ও নিজেদের অপরাধে দুর্বল হয়ে পড়লো।
৪৪ তবুও তিনি যখন তাদের কাতরোক্তি শুনলেন,
তখন তাদের সঙ্কটের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।
৪৫ তিনি তাদের পক্ষে তাঁর নিয়ম স্মরণ করলেন,
নিজের অটল মহব্বতের মহত্ত্ব অনুসারে
অনুশোচনা করলেন।
৪৬ যারা তাদের বন্দী করেছিল,
তাদের সকলের দৃষ্টিতে তিনি তাদেরকে
করুণারপ্রাপ্ত করলেন।
৪৭ হে মাবুদ, আমাদের আল্লাহ্, আমাদের উদ্ধার কর,
জাতিদের মধ্য থেকে আমাদেরকে সংগ্রহ কর;
যেন আমরা তোমার পবিত্র নামের শুকরিয়া করি,
যেন তোমার প্রশংসার জয়ধ্বনি করি।
৪৮ মাবুদ ধন্য হোন, ইসরাইলের আল্লাহ্,
অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।

১০৬:৩৬ তাদের ফাঁদ হয়ে উঠলো। হিজ ২৩:৩৩; দ্বি.বি. ৭:১৬; কাজী ২:৩; ৮:২৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ১০:৭; ৩৪:১২; ১ শামু ১৮:২১ আয়াত; এর সাথে তুলনা করুন ৯:১৫ আয়াতের নোট।

১০৬:৩৭ বদ-রূহ্‌দের উদ্দেশে। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ পুরাতন নিয়মে এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র দ্বি.বি. ৩২:১৭ আয়াতে পাওয়া যায়।

১০৬:৩৮ এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ১৯:৪-৫ আয়াত।

নির্দোষদের রক্তপাত। কোন অপরাধের দায়ে দোষী নয় এমন কারও রক্তপাত। দেশ রক্তে অশুদ্ধ হল। পুরো দেশটি নির্দোষ মানুষের হত্যাকাণ্ডের কারণে অশুদ্ধ বা নাপাক হয়ে উঠল (শুমারী ৩৫:৩৩; ইয়ার ৩:২, ৯ আয়াত দেখুন)।

১০৬:৩৯ নাপাক। লেবীয় ১৮:২৪; ইয়ার ২:২৩; ইহি ২০:৩০-৩১; ২২:৩-৪ আয়াত দেখুন। *নিজেদের কর্মতে জেনাকারী হল।* হিজ ৩৪:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

১০৬:৪০-৪৬ বিদ্রোহকারী লোকদের প্রতি আল্লাহ্ কঠিন শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নিলেন (আয়াত ৪০-৪৩), কিন্তু একই সাথে তিনি তাঁর নিয়মের কথা মহব্বতের সাথে স্মরণ করলেন (আয়াত ৪৪-৪৬)। তাঁর বিচার এখানে বিশেষ করে স্মরণ করিয়ে দেয় কীভাবে আল্লাহ্ অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেও তাঁর ওয়াদার নিয়মের কথা মাথায় রেখে তিনি নিজেকে সম্বরণ করলেন (লেবীয় ২৬:২৫-২৬, ৩৩, ৩৮-৩৯; দ্বি.বি. ২৮:২৫, ৩৬-৩৭, ৪৮-৫৭, ৬৪-৬৮ আয়াত দেখুন)।

১০৬:৪০ মাবুদের ক্রোধ। ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন। ঘৃণা করলেন। ৫:৬ আয়াত দেখুন।

১০৬:৪৪ তাদের কাতরোক্তি শুনলেন। হিজ ২:২৩; ৩:৭-৯; শুমারী ২০:১৬; কাজী ৩:৯, ১৫; ৪:৩; ৬:৬-৭; ১০:১০; ১ শামু ৯:১৬; ২ খান্দান ২০:৬-১২; নহিমিয়া ৯:২৭-২৮ আয়াত দেখুন।

১০৬:৪৫ তাঁর নিয়ম স্মরণ করলেন। ১০৫:৮, ৪২; হিজ ২:২৪; লেবীয় ২৬:৪২, ৪৫ আয়াত দেখুন। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:৪৬ এখান থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হয় যে, জবুর রচয়িতার বর্ণনায় ব্যাবিলনে ইসরাইল জাতির বন্দীদশাও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (১ বাদশাহ্ ৮:৫০; ২ খান্দান ৩০:৯; উযায়ের ৯:৯; ইয়ার ৪২:১২ আয়াত দেখুন)। যদিও ইসরাইল জাতির বিভিন্ন অংশকে এর আগেও বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তথাপি এর আগে বন্দীদশায় নেওয়া কারও প্রতি করুণা দেখানো হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয় নি।

১০৬:৪৭ দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য একটি জাতিগত মুনাজাত (ভূমিকা দেখুন এবং সেই সাথে ৪ আয়াতের নোট দেখুন)। *তোমার পবিত্র নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *শুকরিয়া করি।* অর্থাৎ নামের জন্য বিজয় উল্লাস করি। এই অংশের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি এই আয়াত ব্যতীত শুধুমাত্র ১ খান্দান ১৬:৩৫ আয়াতে পাওয়া যায়। *তোমার প্রশংসার জয়ধ্বনি।* ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৬:৪৮ক আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপনের একটি প্রচলিত সাধারণ প্রকাশভঙ্গি। ১ খান্দান ১৬:৩৬ আয়াত গজলটির সমাপনী বক্তব্যকে কিছুটা ভিন্নভাবে প্রতিফলিত করে। *আমিন।* দ্বি.বি. ২৭:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন; ১ খান্দান ১৬:৩৬; নহিমিয়া ৫:১৩; ইয়ার ১১:৫; রোমীয় ১:২৫ আয়াত ও নোট; ১ করি ১৪:১৬ আয়াত দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

পঞ্চম খণ্ড
(জবুর ১০৭-১৫০)

জবুর ১০৭

১ মাবুদের শুকরিয়া কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী।
২ মাবুদের মুক্ত করা লোকেরা এই কথা বলুক,
যাদেরকে তিনি বিপক্ষের হাত থেকে মুক্ত
করেছেন,

[১০৭:১] ২খান্দান ৭:৩।
[১০৭:২] ইশা ৩৫:৯।
[১০৭:৩] ইহি ১:৯।
[১০৭:৪] ইউসা ৫:৬।
[১০৭:৫] হিজ ১৬:৩।
[১০৭:৬] হিজ ১৪:১০।

৩ যাদেরকে তিনি সংগ্রহ করেছেন নানা দেশ থেকে,
পূর্ব ও পশ্চিম থেকে, উত্তর ও দক্ষিণ থেকে।
৪ তারা মরুভূমিতে নির্জন পথে পরিভ্রমণ করলো,
বসতি-নগর পেল না।
৫ তারা ক্ষুধিত ও তৃষ্ণার্ত হল,
তাদের প্রাণ অন্তরে মূর্চ্ছাপন্ন হল।
৬ সঙ্কটে তারা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলো,
আর তিনি তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার

জবুর ১০৭ অধ্যায়। নাজাতের ইতিহাস বর্ণনাকারী একটি গজল, যেখানে ইসরাইল জাতিকে মাবুদ আল্লাহ্‌র অতুলনীয় মহব্বতের জন্য তাঁর প্রশংসা করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌ ইসরাইল জাতিকে অসীম মহব্বত করেন বলেই তাদের বিপদের সময় সমস্ত মুনাজাত তিনি শুনেছেন এবং তাদেরকে উদ্ধার করছেন (পরবর্তী অনুচ্ছেদ দেখুন)। ইসরাইল জাতির কোন একটি বার্ষিক ধর্মীয় উৎসবে লিটার্জি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এই গজলটি লেখা হয়েছিল। গজলটির বহুবিধ ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে, তবে নিচের ব্যাখ্যাটি সবচেয়ে বেশি গৃহীত হয়ে থাকে: ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্‌র অটল ও অসীম মহব্বতের অভিজ্ঞতা আরও একবার লাভ করার পর (আয়াত ৩; দেখুন ইয়ার ৩৩:১১) ইসরাইল জাতি মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে নিজেদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে তাঁর প্রশংসা ও গৌরব ঘোষণা করছে, যার নেতৃত্বে রয়েছে একদল লেবীয়। গজল কথনের দিক থেকে এই গজলটি অনেকটা জবুর ১০৪-১০৬ এর মতই এবং ভাষাগত দিক থেকে গজলটি জবুর ১০৫-১০৬ এর মত। জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। ভূমিকা (আয়াত ১-৩) এবং উপসংহার (আয়াত ৪৩) গজলটির কাঠামো নির্দেশ করেছে এবং এর মাঝে রয়েছে ছয়টি পঙক্তিমালা, যার শেষ দুটো (আয়াত ৩৩-৩৮, ৩৯-৪২) অনেকটি ভবিষ্যতের জন্য দিক নির্দেশনা প্রদান করেছে, যার শেষে রয়েছে আল্লাহ্‌ কর্তৃক ক্ষুধার্ত (আয়াত ৩৬) ও অভাবীদেরকে (আয়াত ৪১) পুনরুদ্ধার করার প্রত্যাশা। অন্য চারটি পঙক্তিমালার মধ্যে (যার মধ্যে বারবার আসা কিছু ধূয়া বা দ্বিরুক্তি রয়েছে, যেমন আয়াত ৬, ১৩, ১৯, ২৮; আয়াত ৮, ১৫, ২১, ৩১) প্রথমটি ও শেষটিতে বলা হয়েছে যারা মরুভূমিতে দিশাহীন হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল তাদেরকে কীভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌ উদ্ধার করলেন সে কথা (আয়াত ৪-৯) এবং যারা বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে জীবনের শেষ কিনারায় দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরকে তিনি কীভাবে উদ্ধার করলেন সে কথা (আয়াত ২৩-৩২)। কেন্দ্রস্থিত দুটি পঙক্তিমালায় রয়েছে পরজাতীয়দের বন্দীত্বের শাস্তির শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়া (আয়াত ১০-১৬) এবং মহামারী বা রোগের শাস্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আনন্দ ও উল্লাস প্রকাশ (আয়াত ১৭-২২)। এই চারটি পঙক্তিমালার শেষ কথাগুলোর মধ্যে প্রথম দুটো (আয়াত ৯, ১৬) এবং শেষ দুটো (আয়াত ২২, ৩২) প্রায় সদৃশ। এই চারটি পঙক্তিমালার বিন্যাস (ছয় – সাত – ছয় – দশ) সাত ও দশ সংখ্যা দুটিকে তাৎপর্যের সাথে ব্যবহার করেছে।

১০৭:১-৩ ইয়াহ্‌ওয়েহ্‌র এবাদত ও প্রশংসা করার জন্য প্রারম্ভিক আহ্বান।

১০৭:১ মাবুদের প্রশংসা করার জন্য প্রচলিত ভঙ্গিতে আহ্বান জানানো হয়েছে (১০৬:১; ১১৮:১, ২৯; ১৩৬:১; ইয়ার ৩৩:১১ আয়াত দেখুন)। *শুকরিয়া কর।* আয়াত ৮, ১৫, ২১, ৩১ দেখুন; এর সাথে জবুর ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *অটল মহব্বত।* আয়াত ৮, ১৫, ২১, ৩১ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

১০৭:২ মুক্ত করেছেন। এখানে এবং অন্যান্য কিছু কিছু স্থানে মুক্ত করা কথাটি উদ্ধার করার সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (৭১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৭:৩ নানা দেশ থেকে। আশেরীয় বাহিনীর কারণে (২ বাদশাহ্‌ ১৭:৬ আয়াত দেখুন) এবং ব্যাবিলনের বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়ার ফলে ইসরাইল জাতি নানা দেশে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল (২ বাদশাহ্‌ ২৪:১৪, ১৬; ২৫:১১, ২৬; ইয়ার ৫২:২৮-৩০ আয়াত দেখুন; এছাড়া নহিমিয়া ১:৮; ইষ্টের ৮:৫, ৯, ১৩; ইশা ১১:১২; ৪৩:৫-৬; ইহি ১১:১৭; ২০:৩৪ আয়াত দেখুন)।

দক্ষিণ। আক্ষরিক অর্থে "সমুদ্র" মানে পশ্চিম দিক, যেমনটা দেখা যায় ইশা ৪৯:১২ আয়াতে। কিন্তু সম্ভবত হিব্রু শব্দের শেষ দুটি বর্ণ এখানে হারিয়ে গেছে, যা সরাসরি দক্ষিণ দিক বোঝায়।

১০৭:৪-৯ যারা মরুভূমির নির্জন পথে হারিয়ে গেছে তাদের উদ্ধার। এখানে কোন বিদ্রোহের কথা উল্লেখ করা হয় নি (যেমনটা তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিমালায় উল্লেখ করা হয়েছে), কিন্তু যেহেতু ইসরাইল জাতি কেনান দেশের উদ্দেশে মরুভূমির পথে যাত্রা করেছিল, সে কারণে শুরুতেই মরুভূমির সমস্ত বিপদ ও কষ্ট তাদেরকে পোহাতে হয়েছে। উপরন্তু তার পূর্ব দিকে ছিল আরবীয় মরুভূমি, যেমন পশ্চিমে ছিল ভূমধ্য সাগর (আয়াত ২৩-৩২ দেখুন), যা পাড়ি দিয়ে তাকে যেতে হয়েছে।

১০৭:৪, ৭, ৩৬ বসতি-নগর। তারা বসতি গড়তে পারে এমন কোন নগর। আক্ষরিক অর্থে "বসবাসের যোগ্য নগরী," অর্থাৎ যেখানে মানুষ বসবাস করে এবং যেখানে নিরাপদে বসবাস করার মত যথেষ্ঠ পরিমাণ পানি ও খাবার মজুদ আছে।

১০৭:৬ কান্নাকাটি করলো। রচয়িতা ঠিক একই হিব্রু শব্দ ২৮ আয়াতেও ব্যবহার করেছেন, যার মাধ্যমে পঞ্চম পঙক্তিমালাকে দ্বিতীয়টি পঙক্তিমালার সাথে সংযুক্ত করা যায়। ১৩, ১৯ আয়াতে তিনি কিছুটা ভিন্ন (কিন্তু প্রায় একই উচ্চারণের) হিব্রু শব্দ ব্যবহার করেছেন, যা তৃতীয় ও চতুর্থ পঙক্তিমালাকে সংযুক্ত করেছে। ইসরাইল জাতির ইতিহাস যেমন এক বেহেশতী উদ্ধারের ইতিহাস (জবুর ১০৫ অধ্যায় দেখুন) তেমনি তা ইসরাইল জাতির বিদ্রোহেরও ইতিহাস (জবুর ১০৬ অধ্যায় দেখুন), সে কারণে ইসরাইল জাতির সমগ্র ইতিহাসে আমরা দেখি দুর্দশার সময়ে মাবুদের প্রতি ইসরাইল জাতির আর্তস্বরে মুনাজাত ও ক্রন্দন (এর সাথে ১০৬:৪৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

করলেন।
৭ তিনি তাদেরকে সরল পথেও গমন করালেন,
যেন তারা বসতি-নগরে যেতে পারে।
৮ লোকে মাবুদের প্রশংসা-গজল করুক,
তাঁর অটল মহব্বতের দরুন,
মানবজাতির জন্য তাঁর অলৌকিক কাজের
দরুণ।
৯ কারণ তিনি আপ্যায়িত করেন আকাঙ্খী
প্রাণকে,
তিনি ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন।
১০ লোকেরা অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসেছিল,
বন্দী হিসেবে ও লোহার শিকলে বাঁধা ছিল;
১১ কারণ তারা আল্লাহ্‌র কালামের বিরুদ্ধাচরণ
করতো,
সর্বশক্তিমানের মন্ত্রণা তুচ্ছ করতো;
১২ তাই তিনি তাদের অন্তর কঠিন পরিশ্রমে
অবনত করলেন;
তারা পড়ে গেল, সাহায্যকারী কেউ ছিল না।
১৩ সঙ্কটে তারা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করলো,

[১০৭:৭] উজা ৮:২১।
[১০৭:৯] ইশা ৫৮:১১; মথি ৫:৬; লূক ১:৫৩।
[১০৭:১০] ইশা ৯:২; ৪২:৭, ১৬; ৪৯:৯; মিকাহ্ ৭:৯।
[১০৭:১১] শুমারী ১৪:১১।
[১০৭:১২] ২বাদশাহ্ ১৪:২৬।
[১০৭:১৪] আইউ ৩৬:৮; প্রেরিত ১২:৭।
[১০৭:১৭] লেবীয় ২৬:১৬; ইশা ৬৫:৬-৭; ইয়ার ৩০:১৪-১৫।
[১০৭:১৮] আইউ ৩:২৪;৬:৬।
[১০৭:২০] দ্বি.বি. ৩২:২; মথি ৮:৮;

আর তিনি তাদেরকে কষ্ট থেকে উদ্ধার করলেন।
১৪ তিনি অন্ধকার ও মৃত্যুচ্ছায়া থেকে তাদেরকে
বের করে আনলেন,
তাদের বন্ধনগুলো কেটে ফেললেন।
১৫ লোকে মাবুদের প্রশংসা-গজল করুক,
তাঁর অটল মহব্বতের দরুন,
মানবজাতির জন্য তাঁর অলৌকিক কাজের
দরুন!
১৬ কারণ তিনি ব্রোঞ্জের দ্বার ভেঙ্গে ফেলেছেন,
লোহার অর্গল কেটে ফেলেছেন।
১৭ মূর্খেরা নিজেদের অধর্মাচরণের দরুন,
নিজেদের অপরাধের দরুন দুর্দশাপন্ন হয়।
১৮ তাদের প্রাণ সমস্ত খাদ্যদ্রব্য ঘৃণা করে,
তারা মৃত্যুদ্বারের সমীপে উপস্থিত হয়।
১৯ সঙ্কটে তারা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করে,
আর তিনি তাদেরকে কষ্ট থেকে উদ্ধার
করেন।
২০ তিনি তাঁর কালাম পাঠিয়ে তাদের সুস্থ করেন,

১০৭:৭ সরল পথ। সরাসরি রাস্তা, ঘুরপথ নয়, যেখানে কোন বিপদ বা কোন বাধা নেই।

১০৭:৮ অন্যান্য ধূয়া সম্পর্কে জানার জন্য জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। *অলৌকিক কাজ।* ১৫, ২১, ২৪, ৩১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯:১ আয়াতের নোটও দেখুন।

১০৭;৯ আপ্যায়িত করেন আকাঙ্খী প্রাণকে ... ক্ষুধিত প্রাণকে উত্তম দ্রব্যে তৃপ্ত করেন। আয়াত ৫ দেখুন; এর সাথে ১০৫:৪০-৪১ আয়াতও দেখুন।

১০৭:১০-১৬ পরজাতীয়দের বন্দীত্বের শাস্তি থেকে উদ্ধার লাভ। যারা আল্লাহ্‌র অবাধ্য হওয়ার কারণে বা তাঁর বিরুদ্ধে গুনাহ্ করার কারণে শাস্তি ভোগ করতে থাকে, তারাও তখন কষ্টে পতিত হয়ে মাবুদের কাছে উদ্ধার কামনা করে তখন তিনি তাদেরকে উদ্ধার করেন (আয়াত ১৭-২০, ৩৩-৪১ দেখুন)।

১০৭:১০ অন্ধকারে ও মৃত্যুচ্ছায়ায় বসে ছিল। মানুষের দুর্দশার বাস্তব চিত্র (১৮:২৮; ইশা ৫:৩০; ৮:২২; ৫৯:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪৪:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

বন্দী হিসেবে। এখানে কোন সন্দেহ নেই যে, পরজাতীয়দের কাছে বন্দী হওয়ার কথা এখানে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন লেখকগণ লোকদের অন্যান্য কারণে ঘটে থাকা কষ্ট ও দুর্দশার ক্ষেত্রেও এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছেন (আইউব ৩৬:৮; ইশা ২৮:২২; মাতম ৩:৭ আয়াত দেখুন); সে কারণে এখানে যে বন্দীত্বের কথা বলা হয়েছে তার কারণ অনেকের কাছে সুস্পষ্ট বলে মনে হয় না।

১০৭:১১ মন্ত্রণা। আল্লাহ্‌র সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ পরিকল্পনা তাঁর কালামের মধ্যে নিহিত রয়েছে (৭৩:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৭:১২ কঠিন পরিশ্রমে অবনত করলেন। অর্থাৎ তাদেরকে তিনি এতটাই পরিশ্রম করালেন যে, তাদের অন্তরে তিক্ততার সৃষ্টি হল, তাদের মনোবল একেবারে ভেঙ্গে গেল। *তারা পড়ে গেল।* তাদের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল (৩১:১০; ১০৯:২৪; নহিমিয়া ৪:১০; ইশা ৪০:৩০; জাকা ১২:৮ আয়াত দেখুন)।

১০৭:১৩ কান্নাকাটি করল। ৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৭:১৬ হতে পারে এই আয়াতটি ইশা ৪৫:২ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে কিংবা দুটো আয়াতই কোন প্রচলিত প্রবাদ বাক্যকে উদ্ধৃত করেছে।

ব্রোঞ্জের দ্বার। নগরীর প্রধান ফটক, যা সাধারণত কাঠ দিয়ে তৈরি করা হত; এখানে প্রবাদ বাক্যের ঢংয়ে ব্রোঞ্জের দরজা বলা হয়েছে, যা তৎকালীন যুগে মানুষের হাতে নির্মাণ করা সম্ভব এমন সবচেয়ে শক্তিশালী দরজা (১ বাদশাহ্ ৪:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ইয়ার ১:১৮ আয়াত দেখুন)। *লোহার অর্গল।* যে অর্গল নগরীর প্রধান ফটককে সুরক্ষিত রাখে (দানি ৩:৫; ইয়ার ৫১:৩০ আয়াত দেখুন)। *"মানুষ কি লোহা ভাঙতে পারে ... ব্রোঞ্জ চূর্ণ করতে পারে?"* এমনটি ছিল সে সময়কার প্রবাদবাক্য (ইয়ার ১৫:১২)।

১০৭:১৭-২২ মরণঘাতী রোগের শাস্তি থেকে উদ্ধার (আয়াত ১০-১৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৭:১৭ মূর্খেরা। ইয়ার ৪:২২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৪:১ আয়াতের নোট দেখুন। "অজ্ঞানেরা প্রজ্ঞা ও উপদেশ তুচ্ছ করে" (মেসাল ১:৭; এর সাথে ৪৩ আয়াতও দেখুন)। নিজেদের অপরাধের দরুন দুর্দশাপন্ন হয়। লেবীয় ২৬:১৬, ২৫; দ্বি.বি. ২৮:২০-২২, ৩৫, ৫৮-৬১ আয়াত দেখুন।

১০৭:১৮ মৃত্যুদ্বার। মৃতদের রাজ্যকে অনেক সময় পাতালের নগরী হিসেবে দেখা হয়ে থাকে যার বেশ কিছু দেয়াল ও দ্বার রয়েছে (প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের পৌরাণিক সাহিত্য অনুসারে সাতটি দ্বার ও দেয়াল, যার একটির মধ্যে আরেকটি অবস্থান করছে) যেন এর ভেতরে অবস্থানকারী মৃতদেরকে জীবিতদের আবাসভূমিতে চলে আসা থেকে প্রতিহত করা যায় (৯:১৩ আয়াত দেখুন ও আইউব ৩৮:১৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে মথি ১৬:১৮ আয়াতও দেখুন)।

১০৭:১৯ মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করে। ৬ আয়াতের নোট দেখুন। *উদ্ধার করেন।* ১৩ আয়াত দেখুন (দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙক্তিমালার মধ্যে আরেকটি সংযোগ); এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৬, ২৮।

১০৭:২০ তাঁর কালাম। মাবুদ আল্লাহ্‌র হুকুম, যা এখানে তাঁর ব্যক্তিক প্রতিনিধি হিসেবে প্রকাশিত হয়েছে (১৪৭:১৫, ১৮

ধ্বংস থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন।
২১ লোকে মাবুদের প্রশংসা-গজল করুক,
তাঁর অটল মহব্বতের জন্য,
মানবজাতির প্রতি তাঁর অলৌকিক কাজের জন্য!
২২ তারা শুকরিয়া-কোরবানীগুলো উৎসর্গ করুক,
আনন্দগানসহ তাঁর কাজের বর্ণনা করুক।
২৩ যারা জাহাজে চড়ে সমুদ্রযাত্রা করে,
মহাসমুদ্রের মধ্যে বাণিজ্য করে,
২৪ তারা মাবুদের সমস্ত কাজ দেখে,
গভীর পানিতে তাঁর আশ্চর্য ব্যাপারগুলো দেখে।
২৫ তিনি হুকুম দ্বারা প্রচণ্ড বায়ু উত্থাপন করেন,
তা পানির তরঙ্গমালা উঠায়।
২৬ তারা আসমানে উঠে, তারা পানির গভীরে নামে;
বিপাকে পড়ে তাদের প্রাণ গলে যায়।
২৭ তারা মাতাল ব্যক্তির মত হেলেদুলে ঢুলে পড়ে,
তাদের সমস্ত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়।
২৮ সঙ্কটে তারা মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করে,
আর তিনি তাদেরকে দুর্দশা থেকে উদ্ধার করেন।
২৯ তিনি ঝড় প্রশমিত করেন;
তাতে জলরাশির তরঙ্গগুলো নিস্তব্ধ হয়।
৩০ তখন তারা আনন্দ করে, কেননা শান্তি হল,
আর তিনি তাদেরকে তাদের অভীষ্ট পোতাশ্রয়ে নিয়ে যান।
৩১ লোকে মাবুদের প্রশংসা-গজল করুক,
তাঁর অটল মহব্বতের জন্য,
মানবজাতির জন্য তাঁর অলৌকিক কাজের জন্য!
৩২ তারা লোক-সমাজে তাঁর প্রতিষ্ঠা করুক,
প্রাচীনদের সভাতে তাঁর প্রশংসা করুক।
৩৩ তিনি সমস্ত নদীকে মরুভূমিতে,
পানির ফোয়ারাগুলোকে শুকনো ভূমিতে পরিণত করেন,
৩৪ তিনি ফলবান দেশকে লবণ-মরুভূমি করেন,
সেই স্থানের নিবাসীদের কদাচরণের জন্য।
৩৫ তিনি মরুভূমিকে জলাশয়ে,
মরুভূমিকে পানির ফোয়ারাগুলোতে পরিণত করেন;
৩৬ আর সেখানে তিনি ক্ষুধিত লোকদেরকে বাস করান,
যেন তারা বসতি-নগর প্রস্তুত করে,
৩৭ এবং ক্ষেতে বীজ বপন ও আঙ্গুরলতা রোপণ করে,
এবং উৎপন্ন ফল সঞ্চয় করে।
৩৮ তিনি তাদেরকে দোয়া করেন,
তাই তারা অতিশয় বৃদ্ধি পায়,
এবং তিনি তাদের পশুদের হ্রাস পেতে দেন না।

লূক ৭:৭।
[১০৭:২২] লেবীয় ৭:১২।
[১০৭:২৩] ইশা ৪২:১০।
[১০৭:২৪] জবুর ৬৪:৯।
[১০৭:২৬] লূক ৮:২৩।
[১০৭:২৭] ইশা ১৯:১৪; ২৪:২০; ২৮:৭।
[১০৭:২৮] ইউ ১:৬।
[১০৭:২৯] লূক ৮:২৪।
[১০৭:২৯] ইউ ১:১৫।
[১০৭:৩৩] ১বাদশাহ্ ১৭:১; ইশা ৪১:১৫; ৪২:১৫; ৫০:২।
[১০৭:৩৪] পয়দা ১৩:১০।
[১০৭:৩৫] আইউ ৩৮:২৬; ইশা ৩৫:৭।
[১০৭:৩৭] ২বাদশাহ্ ১৯:২৯; ইশা ৩৭:৩০।
[১০৭:৩৮] পয়দা ১২:২; দ্বি.বি. ৭:১৩।

আয়াত দেখুন; এর সাথে ২৩:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৭:২২ শুকরিয়া-কোরবানী। লেবীয় ৭:১২-১৫; ২২:২৯-৩০ আয়াত দেখুন। *তাঁর কাজের বর্ণনা করুক।* ৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। শেষ আয়াতের দিক থেকে চতুর্থ ও পঞ্চম পঙক্তিমালা দুটি সংযুক্ত, যেভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙক্তিমালা দুটি সংযুক্ত। *আনন্দগান।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১১৬ অধ্যায়।

১০৭:২৩-৩২ সমুদ্রের কারণে সৃষ্ট কষ্ট ও দুর্দশা থেকে উদ্ধার (আয়াত ৪-৯ এর নোট দেখুন)। ইসরাইল জাতির বণিকেরা বানিজ্য যাত্রার জন্য সাহসিকতার সাথে সমুদ্র যাত্রা করতো (পয়দা ৪৯:১৩; কাজী ৫:১৭; ১ বাদশাহ্ ৯:২৬-২৮; ১০:২২ আয়াত দেখুন)।

১০৭:২৩ মহাসমুদ্র। ২৯:৩ আয়াত দেখুন।

১০৭:২৪ গভীর পানিতে তাঁর আশ্চর্য ব্যাপারগুলো। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে বসবাসকারী লোকেরা প্রচণ্ড উত্তাল জলরাশি সমৃদ্ধ সমুদ্রকে "মহাসমুদ্র" বলে আখ্যা দিত (আয়াত ২৩; এর সাথে ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। এ কারণে এই উত্তাল মহা সমুদ্রকে নিয়ন্ত্রণ করা ছিল ইসরাইল জাতির জন্য এক মহা অলৌকিক কাজ ও সুরক্ষা সাধন। তথাপি মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর ঝড় ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল তছনছ করে দিয়ে যেত (ইউনুস ১ অধ্যায়; প্রকাশিত ২৭ অধ্যায় দেখুন), যা মাবুদের অলৌকিক কাজের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০:২৭ তাদের সমস্ত বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়। আক্ষরিক অর্থে, তাদের সমস্ত বাস্তব চিন্তা ও বুদ্ধি যেন সমুদ্র গিলে খায়।

১০৭:৩০ পোতাশ্রয়। সম্ভবত বণিকদের কাঙ্ক্ষিত বাণিজ্য বন্দর।

১০৭:৩২ আয়াত ২২ দেখুন। *প্রাচীন।* হিজ ৩:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৭:৩৩-৪২ দুই স্তর বিশিষ্ট এই অংশে বিশেষ নির্দেশনার পাশাপাশি লোকদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে যে, মাবুদ আল্লাহ্ কখনো কখনো তাঁর লোকদেরকে সংশোধন ও শাস্তি দানের জন্য সুজলা সুফলা ভূমিকে (আয়াত ৩৪) কীভাবে মরুভূমিতে পরিণত করতে পারেন (১ বাদশাহ্ ১৭:১-৭; ২ বাদশাহ্ ৮:১ আয়াত দেখুন) কিন্তু আবারও তা আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনেন (রূত ১:৬; ১ বাদশাহ্ ১৮:৪৪-৪৫ আয়াত দেখুন), যাতে করে ক্ষুধার্ত ব্যক্তিরা (আয়াদ ৩৬) সেখানে জীবন ধারণ করতে পারে এবং প্রচুর উপচয় পেয়ে পরিপুষ্ট হতে পারে। কিন্তু তখন তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী সৈন্য বাহিনী পাঠান (যেমন আশেরীয় বাহিনী, ২ বাদশাহ্ ১৭:৩-৬; এবং ব্যাবিলনীয় বাহিনী, ২ বাদশাহ্ ২৪:১০-১৭; ২৫:১-২৬) যারা দেশটিকে আবারও ধ্বংসপ্রায় করে তোলে এবং এর লোকদেরকে বন্দী করে। তথাপি মাবুদ আল্লাহ্ আবারও অভাবী লোকদেরকে পুনরুদ্ধার করেন (আয়াত ৪১)। কিন্তু জবুর রচয়িতা এখানে একজন জ্ঞানদায়ী শিক্ষকের মত করে এই অভিজ্ঞতাগুলোর কথা ব্যক্ত করেছেন।

১০৭:৩৩-৩৫ এখানে যে চিত্র দেখা যায় তার সাথে ইশা ৩৫:৬-৭; ৪১:১৮; ৪২:১৫; ৪৩:১৯-২০; ৫০:২ আয়াতের মিল রয়েছে এবং হয়তো এখানে লেখক নবী ইশাইয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

৩৯ আবার তারা হ্রাস পায় ও অবনত হয়,
উৎপীড়ন, বিপদ ও শোকের জন্য।
৪০ তিনি কর্তাদের উপরে তুচ্ছতা ঢেলে দেন,
পথহীন মরুভূমিতে তাদের ভ্রমণ করান;
৪১ কিন্তু দরিদ্রকে দুঃখ থেকে উচ্চে স্থাপন করেন,
আর ভেড়ার পালের মত পরিবারের বৃদ্ধি
করেন।
৪২ তা দেখে সরল লোকে আনন্দিত হয়,
আর সমস্ত নাফরমানী তার মুখ রুদ্ধ করে।
৪৩ জ্ঞানবান কে? সে এ সব বিবেচনা করবে,
তারা মাবুদের অটল মহব্বত আলোচনা
করবে।

জবুর ১০৮

গজল। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ আমার অন্তর সুস্থির, হে আল্লাহ্, আমার অন্তর
সুস্থির;
আমি কাওয়ালী গাইব, তোমার গৌরব
করবো।
হে আমার দিল, জাগ্রত হও।
২ জাগ্রত হও, নেবল ও বীণা;
আমি ঊষাকে জাগ্রত করবো।
৩ হে মাবুদ, আমি জাতিদের মধ্যে তোমার
প্রশংসা করবো,
আমি লোকবৃন্দের মধ্যে তোমার প্রশংসা
গাইব।
৪ কেননা তোমার অটল মহব্বত আসমানের
চেয়ে মহৎ,
তোমার বিশ্বস্ততা মেঘ পর্যন্ত ব্যাপ্ত।
৫ হে আল্লাহ্, আসমানের উপরে উন্নত হও;
সমস্ত দুনিয়ার উপরে তোমার গৌরব উন্নত
হোক।
৬ তুমি ডান হাত দিয়ে বিজয় দান কর, আমাকে
উত্তর দাও,
যেন তোমার প্রিয় ব্যক্তিরা উদ্ধার পায়।
৭ আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র স্থানে প্রতিজ্ঞা করেছেন:
আমি উল্লাসের সঙ্গে শিখিম বিভাগ করবো,
ও সুক্কোতের উপত্যকা মাপব।
৮ গিলিয়দ আমার, মানশাও আমার;
আর আফরাহীম আমার শিরস্ত্রাণ;
এহুদা আমার বিচারদণ্ড;
৯ মোয়াব আমার পা ধোয়ার পাত্র;
আমি ইদোমের উপরে আমার পায়ের জুতা
নিক্ষেপ করবো;
পলেষ্টিয়ার উপরে জয়ধ্বনি করবো।
১০ কে আমাকে ঐ দৃঢ় নগরে নিয়ে যাবে?
কে ইদোম পর্যন্ত আমাকে পথ দেখিয়ে দেবে?
১১ হে আল্লাহ্, তুমি কি আমাদের ত্যাগ কর নি?
হে আল্লাহ্, তুমি আমাদের সৈন্যদের সঙ্গে
গমন কর না।
১২ বিপক্ষের প্রতিকূলে আমাদের সাহায্য কর;
কেননা মানুষের সাহায্য মিথ্যা।
১৩ আল্লাহ্কে সঙ্গে নিয়ে আমরা বীরের কাজ
করবো;
তিনিই আমাদের বিপক্ষদের পরাজিত

[১০৭:৩৯] ২বাদশাহ্ ১০:৩২; ইহি ৫:১২।
[১০৭:৪০] আইউ ১২:১৮।
[১০৭:৪০] দ্বি.বি. ৩২:১০।
[১০৭:৪১] ১শামু ২:৮।
[১০৭:৪২] আইউ ৫:১৬; রোমীয় ৩:১৯।
[১০৭:৪৩] ইয়ার ৯:১২; হোশেয় ১৪:৯।
[১০৮:২] আইউ ২১:১২।
[১০৮:৪] শুমারী ১৪:১৮।
[১০৮:৬] আইউ ৪০:১৪।
[১০৮:৭] পয়দা ৩৩:১৭।
[১০৮:৯] পয়দা ১৯:৩৭।
[১০৮:১২] ইশা ১০:৩; ৩০:৫; ৩১:৩; ইয়ার ২:৩৬; ১৭:৫।
[১০৮:১৩] ইশা ২২:৫; ৬৩:৩, ৬।

১০৭:৪০ সম্ভবত এই অংশটি আইউব ১২:২১, ২৪ আয়াত থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। লোকেরা তাদের সমৃদ্ধির সময়ে নিজেদের অহঙ্কার ও গর্বের বশবর্তী হয়ে চলেছে এবং যে আল্লাহ্ তাদেরকে এত দোয়া করেছেন ও সমৃদ্ধির মুখ দেখিয়েছেন তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে (দ্বি.বি. ৩১:২০; ৩২:১৫ আয়াত দেখুন), যেন তিনি তাদেরকে আবারও সেই মরুভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন (দ্বি.বি. ৩২:১০; হোসিয়া ২:৩, ১৪ আয়াত দেখুন)।

১০৭:৪১ দরিদ্র। যাদের সাহায্যের প্রয়োজন রয়েছে (আয়াত ৩৯ দেখুন; এর সাথে ৯:১৮ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১০৭:৪২ এই জ্ঞানগর্ভ বক্তব্যের উপসংহার (আয়াত ৩৩-৪১); সম্ভবত এই আয়াতটি আইউব ৫:১৬ আয়াতের প্রতিফলন।

সরল লোকে ... সমস্ত নাফরমানী। পুরাতন নিমের জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যের বেশ প্রচলিত একটি বৈপরীত্য ভিত্তিক শব্দগুচ্ছ (দেখুন মেসাল ২:২১-২২; ১১:৬-৭; ১২:৬; ১৪:১১; ১৫:৮; ২১:১৮, ২৯; ২৯:২৭ আয়াত – কিন্তু এখানে "নাফরমানী" শব্দটির জন্য যে হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তা আইউব কিতাবে আরও বেশি ব্যবহৃত হয়েছে।

১০৭:৪৩ এই গজলের সমাপনী আয়াত। *জ্ঞানবান কে?* দ্বি.বি. ৩২:২৯; হোসিয়া ১৪:৯ আয়াত দেখুন। *এ সব।* ৩৩-৪২ আয়াতের নির্দেশনা। *মাবুদের অটল মহব্বত আলোচনা করবে।* ৪-৩২ আয়াতের বিষয়বস্তু, যা বিশেষভাবে এখানে তাৎপর্য সহকারে বিধৃত হয়েছে।

জবুর ১০৮ অধ্যায়। মাবুদ আল্লাহ্র মহব্বতের জন্য তাঁর প্রশংসা এবং দুশমনদের বিপক্ষে তাঁর সাহায্যের জন্য তাঁর প্রশংসা – এ দুটোর সংমিশ্রণে করা মুনাজাত (কিছুটা ভিন্নতা রয়েছে) যা ৫৭:৭-১১ এবং ৬০:৫-১২ আয়াত থেকে নেওয়া হয়েছে (উক্ত আয়াতসমূহের নোট দেখুন)। বিভিন্ন গজল থেকে নিয়ে সঙ্কলিত বক্তব্যের আরেকটি গজল দেখুন ১ খান্দান ১৬:৮-৩৬ আয়াতে। আল্লাহ্র অটল মহব্বতের জন্য তাঁর গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপন এই গজলটিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে জবুর ১০৩ অধ্যায়ের সাথে সংযুক্ত করেছে (১০৩:১১ আয়াত দেখুন)। জবুর ১০৩-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১০৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। *কাওয়ালী।* জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *হযরত দাউদের।* দুটো উৎসই (জবুর ৫৭; ৬০ অধ্যায়) হযরত দাউদের লেখা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১০৮:১-৫ আল্লাহ্র মহব্বতের জন্য তাঁর প্রশংসা, সম্ভবত এখানে তা প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ্র প্রতি নির্ভরতার প্রকাশ হিসেবে (৭-৯, ১১ আয়াত দেখুন), যাঁর কাছে এই আবেদন রাখা হচ্ছে (আয়াত ৬, ১২ দেখুন); ১০৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। এই পঙক্তিমালা সম্পর্কে আরও জানুন ৫৭:৭-১১ আয়াতে।

১০৮:১ অন্তর। আক্ষরিক অর্থে "গৌরব" (৭:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৮:৬-১৩ দুশমনদের বিরুদ্ধে আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করে মুনাজাত (৬০:৫-১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

করবেন।

জবুর ১০৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ হে আমার প্রশংসার পাত্র আল্লাহ্, নীরব থেকো না।
২ কেননা লোকে আমার বিরুদ্ধে নাফরমানীর মুখ ও ছলের মুখ খুলেছে;
তারা মিথ্যাবাদী জিহ্বা দ্বারা আমার সঙ্গে কথা বলেছে।
৩ তারা ঘৃণার কথা দিয়ে আমাকে ঘিরে ফেলেছে,
এবং অকারণে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করেছে।
৪ আমার প্রেমের পরিবর্তে তারা আমার বিপক্ষ হয়েছে,
কিন্তু আমি মুনাজাতে রত।
৫ তারা আমার উপরে মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল,
আমার প্রেমের পরিবর্তে হিংসা রেখেছে।
৬ তুমি সেই ব্যক্তির উপরে দুর্জনকে নিযুক্ত কর;
বিপক্ষ তার ডান পাশে দাঁড়িয়ে থাকুক।
৭ বিচারে সে দোষী সাব্যস্ত হোক,
তার মুনাজাত গুনাহ্রূপে গণিত হোক।
৮ তার আয়ু অল্প হোক,
অন্য ব্যক্তি তার নেতৃত্বপদ নিয়ে যাক।
৯ তার সন্তানেরা এতিম হোক,
তার স্ত্রী বিধবা হোক।
১০ তার সন্তানেরা ভ্রমণ করতে করতে ভিক্ষা করুক,
নিজেদের উৎসন্ন স্থান থেকে দূরে দূরীভূত হোক।
১১ মহাজন তার সর্বস্ব আটক করুক,
অপর লোকেরা তার শ্রমফল লুট করুক।
১২ তার প্রতি কৃপা করে, এমন কেউ না থাকুক,
তার এতিম সন্তানদের প্রতি কেউ দয়া না

[১০৯:১] আইউ ৩৪:২৯।
[১০৯:৩] ইউ ১৫:২৫।
[১০৯:৫] পয়দা ৪৪:৪।
[১০৯:৬] ১খান্দান ২১:১; জাকা ৩:১।
[১০৯:৭] মেসাল ২৮:৯; ইশা ৪১:২৪।
[১০৯:৮] প্রেরিত ১:২০।
[১০৯:৯] হিজ ২২:২৪।
[১০৯:১০] পয়দা ৪:১২।
[১০৯:১১] ইহি ৫:৩।
[১০৯:১২] আইউ ৫:৪।

জবুর ১০৯ অধ্যায়। মিথ্যা অপবাদকারীদের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য আল্লাহ্র কাছে মুনাজাত। লেখক এখানে ৬-১৯ আয়াতে তাঁর দুশমনদের কথা একবচনে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু অন্যান্য স্থানে বহুবচনে উল্লেখ করেছেন। হয়তোবা (১) লেখক এখানে কথা বলার ক্ষেত্রে সমষ্টিগত অর্থে উল্লেখ করেছেন, অথবা (২) দুশমনেরা কোন একজন নেতার অধীনে একজোট হয়েছে যে জবুর রচয়িতার বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে অন্যদেরকে তাঁর বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছে, এ কারণে তাকে একবচনে উল্লেখ করে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সাধারণত প্রাচীনকালে এ ধরনের গজল সঙ্কলনে একটি বিশেষ গজলকে আলাদা করে দেখানোর প্রথা ছিল। এক্ষেত্রে ১০৯ গজলটি এখানে নাটকীয় পট পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছে; ৬-১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই মুনাজাতটির সাথে জবুর ৩৫ অধ্যায়ের মিল রয়েছে। এই গজলটি যে সঙ্কলনের অংশ সেখানে জবুর ১০২ অধ্যায়ের সাথে এর সংযোগ রয়েছে (জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এবং এটি ১০২ গজলের তুলনায় মাত্র ১ পঙক্তি বেশি দীর্ঘ। দুটি হিব্রু চার পঙক্তি বিশিষ্ট পঙক্তিমালা এই পুরো আবেদনটিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে (আয়াত ১-৫, ২৬-২৯), যার পরে রয়েছে দুই পঙক্তি বিশিষ্ট একটি উপসংহার (আয়াত ৩০-৩১)। অবশিষ্ট ২০টি পঙক্তি দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে যার প্রতিটিতে ১০টি করে পঙক্তি রয়েছে (আয়াত ৬-১৫, ১৬-২৫ দেখুন)। এর মধ্যে দ্বিতীয় অংশটিকে আবার বিষয়বস্তুর বিচারে দুটি অংশে বিভক্ত করা হয়েছে যার প্রত্যেকটিতে পাঁচ লাইনে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমটিতে (আয়াত ১৬-২০) বলা হয়েছে "সে" কী করেছে এবং দ্বিতীয়টিতে বলা হয়েছে (আয়াত ২১-২৫) "আমি" অর্থাৎ জবুর রচয়িতা কীভাবে কষ্টভোগ করেছেন।

১০৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১০৯:১-৫ বাদশাহ্ দাউদকে মিথ্যা অপবাদকারীদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্র কাছে আবেদন।

১০৯:১ আমার প্রশংসার পাত্র। যাঁকে তিনি প্রকাশ্যে তাঁর আস্থাধর উদ্ধারকর্তা এবং রক্ষাকারী হিসেবে ঘোষণা করে থাকেন (২২:৩ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৫:১৮; ৭৪:২১; ৭৬:১০; ৭৯:১৩; ১০২:১৮ আয়াতও দেখুন)। *নীরব।* অর্থাৎ বিচার করার ক্ষেত্রে নিষ্ক্রিয় (২৮:১; ৩৫:২২; ৫০:৩, ২১; ৮৩:১ আয়াত দেখুন)।

১০৯:২-৫ তাঁর আবেদনের মূল বিষয়গুলো, যা তিনি বেহেশতী বিচারকের দরবারে উপস্থিতি করতে চাচ্ছেন (৩৫:১১-১৬ আয়াত দেখুন)।

১০৯:২ লোকে আমার বিরুদ্ধে ... মুখ খুলেছে। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৯:৪ কিন্তু আমি মুনাজাতে রত। দুশমনদের বিপরীত (আয়াত ১৬-১৮ দেখুন)। সম্ভবত এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে: কিন্তু আমি তাদের জন্য মুনাজাত করেছি (যেমনটা দেখা যায় ৩৫:১৩-১৪ আয়াতে; উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৯:৬-১৫ পুনরায় বিচার গ্রহণের জন্য বিশেষ আবেদন – যেন মাবুদ আল্লাহ্ রচয়িতার বিরুদ্ধে কৃত সমস্ত অন্যায় ও অবিচারের সাপেক্ষে তাঁর দুশনদের বিচার করেন এবং তাদের কৃতকর্ম অনুসারে সমুচিত শাস্তি দেন (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩৫:৪-১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৯:৬ দুর্জন ... বিপক্ষ। জবুর রচয়িতার দুশমন মিথ্যাভাবে তার উপরে দোষারোপ করেছে যেন তাকে বিনষ্ট করতে পারে; এখন দুশমনও অভিযোগকারী হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে এসে দাঁড়াক।

১০৯:৭ তার মুনাজাত। সে তার নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্য যে আপীল রেখেছে।

১০৯:৮ তার আয়ু অল্প হোক। মিথ্যা অপবাদকারী নিঃসন্দেহে দাউদের জীবন নাশ করতে চাইছিল (১ বাদশাহ্ ২১:৮-১৫ আয়াত দেখুন)। *অন্য ব্যক্তি তার নেতৃত্বপদ নিয়ে যাক।* দাউদের দুশমন সম্ভবত কোন বিশেষ উচ্চ পদমর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিল এবং সে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে দাউদকে ক্ষমতাচ্যুত করে নিজে ক্ষমতা গ্রহণ করতে চাচ্ছিল। এই আয়াতগুলো ইঞ্জিল শরীফে প্রয়োগ করার জন্য দেখুন প্রেরিত ১:২০ আয়াত।

১০৯:১০-১১ সে তার সমস্ত সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হোক, যেন সে তার সন্তানদেরকে কোন উত্তরাধিকার দিয়ে যেতে না পারে।

১০৯:১২ তার প্রতি কৃপা করে ... না থাকুক। আয়াত ১৬ দেখুন। *তার ... সন্তানদের।* এখানে একজন ব্যক্তির সাথে তার সন্তান এবং সন্তানের সাথে তার পিতা মাতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক

করুক।
১৩ তার ভবিষ্যৎ বংশ উচ্ছিন্ন হোক,
পরবর্তী বংশধরের সময়ে তাদের নাম মুছে যাক।
১৪ তার পিতৃগণের অধর্ম মাবুদের স্মরণে থাকুক,
তার মায়ের গুনাহ্ মুছে না যাক।
১৫ সেসব সর্বদা মাবুদের সাক্ষাতে থাকুক,
যেন তিনি দুনিয়া থেকে তাদের স্মৃতি লোপ করেন।
১৬ কেননা সে দয়া করার বিষয় বিবেচনা করতো না,
কিন্তু তাড়না করতো দুঃখী ও দরিদ্র ব্যক্তিকে,
ও ভগ্ন হৃদয়ের লোককে, হত্যা করার জন্য।
১৭ সে বদদোয়া দিতে ভালবাসত, তা তারই প্রতি ঘটলো;
দোয়া করতে তার ভাল লাগতো না,
তাই সে তা থেকে দূরে রইলো।
১৮ সে বদদোয়াকে কাপড়ের মত পরতো,
তা তার অন্তরে পানির মত প্রবেশ করলো,
তার অস্থিতে তেলের মত প্রবিষ্ট হল।
১৯ তা তার পক্ষে পরিধানের পোশাকের মত,
ও প্রতিদিনের কোমড়-বন্ধের মত হোক।
২০ আমার বিপক্ষেরা, আমার প্রাণের বিরুদ্ধে যারা দুর্বাক্য বলে,
তারা যেন মাবুদ থেকে যেন এই ফল পায়।
২১ কিন্তু, তুমি হে মাবুদ, আমার মালিক,
নিজের নামের অনুরোধে আমার সঙ্গে ব্যবহার কর;
তোমার অটল মহব্বত মঙ্গলময়, অতএব আমাকে উদ্ধার কর।
২২ কেননা আমি দুঃখী ও দরিদ্র,
এবং আমার হৃদয় আহত হয়েছে।
২৩ আমি সন্ধ্যাকালীন ছায়ার মত বিলীন হচ্ছি,
পঙ্গপালের মত ইতস্তত চালিত হচ্ছি।
২৪ রোজা রেখে রেখে আমার হাঁটু দুর্বল হয়েছে,
আমার দেহ ক্ষীণ হয়েছে।
২৫ আর আমি ওদের কাছে তিরস্কারের পাত্র হয়েছি;

[১০৯:১৩] শুমারী ১৪:১২।
[১০৯:১৪] হিজ ২০:৫; শুমারী ১৪:১৮।
[১০৯:১৫] হিজ ১৭:১৪; দ্বি.বি. ৩২:২৬।
[১০৯:১৬] আইউ ২০:১৯।
[১০৯:১৭] মথি ৭:২।
[১০৯:১৯] ইহি ৭:২৭।
[১০৯:২০] ২তীম ৪:১৪।
[১০৯:২১] হিজ ৯:১৬।
[১০৯:২৩] আইউ ১৪:২।
[১০৯:২৪] ইব ১২:১২।
[১০৯:২৫] আইউ ১৬:৪; মথি

তুলে ধরা হয়েছে, যার ফলে প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার তিন বা চারটি প্রজন্মের এক সাথে পরিবার গঠনের বিষয়টি প্রকাশ পায়, যা এই বর্তমান দুনিয়াতে, বিশেষ করে পাশ্চাত্যে একেবারেই বিরল, যেখানে প্রত্যেকে একক জীবন বা একক পরিবারে বিশ্বাস করে। কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে কিতাবুল মোকাদ্দস সৃষ্টির শুরু থেকেই যৌথ বা বৃহৎ পরিবার গঠনে উৎসাহিত করে, কারণ পিতা মাতার গুনাহ্‌র দায় সন্তানদের তৃতীয় ও চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত বর্তানোর শাস্তি সম্পর্কে আমরা জানতে পারি (দেখুন হিজ ২০:৫ আয়াত; এর সাথে দেখুন ১০৩:১৭; পয়দা ১৮:১৯)।

১০৯:১৩ যেহেতু বলা হচ্ছে একজন মানুষের নাম টিকে থাকে তার সন্তানদের উপরে (আগের নোটগুলো দেখুন), সে কারণে বিচারের মূল আলোকপাত করা হয়েছে মিথ্যা অভিযোগকারীর উপরে (২১:১০; ৩৭:২৮ আয়াত দেখুন)। *তাদের নাম মুছে যাক।* ৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৯:১৪-১৫ তার পিতৃগণের অধর্ম ... তার মায়ের গুনাহ্ ... তাদের স্মৃতি। এই আয়াতগুলো ৭-৮ আয়াতের বিষয়বস্তুতে ফিরে যায় (এবং এভাবেই পুরো পঙক্তিমালাটির কাঠামো নির্দেশ করে): মিথ্যা অপবাদ দানকারীর নিজের গুনাহ্ এবং তার পিতা মাতার সমস্ত গুনাহ্ তার প্রতিই শাস্তি হিসেবে বর্তাবে (১২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১০৯:১৫ তাদের স্মৃতি লোপ করেন। এই সমস্ত অপবাদকারীরাই যেন তাদের বংশের শেষ সন্তান হয়।

১০৯:১৬-২০ দুশমনের নিষ্ঠুর চরিত্র – সে যেমন অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়েছে, তেমনটা যেন সেও ভোগ করে (১০:২-১৫; ৫৯:১২-১৩ আয়াত দেখুন)। জবুর শরীফের অনেক স্থানেই আমরা দেখি মিথ্যা অপবাদ দানকারীর বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে বিচার চেয়ে মুনাজাত (উদাহরণস্বরূপ দেখুন ৫:৯-১০; ১০:২-১১; ১৭:১০-১২)।

১০৯:১৭ সে বদদোয়া দিতে ভালবাসত। তাঁর দুশমন শুধু যে অপবাদ দিত তাই নয়, সে এর সাথে বদদোয়াও দিত (পয়দা ১২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *তা তারই প্রতি ঘটলো।* ইষ্টের ৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৯:১৮-১৯ কাপড়ের মত ... পরিধানের পোশাকের মত। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১০৯:১৮ তার অন্তরে পানির মত প্রবেশ করলো, তার অস্থিতে তেলের মত প্রবিষ্ট হল। অন্যদের উদ্দেশে বদদোয়া বলা তার কাছে ছিল খাবার ও পানীয় গ্রহণের মত বা পোশাক পরার মত খুব নিয়মিত ও স্বাভাবিক একটি কাজ; সে তার জীবনের প্রতিটি পদে পদে মানুষকে বদদোয়া দিয়ে বেড়াত (এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ৪:১৭ আয়াতের নোট)।

১০৯:২০ মাবুদ থেকে যেন এই ফল পায়। ৫৪:৫; ৯৪:২৩; ইশা ৩:১১; ২ তীমথি ৪:১৪ আয়াত দেখুন।

১০৯:২১-২৫ "আমার" কষ্টভোগের তীব্রতা – মাবুদ, আমাকে উদ্ধার কর।

১০৯:২১ নিজের নামের অনুরোধে। ৫:১১; ২৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *অটল মহব্বত।* আয়াত ২৬ দেখুন; আরও দেখুন ৬:৪ আয়াতের নোট।

১০৯:২২ জবুর রচয়িতার নিজ অবস্থার বর্ণনা অনেকটা ১৬ আয়াতের বক্তব্যের প্রতিফলন ঘটায়। *আমি দুঃখী ও দরিদ্র।* মাবুদ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীল (৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *হৃদয়।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *আহত হয়েছে।* এই কথাটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হিসেবে ১৭-১৮ আয়াতে "বদদোয়াপ্রাপ্ত" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে– যে বদদোয়া দিতে ভালবাসত, আর আমার হৃদয় গভীর বেদনায় আহত হয়ে থাকত।

১০৯:২৩ আমি ... বিলীন হচ্ছি। আপাত দৃষ্টিতে জবুর রচয়িতা এমনভাবে পীড়িত হচ্ছেন যে তাঁর জীবনের আশা ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। এ কারণে দুশমন তাঁর উপরে ক্রমে আরও বেশি করে চড়াও হচ্ছে (আয়াত ২৪-২৫ দেখুন; এর সাথে ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন)। *সন্ধ্যাকালীন ছায়া।* ১০২:১১ আয়াত দেখুন। *ইতস্তত চালিত হচ্ছি।* নহিমিয়া ৫:১৩; আইউব ৩৮:১৩ আয়াত দেখুন।

তারা আমাকে দেখলেই অবজ্ঞা করে।
২৬ হে মাবুদ, আমার আল্লাহ্, আমায় সাহায্য কর,
নিজের অটল মহব্বত অনুসারে আমাকে নিস্তার কর,
২৭ যেন তারা জানতে পারে যে, এই তোমার হাত,
তুমিই, হে মাবুদ, এসব করেছ।
২৮ তারা বদদোয়া দিক;, কিন্তু তুমি দোয়া করো;
তারা উঠলে লজ্জিত হবে,
কিন্তু তোমার এই গোলাম আনন্দ করবে।
২৯ আমার দুশমনরা অপমানে জর্জরিত হবে,
পোশাকের মত তারা নিজেদের লজ্জায়
আচ্ছাদিত হবে।
৩০ আমি নিজের মুখে মাবুদের অতিশয় শুকরিয়া করবো,
লোকারণ্যের মধ্যে তাঁর প্রশংসা করবো।
৩১ কারণ তিনি দরিদ্রের পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকেন,
যেন তাদের থেকে তাকে উদ্ধার করেন যারা তাকে মৃত্যুর শাস্তি দিতে চায়।

জবুর ১১০

হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ মাবুদ আমার প্রভুকে বলেন, তুমি আমার ডান দিকে বস,
যতদিন আমি তোমার দুশমনদেরকে তোমার

২৭:৩৯; মার্ক ১৫:২৯।
[১০৯:২৬] জবুর ১২:১; ১১৯:৮৬।
[১০৯:২৭] আইউ ৩৭:৭।
[১০৯:২৮] ২শামু ১৬:১২।
[১০৯:৩১] জবুর ১৬:৮; ১০৮:৬।
[১১০:১] মথি ২২:৪৪; মার্ক ১২:৩৬; লূক ২০:৪২; প্রেরিত ২:৩৪।

১০৯:২৬-২৯ সমাপনী মুনাজাত, যেখানে এর আগে উল্লিখিত বেশ কিছু বিষয়বস্তু উঠে এসেছে।

১০৯:২৮ তোমার এই গোলাম। সম্ভবত এখানে জবুর রচয়িতা নিজেকে আল্লাহ্ কর্তৃক অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে প্রকাশ করছেন (গজলটির শিরোনাম দেখুন; এর সাথে ৭৮:৭০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১০৯:২৯ পোশাকের মত ... আচ্ছাদিত হবে। এই রূপকটির অন্যান্য প্রয়োগ সম্পর্কে জানতে দেখুন আয়াত ১৮-১৯; ৩৫:২৬; ৪৫:৩; ৭৩:৬; ১০৪:১-২; ১৩২:৯, ১৬, ১৮; আইউব ৮:২২; ২৯:১৪; ৪০:১০; মেসাল ৩১:২৫; ইশা ৫৯:১৭; ৬১:৩, ১০; ইহি ৭:২৭; ২৬:১৬; ৩১:১৫; জাকা ৬:১৩; লূক ২৪:১৯; রোমীয় ১৩:১৪; ১ করি ১৫:৫৩-৫৪; গালা ৩:২৭; কল ৩:১২; ১ পিতর ৫:৫।

১০৯:৩০-৩১ মসীহী ইমাম-বাদশাহ্ সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী। এই গজলটি (বিশেষ করে এর দুটি সংক্ষিপ্ত ভবিষ্যদ্বাণী, আয়াত ১, ৪) ইঞ্জিল শরীফে বারবার মসীহের প্রতি সাক্ষ্য হিসেবে উচ্চারণ করা হয়েছে। জবুর ২ অধ্যায়ের মত এখানেও অভিষেক সংক্রান্ত গজলের আভাস রয়েছে যা দাউদের রাজবংশের নতুন বাদশাহ্ অভিষেক গ্রহণের সময় ব্যবহারের জন্য রচনা করা হয়েছিল। ঈসায়ী যুগের সূচনা হওয়ার আগেই ইহুদীরা তা মসীহের জন্য ব্যবহার করতো। এই গজলটিকে প্রভু ঈসা মসীহ্ (মথি ২২:৪৩-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লূক ২০:৪২-৪৪ আয়াত দেখুন), প্রেরিত পিতর (প্রেরিত ২:৩৪-৩৬ আয়াত দেখুন) এবং ইবরানী কিতাবের রচয়িতা (বিশেষ করে ইব ১:১৩; ৫:৬-১০; ৭:১১-২৮ আয়াত দেখুন) ইঞ্জিল শরীফে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন তাতে করে ঈসায়ী ঈমানদারেরা এই গজলটিকেই সমগ্র জবুর শরীফের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণীর গজল হিসেবে বিবেচনা করে থাকেন। যদি তাই হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে বাদশাহ্ দাউদ স্বয়ং ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে (২ শামু ২৩:২ আয়াত দেখুন) তাঁর বংশের মহান বংশধরের জন্য একটি অভিষেক গজল রচনা করেছেন, যাঁর কথা নবীরা দাউদের সময়ের আরও পরে বলতে শুরু করেছেন। তবে এটাও হতে পারে যে, বাদশাহ্ দাউদ তাঁর পুত্র সোলায়মানের অভিষেক অনুষ্ঠানের জন্য এই গজলটি রচনা করেছেন, যাঁকে তিনি এখানে আমার প্রভু বলে উচ্চারণ করেছেন তাঁর পুত্রের নতুন পদমর্যাদার জন্য। সোলায়মানকে বাদশাহ্ হিসেবে অভিষেক দানের কারণে বৃদ্ধ বাদশাহ্ দাউদের চেয়ে সোলায়মান অপেক্ষাকৃত উঁচু পদমর্যাদায় আসীন হয়েছেন এবং এ কারণে তিনি হয়তোবা নিজের অজান্তেই এমন একটি কথা বলে ফেলেছেন যার এক সুগভীর ও নিগূঢ় অর্থ রয়েছে এবং তিনি নিজেই তা সে সময় জানতেন না। শামুয়েল, বাদশাহ্গণ ও খান্দাননামা কিতাব থেকে আমরা বাদশাহ্ দাউদ সম্পর্কে যা জেনেছি তাতে করে এটিই এই গজলের সবচেয়ে ভাল ব্যাখ্যা। জবুর শরীফের এই অংশে গজলটির অবস্থানের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন জবুর ১০১-১১০ অধ্যায়ের ভূমিকা। গজলটি দুটি সমান অংশে বিভক্ত করা যায় (আয়াত ১-৩ ও ৪-৭)। দুটি অংশেই একটি করে মোট দুটি ভবিষ্যদ্বাণী মূলক উক্তি রয়েছে (আয়াত ১, ৪) যার পরে রয়েছে বিষয়বস্তু ভিত্তিক ও কাঠামো ভিত্তিক বিশেষ ব্যাখ্যা। এক্ষেত্রে আমরা কাব্যিক ঢংয়ে জোড় আয়াত দেখতে পাই। সে অনুসারে আয়াত ১ ও ৪ হচ্ছে জোড় আয়াত, আয়াত ৫ ও ২, আয়াত ৬ ও ২ জোড় আয়াত এবং আয়াত ৬-৭ এক সাথে আয়াত ৩ এর জোড় আয়াত।

১১০:১-৩ মাবুদ আল্লাহ্র বিধান ঘোষণা, যার মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর অভিষিক্ত জনকে তাঁর বিরোধিতাকারী দুশমনদের বিরুদ্ধে নিজ প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করছেন (আয়াত ২:৭-১২ দেখুন)।

১১০:১ প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী (আয়াত ৪ দেখুন)।

আমার প্রভু। অর্থাৎ আমার চেয়ে অধিক ক্ষমতাবান শাসক, সেদিক থেকে তিনি দাউদের উপরের পদমর্যাদা সম্পন্ন (মথি ২২:৪৪-৪৫; মার্ক ১২:৩৬-৩৭; লূক ২০:৪২-৪৪; প্রেরিত ২:৩৪-৩৫; ইব ১:১৩ আয়াত ও তার পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করুন)। *বস।* অর্থাৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট হও। *ডান দিকে।* একজন বাদশাহ্ পাশে সবচেয়ে সম্মানের স্থান (৪৫:৯; ১ বাদশাহ্ ২:১৯ আয়াত দেখুন); এভাবে তাঁকে আল্লাহ্র পরে দ্বিতীয় সবচেয়ে ক্ষমতাশালী ও কর্তৃত্বশালী ব্যক্তি হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। ইঞ্জিল শরীফের ব্যাখ্যা অনুসারে বহুবার ঈসা মসীহ্কে এই স্থানে উপবিষ্ট বলে ব্যক্ত করা হয়েছে (মথি ২৬:৬৪; মার্ক ১৪:৬২; ১৬:১৯; লূক ২২:৬৯; প্রেরিত ২:৩৩; ৫:৩১; ৭:৫৫-৫৬; রোমীয় ৮:৩৪; ইফি ১:২০; কল ৩:১; ইব ১:৬; ৮:১; ১০:১২; ১২:২ আয়াত দেখুন)। *তোমার দুশমন।* ২:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার পাদপীঠ।* ইবরানবী ১০:১২-১৩ আয়াত দেখুন। প্রাচীন শাসকগণ অনেক সময় পরাজিত দুশমনদের মাথার উপরে নিজেদের পা রেখে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রকাশ করতেন (ইউসা ১০:২৪ আয়াত দেখুন)। সিংহাসনের অংশ হিসেবে বাদশাহ্র পা রাখার স্থান সম্পর্কে আরও দেখুন ২ খান্দান ৯:১৮ আয়াতে। এখানে যে চিন্তাটি প্রয়োগ করা হয়েছে তা সম্পর্কে আরও দেখুন ১ বাদশাহ্ ৫:৩

পাদপীঠ না করি।
২ মাবুদ সিয়োন থেকে তোমার পরাক্রমদণ্ড প্রেরণ
করবেন,
তুমি তোমার দুশমনদের মধ্যে কর্তৃত্ব করো।
৩ তোমার সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ দিনে,
তোমার লোকেরা স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহার
হবে;
পবিত্র শোভায়, ঊষার গর্ভ থেকে,
তোমার যুবকেরা তোমার কাছে শিশিরতুল্য।
৪ মাবুদ শপথ করলেন, অনুশোচনা করবেন না,
তুমি অনন্তকালীন ইমাম, মাল্‌কীসিদ্দিকের
রীতি অনুসারে।
৫ তোমার ডান পাশে প্রভু অবস্থিত,
তাঁর ক্রোধের দিনে বাদশাহ্‌দেরকে চূর্ণ
করবেন।
৬ তিনি জাতিদের মধ্যে বিচার করবেন,

[১১০:২] পয়দা ৪৯:১০।
[১১০:৩] মিকাহ্ ৫:৭।
[১১০:৪] ইব ৫:১০; ৭:১৫-১৭।
[১১০:৫] রোমীয় ২:৫; প্রকা ৬:১৭; ১১:১৮।
[১১০:৬] ইশা

আয়াতে। প্রেরিত পৌল এই কথাগুলোকে প্রভু ঈসা মসীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন ১ করি ১৫:২৫; ইফি ১:২২ আয়াতে।

১১০:২ তোমার পরাক্রমদণ্ড প্রেরণ করবেন। অর্থাৎ তোমার রাজ্যের পরিধি আরও বৃদ্ধি করবেন যে পর্যন্ত না তোমার শত্রুতা করার মত কোন রাজ্য অবশিষ্ট থাকে।

সিয়োন থেকে। দাউদের রাজ্যের রাজধানী (২ শামু ৫:৭, ৯ আয়াত দেখুন), কিন্তু একই সাথে আল্লাহ্‌রও রাজকীয় নগরী (৯:১১ আয়াত ও নোট দেখুন), যেখানে তিনি মহান বাদশাহ্ হিসেবে শাসন কার্য পরিচালনা করেন (জবুর ৪৬; ৪৮ অধ্যায়; ১৩২:১৩-১৮ আয়াত দেখুন)। মাবুদ আল্লাহ্‌র অভিষিক্ত ব্যক্তি এই দুনিয়াতে তাঁর উদীয়মান রাজ্যের প্রতিনিধি শাসক হিসেবে নির্বাচিত।

১১০:৩ স্বেচ্ছায় দেওয়া উপহার। আক্ষরিক অর্থে "স্বেচ্ছায় দেওয়া কোরবানী উৎসর্গ," অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে নিবেদিত প্রাণ সৈনিক হিসেবে উৎসর্গ করবে যেন যুদ্ধক্ষেত্রে তারা নিজেদেরকে নিযুক্ত করতে পারে (কাজী ৫:২ আয়াত দেখুন) – যেভাবে ইসরাইলীয়রা মরুভূমিতে শরীয়ত-তাঁবু নির্মাণের সময় নিজেদের সমস্ত সম্পদ উৎসর্গ করেছিল (হিজ ৩৫:২৯; ৩৬:৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে উযায়ের ১:৪; ২:৬৮ আয়াতও দেখুন)। সে অনুসারে প্রেরিত পৌল বলেছেন মসীহের অনুসারীরা নিজেদের দেহ "জীবন্ত কোরবানী" হিসেবে উৎসর্গ করে থাকে (রোমীয় ১২:১) এবং তিনি নিজেকে "পানীয় নৈবেদ্য" হিসেবে উৎসর্গ করার কথা বলেছেন (ফিলি ২:১৭); এর সাথে ২ করি ৮:৫ আয়াতও দেখুন।

সংগ্রহ দিনে ... পবিত্র শোভায়। যদি এখানে মাবুদের অভিষেক গ্রহণের আড়ম্বরের কথা বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে এখানে তাঁকে রাজকীয় মহিমা ও গৌরবের পোশাকে আবৃত হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে। যদি এখানে বাদশাহ্‌র সহচর সৈনিকদের কথা বোঝানো হয়ে থাকে তাহলে সম্ভবত বলা হচ্ছে তারা ইমামদের মত সাদা পোশাকে আবৃত, কারণ তারা প্রত্যেকে ধর্ম যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত (১ শামু ২১:৪-৫; ২৫:২৮; ২ খান্দান ১৩:৮, ১২; ২০:১৫, ২১; ইশা ১৩:৩-৪; ইয়ার ৬:৪; ৫১:২৭ আয়াত দেখুন) এবং সকালে যেমন শিশির ঝরে পড়তে থাকে সেভাবে বাদশাহ্‌র শিবিরে তারা আসছে এবং সংখ্যায় ক্রমেই বেড়ে চলেছে (২ শামু ১৭:১১-১২ আয়াত দেখুন)। *পবিত্র শোভা।* ২৯:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১১০:৪-৭ মাবুদ আল্লাহ্‌র ওয়াদা: তিনি তাঁর অভিষিক্ত ব্যক্তিকে সিয়োনের উপরে ইমাম-বাদশাহ্ হিসেবে অধিষ্ঠিত করবেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে আগত সমস্ত শক্তির উপরে তাঁকে বিজয়ী করবেন।

১১০:৪ দ্বিতীয় ভবিষ্যদ্বাণী (১ আয়াতের নোট দেখুন)। *মাবুদ শপথ করলেন।* এর আগে তিনি শপথ করেছিলেন যে, তিনি চিরকালের জন্য দাউদের রাজবংশকে সুরক্ষিত রাখবেন (৮৯:৩৫-৩৭ আয়াত দেখুন)। ইবরানী কিতাবের রচয়িতা এই শপথের শক্তিকে আরও বিধৃত আকারে ব্যাখ্যা করেছেন (ইব ৬:১৬-১৮; ৭:২০-২২ আয়াত দেখুন)। অনন্তকালীন ইমাম, মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি অনুসারে। বাদশাহ্ দাউদ ও তাঁর বংশধরগণ হবেন মাবুদ আল্লাহ্‌র শাসন ও কর্তৃত্বের প্রতিনিধি। তাঁরা মাবুদের এবাদত সংক্রান্ত বিভিন্ন দায়িত্বও পালন করবেন, যেমন শরীয়ত-সিন্দুক রক্ষণাবেক্ষণ করা (২ শামু ৬:১-১৫, বিশেষ করে আয়াত ১৪; ১ বাদশাহ্ ৮:১ আয়াত), এবাদতখানা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ (১ বাদশাহ্ ৫-৭ অধ্যায়; ২ বাদশাহ্ ১২:৪-৭; ২২:৩-৭; ২৩:৪-৭; ২ খান্দান ১৫:৮; ২৪:৪-১২; ২৯:৩-১১; ৩৪:৮ আয়াত দেখুন) এবং এবাদতখানার সমস্ত এবাদতী কার্যক্রম পরিচালনায় ইমাম ও লেবীয়দের কাজের তত্ত্বাবধান করা (১ খান্দান ৬:৩১; ১৫:১১-১৬; ১৬:৪-৪২; ২৩:৩-৩১; ২৫:১; ২ খান্দান ১৭:৭-৯; ১৯:৮-১১; ২৯:২৫, ৩০; ৩১:২; ৩৫:১৫-১৬; উযায়ের ৩:১০; ৮:২০; নহিমিয়া ১২:২৪, ৩৬, ৪৫ আয়াত দেখুন)। এই সকল দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তাঁরা এমন কি মহা-ইমামের চেয়েও উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন হিসেবে অধিষ্ঠিত। কিন্তু ইমাম হারুনের সময় থেকে ইমামদের জন্য যে সকল দায়িত্ব নির্ধারিত রাখা হয়েছে সে সব দায়িত্ব পালনে বাদশাহ্ হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না (২ খান্দান ২৬:১৬-১৮ আয়াত দেখুন)। এই আয়াতের বার্তা অনুসারে দাউদের বংশধরকে আল্লাহ্ মাল্‌কীসিদ্দিকের রীতি বা প্রথা অনুসারে সিয়োনের ইমাম-বাদশাহ্ হিসেবে অভিষেক দিয়েছেন। এই মাল্‌কীসিদ্দিক হচ্ছেন হযরত ইব্রাহিমের সময়ে জেরুশালেমে দায়িত্বপ্রাপ্ত মহা-ইমাম (পয়দা ১৪:১৮, ২০ আয়াতের নোট দেখুন)। এমনই একজন ইমাম-বাদশাহ্ হিসেবে তিনি হারুন ও তাঁর বংশধরদের চেয়ে আরও ক্ষমতাশালী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইমাম ও বাদশাহ্‌কে এক জন ব্যক্তিকে একীভূত করা সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন জাকারিয়া ৬:১৩ আয়াত ও নোট। ঈসা মসীহের ইমামতির প্রসঙ্গে এই অংশটির অর্থ হচ্ছে ইবরানী ৭ অধ্যায়ের মূল বিষয়বস্তু। *অনন্তকালীন।* চিরস্থায়ী ও অমোচনীয়ভাবে; সম্ভবত ইউহোন্না ১২:৩৪ আয়াতে এই অংশের বিষয়বস্তু প্রতিফলিত হয়েছে।

১১০:৫ তোমার ডান পাশে প্রভু অবস্থিত। অর্থাৎ যুদ্ধে তোমাকে সহযোগিতা করার জন্য আল্লাহ্ তোমার সহবর্তী (আয়াত ২ দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১০৯:৩১ আয়াত)। অনেকে মনে করেন এখানে আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে: প্রভু (দাউদের বংশধর) তোমার (আল্লাহ্‌র) ডান পাশে অধিষ্ঠিত (১ আয়াতের মত)। *তাঁর ক্রোধের দিনে।* ২:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১০:৬ তিনি। মাবুদের অভিষিক্ত জন। তিনি লাশ দিয়ে দেশ পরিপূর্ণ করবেন। যুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি কল্পিত চিত্র প্রকাশ করা হয়েছে (যা বাদশাহ্ দাউদ তাঁর বিজিত যুদ্ধগুলো থেকে গ্রহণ করেছেন) যেখানে মাবুদের অভিষিক্ত জন আল্লাহ্‌র রাজ্যের

তিনি লাশ দিয়ে দেশ পরিপূর্ণ করবেন;
তিনি সমস্ত দুনিয়ার বাদশাহ্‌দের পরাজিত করবেন;
৭ তিনি পথের মধ্যে স্রোতের পানি পান করবেন;
এজন্য মাথা তুলবেন।

জবুর ১১১

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
আমি সর্বান্তঃকরণে মাবুদের শুকরিয়া করবো,
সরল লোকদের সভায় ও মণ্ডলীর মধ্যে করবো।
২ মাবুদের সমস্ত কাজ মহৎ,
তাতে যারা আনন্দিত হয় তারা সকলে তা অধ্যয়ন করে।
৩ তাঁর কাজ গৌরব ও মহিমাস্বরূপ,
তাঁর ধর্মশীলতা নিত্যস্থায়ী।
৪ তিনি নিজের আশ্চর্য সমস্ত কাজ স্মরণীয় করেছেন;
মাবুদ কৃপাময় ও স্নেহশীল।
৫ যারা তাঁকে ভয় করে তিনি তাদের আহার দেন;
তিনি তাঁর নিয়ম চিরকাল স্মরণ করবেন।
৬ তিনি নিজের লোকদেরকে তাঁর কাজের শক্তির কথা জানিয়েছেন,
তাদেরকে জাতিদের অধিকার দান করেছেন।

৫:২৫; ৩৪:৩; ৬৬:২৪।
[১১০:৭] জবুর ৩:৩।
[১১১:১] জবুর ৩৪:১।
[১১১:২] প্রকা ১৫:৩।
[১১১:৪] দ্বি.বি. ৪:৩১।
[১১১:৫] মথি ৬:২৬, ৩১-৩৩।
[১১১:৬] জবুর ৬৪:৯;৬৬:৩, ৫।
[১১১:৭] জবুর

সমস্ত দুশমনদেরকে পরাজিত করে তাদের উপরে বিজয় লাভ করেছেন (২:৯ আয়াত দেখুন; প্রকা ১৯:১১-২১ আয়াত দেখুন)।

১১০:৭ স্রোতের পানি পান করবেন। যুদ্ধের এই তীব্রতার মধ্যেও তিনি সজীবতার স্পর্শ পাবেন এবং তিনি "মাথা তুলবেন" ও তাঁর সমস্ত দুশমনদেরকে নিঃশেষ করে দেবেন (৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ১১১-১১৯ অধ্যায়। নয়টি গজলের একটি বিশেষ সঙ্কলন যা বেশ যা অন্যান্য সঙ্কলনের চেয়ে কিছুটা ভিন্নভাবে বিন্যস্ত হয়েছে। বর্ণনাক্রমিক ধারায় বিন্যস্ত হলেও এখানে ভিন্নতা রয়েছে (জবুর ১১১, ১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। উক্ত দুটি অধ্যায়কে আখ্যা দেওয়া হয়েছে মিসরীয় হাল্লেল নামে (জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামো সৃষ্টিকারী দুটি গজলে উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যেখানে আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য তাঁর উদ্ধারের মহান কাজের জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করা হয়েছে।

জবুর ১১১ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র অটল ধার্মিকতার জন্য তাঁর প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ। এই গজলে জবুর শরীফের মূল ভাববিশিষ্ট প্রশংসার সাথে রয়েছে জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য, যা এর প্রথম ও শেষ আয়াত নির্দেশ করছে। এই অধ্যায়ের সাথে জবুর ১১২ অধ্যায়টিকে তুলনা করলে দেখা যায় যে, দুটি গজলই প্রায় এক। সম্ভবত দুটোই একই লেখক লিখেছেন এবং এ কারণে দুটোকেই পাশাপাশি রাখা হয়েছে। দুটো গজলই সম্ভবত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছে। পরবর্তী গজলগুলোর সাথে এই গজলের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে জবুর ১১১-১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। কাঠামোগত দিক থেকে জবুর ১১১ এবং জবুর ১১২ অধ্যায় দুটোই ভাষাগত শৈলীর কারণে অত্যন্ত অনবদ্য, যা হিব্রু বর্ণমালার বিন্যাসকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত হয়েছে। দুটো গজলেই প্রথম ও শেষ আয়াতে গজলের মূল ভাব প্রকাশ পেয়েছে এবং দুটো গজলেই প্রথম আয়াতে প্রকাশিত মূল ভাবকে গজলের মূল অংশে আরও বিস্তারিতভাবে বিধৃত করা হয়েছে এবং শেষ আয়াতটি তাতে পূর্ণতা সাধন করেছে। দুটো গজলেই আট আয়াত বিশিষ্ট মূল অংশটি বিষয়বস্তুগত দিক থেকে দুটি ভাগে বিভক্ত, যার প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট একটি বিষয়বস্তুগত দিক নিয়ে আলোকপাত করেছে (এর সাথে তুলনা করুন ১১২:২ এবং ১১১:৬ আয়াত; এছাড়া আয়াত ৫ ও ৯ তুলনা করুন)। দুটি গজলের সাথে সম্পর্কযুক্ত আয়াতগুলোতে প্রায় একই ভাববিশিষ্ট মূল ভাব বিদ্যমান রয়েছে (তুলনা করুন ১১১:৩-৫ আয়াতে সাথে ১১২:৩-৫ আয়াত)। এই দুটি গজলই হিব্রু বর্ণমালার স্বরবর্ণের সংখ্যা অনুসারে রচিত হয়েছে।

১১১:১ আমি ... মাবুদের শুকরিয়া করবো। প্রারম্ভিক প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপন, যা ২-৯ আয়াতে আরও বিস্তৃত হয়েছে। *সর্বান্তঃকরণে।* জবুর ১১৯ অধ্যায়ের বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বক্তব্য (আয়াত ২, ১০, ৩৪, ৫৮, ৬৯, ১৪৫ দেখুন)। *সরল লোকদের সভা।* সম্ভবত সমবেত এবাদতকারীদের জমায়েতের চেয়ে আরও ছোট একটি জমায়েত (১০৭:৩২ আয়াতেও এভাবে পার্থক্য তৈরি করা হয়েছে) এবং যারা প্রকৃত অর্থে আল্লাহ্‌ভক্ত তারাই এই জমায়েতের সদস্য – যেমন ১১২:২, ৪ আয়াতের "সরল" ব্যক্তিরা (১১:৭; ৩৩:১; ৪৯:১৪; ৯৭:১১; ১০৭:৪২; ১৪০:১৩ আয়াত দেখুন)। *মণ্ডলীর মধ্যে।* ৯:১ আয়াত দেখুন।

১১১:২-৫ এই অংশটির শুরুতে ও শেষে রয়েছে মাবুদের "কাজ" এবং তাঁর "নিয়মের" কথা (৬-৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১১:২ মাবুদের সমস্ত কাজ। আল্লাহ্‌র তাঁর লোকদের জন্য যা কিছু করেছেন তার উপরেই মূলত এই গজলে আলোকপাত করা হয়েছে। আয়াত ৫ ও ৯ এই বক্তব্যকে পূর্ণতা দিয়েছে। তা অধ্যয়ন করে। অর্থাৎ বিশ্লেষণ করে ও নিরীক্ষণ করে (উযা ১০:১৬, অনুসন্ধান; হেদায়েত ১:১৩, অধ্যয়ন)।

১১১:৩ ধর্মশীলতা। যা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১১:৪ আশ্চর্য সমস্ত কাজ। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। *কৃপাময় ও স্নেহশীল।* হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াত এবং নোট দেখুন।

১১১:৫ তিনি তাদের আহার দেন। এখানে রূপক অর্থে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র তাঁর লোকদের দৈনন্দিন সমস্ত চাহিদা ও অভাব মিটিয়ে থাকেন (যেমন আমরা আমাদের প্রভুর মুনাজাতে বলে থাকি: "আমাদের খাবার আজ আমাদেরকে দাও," মথি ৬:১১)। *তাঁকে ভয় করে।* ১০ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাঁর নিয়ম।* মাবুদ আল্লাহ্‌ চিরকালের জন্য যে নিয়ম স্থাপন করেছেন তা তিনি সব সময় স্মরণে রাখেন (আয়াত ৯; ১০৫:৮-১১ আয়াতও দেখুন)।

১১১:৬-৯ এই অংশের শুরু ও শেষে রয়েছে মাবুদের কাজ এবং তাঁর নিয়মের কথা (আয়াত ২-৫ ও নোট দেখুন)।

১১১:৭ সত্য ও ন্যায্য। এর সাথে তুলনা করুন "গৌরব ও মহিমাস্বরূপ" (আয়াত ৩)। *তাঁর সমস্ত আদেশমালা বিশ্বাসযোগ্য।* ৯৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

৭ তাঁর হাতের সমস্ত কাজ সত্য ও ন্যায্য;
তাঁর সমস্ত আদেশমালা বিশ্বাসযোগ্য।
৮ সেগুলো অনন্তকালের জন্য স্থিরীকৃত,
বিশ্বস্ততায় ও সরলতায় প্রণীত।
৯ তিনি তাঁর লোকদের কাছে মুক্তিবার্তা
পাঠিয়েছেন;
তিনি চিরকালের জন্য তাঁর নিয়ম স্থির
করেছেন;
তাঁর নাম পবিত্র ও ভয়াবহ।
১০ মাবুদের ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ;
যে কেউ তদনুযায়ী কাজ করে, সে সুবুদ্ধি
পায়;
তাঁর প্রশংসা নিত্যস্থায়ী।

জবুর ১১২

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
সুখী সেই জন, যে মাবুদকে ভয় করে,
যে তাঁর হুকুমনামায় অতিমাত্র প্রীত হয়।
২ তার বংশ দুনিয়াতে বিক্রমশালী হবে;
সরল লোকের গোষ্ঠী দোয়া পাবে।
৩ তার বাড়িতে ধন ও ঐশ্বর্য থাকে,
তার ধার্মিকতা নিত্যস্থায়ী।
৪ সরল লোকের জন্য অন্ধকারে জ্যোতি উদিত
হয়;
সে কৃপাময়, স্নেহশীল ও ধার্মিক।
৫ যে জন কৃপা করে ও ঋণ দেয়, তার মঙ্গল
হয়;
সে ন্যায়বিচারে তার সমস্ত কাজ নিষ্পন্ন
করবে।
৬ কারণ সে কোন কালে বিচলিত হবে না;
ধার্মিক চিরকাল স্মরণে থাকবে।
৭ অশুভ সংবাদেও সে ভয় করবে না;
তার অন্তর স্থির, তা মাবুদের উপর নির্ভর
করে।
৮ তার অন্তর সুস্থির, সে ভয় করে না,

৯২:৪।
[১১১:৮] ইশা ৪০:৮; মথি ৫:১৮।
[১১১:৯] লূক ১:৪৯।
[১১১:১০] দ্বি.বি. ৪:৬।
[১১২:১] জবুর ১:১-২।
[১১২:২] জবুর ২৫:১৩।
[১১২:৩] দ্বি.বি. ৮:১৮।
[১১২:৫] লূক ৬:৩৫।
[১১২:৬] মেসাল ১০:৭; হেদা ২:১৬।
[১১২:৭] ইশা ১২:২।
[১১২:৮] মেসাল ১:৩৩; ইশা ১২:২।

১১১:৮ সেগুলো। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র হাতের সমস্ত কাজ (আয়াত ৭)। *বিশ্বস্ততায় ও সরলতা।* এর সাথে তুলনা করুন "কৃপাময় ও স্নেহশীল" (আয়াত ৪)।

১১১:৯ মুক্তিবার্তা পাঠিয়েছেন। আল্লাহ্‌র লোকদের জন্য তাঁর আরেকটি বৃহৎ সুফল যা তিনি দান করেছেন (এর সাথে তুলনা করুন "তাদের আহার দেন," আয়াত ৫)। *পবিত্র ও ভয়াবহ।* যেমনটা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। *তাঁর নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১১:১০ খোদায়ী জ্ঞানের সমাপনী বক্তব্য। *মাবুদের ভয় প্রজ্ঞার আরম্ভ।* জ্ঞানী বা প্রজ্ঞাবান বলতে আসলে কী বোঝায় সে সম্পর্কে পুরাতন নিয়মের একটি অনবদ্য উক্তি (আইউব ২৮:২৮; মেসাল ১:৭; ৯:১০ আয়াত দেখুন: এর সাথে ৬৬:১৬ আয়াতের নোটও দেখুন)। *যে কেউ তদনুযায়ী কাজ করে।* আক্ষরিক অর্থে "যে তাঁর নিয়ম অনুসরণ করে"। ৭ আয়াতে বহুবচনে আল্লাহর নিয়ম বা আদেশমালা বোঝানো হয়েছে (১৯:৭-৯ আয়াত দেখুন, যেখানে "মাবুদের ভয়" কথাটি "নিয়ম," "নীতি," "হুকুম," "বিধান" ইত্যাদি সমার্থক; ১১২:১ আয়াতও দেখুন)।

জবুর ১১২ অধ্যায়। ধার্মিক লোকদের জন্য উৎসাহব্যঞ্জক বক্তব্য– জবুর ১ অধ্যায়ের আলোকে এবং জবুর ১১১ অধ্যায়ের বিন্যাসের ধরন অনুসারে প্রশংসা জ্ঞাপনের মত করে এই গজলটি রচিত হয়েছে (জবুর ১১১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

১১২:১ মূল বিষয়বস্তু, যা ২-৯ আয়াতে আরও বিস্তারিতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। ১০ আয়াতে এর বিপরীতধর্মী কথাটি দেখা যায়। ১:১-২; ১২৮:১ আয়াত দেখুন। *সুখী।* ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *যে মাবুদকে ভয় করে।* ৬৬:১৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *যে তাঁর হুকুমনামায় অতিমাত্র প্রীত হয়।* জবুর ১১৯ অধ্যায়ের সাথে বক্তব্যগত ও ধারণাগত সংযোগ (১১৯:৩৫ আয়াত দেখুন)।

১১২:২-৫ এই অংশটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে আল্লাহ্‌ভক্ত লোকদেরকে বংশ ও তাদের মহত্ত্বের কথার মধ্য দিয়ে (আয়াত ৬-৯ ও নোট দেখুন)।

১১২:২ বংশ। অর্থাৎ ভবিষ্যৎ প্রজন্ম, সন্তান। সরল ও আল্লাহ্‌ভক্ত লোক তাদের বংশের উপরে আল্লাহ্‌র রহমত ও দোয়া নিয়ে আসে – এছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে, সমাজে তারা "স্মরণীয়" হয়ে থাকবে (আয়াত ৬ দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ২৫:৬; রূত ৪:১০ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন জবুর ৩৭:২৬; ১২৭:৩-৫; ১২৮:৩ আয়াত এবং ১০৯:১২ আয়াতের নোট)। *দুনিয়াতে বিক্রমশালী হবে।* তারা অত্যন্ত প্রভাবশালী ও মর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হয়ে উঠবে।

১১২:৩ এই আয়াতের সাথে তুলনা করুন ১১১:৩ আয়াত। *ধন ও ঐশ্বর্য।* ১:৩; ১২৮:২ আয়াত দেখুন। *ধার্মিকতা।* আয়াত ৯ দেখুন; এর সাথে ১:৫ আয়াতের নোটও দেখুন। *নিত্যস্থায়ী।* তারা এই কাজ মাঝে মাঝে করে থাকে তা নয়, বরং সব সময়কার জন্য এই কাজ তাদের চরিত্রের অংশ হিসেবে প্রকাশ পায় (৭ আয়াতে দেখুন "স্থির")।

১১২:৪ অন্ধকার। দুর্যোগপূর্ণ সময়ের জন্য একটি রূপক বক্তব্য (১০৭:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। *জ্যোতি।* ২৭:১ আয়াতের নোট দেখুন। *কৃপাময় ও স্নেহশীল।* ১১১:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতের নোট। *ধার্মিক।* এর সাথে তুলনা করুন ১১৬:৫; ১৪৫:৮, ১৭ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্‌ যে বক্তব্য রেখেছেন।

১১২:৫ তার মঙ্গল হয়। সুখ ও সমৃদ্ধি (৩৪:৮-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। *যে জন কৃপা করে ও ঋণ দেয়।* আয়াত ৯ দেখুন; এর সাথে ১১১:৫ আয়াতও দেখুন।

১১২:৬-৯ এই অংশটিকে কাঠামোবদ্ধ করেছে ধার্মিকদের চিরকাল স্মরণ করার কথা (২ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তাদের মহত্ত্বের কথা প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে (২-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১২:৬ বিচলিত। ১০:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১১২:৭ এই আয়াতের সাথে ১১১:৭ আয়াতের মূল বিষয়বস্তুগত বক্তব্যের চমৎকার বাস্তবসম্পন্ন মিল রয়েছে। *অন্তর।* আয়াত ৮ দেখুন; এর সাথে ৪:৭ আয়াতের নোটও দেখুন। *মাবুদের উপরে নির্ভর করে।* আল্লাহ্‌র উপরে তাদের আস্থা ও নির্ভরতা এতটাই দৃঢ় যেমনটা তাদের ধার্মিকতা ও পবিত্র জীবন যাপন (আয়াত ৩ দেখুন)। আল্লাহ্‌র ধর্মশীলতার প্রতি আস্থা ও বাধ্যতার অর্থই হচ্ছে প্রকৃত আল্লাহ্‌ভক্তি, ৩৪:৮-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১১২:৮ সুস্থির। ১১১:৮ আয়াতে এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটির আরেকটি অর্থ হচ্ছে "প্রতিষ্ঠিত"। *সে তাঁর*

শেষে সে তাঁর বিপক্ষদের পরাজয় দেখবে।
৯ সে বিতরণ করেছে, দরিদ্রদের দান করেছে,
তার ধার্মিকতা নিত্যস্থায়ী;
তার শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হবে।
১০ দুষ্ট লোক তা দেখে বিরক্ত হবে;
সে দন্ত ঘর্ষণ করবে ও গলে যাবে;
দুষ্টদের অভীষ্ট বিনষ্ট হবে।

জবুর ১১৩

১ তোমরা মাবুদের প্রশংসা কর।
হে মাবুদের গোলামেরা, প্রশংসা কর,
মাবুদের নামের প্রশংসা কর।
২ ধন্য মাবুদের নাম,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।
৩ সূর্যের উদয়স্থান থেকে তার অস্তস্থান পর্যন্ত
মাবুদের নাম প্রশংসনীয়।
৪ মাবুদ সর্বজাতির উপরে অবস্থিত,
তাঁর গৌরব আসমানের উপরে উন্নত।
৫ কে আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের মত?
তিনি ঊর্ধ্বে সমাসীন;
৬ তিনি অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন আসমানে ও

[১১২:৯] লূক ১৯:৮।
[১১২:১০] মথি ৮:১২।
[১১৩:৩] ইশা ২৪:১৫।
[১১৩:৫] হিজ ৮:১০।
[১১৩:৫] আইউ ১৬:১৯।
[১১৩:৬] ইশা ৫৭:১৫।

বিপক্ষদের পরাজয় দেখবে। "সরল লোকের জন্য অন্ধকারে জ্যোতি উদিত হয়" (আয়াত ৪)।

১১২:৯ ২ করি ৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন। দরিদ্রদের দান করেছে। ৫ আয়াত দেখুন। *তার ধার্মিকতা।* ঠিক যেমন আল্লাহ্ তাঁর নিয়মের কথা স্মরণ করেন ও চিরস্থায়ী করেছেন (১১১:৫, ৯), সেভাবে ধার্মিকদের কাজও চিরকাল টিকে থাকবে। আর এর জন্য আল্লাহ্ তাঁর বিশ্বস্ত গোলামদেরকে "ন্যায্যতা" (আয়াত ৫) ও "ধার্মিকতা" (আয়াত ৯) দুটি প্রধান গুণ দান করেছেন যা প্রত্যেক আল্লাহ্ভক্ত ও সরল ব্যক্তির মধ্যে থাকাটা একান্ত গুরুত্বপূর্ণ (পয়দা ১৮:১৯; জবুর ১০৬:৩; ইশা ৫:৭; ৫৬:১; ইহি ১৮:৫, ২১; ৩৩:১৪, ১৬, ১৯; ৪৫:৯; আমোস ৫:২৪; ৬:১২ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ২ শামু ৮:১৫; মেসাল ১:৩; ২১:৩; ইয়ার ২২:১৫; ৩২:১৫ আয়াত – অনেক সময় তা "ন্যায্যতা" ও "ধার্মিকতা" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে)। *তার শৃঙ্গ গৌরবে উন্নত হবে।* যেভাবে আল্লাহ্র নাম পবিত্রতায় উচ্চে উন্নীত হয় (১১১:৯ আয়াত দেখুন), সেভাবে সরল ব্যক্তিদেরকেও সম্মান ও মর্যাদায় উচ্চীকৃত করা হবে।

১১২:১০ পুরো গজলটির মূল বক্তব্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য এই বক্তব্য দেওয়া হয়েছে – ১১১:১০ আয়াতের মত। *দুষ্ট লোক তা দেখে বিরক্ত হবে।* ধার্মিকতা হচ্ছে রহমত প্রাপ্তির উপায়, যেখানে দুষ্টেরা বেছে নিয়েছে তা দেখে সম্পূর্ণভাবে দূরে সরে যাওয়ার পথ (১০:২-১১; ১০৭:৪২ আয়াত দেখুন)। *গলে যাবে।* অর্থাৎ তারা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ১:৪-৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৩৭ অধ্যায়; মেসাল ১০:২৮ আয়াতও দেখুন।

জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায়। "মিসরীয় হাল্লেল" ইহুদী লিটার্জিতে স্থান পেয়েছিল বিশেষ গুরুত্ব সম্পন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো উপলক্ষ্যে (ঈদুল ফেসাখ, নিস্তার সপ্তাহ, শরীয়ত-তাঁবুর ঈদ, কোরবানী উৎসর্গ, নতুন চাঁদের ঈদ; এ সম্পর্কে দেখুন লেবীয় ২৩ অধ্যায়; শুমারী ১০:১০; ইউহোন্না ১০:২২ আয়াত)। ঈদুল ফেসাখে জবুর ১১৩ ও ১১৪ অধ্যায়ের গজলগুলো খাবারের আগে গাওয়া হত (দ্বিতীয় পানপাত্র পরিবেশিত হওয়ার আগে) এবং জবুর ১১৫-১১৮ গজল গাওয়া হত খাবারের পর (চতুর্থবার পানপাত্র পূর্ণ করে দেওয়ার পর)। যে কাঠামোর উপর ভিত্তি করে হাল্লেল প্রস্তুত করা হত যে সম্পর্কে জানতে জবুর ১১১-১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

জবুর ১১৩ অধ্যায়। মাবুদের গৌরব এবং ক্ষুদ্র মানুষের প্রতি তাঁর করুণার কথা স্মরণ করে বিশেষ গজল (১৩৮:৬ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত এটি রচিত হয়েছিল বায়তুল মোকাদ্দসের লিটার্জি হিসেবে ব্যবহার করার জন্য। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এই গজলটির সাথে হান্নার গজলের বেশ জোরদার সম্পর্ক রয়েছে (১ শামু ২:১-১৫) এবং মরিয়মের গজলেরও সংযুক্তি রয়েছে (লূক ১:৪৬-৫৫ আয়াত দেখুন)। তিনটি সুস্পষ্ট ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালা গজলটিকে একটি চমৎকার ভাবধারা দান করেছে। প্রত্যেকটি পঙক্তিমালায় তিনটি করে আয়াত রয়েছে। সাতটি (পূর্ণতা নির্দেশক সংখ্যা) ক্রিয়া পদ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে রচয়িতা ২য় ও ৩য় পঙক্তিমালায় আল্লাহ্র গৌরব বর্ণনা করেছেন ("আসমানের উপরে উন্নত," "ঊর্ধ্বে সমাসীন," "অবনত হয়ে দৃষ্টিপাত করেন," "তোলেন," "উঠান," "বসিয়ে দেন," "... করেন") এবং এর সাথে প্রথম পঙক্তিমালায় চার স্তর বিশিষ্ট গৌরব ও প্রশংসা লক্ষ্য করুন। কেন্দ্রে (আয়াত ৫; ৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) রয়েছে একটি বক্তব্যধর্মী প্রশ্ন যা এই গজলের বিষয়বস্তুকে আরও জোরালো করে আলোকপাত করেছে।

১১৩:১-৩ আল্লাহ্র গৌরব ও প্রশংসা করার জন্য চার স্তর বিশিষ্ট আহ্বান।

১১৩:১ *মাবুদের নামের প্রশংসা কর।* ২-৩ আয়াত দেখুন। এ ধরনের লিটার্জিতে তিনবার একই উক্তি পুনরাবৃত্তি করা একটি বিশেষ ধরন হিসেবে পরিচিত ছিল (৯৬:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৩:২ এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত। যারা প্রকৃত অর্থে মাবুদ আল্লাহ্র গৌরব ও প্রশংসা করে তারা যত দিন না সময়ের পূর্ণতা প্রাপ্তি হয় তার আগ পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না (আয়াত ৩)।

১১৩:৩ জবুর রচয়িতা প্রাচীন এক পন্থা অবলম্বন করে এখানে অনন্ত মহাবিশ্বকে বুঝিয়েছেন। কেনানীয় অমর্ণা লিপি ফলকের ২৮৮ ক্রমিক পত্রে বলা হয়েছে: "দেখ, মহান বাদশাহ্, আমার মাবুদ, উদিত সূর্যের এবং অস্তগামী সূর্যের উপরে তাঁর নাম স্থাপন করেছেন" (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১৩৯:৯ আয়াত ও নোট)।

১১৩:৪-৬ মাবুদ আল্লাহ্ ঊর্ধ্বে, অর্থাৎ বেহেশতে সমস্ত সৃষ্ট জগতের উপরে সমাসীন।

১১৩:৪ ৫৭:৫, ১১ আয়াত দেখুন। *মাবুদ সর্বজাতির উপরে অবস্থিত।* এবং তাদের সমস্ত পূজ্য দেবতাদের উপরে মাবুদের অবস্থান (৯৫:৩; ৯৬:৪-৫; ৯৭:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪৭:২, ৭-৮ আয়াতও দেখুন)। সে অনুসারে যারা তাঁর উদ্ধার লাভ করে তারা সকলেই তাঁকে গৌরব ও প্রশংসা দান করতে বাধ্য (১১৮:২৮ আয়াত দেখুন) – যা "হাল্লেল" এর একটি বিষয়বস্তুগত উপাদান। *আসমানের উপরে।* অর্থাৎ এক কথায় আল্লাহ্র সমগ্র সৃষ্ট দুনিয়ার উপরে (আয়াত ৬; ১৪৮:১৩ দেখুন)।

১১৩:৫ গজলটির কেন্দ্রস্থিত বক্তব্য (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। *কে আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের মত?* মিকাহ্ ১:১

দুনিয়াতে।
৭ তিনি ধূলি থেকে দীনহীনকে তোলেন,
সারের ঢিবি থেকে দরিদ্রকে উঠান;
৮ যেন তিনি তাকে বসিয়ে দেন কুলীনদের সঙ্গে,
আপন লোকদেরই কুলীনদের সঙ্গে।
৯ তিনি বন্ধ্যাকে গৃহিণী করেন,
নিজের পুত্রদের আনন্দময়ী মা করেন।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১১৪

১ ইসরাইল যখন বের হয়ে আসল মিসর থেকে,
ইয়াকুবের বংশ পরভাষী লোক থেকে,
২ তখন এহুদা হল আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থান,
ইসরাইল হল তাঁর রাজ্য।
৩ তা দেখে সমুদ্র পালিয়ে গেল,
জর্ডান নদীর পানি উজানে বইল।
৪ পর্বতমালা লাফ দিল ভেড়ার মত,
উপপর্বতগুলো লাফ দিল ভেড়ার বাচ্চার মত।
৫ তোমার কি হল, সমুদ্র, তুমি কেন পালালে?
জর্ডান নদী, তুমি কেন উজানে বইলে?
৬ পর্বতমালা, তোমরা কেন লাফ দিলে ভেড়ার

[১১৩:৭] ১শামু ২:৮।
[১১৩:৯] ১শামু ২:৫।
[১১৪:১] হিজ ১৩:৩; ২৯:৪৬।
[১১৪:৩] ইউসা ৩:১৬।
[১১৪:৪] কাজী ৫:৫।
[১১৪:৫] হিজ ১৪:২১।

আয়াতের নোট দেখুন। *আমাদের আল্লাহ্‌ মাবুদ।* আমাদের জন্য এটি কত না রহমতের বিষয় যে, তিনি আমাদের জন্য মাবুদ আল্লাহ্‌ এবং তিনি আমাদেরকে তাঁর রহমতের নিয়মে আবদ্ধ করেছেন (পয়দা ১৭:৭; হিজ ১৯:৫-৬; ২০:২ আয়াত দেখুন)।

১১৩:৭-৯ আল্লাহ্‌ দীনহীন মানুষকে তুলে ধরেন – তিনি সর্বোচ্চ গৌরব ও মর্যাদায় আসীন এবং বেহেশত ও দুনিয়ার সমস্ত গৌরবের বস্তু থেকেও তিনি আরও বেশি গৌরবান্বিত ও প্রতাপে পূর্ণ হলেও তিনি নিজেকে এই দুনিয়া থেকে সরিয়ে নেন নি, বরং তিনি দরিদ্র ও অভাবীদের কাছে এসেছেন ও তাদেরকে স্পর্শ করেছেন (১ শামু ২:৩-৮; লূক ১:৪৬-৫৫ আয়াত দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১১৮ আয়াতে বর্ণিত আল্লাহ্‌র কৃত উদ্ধারের জন্য তাঁর বিশেষ প্রশংসা ও গৌরব।

১১৩:৭-৮ ১ শামু ২:৮ আয়াত থেকে প্রায় উদ্ধৃতির মত করে এই অংশটি উক্ত হয়েছে।

১১৩:৭ দীনহীন ... দরিদ্র। ৯:১৮; ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন। *ধূলি থেকে ... সারের ঢিবি থেকে।* নত ও নম্র অবস্থার একটি প্রতীক (পয়দা ১৮:২৭; ১ বাদশাহ্‌ ১৬:২ আয়াত দেখুন), কিন্তু এখানে হয়তোবা অত্যন্ত দরিদ্র ও অভাবীদের কথাও বোঝানো হয়েছে (আইউব ৩০:১৯; ৪২:৬; ইশা ৪৭:১; ইয়ার ২৫:৩৪ আয়াত দেখুন)।

১১৩:৯ বন্ধ্যা। অর্থাৎ নিঃসন্তান নারী। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় বন্ধ্যাত্ব ছিল নারীদের জন্য সবচেয়ে অবমাননাকর বিষয় এবং এ ধরনের নারীদের জীবন দুঃখে জর্জরিত থাকত (পয়দা ৩০:১; ১ শামু ১:৬-৭, ১০); বৃদ্ধা বয়সে তার অবস্থা হবে বৃদ্ধা নয়মীর মত, কারণ তাকে দেখার মত তখন কেউ ছিল না (রূত ১:১১-১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২ বাদশাহ্‌ ৪:১৪ আয়াতও দেখুন)। *পুত্রদের।* অর্থাৎ এখানে পূর্ণাঙ্গ পরিবার বোঝানো হয়েছে। *আনন্দময়ী মা।* কারণ তিনি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ ও দয়া লাভ করেছেন, যেমনটা আমরা দেখি রাহেল (পয়দা ৩০:২৩ আয়াত দেখুন), হান্না (১ শামু ১:২০ আয়াত দেখুন), শূনেমীয়া নারী (২ বাদশাহ্‌ ৪:১৭ আয়াত দেখুন) এবং অন্যান্য আরও অনেক নারীর জীবনে।

জবুর ১১৪ অধ্যায়। ইসরাইল জাতির হিজরত স্মরণ করে বিশেষ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা উদযাপন, যা "মিসরীয় হাল্লেল" এর মধ্যে দ্বিতীয়টি (জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এটি জবুর শরীফের সবচেয়ে সুসজ্জিত ও আড়ম্বরপূর্ণ গজলের মধ্যে একটি। এর সময়কাল সম্ভবত রাজ্য বিভাগের পর রাজবংশের সময়কার কোন এক বছরে লেখা হয়েছিল (আয়াত ২ দেখুন)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, কোন একটি বার্ষিক ঈদ উদযাপন উপলক্ষ্যে বায়তুল মোকাদ্দসে ব্যবহারের জন্য এই গজলটি লেখা হয়েছিল (জবুর ১১৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। চারটি ভারসাম্যপূর্ণ পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে এই গজলের মূল বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, যার পূর্ণতা সাধন হয়েছে চতুর্থ পঙক্তিমালায় এসে। প্রথম দুটি পঙক্তিমালা (আয়াত ১-৪) হিজরতের সময়কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোকে স্মরণ করেছে; শেষ দুটি পঙক্তিমালা (আয়াত ৫-৮) সেগুলোর তাৎপর্যকে আরও বিধৃত করেছে।

১১৪:১-২ পুরাতন নিয়মের উদ্ধারের বিশেষ ঘটনা।

১১৪:১ ইসরাইল ... ইয়াকুব। এই দুটি নাম সমার্থক (হিজ ১৯:৩ আয়াত দেখুন)। *বের হয়ে আসল মিসর থেকে।* ইসরাইল জাতির হিজরত এবং মরুভূমিতে এই যাত্রার সময়কার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলোকে স্মরণ করা হয়েছে।

১১৪:২ এহুদা ... ইসরাইল। দক্ষিণ ও উত্তরের রাজ্য, যা এখানে আল্লাহ্‌র লোকদের একক জাতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। *হল।* এই বিশেষ ঘটনার মধ্য দিয়ে সিনাই পর্বতে প্রদত্ত নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হল, যেখানে ইসরাইল জাতি মাবুদের সাথে "ইমাদের রাজ্য এবং একটি পবিত্র জাতিতে" পরিণত হল (হিজ ১৯:৩-৬)। *আল্লাহ্‌র।* আক্ষরিক অর্থে "তাঁর"। ৭ আয়াতে গিয়ে এই আয়াতটির বক্তব্য আরও বিধৃত হয়েছে। *পবিত্র স্থান।* অর্থাৎ আল্লাহ্‌র এবাদতখানা, যেখানে তিনি এই দুনিয়াতে তাঁর বাসস্থান তৈরি করেছেন। প্রথমে শরীয়ত তাঁবু দ্বারা একে বোঝানো হত, পরে বায়তুল মোকাদ্দস দ্বারা বোঝানো হত। হিজ ১৫:১৭ আয়াতের প্রতিজ্ঞাত ভূমি এবং আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থান একই। *তাঁর রাজ্য।* যে রাজ্যে আল্লাহ্‌ বাদশাহ্‌ হিসেবে শাসন করেন। আল্লাহ্‌ কর্তৃক ইসরাইল জাতির উদ্ধার ও হিজরত ব্যতীত এটি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সবচেয়ে বড় অলৌকিক কাজ।

১১৪:৩-৪ লেখক এখানে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর একটি দৃশ্যের অবতারণা ঘটিয়েছেন, যেমনটা অন্যান্যরা রচয়িতারাও প্রকাশ করেছেন (১৮:৭-১৫; ৬৮:৭-৮; ৭৭:১৬-১৯; কাজী ৫:৪-৫; হাবা ৩:৩-১০ আয়াত দেখুন)।

১১৪:৩ সমুদ্র ... জর্ডান নদী। "লোহিত সাগর" এবং জর্ডান নদী, যার মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে পার করিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, এখানে তা ব্যক্তিকরণ করে প্রকাশ করা হয়েছে। *তা দেখে সমুদ্র পালিয়ে গেল।* অর্থাৎ গৌরবের আল্লাহ্‌ আগুন ও মেঘের স্তম্ভের মধ্য দিয়ে এগিয়ে আসছেন দেখে সমুদ্রের সমস্ত পানি সরে গিয়েছিল।

১১৪:৪ লাফ দিল। আল্লাহ্‌র উপস্থিতির কারণে পাহাড় ও পর্বত নিজ নিজ অবস্থান থেকে সরে গিয়েছিল (২৯:৬ আয়াত দেখুন)।

মত?
উপপর্বতগুলো, তোমরা কেন লাফ দিলে
ভেড়ার বাচ্চার মত?
৭ দুনিয়া! তুমি কেঁপে ওঠ, প্রভুর সাক্ষাতে,
ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র সাক্ষাতে।
৮ তিনি শৈলকে পরিণত করলেন জলাশয়ে,
চকমকি প্রস্তরকে পানির ফোয়ারায়।

জবুর ১১৫

১ হে মাবুদ, আমাদের নয়, আমাদের নয়,
কিন্তু তোমারই নাম গৌরবান্বিত কর,
তোমার অটল মহব্বতের অনুরোধে, তোমার
বিশ্বস্ততার অনুরোধে।
২ জাতিরা কেন বলবে, 'কোথায় ওদের আল্লাহ্?'
৩ আমাদের আল্লাহ্ তো বেহেশতে থাকেন;
তিনি যা ইচ্ছা করেছেন, তা-ই করেছেন।
৪ ওদের সমস্ত মূর্তি রূপা ও সোনা,
মানুষের হাতের কাজ।
৫ মুখ থাকতেও তারা কথা বলে না;
চোখ থাকতেও দেখতে পায় না;
৬ কান থাকতেও শুনতে পায় না;
নাক থাকতেও ঘ্রাণ নিতে পারে না;
৭ হাত থাকতেও স্পর্শ করতে পারে না;
পা থাকতেও চলতে পারে না;
তারা কণ্ঠ দিয়ে কোন আওয়াজ করতে পারে
না।
৮ যেমন তারা, তেমনি হবে তাদের নির্মাতারা,
আর যে কেউ সেসব জিনিসের উপর নির্ভর
করে।
৯ হে ইসরাইল, তুমি মাবুদের উপরই নির্ভর কর;
'তিনিই তাদের সহায় ও তাদের ঢাল।'
১০ হারুনের কুল, তোমরা মাবুদের উপরই নির্ভর
কর;

[১১৪:৭] হিজ ১৫:১৪।
[১১৪:৮] হিজ ১৭:৬; শুমারী ২০:১১।
[১১৫:১] হিজ ৩৪:৬।
[১১৫:৩] উজা ৫:১১; ইহি ১:৪; মথি ৬:৯।
[১১৫:৪] প্রকা ৯:২০।
[১১৫:৫] ইয়ার ১০:৫।
[১১৫:৯] জবুর ৩৭:৩; ৬২:৮।
[১১৫:১০] হিজ ৩০:৩০; জবুর ১১৮:৩।

১১৪:৭-৮ গতকাল যে আল্লাহ্ ছিলেন (আয়াত ৫-৬ দেখুন) – সেই ইয়াকুবের আল্লাহ্ আজও আমাদের সাথে আছেন।

১১৪:৭ কেঁপে ওঠ। আল্লাহ্‌র উপস্থিতির কারণে। *দুনিয়া!* অর্থাৎ সমস্ত সৃষ্ট জগত ইয়াকুব। এই নামটি ইসরাইল নামের সমার্থক শব্দ (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

১১৪:৮ তিনি শৈলকে পরিণত করলেন জলাশয়ে। এ কারণেই জীববৈচিত্র্য জীবন ধারণ করছে এবং সজীব রয়েছে (হিজ ১৭:৬; শুমারী ২০:১১ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১১৫ অধ্যায়। "মিসরীয় হাল্লেল" এর অন্তর্গত তৃতীয় গজল (জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এখানে একমাত্র সত্য মাবুদ আল্লাহ্‌র গৌরব ও প্রশংসা করা হয়েছে, যিনি তাঁর লোকদেরকে তাঁর মহব্বত ও বিশ্বস্ততা দেখিয়েছেন। বায়তুল মোকাদ্দসের এবাদতের সময়ে ব্যবহারের জন্য লিটার্জি হিসেবে এই গজলটি ব্যবহার করা হত। সম্ভবত দ্বিতীয় এবাদতখানার উৎসর্গের সময় এই গজলটি লেখা হয়েছিল (উযায়ের ৬:১৬ আয়াত দেখুন), যখন ইসরাইল জাতি বন্দীদশার পর নিজেদেরকে আবার জাতি হিসেবে পুনর্গঠিত করে তুলছিল। জবুর ১১৩ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি পাঁচটি স্তরে গঠিত হয়েছে, যেখানে একটি লিটার্জি ভিত্তিক ভঙ্গিতে সমবেত জনতা এবং গজল গায়কদের মধ্যে গজলটি গাওয়ার দায়িত্ব বণ্টন করা হত: (১) আয়াত ১-৮: সমবেত জনতা; (২) আয়াত ৯-১১: লেবীয় গজল গায়ক দলের নেতা (সম্ভবত এখানে দলীয় অংশটি গাইতেন গজল গায়ক দলের অন্যান্য সদস্যরা); (৩) আয়াত ১২-১৩: সমবেত জনতা; (৪) আয়াত ১৪-১৫: ইমামগণ; (৫) ১৬-১৮: সমবেত জনতা।

১১৫:১-৮ আল্লাহ্‌র নিজ লোকদের প্রতি তাঁর মহব্বত ও বিশ্বস্ততার জন্য প্রশংসা ও গৌরব, যা অন্যান্য সকল জাতিকে নীরবে করে তুলেছিল।

১১৫:১ আমাদের নয়, আমাদের নয়। প্রারম্ভিক ভাবে ঈমানের স্বীকারোক্তি। ইসরাইল জাতির অস্তিত্ব এবং এখন তার এই পুনরুদ্ধার কোনটাই তার নিজের কৃতিত্ব নয়। *তোমারই নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *মহব্বত ও বিশ্বস্ততা।* পুরাতন নিয়ম অনুসারে আল্লাহ্‌র নিয়মের কারণে লোকেরা যে সকল সুফল লাভ করবে তার সবচেয়ে সহজ প্রকাশভঙ্গি (২৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৫:২ 'কোথায় ওদের আল্লাহ্?' এই কথার মধ্য দিয়ে অন্যান্য জাতিরা ইসরাইল জাতির দুর্যোগের সময় বা শত্রু সৈন্য বাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর তাদেরকে উপহাস করেছিল (যোয়েল ২:১৭ আয়াত দেখুন), বিশেষ করে যখন এহুদা জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়েছিল এবং আল্লাহ্‌র এবাদতখানা বিনষ্ট হয়েছিল (৩:২; ১০:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৪২:৩; ৭৯:১০; মিকাহ্ ৭:১০ আয়াতও দেখুন)।

১১৫:৩ আমাদের আল্লাহ্ তো বেহেশতে থাকেন। আল্লাহ্ সর্বোচ্চ আসমানে (আয়াত ১৬) তথা বেহেশতে সিংহাসনে আসীন (১১৩:৫ আয়াত দেখুন)। *তিনি যা ইচ্ছা করেছেন।* যদি ইসরাইল জাতি নিশ্চিত হয়ে যায় বা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তা আল্লাহ্‌রই কাজ। এটি ইসরাইল জাতিকে রক্ষা করতে তাঁর ব্যর্থতা নয়, কিংবা প্রতিমা পূজাকারী অ-ঈমানদার জাতিদের সফলতা নয়। ইসরাইল যখন আবার পুনরুজ্জীবিত হবে তখনও তা আল্লাহ্‌রই কাজ এবং অন্য কোন দেবতা বা জাতি তাতে বাধা দিতে পারবে না।

১১৫:৪-৭ মিথ্যা দেবতাদের যত ক্ষমতা আছে বলেই লোকেরা ভাবুক না কেন (যা পৌত্তলিক জাতিরা বিশ্বাস করতো এবং প্রকাশ করতো) তা মানুষের কল্পনা প্রসূত এবং বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব নেই (১৩৫:১৫-১৮; ইশা ৪৬:১-৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৫:৮ তাদের নির্মাতারা। ইসরাইলের প্রতি উপহাসকারী ও বিরোধিতাকারী জাতিরা (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২)। যেমন তারা। *শক্তিহীন ও অসার।* এই সত্যটি সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন ইশা ৪৪:৯-২০ আয়াত।

১১৫:৯-১১ মাবুদের উপরে আস্থা ও নির্ভরতা স্থাপন করার জন্য আহ্বান, প্রতিমার বা মিথ্যা দেবতাদের উপরে নয় (আয়াত ৮ দেখুন)। লিটার্জিতে তিন বার একই বিষয় উল্লেখ করার বিষয়টি সম্পর্কে আরও জানতে ৯৬:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন। এ ধরনের ভাবধারা আরও দেখুন ১১৮:২-৪ আয়াতে; ১৩৫:১৯-২০ আয়াতও দেখুন।

'তিনিই তাদের সহায় ও তাদের ঢাল।'
১১ মাবুদের ভয়কারীরা, মাবুদের উপর নির্ভর
কর;
'তিনিই তাদের সহায় ও তাদের ঢাল।'
১২ মাবুদ আমাদের মনে রেখেছেন;
তিনি দোয়া করবেন, ইসরাইলের কুলকে
দোয়া করবেন,
হারুনের কুলকে দোয়া করবেন।
১৩ যারা মাবুদকে ভয় করে,
তিনি তাদেরকে দোয়া করবেন,
ক্ষুদ্র কি মহান সকলকেই করবেন।
১৪ মাবুদ তোমাদের বৃদ্ধি করুন,
তোমাদের ও তোমাদের সন্তানদের বৃদ্ধি
করুন।
১৫ তোমরা মাবুদের দোয়ার পাত্র,
তিনি বেহেশতের ও দুনিয়ার নির্মাণকর্তা।
১৬ বেহেশত মাবুদেরই বেহেশত,
কিন্তু তিনি দুনিয়া মানুষকে দিয়েছেন।

[১১৫:১২] পয়দা ১২:২।
[১১৫:১৪] দ্বি.বি. ১:১১।
[১১৫:১৫] প্রেরিত ১৪:১৫; প্রকা ১০:৬।
[১১৫:১৬] পয়দা ১:২৮।
[১১৫:১৮] জবুর ১১১:১।
[১১৬:১] জবুর ১৮:১।
[১১৬:২] জবুর ৫:১।
[১১৬:৩] ২শামু ২২:৬।
[১১৬:৫] হিজ ৯:২৭; ২খান্দান ১২:৬; উজা ৯:১৫।
[১১৬:৬] জবুর ৭৯:৮।

১৭ মৃতেরা মাবুদের প্রশংসা করে না,
যারা নিস্তব্ধ স্থানে নামে, তারা কেউ করে না।
১৮ কিন্তু আমরা মাবুদের শুকরিয়া আদায় করবো,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত করবো।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১১৬

১ আমি মাবুদকে মহব্বত করি,
কারণ তিনি আমার স্বর ও আমার বিনতি
শোনেন।
২ তিনি আমার কথায় কান দিয়েছেন,
সেজন্য আমি সারা জীবন তাঁকে ডাকব।
৩ মৃত্যুর দড়ি আমাকে বেষ্টন করলো,
পাতালের যন্ত্রণা আমাকে পেয়ে বসলো,
আমি সঙ্কটে ও দুঃখে পড়লাম।
৪ তখন আমি মাবুদের নামে ডাকলাম,
আরজ করি, হে মাবুদ, আমার প্রাণ রক্ষা
কর।
৫ মাবুদ মমতায় পূর্ণ ও ধর্মময়,

১১৫:১১ মাবুদের ভয়কারীরা। সম্ভবত ভিন্ন জাতি থেকে আগত ঈমানদের কথা এখানে বলা হয়েছে (১ বাদশাহ্ ৮:৪১-৪৩; উযা ৬:২১; নহি ১০:২৮ আয়াত দেখুন)।
১১৫:১২-১৩ লোকদের ঈমানের স্বীকারোক্তি।
১১৫:১৪-১৫ ইমামের দোয়া-বাণী উচ্চারণ।
১১৫:১৪ তোমাদের বৃদ্ধি করুন। অর্থাৎ সংখ্যায়, সম্পর্কে ও শক্তিতে বৃদ্ধি দানের কথা বলা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন হেদায়েত ২:৯: "সকলের চেয়ে বেশি সমৃদ্ধিশালী হলাম" – আক্ষরিক অর্থে "অন্যদের চেয়ে বেশি বৃদ্ধি পেলাম")।
১১৫:১৬ বেহেশত ... দুনিয়া। বেহেশত হচ্ছে শুধুমাত্র উর্ধ্বস্থিত আল্লাহ্‌র বিশেষ বাসস্থান ও বিচরণ স্থান, যেখানে সর্বশক্তিমান ও সার্বজনীন আল্লাহ্ অবস্থান করেন। অন্য দিকে দুনিয়া হচ্ছে বেহেশতী আল্লাহ্ কর্তৃক মানুষের জন্য নির্ধারিত বসবাসের স্থান, যেখানে মানুষ আল্লাহ্‌র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধীনে জীবন ধারণ করবে এবং তাঁর অপরিমেয় দোয়া ও অনুগ্রহ লাভ করবে (আয়াত ১২-১৩) এবং তাঁর প্রশংসা ও গৌরব করবে (আয়াত ১৮)।
১১৫:১৭ মৃতেরা মাবুতের নামের প্রশংসা করে না। মৃতেরা আর এই দুনিয়াতে (আয়াত ১৬) বসবাস করে না, বরং তারা দুনিয়ার নিচে পাতালের নীরব রাজ্যের অধিবাসী, যেখানে আল্লাহ্‌র কোন দোয়া ও রহমতের উপস্থিতি নেই, সে কারণে আল্লাহ্‌র গৌরব ও প্রশংসাও সেখানে অনুপস্থিত (৬:৫; ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন)।
জবুর ১১৬ অধ্যায়। মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্‌র গৌরব ও প্রশংসা। সম্ভবত একজন বাদশাহ্ এটি রচনা করেছেন (১৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের শুকরিয়া জ্ঞাপন, ইশা ৩৮:১০-২০ আয়াত)। গজলটির ভাষা বাদশাহ্ দাউদের অনেক গজলের ভাষার সাথে মিলে যায়। ইহুদী লিটার্জিতে (জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) একবচনে ব্যবহৃত সর্বনাম পদ দিয়ে মূলত বহুবচন বোঝানো হত (জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। এখানে মৃত্যু বলতে মূলত মিসরের বন্দীত্ব বা ব্যাবিলনের বন্দীদশাকে কিংবা উভয়কেই বোঝানো হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে এই গজলটি এমনভাবে বিন্যাস করা হয়েছে যে, দ্বিতীয় অংশটি (আয়াত ১০-১৯) প্রথম অংশের বক্তব্যের প্রতিফলন হিসেবে প্রকাশ পেয়েছে (আয়াত ১-৯)। সম্ভবত এ কারণেই সেপ্টুয়াজিন্টে (ঈসায়ী ধর্ম প্রবর্তনের পূর্বে প্রবর্তিত পুরাতন নিয়মের গ্রীক অনুবাদ) এই গজলটিকে দুটি আলাদা গজল হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। মূলত কয়েকটি জোড় আয়াতের মধ্য দিয়ে প্রধান বিষয়বস্তু প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ১-২, ৩-৪, ৫-৬, ৮-৯ / / ১০-১১, ১৩-১৪, ১৫-১৬, ১৭-১৯ – শেষ জোড় আয়াতটিকে আরেকটু বর্ধিত করে তিনটি আয়াতে রূপ দেওয়া হয়েছে)। আয়াত ৭ (প্রথম অংশের শেষ দুটি জোর আয়াতের মধ্যবর্তী আয়াত) এবং আয়াত ১২ (দ্বিতীয় অংশের প্রথম দুটি জোড় আয়াতের মধ্যবর্তী আয়াত) ভাষাগত ও বিষয়বস্তুগত দিক থেকে প্রায় সদৃশ (উক্ত আয়াত দুটির নোট দেখুন)।
১১৬:১-২ আমি মাবুদকে মহব্বত করি কারণ তিনি আমার স্বর ও আমার বিনতি শোনেন এবং তিনি আমাকে উদ্ধার করেন (এর সাথে তুলনা করুন ১৮:১ আয়াত)।
১১৬:২ আমি সারা জীবন তাঁকে ডাকব। আমি তাঁর উপরেই শুধু নির্ভর করব এবং আমি সব সময় তাঁর কাছে মুনাজাত করব। "আমি তাঁকে ডাকব" কথাটি এই গজলের মূল ভাববিশিষ্ট আয়াত, যা হিব্রু ভাষায় একটি মাত্র শব্দ। গজলটির দুটি অংশেই দুই বার করে এই কথাটি রয়েছে (আয়াত ২, ৪, ১৩, ১৭ আয়াত দেখুন)।
১১৬:৩-৪ ভয়ঙ্কর বিপদের বর্ণনা (১৮:৪-৬ আয়াত দেখুন)।
১১৬:৩ মৃত্যুর দড়ি। ১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।
১১৬:৫-৬ আল্লাহ্‌র মঙ্গলময়তার সাক্ষ্য – যা হিজ ৩৪:৬ আয়াতে প্রতিফলিত হয়েছে।
১১৬:৫ মমতায় পূর্ণ ও ধর্মময় ... স্নেহশীল। ১৪৫:৮, ১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১১২:৪ আয়াত। *আমাদের আল্লাহ্।* রচয়িতা তাঁর সম্পর্কে পূর্ণভাবে জানেন; তিনি "সকল প্রশংসাকারী লোকদের মধ্যে" সমাসীন আল্লাহ্ (আয়াত ১৪, ১৮ দেখুন)।

আমাদের আল্লাহ্ স্নেহশীল।
৬ মাবুদ অমায়িক লোকদেরকে রক্ষা করেন;
আমি দীনহীন হলে তিনি আমার উদ্ধার করলেন।
৭ হে আমার প্রাণ, তোমার বিশ্রাম-স্থানে ফিরে যাও,
কেননা মাবুদ তোমার মঙ্গল করেছেন।
৮ কারণ তুমি মৃত্যু থেকে আমার প্রাণ,
অশ্রু থেকে আমার চোখ,
পতন থেকে আমার চরণ উদ্ধার করেছ।
৯ আমি মাবুদের সাক্ষাতে যাতায়াত করবো,
জীবিতদের দেশেই করবো।
১০ আমার বিশ্বাস আছে, তাই কথা বলবো;
আমি নিতান্ত দুঃখার্ত ছিলাম।
১১ আমি উদ্বেগে বলেছিলাম, সব মানুষই
[১১৬:৭] মথি ১১:২৯।
[১১৬:৯] ইশা ৩৮:১১; ইয়ার ১১:১৯।
[১১৬:১০] ২করি ৪:১৩।
[১১৬:১১] ইয়ার ৯:৩-৫; রোমীয় ৩:৪।
[১১৬:১৪] শুমারী ৩০:২।
[১১৬:১৫] শুমারী ২৩:১০।
[১১৬:১৬] আইউ ১২:১৮।
[১১৬:১৭] লেবীয় ৭:১২;উজা ১:৪।
মিথ্যাবাদী।
১২ আমি মাবুদ থেকে যেসব মঙ্গল পেয়েছি,
তার পরিবর্তে তাঁকে কি ফিরিয়ে দেব?
১৩ আমি উদ্ধারের পানপাত্র গ্রহণ করবো,
এবং মাবুদের নামে ডাকব।
১৪ আমি মাবুদের কাছে আমার সমস্ত মানত পূর্ণ করবো;
তাঁর সমস্ত লোকের সাক্ষাতেই করবো।
১৫ মাবুদের দৃষ্টিতে তাঁর বিশ্বস্তদের মৃত্যুর মূল্য অনেক বেশি।
১৬ আরজ করি, হে মাবুদ, আমি তোমার গোলাম;
আমি তোমার গোলাম, তোমার বাঁদীর পুত্র;
তুমি আমার বন্ধন সকল মুক্ত করেছ।
১৭ আমি তোমার উদ্দেশে শুকরিয়া কোরবানী

১১৬:৬ অমায়িক। যারা আল্লাহ্‌র উপরে তাদের নির্ভরতা ও আস্থার দিক থেকে একেবারে শিশুসুলভ (১৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৬:৭ বিশ্রাম-স্থান। অর্থাৎ যেখানে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই (এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৬:১৬; দেখুন ১ বাদশাহ্ ৫:৪; আরও দেখুন ২৩:২ আয়াতের নোট, "শান্ত পানি")। *আমার প্রাণ।* ১০৩:১-২, ২২ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার মঙ্গল করেছেন।* ১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১১৬:৮-৯ মাবুদের উদ্ধারের অভিজ্ঞতা – ৩-৪ আয়াতের বিষয়বস্তুর পুনরুল্লেখ।

১১৬:১০-১১ গজলটির দ্বিতীয় অংশের সূচনা, যেখানে প্রথম অংশের ভূমিকাটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে (আয়াত ১-২)।

১১৬:১০ আমার বিশ্বাস আছে। জবুর রচয়িতা এখানে নিজের ঈমানের কথা বলছেন যার জন্য তিনি বিপদাপন্ন হয়েও আল্লাহ্‌কে স্মরণ করেছেন ও তাঁকে ডেকেছেন। *আমি নিতান্ত দুঃখার্ত ছিলাম।* এই উক্তির সাথে ১১ আয়াতের উদ্ধৃতি মিলিয়ে ৪ আয়াতের উক্তিটিকে এক করে এই মুনাজাতের পেছনে জবুর রচয়িতার কী ধরনের দুঃখ ও দুর্দশা কাজ করেছে তা উপলব্ধি করা সম্ভব। তিনি যে বিপদের আশঙ্কা থেকে উদ্ধার পেয়েছেন তা তাঁর উপরে এসেছিল দুশমনদের মিথ্যা অভিযোগের কারণে, যেমনটা জবুর ১০৯ অধ্যায়ে দেখা যায় (৫:৯; ১০:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। (আরেক ধরনের ব্যাখ্যার জন্য নিচের নোট দেখুন)।

১১৬:১১ সব মানুষই মিথ্যাবাদী। তাঁর বিপক্ষে যারা মিথ্যা অভিযোগ করে তাদের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগের মূল বক্তব্য (এ ধরনের আরও অভিযোগ সম্পর্কে জানার জন্য দেখুন, ৫:৯-১০; ৩৫:১১, ১৫; ১০৯:২-৪ আয়াত)। অন্যান্যরা এই কথাটিকে একটি ঘোষণা হিসেবে প্রকাশ করেছেন যে, অন্য সব লোকেরা উদ্ধার দানের বিষয়ে মিথ্যা প্রত্যাশা দেয় (আয়াত ৬০:১১; ১১৮:৮-৯ দেখুন) – এ কারণে জবুর রচয়িতা আল্লাহ্‌কে ডেকেছেন।

১১৬:১২ মঙ্গল। এই শব্দের জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি পুরাতন নিয়মে মাত্র একবার এই আয়াতে পাওয়া যায়। তবে এর মূল বুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে "মঙ্গল করা" এবং এ ধরনের ভাষা ৭ আয়াতে আবারও দেখা যায়। আয়াত ৭ ও ১২ এক সাথে বিবেচনা করলে গজলটির মূল বিষয়বস্তু অনুধাবন করা সহজ হয়।

১১৬:১৩-১৪ ১২ আয়াতের প্রশ্নের উত্তর: তাঁর মুনাজাতে তিনি সমস্ত প্রত্যাশা ও প্রয়োজনের কথা আল্লাহ্‌র কাছে খুলে বলেছেন (১৩-১৪, ১৭-১৮ আয়াতের সাথে ৫০:১৪-১৫, ২৩ আয়াতের তুলনা করুন)।

১১৬:১৩ উদ্ধারের পানপাত্র। অনেক সময় মনে করা হয় এই পানপাত্র মথি ২৬:২৭ আয়াতে ও এর সাথে সম্পর্কযুক্ত অন্যান্য ঘটনায় উল্লিখিত ঈদুল ফেসাখের ভোজের সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু এর দ্বারা মূলত বোঝানো হয়েছে আঙ্গুর রসের পানপাত্রের কথা, যা শুকরিয়া কোরবানীর ভোজের সময় ব্যবহার করা হত (এর সাথে তুলনা করুন ২২:২৬, ২৯; লেবীয় ৭:১১-২১ আয়াত)। একে বলা হয়েছে উদ্ধারের পানপাত্র কারণ শুকরিয়া কোরবানী এবং এর ভোজের মধ্য দিয়ে মাবুদ কর্তৃক সাধিত উদ্ধারের কথা স্মরণ করা হত। ১৭-১৮ আয়াতে "আমি তোমার উদ্দেশে শুকরিয়া কোরবানী উৎসর্গ করবো" কথাটি ব্যাখ্যা দেখুন।

১১৬:১৪ মানত। মাবুদের প্রশংসা ও গৌরব করার মানত (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৬:১৫-১৬ ৩-৪ আয়াতের বিস্তারিত আলোচনা। ৩ ও ১৫ আয়াতে মৃত্যু সংক্রান্ত যে কথাগুলো বলা হয়েছে তা লক্ষ্য করুন; এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৮-৯।

১১৬:১৫ তাঁর বিশ্বস্তদের মৃত্যুর মূল্য অনেক বেশি। এখানে অর্থ মূল্যের কথা চিন্তা করা হয় নি, বরং বিশ্বস্ত লোকেরা যে আল্লাহ্‌র জাতির লোক হিসেবে মূল্যবান সে কথা বোঝানো হয়েছে; এর সাথে তুলনা করুন এই উক্তি: "তাঁর দৃষ্টিতে তাদের রক্ত বহুমূল্য হবে" (৭২:১৪)। *তাঁর বিশ্বস্ত।* ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৬:১৬ আমি তোমার গোলাম। সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে জবুর রচয়িতাকে একজন অভিষিক্ত ব্যক্তি হিসেবে দেখানো হয়েছে (৭৮:৭০ আয়াত দেখুন), কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগের ক্ষেত্রে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি নিবেদিত এমন যে কোন কাউকে বোঝানো হতে পারে (দেখুন ১৯:১১, ১৩)। *আমি তোমার গোলাম, তোমার বাঁদীর পুত্র।* অর্থাৎ আমার মা যেভাবে তোমার সেবা করতেন আমিও ঠিক সেভাবেই তোমার সেবা করি। ৮৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৬:১৭-১৯ ১৩-১৪ আয়াতে উল্লিখিত মানতের পুনরুক্তি।

১১৬:১৭ শুকরিয়া কোরবানী উৎসর্গ করবো। ১৩ আয়াতের

উৎসর্গ করবো,
আর মাবুদের নামে ডাকব।
১৮ মাবুদের কাছে আমার সমস্ত মানত পূর্ণ
করবো,
তাঁর সমস্ত লোকের সাক্ষাতেই করবো;
১৯ মাবুদের গৃহের প্রাঙ্গণে,
হে জেরুশালেম, তোমারই মধ্যে পূর্ণ করবো।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১১৭

১ সমস্ত জাতি, মাবুদের প্রশংসা কর;
সমস্ত লোকবৃন্দ, তাঁর সঙ্কীর্তন কর।
২ কেনেনা আমাদের উপরে তাঁর অটল মহব্বত
মহৎ,
ও মাবুদের বিশ্বস্ততা অনন্তকালস্থায়ী।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১১৮

১ মাবুদের শুকরিয়া কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়,
তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী।
২ ইসরাইল বলুক, তাঁর অটল মহব্বত
অনন্তকালস্থায়ী।
৩ হারুনের কুল বলুক, তাঁর অটল মহব্বত
অনন্তকালস্থায়ী।
৪ যারা মাবুদকে ভয় করে, তারা বলুক,
তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী।

[১১৬:১৮] আয়াত ১৪;লেবীয় ২২:১৮।
[১১৬:১৯] জবুর ১০২:২১।
[১১৭:১] রোমীয় ১৫:১১।
[১১৭:২] জবুর ১৭:৭; ১০৩:১১।
[১১৮:১] ১খান্দান ১৬:৮।
[১১৮:৩] হিজ ৩০:৩০।

নোট দেখুন।

১১৬:১৯ মাবুদের গৃহের প্রাঙ্গণে। অর্থাৎ বায়তুল মোকাদ্দসের প্রাঙ্গণ (৮৪:২, ১০; ২ বাদশাহ্ ২১:৫; ২৩:১১-১২)।

জবুর ১১৭ অধ্যায়। জবুর শরীফের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত গজল– এবং কিতাবুল মোকাদ্দসের সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত অধ্যায়– জবুর ১৭ অধ্যায়কে বলা যেতে পারে "হাল্লেলুইয়া" শব্দটির অতিশায়ন (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা)। এটি সম্ভবত হাল্লেল গজলগুলোর (জবুর ১১১-১১৬ অধ্যায়) উপসংহার হিসেবে রচিত হয়েছে, যে সঙ্কলনের মধ্যে এই গজলটি সপ্তম গজল হিসেবে বিবেচিত হয়। সমস্ত জাতি ও লোকদেরকে মাবুদের এবাদত, প্রশংসা ও গৌরব করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় ৪৭:১; ৬৭:৩-৫; ৯৬:৭; ৯৮:৪; ১০০:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন) তাঁর মহান ভালবাসা ও ইসরাইলের প্রতি চিরস্থায়ী বিশ্বস্ততার জন্য (ইশা ১২:৪-৬ আয়াত দেখুন)। এভাবেই পুরাতন নিয়মের হাল্লেলুইয়া গজল যখন পূর্ণভাবে বিকশিত হয়েছে তখন তা মহান খোদায়ী সত্যকে প্রকাশ করেছে এবং সেই সাথে সমগ্র মানব জাতির জন্য আল্লাহ্ যে রহমত দান করেছেন তার স্মরণিকা তুলে ধরেছে (যেমন দেখুন ২:৮-১২; ৪৭:৯; ৬৭:২; ৭২:১৭; ১০২:১৫; ১১০)। জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১১৭:১ রোমীয় ১৫:১১ আয়াতে এই কথাটিকে উদ্ধৃত করা হয়েছে এ কথার প্রামাণ্য হিসেবে যে, অ-ইহুদীদের নাজাত এবং অ-ইহুদীদের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্র গৌরব সাধন ছিল আল্লাহ্রই মহান পরিকল্পনার অংশ।

১১৭:২ গৌরব ও প্রশংসা জ্ঞাপনের কারণ। *তাঁর অটল মহব্বত ... মাবুদের বিশ্বস্ততা।* অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্র অটল মহব্বত ও বিশ্বস্ততা (৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১১৮ অধ্যায়। দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধারের কাওয়ালী। সম্ভবত এই গজলটি হচ্ছে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কাওয়ালী যা বাদশাহ্ দাউদ জাতিগত সঙ্কট থেকে আল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার লাভের পরে এবং পরজাতিদের সাথে যুদ্ধে বিজয় লাভের পরে লিটার্জির অংশ হিসেবে গাওয়া হত (এর সাথে তুলনা করুন ২ খান্দান ২০:২৭-২৮; এর সাথে ১৯ আয়াতের নোট দেখুন)। ৫-২১ আয়াতের বক্তা হলেন বাদশাহ্। মিসরীয় হাল্লেলের শেষ গজল হিসেবে (জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায় দেখুন; জবুর ১১১-১১৯ অধ্যায়ের নোট দেখুন) এই গজলটি সম্ভবত প্রভু ঈসা মসীহ্ এবং তাঁর সাহাবীগণ তাঁদের শেষ ভোজের সমাপনী পর্যায়ে গেয়েছিলেন (মথি ২৬:৩০ আয়াতের নোট দেখুন)। শুরুতে রয়েছে আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্য একটি লিটার্জি ভিত্তিক আহ্বান (আয়াত ১-৪), এর পর বাদশাহ্ আল্লাহ্ কর্তৃক জাতিগত সঙ্কট থেকে উদ্ধার লাভের জন্য এবং যুদ্ধে বিজয় লাভের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপনের গজল গেয়েছেন (আয়াত ৫-২১)। তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি পঙক্তিমালায় গজলের মূল ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ৫-৭), যার পরেই রয়েছে দুটি সাত আয়াত বিশিষ্ট পঙক্তিমালা (আয়াত ৮-১৪, ১৫-২১) যেখানে এই মূল ভাবটিকে আরও প্রস্ফুটিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অংশের শেষে বলা হয়েছে "আর তুমি আমার উদ্ধার হয়েছ"। ২২-২৭ আয়াতে মাবুদ আল্লাহ্ যা করেছেন তার জন্য লোকদের উল্লাস ও আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে। এর পর বাদশাহ্ মাবুদের উদ্দেশে তাঁর প্রশংসার সর্বশেষ বাণী উচ্চারণ করেছেন (আয়াত ২৮) এবং এই লিটার্জি সমাপ্ত করা হয়েছে (আয়াত ২৯) আবারও আল্লাহ্র প্রশংসা করার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে।

১১৮:১-৪ আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্য লিটার্জি ভিত্তিক আহ্বান।

১১৮:১ মাবুদ আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্য প্রচলিত ভঙ্গিতে আহ্বান জানানো হয়েছে (জবুর ১০৫-১০৭; ১৩৬; ১ খান্দান ১৬:৮, ৩৪; ২ খান্দান ২০:২১ আয়াতে এভাবে আহ্বান জানাতে দেখা যায়)। *মাবুদের শুকরিয়া কর।* জবুর ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। এই অধ্যায়টি ২-৪ ও ২৯ আয়াতের সাথে একত্রে মিলে ৫-২১ আয়াতের বক্তব্যকে প্রতিফলন করে। *অটল মহব্বত।* ২-৪, ২৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৮:২-৪ ইসরাইল ... হারুনের কুল ... যারা মাবুদকে ভয় করে। ১১৫:৯-১১ আয়াত ও নোট দেখুন। জবুর শরীফে তিন বার পুনরুক্তি করা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য (৯৬:১-৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৮:৪ মাবুদকে ভয় করে। ৬৬:১৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৮:৫-২১ উদ্ধার লাভ ও বিজয় লাভের জন্য মাবুদের উদ্দেশে বাদশাহ্র শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গজল।

১১৮:৫-৭ বাদশাহ্র গজলের ভূমিকা: আমি মাবুদকে ডাকলাম; তিনি আমাকে জবাব দিলেন; আমি ভয় করবো না।

৫ আমি সঙ্কটের মধ্য থেকে মাবুদকে ডাকলাম;
মাবুদ আমাকে জবাব দিলেন এবং মুক্ত
করলেন।
৬ মাবুদ আমার পক্ষে আছেন, আমি ভয় করবো
না;
মানুষ আমার কি করতে পারে?
৭ মাবুদ আমার সপক্ষ, আমার সহায়দের
মধ্যবর্তী;
তাই আমি আমার বিদ্বেষীদের দশা দেখব।
৮ মানুষের উপর নির্ভর করার চেয়ে মাবুদের
আশ্রয় নেওয়া উত্তম।
৯ প্রধানবর্গের উপর নির্ভর করার চেয়ে মাবুদের
আশ্রয় নেওয়া উত্তম।
১০ সমুদয় জাতি আমাকে ঘিরে রেখেছে;
মাবুদের নামে আমি তাদেরকে উচ্ছেদ
করবো।
১১ তারা আমাকে ঘিরে রেখেছে, হ্যাঁ, আমাকে
ঘিরে রেখেছে,
মাবুদের নামে আমি তাদেরকে উচ্ছেদ
করবো।
১২ মধুমক্ষিকার মত তারা আমাকে ঘিরে রেখেছে,
কাঁটার আগুনের মত তারা নিভে গেল;
মাবুদের নামে আমি তাদেরকে উচ্ছেদ
করবো।

[১১৮:৫] জবুর ১৮:৬; ৩১:৭; ৭৭:২; ১২০:১।

[১১৮:৬] দ্বি.বি. ৩১:৬; ইব ১৩:৬।
[১১৮:৭] দ্বি.বি. ৩৩:২৯।
[১১৮:৮] ২খান্দান ৩২:৭-৮; ইশা ২:২২।
[১১৮:৯] জবুর ১৪৬:৩।
[১১৮:১২] দ্বি.বি. ১:৪৪।
[১১৮:১৩] ২খান্দান ১৮:৩১; জবুর ৮৬:১৭।
[১১৮:১৪] হিজ ১৫:২।
[১১৮:১৫] লূক ১:৫১।
[১১৮:১৭] ইব ১:১২।
[১১৮:১৮] ইয়ার ৩১:১৮; ১করি ১১:৩২; ইব ১২:৫।
[১১৮:২০] প্রকা ২২:১৪।
[১১৮:২১] জবুর

১৩ তুমি আমাকে ফেলে দেবার জন্য ধাক্কা
মেরেছ,
কিন্তু মাবুদ আমার সাহায্য করলেন।
১৪ মাবুদ আমার বল ও গান;
তিনি আমার উদ্ধার হয়েছেন।
১৫ ধার্মিকদের তাঁবুতে বিজয়ের ও উদ্ধারের
আনন্দ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে;
মাবুদের ডান হাত বিক্রমশালী কাজ
করেছেন।
১৬ মাবুদের ডান হাত উন্নত,
মাবুদের ডান হাত বিক্রমশালী কাজ
করেছেন।
১৭ আমি মরবো না, কিন্তু জীবিত থাকব,
আর মাবুদের সমস্ত কাজ বর্ণনা করবো।
১৮ মাবুদ আমাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন,
কিন্তু মৃত্যুর হাতে তুলে দেন নি।
১৯ আমার জন্য ধার্মিকতার সমস্ত দ্বার দরজা
খুলে দাও;
আমি তা দিয়ে প্রবেশ করবো, মাবুদের
শুকরিয়া করবো।
২০ এই তো মাবুদের দরজা,
এর মধ্য দিয়েই ধার্মিকেরা প্রবেশ করে।
২১ আমি তোমার প্রশংসা করবো,
কেননা তুমি আমাকে উত্তর দিয়েছ,

১১৮:৫ মাবুদকে ডাকলাম ... মুক্ত করলেন। অন্যান্য স্থানেও এ ধরনের আকুতি ও উদ্ধারের কথা রয়েছে, যেমন ৩:৪; ৪:১; ১৭:৬; ২২:২; ২৭:৭; ৮৬:৭; ৯১:১৫; ৯৯:৬; ১০২:২; ১২০:১; ১৩৮:৩; ১ বাদশাহ্ ১৮:২৪; মেসাল ২১:১৩; ইশা ৬৫:২৪; ইয়ার ৩৩:৩; ইউনুস ২:২ – এই সবগুলো আয়াতেই একই হিব্রু শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সঙ্কটের মধ্য থেকে। ১৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৮:৮-১৪ মাবুদের উদ্ধারকারী সহায় লাভের অভিজ্ঞতার প্রতিফলন – আয়াত ৮-৯ ও ১৪ এই অংশটির কাঠামো নির্দেশ করেছে।

১১৮:৮-৯ ৩৩:১৬-১৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে জবুর ৬২ ও ১৪৬ অধ্যায় দেখুন।

১১৮:১০ মাবুদের নামে। ১ শামু ১৭:৪৫ আয়াত দেখুন। *নাম।* ১১-১২, ২৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৮:১২ কাঁটার আগুনের মত। ৫৮:৯ আয়াত ও নোট দেখুন।

১১৮:১৩ ফেলে দেবার জন্য। যেন মৃত্যু হয় (আয়াত ১৭-১৮ দেখুন; এর সাথে ১৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৮:১৪ সম্ভবত এখানে হিজরত ১৫ অধ্যায়ের বিজয় লাভের গজলটিকে স্মরণ করা হয়েছে, কিন্তু এই আয়াতটি মূলত মাবুদের প্রশংসা দানের সাক্ষ্য হিসেবে বহুল ব্যবহৃত আয়াতে পরিণত হয়েছে (ইশা ১২:২ আয়াত দেখুন)।

১১৮:১৫-২১ মাবুদ কর্তৃক উদ্ধার লাভের জন্য আনন্দ উদযাপন– যার কাঠামো নির্দেশ করেছে আয়াত ১৫-১৬ ও আয়াত ২১।

১১৮:১৫ তাঁবু। বাসস্থান। *ধার্মিক।* ইসরাইল জাতি, যারা তাদের অন্তর ও সমগ্র জীবন মাবুদের উদ্দেশে নিবেদন করেছে (আয়াত ২০ দেখুন; এর সাথে ৬৮:৩ আয়াতের নোট দেখুন)। এর সাথে তুলনা করুন "দুষ্টদের তাঁবু" (৮৪:১০ আয়াত)।

১১৮:১৭ *জীবিত থাকব ... বর্ণনা করবো।* ১১৫:১৭-১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬:৫ আয়াতের নোটও দেখুন।

১১৮:১৮ আমাকে কঠিন শাস্তি দিয়েছেন। বাদশাহ্ এ কথা স্বীকার করছেন যে, তিনি যে গভীর সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছেন তার কারণ হল তিনি আল্লাহ্‌র ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন নি– কাজেই তাঁকে শাসন করার জন্য মাবুদ এই শাস্তি দান করেছেন (৬:১; ৩৮:১; ৯৪:১২; দ্বি.বি. ৪:৩৬; ৮:৫ আয়াত দেখুন)।

১১৮:১৯ দরজা খুলে দাও। এই অংশটি লিটার্জি ভিত্তিক পদযাত্রার কথা নির্দেশ করে (আয়াত ২৭ দেখুন) যেখানে বাদশাহ্ এবাদতকারীদের নেতৃত্ব দানকারী হিসেবে বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবেন (জবুর ২৪ ও ৬৮ অধ্যায় দেখুন)। *দ্বার।* বায়তুল মোকাদ্দসের ভেতরের প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার মূল দরজা। *ধার্মিকতা।* অনেক সময় একে একটি বিশেষ দরজা বলে মনে করা হয়, যার অর্থ হচ্ছে, "যেখান দিয়ে ধার্মিকেরা প্রবেশ করতে পারবে" (আয়াত ২০)। সম্ভবত এই পদযাত্রা নগরের বাইরে থেকে শুরু হত এবং (ধার্মিকদের দ্বার) হচ্ছে জেরুশালেম নগরীর, তথা আল্লাহ্‌র নগরীর দ্বার (২৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ২৬:২ আয়াতও দেখুন)।

১১৮:২১ বাদশাহ্‌র শুকরিয়া জ্ঞাপনের গজলের এই অংশের শেষ আয়াতটিতে ১ আয়াতের "প্রশংসা কর," ৫ আয়াতের "উদ্ধার করেছ," এবং ১৪ আয়াতের সাক্ষ্য প্রতিফলিত হয়েছে।

আর তুমি আমার উদ্ধার হয়েছ।
২২ রাজমিস্ত্রিরা যে পাথর অগ্রাহ্য করেছে,
তা কোণের প্রধান পাথর হয়ে উঠলো।
২৩ এটা মাবুদই করেছেন,
আর তা আমাদের দৃষ্টিতে অদ্ভুত লাগে।
২৪ আজ মাবুদের কৃত দিন;
আমরা এই দিনে উল্লাস ও আনন্দ করবো।
২৫ হে মাবুদ, আরজ করি, উদ্ধার কর;
হে মাবুদ, আরজ করি, সাফল্য দাও।
২৬ তিনি ধন্য হোন, যিনি প্রভুর নামে আসছেন;
আমরা মাবুদের গৃহ থেকে তোমাদেরকে দোয়া
২৭:১।
[১১৮:২২] লূক ২০:১৭;প্রেরিত ৪:১১; ১পিতর ২:৭।
[১১৮:২৩] মথি ২১:৪২; মার্ক ১২:১১।
[১১৮:২৬] মথি ১১:৩; মার্ক ১১:৯; লূক ১৩:৩৫; ১৯:৩৮; ইউ ১২:১৩।
[১১৮:২৭] মালাখী
করি।
২৭ মাবুদই আল্লাহ্;
তিনি আমাদেরকে আলো দিয়েছেন;
তোমরা দড়ি দিয়ে উৎসবের কোরবানী
কোরবানগাহ্‌র শৃঙ্গে বাঁধ।
২৮ তুমি আমার আল্লাহ্, আমি তোমার প্রশংসা করবো;
তুমি আমার আল্লাহ্, আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করবো।
২৯ তোমরা মাবুদের শুকরিয়া কর,

১১৮:২২-২৭ মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্দেশে লোকদের প্রশংসা বাণী উচ্চারণ।

১১৮:২২ রাজমিস্ত্রিরা যে পাথর অগ্রাহ্য করেছে। খুব সম্ভবত এখানে বাদশাহ্‌র কথা বোঝানো হয়েছে (যিনি আল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার প্রাপ্ত এবং বিজয়ী হয়েছেন বলেই এই আনন্দ উদযাপন করা হচ্ছে), যাঁকে আক্রমণকারী রাজ্যের শাসকেরা অত্যন্ত ছোট করে দেখেছিল। অন্যান্য মনে করেন এই পাথর বলতে ইসরাইল জাতিকে বোঝানো হয়ে থাকে, যে জাতিকে বিশ্বের শক্তিশালী জাতিরা অগ্রাহ্য করেছিল ও তুচ্ছ বলে মনে করেছিল।

কোণের প্রধান পাথর। আক্ষরিক অর্থে "কোণের ভিত্তি প্রস্তর"– এখানে দরজার উপরে ব্যবহৃত ভারসাম্য রক্ষাকারী পাথর বোঝানো হতে পারে, কিংবা কোন দেয়াল বা ছাদের কাঠামো নির্দেশক পাথরও বোঝানো হতে পারে, যা গৃহের ভারসাম্য রক্ষায় মূল দায়িত্ব পালন করে (জাকা ৪:৭; ১০:৪ আয়াত দেখুন)। ভাষাগত এই ব্যত্যয়ের মধ্য দিয়ে জবুর রচয়িতা এখানে ইসরাইলকে কোণের প্রধান প্রস্তর বলতে মূলত "প্রধান শাসক" হিসেবে বুঝিয়েছেন। হিব্রু ভাষায় "কোণ" শব্দটি দিয়ে অনেক সময় একজন শাসক বা নেতাকে বোঝানো হয়ে থাকে; ইশা ১৯:১৩ আয়াত দেখুন; এর সাথে কাজী ২০:২; ১ শামু ১৪:৩৮ আয়াতও দেখুন)। পাথরটি দুনিয়াবী শক্তির কাছে অপদস্থ হওয়ার পরও নতুন দুনিয়ার ভিত্তি স্থাপনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় পাথর হয়ে উঠলো, ঠিক যেভাবে আল্লাহ্ ইসরাইল জাতিকে সবচেয়ে শক্তিশালী জাতিতে রূপান্তরিত করতে চলেছেন। প্রভু ঈসা মসীহ্ এই আয়াতটিকে (ও ২৩ আয়াতটিকেও) তাঁর নিজের জীবনে প্রয়োগ করেছেন (মথি ২১:৪২; মার্ক ১২:১০-১১; লূক ২০:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে প্রেরিত ৪:১১; ইফি ২:২০; ১ পিতর ২:৭ আয়াতও দেখুন)।

১১৮:২৪ আজ মাবুদের কৃত দিন ... উল্লাস ও আনন্দ করবো। এই উল্লাস ও আনন্দের দিন পালন সম্ভব হয়েছে বিজয়ের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ কর্তৃক উদ্ধার লাভের মধ্য দিয়ে। অন্যান্যরা মনে করেন এখানে ঈদুল ফেসাখের উৎসবের কথা বোঝানো হয়েছে। *কৃত দিন।* স্বয়ং আল্লাহ্ এই পাথর বা কোণের পাথর নির্মাণ করেছেন (আয়াত ২২; আরও দেখুন আয়াত ১৫-১৭, ২৩)।

১১৮:২৫ আল্লাহ্ যেন তাঁর লোকদেরকে রক্ষা করেন এবং উদ্ধার করেন তার জন্য মুনাজাত (এর সাথে মথি ২১:৯ আয়াতের নোট তুলনা করুন)।

১১৮:২৬ যিনি প্রভুর নামে আসছেন। যিনি মাবুদের নামে ও তাঁর শক্তিতে আমাদের সমস্ত দুশমনদেরকে বিনষ্ট ও পরাজিত করে থাকেন (আয়াত ১০-১২ দেখুন)। *মাবুদের গৃহ থেকে।* অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্ উপস্থিতির অধীনে থেকে (১৩৪:৩ আয়াত দেখুন)। *তোমাদেরকে।* এখানে বহুবচনে কথাটি বলা হয়েছে। সম্ভবত বাদশাহ্‌কে সম্মান দেখানোর জন্য কথাটি বলা হত এবং বহুবচন ব্যবহার করার অর্থ হচ্ছে বাদশাহ্‌র পাশাপাশি আল্লাহ্‌কেও সম্মানিত করা হত (১ বাদশাহ্ ৯:৬ আয়াতের নোট দেখুন)। অবশ্য এখানে তাদের কথাও বোঝানো হতে পারে যারা যুদ্ধে বাদশাহ্‌র সাথে বিজয় লাভ করেছেন। যে সমবেত জনতা প্রভু ঈসা মসীহ্‌কে জেরুশালেম নগরীর প্রবেশ দ্বারে বাদশাহ্ বলে সম্বোধন করে স্বাগত জানিয়েছিল তারা ২৫-২৬ আয়াতের কথাগুলোকে ব্যবহার করেছিল (ইউহোন্না ১২:১৩ আয়াত দেখুন)।

১১৮:২৭ তিনি আমাদেরকে আলো দিয়েছেন। ইমামের দোয়া বাণীর প্রতিফলন (শুমারী ৬:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন)। *তোমরা দড়ি দিয়ে ... বাঁধ।* আপাতদৃষ্টিতে শুকরিয়া জ্ঞাপনের এই লিটার্জির সমাপ্তি টানা হয়েছে (লেবীয় ৭:১১-২১ আয়াত দেখুন), যদিও অন্যান্যরা বলেন এর মধ্য দিয়ে শরীয়ত-তাঁবুর ঈদের লিটার্জির কথা বোঝানো হয়েছে।

১১৮:২৮ ২১ আয়াতে বাদশাহ্ যে সমাপনী বক্তব্য রেখেছিলেন তারই প্রতিফলন এই আয়াতে দেখা যায়।

১১৮:২৯ মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য পুনরায় লোকদেরকে আহ্বান জানানো হচ্ছে (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ১১৯ অধ্যায়। জবুর শরীফের সবচেয়ে বড় গজল, তথা সমগ্র কিতাবুল মোকাদ্দসের সবচেয়ে বড় অধ্যায়। এখানে ব্যক্ত হয়েছে মাবুদের কালামের প্রশংসা সূচক ধ্যান ভিত্তিক গজল (এর সাথে তুলনা করুন ১১৭ অধ্যায়ের ভূমিকা)। গজলটির রচয়িতা ছিলেন অনুসরণীয় ধার্মিকতার অধিকারী একজন ইসরাইলীয় নাগরিক, যিনি – (১) আল্লাহ্‌র কালামকে তাঁর নিজ জীবনের কালাম হিসেবে আত্মস্থ করেছিলেন এবং নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন; (২) যিনি তাঁর নিজ অন্তর ও জীবনের সমস্ত ভুল ত্রুটি নম্রতার সাথে স্বীকার করেছেন; (৩) আল্লাহ্‌র সংশোধনী সমস্ত শাসনের ব্যথা ও ফল তিনি অবগত আছেন; এবং (৪) যারা আল্লাহ্‌র কালামের চরম অবমাননা করে ও যারা তাকে নিজেদের শত্রুতে পরিণত করেছে, তাঁকে উপহাস ও তাচ্ছিল্য করে তাদের হাতে তিনি চরমভাবে নিগৃহীত হয়েছেন। খুব সম্ভবত তিনি একজন ইমাম (২৩, ৫৭ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এই গজলটির মধ্য দিয়েই সম্ভবত তিনি খোদায়ী চরিত্র অর্জনের জন্য একজন ইমাম হিসেবে তিনি যে সকল দিক

কেননা তিনি মঙ্গলময়;
তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী।

জবুর ১১৯

আলেফ ☐

১ সুখী তারা, যারা আচরণে সিদ্ধ,
যারা মাবুদের শরীয়তের পথে চলে।

৪:২; ১ পিতর ২:৯।
[১১৮:২৮] পয়দা ২৮:২১।
[১১৯:১] দ্বি.বি. ১৮:১৩।
[১১৯:২] ১খান্দান ১৬:১১।
[১১৯:৩] ১ইউ

২ সুখী তারা, যারা তাঁর সমস্ত নির্দেশ পালন করে;
যারা সর্বান্তঃকরণে তাঁর খোঁজ করে।
৩ আবার তারা অন্যায় করে না,
তারা তাঁর সকল পথে গমন করে।
৪ তুমি তোমার আদেশমালা হুকুম করেছ,
যেন আমরা যত্নপূর্বক তা পালন করি।

নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন তা জানিয়েছেন। তিনি ১৯:৭-১৩ আয়াতে মূল বিষয়বস্তুকে আরও বিধৃত করেছেন এবং উদ্ধার লাভের বেশ কিছু মুনাজাতকে তিনি এক সাথে করেছেন, যা একটি বৃহদাকার বর্ণানুক্রমিক গজলে রূপ নিয়েছে যার জন্য প্রয়োজন অধ্যবসায় ও মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন। সকল গজলের মধ্যে এটি বস্তুত গদ্য আকারে রচিত হয়েছে, পদ্য বা গজল আকারে নয়। এই গজলের অধিকাংশ পঙক্তিই আল্লাহ্‌কে উদ্দেশ্য করে রচনা করা হয়েছে, যেখানে আল্লাহ্‌র কালাম ও বিধানের প্রতি অনুধ্যানের পাশাপাশি মিশ্রিত হয়েছে মুনাজাত। তথাপি প্রারম্ভিক আয়াতে এই বিষয়টি মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, খোদায়ী নির্দেশনা দানের উদ্দেশ্যেই গজলটি রচনা করা হয়েছে (জবুর ১ অধ্যায়ের আদর্শ অনুসারে; এর সাথে ৯ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর শরীফে এই অধ্যায়টির অবস্থানের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে জবুর ১১১-১১৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। এর সাথে ১১১:১; ১১২:১ আয়াতের নোটও দেখুন। জবুর শরীফের অন্যান্য সব স্থানে সৃষ্ট দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র আশ্চর্য কাজের উপরে ও দুনিয়াতে তাঁর কর্তৃত্বের উপরে মূলত আলোকপাত করা হয়েছে, যা কিতাবটির অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু। গজলটির রচয়িতা মাবুদের কালামের দুটি বৈশিষ্ট্যকে এখানে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন: (১) জীবনের জন্য আল্লাহ্‌র সমস্ত নির্দেশনা সমূহ এবং (২) আল্লাহ্‌র ওয়াদাসমূহ – তাঁর বাধ্য হওয়ার জন্য আহ্বান এবং তাঁর বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য আহ্বান (প্রকৃত খোদায়ী চরিত্রের অধিকারী হওয়ার দুটি প্রধান উপাদান; ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এর উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে তিনি পুরাতন নিয়মের প্রথা অনুসারে আটটি হিব্রু শব্দ ব্যবহার করেছেন: তৌরাত, "শরীয়ত"; ইদোত, "বিধান"; পিক্কুদিম, "আদেশমালা"; মিওয়োত, "হুকুম, হুকুমনামা"; মিসফয়িম, "অনুশাসন" (১৯:৭-৯ আয়াতে এই শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং ১৯:৯ আয়াতে "বিধান" অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে); উক্কিম, "বিধি"; দবার, "কালাম" (অনেক সময় এটি "শরীয়ত" ব্যবহৃত হয়েছে, অনেক সময় "ওয়াদা" অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে); ইমরাহ্‌, "কালাম," তবে "ওয়াদা" অর্থেই বেশি ব্যবহৃত হয়েছে। এই শব্দগুলো তিনি ২২টি পঙক্তিমালার মধ্যে সুন্দরভাবে বণ্টন করেছেন এবং একেকটি পঙক্তিমালায় একেকভাবে এগুলো বিন্যস্ত হয়েছে। হে, ওয়াভ, হেৎ, ইয়োদ, কাফ, পে – এই বর্ণধারী পঙক্তিমালাগুলোতে তিনি আটটি শব্দই ব্যবহার করেছেন, এবং অন্যান্যগুলোতে ছয়টির নিচে কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় নি। আটটি শব্দকে প্রত্যেকটি পঙক্তিমালায় প্রত্যেকটি শিরোনামধারী বর্ণের জন্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে রচয়িতা বর্ণমালার প্রত্যেকটি বর্ণকে ধরে আটটি আয়াত ব্যবহার করেছেন যেন এই আটটি শব্দকেই তিনি ব্যবহার করতে পারেন। এ কারণে গজলটি যে পুরোপুরি বর্ণানুক্রমিক ভঙ্গিতে রচিত হয়েছে সে কথা বলাই বাহুল্য। তবে এটি অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, প্রথম তিনটি ও শেষ তিনটি আয়াত পুরো গজলের ভূমিকা ও উপসংহার নির্দেশ করেছে। ভূমিকায় গজলে খোদায়ী প্রজ্ঞা ও জ্ঞান নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং উপসংহারে চমৎকারভাবে মূল বিষয়বস্তুর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ বিষয়টিও লক্ষ্যণীয় যে, গজলের মাঝের অংশটিকে এ ধরনেরই তিন আয়াত বিশিষ্ট একটি বিশেষ পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা গজলটির দ্বিতীয় অংশের সূচনা করেছে (আয়াত ৮৯-৯১ আয়াতের নোট দেখুন)। নিচের নোটগুলো এই চিন্তাকে আরও প্রসারিত করেছে এবং প্রতিটি পঙক্তিমালায় যে কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেছে।

১১৯:১-৩ সাধারণ শুভেচ্ছা ও দোয়া-বাণী।

১১৯:১-২ *সুখী।* ১:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১ যারা আচরণে সিদ্ধ। ভূমিকার বাকি অংশে এই কথাটিকে আরও বিধৃত করা হয়েছে, যা শেষ করা হয়েছে এই প্রচলিত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে: "তাঁর সকল পথে গমন করে" (আয়াত ৩)। পয়দা ১৭:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন পয়দা ২৬:৫ আয়াতের নোট।

শরীয়ত। হিব্রু তৌরাত শরীফ, যেখানে আল্লাহ্‌র লোকদের উদ্দেশে তাঁর প্রদত্ত সকল বিধান ও হুকুমনামা শরীয়তের আকারে সঙ্কলিত হয়েছে (দ্বি.বি. ৪:৪৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। পরবর্তীতে "শরীয়ত" শব্দটিকে আরও বৃহৎ পরিধিতে প্রকাশ করা হয়েছে – সমগ্র পঞ্চকিতাব (লূক ২৪:৪৪ আয়াত ও নোট দেখুন) কিংবা সমগ্র পুরাতন নিয়ম (ইউহোন্না ১০:৩৪; ১২:৩৪; ১৫:২৫; ১ করি ১৪:২১ আয়াতের নোট দেখুন) – কিন্তু এখানে যে প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে তাতে শব্দটির অর্থ কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে আসে।

১১৯:২ নির্দেশ। হিব্রু শব্দ ইদোত, যা দিয়ে মূলত বোঝানো হয় শরীয়তের মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রদত্ত সকল নির্দেশ ও হুকুমনামা (২৫:১০, "প্রত্যাশা"; দ্বি.বি. ৪:৪৫, "শর্ত" দেখুন)। *যারা সর্বান্তঃকরণে তাঁর খোঁজ করে।* দ্বি.বি. ৪:২৯ আয়াত ও নোট দেখুন। *সর্বান্তঃকরণ।* ৪:৭ আয়াত দেখুন। এর সাথে ৪:৭ আয়াতের নোটও দেখুন।

১১৯:৩ তাঁর সকল পথ। এই কথার জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি জবুর শরীফে খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে, তবে দ্বিতীয় বিবরণ ও অন্যান্য আরও কয়েকটি স্থানে আল্লাহ্‌র শরীয়ত পালনের ক্ষেত্রে শব্দটি বেশ ব্যবহৃত হয়েছে (২৫:৪ আয়াতের নোট দেখুন) – এখানে ১ আয়াতের পথ শব্দটির সাথে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে।

১১৯:৪-৮ যারা আল্লাহ্‌র বিধান মান্য করে (আয়াত ৪-৫, ৮) তারা আল্লাহ্‌র সহায় লাভ করে (আয়াত ৬-৮ দেখুন)।

১১৯:৪ আদেশমালা। হিব্রু শব্দ পিক্কুদিম, যার মধ্য দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রবর্তিত বিশেষ নিয়ম বোঝানো হয়ে থাকে (১৯:৮; ১১১:৭ আয়াত দেখুন)।

৫ আহা! আমার সমস্ত পথ সুস্থির হোক,
যেন আমি তোমার বিধিগুলো পালন করি।
৬ তখন আমি লজ্জিত হব না,
যখন তোমার সমস্ত হুকুমের প্রতি দৃষ্টি রাখি।
৭ যখন তোমার ধর্মময় অনুশাসনগুলো শিক্ষা করি,
তখন আমি সরল অন্তরে তোমার প্রশংসা করবো।
৮ আমি তোমার বিধিগুলো পালন করবো;
আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করো না।

বৈৎ ב

৯ যুবক কেমন করে নিজের পথ বিশুদ্ধ করবে?
তোমার সমস্ত হুকুম পালন করেই তা করবে।
১০ আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার খোঁজ করেছি,
আমাকে তোমার নির্দেশিত পথ ছেড়ে ঘুরে বেড়াতে দিও না।
১১ তোমার কালাম আমি হৃদয়ের মধ্যে সঞ্চয় করেছি,
যেন তোমার বিরুদ্ধে গুনাহ্ না করি।
১২ ধন্য তুমি, হে মাবুদ,
আমাকে তোমার বিধিগুলো শিক্ষা দাও।
১৩ আমি ওষ্ঠাধরে বর্ণনা করেছি
তোমার মুখের সমস্ত অনুশাসন।
১৪ আমি তোমার নির্দেশ-পথে আমোদ করেছি,
যেমন ধন-সম্পদে লোকে আনন্দ করে।
১৫ আমি তোমার আদেশমালা ধ্যান করবো,
তোমার সকল পথের প্রতি দৃষ্টি রাখবো।
১৬ আমি তোমার বিধিগুলোতে উল্লসিত হব,
তোমার কালাম ভুলে যাব না।

গিমল ג

১৭ তোমার গোলামের মঙ্গল কর, যেন আমি বাঁচি,
তা হলে আমি তোমার কালাম পালন করবো।
১৮ আমার নয়ন খুলে দাও, যেন আমি দর্শন করি,
তোমার শরীয়তে আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয় দেখি।

৩:৯।
[১১৯:৪] দ্বি.বি. ৬:১৭।
[১১৯:৫] লেবীয় ১৯:৩৭।
[১১৯:৭] দ্বি.বি. ৪:৮।
[১১৯:১০] জবুর ৯:১।
[১১৯:১১] আয়াত ১৩৩,১৬৫; জবুর ১৮:২২-২৩; ১৯:১৩; মেসাল ৩:২৩; ইশা ৬৩:১৩।
[১১৯:১২] হিজ ১৮:২০।
[১১৯:১৫] আয়াত ৯৭,১৪৮; জবুর ১:২।
[১১৯:১৬] জবুর ১১২:১।
[১১৯:১৭] জবুর

১১৯:৫ বিধি। হিব্রু শব্দ উক্কিম, যার অর্থ শরীয়তের বিধান বা নির্দেশনা (দ্বি.বি. ৬:২; ২৮:১৫, ৪৫; ৩০:১০, ১৬; ১ বাদশাহ্ ১১:১১ আয়াত দেখুন), এর মধ্য দিয়ে শরীয়তের অটলতা ও অমোচনীয়তা নির্দেশ করা হয়েছে।

১১৯:৬ আমি লজ্জিত হব না। জবুর রচয়িতা দরিদ্রতা, অসুস্থতা বা তাঁর দুশমনদের হাতে নির্যাতন ও অপমানের শিকার হবেন না এবং তিনি কারও উপহাসের পাত্র হবেন না (আয়াত ৩১, ৪৬, ৮০; ২৫:২-৩, ২০ দেখুন; এর সাথে এই গজলের ভূমিকাও দেখুন), বরং তিনি মাবুদের গৌরব ও প্রশংসা করবেন (আয়াত ৭)। তিনি সমস্ত দোয়া ও রহমত লাভ করেছেন কারণ মাবুদ আল্লাহ্ তাঁকে ছেড়ে যান নি (আয়াত ৮ দেখুন)। *দৃষ্টি রাখি।* শ্রদ্ধা করা, আত্মস্থ করা (আয়াত ১৫; ৭৪:২০ দেখুন)। *হুকুম।* হিব্রু শব্দ মিওয়োত, শরীয়তের নির্দেশনা বা আদেশসমূহ (হিজ ২০:৬; ২৪:১২; দ্বি.বি. ৪:২ আয়াত দেখুন) যা প্রধানত স্বয়ং আল্লাহ্ প্রদান করেছেন।

১১৯:৭ ধর্মময়। আল্লাহ্‌র শরীয়ত সম্পর্কে রচয়িতার অন্যতম প্রিয় একটি উক্তি (আয়াত ৬২, ৭৫, ১০৬, ১২৩, ১৩৮, ১৪৪, ১৬০, ১৬৪, ১৭২ দেখুন; এর সাথে ১৯:৯ আয়াতও দেখুন)। *অনুশাসন।* হিব্রু শব্দ মিসফয়িম, শরীয়তের নির্দেশমালা (হিজ ২১:১; ২৪:৩; দ্বি.বি. ৪:১ আয়াত দেখুন), যেভাবে একজন বাদশাহ্ তার দেশের আইন-কানুন প্রণয়ন করে থাকেন।

১১৯:৮ আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করো না। অর্থাৎ দারিদ্রতার কাছে, অসুস্থতার কাছে বা আমার দুশমনদের কাছে আমাকে ছেড়ে দিও না (এর সাথে তুলনা করুন ৯:১০; ২২:১; ২৭:৯-১০; ৩৮:২১; ৭১:৯, ১১, ১৮)।

১১৯:৯ যুবক। প্রজ্ঞাবান শিক্ষকের মত করে যুবকদের উদ্দেশে শিক্ষা দানের ভঙ্গিতে কথাটি বলা হয়েছে (৩৪:১১; মেসাল ১:৪; হেদায়েত ১১:৯; ১২:১ আয়াত দেখুন; এর সাথে মেসাল কিতাবের ভূমিকা: উদ্দেশ্য ও শিক্ষা অংশের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ দেখুন)। *বিশুদ্ধ।* সমস্ত মানবীয় ও দুনিয়াবী কলুষতা থেকে মুক্ত (৭৩:১৩)। *হুকুম।* হিব্রু শব্দ দবার, যা আল্লাহ্‌র অনুপ্রাণিত কালাম অর্থেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে এখানে বিশেষভাবে আল্লাহ্‌র শরীয়তের কথা বোঝানো হয়েছে (আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ওয়াদা বোঝানো হয়ে থাকে)।

১১৯:১০ আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার খোঁজ করেছি। লেখক প্রধানত আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও তাঁর ওয়াদার প্রতি অনুধ্যানে নিজেকে নিবেদিত করেছেন। এই দুটি বিষয় তাঁর কাছে ব্যাপক গুরুত্ব বহন করে, কারণ এগুলো তাঁর কাছে আল্লাহ্‌র জীবনদায়ী কালাম। *সর্বান্তঃকরণ।* আয়াত ১১ দেখুন; এর সাথে ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১১ কালাম। হিব্রু শব্দ ইমরাহ্, যা দবার শব্দটির সমার্থক ("হুকুম"; ৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে দ্বি.বি. ৩৩:৯; মেসাল ৩০:৫ আয়াত দেখুন)। উল্লেখ করা হয়ে না থাকলে ইমরাহ্ শব্দটি দিয়ে সাধারণত "ওয়াদা" বোঝানো হয়ে থাকে, যেভাবে দবার শব্দটি দিয়ে সাধারণত "কালাম" বোঝানো হয়।

১১৯:১৩ ওষ্ঠাধরে বর্ণনা করেছি। ধ্যানের মধ্য দিয়ে নতুবা মাবুদের উদ্দেশে নিবেদিত শরীয়তের নিয়মের লিটার্জি উচ্চারণের মধ্য দিয়ে (৫০:১৬ আয়াত দেখুন, "মুখে আনা")।

১১৯:১৪ যেমন ধন-সম্পদে লোকে আনন্দ করে। ৭২, ১১১, ১৬২ আয়াত দেখুন।

১১৯:১৫ সকল পথ। ৩ আয়াতে এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দকে পথ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে (২৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১১৯:১৭-২৪ আল্লাহ্‌র কালাম ধ্যান করলে ও তা পালন করলে তাঁর গোলামেরা দুনিয়ার সমস্ত কলুষতা ও ভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত হয় (আয়াত ২১)।

১১৯:১৭ তা হলে আমি তোমার কালাম পালন করবো। আল্লাহ্‌র মহব্বত ও যত্ন বিধানের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ।

১১৯:১৮ আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয়। এই কথার মধ্য দিয়ে সাধারণত আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজের কথা বোঝানো হয়ে থাকে (৯:১ আয়াত ও নোট দেখুন) – কিন্তু আল্লাহ্‌র শরীয়তে আরও যুক্ত রয়েছে বোধের অতীত আশ্চর্য কাজ (আয়াত ২৭ দেখুন), যা কেবল মাত্র আল্লাহ্ কারও চোখ খুলে দিলে সে উপলব্ধি করতে পারে।

১১৯:১৯ আমি দুনিয়াতে প্রবাসী। মাবুদ আল্লাহ্‌র গোলাম হিসেবে, অর্থাৎ তাঁর রাজ্যের একজন নাগরিক হিসেবে এই

১৯ আমি দুনিয়াতে প্রবাসী,
আমা থেকে তোমার সমস্ত হুকুম লুকিয়ে
রেখো না।
২০ আমার প্রাণ সর্ব সময়ে আকাঙ্খায় ক্ষুণ্ন হয়
তোমার অনুশাসনগুলোর জন্য।
২১ তুমি সেই বদদোয়াগ্রস্ত অহঙ্কারীদেরকে
ভর্ৎসনা করেছ,
যারা তোমার নির্দেশিত পথ ছেড়ে ঘুরে
বেড়ায়।
২২ আমা থেকে দুর্নাম ও অপমান দূর কর,
কেননা আমি তোমার নির্দেশগুলো পালন
করেছি।
২৩ শাসনকর্তারাও আমার বিপক্ষে কথা বললেও,
তোমার এই গোলাম তোমার বিধি ধ্যান করে।
২৪ তোমার নির্দেশগুলো আমার হর্ষজনক,
সেগুলো আমার মন্ত্রণাদায়ক সুহৃৎ।

দালৎ ৮

২৫ আমার প্রাণ ধূলিতে সংলগ্ন,
তোমার কালাম অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত
কর।
২৬ আমি আমার পথগুলোর কথা বললাম,
আর তুমি আমাকে উত্তর দিয়েছ,
তোমার বিধিগুলো আমাকে শিক্ষা দাও।
২৭ তোমার আদেশমালা আমাকে বুঝিয়ে দাও,
আমি তোমার অলৌকিক সমস্ত কাজ ধ্যান
করবো।
২৮ আমার প্রাণ দুঃখে গলে পড়ছে,
তোমার কালাম অনুসারে আমাকে উঠাও।
২৯ আমার কাছ থেকে মিথ্যার পথ দূর কর,
কৃপা করে তোমার শরীয়ত আমাকে শিক্ষা
দাও।
৩০ আমি বিশ্বস্ততার পথ মনোনীত করেছি,
আমি তোমার সমস্ত অনুশাসন সম্মুখে
রেখেছি।
৩১ আমি তোমার নির্দেশগুলোতে আসক্ত;
হে মাবুদ, আমাকে লজ্জিত করো না।

১৩:৬; ১১৬:৭।

[১১৯:১৯] পয়দা ২৩:৪; ইব ১১:১৩।
[১১৯:২০] ইশা ২৬:৯।
[১১৯:২১] আইউ ৩০:১; ইয়ার ২০:৭; ৫০:৩২; দানি ৪:৩৭; মালাখী ৩:১৫।
[১১৯:২২] জবুর ৩৯:৮।
[১১৯:২৫] জবুর ৪৪:২৫।

[১১৯:২৭] জবুর ১০৫:২; ১৪৫:৫।
[১১৯:২৮] ইশা ৪০:২৯; ৪১:১০।
[১১৯:২৯] শুমারী ৬:২৫।
[১১৯:৩০] ইউসা

দুনিয়ার কোন রাজ্য বা দেশই জবুর রচয়িতার নিজ বাসস্থান নয় (৩৯:১২ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ৫৪ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:২০ আমার প্রাণ। অর্থাৎ স্বয়ং আমি (আয়াত ২৮, ৮১ দেখুন; এর সাথে ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:২১ অহঙ্কারী। যারা নিজেরাই নিজেদের বিধান অনুসারে চলে, যাদের কথা ১০:২-১১ আয়াতে আরও পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে (৫১, ৬৯, ৭৮, ৮৫, ১১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর রচয়িতা তাদের দুশমনীর জন্য প্রচুর কষ্ট সহ্য করেছেন, কারণ তিনি আল্লাহ্‌ ও তাঁর শরীয়তের অনুগামী, যা পরবর্তী দুটি আয়াতে এবং আরও অনেক স্থানে প্রকাশ পেয়েছে। *বদদোয়াগ্রস্ত।* অর্থাৎ যারা আল্লাহ্‌র বিচারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার জন্য উপযোগী হয়েছে।

১১৯:২২ দুর্নাম ও অপমান। জবুর রচয়িতার বিপক্ষে অহঙ্কারীদের করা কাজ।

১১৯:২৩ শাসনকর্তারা। যেহেতু লেখক বাদশাহ্‌র সম্মুখে বক্তব্য রাখার কথা বলেছেন (আয়াত ৪৬) এবং শাসনকর্তাদের হাতে নির্যাতিত হওয়ার কথাও উল্লেখ করেছেন (আয়াত ১৬১), এ জন্য বলা যেতে পারে যে, তিনি সম্ভবত কোন বিশেষ পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, যেমন ইমাম (যাঁর অন্যতম একটি কাজ ছিল আল্লাহ্‌র শরীয়ত শিক্ষা দেওয়া; লেবীয় ১০:১১; উযা ৭:৬; নহি ৮:২-৮; ইয়ার ২:৮; ১৮:১৮; মালাখি ২:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫৭ আয়াতের নোট দেখুন)। সম্ভবত যে বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তাদের কথা বলা হচ্ছে তারা ইসরাইলে দাউদের রাজবংশের ছিলেন। তবে বাস্তবতার কথা বিচার করলে তারা ছিলেন বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে পারস্য সম্রাজ্যের অধীন রাজ্যগুলোর কোন স্থানীয় শাসনকর্তা। তারা সে সময় ক্ষমতায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাদেরকে পরাভূত করতে পারে এমন কোন বিপক্ষ শাসনকর্তা তখন ছিলেন না (১৯ আয়াত দেখুন)।

আমার বিপক্ষে কথা বললেও। তারা যেভাবে দুনিয়াবী শাসন পরিচালনার বিভিন্ন বিষয়ে এক সাথে বসে পরিকল্পনা করতো, সেভাবে আল্লাহ্‌র বিধান ও শরীয়ত অবজ্ঞা করার ক্ষেত্রে ও তাঁর গোলামকে অপদস্থ করার ক্ষেত্রেও তারা একই সাথে পরামর্শ করে কাজ করেছে (আয়াত ২৪)।

১১৯:২৫-৩২ জবুর রচয়িতা "ধূলিতে সংলগ্ন" থাকুন (আয়াত ২৫) বা তাঁর হৃদয় প্রশস্ত হোক না কেন (আয়াত ৩২), তিনি সব সময়ই আল্লাহ্‌র কালাম ও নির্দেশনার প্রতি আসক্ত (আয়াত ৩১)।

১১৯:২৫ ধূলিতে সংলগ্ন। এখানে জবুর রচয়িতা তাঁর দুঃখ, কষ্ট ও পীড়নের কথাই বেশি বলেছেন (আয়াত ২৮, ৫০, ৬৭, ৭১, ৭৫, ৮৩, ৯২, ১০৭, ১৪৩, ১৫৩ দেখুন)। তাঁর এই কথাগুলো থেকে এটাই মনে হয় যে, আল্লাহ্‌র নিবেদিত প্রাণ গোলামদের জীবনে তাদের দুশমনদের উপহাস, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ, নির্যাতন খুব স্বাভাবিক একটি ব্যাপার, কারণ তারা আল্লাহ্‌র কালাম মেনে চলেন এবং আল্লাহ্‌র সকল ওয়াদার প্রত্যাশা অনুসারে জীবন যাপন করেন (আয়াত ৪২, ৫১, ৬৫, ৬৯, ৭৮, ৮৫, ৯৫, ১১০, ১৩৪, ১৪১, ১৫০, ১৫৪, ১৫৭, ১৬১ দেখুন; এর সাথে আয়াত ৬; ৫:৯; ৩১:১১-১২ আয়াতের নোট দেখুন)। ধূলিতে। ৪৪:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন। *তোমার কালাম।* বিশেষ করে কালামের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে, যেমনটা দেখা যায় ২৮, ৩৭, ৪২, ৪৯, ৬৫, ৭৪, ৮১, ১০৭, ১১৪, ১৪৭ আয়াতে।

১১৯:২৭ আশ্চর্য কাজ। ১৮ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:২৯ মিথ্যার পথ। যে পথ দেখলে সঠিক পথ বলে মনে হতে পারে কিন্তু তা আসলে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় (মেসাল ১৪:১২ আয়াত ও নোট দেখুন) – আল্লাহ্‌র নির্দেশিত শরীয়তের দ্বারা প্রদর্শিত পথের বিপরীত। আল্লাহ্‌র পথ সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য (আয়াত ৪৬, ১৩৮) এবং সত্য (আয়াত ১৪২, ১৫১, ১৬০)। *তোমার শরীয়ত আমাকে শিক্ষা দাও।* আমাকে তোমার প্রকৃত বিধান শিক্ষা দাও এবং তোমার রহমতের আনন্দ আমাকে উপভোগ করতে দাও।

১১৯:৩০ বিশ্বস্ততার পথ। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৩১ আমাকে লজ্জিত করো না। ৬ আয়াতের নোট দেখুন।

৩২ আমি তোমার নির্দেশিত পথে দৌড়াব,
কেননা তুমি আমার হৃদয় প্রশস্ত করছে।

হে ה

৩৩ হে মাবুদ, তোমার বিধি-পথ আমাকে দেখাও,
আর আমি শেষ পর্যন্ত তা পালন করবো।
৩৪ আমাকে বিবেচনা দাও,
আমি তোমার শরীয়ত মানব,
সর্বান্তঃকরণে তা পালন করবো।
৩৫ তোমার নির্দেশিত পথে আমাকে গমন করাও,
কারণ তাতেই আমার প্রীতি।
৩৬ তোমার নির্দেশগুলোর প্রতি আমার হৃদয় ফিরাও,
লোভের প্রতি আমার হৃদয়কে ফিরতে দিও না।
৩৭ মূল্যহীন দর্শন থেকে আমার চোখ ফিরাও,
তোমার পথে আমাকে সঞ্জীবিত কর।
৩৮ তোমার গোলামের পক্ষে সফল কর তোমার প্রতিজ্ঞা,
যারা তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে তাদের পক্ষে তা সফল কর।
৩৯ দূর কর আমার দুর্নাম, যার বিষয় আমি ভয় করি,
কেননা তোমার সমস্ত অনুশাসন উত্তম।
৪০ দেখ, আমি তোমার আদেশমালা আকাঙ্খা করে আসছি,
তোমার ধর্মশীলতায় আমাকে সঞ্জীবিত কর।

ভাব ו

৪১ আমার প্রতি তোমার অটল মহব্বত বর্তুক,
হে মাবুদ, তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে তোমার উদ্ধার বর্তুক।
৪২ তবে আমি আমার দুর্নামকারীকে জবাব দিতে পারব,
কেননা আমি তোমার কালামে নির্ভর করছি।
৪৩ আর আমার মুখ থেকে সত্যের কালাম নিঃশেষে হরণ করো না,
কেননা আমি তোমার অনুশাসনগুলোর অপেক্ষা করছি।
৪৪ আমি সতত তোমার শরীয়ত পালন করবো,
যুগে যুগে চিরকাল করবো।
৪৫ আর আমি প্রশস্ত স্থানে যাতায়াত করবো,
কেননা আমি তোমার আদেশমালার খোঁজ করেছি।
৪৬ আমি বাদশাহ্‌দের সাক্ষাতেও তোমার নির্দেশগুলোর কথা বলবো,
আর আমি লজ্জিত হব না।
৪৭ আমি তোমার আদেশগুলোতে আনন্দ করবো,
সেসব আমি ভালবাসি।
৪৮ আমি তোমার হুকুমগুলোকে সম্মান করি,
সেসব আমি ভালবাসি,
আমি তোমার বিধিগুলো ধ্যান করবো।

জায়েন ז

৪৯ তোমার গোলামের পক্ষে সেই কালাম স্মরণ কর,
যা দ্বারা তুমি আমাকে প্রত্যাশাযুক্ত করেছ।
৫০ দুঃখের সময়ে এ-ই আমার সান্ত্বনা,
তোমার প্রতিজ্ঞা আমাকে সঞ্জীবিত করেছে।
৫১ অহঙ্কারীরা আমাকে অতিশয় বিদ্রূপ করেছে,
তোমার শরীয়ত থেকে আমি বিমুখ হই নি।

২৪:২২।
[১১৯:৩১] দ্বি.বি. ১০:২০।

[১১৯:৩৪] আইউ ৩২:৮; মেসাল ২:৬; দানি ২:২১; ইয়াকুব ১:৫।
[১১৯:৩৫] জবুর ২৫:৪-৫।
[১১৯:৩৬] ইউসা ২৪:২৩।
[১১৯:৩৭] জবুর ৭১:২০।
[১১৯:৩৮] শুমারী ২৩:১৯।
[১১৯:৩৯] জবুর ৬৯:৯; ৮৯:৫১; ইশা ২৫:৮; ৫১:৭; ৫৪:৪।
[১১৯:৪১] জবুর ৬:৪।
[১১৯:৪২] মেসাল ২৭:১১।
[১১৯:৪৩] ১বাদশাহ্‌ ১৭:২৪।
[১১৯:৪৪] দ্বি.বি. ৬:২৫।
[১১৯:৪৬] মথি ১০:১৮; প্রেরিত ২৬:১-২।
[১১৯:৪৭] জবুর ১১২:১।
[১১৯:৪৮] পয়দা ২৪:৬৩।
[১১৯:৫১] আইউ

১১৯:৩২ তুমি আমার হৃদয় প্রশস্ত করেছো। ১ বাদশাহ্‌ ৪:২৯ আয়াত দেখুন, "অন্তরের বিস্তীর্ণতা"।

১১৯:৩৩-৪০ আল্লাহ্‌র শরয়িত অনুসারে তাঁর নির্দেশনা লাভের জন্য মুনাজাত।

১১৯:৩৪ সর্বান্তঃকরণ। ৩৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৪:৭ আয়াতের নোটও দেখুন।

১১৯:৩৬-৩৭ হৃদয় ... চোখ। ১০১:২-৩ আয়াত ও নোট দেখুন।

১১৯:৩৮ যারা তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় ... তা সফল কর। মাবুদ আল্লাহ্‌র উদ্ধারকারী কাজ তাঁর ওয়াদার পরিপূর্ণতা অনুসারে সাধিত হয়ে থাকে এবং এর মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয় যে, তিনি একমাত্র সত্যিকার আল্লাহ্‌ (১৩০:৪; ২ শামু ৭:২৫-২৬; ১ বাদশাহ্‌ ৮:৩৯-৪০; ইয়ার ৩৩:৮-৯ আয়াত দেখুন)।

১১৯:৩৯ দুর্নাম, যার বিষয় আমি ভয় করি। আয়াত ৬, ২৫ ও নোট দেখুন।

১১৯:৪০ ধর্মশীলতা। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৪১-৪৮ আল্লাহ্‌ যেন আমাকে উদ্ধার করেন এবং আমার মুখ থেকে তাঁর সত্য যেন কখনো বিচ্যুত না হয়; তাহলে আমি আমার সারাটা জীবন তাঁর শরীয়ত মান্য করবো এবং বাদশাহ্‌ ও শাসনকর্তাদের সামনে তা উচ্চারণ করবো, কারণ আমি তাঁর হুকুমনামা ভালবাসি।

১১৯:৪১ অটল মহব্বত। আয়াত ৬৪, ৭৬, ৮৮, ১২৪, ১৪৯, ১৫৯ দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোটও দেখুন।

১১৯:৪২ আমার দুর্নামকারী। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন (ধূলিতে সংলগ্ন)। *তোমার কালাম।* ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৪৩ আমার মুখ থেকে সত্যের কালাম। আয়াত ১৩ ও নোট দেখুন; এর সাথে ৪৬ আয়াতও দেখুন।

১১৯:৪৫ আমি প্রশস্ত স্থানে যাতায়াত করবো। আক্ষরিক অর্থে প্রশস্ত স্থান কথাটি দিয়ে "স্বাধীনতা" বা "মুক্তি" বোঝানো হয়েছে, অর্থাৎ কোন নিপীড়ন বা নির্যাতনের কারণে আবদ্ধ নয় এমন (১৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:৪৬ বাদশাহ্‌দের সাক্ষাতে। এমনই হবে তাঁর সাহসিকতা (২৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:৪৮ আমি তোমার বিধিগুলো ধ্যান করবো। আল্লাহ্‌র প্রশংসার সাথে সম্পর্কযুক্ত একটি কাজ (যেমনটা দেখা যায় ৬৩:৪; ১৩৪:২ আয়াতে); সে কারণে এই কথাটির অর্থ সম্ভবত: আমি তোমার প্রশংসা করবো।

১১৯:৪৯-৫৬ পরিস্থিতি যেমনই হোক না কেন, মাবুদের কালাম আমার সান্ত্বনা এবং আমার পথ প্রদর্শক।

১১৯:৪৯ কালাম। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৫০-৫১ দুঃখের সময়ে ... অহঙ্কারীরা আমাকে অতিশয় বিদ্রূপ করেছে। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন (ধূলিতে সংলগ্ন)।

১১৯:৫১ অহঙ্কারীরা। ২১ আয়াতের নোট দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

৫২ হে মাবুদ, আমি তোমার পূর্বকালের সমস্ত
অনুশাসন স্মরণ করেছি,
আর সান্ত্বনা পেয়েছি।
৫৩ দুষ্টদের বিষয়ে আমার ক্রোধ জ্বলে উঠলো,
কেননা তারা তোমার শরীয়ত ত্যাগ করে।
৫৪ তোমার বিধিগুলো হয়েছে আমার গজল
যেখানেই অমি আমার বাসগৃহ তৈরি করি।
৫৫ হে মাবুদ, আমি রাতের বেলায় তোমার নাম
স্মরণ করেছি,
ও তোমার শরীয়ত পালন করেছি।
৫৬ এই দোয়া আমার উপর বর্ষিত হয়েছে যে,
আমি তোমার আদেশমালা পালন করেছি।

হেৎ ח

৫৭ মাবুদ আমার অধিকার;
আমি বলেছি, আমি তোমার সমস্ত কালাম
পালন করবো।
৫৮ আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার মুখের প্রসন্নতা
লক্ষ্য করেছি;
তোমার প্রতিজ্ঞানুসারে আমার প্রতি রহম কর।
৫৯ আমি নিজের পথগুলো বিবেচনা করলাম,
ও তোমার নির্দেশগুলোর প্রতি আমার চরণ
ফিরালাম।
৬০ আমি তৎপর হলাম, বিলম্ব করলাম না,
তোমার সমস্ত হুকুম পালন করার জন্য।
৬১ দুষ্টদের দড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরেছে,
আমি তোমার শরীয়ত ভুলে যাই নি।
৬২ আমি মধ্যরাত্রে তোমার প্রশংসা করতে
উঠবো,
তোমার ধর্মময় অনুশাসনগুলোর জন্য।
৬৩ আমি সেই সবের সখা, যারা তোমাকে ভয়
করে,
এবং যারা তোমার আদেশমালা পালন করে।
৬৪ তোমার অটল মহব্বতে, হে মাবুদ, দুনিয়া
পরিপূর্ণ,
আমাকে তোমার বিধিগুলো শিক্ষা দাও।

টেট ט

৬৫ তুমি তোমার গোলামের প্রতি মঙ্গল ব্যবহার
করেছ,
হে মাবুদ, তোমার কালাম অনুসারে করেছ।
৬৬ উত্তম বিচার ও জ্ঞান আমাকে শিখাও,
কেননা আমি তোমার আদেশগুলোতে বিশ্বাস
করে আসছি।
৬৭ দুঃখার্ত হবার আগে আমি ভ্রান্ত ছিলাম,
কিন্তু এখন তোমার কালাম পালন করছি।
৬৮ তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলকারী,
তোমার বিধিগুলো আমাকে শিক্ষা দাও।
৬৯ অহঙ্কারীরা আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা কথা রচনা
করেছে,
আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার আদেশমালা
পালন করবো।

১৬:১০;১৭:২। [১১৯:৫২] জবুর ১০৩:১৮।

[১১৯:৫৩] হিজ ৩২:১৯;৩৩:৪। [১১৯:৫৫] ইশা ২৬:৯; প্রেরিত ১৬:২৫। [১১৯:৫৬] শুমারী ১৫:৪০। [১১৯:৫৭] দ্বি.বি. ৩২:৯; ইয়ার ৫১:১৯; মাতম ৩:২৪। [১১৯:৫৮] পয়দা ৪৩:২৯; উজা ৯:৮। [১১৯:৫৯] ইউসা ২৪:১৪-১৫; জবুর ৩৯:১। [১১৯:৬২] প্রেরিত ১৬:২৫। [১১৯:৬৩] জবুর ১৫:৪; ১০১:৬-৭; ১০৩:১১। [১১৯:৬৫] ইশা ৫০:২; ৫৯:১; মিকাহ্ ২:৭। [১১৯:৬৭] ইয়ার ৮:৪। [১১৯:৬৯] আইউ

১১৯:৫২ পূর্বকাল। আল্লাহ্‌র কালাম পরিবর্তনীয় নয়, বরং এর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে যে, আল্লাহ্‌র কালাম সব সময় অটল, দৃঢ় ও অপরিবর্তনীয়। এটিই জবুর রচয়িতার সান্ত্বনার অন্যতম উৎস এবং এ কারণেই তিনি মাবুদের কালাম ও শরীয়তের প্রতি এতটা অনুরক্ত (৮৯, ১৪৪, ১৫২, ১৬০ আয়াত দেখুন)।

১১৯:৫৩ আমার ক্রোধ জ্বলে উঠলো। আল্লাহ্‌র শরীয়তের প্রতি বিশেষ অনুরাগের কথা এখান প্রকাশ পেয়েছে (আয়াত ১৩৬, ১৩৯ দেখুন)। যারা আল্লাহ্‌র এই শরীয়ত তথা আল্লাহ্‌র কালাম পরিত্যাগ করে তাদের সকলের বিরুদ্ধে ধার্মিকদের ক্রোধ জেগে ওঠে (আয়াত ১১৩, ১১৫, ১৫৮ দেখুন) এবং যারা এর বিপক্ষে অবস্থান নেয় তাদের প্রতি ধার্মিকদের ঘৃণা উৎপন্ন হয় (আয়াত ১০৪, ১২৮, ১৬৩ দেখুন)। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র কালামের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে ও তা মান্য করে তাদের সাথে ধার্মিকেরা রূহের একাত্ম হয় (আয়াত ৬৩ দেখুন)।

১১৯:৫৪ যেখানেই অমি আমার বাসগৃহ তৈরি করি। সম্ভবত এখানে ১৯ আয়াতের ভাবধারাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:৫৫ তোমার নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৫৭-৬৪ মাবুদ আল্লাহ্ হলেন জবুর রচয়িতার একমাত্র প্রশংসা, গৌরব ও এবাদতের পাত্র, কারণ আল্লাহ্‌র বিধান ও কালাম সারা দুনিয়াতে তাঁর লোকদের জন্য সুখী, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবন যাপনের জন্য পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এ কারণে আল্লাহ্‌র সকল ওয়াদা তাঁর প্রত্যাশার বিষয় এবং আল্লাহ্‌র ধর্মশীল আদেশমালা তাঁর আনন্দের বিষয়।

১১৯:৫৭ আমার অধিকার। এর মধ্য দিয়ে জবুর রচয়িতাকে একজন ইমাম বা লেবীয় বলে চিহ্নিত করা যায় (৭৩:২৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১১৯:৫৮ সর্বান্তঃকরণ। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৬১ দুষ্টদের দড়ি আমাকে জড়িয়ে ধরেছে। অর্থাৎ আমাকে নির্যাতন ও নিপীড়ন করছে।

১১৯:৬২ তোমার প্রশংসা করতে উঠবো। জবুর ১০০ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *ধর্মময় অনুশাসন।* ৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯৯:৬৩ সখা। ৫৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৯৯:৬৫-৭২ তোমার মঙ্গলময়তা অনুসারে আমার প্রতি মঙ্গল সাধন কর, এমন কি যদি এর কারণে আমাকে কষ্টও সহ্য করতে হয় তবুও তা ভাল; কারণ তোমার দেওয়া কষ্ট আমার কাছে মধুর মনে হয়। এতে আমি তোমার শরীয়ত থেকে জ্ঞান ও সুবিচার সম্পর্কে শিক্ষা পাই।

১১৯:৬৫ মঙ্গল ব্যবহার করেছ। এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৬৮; এছাড়া ৩১:১৯; ৮৬:১৭ আয়াতের নোট দেখুন। *কালাম।* ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৬৬ বিশ্বাস। অর্থাৎ মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে আনীত আস্থা; কারণ আল্লাহ্‌র আদেশগুলো কখনোই মিথ্যা নয় (২৯ আয়াতের নোট দেখুন) বা অসার নয় (৫২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:৬৭ দুঃখার্ত হওয়ার আগে। আল্লাহ্‌র বিচারে শাসিত হওয়ার আগে (আয়াত ৭১ দেখুন; এর সাথে ২৫ আয়াতের নোটও দেখুন, "ধূলিতে সংলগ্ন")। *কালাম।* ১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৬৯ অহঙ্কারী। ২১ আয়াতের নোট দেখুন।

৭০ ওদের অন্তঃকরণ চর্বির মত স্থূল;
কিন্তু আমি তোমার শরীয়তে আনন্দ করি।
৭১ আমি যে দুঃখার্ত হয়েছি, এই আমার পক্ষে
উত্তম,
যেন আমি তোমার বিধি শিখতে পাই।
৭২ তোমার মুখের শরীয়ত আমার পক্ষে উত্তম,
হাজার হাজার সোনার ও রূপার মুদ্রার চেয়ে
উত্তম।

ইয়দ

৭৩ তোমার হাত আমার গঠন ও স্থিতি করেছে;
আমাকে বিবেচনা দাও, যেন তোমার সমস্ত
হুকুম শিখতে পারি।
৭৪ যারা তোমাকে ভয় করে, তারা আমাকে দেখে
আনন্দিত হবে,
কারণ আমি তোমার কালামে প্রত্যাশা করেছি।
৭৫ হে মাবুদ, আমি জানি তোমার সকল বিচার
ধর্মময়,
আর তুমি বিশ্বস্ততায় আমাকে দুঃখ দিয়াছ।
৭৬ আহা! তোমার অটল মহব্বত আমার
সান্ত্বনাজনক হোক,
তোমার গোলামের প্রতি তোমার কথা
অনুসারে হোক।
৭৭ আমার প্রতি তোমার করুণা বর্তুক, যেন আমি
বাঁচি;
কেননা তোমার শরীয়ত আমার হর্ষজনক।
৭৮ অহঙ্কারীরা লজ্জিত হোক,
কেননা তারা মিথ্যা বলে আমার সর্বনাশ
করেছে;
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা ধ্যান করছি।
৭৯ যারা তোমাকে ভয় করে, তারা যেন আমার
প্রতি ফিরে আসে,
আর তারা তোমার নির্দেশগুলো বুঝবে।
৮০ আমার দিল তোমার বিধিতে সিদ্ধ হোক,
যেন আমি লজ্জিত না হই।

কফ

৮১ তোমার উদ্ধারের প্রতীক্ষায় আমার প্রাণ ক্ষীণ
হয়,
আমি তোমার কালামের অপেক্ষা করি।
৮২ তোমার নির্দেশের প্রতীক্ষায় আমার চোখ
ক্ষীণ হয়,
আমি বলি, তুমি কখন আমাকে সান্ত্বনা দেবে?
৮৩ কারণ আমি ধোঁয়া ভরা কুপার মত হয়েছি;
তবুও তোমার বিধি ভুলে যাই নি।
৮৪ তোমার গোলাম আর কতকাল কষ্টভোগ
করবে?
কবে আমার তাড়নাকারীদের বিচার করবে?

১৩:৪।
[১১৯:৭০] ইশা ২৯:১৩; প্রেরিত ২৮:২৭।
[১১৯:৭২] আইউ ২৮:১৭; জবুর ১৯:১০।
[১১৯:৭৩] পয়দা ১:২৭; আইউ ৪:১৭; ১০:৮।
[১১৯:৭৪] জবুর ৩৪:২।
[১১৯:৭৫] ইব ১২:৫-১১।
[১১৯:৭৬] জবুর ৬:৪।
[১১৯:৭৭] জবুর ৯০:১৩; ১০৩:১৩।
[১১৯:৭৮] আয়াত ৫১; ইয়ার ৫০:৩২।
[১১৯:৮০] ১বাদশাহ্ ৮:৬১।
[১১৯:৮১] আয়াত ২০; জবুর ৮৪:২।
[১১৯:৮২] জবুর ৬:৭; ৬৯:৩; মাতম ২:১১।
[১১৯:৮৪] জবুর

১১৯:৭০ চর্বির মত স্থূল। অর্থাৎ অসার ও অনুভূতিহীন। এ ধরনেরই প্রকাশভঙ্গি দেখতে পাওয়া যায় ইশা ৬:১০; ইয়ার ৫:২৮ আয়াতে (এর সাথে ১৭:১০ আয়াতও দেখুন)।

১১৯:৭২ হাজার হাজার সোনার ও রূপার মুদ্রার চেয়ে উত্তম। আয়াত ১৪, ৫৭, ১১১, ১৬২ দেখুন।

১১৯:৭৩-৮০ আমাকে তোমার কালাম ও শরীয়ত যথাযথভাবে পালন করতে সাহায্য কর, যেন তাতে করে আমি তোমার গোলাম হিসেবে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারি। এতে করে যারা অহঙ্কারী তারা লজ্জিত হবে এবং যারা তোমাকে ভয় করে তারা আমার সাথে আনন্দ করবে। (এই পঙক্তিমালার একটি কেন্দ্রগামী কাঠামো রয়েছে; এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৭৩ ও ৮০, ৭৪ ও ৭৯, ৭৫ ও ৭৮, ৭৬ ও ৭৭)।

১১৯:৭৩ বিবেচনা। অর্থাৎ উপলব্ধি। তুমি যখন থেকে আমাকে গঠন করতে শুরু করেছ তখন থেকেই আমি তোমার পরিচর্যাকারীতে পরিণত হতে শুরু করেছি, যা আমি এখন পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে চাই।

১১৯:৭৪ যারা তোমাকে ভয় করে। ৭৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *আমাকে দেখে।* যখন আমি পূর্ণাঙ্গ হব এবং খোদায়ী রহমত ভোগ করব। *তোমার কালাম।* ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৭৫ তোমার সকল বিচার। এখানে ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি (মিসফয়িম) দিয়ে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র গোলামদের প্রতি তাঁর উপযুক্ত সিদ্ধান্ত, যা আয়াতের বাকি অংশে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে (আয়াত ৮৪ ও নোট দেখুন)। *আমাকে দুঃখ দিয়েছ।* আয়াত ৬৯, ৭১ দেখুন।

১১৯:৭৬ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার সান্ত্বনাজনক।* অর্থাৎ আমার কষ্টের ও দুঃখের মাঝে।

১১৯:৭৭ যেন আমি বাঁচি। যেন আমি এই কষ্টে শেষ হয়ে না যাই।

১১৯:৭৮ অহঙ্কারীরা। ২১ আয়াতের নোট দেখুন। *লজ্জিত হোক।* যেভাবে তারা আমাকে লজ্জার পাত্র করেছে (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমার সর্বনাশ করেছে।* ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৭৯ আমার প্রতি ফিরে আসে। ৬৩ আয়াত দেখুন এবং ৫৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৮০ যেন আমি লজ্জিত না হই। ৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৮১-৮৮ আমাকে আমার কষ্ট থেকে ও আমার প্রতি যন্ত্রণাকারীদের হাত থেকে উদ্ধার কর তোমারই ওয়াদা অনুসারে এবং আমি তোমার সমস্ত বিধা বিধান মেনে চলব। গজলের প্রথমার্ধের শেষ পঙক্তিমালা হিসেবে এটি অনেকটা সমাপনী পঙক্তিমালার মতই ভাষা ব্যক্ত করে, যেখানে আল্লাহ্‌র সাহায্য লাভের জন্য মুনাজাতই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে (২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:৮১ আমার প্রাণ। ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৮২ আমার চোখ ক্ষীণ হয়। ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৮৩ আমি ধোঁয়া ভরা কুপার মত হয়েছি। যেভাবে আগুনের হলকা ও ধোঁয়ার উপরে ঝুলিয়ে রাখলে কুপা ধীরে ধীরে কুঁচকে নষ্ট হয়ে যেতে থাকে, সেভাবেই জবুর রচয়িতা কষ্ট ভোগ করে ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে পড়ছেন।

১১৯:৮৪ আর কতকাল কষ্টভোগ করবে? আক্ষরিক অর্থে, "আর কতকাল অপেক্ষা করবে?" অর্থাৎ, আমার উপরে নির্যাতনকারীদের বিচার করতে দেরি করো না, কারণ আমার আয়ু সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। *বিচার।* আক্ষরিক অর্থে "বিচার সাধন করা" তথা শাস্তি দেওয়া (হিব্রু ভাষায় বিচার শব্দটির প্রতিশব্দ হচ্ছে "মিসপা"; ৭ আয়াতের নোট দেখুন, "হুকুম";

৮৫ অহঙ্কারীরা আমার জন্য গর্ত খুঁড়েছে,
তারা তোমার শরীয়তের অনুগামী নয়।
৮৬ তোমার সমস্ত হুকুম বিশ্বাসযোগ্য;
লোকে মিথ্যা বলে আমাকে তাড়না করে;
আমাকে সাহায্য কর।
৮৭ ওরা দুনিয়াতে আমাকে প্রায় নিঃশেষ
করেছিল,
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা ত্যাগ করি
নি।
৮৮ তোমার অটল মহব্বত অনুসারে আমাকে
সঞ্জীবিত কর,
তাতে আমি তোমার মুখের নির্দেশ পালন
করবো।

লামেদ ל

৮৯ অনন্তকালের জন্য, হে মাবুদ,
তোমার কালাম বেহেশতে সংস্থাপিত।
৯০ তোমার বিশ্বস্ততা পুরুষানুক্রমে স্থায়ী;
তুমি দুনিয়াকে স্থাপন করেছ, তা স্থির রয়েছে।
৯১ আজও তোমার শাসন অনুসারে সকলই স্থির
রয়েছে,
কেননা সমস্তই তোমার গোলাম।
৯২ যদি তোমার শরীয়ত আমার হর্ষজনক না হত,
তবে ইতোপূর্বে আমি আমার দুঃখে বিনষ্ট
হতাম।
৯৩ আমি তোমার আদেশমালা কখনও ভুলে যাব
না,
কারণ তা দ্বারা তুমি আমাকে সঞ্জীবিত
করেছ।
৯৪ আমি তোমারই, আমাকে নিস্তার কর;
কারণ আমি তোমার আদেশমালা খোঁজ
করেছি।
৯৫ দুষ্টরা আমাকে বিনষ্ট করার জন্য আমার
অপেক্ষা করেছে;
আমি তোমার নির্দেশগুলো আলোচনা করবো।
৯৬ আমি সমস্ত শুদ্ধতার সীমাবদ্ধতা দেখেছি;
তোমার হুকুম অতিশয় প্রশস্ত।

মেম מ

৯৭ আমি তোমার শরীয়ত কেমন ভালবাসি!
তা সমস্ত দিন আমার ধ্যানের বিষয়।
৯৮ তোমার সমস্ত হুকুম আমাকে দুশমনদের
চেয়ে জ্ঞানবান করে;
কারণ সেসব চিরকাল আমার।
৯৯ আমার সমস্ত শিক্ষকের চেয়ে আমি জ্ঞানবান,
কেননা আমি তোমার নির্দেশগুলো ধ্যান করি।
১০০ প্রাচীন লোক হতেও আমি বুদ্ধিমান,
কারণ আমি তোমার আদেশমালা পালন
করেছি।
১০১ আমি সমস্ত কুপথ থেকে আমার চরণ নিবৃত্ত
করেছি,
যেন আমি তোমার কালাম পালন করি।
১০২ আমি তোমার অনুশাসন-পথ থেকে ফিরে
যাই নি,

৬:৩; প্রকা ৬:১০।
[১১৯:৮৫] জবুর ৩৫:৭; ৫৭:৬; ইয়ার ১৮:২০, ২২।
[১১৯:৮৬] জবুর ১০৯:২৬।
[১১৯:৮৭] আয়াত ১৫০; ইশা ১:৪, ২৮; ৫৮:২; ৫৯:১৩।
[১১৯:৮৯] ইশা ৫১:৬; মথি ৫:১৮; ১পিতর ১:২৫।
[১১৯:৯০] আইউ ৮:১৯।
[১১৯:৯১] ইয়ার ৩৩:২৫।
[১১৯:৯২] জবুর ৩৭:৪;১১২:১।
[১১৯:৯৩] জবুর ১০৩:৫।
[১১৯:৯৪] আয়াত ১৪৬; ইয়ার ১৭:১৪; ৩১:১৮; ৪২:১১।
[১১৯:৯৮] দ্বি.বি. ৪:৬; জবুর ১৯:৭; ২তীম ৩:১৫।
[১১৯:১০০] আয়াত ৫৬; দ্বি.বি. ৬:১৭।
[১১৯:১০১] মেসাল ১:১৫।

এর সাথে ৫:১০ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১১৯:৮৫ অহঙ্কারীরা। ২১ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার জন্য গর্ত খুঁড়েছে।* সম্ভবত এখানে জন সমক্ষে জবুর রচয়িতাকে কোন মারাত্মক গুনাহের অপরাধে অভিযুক্ত করা ও তিরস্কার করার কথা বোজানো হয়েছে, যার কারণে তাঁকে অনেক দুঃখ কষ্ট পোহাতে হচ্ছে (৫:৯; ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)। *তোমার শরীয়তের অনুগামী নয়।* হিজ ২০:১৬ আয়াত দেখুন।

১১৯:৮৬ বিশ্বাসযোগ্য। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন ("মিথ্যার পথ")।

১১৯:৮৮ তোমার অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৮৯-৯১ মাবুদ আল্লাহ্‌র সার্বভৌম ও অপরিবর্তনীয় কালাম সমস্ত সৃষ্টি জগতকে নিয়ন্ত্রণ করে ও শাসন করে। গজলটির দ্বিতীয়ার্ধের এই প্রথম তিনটি আয়াত এক সার্বজনীন সত্য শিক্ষা দেয়; এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১-৩।

১১৯:৮৯ তোমার কালাম। এখানে আল্লাহ্‌র সেই কালামের কথা বলা হয়েছে যার মধ্য দিয়ে তিনি পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেছেন এবং এখন তিনি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করছেন। বেহেশত ও দুনিয়ার স্থিতি ও সুরক্ষা (আয়াত ৯০) ঘোষণা করে (১৯:১-৪) সেই সত্যের নিশ্চয়তা যে, আল্লাহ্‌র কালাম (তাঁর অনুশাসন, আয়াত ৯১), যা সমস্ত সৃষ্ট জগতকে ধরে রেখেছে ও নিয়ন্ত্রণ করছে, তা চিরস্থায়ী ও বিশ্বাসযোগ্য ("তোমার বিশ্বস্ততা," আয়াত ৯০)। আর এটিই সেই মহান সত্য যা আল্লাহ্‌র কালামের বিশ্বাসযোগ্যতায় আমাদেরকে স্থির করে তোলে এবং তাঁর বিধান ও তাঁর ওয়াদার বিশেষ প্রত্যাদেশ দান করে (৯৩:৫; ৯৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ২৯ আয়াতের নোট দেখুন, "মিথ্যার পথ")।

১১৯:৯০ তোমার বিশ্বস্ততা। এখানে পরোক্ষভাবে আল্লাহ্‌র কালামের কথা বলা হয়েছে (৮৯ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১১৯:৯২ আমি আমার দুঃখে বিনষ্ট হতাম। যদি আমি জীবনের পথ সম্পর্কে না জানতাম (আয়াত ৯৩ দেখুন) তোমার শরীয়ত থেকে (আয়াত ৬৭, ৭১ দেখুন এবং ৬৫-৭২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:৯৫ দুষ্টরা। ২১ আয়াতের নোট দেখুন (অহঙ্কারী)। আমাকে বিনষ্ট করার জন্য আমার অপেক্ষা করেছে। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:৯৬ সীমাবদ্ধতা। সম্ভবত এখানে পবিত্রতা বা শুদ্ধতার একটি সীমারেখা নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে যা উন্মুক্ত নয়, যা কেউ সহজেই অর্জন করতে পারে না। *অতিশয় প্রশস্ত।* আক্ষরিক অর্থে সীমাহীন, অর্থাৎ জীবন পরিচালনার জন্য জ্ঞানগর্ভ প্রজ্ঞার এক অপরিমেয় উৎস (আয়াত ৯৭-১০০ দেখুন)।

১১৯:৯৭-১০৪ মাবুদের কালামের প্রতি ধ্যান সর্বোত্তম প্রজ্ঞার জন্ম দেয়।

১১৯:৯৮ দুশমনদের চেয়ে জ্ঞানবান করে। অহঙ্কারী ব্যক্তিরা (২১ আয়াতের নোট দেখুন), যারা দুনিয়াবী জ্ঞানের উপরে নির্ভর করে।

১১৯:৯৯ শিক্ষক। নেহায়েত মানুষ মাত্র, যারা শৈশবে শিক্ষা দান করে।

১১৯:১০০ প্রাচীন লোক। বৃদ্ধ, বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি, যারা তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষা দিয়ে থাকে (হিজ ৩:১৬ আয়াত দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

কারণ তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়াছ।
১০৩ তোমার বচনগুলো আমার রসনাতে কেমন
মিষ্ট লাগে!
তা আমার মুখে মধু হতেও মধুর!
১০৪ তোমার আদেশমালা দ্বারা আমার বুদ্ধিলাভ
হয়,
তাই আমি সমুদয় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

নূন ১

১০৫ তোমার কালাম আমার চরণের প্রদীপ,
আমার পথের আলো।
১০৬ আমি শপথ করেছি, স্থির করেছি,
তোমার ধর্মময় সমস্ত অনুশাসন পালন
করবো।
১০৭ আমি অতিশয় দুঃখার্ত;
হে মাবুদ, তোমার কালাম অনুসারে আমাকে
সঞ্জীবিত কর।
১০৮ হে মাবুদ, আরজ করি,
আমার স্বেচ্ছায় দেওয়া মুখের সমস্ত উপহার
গ্রাহ্য কর,
ও তোমার সমস্ত অনুশাসন আমাকে শিক্ষা দাও।
১০৯ আমার প্রাণ নিরন্তর আমার হাতের মুঠোয়
থাকে,
তবুও আমি তোমার শরীয়ত ভুলে যাই না।
১১০ দুষ্টরা আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে,
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা থেকে
বিপথগামী হই না।
১১১ তোমার নির্দেশগুলো আমি চিরতরে অধিকার
করেছি,
কারণ সেই সমস্ত আমার অন্তরের আনন্দ বৃদ্ধি
করে।
১১২ আমি তোমার বিধিগুলো পালন করতে
মনকে অবনত করেছি,
চিরকালের জন্য, শেষ পর্যন্ত।

শামেক ৮

১১৩ আমি দ্বিমনাদের ঘৃণা করি,
কিন্তু তোমার শরীয়ত মহব্বত করি।
১১৪ তুমি আমার অন্তরাল ও আমার ঢাল;
আমি তোমার কালামে প্রত্যাশা রাখি।
১১৫ দুর্বৃত্তরা, আমার কাছ থেকে দূর হও;
আমি আমার আল্লাহ্‌র সমস্ত হুকুম পালন
করবো।
১১৬ তোমার কথা অনুসারে আমাকে ধারণ কর,
তাতে বাঁচবো,
আমাকে নিজের আশার বিষয়ে লজ্জিত হতে
দিও না।
১১৭ আমাকে ধরে রাখ, তাতে রক্ষা পাব,
আর তোমার বিধিগুলো সর্বদা মান্য করবো।
১১৮ তুমি তাদের সকলকে হেয়জ্ঞান করেছ,
যারা তোমার বিধি-পথ থেকে ভুল পথে চলে;
কেননা তাদের প্রবঞ্চনা অসার।
১১৯ তুমি দুনিয়ার সমস্ত দুষ্টকে আবর্জনার মত
দূর করে থাক,
তাই আমি তোমার নির্দেশগুলো ভালবাসি।
১২০ তোমার ভয়ে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়,
তোমার বিচারগুলোতে আমি ভীত হই।

[১১৯:১০২] দ্বি.বি. ১৭:২০।
[১১৯:১০৩] মেসাল ২৪:১৩-১৪।
[১১৯:১০৪] জবুর ১১১:১০।
[১১৯:১০৫] মেসাল ২০:২৭; ২পিতর ১:১৯।
[১১৯:১০৬] ইহি ১০:২৯।
[১১৯:১০৮] জবুর ৫১:১৫।
[১১৯:১০৯] কাজী ১২:৩।
[১১৯:১১০] ইশা ৮:১৪; আমোস ৩:৫।
[১১৯:১১২] জবুর ১০৮:১।
[১১৯:১১৩] ইয়াকুব ১:৮; ৪:৮।
[১১৯:১১৪] পয়দা ১৫:১; জবুর ১৮:২।
[১১৯:১১৫] জবুর ৬:৮।
[১১৯:১১৬] ইশা ৪৬:৪।
[১১৯:১১৭] ইশা ৪১:১০; ৪৬:৪।
[১১৯:১১৯] ইশা ১:২২, ২৫।
[১১৯:১২০] আইউ ৪:১৪; ইশা ৬৪:২।
[১১৯:১২১] ২শামু

১১৯:১০২ তুমিই আমাকে শিক্ষা দিয়েছ। তোমার শরীয়তের মধ্য দিয়ে।

১১৯:১০৩ বচনগুলো। সম্ভবত এখানে শরীয়ত বলা হলে আরও বেশি উপযুক্ত হবে (আয়াত ৬৭, ১৩৩, ১৫৮, ১৭২ দেখুন এবং ১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:১০৪ সমুদয় মিথ্যাপথ ঘৃণা করি। ৫৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১০৫ প্রদীপ ... আলো। অন্ধকারে এগিয়ে যাওয়ার জন্য যা সবার আগে প্রয়োজন।

১১৯:১০৬ আমি শপথ করেছি, স্থির করেছি। অর্থাৎ নিজেকে আল্লাহ্‌র পথে চলবার জন্য নিবেদন করেছি (নহিমিয়া ১০:২৯ আয়াত দেখুন)।

১১৯:১০৭ ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১০৯ আমার প্রাণ নিরন্তর আমার হাতের মুঠোয় থাকে। প্রকাশ্যে মাবুদ আল্লাহ্‌র শরীয়ত ও বিধান পালন করার ঘোষণা দেওয়ার কারণে নানা হুমকি ও শত্রুতার মুখোমুখি হতে হয় (বিশেষ করে আয়াত ২৩, ৪৬, ১৬১ দেখুন)।

১১৯:১১০ আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে। আয়াত ৮৫ ও নোট দেখুন।

১১৯:১১১-১১২ অন্তর ... মন। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১১১ আমি চিরতরে অধিকার করেছি। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে আমি যে রহমত লাভ করেছি তা কখনো আমার কাছ থেকে দূরে সরে যাবে না (আয়াত ৫৭-৬৪ এর নোট দেখুন)।

১১৯:১১৩ আমি দ্বিমনাদের ঘৃণা করি। ১১৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৫৩ আয়াতের নোট দেখুন। "দ্বিমনা" লোকেরা তাদের কোন কাজেই সুস্থির নয় (ইয়াকুব ১:৮ আয়াত দেখুন)।

১১৯:১১৪ তোমার কালাম। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১১৮ হেয়জ্ঞান করেছ। কিংবা বলা যায় "প্রত্যাখ্যান করেছ" বা "সরিয়ে দিয়েছ"। *তাদের প্রবঞ্চনা অসার।* সম্ভবত তাদের মিথ্যা পথের কথা বলা হচ্ছে (২৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:১১৯ আবর্জনা। মূল্যবান ধাতুর গলানো আকর থেকে পরিষ্কার করে সরিয়ে ফেলা খাদ। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ ১১৮ আয়াতে অন্যভাবে ব্যবহৃত হয়েছে: তাদের সকলকে হেয়জ্ঞান করেছ, বা তাদের সকলকে আবর্জনার মত ফেলে দিয়েছ।

১১৯:১২০ আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তিনি আল্লাহ্‌র প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধায় ও সম্ভ্রমে কম্পিত হন।

১১৯:১২১-১২৮ তোমার বিশ্বস্ত গোলাম হিসেবে আমি মুনাজাত করি, আমাকে সমস্ত উৎপীড়কদের হাত থেকে উদ্ধার কর– আরেকটি পঙক্তিমালা যেখানে মূল বিষয় হচ্ছে উদ্ধার লাভ (আয়াত ৮১-৮৮ ও নোট দেখুন; এর সাথে ২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:১২১ ন্যায়বিচার ও সঠিক কাজ। সাধারণত নৈতিকতার ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌র আদর্শ নিরূপণ করতে গেলে জবুর শরীফে এই

আয়েন ע

১২১ আমি ন্যায়বিচার ও সঠিক কাজ করেছি,
আমাকে জুলুমবাজদের হাতে তুলে দিও না।
১২২ তুমি নিজের গোলামের মঙ্গল নিশ্চিত কর,
অহঙ্কারীরা আমার প্রতি জুলুম না করুক।
১২৩ আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে, তোমার উদ্ধারের
জন্য,
ও তোমার ধর্মময় প্রতিজ্ঞা পূর্ণতার জন্য।
১২৪ তোমার অটল মহব্বত অনুসারে তোমার
গোলামের সঙ্গে ব্যবহার কর,
আর তোমার বিধিগুলো আমাকে শিক্ষা দাও।
১২৫ আমি তোমার গোলাম, আমাকে বুদ্ধি দাও,
যেন তোমার সমস্ত নির্দেশ বুঝতে পারি।
১২৬ মাবুদের কাজ করার সময় হল,
কেননা লোকে তোমার শরীয়ত ভঙ্গ করেছে।
১২৭ সেজন্য আমি তোমার হুকুমগুলো ভালবাসি,
সোনা থেকে, খাঁটি সোনা থেকেও তা
ভালবাসি।
১২৮ সেজন্য আমি সর্ব বিষয়ে তোমার সমুদয়
আদেশমালা শিরোধার্য জ্ঞান করি,
সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি।

পে פ

১২৯ তোমার নির্দেশগুলো আশ্চর্য,
এজন্য আমার প্রাণ সেগুলো পালন করে।
১৩০ তোমার কালাম প্রকাশিত হলে তা আলো
দান করে,
তা অমায়িকদেরকে বুদ্ধিমান করে।
১৩১ আমি মুখ খুলে শ্বাস ফেলছিলাম,
কেননা তোমার হুকুমগুলোর আকাঙ্খা কর-
ছিলাম।
১৩২ আমার প্রতি ফির ও আমার প্রতি রহম কর,
যেমন তোমার নামপ্রিয়দের প্রতি করে থাক।
১৩৩ তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমার পদক্ষেপ
স্থির রাখ,
কোন অধর্ম আমার উপরে কর্তৃত্ব না করুক।
১৩৪ মানুষের জুলুম থেকে আমাকে মুক্ত কর,
তাতে আমি তোমার আদেশমালা পালন
করবো।
১৩৫ তোমার গোলামের প্রতি তোমার মুখ উজ্জ্বল
কর,
এবং তোমার সমস্ত বিধি আমাকে শিক্ষা
দাও।
১৩৬ আমার চোখ থেকে পানির ধারা বইছে,
কারণ লোকে তোমার শরীয়ত পালন করে
না।

সাদে צ

১৩৭ হে মাবুদ, তুমি ধর্মময় ও তোমার সমস্ত
বিচার ন্যায্য।
১৩৮ তুমি ধর্মশীলতায় এবং অতীব বিশ্বস্ততায়
তোমার নির্দেশগুলো হুকুম করেছ।
১৩৯ আমার গভীর আগ্রহ আমাকে গ্রাস করেছে,
কারণ আমার দুশমনরা তোমার সমস্ত কালাম
ভুলে গেছে।
১৪০ তোমার কালাম অতীব পরীক্ষাসিদ্ধ,
তাই তোমার গোলাম তা মহব্বত করে।

৮:১৫; আইউ ২৭:৬।
[১১৯:১২২] জবুর ১০৬:৪২।
[১১৯:১২৩] ইশা ৩৮:১৪।
[১১৯:১২৪] জবুর ২৫:৭।
[১১৯:১২৬] শুমারী ১৫:৩১।
[১১৯:১২৭] আইউ ৩:২১।
[১১৯:১২৮] মেসাল ১৩:৫।
[১১৯:১৩০] জবুর ১৯:৭।
[১১৯:১৩২] ২শামু ২৪:১৪।
[১১৯:১৩৩] রোমীয় ৬:১৬।
[১১৯:১৩৫] শুমারী ৬:২৫।
[১১৯:১৩৬] ইশা ৪২:২৪; ইহি ৯:৪।
[১১৯:১৩৭] হিজ ৯:২৭; উজা ৯:১৫।
[১১৯:১৩৮] জবুর ১৯:৭।
[১১৯:১৩৯] জবুর ৬৯:৯; ইউ ২:১৭।
[১১৯:১৪০] ইউসা ২৩:১৪।
[১১৯:১৪১] জবুর ২২:৬।

ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে (দেখুন ১০৬:৩; পয়দা ১৮:১৯; ২ শামু ৮:১৫; মেসাল ১:৩; ২১:৩; ইশা ৫৬:১; ইয়ার ২২:১৫; ৩৩:১৫; ইহি ১৮:৫, ১৯, ২১, ১৭; ৩৩:১৪, ১৬, ১৯; ৪৫:৯)।

১১৯:১২২ এই গজলের একমাত্র আয়াত যেখানে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে (যেমনটা দেখা যায় ৯০, ১২১, ১৩২ আয়াতে; এর সাথে ৭৫ আয়াতের নোট দেখুন) কোনভাবেই আল্লাহ্‌র কালামের কথা বলা হয় নি। *অহঙ্কারীরা।* ২১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১২৩ আমার চোখ ক্ষীণ হচ্ছে। ৬:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১২৪ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১২৬ কাজ করার সময়। হতে পারে তাঁর গোলামদের রক্ষা করার জন্য বা শরীয়ত ভঙ্গকারীদের বিচার করার জন্য, কিংবা দুটোই।

১১৯:১২৭ খাঁটি সোনা থেকেও তা ভালবাসি। আয়াত ১৪, ৫৭, ৭২, ১১১ আয়াত দেখুন।

১১৯:১২৮ সমস্ত মিথ্যাপথ ঘৃণা করি। আয়াত ৫৩ ও নোট দেখুন।

১১৯:১২৯ আশ্চর্য। আয়াত ১৮ ও নোট দেখুন।

১১৯:১৩০ প্রকাশিত হলে। আক্ষরিক অর্থে "উন্মুক্ত"। এখানে বোঝানো হয়েছে (১) আল্লাহ্‌র কালামের প্রত্যাদেশের কথা, কিংবা (২) আল্লাহ্‌র কালামের ব্যাখ্যার কথা, কিংবা (৩) অন্তরে আল্লাহ্‌র কালাম প্রকেশ করার কথা। *অমায়িক।* ১৯:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১৩২ যেমন ... করে থাক। আক্ষরিক অর্থে "তুমি যে পদ্ধতিতে কর"। পদ্ধতি শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দ হচ্ছে মিসপা। এখানে পরোক্ষভাবে মাবুদ আল্লাহ্‌র শরীয়তের কথা বলা হয়েছে (১২২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ৭ আয়াতেরও নোট দেখুন)।

১১৯:১৩৪, ১৫৪ মুক্ত কর। এই গজলে অনেক ক্ষেত্রে শব্দটি উদ্ধার করা অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

১১৯:১৩৪ জুলুম। ২৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১৩৫ তোমার মুখ উজ্জ্বল কর। আয়াত ১৩:১ ও নোট দেখুন (মুখ আচ্ছাদন করা)।

১১৯:১৩৬ আয়াত ৫৩ ও নোট দেখুন।

১১৯:১৩৭-১৪৪ মাবুদ আল্লাহ্‌ ও তাঁর সমস্ত বিচার ন্যায্য ও ধর্মময়।

১১৯:১৩৭ ধর্মময়। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১৩৮ বিশ্বস্ততা। ১৪২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২৯ আয়াতের নোট দেখুন (মিথ্যার পথ)।

১১৯:১৩৯ গভীর আগ্রহ। আয়াত ৫৩ ও নোট দেখুন।

১১৯:১৪০ তোমার কালাম। হিব্রু শব্দ ইমরাহ্‌, যার আরেক অর্থ "ওয়াদা" এখানে সবচেয়ে যথার্থভাবে ব্যবহৃত হতে পারে (১১ আয়াতের নোট দেখুন)। *পরীক্ষাসিদ্ধ।* আক্ষরিক অর্থে "পরিশুদ্ধ," অর্থাৎ আল্লাহ্‌র কালামে মূল্যহীন বা অকার্যকর

BACIB International Bible CHURCH

১৪১ আমি ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞাত,
কিন্তু আমি তোমার আদেশমালা ভুলে যাই নি।
১৪২ তোমার ধর্মশীলতা চিরস্থায়ী,
আর তোমার শরীয়ত সত্য।
১৪৩ সঙ্কট ও দুর্দশা আমাকে পেয়ে বসেছে,
তবুও তোমার সমস্ত হুকুম আমার
আনন্দদায়ক।
১৪৪ তোমার নির্দেশগুলো অনন্তকাল ধরে ধর্মময়;
আমাকে বুদ্ধি দাও, তাতে আমি বাঁচব।

কফ ק

১৪৫ আমি সর্বান্তঃকরণে ডেকেছি;
হে মাবুদ, আমাকে উত্তর দাও,
আমি তোমার বিধিগুলো পালন করবো।
১৪৬ আমি তোমাকে ডেকেছি, আমাকে নিস্তার
কর,
তাতে আমি তোমার নির্দেশগুলো পালন
করবো।
১৪৭ আমি প্রভাতের আগেও উঠে আর্তনাদ
করলাম,
আমি তোমার কালামে ভরসা স্থাপন করেছি।
১৪৮ আমার চোখ সমস্ত রাত উন্মীলিত ছিল,
যেন তোমার প্রতিজ্ঞাগুলো ধ্যান করতে পারি।
১৪৯ তোমার অটল মহব্বত অনুসারে আমার কথা
শোন;
হে মাবুদ, তোমার শাসন অনুসারে আমাকে
সঞ্জীবিত কর।
১৫০ কুকর্মের অনুগামীরা নিকটবর্তী;
তারা তোমার শরীয়ত থেকে দূরবর্তী।
১৫১ হে মাবুদ, তুমিই নিকটবর্তী,
আর তোমার সমস্ত হুকুম সত্য।
১৫২ আমি তোমার নির্দেশগুলোর দ্বারা আগে
থেকে জানি,
তুমি চিরতরে সে সমস্ত স্থাপন করেছ।

রেশ ר

১৫৩ আমার দুঃখ দেখ, আমাকে উদ্ধার কর,
কেননা আমি তোমার শরীয়ত ভুলে যাই নি।
১৫৪ আমার ঝগড়া নিষ্পত্তি কর, আমাকে মুক্ত
কর,
তোমার কালাম অনুসারে আমাকে সঞ্জীবিত
কর।
১৫৫ উদ্ধার দুষ্টরা থেকে দূরবর্তী,
কারণ তারা তোমার বিধিগুলোর খোঁজ করে
না।
১৫৬ হে মাবুদ, তোমার করুণা বহুবিধ;
তোমার সমস্ত শাসন অনুসারে আমাকে
সঞ্জীবিত কর।
১৫৭ আমার তাড়নাকারী ও বিপক্ষ অনেক,
তবুও আমি তোমার নির্দেশগুলো থেকে
বিপথগামী হই নি।
১৫৮ আমি বিশ্বাসঘাতকদেরকে দেখে ঘৃণা
করলাম,
কারণ তারা তোমার কালাম পালন করে না।
১৫৯ দেখ, আমি তোমার আদেশমালা কেমন
ভালবাসি।
মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত অনুসারে
আমাকে সঞ্জীবিত কর।
১৬০ তোমার কালামের সমষ্টি সত্য,
তোমার ধর্মময় প্রত্যেক অনুশাসন চিরস্থায়ী।

শিন ש

১৬১ শাসনকর্তারা অকারণে আমাকে তাড়না
করেছে,
কিন্তু আমার মন তোমার কালামগুলোতে ভীত
হয়।
১৬২ আমি তোমার কালামে আনন্দ করি,
যেমন মহালুট পেলে লোকে আনন্দ করে।

[১১৯:১৪২] জবুর ১৯:৭।
[১১৯:১৪৭] জবুর ৫:৩; ৫৭:৮; ১০৮:২।
[১১৯:১৪৮] জবুর ৬৩:৬।
[১১৯:১৪৯] জবুর ২৭:৭।
[১১৯:১৫০] জবুর ৩৭:৭।
[১১৯:১৫১] জবুর ৩৪:১৮; ফিলি ৪:৫।
[১১৯:১৫২] লূক ২১:৩৩।
[১১৯:১৫৩] জবুর ১৩:৩।
[১১৯:১৫৪] ১শামু ২৪:১৫।
[১১৯:১৫৬] ইহি ৯:২৭; ইয়াকুব ৫:১১।
[১১৯:১৫৭] জবুর ৭:১।
[১১৯:১৫৮] হিজরত ৩২:১৯।
[১১৯:১৫৯] জবুর ৪১:২।
[১১৯:১৬০] জবুর ১১১:৮।
[১১৯:১৬১] ১শামু ২৪:১৪-১৫।
[১১৯:১৬২] ১শামু ৩০:১৬; ইশা ৯:৩; ৫৩:১২।

কিছুই নেই।

১১৯:১৪১ ক্ষুদ্র ও অবজ্ঞাত। এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ১৪৩; আরও দেখুন ২৫ আয়াতের নোট।

১১৯:১৪৫-১৫২ হে মাবুদ, আমাকে রক্ষা কর এবং আমি তোমার নির্দেশগুলো পালন করবো। গজলটি যতই শেষ দিকে অগ্রসর হয়েছে ততই উদ্ধার লাভের মুনাজাত যেন আরও বেশি প্রাধান্য পেয়েছে (২৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:১৪৮ সমস্ত রাত। অর্থাৎ রাতের সমস্ত প্রহর। কাজী ৭:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে মাতম ২:১৯ আয়াতও দেখুন।

১১৯:১৪৯ অটল মহব্বত। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার শাসন।* কিংবা বলা যায় "তোমার বিচার" (যা "তোমার অটল মহব্বত" কথাটির সম্পূরক); হিব্রু প্রতিশব্দ মিসপা (৭৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:১৫০ তোমার শরীয়ত থেকে দূরবর্তী। আয়াত ২১, ৫৩, ৮৫, ১১৮, ১২৬, ১৩৯, ১৫৫, ১৫৮ দেখুন।

১১৯:১৫১ তোমার সমস্ত হুকুম সত্য। ২৯ আয়াতের নোট দেখুন (মিথ্যার পথ)।

১১৯:১৫২ চিরতরে সে সমস্ত স্থাপন করেছ। আয়াত ৫২ ও নোট দেখুন।

১১৯:১৫৩-১৬০ আয়াত ১৪৫-১৫২ এর নোট দেখুন।

১১৯:১৫৫ দুষ্টরা। ২১ আয়াতের নোট দেখুন (অহঙ্কারীরা)।

১১৯:১৫৬ তোমার সমস্ত শাসন। আয়াত ১৪৯ ও নোট দেখুন।

১১৯:১৫৮ তোমার কালাম। হিব্রু শব্দ ইমরাহ্ (১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১১৯:১৬০ তোমার কালামের সমষ্টি। আক্ষরিক অর্থে "তোমার সমস্ত কালাম" (যেমনটা রয়েছে ১৩৯:১৭ আয়াতে)। *সত্য।* ২৯ আয়াতের নোট দেখুন (মিথ্যার পথ)। *চিরস্থায়ী।* ৫২ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১৬১-১৬৮ ১৪৫-১৫২ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১৬১ শাসনকর্তারা। ২৩ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার মন।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১১৯:১৬২ মহালুট। আয়াত ১৪, ৭২, ১১১ দেখুন।

১৬৩ আমি মিথ্যাকে হিংসা করি, ঘৃণা করি,
তোমার শরীয়ত ভালবাসি।
১৬৪ আমি দিনে সাতবার তোমার প্রশংসা করি,
তোমার ধর্মময় অনুশাসনগুলোর জন্য।
১৬৫ যারা তোমার শরীয়ত ভালবাসে,
তাদের পরম শান্তি হয়, তাদের হোঁচট লাগে না।
১৬৬ মাবুদ, আমি তোমার উদ্ধারের প্রত্যাশা করেছি,
ও তোমার সমস্ত হুকুম পালন করেছি।
১৬৭ আমার প্রাণ তোমার নির্দেশগুলো পালন করেছে,
আমি সেসব অতিশয় মহব্বত করি।
১৬৮ আমি তোমার আদেশমালা ও নির্দেশগুলো পালন করেছি;
কারণ আমার সমস্ত পথ তোমারই সম্মুখে।

তৌ ת

১৬৯ হে মাবুদ, আমার কাতরোক্তি তোমার কাছে উপস্থিত হোক,
তোমার কালাম অনুসারে আমাকে বুদ্ধি দাও।
১৭০ আমার ফরিয়াদ তোমার সম্মুখে উপস্থিত হোক,
তোমার প্রতিজ্ঞা অনুসারে আমাকে উদ্ধার কর।
১৭১ আমার ওষ্ঠাধর প্রশংসা করুক,
কারণ তুমি আমাকে তোমার সমস্ত বিধি শিক্ষা দিচ্ছ।
১৭২ আমার জিহ্বা তোমার মহিমা ঘোষণা করবে,
যেহেতু তোমার সমস্ত হুকুম ধর্মময়।
১৭৩ তোমার হাত আমার সহকারী হোক;
কেননা আমি তোমার আদেশমালা মান্য করেছি।
১৭৪ হে মাবুদ, আমি তোমার উদ্ধারের আকাঙ্খা করেছি,
এবং তোমার শরীয়ত আমার হর্ষজনক।
১৭৫ আমার প্রাণ জীবিত থাকুক,
সে তোমার প্রশংসা করবে,
আর তোমার সমস্ত অনুশাসন আমার সহকারী হোক।
১৭৬ আমি হারানো ভেড়ার মত ভ্রান্ত হয়েছি;
নিজের গোলামের খোঁজ কর;
কেননা আমি তোমার হুকুমনামা ভুলে যাই নি।

জবুর ১২০

আরোহণ-গজল।
১ আমি সঙ্কটে মাবুদকে ডাকলাম,

[১১৯:১৬৪] আয়াত ৭,১৬০।
[১১৯:১৬৫] জবুর ৩৭:২৪; ১ইউ ২:১০।
[১১৯:১৬৮] আইউ ১০:৪;২৩:১০; মেসাল ৫:২১।
[১১৯:১৬৯] আইউ ১৬:১৮।
[১১৯:১৭০] ১বাদশাহ্ ৮:৩০; ২খান্দান ৬:২৪।
[১১৯:১৭১] ইশা ২:৩; মিকাহ্ ৪:২।
[১১৯:১৭২] জবুর ৫১:১৪।
[১১৯:১৭৩] ইউসা ২৪:২২।
[১১৯:১৭৫] ইশা ৫৫:৩।
[১১৯:১৭৬] ইয়ার ৫০:১৭; ইহি ৩৪:১১; লূক ১৫:৪।
[১২০:১] ২শামু

১১৯:১৬৩ আমি মিথ্যাকে ... ঘৃণা করি। ৫৩ আয়াতের নোট দেখুন। *মিথ্যা।* কিংবা বলা যায় "যা কিছু বা যে পথ মিথ্যা" (আয়াত ২৯ ও নোট দেখুন)।

১১৯:১৬৪ দিনে সাতবার। পূর্ণতা নির্দেশক প্রতীকী সংখ্যা – এর অর্থ তিনি সারা দিন ধরে মাবুদের প্রশংসা করেন।

১১৯:১৬৫ পরম শান্তি। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা এবং মঙ্গল।

১১৯:১৬৯-১৭৬ আয়াত ১৪৫-১৫২ এর নোট দেখুন।

১১৯:১৭১ আমার ওষ্ঠাধর প্রশংসা করুক। কারণ তুমি আমাকে উদ্ধার করেছ।

১১৯:১৭২ তোমার সমস্ত হুকুম ধর্মময়। আয়াত ৭ দেখুন।

১১৯:১৭৪-১৭৬ গজলের উপসংহার।

১১৯:১৭৬ ভ্রান্ত হয়েছি। ইশা ৫৩:৬ আয়াত দেখুন; এখানে স্পষ্টভাবে জবুর রচয়িতা এই কথা স্বীকার করছেন যে, মাবুদের কালাম ও শরীয়তের ধ্যান করতে গিয়ে তিনি বার বার অন্য পথে চলে গেছেন, ঠিক যেন হারানো ভেড়ার মত, যাঁকে একমাত্র তাঁর বেহেশতী পালকই ফিরিয়ে আনতে পারেন। যিনি আল্লাহ্‌কে তাঁর জীবনের পথ নির্দেশক ও সবচেয়ে প্রিয় বস্তুতে পরিণত করেছেন, যাঁর মুখেই এমন স্বীকারোক্তি ও মুনাজাত শোভা পায়।

জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়। ১৫টি গজলের একটি সঙ্কলন (জবুর ১২০-১৩৪ অধ্যায়), যার প্রত্যেকটিতে "আরোহণ-গজল" শিরোনামটি রয়েছে, এর এর সাথে যুক্ত হয়েছে জবুর ১৩৫-১৩৭ অধ্যায়। কিছু কিছু ইহুদী প্রথা অনুসারে জবুর ১২০-১৩৬ অধ্যায়কে বলা হয় "মহা হাল্লেল" বা মহা প্রশংসা গজল (যা "মিসরীয় হাল্লেল" থেকে আলাদা; জবুর ১১৩-১১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। জবুর ১৩৭ অধ্যায়ে প্রকাশ পেয়েছে সিয়োন তথা জেরুশালেম নগরীর প্রতি গভীর অনুরাগ, যে নগরীটি আল্লাহ্‌র লোকদের সাথে তাঁর উপস্থিতির প্রতীক। জেরুশালেম নিয়ে এই বর্ণনা গজল সঙ্কলনটিকে আরও একীভূত করেছে। এই "আরোহণ গজলগুলো" মূলত প্রতি বছর জেরুশালেমে তীর্থ যাত্রায় গমনকালে গাওয়া হত (৮৪:৫-৭; হিজ ২৩:১৪-১৭; দ্বি.বি. ১৬:১৬; মিকাহ্ ৪:২; জাকা ১৪:১৬ আয়াতের নোট দেখুন), যা গাইতে গাইতে এবাদতকারীরা সিয়োন পর্বতে এসে উপস্থিত হতেন (ইশা ৩০:২৯ আয়াত দেখুন)। এই গজলগুলোর ভাবধারা অনেকটা জবুর ৮৪ অধ্যায়ের গজলের মত (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়)। প্রত্যেকটি গজল শুরু হয়েছে একটি মুনাজাতের মধ্য দিয়ে যা নিজ বাসস্থান থেকে দূরে সরে থাকা এবং অত্যাচারিত হওয়ার এক কষ্টকময় অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করে এবং শেষ হয়েছে আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থানে তাঁর প্রশংসা করার আহ্বান জানানোর মধ্য দিয়ে। মূল হিব্রু টেক্সটে মধ্যবর্তী গজলটি (জবুর ১২৭) বাদশাহ্ সোলায়মান রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং অন্য চারটি গজল (১২২; ১২৪; ১৩১; ১৩৩) মধ্যবর্তী গজলের দুই পাশে অবস্থান নিয়েছে এবং সেগুলো বাদশাহ্ দাউদ রচনা করেছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই সঙ্কলনটি নিয়ে আরও বিশ্লেষণ জানতে উক্ত গজলগুলোর পৃথক ভূমিকা দেখুন।

জবুর ১২০ অধ্যায়। মিথ্যা অপবাদকারীদের হাত থেকে বাঁচার জন্য একজন ব্যক্তির মুনাজাত (৫:৯ আয়াত ও নোট দেখুন)। এখানে যে "যুদ্ধ" শব্দটি (আয়াত ৭) ব্যবহার করা হয়েছে তা সম্ভবত প্রতীকী। তিনটি সংক্ষিপ্ত পঙক্তিমালার মধ্য দিয়ে মূল ভাব প্রকাশিত হয়েছে: মুনাজাতটি উচ্চারণ করা হয়েছে (আয়াত ১-২), বিরোধিতাকারীদের উদ্দেশ্য করে কথা বলা হয়েছে (আয়াত ৩-৪), পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা উল্লেখ করে কষ্টের কথা প্রকাশ করা হয়েছে (আয়াত ৫-৭)।

তিনি আমাকে উত্তর দিলেন।
২ হে মাবুদ, আমার প্রাণ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর
থেকে,
প্রতারক জিহ্বা থেকে উদ্ধার কর।
৩ হে প্রতারক জিহ্বা, তিনি তোমাকে কি দেবেন?
তোমাকে বেশি কি যোগাবেন?
৪ বীরের ধারালো তীরগুলো,
ও রোতম কাঠের জলন্ত কয়লা।
৫ হায় হায়, আমি মেশকে প্রবাস করছি,
কায়দারের তাঁবুগুলোর কাছে বাস করছি।
৬ বহুকাল আমার প্রাণ এমন ব্যক্তির সঙ্গে বসবাস
করেছে,
যে শান্তি ঘৃণা করে।
৭ আমি শান্তিপ্রিয়,
কিন্তু যখন কথা বলি, তখন ওরা যুদ্ধ চায়।

২২:৭; জবুর ১১৮:৫। [১২০:২] জবুর ৩১:১৮।

[১২০:৪] দ্বি.বি. ৩২:২৩। [১২০:৫] পয়দা ২৫:১৩; ইয়ার ২:১০। [১২১:২] পয়দা ১:১।

[১২১:৪] জবুর ১২৭:১। [১২১:৫] জবুর ১:৬।

জবুর ১২১

আরোহণ-গজল।

১ আমি পর্বতমালার দিকে চোখ তুলে তাকাব;
কোথা থেকে আমার সাহায্য আসবে?
২ মাবুদ থেকে আমার সাহায্য আসে,
তিনি আসমান ও দুনিয়ার নির্মাণকর্তা।
৩ তিনি তোমার পা বিচলিত হতে দেবেন না,
তোমার রক্ষক ঘুমে ঢুলে পড়বেন না।
৪ দেখ, যিনি ইসরাইলের রক্ষক,
তিনি ঘুমে ঢুলে পড়েন না, ঘুমানও না।
৫ মাবুদই তোমার রক্ষক,
মাবুদই তোমার ছায়া,
তিনি তোমার দক্ষিণ পাশে আছেন।

১২০ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২০:১ আমি সঙ্কটে মাবুদকে ডাকলাম ... উত্তর দিলেন। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১২০:২ মিথ্যাবাদী ওষ্ঠাধর ... প্রতারক জিহ্বা। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১২০:৩-৪ আল্লাহ্ নিষ্ক্রিয় থাকবেন না এমন প্রতিজ্ঞা (৬:৮-১০ আয়াত এবং ৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২০:৩ তিনি। মাবুদ আল্লাহ্। *বেশি কি যোগাবেন?* ওয়াদা প্রদানের সাধারণ প্রকাশভঙ্গি (১ শামু ৩:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন)। এর মধ্য দিয়ে দুশমনদের উপরে আল্লাহ্‌র বিচারের সুনিশ্চয়তা ও ভয়াবহতাকে প্রকাশ করা হয়েছে।

১২০:৪ ধারালো তীরগুলো ... জলন্ত কয়লা। অস্ত্র হিসেবে আমাদের জিহ্বা যেন ধারালো তীর (মেসাল ২৫:১৮; ইয়ার ৯:৮ আয়াত; আরও দেখুন ৫৭:৪; ৬৪:৩ আয়াত) এবং অনির্বাণ অগ্নি (মেসাল ১৬:২৭; ইয়াকুব ৩:৬ আয়াত দেখুন) এবং আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁর নিরূপিত সময়ে করুণা সহকারে বিচার সাধন করবেন (৭:১১-১৩; ১১:৬; ৬৪:৭ আয়াত দেখুন)। করুণা সহকারে বিচার সাধন সম্পর্কে আরও দেখুন ৬৩:৯-১০; ৬৪:৭-৮ আয়াত ও নোট।

রোতম কাঠ। মরুভূমিতে উৎপন্ন এক ধরনের উদ্ভিদ, যা অনেক সময় ছায়া দেওয়ার মত যথেষ্ট বড় ও ছড়ানো হয়ে থাকে। এর ছাল থেকে তৈরি জ্বালানি অত্যন্ত উত্তপ্ত ও বহুক্ষণ ধরে জ্বলে এমন আগুন উৎপন্ন করে।

১২০:৫-৭ দীর্ঘকাল ব্যাপী কষ্টের কারণে অভিযোগ।

১২০:৫ মেশক ... কায়দার। প্রথমটির অবস্থান হচ্ছে মধ্য এশিয়া মাইনরে (পয়দা ১০:২ আয়াতের নোট দেখুন), দ্বিতীয়টির অবস্থান আরবে (ইশা ২১:১৬ আয়তের নোট দেখুন)। ভর্ৎসনাকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় জবুর রচয়িতার মনে হচ্ছে যেন তিনি তাঁর বাসস্থান থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন এবং বর্বর মানুষেরা তাঁকে ঘিরে রয়েছে।

জবুর ১২১ অধ্যায়। স্বীকারোক্তি ও নিশ্চয়তার একটি কথোপকথন (সম্ভবত লিটার্জিক্যাল)। তীর্থযাত্রার গজল হিসেবে এটিকে বিবেচনা করলে গজলটি বুঝতে সুবিধা হবে। তবে এই কথোপকথন একজন ব্যক্তিই করেছেন (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৪২-৪৩ অধ্যায়ের পুনরুক্তি বা ধূয়াগুলো) না কি কয়েকজন মিলে করেছেন তাতে খুব একটা পার্থক্য হয় নাম কারণ প্রত্যেকটি আয়াতের মূল ভাবার্থ বা ভাষা প্রায় একই রকম। যে নিশ্চয়তার ভাষা এখান প্রকাশ পেয়েছে (জবুর ৩৩ অধ্যায় দেখুন) তা জেরুশালেমে তীর্থযাত্রার জন্য যেমন উপযোগী, তেমনি ঈমানদারেরা যে গৌরবের মুকুট গ্রহণ করতে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবেন সেই তীর্থযাত্রার সাথেও সমান উপযোগী (৪৯:১৫; ৭৩:২৪ আয়াতের নোট দেখুন)। এই গজলটি চারটি জোড় আয়াত নিয়ে তৈরি হয়েছে, যার প্রত্যেকটিতে একটি করে প্রারম্ভিবক লাইন রয়েছে, যা জোড় আয়াতের বাকি অংশটি গঠন করেছে। মূল আলোচ্য শব্দগুলো হচ্ছে "মাবুদ" এবং "রক্ষা করবেন," যা পাঁচবার করে উল্লেখ রয়েছে।

১২১ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১২১:১-২ মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে আনীত নির্ভরতার স্বীকারোক্তি।

১২১:১ পর্বতমালা। জেরুশালেমের নিকটবর্তী পর্বতমালা, যার মধ্যে সিয়োন পর্বত একটি (১২৫:২), কিংবা যদি এখানে বহুবচনের মধ্য দিয়ে গৌরব ও মহিমা বোঝানো হয়ে থাকে (ইবরানী ৮৭:১; ১৩৩:৩ আয়াতের মত), তাহলে এটি সিয়োন পর্বত।

১২১:২ তিনি আসমান ও দুনিয়ার নির্মাণকর্তা। একমাত্র সত্যিকার আল্লাহ্, দুনিয়ার সমস্ত বস্তু ও প্রাণীর সৃষ্টিকর্তা (দেখুন ১২৪:৮; ১৩৪:৩; এর সাথে দেখুন ৩৩:৬; ৮৯:১১-১৩; ৯৬:৪-৫; ১০৪:২-৯; ১৩৬:৪-৯ আয়াত দেখুন)।

১২১:৩-৪ ইসরাইলের উপরে সর্বদা অতন্দ্র প্রহরী সম্পর্কে নিশ্চয়তা।

১২১:৩ তিনি তোমার পা বিচলিত হতে দেবেন না। যেখানে পথ খুবই পিচ্ছিল সেখানেও না। *তোমার রক্ষক ঘুমে ঢুলে পড়বেন না।* পৌত্তলিক দেবতা বাল-এর মত (১ বাদশাহ্ ১৮:২৭ আয়াত দেখুন) – যদিও কোন কোন সময় তাঁকে দেখে এটাই মনে হতে পারে (৪৪:২৩; ৭৮:৬৫ আয়াত দেখুন)।

১২১:৪ যিনি ইসরাইলের রক্ষক। সমস্ত সৃষ্টির মাবুদ এবং ইসরাইল জাতির রক্ষক – যাঁর উপরে আমরা আমাদের সমস্ত ঈমান অর্পণ করি।

১২১:৫-৬ অব্যর্থ সুরক্ষা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দান।

১২১:৫ তোমার ছায়া। ৯১:১ আয়াত দেখুন ("ছায়া") এবং ১৭:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার দক্ষিণ পাশে।* ১৬:৮ আয়াত ও নোট দেখুন।

৬ দিনে সূর্য তোমাকে আঘাত করবে না,
রাতে চন্দ্রও করবে না।
৭ মাবুদ তোমাকে সমস্ত অমঙ্গল থেকে রক্ষা
করবেন;
তিনি তোমার প্রাণ রক্ষা করবেন।
৮ মাবুদ তোমার বাইরে যাওয়া ও তোমার ভিতরে
আসা সুরক্ষিত রাখবেন,
এখন থেকে চিরকাল পর্যন্ত।

[১২১:৬] ইশা ৪৯:১০।
[১২১:৭] জবুর ৯:৯।
[১২১:৮] দ্বি.বি. ২৮:৬।

জবুর ১২২

আরোহণ-গজল। হযরত দাউদের।

১ আমি আনন্দিত হলাম, যখন লোকে আমাকে
বললো,
চল, আমরা মাবুদের গৃহে যাই।
২ হে জেরুশালেম, তোমার দ্বারের ভিতরে
আমাদের চরণ দণ্ডায়মান হল।
৩ হে জেরুশালেম, তুমি নির্মিত হয়েছ একত্র
সংযুক্ত নগরের মত।
৪ সেই স্থানে বংশগুলো, মাবুদের বংশগুলো উঠে
দাঁড়ায়,
ইসরাইলকে দেওয়া নির্দেশের জন্য,
মাবুদের নামের শুকরিয়া করার জন্য।
৫ কেননা সেই স্থানে বিচার করার
সিংহাসনগুলো,
দাউদ-কুলের সিংহাসনগুলো স্থাপিত।
৬ তোমরা জেরুশালেমের শান্তির জন্য মুনাজাত
কর;
যারা তোমাকে মহব্বত করে, তাদের কল্যাণ
হোক।

[১২২:৬] জবুর ২৬:৮।

১২১:৬ সূর্য ... চন্দ। এখানে "ছায়া" সংক্রান্ত উপমাটির সাথে মিলিয়ে এখানে এটি দিনে বা রাতে সমস্ত বিপদ বা হুমকির কথা বলে (ইশা ৪:৬; ২৫:৪-৫; ৪৯:১০; ইউনুস ৪:৮ আয়াত দেখুন)।

১২১:৭-৮ জীবনের সমস্ত কিছুরা ব্যাপারে নিশ্চয়তা দান।

১২১:৮ তোমার বাইরে যাওয়া ও তোমার ভিতরে আসা। আক্ষরিক অর্থে "তোমার আসা ও যাওয়া"। যদিও এখানে যে হিব্রু ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তার অর্থ ১ শামু ২৯:৬ আয়াতে সামরিক কার্যক্রম হিসেবে দেখানো হয়েছে। ২ শামু ৩:২৫ আয়াতে যে অর্থ প্রকাশ করা হয়েছে তার সাথে দ্বি.বি. ২৮:৬ আয়াতের মিল রয়েছে।

জবুর ১২২ অধ্যায়। জেরুশালেমের জন্য প্রশংসা ও আনন্দের গজল (দেখুন জবুর ৪২-৪৩; ৪৬; ৪৮; ৮৪; ৮৭; ১৩৭ অধ্যায় এবং উক্ত গজলগুলোর ভূমিকা)। এই গজলটি গেয়েছেন জেরুশালেমে গমনকারী কোন তীর্থযাত্রী। খুব সম্ভবত এই গজলটি ইসরাইল জাতির তিনটি বড় ঈদের মধ্যে একটিতে গাওয়া হত, দ্বি.বি. ১৬:১৬ আয়াত দেখুন। এখানে জেরুশালেম নগরীর জন্য তীব্র আনন্দ প্রকাশ পেয়েছে এবং এর মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রার তৃতীয় গজল হিসেবে (জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন) এখানে জবুর ১৩২ অধ্যায়ের বেশ কিছু মূল ভাবধারা দেখা যায়, যা এই সঙ্কলনের শেষ থেকে তৃতীয় গজল। সম্ভবত এখানে ক্রমানুসার ও উল্টো ক্রমানুসারের গজলগুলোর মধ্যে মিল রাখা হয়েছে। কাঠামোগত দিক থেকে দুই আয়াত বিশিষ্ট একটি ভূমিকার মধ্য দিয়ে গজল গায়ককে এই আনন্দময় নগরীর মাঝে আল্লাহ্‌র প্রশংসায় রত অবস্থায় দেখানো হয়েছে এবং চার আয়াত বিশিষ্ট দুটি প্রায় সদৃশ পঙক্তিমালা নিয়ে মূল বিষয়বস্তু প্রকাশ পেয়েছে। হিব্রু সংস্করণে প্রথম পঙক্তিমালায় মোট ৫৭টি সিলেবল রয়েছে, দ্বিতীয়টিতে রয়েছে ৬০টি সিলেবল; জবুর ১২৭; ১২৮; ১২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। মাবুদের গৃহের কথা উল্লেখ করার মধ্য দিয়ে গজলটির কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে (আয়াত ১ ও ৯)।

১২২ অধ্যায়ের শিরোনাম আরোহণ-গজল। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। *হযরত দাউদের।* এই উপাদানটি এই গজলের সমকালীন অন্যান্য সব গজলে দেখা যায় না এবং গজলটির বিষয়বস্তু অনুসারে এটি আরও পরে লেখা হয়েছে (১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২২:১-২ জেরুশালেমের উদ্দেশে তীর্থযাত্রায় অংশগ্রহণ করতে পারার আনন্দ।

১২২:১ মাবুদের গৃহে। এবাদতখানা (২ শামু ৭:৫, ১৩; ১ বাদশাহ্‌ ৫:৩, ৫; ৮:১০ আয়াত দেখুন)। ১ বাদশাহ্‌ ৩:৪; ৮:১-১১ আয়াত বিবেচনা করলে বায়তুল মোকাদ্দস উৎসর্গ করার আগে জেরুশালেম নগরী তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছিল কি না সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে।

১২২:২ তোমার দ্বার। অর্থাৎ নগরে প্রবেশ করার জন্য মূল ফটক।

১২২:৩-৫ ঈমানদারদের জন্য জেরুশালেম নগরীর তাৎপর্য।

১২২:৩ একত্র সংযুক্ত। সম্ভবত এখানে নগরীর দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তি ও নির্মাণ কাজের কথা বলা হয়েছে (জবুর ৪৮ অধ্যায়) এবং সম্ভবত এখানে শরীয়ত-তাঁবু নির্মাণের ব্যাপারেও প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন হিজ ২৬:১১ আয়াত, "... তাঁবু সংযুক্ত করবে")। যদি তাই হয় সেক্ষেত্রে জেরুশালেম নগরীকে আল্লাহ্‌র দুনিয়াবী বাসস্থান হিসেবে বিবেচনা করে তার প্রশংসা করা হচ্ছে (৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৪:৫ আয়াতও দেখুন)।

১২২:৪ মাবুদের নামের শুকরিয়া করার জন্য। ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্‌ যেভাবে রক্ষা করেছেন সেজন্য এবং তিনি এই জাতিকে যে সমস্ত দোয়া ও রহমত দান করেছেন তার জন্য। *নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। ইসরাইলকে দেওয়া নির্দেশের জন্য। ৮১:৩-৫; দ্বি.বি. ১৬:১-১৭ আয়াত দেখুন)।

১২২:৫ সেই স্থানে ... দাউদ-কুলের সিংহাসনগুলো। জেরুশালেম একই সাথে আল্লাহ্‌র পবিত্র নগরী এবং তাঁর বেছে নেওয়া রাজকীয় বংশের রাজধানী, যার মধ্য দিয়ে তিনি জাতিটিকে সুরক্ষা করে থাকেন এবং নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন (দেখুন ২:২, ৬-৭; ৮৯:৩-৪, ৭৯-৩৭; ১১০; ২ শামু ৭:৮-১৬ আয়াত ও নোট দেখুন)। বন্দীদশার পরবর্তী সময়েও এই ভাবধারা বজায় ছিল, কিন্তু এখন মসীহী প্রত্যাশার কারণে নগরীটি শুধুই দাউদ নগর।

১২২:৬-৯ জেরুশালেম নগরীর শান্তির জন্য মুনাজাত।

১২২:৬ হিব্রু সংস্করণে একটি চমৎকার কাব্যিক উক্তির মধ্য দিয়ে "মুনাজাত," "শান্তি," "জেরুশালেম," এবং "কল্যাণ হোক" কথাগুলোকে এক সাথে আবদ্ধ করা হয়েছে। *শান্তি।* আয়াত ৭-৮ দেখুন; এখানে সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি দুটোর কথাই বলা হয়েছে।

যারা তোমাকে মহব্বত করে। জবুর রচয়িতা, যার কথা ১-৮

৭ তোমার প্রাচীরের মধ্যে শান্তি হোক,
তোমার উচ্চগৃহগুলোর মধ্যে কল্যাণ হোক।
৮ আমার ভাইদের ও মিত্রদের অনুরোধে আমি
বলবো,
তোমার মধ্যে শান্তি বর্তুক।
৯ আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের গৃহের অনুরোধে
আমি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করবো।

জবুর ১২৩

আরোহণ-গজল।

১ আমি তোমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি,
তুমিই বেহেশতে সমাসীন।
২ দেখ, মালিকের হাতের প্রতি যেমন গোলামদের
দৃষ্টি,
কর্ত্রীর হাতের প্রতি যেমন বাঁদীর দৃষ্টি,
তেমনি আমাদের আল্লাহ্ মাবুদের প্রতি
আমাদের দৃষ্টি,
যত দিন না তিনি আমাদের প্রতি করুণা
করেন।
৩ আমাদের করুণা কর, হে মাবুদ, করুণা কর,
কেননা আমরা অবজ্ঞায় নিতান্ত পূর্ণ হয়েছি।
৪ আমাদের প্রাণ নিতান্ত পূর্ণ হয়েছে,
আরামে থাকা লোকদের বিদ্রূপে,
অহঙ্কারীদের অবজ্ঞায়।

[১২২:৭] ১শামু ২৫:৬।

[১২২:৯] জবুর ১২৮:৫।

[১২৩:১] জবুর ৬৮:৫; ইশা ৬:১; ৬৩:১৫।

[১২৩:২] জবুর ২৫:১৫।

[১২৪:১] জবুর ১২৯:১।

জবুর ১২৪

আরোহণ-গজল। হযরত দাউদের।

১ যদি মাবুদ আমাদের সপক্ষ না হতেন,
--ইসরাইল এই কথা বলুক--
২ যদি মাবুদ আমাদের সপক্ষ না হতেন,
যখন লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল,
৩ তখন তারা আমাদেরকে জীবতাবস্থায় গ্রাস
করতো,
যখন আমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ প্রজ্বলিত
হত।

আয়াতে রয়েছে এবং সেই সাথে মাবুদের প্রতি ও তাঁর অভিষিক্ত বাদশাহ্‌র প্রতি ভালবাসার কারণে যারা জেরুশালেম নগরীকে ভালবাসে তাদের কথা বোঝানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে যারা এক সাথে মুনাজাত করে, মাবুদের এবাদত করে এবং আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে পরস্পরের কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করে তাদের মধ্যে একটি চমৎকার ভ্রাতৃত্বপূর্ণ ভালবাসার বন্ধন তৈরি হয় (পয়দা ১৩৩ অধ্যায়)।

১২২:৭ প্রাচীর ... উচ্চগৃহ। ৪৮:১৩ আয়াত দেখুন ("দৃঢ় প্রাচীর ... অট্টালিকা")।

১২২:৮-৯ অনুরোধে ... অনুরোধে। কারণ জেরুশালেম হচ্ছে দুনিয়াতে সেই সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন স্থান যেখানে আল্লাহ্ ও তাঁর লোকেরা এক সাথে ফলপ্রসূ সহভাগিতায় মিলিত হন। এ জন্য জবুর রচয়িতা নগরীর শান্তি ও সমৃদ্ধি বজায় রাখার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছেন।

১২২:৯ আল্লাহ্ মাবুদের গৃহ। আয়াত ১ ও নোট দেখুন; এই শব্দগুচ্ছটি এই গজলের জন্য একটি সাহিত্যগত কাঠামো তৈরি করে।

জবুর ১২৩ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র নম্র লোকদের মুনাজাত, যেন আল্লাহ্ তাদের প্রতি রহমত প্রদর্শন করেন এবং অহঙ্কারীদের সমস্ত দুরভিসন্ধি থেকে তাদেরকে উদ্ধার করেন। জবুর ১২৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। গজলটির কাঠামো অনুসারে এক আয়াত বিশিষ্ট একটি ভূমিকার পরে রয়েছে দুটি সংক্ষিপ্ত পঙক্তিমালা, যার উভয়েরই নিজস্ব বিষয়বস্তু রয়েছে।

১২৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২৩:১ আমি তোমার দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে থাকি। জবুর রচয়িতা এখানে তাঁর সমাজের পক্ষে প্রতিনিধি হিসেবে কথা বলছেন। *তুমিই বেহেশতে সমাসীন।* যাঁর দুনিয়াবী সিংহাসন সিয়োন পর্বতের উপরে এবাদতখানায় অবস্থিত (১২২:৫ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ২:৪; ৯:১১; ১১:৪; ৮০:১; ৯৯:১; ১১৩:৫; ১৩২:১৪ আয়াত দেখুন)।

১২৩:২ দৈনন্দিন গৃহস্থালি জীবন থেকে দুটো রূপক চিত্র নিয়ে ঈমানদার নারী ও পুরুষদেরকে আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরশীল ও বিশ্বাসী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১২৩:৪ আরামে থাকা লোক ... অহঙ্কারী। যারা তাদের নিজেদের বুদ্ধিতে ও শক্তিতে জীবন ধারণ করে (১০:২-১১; ৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন) এবং যারা নম্রতার সাথে মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে তাদেরকে বিদ্রূপ ও তিরস্কার করে। উদাহরণস্বরূপ, যারা বাদশাহ্ হিষ্কিয়ের সময়ে (২ বাদশাহ্ ১৮:১৭–১৯:১৯ আয়াত দেখুন) কিংবা শাসনকর্তা নহিমিয়ার সময়ে (নহি ৪; ৬:১-৪) তাদের বিরোধিতা করতো।

১২৪ শক্তিশালী দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য ইসরাইলের মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন – যা জবুর ১২৩ অধ্যায়ের এক চমৎকার ফলশ্রুতিমূলক গজল। খুব সম্ভবত একজন লেবীয় ১-৫ আয়াত উচ্চারণ করেছেন এবং এবাদতকারীরা ৬-৮ আয়াত উচ্চারণ করেছেন। জবুর ১২৯ অধ্যায়েরও প্রায় একই ধরনের একটি ভূমিকা রয়েছে এবং দুটোতেই শক্তিশালী দুশমনদের হাত থেকে সিয়োনের উদ্ধারের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যার কারণে দুটো গজল মিলে মধ্যবর্তী মোট চারটি গজলকে একটি কাঠামোতে আবদ্ধ করেছে (১২৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। *আরোহণ-গজল।* জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। হযরত দাউদের। খুব কম গজলে এ ধরনের ভূমিকা রয়েছে এবং ভাষাগত ও বিষয়বস্তুগত বিচারে এই গজলটি বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লেখা হয়েছিল (জবুর ১২২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন)। সম্ভবত জবুর ১৮ ও ৬৯ অধ্যায়ের বক্তব্য এখানে প্রতিফলিত হয়েছে বলে গজলটি দাউদের বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

১২৪:১-৫ ইসরাইল জাতি জানুক যে, তাদের মাবুদ আল্লাহ্ স্বয়ং একা তাদেরকে এই ধ্বংস থেকে উদ্ধার করেছেন (২০:৭; ৯৪:১৭ আয়াত দেখুন)।

১২৪:২ লোকেরা আমাদের বিরুদ্ধে উঠেছিল। অহঙ্কারী ও উদ্ধত লোকেরা (১২৩:৪) আক্রমণ করতে পারে, কিন্তু মাবুদ আল্লাহ্ সব সময় ইসরাইলকে রক্ষা করেন (আয়াত ৮)।

১২৪:৩ আমাদেরকে জীবতাবস্থায় গ্রাস করতো। মৃত্যুর মত (৪৯:১৪ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে এক্ষেত্রে ৬৯:১৫

৪ তখন পানি আমাদেরকে প্লাবিত করতো,
স্রোত আমাদের প্রাণের উপর দিয়ে বয়ে যেত;
৫ তখন প্রচণ্ড জলোচ্ছাস আমাদের প্লাবিত করে
বয়ে যেত।
৬ মাবুদ ধন্য হোন, তিনি আমাদেরকে
ওদের সম্মুখে খাদ্য হিসেবে তুলে দেন নি।
৭ আমাদের প্রাণ ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মত
রক্ষা পেয়েছে;
ফাঁদ ছিঁড়েছে, আর আমরা রক্ষা পেয়েছি।
৮ মাবুদের নামে আমাদের সাহায্য,
তিনি আসমান ও দুনিয়ার নির্মাণকর্তা।

[১২৪:৪] জবুর ৮৮:১৭।

[১২৪:৭] জবুর ৯১:৩।
[১২৪:৮] ১শামু ১৭:৪৫।
[১২৫:১] ইশা ৩৩:২০।
[১২৫:২] ১খান্দান ২১:১৫।
[১২৫:৩] মেসাল ২২:৮; ইশা ১৩:১১; ১৪:৫।
[১২৫:৫] মেসাল ২:১৫; ইশা ৫৯:৮।

জবুর ১২৫

আরোহণ-গজল।
১ যারা মাবুদের উপর নির্ভর করে,
তারা সিয়োন পর্বতের মত,
যা অটল ও চিরস্থায়ী।
২ জেরুশালেমের চারদিকে পর্বতমালা আছে,
আর মাবুদ তাঁর লোকদের চারদিকে আছেন,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত আছেন।
৩ কেননা নাফরমানীর রাজদণ্ড ধার্মিকদের
অধিকারের উপরে থাকবে না,
যেন ধার্মিকেরা অন্যায়ে হস্তক্ষেপ না করে।
৪ হে মাবুদ! তাদের মঙ্গল কর, যারা মঙ্গল
স্বভাবের,
সরলচিত্তদের মঙ্গল কর।
৫ কিন্তু যারা নিজেদের বাঁকা পথ অনুসরণ করে,
মাবুদ তাদেরকে দুর্বৃত্তদের সহপথিক করবেন।
ইসরাইলের উপরে শান্তি বর্তুক।

আয়াত দেখুন।

১২৪:৪-৫ পানি ... স্রোত ... প্রচণ্ড জলোচ্ছাস। ১৮:১৬ আয়াত দেখুন; আরও দেখুন ৩২:৬; ৬৯:১-২ আয়াত ও নোট।

১২৪:৬-৮ আল্লাহ্‌ কর্তৃক উদ্ধার লাভের কারণে তাঁর প্রতি প্রশংসা জ্ঞাপন – সাথে রয়েছে এক বর্ণনা সমৃদ্ধ চিত্রকল্প।

১২৪:৬ খাদ্য হিসেবে তুলে দেন নি। যেভাবে বন্য প্রাণী খাদ্য সংগ্রহ করে (৭:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২৪:৭ ব্যাধের ফাঁদ থেকে পাখির মত রক্ষা পেয়েছে। ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ইসরাইল জাতির উদ্ধারের সবচেয়ে উপযুক্ত উপমা (এর সাথে তুলনা করুন ৯:১৫ আয়াত)।

১২৪:৮ সবশেষে রয়েছে ইসরাইল জাতির সমবেত গুনাহ্‌ স্বীকার (১২১:২ আয়াত ও নোট দেখুন)।

জবুর ১২৫ অধ্যায়। ইসরাইল জাতির সাক্ষ্য দান, মুনাজাত ও দোয়াবাণী উচ্চারণের মধ্য দিয়ে তাদের সুরক্ষার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করা হয়েছে। এই গজলটি খুব সম্ভব বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে রচিত হয়েছে এবং এবাদতখানায় এবাদত চলাকালে লিটার্জি হিসেবে কোন একজন লেবীয় এই গজলটি পাঠ করতেন। জবুর ১২৫ ও ১২৬ অধ্যায় বিষয়বস্তুগত দিক থেকে পরস্পর সংযুক্ত এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ, কারণ দুটোই হিব্রু সংস্করণে ১১৬টি সিলেবল দ্বারা তৈরি করা হয়েছে। এ কারণে দুটো গজলের পারস্পরিক সংযোগ একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না।

১২৫ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১২৫:১ যারা মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করে। আল্লাহ্‌র "লোকেরা" (আয়াত ২) "ধার্মিক" নামেও আখ্যাত (আয়াত ৩; এর সাথে ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন) এবং "সরল লোক," "অন্তঃকরণে সরল" নামেও আখ্যাত (আয়াত ৪)। "ধার্মিক" আখ্যাটি সম্পর্কে প্রায় এ ধরনের একটি বর্ণনা পাওয়া যায় ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোটে। *সিয়োন পর্বতের মত।* তাদের সুরক্ষার দিক থেকে (জবুর ৪৬; ৪৮ অধ্যায় দেখুন)।

১২৫:২ জেরুশালেমের চারদিকে পর্বতমালা আছে। যদিও জেরুশালেম নগরীর চারদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত ছিল না, তথাপি পুরাতন নিয়মের রচয়িতাদের বক্তব্য অনুসারে নগরীটি পার্বত্য অঞ্চলে অবস্থিত ছিল।

আর মাবুদ তাঁর লোকদের চারদিকে আছেন। মাবুদ আল্লাহ্‌র উপস্থিতি সম্পর্কে কোন অনিশ্চয়তা বা সন্দেহ থাকার কথা নয় (২ বাদশাহ্‌ ৬:১৭; জাকা ২:৫ আয়াত দেখুন)।

১২৫:৩ মন্দ শাসকেরা দৃষ্টান্ত তৈরির মাধ্যমে বা নির্যাতন করার মাধ্যমে ধার্মিকদেরকেও মন্দতায় টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় থাকে, কিন্তু মাবুদ আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদেরকে এই হুমকির বা বিপদের মুখে সুরক্ষা দিয়ে থাকেন।

নাফরমানীর রাজদণ্ড। সম্ভবত এখানে বিশেষভাবে পারস্য বাদশাহ্‌ (নহিমিয়া ৯:৩৬-৩৭ আয়াত দেখুন) এবং তার অধীনস্থ ধার্মিক ব্যক্তিদের কথা বোঝানো হচ্ছে, যেমন ছিলেন নবী নহিমিয়া (শুমারী২:১৯; ৪:১-৩, ৭-৮; ৬:১-১৪, ১৭-১৯; ১৩:৭-৮, ২৮)। *ধার্মিকদের অধিকার।* প্রতিজ্ঞাত দেশ (৭৮:৫৫ আয়াত দেখুন)।

১২৫:৪-৫ সকলের কাছে তারা যেমন, তারা ব্যক্তিগত জীবনেও তেমনি আল্লাহ্‌র পথে চলেন (১৮:২৫-২৭ আয়াত দেখুন)। এভাবেই প্রকাশিত হয়েছে ধার্মিকদের আত্মবিশ্বাস সূচক মুনাজাত (আয়াত ৪) এবং আল্লাহ্‌র প্রতি নির্ভরতার স্বীকারোক্তি (আয়াত ৫)।

১২৫:৪ সরলচিত্ত। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১২৫:৫ ইসরাইলের উপরে শান্তি বর্তুক। সম্ভবত এটি পালকীয় বা ইমামীয় দোয়াবাণীর একটি সংক্ষিপ্ত রূপ (শুমারী ৬:২৪-২৫ আয়াত দেখুন; উক্ত অংশের নোট দেখুন)। এই দোয়া-বাণীর সম্পূরক অংশ রয়েছে ১২৪:৪-৬ আয়াতের মুনাজাতে। জবুর ১২৮ অধ্যায়ের শেষে এই দোয়া-বাণী পুনরুল্লেখ থাকার কারণে এটি মনে হতে পারে যে, চারটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ গজলের কাঠামো নির্দেশ করা হয়েছে। এতে করে দুটি জোড় গজল গঠিত হয়েছে: জবুর ১২৫-১২৬ এবং ১২৮-১২৭ অধ্যায়।

জবুর ১২৬ অধ্যায়। সিয়োনের বন্দীদশায় নীত লোকদের উদ্ধারের জন্য আনন্দের সঙ্গীত (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ৪২-৪৩; ৮৪; ১৩৭ অধ্যায়)। গজলটি চারটি করে হিব্রু পঙক্তিতে মোট দুটি পঙক্তিমালায় বিভক্ত। উভয়েরই নিজস্ব বিষয়বস্তু রয়েছে, কিন্তু দুটোরই প্রারম্ভিক পঙক্তির বিষয়বস্তু এক। পুনরাবৃত্তির মধ্য দিয়ে বিষয়বস্তুগত ঐক্য এখানে সাধিত হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ২-৩) এবং এর সাথে রয়েছে কিছু মূল আলোচ্য শব্দ ("মাবুদ," "আনন্দগান," ফিরিয়ে আনা")। প্রথম পঙক্তিমালায় রয়েছে আল্লাহ্‌র মহৎ কাজের কথা (আয়াত ১, ৩), কিন্তু আয়াত ২ এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। জবুর ১২৫ অধ্যায়ের সাথে এই গজলটির সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে জবুর ১২৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

জবুর ১২৬

আরোহণ-গজল।

১ মাবুদ যখন সিয়োনের বন্দীদেরকে ফিরালেন,
তখন আমরা স্বপ্নদর্শকদের মত হলাম।
২ তৎকালে আমাদের মুখ হাস্যে পূর্ণ হল,
আমাদের জিহ্বা আনন্দগানে পূর্ণ হল;
তৎকালে জাতিদের মধ্যে লোকে বললো,
মাবুদ ওদের জন্য অজস্র মহৎ কাজ করেছেন।
৩ মাবুদ আমাদের জন্য প্রচুর মহৎ কাজ
করেছেন,
সেজন্য আমরা আনন্দিত হয়েছি।
৪ হে মাবুদ! আমাদের বন্দীদেরকে ফিরিয়ে আন,
দক্ষিণ দেশের পানির স্রোতের মত ফিরিয়ে
আন।
৫ যারা চোখের পানির সঙ্গে বীজ বপন করে,
তারা আনন্দগানসহ শস্য কাটবে।
৬ যে ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে বপনীয় বীজ নিয়ে
বাইরে যায়,
সে আনন্দগানসহ তার ফসলের আঁটি নিয়ে
আবশ্যই আসবে।

[১২৬:১] উজা ১:১-৩; জবুর ৮৫:১; হোশেয় ৬:১১।
[১২৬:২] দ্বি.বি. ১০:২১; লূক ১:৪৯।
[১২৬:৩] যোয়েল ২:২১, ২৬।
[১২৬:৪] দ্বি.বি. ৩০:৩।
[১২৬:৫] ইয়ার ৫০:৪।
[১২৬:৬] শুমারী ২৫:৬।
[১২৭:১] জবুর ৭৮:৬৯।
[১২৭:২] পয়দা ৩:১৭।
[১২৭:৩] পয়দা

জবুর ১২৭

আরোহণ-গজল। সোলায়মানের।

১ যদি মাবুদ বাড়ি নির্মাণ না করেন,
তবে নির্মাতারা বৃথাই পরিশ্রম করে;
যদি মাবুদ নগর রক্ষা না করেন,
রক্ষক বৃথাই জেগে থাকে।
২ বৃথাই তোমরা খুব ভোরে উঠ ও বিলম্বে শয়ন কর,
এবং পরিশ্রমের খাদ্য ভোজন কর,
তিনি তাঁর প্রিয়পাত্রকে নিদ্রা দান করেন।
৩ দেখ, সন্তানেরা মাবুদের দেওয়া অধিকার,

১২৬ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২৬:১-৩ বন্দীদশা থেকে উদ্ধার লাভের কারণে আনন্দ প্রকাশ।

১২৬:১ সিয়োনের বন্দীদেরকে ফিরালেন। এই অংশের সবগুলো ব্যাখ্যাই প্রায় একই রকম। *আমরা স্বপ্নদর্শকদের মত হলাম।* বাস্তবতার আনন্দ ও বিস্ময় তাদের কাছে এতটাই বেশি ছিল যে, তারা কোনভাবে তা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। যা তাদের সামনে অতি বাস্তব হিসেবে এসে দাঁড়িয়েছিল তা তাদের কাছে স্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল।

১২৬:২ দ্বিমুখী প্রভাব: যারা ফিরে এসেছে তাদের জন্য আনন্দ এবং জাতিগণের মধ্যে আল্লাহ্‌র গৌরব (৪৬:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১২৬:৪-৬ বন্দীদশা থেকে ফিরে আসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য মুনাজাত।

১২৬:৪ আমাদের বন্দীদেরকে ফিরিয়ে আন। হয় বন্দীদশা থেকে সম্পূর্ণ ফিরে আসার বোঝানো হয়েছে কিংবা পূর্বতন সময়ের মত নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠা করার কথা বোঝানো হয়েছে। দক্ষিণ দেশের পানির স্রোতের মত ফিরিয়ে আন। যা গ্রীষ্মকালে খটখটে শুকনো থাকে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টির পানিতে তা পূর্ণ হয়ে ওঠে।

১২৬:৫-৬ যে আনন্দ ইতোমধ্যে সকলে উপভোগ করেছে এবং যে আনন্দ ভবিষ্যতের জন্য তোলা রয়েছে তার একটি রূপক চিত্র। *চোখের পানির সঙ্গে ... কাঁদতে কাঁদতে।* বীজ বোনার সাথে কষ্ট ও দুঃখ জড়ানো থাকলেও ফসল উত্তোলনের সময় সবার মুখেই হাসি ফোটে। এ ধরনের প্রাসঙ্গিক আরেকটি রূপক চিত্র দেখুন ২০:৫ আয়াতে।

জবুর ১২৭ অধ্যায়। গৃহ ও ভূমি সংক্রান্ত জ্ঞানগর্ভ বাণী। এর বিষয়বস্তু চিরন্তন। এই গজল তীর্থযাত্রীদের জেরুশালেম গমন পথে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তাদের জীবনের সকল নিরাপত্তা ও রহমত আল্লাহ্‌র কাছ থেকে পাওয়া, কোন কিছুই তাদের নিজেদের অর্জন নয় (দ্বি.বি. ২৮:১-১৪ আয়াত দেখুন)। দুটি সামঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালা (হিব্রু সংস্করণে প্রতিটির চারটি করে পঙক্তি রয়েছে এবং প্রত্যেকটি ৫৭টি করে সিলেবল নিয়ে গঠিত) দুটি স্বতন্ত্র কিন্তু সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তু তৈরি করেছে। যেহেতু জবুর ১২৮ অধ্যায়ের মত এই অধ্যায়েও পারিবারিক জীবনের আনন্দ একটি অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু এবং কাঠামোগত দিক থেকেও যেহেতু দুটো প্রায় সদৃশ, সে কারণে জবুর ১২৭ ও ১২৮ অধ্যায়কে জোড় গজল বলা যেতে পারে।

১২৭ অধ্যায়ের শিরোনাম। আরোহণ-গজল। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। *সোলায়মানের।* বাদশাহ্ সোলায়মান এই গজলটির লেখক না হলেও (যেহেতু এই গজলটি তাঁর নিজ হাতে রচিত বলে খুব একটা প্রমাণ পাওয়া যায় না) অনেকে এর রচনাশৈলী ও বিষয়বস্তুর কারণে গজলটি সোলায়মানের লেখা বলে ধারণা করে থাকেন।

১২৭:১-২ মাবুদ আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে আশ্রয়, নিরাপত্তা ও স্থিতিশীল জীবন দান করেন।

১২৭:১ বাড়ি। পরিবারের আশ্রয় স্থান। *নির্মাতারা।* এই শব্দটির হিব্রু প্রতিশব্দকে ৩ আয়াতে কিছুটা পরিবর্তন করে "সন্তানেরা" বলা হয়েছে। *রক্ষা না করেন।* ১২১:৩-৮ আয়াত দেখুন। নগর। রাষ্ট্রের শক্তির কেন্দ্রবিন্দু, শত্রুরা দেশ আক্রমণ করলে আশ্রয় গ্রহণের প্রধান স্থান। *রক্ষক বৃথাই জেগে থাকে।* ২ শামু ১৩:৩৪; ১৮:২৪-২৭; সোলায়মান ৩:৩; ৫:৭ আয়াত দেখুন।

১২৭:২ নিদ্রা দান করেন। ভাল ফসল প্রচুর পরিশ্রমের জন্য পাওয়া যায় না, বরং তা আল্লাহ্‌র রহমত হিসেবে পাওয়া যায় (মেসাল ১০:২২; মথি ৬:২৫-৩৪; ১ পিতর ৫:৭ আয়াত দেখুন)। *তাঁর প্রিয়পাত্র।* বিশেষ করে দ্বি.বি. ৩৩:১২; ইয়ার ১১:১৫ আয়াত দেখুন।

১২৭:৩-৫ সন্তানেরা মাবুদ আল্লাহ্‌র দেওয়া উপহার এবং তাঁর অনুগ্রহের চিহ্ন।

১২৭:৩ সন্তানেরা। ১ আয়াতের নোট দেখুন। সন্তানেরাও আল্লাহ্‌র দেওয়া উপহার – নেহায়েত মানবীয় জৈবিক চাহিদা ও উর্বরতার ফল নয় (১১৩:৯ আয়াতের নোট দেখুন; আরও দেখুন পয়দা ৩০:২ আয়াত)। *অধিকার।* এখানে কর্তৃত্ব না বুঝিয়ে উপহার হিসেবে বোঝানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। পুরাতন নিয়মের অর্থনীতিতে ইসরাইলের যে কোন নাগরিকের "অধিকার" আসতো মাবুদের কাছ থেকে এবং তা ছিল প্রতিজ্ঞাত দেশের ভূমি (শুমারী

গর্ভের ফল তাঁর দেওয়া পুরস্কার।
৪ যেমন বীরের হাতে বাণগুলো,
তেমনি যৌবনের সন্তানেরা।
৫ সুখী সেই পুরুষ, যার তূণ এরকম বাণে
পরিপূর্ণ;
তারা লজ্জিত হবে না,
যখন তারা তোরণদ্বারে দুশমনদের সঙ্গে কথা
বলে।

জবুর ১২৮

আরোহণ-গজল।

১ সুখী সেই জন, যে কেউ মাবুদকে ভয় করে,
যে তাঁর সকল পথে চলে।
২ বাস্তবিক তুমি নিজের হাতের পরিশ্রমের ফল
ভোগ করবে,
তুমি সুখী হবে ও তোমার মঙ্গল হবে।
৩ তোমার বাড়ির অন্তঃপুরে তোমার স্ত্রী
ফলবতী আঙ্গুরলতার মত হবে,
তোমার মেঝের চারদিকে তোমার সন্তানেরা
জলপাই গাছের চারার মত হবে।
৪ দেখ, যে ব্যক্তি মাবুদকে ভয় করে,
সে এভাবে দোয়া লাভ করে।
৫ মাবুদ সিয়োন থেকে তোমাকে দোয়া করুন,
যেন তুমি সারা জীবন জেরুশালেমের মঙ্গল
দেখতে পাও,
৬ এবং তোমার সন্তানদের বংশ দেখতে পাও।
ইসরাইলের উপরে শান্তি বর্তুক।

জবুর ১২৯

আরোহণ-গজল।

১ আমার বাল্যকাল থেকে লোকে আমার উপর
অনেক জুলুম করেছে,

১:২৮।

[১২৭:৫] পয়দা ২৪:৬০।

[১২৮:১] জবুর ১১৯:১-৩।
[১২৮:২] পয়দা ৩৯:৩; মেসাল ১০:২২।
[১২৮:৩] পয়দা ৪৯:২২।
[১২৮:৪] জবুর ১:১।
[১২৮:৫] জবুর ২০:২।
[১২৮:৬] পয়দা ৪৮:১১।

২৬:৫৩; ইউসা ১১:২৩; কাজী ২:৬), যা এই জীবনে একটি নিশ্চিত বিশ্রামের স্থান প্রদান করে এবং মাবুদের রাজ্যে "বিশ্রাম" প্রদান করে (ইউসা ১:১৩)। কিন্তু সন্তান না থাকলে এই ভূমির অধিকার হারিয়ে যেতে পারে (শুমারী ২৭:৮-১১), সে কারণে সন্তান বা বংশধর দুই দিক থেকে অধিকার হিসেবে বিবেচিত ছিল। *তাঁর দেওয়া পুরস্কার।* যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান স্থাপন করে তাকে তিনি এই পুরস্কার দিয়ে থাকেন।

১২৭:৫ যখন তারা তোরণদ্বারে দুশমনদের সঙ্গে কথা বলে। পিতার অনেক সন্তান থাকলে তার বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হলে তা বিচার সভায় প্রমাণ করা সম্ভব হয় না, কারণ তার সন্তানেরা সকলে তার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়। তাছাড়া বহু সন্তান থাকাটা আল্লাহ্‌র "পুরস্কার" (আয়াত ৩), যা তার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ নির্দেশ করে। এছাড়া এর মধ্য দিয়ে বোঝায় যে, সে আল্লাহ্‌র প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখে এবং তার আল্লাহ্‌ প্রদত্ত চারিত্রিক শুদ্ধতা রয়েছে; ১২৮:৩-৪ আয়াত দেখুন। তোরণদ্বারে। আক্ষরিক অর্থে "বিচার সভা," বা "আদালত"। পুরাতন নিয়মে নগরে তোরণদ্বার আদালত হিসেবে ব্যবহার সম্পর্কে আরও জানতে দেখুন দ্বি.বি. ১৭:৫; ২১:১৯; ২২:১৫, ২৪; ২৫:৭; রূত ৪:১; ইশা ২৯:২১ ("বিচার সভা"); আমোস ৫:১২ (নগর দ্বার)।

জবুর ১২৮ অধ্যায়। ধার্মিক ও আল্লাহ্‌ভক্ত ব্যক্তির অনুগ্রহ; গৃহ ও পরিবার সংক্রান্ত আরও কিছু জ্ঞানগর্ভ বাণী (জবুর ১২৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। কাঠামোগত দিক থেকে ১-৪ আয়াতে "যে কেউ মাবুদকে ভয় করে" কথাটি এই গজলের মূল অংশের পথ নির্দেশ করছে।

১২৮ অধ্যায়ের শিরোনাম জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন।

১২৮:১-৪ মাবুদ আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের নিশ্চয়তা প্রদান।

১২৮:১ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *যে কেউ মাবুদকে ভয় করে।* ৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬৬:১৬ আয়াতের নোটও দেখুন।

১২৮:২ পরিশ্রমের জন্য অনুগ্রহের ফল।

১২৮:৩ একজন বিশ্বস্ত ও ফলবতী স্ত্রী। আঙ্গুরলতা। ফলবন্ততার প্রতীক (পয়দা ৪৯:২২) এবং হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে যৌনতার প্রতীক হিসেবেও বিবেচনা করা যেতে পারে (সোলায়মান ৭:৮-১২) এবং উৎসব ও আনন্দের প্রতীক হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে (কাজী ৯:১৩)। *তোমার বাড়ির অন্তঃপুরে।* সে ঐ ধরনের স্ত্রীর মত নয় যার পা কখনো ঘরে থাকে না (মেসাল ৭:১১ আয়াত)। *জলপাই গাছের চারা।* চির সবুজ এবং দীর্ঘায়ু ও উর্বরতার ওয়াদার প্রতীক। জলপাই গাছ থেকে কাঠ, ফল ও তেল পাওয়া যায়। পুরাতন নিয়মে প্রায়শই আঙ্গুরলতা ও জলপাই গাছকে এক করে বিভিন্ন আয়াত রয়েছে (যেমন হিজরত ২৩:১১ আয়াত)। দুটোই দীর্ঘ দিন বেঁচে থাকে এবং দুটোর একটি তৈরি করে আঙ্গুর রস ও আরেকটি তৈরি করে তেল যা ইসরাইল জাতির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত ছিল। *তোমার মেঝের চারদিকে।* পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্রত্যেকটি খাবারের আয়োজন হয়ে উঠবে উৎসবের ভোজের মত আনন্দময়।

১২৮:৫-৬ এ অংশে মাবুদের দোয়াবাণী উচ্চারিত হয়েছে – এর মধ্য দিয়ে প্রকৃত অনুগ্রহের আওতা বর্ণিত হয়েছে: অখণ্ড সমৃদ্ধি, আল্লাহ্‌র সাথে সুনিশ্চিত সুসম্পর্ক এবং জাতিগত অস্তিত্বের সুনিশ্চয়তা, এবং দীর্ঘ জীবন।

১২৮:৫ সিয়োন থেকে। ৯:১১ আয়াতের নোট দেখুন; ২০:২; ১৩৫:২১ আয়াত দেখুন।

১২৮:৬ ইসরাইলের উপরে শান্তি বর্তুক। ১২৫:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১২৯ অধ্যায়। ইসরাইলের সকল শক্তিশালী শত্রুরা যেন ক্রমাগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে সেজন্য মুনাজাত। এখানে যে উদ্ধারের জন্য আনন্দ ও গৌরব প্রকাশ করা হচ্ছে (আয়াত ৪) সেটি সম্ভবত ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে প্রাপ্ত উদ্ধার। জবুর ১২৪-১২৮ আয়াতের প্রেক্ষাপট বিবেচনা করলে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের জন্য এই মুনাজাত (আয়াত ৮) বস্তুত উদ্ধার লাভের পরপরই গাওয়া হয়েছে। জবুর ১২৭ অধ্যায়ের মত এখানেও দুটি মূল পঙক্তিমালা রয়েছে (আয়াত ১-৪, ৫-৮) এবং তা অত্যন্ত সুসামঞ্জস্যপূর্ণ, যার প্রত্যেকটিতে মোট ৫৯টি করে হিব্রু সিলেবল রয়েছে। এর মোট সিলেবল সংখ্যার সাথে (১২৭টি) জবুর ১৩০ অধ্যায়ের সিলেবলের সংখ্যা (১২৮টি) বেশ মিলে যায়। জবুর ১২৪ অধ্যায়ের সাথে এই অধ্যায়ের বিশেষ সংযোগ সম্পর্কে জানতে উক্ত অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১২৯:১-৪ দুষ্ট জুলুমকারীরা জয়ী হতে পারে নি।

--ইসরাইল এই কথা বলুক--
২ আমার বাল্যকাল থেকে লোকে আমার উপর
অনেক জুলুম করেছে,
তবুও আমার উপরে জয়ী হতে পারে নি।
৩ কৃষকেরা আমার আমার পিঠ চষে ফেলেছে,
তারা দীর্ঘ সীতা কেটেছে।
৪ মাবুদ ধর্মময়;
তিনি দুষ্টদের বাঁধন কেটে ফেলেছেন।
৫ সেই সকলে লজ্জিত হোক, পিছু হটে যাক,
যারা সিয়োনকে হিংসা করে।
৬ তারা ছাদের উপরিস্থ ঘাসের মত হোক,
যা বৃদ্ধি পেতে না পেতেই শুকিয়ে যায়;
৭ শস্যকর্তনকারী তাতে নিজের মুঠি ভরতে পারে
না,
আঁটিবন্ধনকারী তার কোঁচড়ও পূর্ণ করতে
পারে না।
৮ আর পথিকেরা বলে না,
মাবুদের দোয়া তোমাদের প্রতি বর্তুক!
আমরা মাবুদের নামে তোমাদের দোয়া করি।

[১২৯:১] হিজ ১:১৩।
[১২৯:২] ইয়ার ১:১৯; মথি ১৬:১৮।
[১২৯:৪] হিজ ৯:২৭।
[১২৯:৫] মিকাহ্ ৪:১১।
[১২৯:৬] ইশা ৩৭:২৭।
[১২৯:৭] দ্বি.বি. ২৮:৩৮।
[১৩০:১] মাতম ৩:৫৫।
[১৩০:২] ২খান্দান ৬:৪০।
[১৩০:৩] প্রকা ৬:১৭।
[১৩০:৪] হিজ ৩৪:৭।
[১৩০:৫] ইশা ৮:১৭।
[১৩০:৬] ২শামু ২৩:৪।
[১৩০:৭] রোমীয়

জবুর ১৩০

আরোহণ-গজল।

১ হে মাবুদ, আমি গভীর তলদেশ থেকে
তোমাকে ডেকেছি।
২ হে মালিক, আমার কথা শোন,
আমার ফরিয়াদে তুমি কান দাও।
৩ হে মাবুদ, তুমি যদি অপরাধগুলো ধর,
তবে হে মালিক, কে দাঁড়াতে পারবে?
৪ কিন্তু তোমার কাছে মাফ আছে,
যেন লোকে তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে।
৫ আমি মাবুদের অপেক্ষা করছি;
আমার প্রাণ অপেক্ষা করছে;
আমি তাঁর কালামে প্রত্যাশা করছি।
৬ প্রহরীরা যেরূপ প্রত্যুষের,
হ্যাঁ, প্রহরীরা যেরূপ প্রত্যুষের জন্য আকাঙ্খী,
আমার প্রাণ প্রভুর জন্য তার চেয়েও বেশি
আকাঙ্খা করে।
৭ ইসরাইল, মাবুদের উপর প্রত্যাশা রাখ;
কেননা মাবুদের কাছে অটল মহব্বত আছে;
আর তাঁর কাছে সম্পূর্ণ মুক্তি আছে।
৮ আর তিনিই ইসরাইলকে মুক্ত করবেন,

১২৯:১ আমার বাল্যকাল থেকে। যে সময় থেকে ইসরাইল জাতি মিসরে ছিল, সে সময় থেকেই সে বিদেশী পরাশক্তির হাতে প্রচুর নির্যাতন ভোগ করেছে।

১২৯:২ আমার উপরে জয়ী হতে পারে নি। ইসরাইলকে সম্পূর্ণভাবে শেষ করে দেওয়া কিংবা তাকে চিরকালের জন্য বন্দী করে রাখার চেষ্টা করেও শত্রুরা তাতে সফল হতে পারে নি।

১২৯:৪ ধর্মময়। ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১২৯:৫-৮ যে সকল অত্যাচারীরা সিয়োনের উপরে হিংসা ও ঘৃণা প্রদর্শন করেছে তারা শুকিয়ে যাক (জবুর ১৩৭ অধ্যায় দেখুন)।

১২৯:৫ ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

১২৯:৬ ছাদের উপরিস্থ ঘাসের মত। যারা ইসরাইল জাতির পিঠ চষে ফেলেছে (আয়াত ৩ দেখুন), তারা ছাদের উপরে গজানো রোদে পোড়া ঘাসের মত শুকিয়ে যাক, যেখানে তাকে বেড়ে ওঠার জন্য কোনভাবেই চাষ দেওয়া হবে না, সেখান থেকে ফসলও তোলা হবে না (আয়াত ৭ দেখুন)।

১২৯:৮ পথিকেরা। যে কেউ ফসল তোলার মাঠের পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে থাকবে সে কারও মুখ থেকে হাসিমাখা অভিবাদন শুনতে পাবে না (রূত ২:৪), কারণ ফসল উত্তোলনকারীদের হাত তখন থাকবে শূন্য।

জবুর ১৩০ অধ্যায়। মাবুদের উপরে নির্ভরতার বিশেষ সাক্ষ্য– যদিও যিনি এ কথা বলছেন তিনি জানেন যে, তিনি নিজে গুনাহ্গার হলেও গভীর তলদেশ থেকে আসা তার কান্নার আর্তস্বর আল্লাহ্ অবশ্যই শুনবেন। গুনাহ্ স্বীকারমূলক সাতটি গজলের মধ্যে এটি ষষ্ঠ (জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। চারটি জোড় আয়াত নিয়ে এই গজলটি তৈরি হয়েছে এবং দুটি করে জোড় আয়াতকে এক করে গজলটিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এর সিলেবল সংখ্যার সাথে জবুর ১৩০ অধ্যায়ের সিলেবল সংখ্যা মিলে যায় (জবুর ১২৯ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

১৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩০:১-৪ আল্লাহ্র দয়া লাভের জন্য মুনাজাত এবং এর নিশ্চয়তা স্বরূপ সাক্ষ্য।

১৩০:১ গভীর তলদেশ। যেমনটা রয়েছে ৬৯:২ আয়াতে (৩০:১; ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ১২১:১; ১২৩:১ আয়াত)।

১৩০:৪ তোমার কাছে মাফ আছে। নিঃসন্দেহে এখানে হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতের মত নিশ্চয়তামূলক উক্তির কথা বলা হয়েছে।

যেন লোকে তোমাকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে। যেন তোমাকে একমাত্র সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ হিসেবে সম্মান করে, এবাদত করে, বিশ্বাস করে এবং সেবা করে (জবুর ৩৪:৮-১৪ আয়াত ও নোট দেখুন)। যদি আল্লাহ্ ক্ষমাশীল না হতেন, তাহলে মানুষ আতঙ্কে তাঁর কাছ থেকে কেবল পালিয়েই বেড়াত।

১৩০:৫-৮ মাবুদের উপরে ঈমান: একটি ব্যক্তিগত সাক্ষ্য, যা অন্যদের প্রতি নিশ্চয়তামূলক আহ্বানে রূপ নিয়েছে (১৩১:৩ আয়াত দেখুন)।

১৩০:৫ আমি মাবুদের অপেক্ষা করছি। প্রত্যাশা নিয়ে। *তাঁর কালাম।* বিশেষ করে তাঁর নিয়মের ওয়াদায় (১১৯:২৫, ২৮, ৩৭, ৪২, ৪৯, ৬৫, ৭৪, ৮১, ১০৭, ১১৪, ১৪৭ আয়াত দেখুন)।

১৩০:৬ প্রহরীরা। ১২৭:১; ২ শামু ১৩:৩৪; ১৮:২৪-২৭; সোলায়মান ৩:৩; ৫:৭ আয়াত দেখুন। *প্রত্যুষ।* জবুর ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ৫৯:৯ আয়াতের নোট দেখুন। ১৩০:৭ ১৩১:৩ আয়াত দেখুন। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩০:৮ তার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন। সমস্যার মূল থেকে এবং একই সাথে তার সমস্ত ফল থেকে। এই সকল প্রত্যাশা মসীহ্তে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

তার সমস্ত অপরাধ থেকে মুক্ত করবেন।

জবুর ১৩১

আরোহণ-গজল। হযরত দাউদের।

১ হে মাবুদ, আমার হৃদয় গর্বিত নয়,
আমার দৃষ্টি উদ্ধত নয়,
আমি ব্যাপৃত হই নি মহৎ বিষয়ে,
আমার বোধের অতীত আশ্চর্য আশ্চর্য বিষয়ে।
২ আমি আমার প্রাণকে শান্ত ও স্থির করেছি,
সেই শিশুর মত, যে স্তন্য ত্যাগ করে মায়ের
সঙ্গে আছে,
আমার প্রাণ ঐরূপ স্তন্যত্যাগী শিশুর মত
আমার সঙ্গে আছে।
৩ হে ইসরাইল, মাবুদের উপর প্রত্যাশা রাখ,
এখন থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত।

৩:২৪।
[১৩০:৮] লূক ১:৬৮।
[১৩১:১] রোমীয় ১২:১৬।
[১৩১:২] মথি ১৮:৩।
[১৩২:১] ১শামু ১৮:১১।
[১৩২:২] পয়দা ৪৯:২৪; ইশা ৪৯:২৬; ৬০:১৬।
[১৩২:৩] ২শামু ৭:২, ২৭।
[১৩২:৫] ১বাদশাহ্ ৮:১৭; প্রেরিত

জবুর ১৩২

আরোহণ-গজল।

১ হে মাবুদ, তুমি দাউদের পক্ষে
তাঁর সমস্ত কষ্ট স্মরণ কর।
২ তিনি তো মাবুদের কাছে শপথ করেছিলেন,
ইয়াকুবের এক বীরের কাছে মানত
করেছিলেন;
৩ আমি নিজের গৃহ-তাঁবুতে প্রবেশ করবো না,
নিজের পালঙ্কে উঠবো না;
৪ আমি নিজের চোখকে নিদ্রা যেতে দেব না,
চোখের পাতাকে তন্দ্রা মগ্ন হতে দেব না,

জবুর ১৩১ অধ্যায়। মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে নম্রতায় নির্ভরতার এক অনুপম স্বীকারোক্তি, যা যথার্থভাবে জবুর ১৩০ গজলের পাশে স্থান পেয়েছে।

১৩১ অধ্যায়ের শিরোনাম। *আরোহণ-গজল।* জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। *হযরত দাউদের।* ভূমিকা: লেখকত্ব ও শিরোনাম দেখুন।

১৩১:১ হৃদয়। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

গর্বিত ... উদ্ধত। মানুষ সমগ্র সৃষ্টি জগতের উপরে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম, তার নিজ নৈতিকতার আদর্শ নিরূপণ করতে সক্ষম এবং সে তার নিজ নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম এমন ধারণা বা চিন্তা থেকেই মানুষের মধ্যে এই গর্ব ও ঔদ্ধত্যের জন্ম হয় (কিতাবুল মোকাদ্দসের ইতিহাসের প্রারম্ভেই যার অন্যতম প্রধান উদাহরণ হচ্ছে ব্যাবিলন; পয়দা ১১:১-৯ আয়াত দেখুন)। এর ফলে অন্যান্য শত জটিলতা সৃষ্টির পাশাপাশি সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি সৃষ্টি হয় তা হচ্ছে, আল্লাহ্‌র কাছ থেকে মানুষ বহু দূরে সরে যায় (৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন)। *আমি ব্যাপৃত হই নি।* অর্থাৎ আমি সে সমস্ত গর্বিত ও উদ্ধত মানুষের সাথে চলি নি বা জীবন ধারণ করি নি। *মহৎ বিষয়ে ... আমার বোধের অতীত আশ্চর্য।* আল্লাহ্‌র কৃত সমস্ত অলৌকিক ও আশ্চর্য কাজ, যা সৃষ্টির শুরু থেকে মানব জাতির জীবনে ঘটে আসছে। এখানে মূলত আল্লাহ্‌র আল্লাহ্‌র সম্যক উপলব্ধি ধারণ করার বিষয়ে বোঝানো হচ্ছে না, বরং আল্লাহ্‌র মত ক্ষমতা লাভের পথ থেকে যে জবুর রচয়িতা নিবৃত্ত রয়েছেন সে কথাই বোঝানো হচ্ছে।

১৩১:২ স্তন্যত্যাগী শিশু। তিন বা চার বছর বয়সী শিশুর মত, যে সব সময় তার মায়ের সাথে থাকে।

১৩১:৩ জবুর রচয়িতা যেমন সর্বাংশে মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে ভরসা রাখেন, সেভাবে যেন ইসরাইল জাতিও মাবুদের উপরে নির্ভর করে (১৩০:৭ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১৩২ অধ্যায়। বাদশাহ্ দাউদের রাজত্বকারী বংশধরের প্রতি এবং তাঁর স্থাপিত রাজবংশের প্রতি যেন আল্লাহ্‌র দোয়া বর্ষিত হয় সে জন্য মুনাজাত – যা এখানে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পেয়েছে (১০ আয়াতের নোট দেখুন)। এই গজলে ব্যবহৃত ভাষার কারণে তা দাউদের রাজবংশ স্থাপিত হওয়ার শুরুর দিকে লেখা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। অনেকে মনে করেন বায়তুল মোকাদ্দসের উৎসর্গের সময় এই গজলটি রচনা করা হয়েছিল (৮-১০ আয়াতের সাথে ২ খান্দান ৬:৪১-৪২ আয়াতের তুলনা করুন), কিন্তু এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে, বাদশাহ্ অভিষেক অনুষ্ঠানে এই গজল ব্যবহার করা হত (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ২; ৭২; ১১০ অধ্যায়)। খান্দাননামা কিতাবের লেখক এই মুনাজাতকে (বা অন্তত এর একটি অংশকে) বাদশাহ্ নিজ মুখে উচ্চারণ করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন। সাধারণত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে লিটার্জিতে যেভাবে ব্যবহৃত হত সেভাবে এটি মসীহ্‌কে নির্দেশ করে। দুটি আবেদন পেশ করা হয়েছে (আয়াত ১, ১০) যার পর পরই রয়েছে দুটি চার লাইন বিশিষ্ট পঙক্তিমালা, যার সবগুলোই প্রায় একই ধরনের কাঠামো বিশিষ্ট: একটি ভূমিকা এবং এর পর একটি তিন পঙক্তি বিশিষ্ট উদ্ধৃতি (এই উদ্ধৃতিগুলোর কাঠামো দেখুন)। সব শেষে একটি জোড় আয়াত মুনাজাতটিকে নাটকীয় উপসংহারের মধ্য দিয়ে পূর্ণতা দিয়েছে। চারটি পঙক্তিমালা এবং সর্বশেষ জোড় আয়াতটি মিলে ১ ও ১০ আয়াতের মুনাজাত দুটিকে দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেছে। আয়াত ২-৯ মাবুদ আল্লাহ্‌র কাছে বাদশাহ্ দাউদের মানত উপস্থাপন করেছে যে, মাবুদ যেন তাঁকে এবং তাঁর রাজবংশকে তাঁর কাছে বিশ্রাম দেন। অপর দিকে ১১-১৮ আয়াতে ফরিয়াদ জানানো হয়েছে যেন সিয়োনকে এই বিশ্রাম স্থান হিসেবে নির্বাচন করার ব্যাপারে মাবুদ আল্লাহ্ দাউদকে যে কথা দিয়েছিলেন তা যেন তিনি স্মরণ করেন (১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩২ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩২:১ প্রারম্ভিক আবেদন (আয়াত ১০ দেখুন)। *স্মরণ কর।* ২০:৩ আয়াত দেখুন; এছাড়া ১ বাদশাহ্ ১১:১২-১৩; ১৫:৪-৫ আয়াত দেখুন। *তাঁর সমস্ত কষ্ট।* যা দাউদ বাদশাহ্ হিসেবে অভিষেক গ্রহণের সময় সহ্য করার জন্য প্রতিজ্ঞা করেছিলেন (আয়াত ২-৫ দেখুন; এর সাথে শুমারী ৩০:১৩ আয়াতও দেখুন, যেখানে আত্মত্যাগ সম্পর্কে বলার জন্য প্রায় এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে)।

১৩২:২-৫ মাবুদের জন্য বায়তুল মোকাদ্দস উৎসর্গ করার বিষয়ে বাদশাহ্ দাউদ যে শপথ করেছিলেন তা স্মরণ করা হচ্ছে।

১৩২:২ তিনি তো মাবুদের কাছে শপথ করেছিলেন। দাউদের সন্তানের জন্য এই মুনাজাতের শুরুতে দাউদ ও আল্লাহ্‌র মধ্যকার বিশেষ সম্পর্কের কথা উল্লেখ করে এই মুনাজাতটিকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে, যেমনটা মৌখিক চুক্তিতে হয়ে থাকে (১১-১২ আয়াত দেখুন)। ২ শামু ৬-৭ অধ্যায়ে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোকে এখানে পুনরায় স্মরণ করা হয়েছে, তবে সেখানে দাউদের শপথের কথা উল্লেখ নেই।

BACIB International Bible CHURCH

৫ যতদিন না দেখতে পাই মাবুদের জন্য একটি
স্থান,
ইয়াকুবের এক বীরের জন্য একটি আবাস।
৬ দেখ, আমরা ইফ্রাথায় তার সংবাদ শুনেছিলাম,
অরণ্যের ক্ষেতে তা পেয়েছি।
৭ এসো, আমরা তাঁর আবাসে যাই,
তাঁর পাদপীঠে সেজ্‌দা করি।
৮ হে মাবুদ, উঠ, তোমার বিশ্রাম-স্থানে এসো,
তুমি ও তোমার শক্তির সিন্দুক এসো।
৯ তোমার ইমামরা ধার্মিকতা-পরিহিত হোক,
তোমার ভক্তরা আনন্দগান করুক।

৭:৪৬।
[১৩২:৬] ১শামু ১৭:১২।
[১৩২:৭] ১খান্দান ২৮:২।
[১৩২:৮] শুমারী ১০:৩৫।
[১৩২:৯] ইফি ৬:১৪।
[১৩২:১১] মথি ১:১; লূক ৩:৩১।
[১৩২:১২] লূক ১:৩২।
[১৩২:১৩] ১বাদশাহ্

১০ তুমি তোমার গোলাম দাউদের অনুরোধে
তোমার অভিষিক্ত ব্যক্তিকে ফিরিয়ে দিও না।
১১ মাবুদ দাউদের কাছে সত্যে কসম খেয়েছেন,
তিনি তা থেকে ফিরবেন না,
আমি তোমার নিজের বংশের এক জনকে
তোমার সিংহাসনে বসাব।
১২ তোমার সন্তানরা যদি পালন করে
আমার নিয়ম, আর আমার নির্দেশ,
যা আমি তাদেরকে হুকুম করি,
তবে তাদের সন্তানরাও চিরতরে
তোমার সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকবে।

মাবুদ ... ইয়াকুবের এক বীর। আয়াত ৫; ইশা ১:২৪ দেখুন; এর সাথে ৩:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *ইয়াকুব।* ইসরাইল নামের সমার্থক শব্দ (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)।

১৩২:৬-৯ এবাদতের জন্য বায়তুল মোকাদ্দসে লোকদের আগমনের মুহূর্তগুলোকে স্মরণ করা হয়েছে।

১৩২:৬ তার সংবাদ ... তা পেয়েছি। অনেক সময় মনে করা হয় এখানে শরীয়ত সিন্দুকের কথা বলা হয়েছে কিন্তু খুব সম্ভব এখানে এবাদতে আগমনের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (হিব্রু ভাষায় "তার" শব্দটির জন্য ব্যবহৃত প্রতিশব্দটি স্ত্রীলিঙ্গে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু "শরীয়ত-সিন্দুক" শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটি পুংলিঙ্গ বাচক)। *ইফ্রাথা।* বেথলেহেমের চারপাশের অঞ্চল, দাউদের মাতৃভূমি (রূত ৪:১১; মিকাহ্ ৫:২ দেখুন)।

অরণ্যের ক্ষেত। এর সাথে ২ শামু ৬:২ আয়াতের নোট দেখুন। আপাতদৃষ্টিতে দাউদের নগর থেকে এবাদতের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। নবী শামুয়েলের সময় পর্যন্ত শরীয়ত-সিন্দুক এই নগরীতেই ছিল (১ শামু ৭:১ আয়াত দেখুন)। সম্ভবত বায়তুল মোকাদ্দস নির্মাণের পরে কোন এক সময়ে এই এবাদতের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে – এভাবেই কাব্যিক ভঙ্গিতে এক দীর্ঘ সময় পরিক্রমাকে সংক্ষিপ্ত পরিসরে রূপ দেওয়া হয়েছে।

১৩২:৭ পাদপীঠ। ৯৯:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩২:৮ উঠ। যদিও (হিব্রু কাব্যের কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য অনুসারে) হিব্রু সংস্করণে কিছু প্রারম্ভিক শব্দ বাদ দেওয়া হয়, যেমন "বলেন", সে অনুসারে ৮-৯ আয়াতের কথাগুলো সম্ভবত সমবেত এবাদতকারীদের গাওয়ার জন্য নির্ধারিত রাখা হয়েছিল।

বিশ্রাম-স্থান। যেমন প্রতিজ্ঞাত দেশ ছিল ইসরাইল জাতির দীর্ঘ ভ্রমণ শেষে বিশ্রামের স্থান (শুমারী ১০:৩৩; ইউসা ১:১৩; মিকাহ্ ২:১০), সেভাবে বায়তুল মোকাদ্দস ছিল মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদতের স্থান (২ শামু ৭:৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ১ খান্দান ২৮:২ আয়াত)। এখানে যে প্রকাশভঙ্গি রাখা হয়েছে তাতে করে বায়তুল মোকাদ্দসকে এখানে আল্লাহ্‌র সিংহাসন হিসেবে দেখা হয়েছে (আয়াত ১৪)। *তোমার শক্তির সিন্দুক।* ৭৮:৬১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩২:৯ পরিহিত হোক। ইমামদের সাধারণ ইমামতির পোশাক ছাড়া বিশেষ পোশাক। সম্ভবত এই পোশাক তাদের পরিচর্যার দায়িত্বকে বিশেষায়িত করে তোলে এবং তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলে, অর্থাৎ ধার্মিকতা প্রকাশ করে। ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন।

ধার্মিকতা। যেহেতু ১৬ আয়াতে এই একই শব্দের জন্য "উদ্ধার" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, সে কারণে একই শব্দ খান্দাননামা কিতাবের রচয়িতা এই আয়াত উদ্ধৃত করার সময় ব্যবহার করেছেন (২ খান্দান ৬:৪১) এবং যেহেতু "ধার্মিকতা" ও "উদ্ধার" শব্দ দুটি মাঝে মাঝেই একই সাথে ব্যবহৃত হয়েছে (৪০:১০; ৫১:১৪; ৭১:১৫; ৯৮:২; ইশা ৪৫:৮; ৪৬:১৩; ৫১:৫-৬; ৫৬:১; ৫৯:১৭; ৬০:১৭-১৮; ৬১:১০; ৬২:১ আয়াত দেখুন), সে কারণে এখানে নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার কথা বলা হচ্ছে যা তাঁর লোকদের উদ্ধার করে থাকে (৪:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *ভক্তরা।* ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩২:১০ দ্বিতীয় ফরিয়াদ (আয়াত ১ দেখুন)। *তোমার গোলাম।* জবুর ১৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। **ফিরিয়ে দিও না।** অর্থাৎ বাদশাহ্ দাউদের ফরিয়াদ অগ্রাহ্য কোরো না (যেমনটা দেখা যায় ১ বাদশাহ্ ২:১৬-১৭, ২০ আয়াতে; এর সাথে দেখুন ১ বাদশাহ্ ৮:৫৯; ২ খান্দান ৬:৪১-৪২)। অনেকে ধারণা করেন যে, আয়াত ১ ও ১০ এর ফরিয়াদ দুটি এই গজলের প্রথমার্ধ জুড়ে একটি রেখা অঙ্কন করেছে। সেক্ষেত্রে দ্বিতীয়ার্ধে দাউদের মুনাজাত শ্রবণ করা হবে এমন ওয়াদা করা হয়েছে (সম্ভবত তা কোন লেবীয় বা ইমাম উচ্চারণ করেছেন)। যে কোন দিক থেকেই হোক না কেন বাদশাহ্ দাউদ এখানে শপথ করছেন যে, তিনি মাবুদ আল্লাহ্‌র জন্য একটি বিশ্রাম স্থান নির্মাণ করবেন যা তাঁর রাজবংশের জন্য এবং সমগ্র ইসরাইল জাতির মুনাজাতের স্থান হবে (১ বাদশাহ্ ৮:২৭-৫৩; ৯:৩; ২ খান্দান ৭:১৫-১৬; ইশা ৫৬:৭ আয়াত দেখুন)। ফরিয়াদটি এই বিশ্বাসের উপরে ভিত্তি করে রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর অভিষিক্ত জনের মুনাজাত শুনে থাকেন। *তোমার অভিষিক্ত ব্যক্তি।* ২:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩২:১১-১২ মাবুদের সাথে বাদশাহ্ দাউদের স্থাপিত নিয়মের কথা স্মরণ করা হয়েছে এই মুনাজাতের ভিত্তি হিসেবে। এই আয়াত দুটি এবং ১৩-১৮ আয়াত হচ্ছে ১ বাদশাহ্ ৯:১-৫ আয়াতের একটি কাব্যিক পুনঃসঙ্কলন (২ খান্দান ৭:১১-১৮ আয়াত দেখুন)।

১৩২:১১ সত্যে কসম খেয়েছেন। আয়াত ২ ও নোট দেখুন। ২ শামু ৭ অধ্যায়ে কোন শপথের কথা বলা হয় নি, কিন্তু অন্যান্য স্থানে দাউদের প্রতি আল্লাহ্‌র ওয়াদাকে বলা হয়েছে চুক্তি বা নিয়ম (৮৯:৩, ২৮, ৩৪, ৩৯; ২ শামু ২৩:৫; ইশা ৫৫:৩ আয়াত দেখুন) এবং সমস্ত নিয়মই স্থাপিত হয় ওয়াদা বা শপথের ভিত্তিতে। *তা থেকে ফিরবেন না।* ১১০:৪ আয়াত দেখুন। তোমার নিজের বংশের এক জনকে তোমার সিংহাসনে বসাব। প্রেরিত পিতর এই আয়াতটিকে প্রেরিত ২:৩০ আয়াতে প্রভু ঈসা মসীহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন।

১৩২:১২ নিয়ম ... নির্দেশ। সিনাই পর্বতে প্রদত্ত শরীয়তের সমস্ত বিধি-বিধান, যা ইসরাইল জাতির প্রত্যেকের অবশ্য

১৩ কারণ মাবুদ সিয়োনকে মনোনীত করেছেন,
তিনি তাঁর নিবাসের জন্য তার আকাঙ্খা
করেছেন।
১৪ এই আমার চিরকালের বিশ্রামস্থান,
আমি এই স্থানে বাস করবো,
যেহেতু তা-ই বাসনা করেছি।
১৫ আমি তার ভক্ষ্যে প্রচুর দোয়া করবো,
তার দরিদ্রদেরকে খাদ্য দান করে তৃপ্ত
করবো।
১৬ আমি তার ইমামদেরকেও উদ্ধারের পোশাক
পরাব;
তার ভক্তরা উচ্চৈঃস্বরে আনন্দগান করবে।
১৭ আমি সেখানে দাউদের জন্য একটি শৃঙ্গ
নির্মাণ করবো;

৮:১৩।
[১৩২:১৪] ২শামু ৬:২; জবুর ৮০:১।

[১৩২:১৬] ২খান্দান ৬:৪১।
[১৩২:১৭] ১শামু ২:১০; ইহি ২৯:২১; লূক ১:৬৯।
[১৩২:১৮] আইউ ৮:২২।
[১৩৩:১] পয়দা ১৩:৮; রোমীয় ১২:১০।
[১৩৩:২] হিজ ২৯:৭।
[১৩৩:৩] আইউ ২৯:১৯; মেসাল

আমি আমার অভিষিক্ত ব্যক্তির জন্য একটি
প্রদীপ সাজিয়েছি।
১৮ আমি তার দুশমনদেরকে লজ্জা-পরিহিত
করবো;
কিন্তু তার মাথায় মুকুট শোভা পাবে।

জবুর ১৩৩

আরোহণ-গজল। হযরত দাউদের।

১ দেখ, এ কেমন উত্তম ও কেমন মনোহর যে,
ভাইয়েরা একত্রে ঐক্যে বাস করে!
২ তা মাথায় ঢেলে দেওয়া উৎকৃষ্ট তেলের মত,
যা দাড়িতে, হারুনের দাড়িতে ঝরে পড়লো,
তাঁর পোশাকের গলায় ঝরে পড়লো।
৩ তা হর্মোণের শিশিরের মত,

পালনীয় ছিল (১ শামু ১০:২৫ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ১ বাদশাহ্ ২:৩-৪ আয়াত দেখুন)।

১৩২:১৩-১৬ মাবুদ কর্তৃক সিয়োনের নির্বাচনকে স্মরণ করা হচ্ছে এই মুনাজাতের ভিত্তি হিসেবে (ভূমিকা: ধর্মতত্ত্ব: প্রধান বিষয়বস্তুসমূহ, ৭ দেখুন)।

১৩২:১৩ তাঁর নিবাসের জন্য তার আকাঙ্খা করেছেন। বাদশাহ্ দাউদ ও মাবুদ আল্লাহ্‌র আকাঙ্ক্ষাতে এখানে এক করে দেখানো হয়েছে (দ্বি.বি. ১২:৫-১৪ আয়াত দেখুন)।

১৩২:১৫ মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর বিশ্রাম স্থানে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে (আয়াত ৮, ১৪ দেখুন) এই দেশকে দোয়া করবেন, দেশটিকে তাঁর সমস্ত লোকদের বিশ্রামের স্থান করে তুলবেন (দ্বি.বি. ১২:৯; ইউসা ১:১৩; ১ বাদশাহ্ ৫:৪ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৩২:১৬ ৯ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩২:১৭-১৮ দুটি ফরিয়াদ সামনে রেখে নিশ্চয়তা প্রদানের সমাপনী বক্তব্য (আয়াত ১, ১০)।

১৩২:১৭ শৃঙ্গ। মাবুদের অভিষিক্ত ব্যক্তি। *নির্মাণ করবো।* আক্ষরিক অর্থে "রোপণ করবো," অর্থাৎ তৃণ বা শাখার মত। *একটি প্রদীপ সাজিয়েছি।* ১ বাদশাহ্ ১১:৩৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩২:১৮ পরিহিত করবো ... শোভা পাবে। ১০৯:২৯ আয়াতের নোট দেখুন। *লজ্জা-পরিহিত করবো।* ১৬ আয়াতের সাথে তুলনা করুন। *মুকুট শোভা পাবে।* আক্ষরিক অর্থে "প্রস্ফুটিত হবে (এর সাথে ১৭ আয়াতের নোটের তুলনা করুন)।

জবুর ১৩৩ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র লোকদের মধ্যে একতা কামনা করে মুনাজাত। যদি দাউদ এই গজলের রচয়িতা হয়ে থাকেন (তবে এক্ষেত্রে শিরোনামের নোট দেখুন), তাহলে হয়তো তিনি হয়তো তাঁর বাদশাহ্ হিসেবে অভিষেক গ্রহণের সময় রচনা করেছিলেন, যা বহু সংগ্রামের পর তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন (২ শামু ৫:১-৩ আয়াত দেখুন)। অন্যান্য ঐতিহাসিক সূত্র অনুসারে আশেরীয় বাহিনীর আক্রমণের কারণে উত্তরের রাজ্য থেকে দক্ষিণে এহুদা রাজ্যে শরণার্থীরা পালিয়ে এসে আশ্রয় নিচ্ছিল, সে সময় বাদশাহ্ দাউদ এটি রচনা করেন (জবুর ৮০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। অন্য আরেকটি মত অনুসারে ব্যাবিলনের বন্দীদশার পরে উদ্ধার পেয়ে সমস্ত ইসরাইলীয়রা যখন জাতিগত ভাবে নিজেদের ভূমিতে আবারও একত্রিত হল, তখন এই গজলটি রচনা করা হয়, যে ঘটনাপ্রবাহ আমরা নবী উযায়ের ও নহিমিয়ার কিতাবে দেখতে পাই (উযা ৮:২৫; নহি ১২:৪৭ আয়াত দেখুন)। প্রথম ও শেষ (হিব্রু) পঙক্তি (আয়াত ১, ৩) পুরো গজলটির মূল ভাবধারাকে একীভূত করেছে। এর মাঝে একটি পঙক্তি রয়েছে (আয়াত ২) যা মূল ভাবের সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য প্রকাশ করে।

১৩৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। আরোহণ-গজল। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন। *হযরত দাউদের।* ভূমিকা: লেখকত্ব ও শিরোনাম দেখুন; এর সাথে জবুর ১২২; ১২৪; ১২৭ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১৩৩:১ উত্তম ও মনোহর। ১৩৫:৩; ১৪৭:১ আয়াত দেখুন।

১৩৩:২ উৎকৃষ্ট তেলের মত ... হারুনের দাড়িতে ... তাঁর পোশাকের গলায়। ইমাম হারুনকে অভিষেক দানের তেল (হিজ ২৯:৭; লেবীয় ২১:১০), যা তাঁর চুল, দাড়ি সিক্ত করে দিয়ে তাঁর ইমামতির বিশেষ পোশাককেও ভিজিয়ে দিয়েছিল, যার মধ্য দিয়ে তাঁর দায়িত্ব পালনের পরিপূর্ণতার চিহ্ন প্রকাশ করা হয়েছে। একইভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আল্লাহ্‌র লোকদেরকে পবিত্রীকৃত করে।

১৩৩:৩ হর্মোণের শিশিরের মত ... সিয়োন পর্বতে ঝরে পড়ে। সেই শিশির এমনই প্রাচুর্য পূর্ণ যে, তা সিয়োন পর্বতকে (বা সিয়োন পর্বতমালাকে) ফলশালী করে তোলে (পয়দা ২৭:২৮; হগয় ১:১০; জাকা ৮:১২ আয়াত দেখুন)। একই ভাবে ইসরাইলের গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি ইসরাইল জাতিকে আরও বেশি সমৃদ্ধশালী করে তুলবে। এই দুটি রূপক বিবৃতি (আয়াত ২-৩) খুব চমৎকারভাবে প্রকাশ করা হয়েছে: আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ পবিত্র এবাদতখানায় ইমামের পরিচর্যা কাজের মধ্য দিয়ে ইসরাইল জাতির উপরে প্রবাহিত হল (হিজ ২৯:৪৪-৪৬; লেবীয় ৯:২২-২৪; শুমারী ৬:২৪-২৬) – যা আল্লাহ্‌র নাজাত প্রদানের জন্য তাঁর বিশেষ দয়া ও করুণার কথা স্মরণ করে – এবং জীবনের সুবিশাল প্রান্তরে তথা ক্ষেতে বেহেশতের শিশির ঝড়ে পড়ে তাকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে – যা আল্লাহ্‌র সৃষ্ট জগতের জীবন চক্র প্রণালী সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য এক অনুপম স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। *জীবন।* মাবুদ আল্লাহ্‌র স্থাপিত নিয়মের বিশেষ রহমত (দ্বি.বি. ৩০:১৫, ১৯-২০; ৩২:৪৭ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১৩৪ অধ্যায়। প্রশংসা জ্ঞাপক একটি বিশেষ লিটার্জি – এখানে এবাদতকারীদের মধ্যে কিছু বিভাজন রয়েছে, কারণ

BACIB International Bible CHURCH

যা সিয়োন পর্বতে ঝরে পড়ে;
কারণ সেখানে মাবুদ তাঁর দোয়া হুকুম
করলেন,
অনন্তকালের জন্য জীবন হুকুম করলেন।

জবুর ১৩৪

আরোহণ-গজল।

১ এসো, হে মাবুদের সমস্ত গোলাম,
তোমরা, যারা রাতের বেলায় মাবুদের গৃহে
দাঁড়িয়ে থাক,
তোমরা মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর।
২ তোমরা পবিত্র স্থানের দিকে নিজের নিজের
হাত উত্তোলন কর,
ও মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর।
৩ মাবুদ সিয়োন থেকে তোমাকে দোয়া করুন,
তিনি আসমান ও দুনিয়ার নির্মাণকর্তা।

জবুর ১৩৫

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
মাবুদের নামের প্রশংসা কর,
হে মাবুদের গোলামেরা, তোমরা তাঁর প্রশংসা
কর;
২ তোমরা, যারা মাবুদের গৃহে দাঁড়িয়ে থাক,
আমাদের আল্লাহ্‌র গৃহ-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে থাক।
৩ মাবুদের প্রশংসা কর, কেননা মাবুদ মঙ্গলময়;
তাঁর নামের উদ্দেশে কাওয়ালী কর, কেননা
তা মনোহর।
৪ কারণ মাবুদ তাঁর জন্য ইয়াকুবকে,
নিজস্ব অধিকার বলে ইসরাইলকে মনোনীত
করেছেন।
৫ আমি তো জানি, মাবুদ মহান,
আমাদের প্রভু সমস্ত দেবতার চেয়ে মহান।
৬ মাবুদ যা ইচ্ছা করেছেন, তা-ই করেছেন,
আসমানে, দুনিয়াতে, সমুদ্রগুলোতে
ও সমস্ত জলধি-মধ্যে করেছেন।
৭ তিনি দুনিয়ার প্রান্ত থেকে বাষ্প উত্থাপন
করেন,
তিনি বৃষ্টির জন্য বিদ্যুৎ উৎপন্ন করেন,
তাঁর ভাণ্ডার থেকে বায়ু বের করে আনেন।
৮ তিনি মিসরের প্রথমজাতদের আঘাত
করেছিলেন,
মানুষ ও পশু উভয়ের মধ্যে।

১৯:১২; ইশা ১৮:৪; ২৬:১৯; ৪৫:৮; হোশেয় ১৪:৫; মিকাহ্ ৫:৭।
[১৩৪:১] প্রকা ১৯:৫।
[১৩৪:২]১তীম ২:৮।
[১৩৪:৩] লেবীয় ২৫:২১।
[১৩৫:১] ইহি ৭:৭৩।
[১৩৫:২] ১খান্দান ১৫:২; লূক ২:৩৭।
[১৩৫:৩] ১খান্দান ১৬:৩৪।
[১৩৫:৪] হিজ ১৯:৫; তীত ২:১৪।
[১৩৫:৫] হিজ ১২:১২।
[১৩৫:৬] মথি ৬:১০।
[১৩৫:৭] আইউ ৫:১০; ইশা ৩০:২৩।

তারা সন্ধ্যার এবাদত শেষ করে এবাদতখানা ত্যাগ করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে এবং লেবীয়রা, যারা রাতে এবাদতখানা প্রহরা দিতেন তারা এখানে গজল গাওয়ার ক্ষেত্রে কিছু ভূমিকা পালন করেছেন। জবুর শরীফে এই গজলটির মধ্য দিয়ে "আরোহণ-গজল" শেষ হল, যেভাবে জবুর ১১৭ অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে হাল্লেলুইয়া গজল শেষ হয়েছিল (জবুর ১১১-১১৭)। এই গজলটি সম্ভবত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে রচনা করা হয়েছে।

১৩৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩৪:১-২ বিদায়ী এবাদতকারীরা লেবীয়দেরকে আহ্বান জানাচ্ছেন যেন তারা সারা রাত ধরে প্রহার দেওয়ার সময় মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদতখানায় তাঁর প্রশংসা গজল গাইতে থাকেন (১ খান্দান ৯:৩৩ আয়াত দেখুন)।

১৩৪:২ নিজের নিজের হাত উত্তোলন কর। ৬৩:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩৪:৩ একজন লেবীয় এবাদতারীদের প্রতি দোয়া-বাণী উচ্চারণ করছেন (১২১:২ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১২৪:৮; ১২৮:৫ আয়াত দেখুন)।

জবুর ১৩৫ অধ্যায়। নাজাতের ইতিহাস বর্ণনাকারী একটি গজল, যেখানে ইসরাইল জাতিকে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে – যিনি একমাত্র সত্য আল্লাহ্: সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা, সমস্ত জাতির শাসনকর্তা, ইসরাইল জাতির উদ্ধারকর্তা। নিঃসন্দেহে এই গজলটি বন্দীদশার পরে কোন এক সময়ে লেখা হয়েছিল, তবে এখানে যে সমস্ত কথা রয়েছে তা পুরাতন নিয়মের অন্যান্য বেশ কিছু স্থানে দেখা যায়। সুস্পষ্টভাবে এই গজলটি এবাদতখানার লিটার্জির জন্য রচিত হয়েছিল। মহা হাল্লেল গজলের মধ্যে এর অবস্থান সম্পর্কে জানতে দেখুন জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা। পুরো কাঠামোটি শুরু ও শেষ করা হয়েছে "হাল্লেলুইয়া" উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে (জবুর ১৪৬-১৫০ অধ্যায়ও এমনভাবে সজ্জিত হয়েছে)। এর প্রথম ও শেষ পঙক্তিমালায় আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। মিসর ও কেনানে ইসরাইল জাতিকে আল্লাহ্ যেভাবে উদ্ধার করেছেন (আয়াত ৮-১২) তা বর্ণনা করার মধ্য দিয়ে সাতটি পঙক্তিমালার মধ্যে মাঝেরটিকে বিন্যাস করা হয়েছে। অবশিষ্ট চারটি পঙক্তিমালা দুটি করে জোড় পঙক্তিমালা হিসেবে বিন্যস্ত হয়েছে বিষয়বস্তু ও ভাষাগত বৈশিষ্ট্যের বিচারে (আয়াত ৩-৪, ১৩-১৪; আয়াত ৫-৭, ১৫-১৮)।

১৩৫:১-২ মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য ইমাম ও লেবীয়দেরকে প্রারম্ভিক আহ্বান জানানো হয়েছে (১৩৪:১-২ আয়াত দেখুন)।

১৩৫:১, ৩, ১৩ নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩৫:৩-৪ মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য সর্ব প্রধান কারণ (আয়াত ১৩-১৪ দেখুন)।

১৩৫:৩ কেননা তা মনোহর। ১৩৩:১ আয়াত দেখুন।

১৩৪:৪ ইয়াকুব। ইসরাইল নামের সমার্থক একটি শব্দ (পয়দা ৩২:২৮ আয়াত দেখুন)। *নিজস্ব অধিকার।* হিজ ১৯:৫ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৩৫:৫-৭ মাবুদ আল্লাহ্ মহান ও মঙ্গলময় (আয়াত ৩); একই সাথে তিনি সমগ্র সৃষ্ট জগতের মধ্যে সর্বশক্তিমান ও সার্বভৌম মাবুদ (এর সাথে তুলনা করুন ১৫-১৮ আয়াতে মানুষের হাতে তৈরি মূর্তি সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে; ইয়ার ১০:১১-১৬ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১১৫:৩ ও ৯৬:৫; ৯৭:৭ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৩৫:৬ যা ইচ্ছা করেছেন। মূর্তি বা প্রতিমা কিছুই করতে পারে না (আয়াত ১৬-১৭); তাদেরকে তাদের পূজাকারীরাই নিজ হাতে তৈরি করেছে (আয়াত ১৮)। *আসমান ... দুনিয়া ... সমুদ্র।* দৃশ্যমান সৃষ্ট দুনিয়ার তিনটি প্রধান বিচরণ স্থান, যেভাবে প্রাচীনকালে লোকেরা দেখতো (পয়দা ১:৮-১০ আয়াত ও জবুর ১০৪ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

১৩৫:৭ বাষ্প উত্থাপন করেন। মাবুদ আল্লাহ্ প্রকৃতির জন্য জীবন দায়ী বৃষ্টি ঝরান, বাল-দেবতা বা অন্য কোন দেবতা নয়

৯ হে মিসর! তিনি তোমার মধ্যে চিহ্ন ও
লক্ষণমালা পাঠিয়েছিলেন,
ফেরাউনের ও তাঁর সমস্ত গোলামের বিরুদ্ধে।
১০ তিনি আঘাত করেছিলেন বড় বড় জাতিকে,
হত্যা করেছিলেন বিক্রমী বাদশাহ্‌দেরকে;
১১ আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোনকে,
বাশনের বাদশাহ্ ওগকে ও কেনানের সমস্ত
রাজ্যকে।
১২ তিনি তাদের দেশ অধিকার হিসেবে দিলেন,
নিজের লোক ইসরাইলের অধিকার হিসেবে
দিলেন।
১৩ হে মাবুদ, তোমার নাম অনন্তকালস্থায়ী,
হে মাবুদ, পুরুষানুক্রমে লোকেরা তোমাকে
স্মরণ করবে।
১৪ কারণ মাবুদ তাঁর লোকদের বিচার করবেন,
তাঁর গোলামদের উপরে সদয় হবেন।
১৫ জাতিদের সমস্ত মূর্তি রূপা ও সোনার তৈরি,
সেগুলো মানুষের হাতের কাজ।
১৬ মুখ থাকতেও তারা কথা বলে না;
চোখ থাকতেও দেখতে পায় না;

[১৩৫:৯] হিজ ৭:৯।
[১৩৫:১০] শুমারী ২১:২১-২৫।
[১৩৫:১১] শুমারী ২১:২১।
[১৩৫:১২] দ্বি.বি. ২৯:৮।
[১৩৫:১৪] ইব ১০:৩০।
[১৩৫:১৫] প্রকা ৯:২০।
[১৩৫:১৬] ১বাদশাহ্ ১৮:২৬।
[১৩৫:১৭] ইয়ার ১০:১৪; ইব ২:১৯।
[১৩৫:২১] ১বাদশাহ্ ৮:১৩; ২খান্দান ৬:২।
[১৩৬:১] নাহুম ১:৭।
[১৩৬:২] দ্বি.বি. ১০:১৭।
[১৩৬:৩] ১তীম ৬:১৫।
[১৩৬:৪] হিজ

১৭ কান থাকতেও শুনতে পায় না;
তাদের মুখে শ্বাসমাত্রও নেই।
১৮ যেমন তারা, তেমনি হবে তাদের নির্মাতারা,
আর যে কেউ সেগুলোর উপর নির্ভর করে।
১৯ হে ইসরাইলের কুল, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর;
হে হারুনের কুল, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর;
২০ হে লেবির কুল, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর;
হে মাবুদের ভয়কারীরা, মাবুদের শুকরিয়া আদায় কর।
২১ মাবুদ ধন্য হোন সিয়োন থেকে,
তিনি জেরুশালেমে বাস করেন।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১৩৬

১ তোমরা মাবুদের শুকরিয়া কর, কেননা তিনি মঙ্গলময়;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২ দেবতাদের আল্লাহ্‌র শুকরিয়া কর;

(জবুর ২৯ অধ্যায় ও এর ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ইয়ার ১৪:২২; জাকা ১০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *বায়ু বের করে আনেন।* ১০৪:৪; ১৪৮:৮ আয়াত দেখুন। হাতে বানানো মূর্তির মধ্যে কোন সঞ্জীবনী বায়ু বা শ্বাস পর্যন্ত নেই (আয়াত ১৭)। *তাঁর ভাণ্ডার।* ৩৩:৭ আয়াত ও নোট দেখুন; আইউব ৩৮:২২ আয়াত দেখুন।

১৩৫:৮-১২ মিসরের উপরে এবং ইসরাইলের অধিকারভুক্ত ভূমির সকল বাদশাহ্‌দের উপরে মাবুদের বিজয় লাভ। হিজ ৭-১৪ অধ্যায়, শুমারী ২১:২১-৩৫ আয়াত এবং ইউসা কিতাবের একটি সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন।

১৩৫:১৩-১৪ আয়াত ৩-৪ ও নোট দেখুন।

১৩৫:১৪ বিচার করবেন। ইসরাইল জাতির সত্তা ও তার অধিকারের উপরে বিশ্বের যে কোন শক্তিই আঘাত হানুক না কেন, মাবুদ আল্লাহ্ তাদের সকলকে বিচারের আওতায় আনবেন, কারণ তিনিই একমাত্র সত্য আল্লাহ্। *সদয় হবেন।* হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াত ও নোট দেখুন। *তাঁর গোলাম।* তাঁর নিয়মের আওতাধীন ঈমানদার লোকেরা।

১৩৫:১৫-১৮ মিথ্যা দেবতা ও তাদের উপরে যারা নির্ভর করে তাদের ক্ষমতাহীনতা (৫-৭ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ১১৫:৪-৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৫:১৯-২১ যারা এবাদতখানায় এবাদতের জন্য একত্রিত হয়েছে তাদের সকলকে উদ্দেশ্য করে মাবুদের প্রশংসা ও এবাদতের সমাপ্তি ঘোষণা (১১৫:৯-১১; ১১৮:২-৪ আয়াত দেখুন)।

১৩৫:২০ লেবির কুল। জবুর শরীফে কেবল মাত্র এখানে লেবীয় গোষ্ঠীর নাম এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে (এর সাথে তুলনা করুন ১ খান্দান ২৩:৪, ৩০-৩১; ২৫:১; ২ খান্দান ২০:১৯, ২১ আয়াত)।

১৩৫:২১ সিয়োন থেকে। শুধু সিয়োনের মধ্যে নন, সেই সাথে সিয়োন থেকে – দুনিয়ার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত (৯:১; ২২:২২-৩১ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ১৩৬ অধ্যায়। সৃষ্টিকর্তা ও ইসরাইলের রক্ষাকর্তা মাবুদের উদ্দেশে গাওয়া প্রশংসা গজল, যেখানে নাজাতের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু এবং আয়াতগুলোর বক্তব্য অনেকাংশে জবুর ১৩৫ অধ্যায়ের সাথে মিলে যায়। খুব সম্ভবত একজন লেবীয় গজল গায়ক দলের নেতা এই গজলটি গেয়েছেন এবং লেবীয় গজল গায়কের দল (১ খান্দান ১৬:৪১; ২ খান্দান ৫:১৩; উযায়ের ৩:১১) কিংবা সমবেত এবাদতকারীরা (২ খান্দান ৭:৩, ৬; ২০:২১ আয়াত দেখুন) সমবেত অংশ বা ধূয়াগুলো গেয়েছেন (১০৬:১; ১০৭:১; ১১৮:১-৪, ২৯)। এই লিটার্জির মধ্য দিয়ে মহা হাল্লেল শেষ হয়েছে (জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য প্রারম্ভিক আহ্বানের পর (আয়াত ১-৩) ছয়টি আয়াতে আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকর্ম (আয়াত ৪-৯), পরবর্তী আয়াতে মিসর থেকে ইসরাইল জাতির উদ্ধার (আয়াত ১০-১৫), একটি আয়াতে মরুভূমিতে ইসরাইল জাতির যাত্রা (আয়াত ১৬), ছয়টি আয়াতে কেনান দেশ বিজয়ের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে (আয়াত ১৭-২২)। সমাপনী চারটি আয়াতে মূল বিষয়বস্তুগুলো বিপরীত ক্রমানুসারে কথিত হয়েছে: ইতিহাসে আল্লাহ্ তাঁর লোকদের জন্য যা করেছেন (আয়াত ২৩-২৪), সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র বিশেষ কাজ (আয়াত ২৫) এবং আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য সমাপনী আহ্বান (আয়াত ২৬)। সমবেত প্রতিক্রিয়ার উক্তিটি ("তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী") ২৬ বার উল্লেখ করা হয়েছে, যা ইয়াহ্‌ওয়েহ্ নামটির সংখ্যাতাত্ত্বিক মান নির্দেশ করে (হিব্রু বর্ণকে সংখ্যায় রূপান্তর করার মাধ্যমে)। গজলটিতেই কেবল একটি মাত্র শব্দগুচ্ছ প্রতিটি আয়াতের শেষে ধূয়া হিসেবে সংযোজন করা হয়েছে।

১৩৬:১-৩, ২৬ মাবুদের শুকরিয়া কর। কিংবা বলা যায় "মাবুদের প্রশংসা কর" (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৬:২ দেবতাদের আল্লাহ্। দ্বি.বি. ১০:১৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে ১৩৫:৫ আয়াতও দেখুন।

-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
৩ প্রভুদের প্রভুকে শুকরিয়া দাও;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
৪ যিনি একা মহৎ মহৎ অলৌকিক কাজ করেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
৫ যিনি বুদ্ধি দ্বারা আসমান নির্মাণ করেছেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
৬ যিনি পানির উপরে দুনিয়া বিস্তার করেছেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
৭ যিনি বড় বড় জ্যোতিষ্ক নির্মাণ করেছেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
৮ যিনি দিনে কর্তৃত্ব করবার জন্য সূর্য নির্মাণ
করেছেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
৯ রাতে কর্তৃত্ব করবার জন্য চন্দ্র ও তারা নির্মাণ
করেছেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১০ যিনি মিসরের প্রথমজাতদের আঘাত করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১১ এবং তাদের মধ্য থেকে ইসরাইলকে বের
করে আনলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১২ শক্তিশালী হাত ও বাড়িয়ে দেওয়া বাহু দ্বারাই
আনলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১৩ যিনি লোহিত সাগরকে দু'ভাগ করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১৪ এবং তার মধ্য দিয়ে ইসরাইলকে পার
করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১৫ কিন্তু ফেরাউন ও তাঁর বাহিনীকে লোহিত
সাগরে ঠেলে দিলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১৬ যিনি নিজের প্রজাদেরকে মরুভূমির মধ্য দিয়ে
গমন করালেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১৭ যিনি মহান বাদশাহ্‌দেরকে আঘাত করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১৮ প্রতাপান্বিত বাদশাহ্‌দেরকে হত্যা করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
১৯ আমোরীয়দের বাদশাহ্ সীহোনকে,
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২০ ও বাশনের বাদশাহ্ ওগকে হত্যা করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২১ এবং তাদের দেশ অধিকার হিসেবে দিলেন,
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২২ নিজের গোলাম ইসরাইলকে অধিকার হিসেবে
দিলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২৩ তিনি আমাদের হীনাবস্থায় আমাদেরকে স্মরণ
করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২৪ দুশমনদের থেকে আমাদের উদ্ধার করলেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২৫ তিনি সমস্ত প্রাণীকে আহার দেন;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী-
২৬ তোমরা বেহেশতের আল্লাহ্‌র শুকরিয়া কর;
-তাঁর অটল মহব্বত অনন্তকালস্থায়ী।

জবুর ১৩৭

১ ব্যাবিলনীয় নদীগুলোর তীরে,
সেখানে আমরা বসতাম আর কাঁদতাম,
যখন সিয়োনকে মনে পড়তো।

৩:২০।
[১৩৬:৫] মেসাল ৩:১৯।
[১৩৬:৬] পয়দা ১:১; ইশা ৪২:৫।
[১৩৬:৭] ইয়াকুব ১:১৭।
[১৩৬:১০] হিজ ৪:২৩;১২:১২।
[১৩৬:১১] হিজ ৬:৬; ১৩:৩।
[১৩৬:১২] হিজ ৩:২০।
[১৩৬:১৪] হিজ ১৪:২২।
[১৩৬:১৫] হিজ ১৪:২৭।
[১৩৬:১৬] হিজ ১৩:১৮।
[১৩৬:১৭] শুমারী ২১:২৩-২৫।
[১৩৬:১৮] ইউসা ১২:৭-২৪।
[১৩৬:১৯] শুমারী ২১:২১-২৫।
[১৩৬:২০] শুমারী ২১:৩৩-৩৫।
[১৩৬:২১] ইউসা ১২:১।
[১৩৬:২২] দ্বি.বি. ২৯:৮।
[১৩৬:২৫] মথি ৬:২৬।
[১৩৬:২৬] জবুর ১১৫:৩।
[১৩৭:১] ইশা ৩:২৬; মাতম ১:৪।
[১৩৭:২] লেবীয়

১৩৬:৫ বুদ্ধি দ্বারা। মেসাল ৩:১৯; ইয়ার ১০:১২ আয়াত দেখুন।

১৩৬:৬ পানির উপরে। ২৪:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩৬:৭-৯ পয়দা ১:১৬ আয়াতের কথাগুলোকে সরাসরি প্রতিফলিত করা হয়েছে।

১৩৬:২৩-২৪ সম্ভবত এখানে উপরের উদ্ধারের সমস্ত বর্ণনার উপসংহার টানা হয়েছে, কিন্তু হয়তোবা একই সাথে কাজীগণ ও বাদশাহ্ দাউদের আমলে আল্লাহ্‌র যে সকল উদ্ধারের অভিজ্ঞতা ইসরাইল জাতি লাভ করেছে সেগুলোর কথাও এখানে বলা হতে পারে।

১৩৬:২৬ বেহেশতের আল্লাহ্। আল্লাহ্‌কে সম্বোধন করার পারসীয় রীতি (উযায়ের ১:২ আয়াতের নোট দেখুন) যা উযায়ের, নহিমিয়া ও দানিয়াল কিতাবে প্রায়শই দেখা যায়। ২-৩ আয়াতের ভাষাও প্রায় একই ধরনের।

জবুর ১৩৭ অধ্যায়। বন্দীদশার সময়কার একটি মাতম গীত – একজন ব্যক্তি যিনি সম্প্রতি ব্যাবিলনের বন্দীদশা থেকে ফিরে এসেছেন কিন্তু বহু বছর বিদেশী মাটিতে বন্দী হিসেবে থাকার কারণে এবং সেখানে তাকে যে সকল নিষ্ঠুর আচরণ ও ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভ করতে হয়েছে তার প্রেক্ষিতে এখন তার অন্তরে রয়েছে শুধুই তিক্ততা। এখানে তিনি সিয়োনের প্রতি সেই একই গভীর মমতা ও ভালবাসার কথা বলেছেন যা খুঁজে পাওয়া যায় জবুর ৪২-৪৩; ৪৬; ৪৮; ৮৪; ১২২; ১২৬ অধ্যায়ে। জবুর শরীফের সম্পাদনাকারীগণ এই গজলটিকে মহা হাল্লেল সঙ্কলনের সাথে সংযুক্ত করেছেন, কারণ এতে রয়েছে মাবুদ আল্লাহ্‌র এবাদত বন্দেগীর ও তাঁর প্রশংসার সমাপনী একটি ভাবধারা (জবুর ১২০-১৩৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। হিব্রু গজলটির ১২টি কাব্যিক পঙক্তি সমানভাবে চার পঙক্তি বিশিষ্ট তিনটি পঙক্তিমালায় বিভক্ত হয়েছে: ইসরাইল জাতির দুঃখ ও দুর্দশার কথা স্মরণ (আয়াত ১-৩), জেরুশালেমের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ (আয়াত ৪-৬) এবং ইদোম ও ব্যাবিলনের উপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ (আয়াত ৭-৯)।

১৩৭:১ নদীগুলো। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস বা ফোরাত এবং তার সাথে সংযুক্ত অগণিত খাল। *আমরা বসতাম।* সিয়োনের সাথে তাদের বিচ্ছিন্নতার কথা স্মরণ করে তারা বার বারই শোকাহত হয়ে পড়তেন (আইউব ২:৮, ১৩; মাতম ২:১০ আয়াত দেখুন)।

BACIB International Bible CHURCH

২ আমরা সেই স্থানের বাইশী গাছে
নিজ নিজ বীণা টাঙ্গিয়ে রাখতাম।
৩ কারণ যারা আমাদের বন্দী করে নিয়ে গেছে
তারা
আমাদের কাছে গজল শুনতে চাইত,
আমাদের জুলুমকারীরা আনন্দের আওয়াজ
শুনতে চাইত,
বলতো, 'আমাদের কাছে সিয়োনের একটা
গজল গাও।'
৪ আমরা কেমন করে বিজাতীয় ভূমিতে
মাবুদের গজল গাইতে পারি?
৫ জেরুশালেম, যদি আমি তোমাকে ভুলে যাই,
আমার ডান হাতও আমাকে ভুলে যাক।
৬ আমার জিহ্বা তালুতে সংলগ্ন হোক,
যদি আমি তোমাকে মনে না করি,
যদি আমার পরমানন্দ থেকে জেরুশালেমকে
বেশি মহব্বত না করি।
৭ হে মাবুদ, জেরুশালেমের পতনের দিন
ইদোম-সন্তানেরা কি করেছিল তা স্মরণ কর;
তারা বলেছিল, 'উৎপাটন কর, ওর মূল পর্যন্ত
উৎপাটন কর।'
৮ হে ব্যাবিলন-কন্যা, হে বিনাশপাত্রি,
সুখী সেই, যে তোমাকে সেরকম প্রতিফল
দেবে,
যেরকম তুমি আমাদের প্রতি করেছ।
৯ সুখী সেই, যে তোমার শিশুদেরকে ধরে,
আর শৈলের উপরে আছড়ায়।

২৩:৪০।
[১৩৭:৩] মাতম ১:৫।
[১৩৭:৪] ইহি ১২:৪৬।
[১৩৭:৫] ইশা ২:৩।
[১৩৭:৬] ইহি ২:৩।
[১৩৭:৭] পয়দা ২৫:৩০; মাতম ৪:২১-২২।
[১৩৭:৮] ইয়ার ২৫:১২, ২৬; ৫০:১; ৫০:২-৫১:৫৮।
[১৩৭:৯] ২বাদশাহ্

১৩৭:২ নিজ নিজ বীণা টাঙ্গিয়ে রাখতাম। "বীণার আমোদ নিবৃত্ত হল" (ইশা ২৪:৮), কারণ অসার ব্যাবিলনীয়রা সিয়োনের আনন্দগানের সাথে তাদের অপসংস্কৃতির চর্চা করতে চেয়েছিল, অন্য দিকে ইসরাইলীয়রা তখন ছিল শোকাকুল (আইউব ৩০:৩১)।

১৩৭:৪-৬ যার হৃদয় ও মন মাবুদ ও তাঁর পবিত্র নগরী জেরুশালেমকে পরিত্যাগ করবে, কেবল সে-ই ব্যাবিলনের শাসকের হাতের পুতুল হয়ে চলতে পারবে। কিন্তু আমি যদি আমার প্রিয় নগরীর প্রতি বিন্দুমাত্র অবিশ্বস্ত হই, তাহলে যেন আমার হাতের বীণা আর আমার মুখের গজল চির দিনের মত থেমে যায়!

১৩৭:৭-৯ মাবুদ আল্লাহ্, ইদোমের কথা স্মরণ কর; আর তুমি, হে ব্যাবিলন, তুমি জেরুশালেমের প্রতি যা করেছিলেন সেই একই কাজ তোমার প্রতি যে করবে আমি তাকে দোয়া করি: ধ্বংসপ্রাপ্ত জেরুশালেম নগরীর একজন অধিবাসী এবং প্রকৃত ইসরাইলীয়ের মুখ থেকে এ ধরনের প্রতিশোধের কথা আসতে পারে (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৭:৭ ইদোম সন্তানেরা। ইদোমের সাথে ইসরাইল জাতির শত্রুতা আজন্মকালের। ইদোমীয়রা হচ্ছে হযরত ইয়াকুবের ভাই ইসের বংশধর – যারা জেরুশালেমের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে নিজেদের সবচেয়ে কুৎসিত চেহারা প্রদর্শন করেছিল। নিঃসন্দেহে জবুর রচয়িতা নবীদের ভবিষ্যদ্বাণীর কারণে জানতেন এই জাতির উপরে কী ধরনের শাস্তি নেমে আসতে চলেছে (ইশা ৬৩:১-৪; ইয়ার ৪৯:৭-২২; ইহি ২৫:৮, ১২-১৪; ৩৫; ওবদিয়া)। *উৎপাটন কর।* আক্ষরিক অর্থে "ওকে নগ্ন কর" – সাধারণত প্রাচীন সাহিত্যের ভাষায় নগরীকে দেখা হত নারী হিসেবে। মাতম ৪:২১ আয়াতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ইদোমকে একই রকম ভাবে অপমানিত ও নিগৃহীত করার মধ্য দিয়ে শাস্তি দেওয়া হবে।

১৩৭:৮ ব্যাবিলন-কন্যা। ব্যাবিলনকে এখানে ব্যক্তিকরণ করা হয়েছে (২ বাদশাহ্ ১৯:২১ আয়াতের নোট দেখুন)।

বিনাশপাত্রি। লেখক এবং যারা এই গজলটি গ্রহণ করেছেন তারা নিশ্চিতভাবে জানতেন যে, ইসরাইলের ধ্বংস সাধনকারীর উপরে মাবুদের ঘোষিত মহা বিচার অবশ্যই ঘটবে (ইশা ১৩; ৪৯; ইয়ার ৫০-৫১ অধ্যায়)। মাবুদের বিচারের দিনে ব্যাবিলনের প্রতি ঠিক তা-ই ঘটবে যা সে ইসরাইলের প্রতি করেছিল (ইয়ার ৫০:১৫, ২৯; ৫১:২৪, ৩৫, ৪৯; এর সাথে তুলনা করুন প্রকা ১৮:৫-৬ আয়াত)। এখানে যে সকল নীতি সংযুক্ত রয়েছে তার জন্য দেখুন ওবদিয়া ১৫। *সুখী সেই, যে তোমাকে সেরকম প্রতিফল দেবে।* কারণ এক নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী শোষক রাষ্ট্রকে এই দুনিয়া থেকে উচ্ছিন্ন করে ফেলা হচ্ছে (ইশা ১৪:৩-৮ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ৫১:৪৭-৪৮; প্রকা ১৯:১-৩)।

১৩৭:৯ তোমার শিশুদেরকে। যুদ্ধ আগেও যেমন নিষ্ঠুর ছিল, এখনও তেমন; নারী ও শিশুরা কখনোই যুদ্ধের নৃশংসতা থেকে ছাড় পায় নি (২ বাদশাহ্ ৮:১২; ১৫:১৬; ইশা ১৩:১৬, ১৮; হোসিয়া ১০:১৪; ১৩:১৬; আমোস ১:১৩; নহিমিয়া ৩:১০)। ব্যাবিলনের ধ্বংসের সর্বশেষ ঘোষণা সূচিত হয়েছে আল্লাহ্‌র নগরীর সাথে এক চূড়ান্ত যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এবং এর মধ্য দিয়ে আল্লাহ্‌র লোকদের আনন্দের কথা ঘোষিত হয়েছে; এ প্রসঙ্গে দেখুন প্রকা ১৪:১৮ আয়াতের নোট; ১৮:১–১৯:৪ আয়াত।

জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়। বাদশাহ্ দাউদের গজলগুলোর সর্বশেষ সঙ্কলন আমরা এখন দেখব যার মধ্য দিয়ে আমরা জবুর শরীফের একেবারে শেষের দিকে চলে যাব। এই সমস্ত গজলগুলোর কোন কোনটি রচনার সময়কাল বন্দীদশারও অনেক পরের। কিন্তু তথাপি এগুলোকে দাউদের গজল বলা হয়ে থাকে কারণ এগুলোর বক্তব্য স্বয়ং বাদশাহ্ দাউদ কর্তৃক রচিত গজলগুলোর ভাষাকেই প্রতিফলিত করে এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এগুলোর মিল রয়েছে। সঙ্কলনটির শুরুতে ও শেষে কাঠামো নির্দেশ করেছে (জবুর ১৩৮; ১৪৫ অধ্যায়)। এর মধ্যে প্রথম গজলটিতে মাবুদের গৌরবের মহত্ত্বের প্রশংসা করা হয়েছে যা প্রকাশ পেয়েছে অহঙ্কারীদের হাত থেকে বাঁচার আকুতি জানিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের করা মুনাজাতের প্রতি তাঁর উত্তর দানের মধ্য দিয়ে। সব শেষের গজলটি রচনা করা হয়েছে বর্ণানুক্রমিক প্রক্রিয়ায় যেখানে দেখানো হয়েছে মাবুদ আল্লাহ্ তাঁর সমস্ত সৃষ্টি জগতের যত্ন নিয়ে থাকেন – বিশেষ করে যারা তাঁকে "ডাকে" (অর্থাৎ প্রয়োজনের সময়ে তাঁকে খোঁজে)। এই কাঠামোর মধ্যে রয়েছে ছয়টি মুনাজাত যার মধ্যে কিছু পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত বিষয়বস্তু রয়েছে যা ভিন্ন ভিন্ন গজলের নোটে নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে। দাউদের গজলের সর্বশেষ এই সঙ্কলনে সবচেয়ে বড় দুটি বিষয়বস্তু হচ্ছে আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব এবং আল্লাহ্‌র মঙ্গলময়তা। এর মধ্যে একটি গজলে (জবুর ১৩৯ অধ্যায়) ব্যক্তি ঈমানদারের সাথে আল্লাহ্‌র সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা জয়েছে এবং আরেকটিতে (জবুর ১৪৫ অধ্যায়) সমগ্র সৃষ্টজগতের সাথে তাঁর সম্পর্ক নিয়ে কথা বলা হয়েছে।

জবুর ১৩৮ অধ্যায়। হুমকি প্রদানকারী দুশমনের বিপক্ষে

জবুর ১৩৮

হযরত দাউদের।

১ হে মাবুদ, আমি সর্বান্তঃকরণে তোমার প্রশংসা
করবো,
দেবতাদের সাক্ষাতে তোমার নাম ঘোষণা
করবো।
২ তোমর পবিত্র বায়তুল-মোকাদ্দসের অ-
ভমুখে সেজ্‌দা করবো,
তোমার অটল মহব্বত ও তোমার বিশ্বস্ততার
জন্য
তোমার নামের শুকরিয়া করবো;
কেননা তোমার সমস্ত বস্তুর উপরে
তুমি তোমার নাম ও কালাম মহিমান্বিত
করেছ।
৩ যেদিন আমি ডাকলাম, তুমি আমাকে উত্তর
দিলে,
আমার প্রাণে শক্তি দিয়ে আমাকে উৎসাহযুক্ত
করলে।
৪ হে মাবুদ, দুনিয়ার সমস্ত বাদশাহ্‌ তোমার
প্রশংসা করবে,
কারণ তারা তোমার মুখের কালাম শুনেছে।
৫ তারা মাবুদের পথগুলোর বিষয় নিয়ে গজল
গাইবে,
কেননা মাবুদের গৌরব মহৎ।
৬ কারণ মাবুদ উঁচু, তবুও অবনতের প্রতি দৃষ্টি
রাখেন,
কিন্তু গর্বিতকে দূর থেকে জানেন।
৭ যদিও আমি সঙ্কটের মধ্য দিয়ে গমন করি,
তবু তুমি আমাকে রক্ষা করে থাক আমার
দুশমনদের ক্রোধের হাত থেকে;
তুমি তোমার হাত বাড়িয়ে দাও,
এবং তোমার দক্ষিণ হাত দিয়ে আমাকে
উদ্ধার কর।
৮ মাবুদ আমার পক্ষে সকলই সিদ্ধ করবেন;
হে মাবুদ, তোমার অটল মহব্বত
অনন্তকালস্থায়ী;
তোমার স্বহস্তের কাজ পরিত্যাগ করো না।

৮:১২; ইশা ১৩:১৬; লূক ১৯:৪৪।

[১৩৮:১] জবুর ৯৫:৩; ৯৬:৪।
[১৩৮:২] ১বাদশাহ্‌ ৮:২৯; জবুর ৫:৭।
[১৩৮:৩] জবুর ১৮:৬; ৩০:২; ৯৯:৬; ১১৬:৪।
[১৩৮:৩] মেসাল ২৮:১; প্রেরিত ৪:২৯।
[১৩৮:৪] জবুর ৭২:১১; ১০২:১৫।
[১৩৮:৫] জবুর ৫১:১৪; ৭১:১৬; ১৪৫:৭।
[১৩৮:৬] জবুর ৪০:৪; মথি ২৩:১২।
[১৩৮:৭] জবুর ২৩:৪।
[১৩৮:৮] ফিলি

সাহায্য লাভের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে মুনাজাত – অনেকেই মনে করেন এই গজলটি সরাসরি বাদশাহ্‌ গেয়েছেন। অনেক দিক থেকে এই গজলটি জবুর ১৮ অধ্যায়ের মত, যদিও রচনাশৈলী ও পরিধির দিক থেকে ১৮ অধ্যায়টি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। চার পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি হিব্রু পঙক্তিমালায় (আয়াত ১-৩, ৬-৮) মূল বিষয়বস্তুকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে; কেন্দ্রে রয়েছে দুই পঙক্তি বিশিষ্ট একটি পঙক্তিমালা (আয়াত ৪-৫) যা তাদের কথা বলেছে যারা "সারা দুনিয়ার বাদশাহ্‌" মাবুদের আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব প্রকাশ করে। এই গজলে ব্যবহৃত শব্দগুলোর প্রায় দুই তৃতীয়াংশ শব্দ জবুর ১৪৫ অধ্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩৮ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩৮:১-৩ মুনাজাতের প্রতি আল্লাহ্‌র উত্তরের মধ্য দিয়ে তাঁর মহব্বত প্রকাশ হওয়ার কারণে তাঁর প্রশংসা।

১৩৮:১ সর্বান্তঃকরণ। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *দেবতাদের।* হতে পারে পৌত্তলিক বাদশাহ্‌রা (আয়াত ৪-৫) কিংবা তারা যে সমস্ত মিথ্যা দেবতাদের অনুসরণ করে তারা (জবুর ৮২ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ৮২:১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৮:২ তোমার পবিত্র বায়তুল-মোকাদ্দসে। যদি বাদশাহ্‌ দাউদই এই গজলের রচয়িতা হয়ে থাকেন তাহলে এখানে তিনি শরীয়ত-সিন্দুক রাখার জন্য যে শরীয়ত-তাঁবু নির্মাণ করেছিলেন তার কথা বলা হয়েছে (২ শামু ৬:১৭) অনেক গজলেই দেখা যায় বাদশাহ্‌ দাউদ এবাদতখানা বা বায়তুল মোকাদ্দসের কথা বলছেন (যেমন দেখুন ৫:৭; ১১:৪; ১৮:৬; ২৭:৪ আয়াত; এর সাথে জবুর ৩০ অধ্যায়ের শিরোনাম দেখুন)। *তোমার নামের।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার অটল মহব্বত ও তোমার বিশ্বস্ততা।* ৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *অটল মহব্বত।* আয়াত ৮ দেখুন; ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার নাম ও কালাম।* সম্ভবত এর মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌র হুকুম বা নির্দেশমালা যা সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর উদ্দেশ্যকে প্রভাবিত করে থাকে (১৪৭:১৫ আয়াত দেখুন), কিন্তু খুব সম্ভবত এখানে আসলে বোঝানো হয়েছে তাঁর ওয়াদার কথা (আয়াত ৪ ও নোট দেখুন)। আল্লাহ্‌র মহব্বত ও তাঁর বিশ্বস্ততা নিহিত রয়েছে আমাদের মুনাজাতের প্রতি তাঁর উত্তরের মাঝে (আয়াত ৩) যা তাঁর নামকে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং সমস্ত বাদশাহ্‌দের কাছে যে ধন রয়েছে তার চেয়েও মূল্যবান পুরস্কারে পরিণত করেছে।

১৩৮:৩ আমি ডাকলাম, তুমি আমাকে উত্তর দিলে। ১১৮:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩৮:৪-৫ গজলটির কেন্দ্রবিন্দু (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন): এখানে প্রত্যাশা করা হচ্ছে যে, দুনিয়ার সকল বাদশাহ্‌রা এক সাথে মিলিত হয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে (৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। তবে এখানে যে ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে তাতে করে এই ঘটনা অদূর ভবিষ্যতেই ঘটবে বলে মনে করা যায়। সেক্ষেত্রে এই আয়াতগুলো আত্মবিশ্বাসও প্রকাশ করে।

১৩৮:৪ তোমার মুখের কালাম শুনেছে। ইসরাইল জাতির প্রতি বা দাউদের রাজবংশের প্রতি আল্লাহ্‌র বিশেষ ও মহান ওয়াদা (১৮:৩০ আয়াত ও নোট দেখুন; ওখানেও আল্লাহ্‌র কালাম ও পথকে (আয়াত ৫) সংযুক্ত করা হয়েছে)।

১৩৮:৫ মাবুদের পথগুলো। ২৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন। আল্লাহ্‌র কালাম এবং তাঁর পথ এক সাথে চলে এবং তা একই সাথে মাবুদের মহা গৌরব প্রকাশ করে (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১৪৫ অধ্যায়)।

১৩৮:৬-৮ আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত ও অটল মহব্বতের প্রতি সাক্ষ্য, যা মুনাজাতের মধ্য দিয়ে শেষ করা হয়েছে।

১৩৮:৬ ১১৩:৪-৯ আয়াতের নোট দেখুন। *দূর থেকে জানেন।* এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১৩৯:২ আয়াতে জবুর রচয়িতার স্বীকারোক্তি।

১৩৮:৮ আমার পক্ষে সকলই সিদ্ধ করবেন। ৫৭:২ আয়াত ও নোট দেখুন। তোমার স্বহস্তের কাজ পরিত্যাগ করো না। সমাপনী মুনাজাত, যেখানে এই প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়েছে যেন

জবুর ১৩৯

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের কাওয়ালী।

১ হে মাবুদ, তুমি আমাকে অনুসন্ধান করেছ,
আর আমাকে জেনেছ।
২ তুমিই আমার উপবেশন ও আমার উত্থান জান,
তুমি দূর থেকে আমার সঙ্কল্প বুঝতে পার।
৩ তুমি আমার পথ ও আমার শয়ন তদন্ত করে
থাক,
আমার সমস্ত পথ ভালভাবে জান।
৪ যখন আমার জিহ্বাতে একটি কথাও নেই,
হে মাবুদ, তুমি তার সবকিছুই জান।
৫ তুমি আমার চারপাশ ঘিরে রেখেছে,
আমার উপরে তোমার হাত রেখেছ।
৬ এই জ্ঞান আমার কাছে অতি আশ্চর্য,
তা উঁচু, আমার বোধের অগম্য।

১:৬।

[১৩৯:১] রোমীয় ৮:২৭।
[১৩৯:২] মেসাল ২৪:১২।
[১৩৯:৪] ইব ৪:১৩।
[১৩৯:৫] ১শামু ২৫:১৬।
[১৩৯:৬] রোমীয় ১১:৩৩।
[১৩৯:৭] ইয়ার ২৩:২৪; ইউ ১:৩।
[১৩৯:৮] দ্বি.বি. ৩০:১২-১৫।
[১৩৯:১০] ইশা ৪১:১০।
[১৩৯:১২] দানি ২:২২।

৭ আমি তোমার রূহ্ থেকে কোথায় যাব?
তোমার সাক্ষাৎ থেকে কোথায় পালাব?
৮ যদি বেহেশতে গিয়ে উঠি, সেখানে তুমি;
যদি পাতালে বিছানা পাতি, সেখানেও তুমি।
৯ যদি অরুণের পাখায় আরোহণ করি,
যদি সমুদ্রের পরপ্রান্তে বাস করি,
১০ সেখানেও তোমার হাত আমাকে চালাবে,
তোমার ডান হাত আমাকে ধরবে।
১১ যদি বলি, 'আঁধার আমাকে ঢেকে ফেলবে,
আমার চারদিকে আলোকময় রাত হবে',
১২ বাস্তবিক অন্ধকারও তোমার কাছে অন্ধকার নয়,
বরং রাত দিনের মত উজ্জ্বল;
অন্ধকার ও আলো উভয়ই সমান।
১৩ বস্তুত তুমিই আমার সকল কিছু সৃষ্টি করেছ;
তুমি মাতৃগর্ভে আমাকে বুনেছিলে।

আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততাকে চিরকাল প্রশংসিত করা হয়।

জবুর ১৩৯ অধ্যায়। আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত যেন তিনি আমাদের অন্তর দেখেন এবং তা সত্যিকারভাবে কাকে ভক্তি করে তা যেন পর্যালোচনা করেন। আইউব কিতাব ছাড়া আর কোন কিতাবে এভাবে সচেতন করে তোলা হয় নি যে, নিজ জীবন নয় বরং নিজ রূহ্‌কে যাচাই করার জন্য আল্লাহ্‌কে আহ্বান জানানো প্রয়োজন। ছয় আয়াত বিশিষ্ট মোট চারটি কাব্যিক অনুচ্ছেদের মধ্য দিয়ে এই বিষয়বস্তু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে (আয়াত ১-৬, ৭-১২, ১৩-১৮, ১৯-২৪) এবং প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ শেষ হয়েছে একটি জোড় আয়াতের মধ্য দিয়ে যেখানে মূল বা কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তুকে আরও বিধৃত করা হয়েছে। আল্লাহ্‌কে আরও জানার বিষয়ে শুরু করার কথা বলা হয়েছে এবং মুনাজাত শেষ করা হয়েছে।

১৩৯ অধ্যায়ের শিরোনাম। প্রধান বাদ্যকরের জন্য। জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। হযরত দাউদের কাওয়ালী। জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৩৯:১-৬ হে মাবুদ, তুমি আমাকে যথার্থভাবে জানো – এখানে কোন বিমূর্ত খোদায়ী ধর্মতত্ত্বের কথা বোঝানো হয় নি, বরং হযরত দাউদের নিজ অভিজ্ঞতার প্রতিফলন এখানে ঘটেছে: তাঁর প্রতিটি কাজ (আয়াত ২), তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্ত (আয়াত ৩) এবং যেভাবে তিনি তা অর্জন করতে চেয়েছেন (আয়াত ৩), এমন কি কাজগুলো সফল হওয়ার আগে তিনি যে সমস্ত চিন্তা করেছেন (আয়াত ২) ও কথা বলেছেন (আয়াত ৪)। ২৩ আয়াতও দেখুন।

১৩৯:১ আমাকে অনুসন্ধান করেছ ... আমাকে জেনেছ। ২৩-২৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৩৯:২ দূর থেকে আমার সঙ্কল্প বুঝতে পার। এর সাথে ১৩৮:৮ আয়াতের তুলনা করুন (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)। **আমার সঙ্কল্প।** অর্থাৎ আমি যা করার জন্য পরিকল্পনা করি ও আকাঙ্ক্ষা করি।

১৩৯:৫-৬ আল্লাহ্‌ যে জবুর রচয়িতাকে খুব ভাল করে জানেন সে সম্পর্কে স্বীকারোক্তি।

১৩৯:৫ তুমি আমার চারপাশ ঘিরে রেখেছে। যেন তুমি আমাকে সব সময় শুদ্ধ রাখতে পার।

আমার উপরে তোমার হাত রেখেছ। যেন আমি তোমার কাছ থেকে পালিয়ে না যাই। আইউব ১৩:২৭ আয়াতে এই কথাগুলোকে একটু ভিন্ন ভাষায় বলা হয়েছে, কিন্তু চিন্তাধারা প্রায় একই। *হাত* / কিংবা "দুই হাত"।

১৩৯:৬ আমার কাছে অতি আশ্চর্য। তোমার জ্ঞান আমার কাছে অত্যন্ত "আশ্চর্যকর", যা মানবীয় বোধের বাইরে – হিব্রু ভাষায় যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে তা নিয়ে সাধারণত আশ্চর্য কাজ বোঝানো হয়ে থাকে (৭৭:১১, ১৪, "অলৌকিক কাজ"; হিজ ১৫:১১ আয়াত)।

১৩৯:৭-১২ আল্লাহ্‌র কাছ থেকে কোনভাবে লুকানো যায় না– এখানে কোন বিমূর্ত ধর্মতত্ত্বের কথা বলা হয় নি, বরং এখানে আল্লাহ্‌র প্রতি ভক্তি প্রকাশ করে বলা হয়েছে যে, তাঁর কাছ থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয় (ইয়ার ২৩:২৩-২৪ আয়াত দেখুন)।

১৩৯:৭ তোমার রূহ্ ... তোমার সাক্ষাৎ। ৫১:১১ আয়াত ও নোট দেখুন; ইশা ৬৩:৯-১০; ইহি ৩৯:২৯ আয়াত দেখুন ("মুখ ... রূহ্")।

১৩৯:৮ বেহেশত ... পাতাল। সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি স্থান।

১৩৯:৯ অরুণের পাখা ... সমুদ্রের পরপ্রান্ত। দুটি বিপরীত দিগন্ত; পূর্ব এবং পশ্চিম (এখানে যে সমুদ্রের কথা বলা হচ্ছে সেটি ভূমধ্যসাগর)। আক্ষরিক উপমা ব্যবহার করে এখানে বৈপরীত্যের সদৃশতা প্রকাশ করা হয়েছে। বিশেষ করে ৮-৯ আয়াতে সৃষ্ট জগতের বিভিন্ন বিষয়কে ধরে তুলনাধর্মী বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১৩৯:১০ আমাকে চালাবে ... আমাকে ধরবে। যদিও ৭৩:২৩-২৪ আয়াতে এই কথা ব্যবহার করে আল্লাহ্‌র পরম যত্নের কথা বোঝানো হয়েছে, তথাপি এখানে তা দিয়ে বোঝানো হয়েছে আল্লাহ্‌ নিরবিচ্ছিন্ন নজরের কথা, যা কোনভাবে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব না। এই আয়াতের চিন্তাধারা ৫ আয়াতের ঠিক বিপরীত।

১৩৯:১১-১২ ঠিক যেমন সমগ্র সৃষ্ট দুনিয়াতে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে লুকোনোর কোন স্থান নেই (আয়াত ৮-৯) তেমনি স্থান নেই রাতের অন্ধকারেও (আইউব ৩৪:২২ আয়াত দেখুন)।

১৩৯:১৩-১৮ স্বয়ং আল্লাহ্‌ দাউদকে মাতৃ গর্ভে স্থাপন করেছেন ও তাঁকে এক করেছেন – এখানেও কোন বিমূর্ত বা নিগূঢ় ধর্মতত্ত্ব প্রকাশ করা হয় নি, বরং বাদশাহ্‌ দাউদ জন্ম নেবার আগেই যে আল্লাহ্‌ তাঁর জীবনের পরিকল্পনা নির্ধারণ করে

১৪ আমি তোমার প্রশংসা করবো,
কেননা আমি ভয়াবহরূপে ও আশ্চর্যরূপে
নির্মিত;
তোমার সমস্ত কাজ আশ্চর্য, তা আমার প্রাণ
বিলক্ষণ জানে।
১৫ আমার দেহ তোমার কাছ থেকে লুকিয়ে ছিল
না,
যখন আমি গোপনে নির্মিত হচ্ছিলাম,
দুনিয়ার অধঃস্থানে শিল্পীত হচ্ছিলাম।
১৬ তোমার চোখ আমাকে পিণ্ডাকার দেখেছে,
তোমার কিতাবে সমস্তই লেখা ছিল,
যা দিন দিন গঠিত হচ্ছিল,
যখন সেই সবের একটিও ছিল না।
১৭ হে আল্লাহ্, আমার পক্ষে তোমার সমস্ত সঙ্কল্প
কেমন মূল্যবান।
তার সমষ্টি কেমন বেশি!

[১৩৯:১৩] ইশা ৪৪:২, ২৪; ইয়ার ১:৫।
[১৩৯:১৫] হেদা ১১:৫।
[১৩৯:১৬] আইউ ৩৩:২৯।
[১৩৯:১৭] আইউ ৫:৯।
[১৩৯:১৮] আইউ ২৯:১৮।
[১৩৯:১৯] ইশা ১১:৪।
[১৩৯:২০] দ্বি.বি. ৫:১১।
[১৩৯:২১] ২খান্দান ১৯:২।
[১৩৯:২২] মথি ৫:৪৩।
[১৩৯:২৩] প্রকা

১৮ গণনা করলে তা বালুকার চেয়ে বহুসংখ্যক
হয়;
আমি যখন জেগে উঠি, তখনও তোমার কাছে
থাকি।
১৯ হে আল্লাহ্, তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টকে হত্যা করবে;
হে রক্তপাতীরা, আমার কাছ থেকে দূর হও–
২০ তারা দুষ্টভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে;
তোমার দুশমনেরা তা অনর্থক গ্রহণ করে।
২১ হে মাবুদ, যারা তোমাকে হিংসা করে,
আমি কি তাদেরকে হিংসা করি না?
যারা তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়,
তাদের প্রতি কি আমি বিরক্ত হই না?
২২ আমি সম্পূর্ণভাবে তাদেরকে হিংসা করি;
তাদেরকে আমারই দুশমন মনে করি।
২৩ হে আল্লাহ্, আমাকে অনুসন্ধান কর,
আর আমার অন্তঃকরণের অবস্থা জেনে নাও;

রেখেছেন এই বিশেষ বিষয়টির কারণে আল্লাহ্‌র গৌরব প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ্ দাউদকে এতটা ভালভাবে জানতেন বলেই তিনি তাঁকে সৃষ্টি করেছেন।

১৩৯:১৩ সৃষ্টি করেছ। এই শব্দটির জন্য ব্যবহৃত হিব্রু শব্দটিই আবার ব্যবহৃত হয়েছে পয়দা ১৪:১৯, ২২; মেসাল ৮:২২ আয়াতে ("সৃষ্টি করেছ ... এনেছ"), তবে তা পয়দা ১:১, ২১, ২৭ আয়াতে দেখা যায় না। *আমার সকল কিছু।* আক্ষরিক অর্থে "কলিজা" – হিব্রু বাগধারা অনুসারে এটি হচ্ছে মানবীয় অনুভূতি ও নৈতিক আদর্শের কেন্দ্র – এটিই আল্লাহ্ অনুসন্ধান করেন ও পরীক্ষা করেন (আয়াত ১, ২৩) একজন মানুষের কাছে (৭:৯ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৯:১৪ ভয়াবহরূপে ... আশ্চর্যরূপে ... আশ্চর্য। তুমি আমাকে এমন একজন ব্যক্তি হিসেবে জানো যে আমাকে নিজ হাতে বুনেছে (১৫-১৬ আয়াত দেখুন), কিন্তু তুমি আমাকে যে প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করেছ তা আমি সম্পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারছি না। আমি কেবল বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে তোমার দিকে তাকাই (৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং তোমার গৌরব ও প্রশংসা করি (হেদায়েত ১১:৫ আয়াত দেখুন)।

১৩৯:১৫ গোপনে ... দুনিয়ার অধঃস্থানে। এখানে মাতৃ গর্ভের কথা বলা হয়েছে। মায়ের গর্ভকে গোপন বলা হয়েছে কারণ তা মানবীয় দৃষ্টির বাইরে থাকে (২ শামু ১২:১২ আয়াত দেখুন)। এছাড়া বলা হয়েছে তা দুনিয়ার অধঃস্থান (৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন) যার সাথে অন্ধকারের সম্পর্ক রয়েছে। এছাড়া সেখানে রয়েছে উষ্ণতা, ভেজা পরিবেশ এবং দুনিয়ার আলো বাতাস থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নতা। তবে এই দুটি শব্দ দিয়েই পাতাল বা মৃতদের স্থানও বোঝানো হয়ে থাকে (৬৩:৯; আইউব ১৪:১৩; ইশা ৪৪:২৩; ৪৫:১৯ আয়াত দেখুন), যার সাথে কেবল একটি দিক থেকেই মায়ের গর্ভকে মেলানো যায়: মানুষ ধূলি থেকে আসে আর ধূলিতেই ফিরে যায় (৯০:৩; পয়দা ৩:১৯; হেদায়েত ৩:২০; ১২:৭ আয়াত দেখুন) এবং মায়ের গর্ভ অনেক দিক থেকে গভীর একটি স্থান, কারণ সেখানে একটি জীবন সৃষ্টি হয় ও পূর্ণতা পায় (ইশা ৪৪:২, ২৪; ৪৯:৫; ইয়ার ১:৫)।

১৩৯:১৬ যা দিন দিন গঠিত হচ্ছিল। মানবীয় জীবন ও এর সাথে সম্পৃক্ত ঘটনাবলী মাবুদ আল্লাহ্ নিজে নির্ধারণ করে দেন। *তোমার কিতাবে।* আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত ও পরিকল্পনা যে বেহেশতী রাজকীয় কিতাবের লেখা থাকে।

১৩৯:১৭-১৮ জবুর রচয়িতার প্রতিক্রিয়া: তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ্‌র চিন্তা অনেক গভীর ও মূল্যবান।

১৩৯:১৭ তোমার সমস্ত সঙ্কল্প। যা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাশায় পায় – এবং "আমার চিন্তা" যার সম্পূর্ণ বিপরীত (আয়াত ২ দেখুন ও নোট দেখুন)।

১৩৯:১৮ আমি যখন জেগে উঠি। ক্লান্তি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ঘুমালে তা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র চিন্তা বা কাজ এড়িয়ে যাওয়া থেকে বিরত রাখে (৬৩:৬; ১১৯:১৪৮ আয়াত দেখুন) এবং ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর রূহে আল্লাহ্‌র পূর্ণ উপস্থিতি বিরাজ করে। অপর দিকে এখানে মৃত্যুর ঘুম থেকে "জেগে" ওঠার কথা বোঝানো হতে পারে, যেমনটা দেখা যায় জবুর ১৭:১৫ আয়াতে (এর সাথে ২ বাদশাহ্ ৪:৩১; আইউব ১৪:১২; ইশা ২৬:৯; ইয়ার ৫১:৩৯, ৫৭; দানিয়াল ১২:২ আয়াত দেখুন)। যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে জবুর রচয়িতা এখানে বোঝাতে চাইছেন আল্লাহ্‌র উপস্থিতির আওতা "মৃত্যুর দ্বার" ছাড়িয়ে আরও গভীরে বিস্তৃত।

১৩৯:১৯-২৪ আল্লাহ্‌র প্রতি বাদশাহ্ দাউদের গভীর আগ্রহ এবং ভালবাসার কারণে তিনি আল্লাহ্‌র বিরোধিতাকারীদের দুশমনে পরিণত হয়েছেন (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৯:১৯ তুমি নিশ্চয়ই দুষ্টকে হত্যা করবে। দুষ্টদের প্রতি আল্লাহ্‌র ধৈর্য ধারণ দেখে বাদশাহ্ দাউদ হয়ে পড়েছেন অসহিষ্ণু ও ধৈর্যহীন (ইশা ১১৩:৩-৪)। তবে জবুর রচয়িতা জানেন আল্লাহ্ অবশ্যই দুষ্টদের শাস্তি দেবেন এবং এর ভার তিনি আল্লাহ্‌র উপরেই ছেড়ে দিয়েছেন।

১৩৯:২০ দুষ্ট ভাবে তোমার নাম উচ্চারণ করে। সম্ভবত তারা আল্লাহ্‌র নাম ধরে ভর্ৎসনা করে এবং আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ত অনুসারীদেরকে বিপথগামী করার চেষ্টা করে (পয়দা ১২:৩ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৯:২১-২২ আনুগত্যের বিশেষ স্বীকারোক্তি যেখানে প্রতিফলিত হয়েছে প্রাচীন মধ্য প্রাচ্যের বাদশাহ্‌দের প্রতি তাদের অনুগত শাসকদের করা আনুগত্যের স্বীকারোক্তি (যেমন: "আপনার মিত্র আমার মিত্র এবং আপনার দুশমন আমারও দুশমন," যা পাওয়া গেছে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীতে

আমাকে পরীক্ষা কর, আমার সমস্ত চিন্তার
কথা জেনে নাও;
২৪ আর দেখ, আমাতে নাফরমানীর পথ পাওয়া
যায় কি না,
এবং নিত্যস্থায়ী পথে আমাকে গমন করাও।

জবুর ১৪০

প্রধান বাদ্যকরের জন্য। হযরত দাউদের
কাওয়ালী।
১ হে মাবুদ, দুর্বৃত্ত থেকে আমাকে উদ্ধার কর,
দুর্জন থেকে আমাকে রক্ষা কর।
২ তারা মনে মনে দুষ্ট কল্পনা করে।
প্রতিদিন যুদ্ধের উন্মাদনা সৃষ্টি করে।
৩ তারা সাপের মত নিজ নিজ জিহ্বা ধারালো
করেছে,
তাদের ওষ্ঠাধরের নিম্নভাগে কালসাপের বিষ
থাকে। সেলা।
৪ হে মাবুদ, দুষ্টের হাত থেকে আমাকে পাহারা
দাও,
দুর্জন থেকে আমাকে রক্ষা কর;
তারা আমার পা ফাঁদে ফেলবার সঙ্কল্প
করেছে।
৫ অহঙ্কারীরা গোপনে আমার জন্য ফাঁদ ও দড়ি
প্রস্তুত করেছে,
তারা পথের পাশে জাল পেতেছে,
আমার জন্য ফাঁদ বসিয়েছে। সেলা।
৬ আমি মাবুদকে বললাম, তুমি আমার আল্লাহ্;
হে মালিক, আমার ফরিয়াদে কান দাও।
৭ হে সার্বভৌম মাবুদ, আমার শক্তিশালী
উদ্ধারকর্তা,
যুদ্ধের দিনে তুমি আমার মাথা আচ্ছাদন
করেছ।
৮ হে মাবুদ, দুষ্টের বাসনা পূর্ণ করো না;
তার সঙ্কল্প সিদ্ধ করো না, পাছে তারা গর্বিত
হয়। সেলা।
৯ যারা আমাকে ঘিরে ফেলে,
তাদের মাথা তাদের ওষ্ঠাধরের জোর-জুলুমে
আচ্ছাদিত হোক;
১০ তাদের উপরে জ্বলন্ত অঙ্গার পড়ুক,
তারা নিক্ষিপ্ত হোক অগ্নিতে,
নিক্ষিপ্ত হোক গভীর খাতে, যতে আর না
ওঠে।
১১ দুনিয়াতে নিন্দুকেরা স্থির থাকতে পারবে না;

২:২৩।

[১৩৯:২৪] জবুর ৫:৮।
[১৪০:১] জবুর ৮৬:১৪।
[১৪০:২] মেসাল ৬:১৪; ১৬:২৭; ইশা ৫৯:৪; হোশেয় ৭:১৫।
[১৪০:৩] রোমীয় ৩:১৩; ইয়াকুব ৩:৮।
[১৪০:৪] জবুর ১৪১:৯।
[১৪০:৫] আইউ ১৮:৮।
[১৪০:৬] জবুর ১৬:২।
[১৪০:৭] জবুর ৬৮:২০।
[১৪০:৯] মেসাল ১৮:৭।
[১৪০:১০] মথি ৩:১০; লূক ১২:৪৯; প্রকা ২০:১৫।
[১৪০:১১] জবুর

মুরসিলিস নামক একজন হিত্তীয় বাদশাহ্ এবং নুহাসি নিবাসী তেত্তি এর মধ্যকার একটি সম্পাদিত চুক্তিনামা থেকে)।

১৩৯:২৩-২৪ হে আল্লাহ্, আমাকে পরীক্ষা কর, আমাদের মধ্যে যে ভক্তি রয়েছে তা আসলে কতটুকু খাঁটি তা যাচাই করে দেখ এবং আমাকে সব সময় তোমার প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে সাহায্য কর (আয়াত ১; ১৭:৩-৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৩৯:২৩ আমাকে অনুসন্ধান কর ... অন্তঃকরণের অবস্থা জেনে নাও। বাদশাহ্ দাউদ আল্লাহ্র প্রতি তাঁর দুশমনদের আচরণের নিন্দা ও তাঁর ক্ষোভ প্রকাশের পর (আয়াত ১৯-২২) এখন আল্লাহ্কে জিজ্ঞাসা করছেন যেন তিনি কখনো আল্লাহ্র প্রতি অবমাননাকর কোন কিছু বলেছেন কি না (আয়াত ২৩-২৪)। *অন্তঃকরণ।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন। *সমস্ত চিন্তা।* ৯৪:১৯ আয়াত দেখুন। আল্লাহ্র কাছে পরীক্ষিত হওয়া কোন সামান্য কথা নয়।

১৩৯:২৪ নিত্যস্থায়ী পথ। ১৬:৯-১১ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১৪০ অধ্যায়। প্রবঞ্চক দুশমনদের ষড়যন্ত্র ও বেঈমানীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বিশেষ মুনাজাত। বেশ কিছু শব্দের কারণে জবুর ৫৮ ও ৬৪ অধ্যায়ের সাথে এর বেশ মিল রয়েছে, যা পুরাতন নিয়মের আর অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। চারটি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালার পরে রয়েছে দুই আয়াত বিশিষ্ট একটি উপসংহার। মানবীয় দেহতত্ত্বের বিচারে এই মুনাজাতের আবেগিক বক্তব্য খুবই চমৎকার: অন্তর বা মন, মাথা, জিহ্বা, ঠোঁট বা ওষ্ঠাধর, হাত, পা– সেই সাথে কান (আক্ষরিক অর্থে রয়েছে "আমার ফরিয়াদে কান দাও," আয়াত ৬) এবং দাঁত (হিব্রু ভাষাটিকে সামান্য পরিবর্তন করায় এখানে অর্থ পরিবর্তিত হয়েছে, যার মূল ভাব হচ্ছে দাঁত: "তারা ... জিহ্বা ধারালো করেছে," আয়াত ৩)। জবুর ১৪১ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকাও দেখুন।

১৪০ অধ্যায়ের শিরোনাম। *প্রধান বাদ্যকরের জন্য।* জবুর ৪ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *দাউদের কাওয়ালী।* জবুর ১৩৮ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১৪০:১-৩ আমাদের এই সব "কালসাপের" হাত থেকে রক্ষা কর।

১৪০:১ মাবুদ। হিব্রু ভাষায় ইয়াহ্ওয়েহ্; আল্লাহ্র ব্যক্তিক নাম যা এই গজলে মোট সাত বার ব্যবহৃত হয়েছে (সাত সংখ্যাটি পূর্ণতা নির্দেশ করে)।

১৪০:২ মনে মনে। ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪০:৩ জিহ্বা। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *কালসাপের বিষ।* ৫৮:৪ আয়াত ও নোট দেখুন। সেলা সম্পর্কে জানার জন্য ৩:২ আয়াতের নোটও দেখুন।

১৪০:৪-৫ আমাকে এই সকল অহঙ্কারীদের ও দুষ্ট শিকারীদের হাত থেকে রক্ষা কর (১০:২-১১ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৪০:৫ অহঙ্কারীরা। ৩১:২৩ আয়াতের নোট দেখুন। *জাল ... ফাঁদ ... দড়ি।* ১৪১:৯-১০ আয়াত দেখুন।

১০৪:৬-৮ এই সমস্ত মন্দ লোকদেরকে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে দিও না।

১৪০:৬ হে মালিক, আমার ফরিয়াদে কান দাও। এই আয়াতের সাথে ১৪১:১; ১৪২:১; ১৪৩:১ আয়াতের বিষয়বস্তুগত এবং ভাষাগত সংযুক্তি রয়েছে।

১৪০:৯-১১ তারা আমার বিরুদ্ধে যে ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তা তাদের মাথার উপরেই শাস্তি হিসেবে বর্তুক (৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন মেসাল ২৬:২৭ আয়াতের নোট)।

১৪০:১০ জ্বলন্ত অঙ্গার। এক্ষেত্রে দেখুন লেবীয় ১৬:১২; আইউব ৪১:২১; মেসাল ৬:২৮; ইশা ৪৭:১৪; ইহি ২৪:১১ আয়াত। বেহেশতী বিচার সম্পর্কে এই উপমার ব্যবহার আরও দেখতে পারেন জবুর ১৮:৮; ১২০:৪; ইহি ১০:২ আয়াতে। *অগ্নি ... গভীর খাত।* আগুন ও অন্ধকারের এই সংমিশ্রণ দেখা

অমঙ্গল দুর্জনকে নিপাত করার জন্য মৃগয়া
করবে।
১২ আমি জানি, মাবুদ দুঃখীর ঝগড়া,
ও দরিদ্রবর্গের বিচার নিষ্পন্ন করবেন।
১৩ ধার্মিকেরা অবশ্য তোমার নামের শুকরিয়া
করবে;
সরল লোকেরা তোমার সাক্ষাতে বাস করবে।

জবুর ১৪১

হযরত দাউদের কাওয়ালী।
১ হে মাবুদ, আমি তোমাকে ডাকছি, আমার
পক্ষে ত্বরা কর;
আমি তোমাকে ডাকলে আমার ডাকে কান
দাও।
২ আমার মুনাজাত তোমার সম্মুখে সুগন্ধি
ধূপরূপে,
আমার অঞ্জলি-প্রসারণ সান্ধ্য উপহাররূপে
সাজান হোক।
৩ হে মাবুদ, আমার মুখে প্রহরী নিযুক্ত কর,
আমার ওষ্ঠাধরের দরজা রক্ষা কর।
৪ কোন মন্দ বিষয়ে আমার চিত্তকে প্রবৃত্ত হতে
দিও না,
আমি যেন অধর্মাচারী লোকদের সঙ্গে দুষ্কর্মে
ব্যাপৃত না হই,
এবং ওদের সুস্বাদু খাদ্য ভোজন না করি।
৫ ধার্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক,
বিশ্বস্ত লোক আমাকে সংশোধন করুক,
দুষ্টদের তেল আমাকে অভিষেক না করুক,
কেননা সব সময় আমার মুনাজাত তাদের
নাফরমানী কাজের বিরুদ্ধতা করবে।
৬ ওদের শাসনকর্তাদের শৈলের পাশে ফেলে
দেওয়া হোক,
আর ওরা তখন শুনুক, আমার কথা কত

৩৪:২১।

[১৪০:১২] ১বাদশাহ্
৮:৪৫।
[১৪০:১৩] জবুর
১৩৮:২।
[১৪১:১] জবুর
২২:১৯।
[১৪১:২] লূক ১:৯;
প্রকা ৫:৮; ৮:৩।
[১৪১:৩] ইয়াকুব
১:২৬; ৩:৮।
[১৪১:৪] ইউসা
২৪:২৩।
[১৪১:৫] মেসাল
৯:৮; ১৯:২৫;
২৫:১২; হেদা ৭:৫।
[১৪১:৬] ২খান্দান
২৫:১২।

যায় আইউব ১৫:৩০; ২০:২৬ আয়াতে, যার মধ্য দিয়ে আগুনকে আল্লাহ্‌র শাস্তি হিসেবে বিবেচনা করা যায় (যেমন ২১:৯; ৯৭:৩; ইশা ১:৩১; ২৬:১১; ৩৩:১৪) যা মৃতদের স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায় (আইউব ৩১:১২ আয়াত দেখুন এবং জবুর ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *যাতে আর না ওঠে।* ৩৬:১২; ইশা ২৬:১৪ আয়াত দেখুন।

১৪০:১১ মৃগয়া করবে। এই শিকারীরা (আয়াত ৪-৫) আমার উপরে যে ধ্বংস ডেকে আনতে চাইছে সেই ধ্বংস তাদেরকেই শিকার করুক।

১৪০:১২-১৩ আল্লাহ্‌র ন্যায্য বিচারের উপর নির্ভরতা (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪০:১২ দুঃখী ... দরিদ্রবর্গ। ৯:১৮; ৩৪:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪০:১৩ ধার্মিকেরা। ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার নামের শুকরিয়া করবে।* কারণ তারা আল্লাহ্‌ রহমত লাভ করেছে (৭:১৭; ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন)। *তোমার সাক্ষাতে বাস করবে।* এর সাথে দুষ্টদের অবস্থান তুলনা করুন (আয়াত ১০; এর সাথে ১১:৭; ১৬:৯-১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

জবুর ১৪১ অধ্যায়। দুষ্ট ব্যক্তি ও তাদের মন্দ কাজ থেকে উদ্ধার লাভের জন্য মুনাজাত। এই পঙক্তিমালার প্রথম অর্ধ (আয়াত ১-৪: দুটি জোড় আয়াত এবং এর সাথে আরও তিনটি জোড় আয়াত) দ্বিতীয় অর্ধে আবারও পুনরুক্তি করা হয়েছে (আয়াত ৬-১০)। অন্য দিকে কেন্দ্রে (আয়াত ৫) একটি একক আয়াত রয়েছে যা একটি সমাঞ্জস্য সাধনকারী বিষয়বস্তু প্রকাশ করেছে (৫ আয়াতের নোট দেখুন)। জবুর ১৪০ অধ্যায়ের মত এই গজলের মুনাজাতটিও দেহতাত্ত্বিক বিভিন্ন বিষয়কে নিয়ে এসেছে: হাত, মুখ, ঠোঁট, অন্তর, মাথা, অস্থি, চোখ (জবুর ১৪০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

১৪১ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৪১:১-২ মুনাজাত শ্রবণ করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ।

১৪১:১ আমি তোমাকে ডাকলে আমার ডাকে কান দাও। ১৪০:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪১:২ আমার মুনাজাত ... সুগন্ধি ধূপরূপে। হিজ ৩০:১; লূক ১:৯; প্রকা ৫:৮ আয়াতের নোট দেখুন। *সান্ধ্য উপহার।* হিজ ২৯:৩৮-৪১; শুমারী ২৮:৩-৮ আয়াত দেখুন। এই কোরবানীর কথা বারবারই বলা হয়েছে (যেমন ১ বাদশাহ্‌ ১৮:২৯; ২ বাদশাহ্‌ ১৬:১৫; ১ খান্দান ১৬:৪০; ২ খান্দান ১৩:১১; ৩১:৩; উযায়ের ৩:৩; ৯:৪-৫; দানিয়াল ৯:২১)।

১৪১:৩-৪ আল্লাহ্‌ যেন তাঁকে মন্দ বলা, করা ও আকাঙ্ক্ষা করা থেকে বিরত রাখেন তার জন্য ফরিয়াদ।

১৪১:৪ কোন মন্দ বিষয়ে আমার চিত্তকে প্রবৃত্ত হতে দিও না। আমি যেন দুষ্টদের কাজে উৎসাহী না হই বা প্রলুব্ধ না হই (মেসাল ১:১০-১৬)। *চিত্ত।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

ওদের সুস্বাদু খাদ্য। সাধারণত বিলাসী ভোজ টেবিলের কথা বলা হয়ে থাকে যেখানে মন্দ লোকেরা নানা নাপাক খাবার খেয়ে থাকে – কিন্তু জবুর রচয়িতা মুনাজাত করছেন যেন তিনি এ ধরনের নাপাক সুস্বাদু খাবার খাওয়ার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ না করেন, তা থেকে দূরে থাকেন। অবশ্য এখানে যে বিশেষণ ব্যবহার করা হয়েছে তার মধ্য দিয়ে শুধু খাবার নয়, মন্দ ব্যক্তিরা প্রলোভিত করার জন্য ব্যবহার করে এমন যে কোন কিছু হতে পারে। এভাবেই জবুর রচয়িতা মুনাজাত করছেন যেন দুষ্টেরা কোনভাবেই তাঁকে প্রলোভিত করতে না পারে এবং তাঁর জীবনে যেন কোন মন্দতা না আসে (আয়াত ৬ ও নোট দেখুন)। অন্যান্য স্থানে এই বিশেষ্যটি দিয়ে চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা চিন্তাধারা বোঝানো হয়েছে (দেখুন মেসাল ১৫:২৬; ১৬:২১; ২৩:৮ আয়াত)।

১৪১:৫ গজলের কেন্দ্রস্থল (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন)।

ধার্মিক লোক আমাকে প্রহার করুক। সংশোধনের জন্য ধার্মিক ব্যক্তিদের দেওয়া আঘাত ও তিরস্কার হচ্ছে সত্যিকার "দয়ার" কাজ (হিব্রু শব্দ এসেদ, যার অর্থ "মহব্বত" বা "খাঁটি বন্ধুত্বের কাজ"; দেখুন মেসাল ২৭:৬; এর সাথে জবুর ৬:৪ আয়াতের নোটও দেখুন)। *তেল ... অভিষেক।* ২৩:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *দুষ্টদের তেল ... অভিষেক না করুক।* সম্ভবত আরও স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে: "ধার্মিকদের তেল দ্বারা অভিষেক নিতে যেন আমি কখনো অগ্রাহ্য না করি, কারণ কারণ আমি সব সময় মন্দ ব্যক্তিদের মন্দ কাজের বিপক্ষে মুনাজাত করি।"

মধুর।
৭ ভূমির কর্ষক ও খননকারী যেমন করে,
তেমনি পাতালের মুখে আমাদের সমস্ত অস্থি
ছড়িয়ে পড়েছে।
৮ বাস্তবিক, হে সার্বভৌম মাবুদ,
আমার চোখ তোমার দিকে নিবদ্ধ;
আমি তোমারই মধ্যে আশ্রয় নিয়েছি,
আমার প্রাণ বিনষ্ট করো না।
৯ আমার জন্য পাতা ফাঁদ থেকে,
দুর্বৃত্তদের যন্ত্র থেকে,
আমাকে রক্ষা কর।
১০ দুষ্ট লোকেরা নিজেদেরই জালে নিজেরাই ধরা
পড়ুক;
সেই অবসরে আমি উত্তীর্ণ হব।

জবুর ১৪২

দাউদের মস্কীল, গুহার মধ্যে তাঁর
অবস্থিতিকালীন; একটি মুনাজাত।
১ আমি চিৎকার করে মাবুদের কাছে কান্নাকাটি
করি,
আমি চিৎকার করে মাবুদের কাছে ফরিয়াদ
করি।
২ আমি তাঁর কাছে আমার দুঃখের কথা ভেঙ্গে
বলি,
তাঁকে আমার সঙ্কটের কথা জানাই।
৩ আমার রূহ্ যখন আমার মধ্যে অবসন্ন
হয়েছিল,
তখন তুমিই আমার পথ জানতে;
আমার চলার পথে শত্রুরা গোপনে আমার
জন্য ফাঁদ পেতেছে।
৪ আমার দক্ষিণে নিরীক্ষণ করে দেখ,
আমাকে চেনে এমন কেউই নেই,
আমার আশ্রয় বিনষ্ট হল;
কেউই আমার প্রাণের যত্ন নেয় না।
৫ আমি তোমার কাছে কাঁদলাম, হে মাবুদ,
আমি বললাম, তুমিই আমার আশ্রয়,
তুমি জীবিতদের দেশে আমার অধিকার।

[১৪১:৭] শুমারী ১৬:৩২-৩৩।

[১৪১:৮] জবুর ১২৩:২।
[১৪১:৯] জবুর ১৪০:৪।
[১৪১:১০] জবুর ১২৪:৭।
[১৪২:১] ১বাদশাহ্ ৮:৫২; জবুর ৩:৪।
[১৪২:২] জবুর ৬৪:১।
[১৪২:৩] জবুর ৬:২; ৭৭:৩; ৮৪:২; ৮৮:৪; ১৪৩:৪, ৭; ইয়ার ৮:১৮; মাতম ১:২২।
[১৪২:৪] ইয়ার ৩০:১৭।
[১৪২:৫] দ্বি.বি. ৩২:৯; জবুর ১৬:৫।

১৪১:৬-৭ দুষ্টদের নিয়তি। *ওদের শাসনকর্তাদের ... ফেলে দেওয়া হোক ... ওরা তখন শুনুক।* সম্ভবত আরও স্পষ্ট করে বলা যায়: " তাদের শাসনকর্তাকে ধরে ছুড়ে ফেলে দেওয়া হবে এবং তখন তারা সমুচিত শিক্ষা পাবে।"

১৪১:৮-১০ আল্লাহ্ যেন দুষ্টদের ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা করেন সেজন্য মুনাজাত।

১৪১:৮ আমার প্রাণ বিনষ্ট করো না। অর্থাৎ আমাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিও না, যেমনটা তুমি দুষ্টদের প্রতি করেছ (আয়াত ৭ দেখুন; এছাড়া ৭৩:১৮-২০, ২৩-২৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৪১:৯ ফাঁদ ... যন্ত্র। সম্ভবত এখানেও দুশমনদের দুরভিসন্ধি বিনষ্ট করে দেওয়ার জন্য ফরিয়াদ জানানো হয়েছে (যেমনটা দেখা যায় ৩৮:১২; ৬৪:৫; ৯১:৩; ১৪০:৫; ১৪২:৩ আয়াতে; এর সাথে ৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন) – এর সাথে জবুর ১৪০ ও ১৪২ অধ্যায়ের সংযুক্তি বিশ্লেষণ করুন।

১৪১:১০ দুষ্ট লোকেরা ... ধরা পড়ুক। ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন। *নিজেদেরই জালে নিজেরাই ধরা পড়ুক।* হিব্রু ভাষায় ১৪০:১০ আয়াতে এই ক্রিয়াটির প্রতিফলন দেখা যায় ("তারা নিক্ষিপ্ত হোক ... গভীর খাতে")।

জবুর ১৪২ অধ্যায়। শক্তিশালী দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধার লাভের জন্য সরল মুনাজাত – যখন জবুর রচয়িতা শক্তিহীন, একাকী ও আশ্রয়হীন। এর সাথে গজলটির অন্যান্য অংশের ভাষাগত মিল রয়েছে (নিজের নোট দেখুন)। ভূমিকা (আয়াত ১-২) ও উপসংহার (আয়াত ৭) বাদে পুরো মুনাজাতটি (হিব্রু সংস্করণে) চার পঙক্তি বিশিষ্ট দুটি পঙক্তিমালা নিয়ে গঠিত (আয়াত ৩-৪, ৫-৭)।

১৪২ অধ্যায়ের শিরোনাম। *মস্কীল।* জবুর ৩২ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *দাউদের।* জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন। *গুহার মধ্যে তাঁর অবস্থিতিকালীন।* জবুর ৫৭ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন। *একটি মুনাজাত।* জবুর ১৭ অধ্যায়ের শিরোনামের নোট দেখুন।

১৪২:১-২ প্রারম্ভিক আবেদন – তৃতীয় ব্যক্তির কাছে তা উপস্থাপন করা হয়েছে "আমি চিৎকার করে মাবুদের কাছে কান্নাকাটি করি" (অনেক সময় এভাবে বাদশাহ্দের কাছে উপস্থাপন করা হত)। এই কথাটির ভিন্ন রূপ হচ্ছে, "হে মাবুদ, আমি চিৎকার করে তোমার কাছে কান্নাকাটি করি"।

১৪২:১ ৭৭:১ আয়াতের সাথে এই আয়াতের অনেক মিল রয়েছে। *আমি চিৎকার করে মাবুদের কাছে ফরিয়াদ করি।* ১৪০:৬ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪২:২ আমি তাঁর কাছে আমার দুঃখের কথা ভেঙ্গে বলি। জবুর ১০২ অধ্যায়েও প্রায় একই ধরনের কথা দেখা যায়।

১৪২:৩-৪ তাঁর "সঙ্কটের" বর্ণনা (আয়াত ৬)।

১৪২:৩ আমার রূহ্ যখন ... অবসন্ন হয়েছিল। কারণ তিনি তাঁর এই সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির কারণে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিলেন (২২:১৪-১৫ আয়াত দেখুন) – এর সাথে ১৪৩:৬ আয়াতের বিষয়বস্তুগত ও ভাষাগত মিল রয়েছে (আরও দেখুন ৭৭:৩; জবুর ১০২ অধ্যায়ের শিরোনাম; ইউনুস ২:৭ আয়াত)। *তখন তুমিই আমার পথ জানতে।* অর্থাৎ তুমি আমার জীবনের সমস্ত কিছু জানো (এর সাথে তুলনা করুন আয়াত ৪)। *গোপনে আমার জন্য ফাঁদ পেতেছে।* এই আয়াতের সাথে ১৪০:৫; ১৪১:৯-১০ আয়াতের ভাষাগত সংযুক্তি রয়েছে (৯:১৫ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪২:৪ আমার দক্ষিণে। অর্থাৎ ডান দিকে, যেখানে সাধারণত একজন সাহায্যকারী বা রক্ষাকারী থাকেন; সাধারণভাবে চিন্তা করলে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে সবাই ডান হাতই আগে বাড়িয়ে দেয় (১৬:৮ আয়াত ও নোট দেখুন)। *আমাকে চেনে।* হিব্রু ভাষায় ব্যবহৃত শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ "চেনা" বা "জানা" হলেও অনেক সময় তা "চিন্তা করা" অর্থে ব্যবহৃত হয় (আয়াত ৩, "পথ জানতে"); রূত ২:১০, ১৯ আয়াত দেখুন। *কেউই ... যত্ন নেয় না।* দ্বি.বি. ১১:১২ আয়াত দেখুন।

১৪২:৫-৭ উদ্ধার লাভের জন্য মুনাজাত।

১৪২:৫ তুমিই আমার আশ্রয়। ৭১:৭; ইয়ার ১৭:১৭ আয়াত দেখুন। *আমার অধিকার।* মাবুদ আল্লাহ্ই তাঁর জীবনের নিশ্চয়তা ও উপচয় দানকারী (৭৩:২৩ আয়াত ও নোট দেখুন)। *জীবিতদের দেশে।* ২৭:১৩ আয়াত ও নোট দেখুন;

৬ আমার কাতরোক্তিতে মনযোগ দাও,
কেননা আমি অতিশয় ক্ষীণ হয়েছি;
আমার তাড়নাকারীদের থেকে আমাকে নিস্তার কর;
কেননা আমার চেয়ে তারা বলবান।
৭ কারাগার থেকে আমার প্রাণকে বের করে আন,
যেন আমি তোমার নামের শুকরিয়া করি;
ধার্মিকেরা আমার চারদিকে জমায়েত হবে,
কেননা তুমি আমার মঙ্গল করবে।

জবুর ১৪৩

দাউদের কাওয়ালী।

১ হে মাবুদ, আমার মুনাজাত শোন;
আমার বিনতিতে কান দাও;
তোমার বিশ্বস্ততায় ও তোমার ধর্মশীলতায়
আমাকে উত্তর দাও।
২ তোমার গোলামকে বিচারে এনো না,
তোমার সাক্ষাতে তো কোন প্রাণী ধার্মিক নয়।
৩ দুশমন আমার প্রাণকে তাড়না করেছে;
সে আমার জীবন ভূমিতে ফেলে চূর্ণ করেছে;
সে আমাকে অন্ধকারে বাস করিয়েছে,
বহুদিন আগের মৃতদের মত করেছে।
৪ এতে আমার রূহ্ হৃদয়ে অবসন্ন হয়েছে,
আমার ভিতরে আমার অন্তর অসার হয়েছে।
৫ আমি পূর্বকালের সমস্ত দিন স্মরণ করছি,
তোমার সমস্ত কাজ ধ্যান করছি,
তোমার হাতের কাজ আলোচনা করছি।
৬ আমি তোমার উদ্দেশে অঞ্জলি প্রসারণ করছি,
শুকনো ভূমির মত আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খী। সেলা।
৭ আমাকে শীঘ্র উত্তর দাও,
হে মাবুদ, আমার উৎসাহ শেষ হয়েছে;

[১৪২:৬] জবুর ৭৯:৮।
[১৪২:৭] জবুর ৬৬:১১।
[১৪২:৭] ২খান্দান ৬:৪১।
[১৪৩:১] হিজ ৩৪:৬।
[১৪৩:২] জবুর ১৪:৩; রোমীয় ৩:১০।
[১৪৩:৩] মাতম ৩:৬।
[১৪৩:৪] জবুর ৩০:৭।
[১৪৩:৫] পয়দা ২৪:৬৩।

৫২:৫; ১১৬:৯ আয়াত দেখুন।

১৪২:৬ আমার কাতরোক্তিতে মনোযোগ দাও। ১৭:১ আয়াত দেখুন। *আমাকে নিস্তার কর।* ১৪৩:৯; ১৪৪:৭ আয়াত দেখুন।

১৪২:৭ কারাগার। এখানে প্রতীকী অর্থে নির্যাতন ও নিপীড়নের দ্বারা বন্দীত্বের কথা বোঝানো হয়েছে (১৮:১৯ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে আইউব ৩৬:৮ আয়াত দেখুন)। *যেন আমি তোমার নামের শুকরিয়া করি।* অর্থাৎ তোমার উদ্ধারকারী সহায়ের গৌরব করার জন্য (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)। *তোমার নাম।* ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। *ধার্মিকেরা।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার চারদিকে জমায়েত হবে। তিনি আর একা থাকবেন না।* উপসংহারে এক দারুন আত্মবিশ্বাসের বাণী প্রকাশিত হয়েছে (৩:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *তুমি আমার মঙ্গল করবে।* ১৩:৬; ১১৬:৭ আয়াত দেখুন।

জবুর ১৪৩ অধ্যায়। দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধার লাভ এবং খোদায়ী জীবন যাপনের জন্য মুনাজাত। এটি হচ্ছে গুনাহ্ থেকে মন পরিবর্তনের সপ্তম এবং সর্বশেষ মুনাজাত (জবুর ৬ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)। এই গজলটি রচিত হয়েছে দুটি সুসমাঞ্জস্যপূর্ণ পঙক্তিমালায় যার প্রত্যেকটিতে সাতটি করে হিব্রু আয়াত রয়েছে (আয়াত ১-৬, ৭-১০) এবং সেই সাথে দুই লাইনের একটি উপসংহার রয়েছে যেখানে মুনাজাতের মূল ফরিয়াদটি উপস্থাপন করা হয়েছে (আয়াত ১১-১২)। প্রথম অংশের মধ্যবর্তী তিনটি লাইন (আয়াত ৩-৪) জবুর রচয়িতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থাকে বর্ণনা করে, অপরদিকে দ্বিতীয় অংশের মধ্যবর্তী তিনটি লাইন (আয়াত ৮-৯) জবুর রচয়িতার এই আস্থা প্রকাশ করে যে, মাবুদ আল্লাহ্ অবশ্যই তাঁকে সমস্ত কষ্ট থেকে নিস্তার করবেন। আল্লাহ্‌র ধার্মিকতার প্রতি ফরিয়াদ (আয়াত ১, ১১) এবং তাঁর গোলাম হিসেবে জবুর রচয়িতার নিজেকে পরিচয় দানের মধ্য দিয়ে (আয়াত ২, ১২) গজলটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে। এর সাথে আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততা (আয়াত ১) এবং তাঁর অটল মহব্বতের নিশ্চয়তাও আমরা এখানে দেখতে পাই (আয়াত ১২), যা এক সাথে অনেকগুলো গজলেই দেখা যায় (৩৬:৫ আয়াতের নোট দেখুন); আয়াত ৭ দেখুন।

১৪৩ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৪৩:১-২ প্রারম্ভিক ফরিয়াদ।

১৪৩:১ আমার বিনতিতে কান দাও। ১৪০:৬ আয়াত ও নোট দেখুন। *ধর্মশীলতা।* ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৩:২ মুনাজাত শুরু করার সময় তিনি এই আবেদন রাখছেন যেন আল্লাহ্ তাঁর গোলামের উপরে বিচার করার জন্য না বসেন (তিনি তাঁর নিজ ব্যর্থতাগুলো জানেন; এর সাথে ১০ আয়াতও দেখুন) কিন্তু তিনি চান যেন তাঁর দুশমনদের উপরে আল্লাহ্ বিচার সাধন করেন যারা অযথা তাঁকে কষ্ট দিয়েছে। *তোমার গোলাম।* এর সাথে ১৪৪:১০ আয়াতের ভাষাগত মিল রয়েছে– এ কারণেই বোঝা যায় কেন গজলটিকে বাদশাহ্ দাউদের রচনা বলে মনে করা হয় (৭৮:৭০; ১৩২:১০ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৪৩:৩-৪ জবুর রচয়িতা যে সকল কষ্ট ও দুর্দশা ভোগ করেছেন।

১৪৩:৩ এই আয়াতের শেষের অংশটি মাতম ৩:৬ আয়াতে প্রায় উদ্ধৃতি হিসেবে উঠে এসেছে। *অন্ধকারে।* অর্থাৎ জীবনের সুখকর কোন কিছুর সাথেই তাঁর সম্পৃক্ততা ছিল না (আয়াত ৭ দেখুন; এর সাথে ২৭:১; ৩০:১ আয়াতের নোটও দেখুন)।

১৪৩:৪ আমার রূহ্ হৃদয়ে অবসন্ন হয়েছে। ১৪২:৩ আয়াতের নোট দেখুন। *অন্তর।* ৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৩:৫-৬ অতীতে আল্লাহ্ তাঁকে যেভাবে উদ্ধার করেছেন সে সকল ঘটনা স্মরণ করে তিনি আবারও আল্লাহ্‌র কাছে ফরিয়াদ জানাতে উৎসাহিত হচ্ছেন।

১৪৩:৬ অঞ্জলি প্রসারণ করছি। মুনাজাতের মধ্য দিয়ে (৪৪:২০; ৮৮:৯; হিজ ৯:২৯ আয়াত দেখুন)। *আমার প্রাণ তোমার আকাঙ্খী।* আক্ষরিক অর্থে "তোমার জন্য তৃষ্ণার্ত"। ৬৩:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৩:৭-১০ মূল মুনাজাত।

১৪৩:৭ আমার উৎসাহ শেষ হয়েছে। কিংবা বলা যায়: "অপেক্ষা করতে করতে আমার উৎসাহ শেষ হয়েছে," যা ১১৯:৮১ আয়াতের ভাষার সাথে মিলে যায়; কারণ পরবর্তী আয়াতগুলোতে এ ধরনেরই ভাব প্রকাশ করা হয়েছে, এ প্রসঙ্গে দেখুন ১০৪:২৯ আয়াত (যেখানে "শ্বাস" কথাটিকে হিব্রু ভাষায় এখানে "উৎসাহ" বলা হয়েছে)। চূড়ান্তভাবে "আমার উৎসাহ" তখনই আবার পূর্ণ হবে যখন "তোমার রূহ্" আমাকে পরিচালনা দান করবে (আয়াত ১০) – এভাবে মুনাজাতটির মূল

আমার কাছ থেকে তোমার মুখ লুকিয়ে থাকা
রেখো না,
পাছে যারা গর্তে নেমে যাচ্ছে আমরা তাদের
মত হয়ে পড়ি।
৮ প্রাতে আমাকে তোমার অটল মহব্বতের
কালাম শোনাও,
কেননা তোমাতে আমি নির্ভর করছি;
আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও,
কেননা আমি তোমার দিকে নিজের প্রাণ
উত্তোলন করি।
৯ হে মাবুদ, আমার দুশমনদের থেকে আমাকে
নিস্তার কর;
আমি তোমারই কাছে লুকিয়েছি।
১০ তোমার ইচ্ছা পালন করতে আমাকে শিক্ষা
দাও;
কেননা তুমিই আমার আল্লাহ্;
তোমার রূহ্ মঙ্গলময়, আমাকে সরল ভূমি
দিয়ে চালাও।
১১ হে মাবুদ, তোমার নামের অনুরোধে আমাকে
সঞ্জীবিত কর;
তোমার ধর্মশীলতায় সঙ্কট থেকে আমার প্রাণ
উদ্ধার কর।
১২ আর তোমার অটল মহব্বতে আমার
দুশমনদেরকে উচ্ছেদ কর,
আমার প্রাণের সমস্ত দুঃখদায়ীকে বিনষ্ট কর,
কেননা আমি তোমার গোলাম।

[১৪৩:৬] হিজ ৯:২৯; আইউ ১১:১৩।
[১৪৩:৭] জবুর ১৪২:৩।
[১৪৩:৮] হিজ ৩৩:১৩; আইউ ৩৪:৩২।
[১৪৩:৯] জবুর ১৪০:১।
[১৪৩:১০] ইহি ৯:২০।
[১৪৩:১১] জবুর ২৫:১১।
[১৪৩:১২] জবুর ৮:২।
[১৪৪:১] পয়দা ৪৯:২৪।
[১৪৪:২] জবুর ৫৯:৯; ৯১:২।
[১৪৪:২] কাজী ৪:২৩।
[১৪৪:৩] ইব ২:৬।
[১৪৪:৪] ১খান্দান ২৯:১৫; আইউ ১৪:২; ইয়াকুব ৪:১৪।
[১৪৪:৫] পয়দা ১১:৫।

জবুর ১৪৪

হযরত দাউদের।

১ মাবুদ ধন্য হোন, তিনি আমার শৈল;
তিনিই আমার হাতকে যুদ্ধ শিক্ষা দেন,
আমার আঙ্গুলগুলোকে যুদ্ধ করতে শিক্ষা
দেন।
২ তিনি আমার দয়াস্বরূপ ও আমার দুর্গ,
আমার উচ্চদুর্গ ও আমার উদ্ধারকর্তা;
তিনি আমার ঢাল, আমি তাঁর মধ্যেই আশ্রয়
নিই;
তিনি আমার লোকদেরকে আমার অধীনে নত
করেন।
৩ হে মাবুদ, মানুষ কি যে তুমি তার পরিচয়
নাও?
মানুষের সন্তানই কি যে তুমি তার বিষয়ে
চিন্তা কর?
৪ মানুষ তো নিশ্বাস মাত্র,
তার আয়ু ছায়ার মত, যা চলে যায়।
৫ হে মাবুদ, তোমার আসমান অবনত করে নেমে
এসো;

বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। *তোমার মুখ লুকিয়ে রেখো না।* ১৩:১ আয়াতের নোট দেখুন। *গর্ত।* আয়াত ৩ দেখুন এবং ৩০:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৩:৮ প্রাতে। বর্তমানের এই অন্ধকার থেকে মুক্তি (আয়াত ২; এর সাথে জবুর ৫৭ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন; এর সাথে ১০১:৮ আয়াতের নোট দেখুন)। *অটল মহব্বত।* ১২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমাতে আমি নির্ভর করছি ... নিজের প্রাণ উত্তোলন করি।* ২৫:১-২ আয়াত দেখুন; এর সাথে ২৪:৪ আয়াতের নোট দেখুন। *আমার গন্তব্য পথ আমাকে জানাও।* আয়াত ১০ দেখুন। দুশমনের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়াই যথেষ্ট নয় – আল্লাহ্‌র গোলামের (আয়াত ২, ১২) চূড়ান্ত লক্ষ্য হচ্ছে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা।

১৪৩:১০ সরল ভূমি। ২৬:১২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৩:১১-১২ মুনাজাতের সমাপনী বক্তব্য (ভূমিকা দেখুন)। লক্ষ্য করুন এখানে "তোমার ধর্মশীলতা," "তোমার অটল মহব্বত" এবং "তোমার গোলাম" কথাগুলোকে কীভাবে ১-২ আয়াতের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে।

১৪৩:১১ তোমার নামের অনুরোধে। ২৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৩:১২ আমার দুশমনদেরকে উচ্ছেদ কর। ৫:১০ আয়াতের নোট দেখুন।

জবুর ১৪৪ অধ্যায়। দুর্বৃত্ত ও দুশমনদের হাত থেকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে মুনাজাত, যা অনেকটা রাজকীয় ভঙ্গিতে অর্থাৎ বাদশাহ্‌র রচনাশৈলীতে লেখা হয়েছে। আয়াত ১-১০ এর সাথে জবুর ১৮ অধ্যায়ের অনেক মিল রয়েছে, অন্য দিকে ৫-৭ আয়াতের কিছুটা পরিবর্তন সাপেক্ষে প্রায় পুরোটাই মিলে যায়। অবশিষ্ট আয়াতগুলোও অন্যান্য কোন কোন গজলের সাথে মিলে যায় (নিচের নোটগুলো দেখুন)। গজলটির প্রথম অংশ জবুর শরীফের অন্যান্য সাধারণ মুনাজাতগুলোর মতই। এর পরবর্তী অংশে বেশ বৈচিত্র্য রয়েছে: আয়াত ১১ পুনরালোচনা করেছে ৫-৮ আয়াতের মুনাজাত; ১২-১৪ আয়াতে একজন ব্যক্তির আদর্শ অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে; ১৫ আয়াতে ৩৩:১২ আয়াতের প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে গজলটি শেষ করা হয়েছে। বিষয়বস্তুগত ধারাবাহিকতা সম্পর্কে জানার জন্য নিচের নোটগুলো দেখুন।

১৪৪ অধ্যায়ের শিরোনাম। জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৪৪:১-২ মাবুদ ধন্য হোন। মুনাজাতের প্রারম্ভিক বাণী হলেও এর মধ্য দিয়ে অনেকটা প্রারম্ভিক ফরিয়াদ রাখা হয়েছে (১৪৩:১-২ আয়াত দেখুন) এবং এই আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করা হয়েছে যে, মাবুদ অবশ্যই মুনাজাত শুনবেন। জবুর ১৮ অধ্যায়ে বর্ণিত আল্লাহ্‌র প্রতি প্রশংসার বাণীর সাথে এর মিল পাওয়া যায় (১৮:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪৪:২ তিনি আমার দয়াস্বরূপ। আক্ষরিক অর্থে "তিনি আমার ভালবাসা" (৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন); কারণ আল্লাহ্ দাউদকে ভালবেসে এতবার তাঁকে রক্ষা করেছেন ও উদ্ধার করেছেন যে কারণ দাউদ আল্লাহ্‌র উপরে শতভাগ নির্ভর করেন (২৭:১; ৩৫:৩; ৬২:২ আয়াত দেখুন)।

১৪৪:৩-৪ মানব জাতির তাৎপর্যহীনতা স্বীকার এবং আল্লাহ্ যেভাবে তাদের যত্ন নিয়ে থাকেন সে জন্য বিস্ময় প্রকাশ।

১৪৪:৩ ৮:৪ আয়াতের ব্যতিক্রমধর্মী প্রকাশভঙ্গি।

১৪৪:৪ নিশ্বাস। ৩৯:৪-৬ আয়াতের নোট দেখুন। *ছায়া।* আয়াত ১০২:১১ ও নোট দেখুন।

১৪৪:৫-৮ উদ্ধার লাভের জন্য মুনাজাত।

১৪৪:৫ ১৮:৯ আয়াত দেখুন এবং ১৮:৭-১৫ আয়াতের নোট দেখুন; এর সাথে ইশা ৬৪:১ আয়াত ও নোট দেখুন।

পর্বতমালাকে স্পর্শ কর, তারা ধূমায়িত হবে।
৬ বিদ্যুৎ নিক্ষেপ কর, ওদেরকে ছিন্নভিন্ন কর,
তোমার তীর নিক্ষেপ কর, ওদেরকে সংহার কর।
৭ উপর থেকে তোমার হাত বাড়িয়ে দাও;
আমাকে উদ্ধার কর, অতল জলধি থেকে রক্ষা কর,
সেই বিজাতি-সন্তানদের হাত থেকে রক্ষা কর,
৮ যাদের মুখ মিথ্যা কথা বলে,
যাদের ডান হাত প্রতারণায় পূর্ণ।
৯ হে আল্লাহ্, আমি তোমার উদ্দেশে নতুন গজল গাইব,
দশতন্ত্রী নেবলে তোমার প্রশংসা গাইব।
১০ তুমিই বাদশাহ্দের বিজয় প্রদান করে থাক,
মারাত্মক তলোয়ার থেকে তোমার গোলাম দাউদকে রক্ষা করে থাক।
১১ আমাকে উদ্ধার কর,
সেই বিজাতি-সন্তানদের হাত থেকে রক্ষা কর,
যাদের মুখে মিথ্যা কথা বলে,

[১৪৪:৬] ইব ৩:১১; জাকা ৯:১৪।
[১৪৪:৭] ২শামু ২২:১৭।
[১৪৪:৮] পয়দা ১৪:২২; দ্বি.বি. ৩২:৪০।
[১৪৪:১০] ২শামু ৮:১৪।
[১৪৪:১০] আইউ ৫:২০।
[১৪৪:১১] জবুর ১২:২;৩৬:৩; ১০৬:২৬; ইশা ৪৪:২০।
[১৪৪:১২] জবুর ৯২:১২-১৪;১২৮:৩।
[১৪৪:১৩] মেসাল ৩:১০।
[১৪৪:১৪] ২বাদশাহ্ ২৫:১১।
[১৪৪:১৫] দ্বি.বি.

যাদের ডান হাত প্রতারণায় পূর্ণ।
১২ আমাদের পুত্ররা যেন গাছের চারার মত যৌবনে বর্ধনশীল হয়,
আমাদের কন্যারা যেন প্রাসাদের গাঁথনির অনুরূপে মসৃণ করা কোণের স্তম্ভের মত হয়;
১৩ আমাদের ভাণ্ডারগুলো যেন পরিপূর্ণ ও নানা রকম দ্রব্যবিশিষ্ট হয়;
আমাদের ভেড়াগুলো যেন আমাদের মাঠে হাজার হাজার ও লক্ষ লক্ষ বাচ্চা প্রসব করে;
১৪ আমাদের সমস্ত বলদ যেন ভার বহন করে;
ভগ্নদশা যেন না হয়, হানিও যেন না হয়,
আমাদের কোন চকে যেন কান্নার শব্দ না ওঠে।
১৫ সুখী সেই জাতি, যাদের উপর এরকম দোয়া নেমে আসে;
সুখী সেই জাতি, মাবুদ যার আল্লাহ্।

জবুর ১৪৫

প্রশংসা। হযরত দাউদের।

১ আমি তোমার প্রতিষ্ঠা করবো, হে আমার আল্লাহ্, আমার বাদশাহ্,

১৪৪:৬ ১৮:১৪ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪৪:৭ ১৮:১৬-১৭ আয়াত দেখুন এবং ৩২:৬ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৪:৮ মুখ। ৫:৯ আয়াতের নোট দেখুন। *ডান হাত।* সাধারণত শপথ পাঠ করার জন্য কিংবা আনুগত্য প্রকাশের চিহ্ন হিসেবে ডান পাত বাড়িয়ে দেওয়া হত (১০৬:২৬; হিজ ৬:৮; দ্বি.বি. ৩২:৪০ আয়াত দেখুন)।

১৪৪:৯-১০ আল্লাহ্র প্রশংসা করার জন্য মানত (৭:১৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪৪:৯ নতুন গজল। ৩৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৪:১০ তোমার গোলাম দাউদ। ১৪৩:১২ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪৪:১১ ৭-৮ আয়াতে করা মুনাজাতটি আবারও পুনরুল্লেখ করা হচ্ছে। সম্ভবত পরবর্তী বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এই পুনরুল্লেখটি করা হয়েছে: যদি আল্লাহ্ তাঁর গোলাম দাউদকে উদ্ধার করেন তাহলে তাঁর রাজ্য সমৃদ্ধ হবে এবং আরও নিরাপদ হবে।

১৪৪:১২-১৫ অনেকেই মনে করেন এই অংশটি একটি পৃথক মুনাজাত ("আমাদের পুত্ররা ... "), যা ১-১১ আয়াতের সাথে মেলে না, কিন্তু ১১ আয়াতটিকে পট পরিবর্তনকারী বক্তব্য হিসেবে বিবেচনা করলে তা প্রাসঙ্গিক বলে মনে হবে, যেমনটা এনআইভি সংস্করণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১৪৪:১২-১৪ সম্ভবত বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে দ্বি.বি. ২৮:৩-৮ আয়াতের একটি প্রতিফলন।

১৪৪:১২ কন্যারা ... কোণের স্তম্ভের মত। প্রাচীনকালে বিভিন্ন ভবন ও স্থাপনার স্তম্ভগুলো ঐতিহ্য অনুসারে সাধারণত নারী দেহের বঙ্কিম আকৃতিতে নির্মাণ করা হত (যেমন, গ্রীসের এথেন্সে এক্রোপলিসের কারুকাজ করা স্তম্ভগুলো)।

১৪৪:১৪ আমাদের সমস্ত বলদ যেন ভার বহন করে। কিংবা বলা যায় "আমাদের বলদগুলো যেন মাংসে পরিপূর্ণ হয়" অথবা "আমাদের বলদগুলো যেন অত্যন্ত কর্মঠ হয়"।

১৪৪:১৫ সুখী। ১:১ আয়াতের নোট দেখুন। *যাদের উপর এরকম দোয়া নেমে আসে।* এর সাথে তুলনা করুন ৩৩:১২; আরও দেখুন দ্বি.বি. ২৮:৩-৮; ১ বাদশাহ্ ৫:৪ আয়াত ও নোট।

জবুর ১৪৫ অধ্যায়। মহান বাদশাহ্ মাবুদ আল্লাহ্র প্রতি নিবেদিত এক চমৎকার গজল, যেখানে তাঁর মহৎ সব কাজ ও তাঁর মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে, যা তাঁর রাজকীয় বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে। এখানে ঐতিহ্যগত ভঙ্গিতে ও ভাষায় আল্লাহ্র গৌরব ও প্রশংসা প্রকাশ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বর্ণানুক্রম ব্যবহার করা হয়েছে, যা গজলটি রচনার ক্ষেত্রে যত্নের পরিচয় দেয়। পুরো গজলটির কাঠামো বিবেচনা করেও বিষয়টি অনুধাবন করা যায়। দুই আয়াতের ভূমিকা (আয়াত ১-২) এবং এক আয়াত বিশিষ্ট উপসংহারের মাঝে (আয়াত ২১) রয়েছে চারটি মূল পঙক্তিমালা (আয়াত ৩-৭, ৯-১৩ত, ১৩থ-১৬, ১৭-২০) যা আল্লাহ্র বেহেশতী বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করে: মহত্ত্ব, মঙ্গলময়তা, বিশ্বস্ততা, ধর্মশীলতা। প্রথম দুটি পঙক্তিমালায় পাঁচটি করে কাব্যিক পঙক্তি রয়েছে এবং শেষ দুটি পঙক্তিমালায় রয়েছে চারটি করে কাব্যিক পঙক্তি। প্রথম দুটি পঙক্তিমালার মধ্যে একটি বিষয়বস্তু ভিত্তিক পঙক্তি রয়েছে (আয়াত ৮) যা হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতকে প্রতিফলিত করেছে। এই তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তুটি কেন্দ্রীভূত হয়েছে (৬:৬ আয়াতের নোট দেখুন) এবং এখানে তা ব্যাপকভাবে আলোচনা করা হয় নি (কিন্তু এ প্রসঙ্গে ৮৬:১৫; ১০৩:৮-১২; ১১১:৪-৫; ১১৬:৫-৬ আয়াত দেখুন) যেন গজলটি ২২টি পঙক্তির বেশি বিস্তৃত না হয়। এছাড়া প্রথম দুটি পঙক্তিমালায় (আয়াত ৩-১৩ক) মাবুদ আল্লাহ্র গৌরবময় রাজ্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, গৌরব ও মহিমার বর্ণনা করা হয়েছে, অন্য দিকে শেষ দুটি পঙক্তিমালায় (আয়াত ১৩খ-২০) তিনি কেন প্রশংসার যোগ্য সে কথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

১৪৫ অধ্যায়ের শিরোনাম প্রশংসা। হিব্রু শব্দ তেহলিয়াহ্, যা জবুর শরীফে শুধুমাত্র এই স্থানে পাওয়া যায়। এই শব্দটি এসেছে তেহলিম শব্দের একবচন হিসেবে। *হযরত দাউদের।* জবুর ১৩৮-১৪৫ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

BACIB International Bible CHURCH

আমি অনন্তকাল তোমার নামের শুকরিয়া
আদায় করবো।
২ প্রতিদিন আমি তোমার শুকরিয়া আদায়
করবো,
যুগে যুগে চিরকাল তোমার নামের প্রশংসা
করবো।
৩ মাবুদ মহান ও অতীব প্রশংসনীয়;
তাঁর মহিমার তত্ত্ব পাওয়া যায় না।
৪ বংশানুক্রমে এক পুরুষ অন্য পুরুষের কাছে
তোমার কাজগুলোর প্রশংসা করবে,
তোমার পরাক্রমের সমস্ত কাজ তবলিগ
করবে।
৫ তোমার প্রভার গৌরবযুক্ত মহিমা,
ও তোমার আশ্চর্য সমস্ত কাজ আমি ধ্যান
করবো।
৬ আর লোকে তোমার ভয়াবহ সকল মহৎ
কাজের কথা বলবে,
এবং আমি তোমার মহিমা বর্ণনা করবো।
৭ তারা তোমার মহৎ মঙ্গলভাবের খ্যাতি তবলিগ
করবে,
তোমার ধর্মশীলতার বিষয় গান করবে।
৮ মাবুদ কৃপাময় ও স্নেহশীল,
ক্রোধে ধীর ও অটল মহব্বতে মহান।
৯ মাবুদ সকলের জন্য মঙ্গলময়,
তাঁর করুণা তাঁর সৃষ্ট সমস্ত জিনিসের উপরে
আছে।
১০ হে মাবুদ, তোমার সমস্ত জিনিস তোমার
প্রশংসা করে,
এবং তোমার ভক্তরা তোমার শুকরিয়া আদায়
করে।

২৮:৩।
[১৪৫:১] জবুর ২:৬; ৫:২।
[১৪৫:২] ইশা ২৫:১; ২৬:৮।
[১৪৫:৩] আইউ ৫:৯।
[১৪৫:৪] দ্বি.বি. ১১:১৯।
[১৪৫:৬] দ্বি.বি. ৩২:৩।
[১৪৫:৭] হিজ ১৮:৯।
[১৪৫:৯] ১খান্দান ১৬:৩৪; মথি ১৯:১৭; মার্ক ১০:১৮।
[১৪৫:১১] হিজরত ১৫:২; মথি ৬:৩৩।
[১৪৫:১২] ইশা ২:১০, ১৯, ২১।
[১৪৫:১৩] দ্বি.বি. ৭:৯; ১করি ১:৯।
[১৪৫:১৪] ১শামু ২:৮।
[১৪৫:১৫] পয়দা ১:৩০; আইউ ২৮:৫; মথি ৬:২৬।
[১৪৫:১৭] হিজ ৯:২৭; উজা ৯:১৫।
[১৪৫:১৮] শুমারী ২৩:২১; ফিলি ৪:৫।
[১৪৫:১৯] আইউ ২২:২৮।
[১৪৫:২০] জবুর ১:৬।

১১ তারা তোমার রাজ্যের গৌরব বর্ণনা করে,
তোমার পরাক্রমের কথা বলে,
১২ যেন মানুষকে জানাতে পারে তাঁর পরাক্রমের
সমস্ত কাজ,
এবং তাঁর রাজ্যের প্রতাপের গৌরব।
১৩ তোমার রাজ্য সর্বযুগের রাজ্য,
তোমার কর্তৃত্ব পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী।
১৪ মাবুদ পতনোন্মুখ সকলকে ধরে রাখেন,
অবনত সকলকে তুলে ধরেন।
১৫ সকলের চোখ তোমার অপেক্ষা করে,
তুমিই যথাসময়ে তাদেরকে খাদ্য দিচ্ছ।
১৬ তুমিই তোমার হাত মুক্ত করে সমুদয় প্রাণীর
বাঞ্ছা পূর্ণ করে থাক।
১৭ মাবুদ তাঁর সমস্ত পথে ধর্মশীল,
নিজের সমস্ত কাজে দয়াবান।
১৮ মাবুদ সেই সকলেরই নিকটবর্তী, যারা তাঁকে
ডাকে,
যারা সত্যে তাঁকে আহ্বান জানায়।
১৯ যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
তিনি তাদের বাঞ্ছা পূর্ণ করেন,
আর তাদের আর্তনাদ শুনে তাদেরকে নিস্তার
করেন।
২০ যারা মাবুদকে মহব্বত করে,
তিনি তাদের সকলের পথের উপর তাঁর দৃষ্টি
আছে,
কিন্তু তিনি সমস্ত দুষ্টকে সংহার করবেন।
২১ আমার মুখ মাবুদের প্রশংসা বর্ণনা করবে;
আর সমস্ত প্রাণী যুগে যুগে চিরকাল তাঁর
পবিত্র নামের শুকরিয়া আদায় করুক।

১৪৫:১-২ মাবুদ আল্লাহ্‌র গৌরব ও প্রশংসা করার প্রারম্ভিক ওয়াদা। *তোমার নাম।* ২১ আয়াত দেখুন, যার মধ্য দিয়ে গজলটিকে কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে (৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪৫:৩-৭ আল্লাহ্‌র আশ্চর্য সব কাজের জন্য, তাঁর মহত্ত্বের জন্য (আয়াত ৩) এবং তাঁর মঙ্গলময়তার জন্য (আয়াত ৭) তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে।

১৪৫:৪ প্রশংসা করবে ... তবলিগ করবে। আয়াত ৫-৭, ১০-১২, ২১ দেখুন; এর সাথে ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন। *তোমার পরাক্রমের সমস্ত কাজ।* সৃষ্টি ও নাজাতের মধ্য দিয়ে।

১৪৫:৭ ধর্মশীলতা। আয়াত ১৭ দেখুন; এর সাথে ৪:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৫:৮ কেন্দ্রস্থিত আয়াত (উপরের ভূমিকা দেখুন) যা আয়াত ৯, ৯, ১৩খ, ১৭ এর সাথে বিষয়বস্তুগত দিক থেকে সমান গুরুত্বপূর্ণ। এখানে হিজ ৩৪:৬-৭ আয়াতের বেহেশতী বৈশিষ্ট্যগুলোর চমৎকার সংযুক্তি ঘটেছে (উক্ত আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪৫:৯-১৩ক আল্লাহ্‌র মহব্বতের জন্য তাঁর প্রশংসা, যা তাঁর বেহেশতী রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রাণকে তাঁর প্রশংসা করতে উদ্দীপ্ত করে তোলে।

১৪৫:১০ তোমার সমস্ত জিনিস তোমার প্রশংসা করে। ২১ আয়াত দেখুন; এর সাথে ৬৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন। ভক্তরা। ৪:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৫:১৩খ-১৬ আল্লাহ্‌র বিশ্বস্ততার জন্য তাঁর প্রশংসা।

১৪৫:১৩খ, ১৭ দয়াবান। ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৫:১৭-২০ আল্লাহ্‌র ধর্মশীলতার জন্য তাঁর প্রশংসা।

১৪৫:১৮ সত্যে। অর্থাৎ খোদায়ী পবিত্রতা ও নিষ্ঠা সহকারে।

১৪৫:২১ মাবুদের প্রশংসা অবশ্যই অবিরাম চলতে থাকবে এবং দুনিয়ার সমস্ত প্রাণ তাতে অংশ নেবে – চিরকালের জন্য। **সমুদয় প্রাণী।** কিংবা বলা যেতে পারে "সমগ্র মানব জাতি" (আক্ষরিক অর্থে সমস্ত প্রাণীকুল; ৬৫:২ আয়াত দেখুন, সমস্ত লোকেরা; এর সাথে ১৫০:৬ আয়াতও দেখুন)।

জবুর ১৪৬-১৫০ অধ্যায়। পাঁচটি গজল সম্বলিত সর্বশেষ গজল সঙ্কলন, যার প্রত্যেকটিতে প্রশংসা সূচক হাল্লেলুইয়া উচ্চারিত হয়েছে।

জবুর ১৪৬ অধ্যায়। সিয়োনের বেহেশতী বাদশাহ্‌র প্রশংসা উচ্চারণ করে করা গজল, যেখানে বিশেষ করে সিয়োনের বাসিন্দাদের রক্ষা করণার্থে তাঁর বিশেষ ক্ষমতা ও বিশ্বস্ততা বর্ণিত হয়েছে। জবুর ৩৩; ৬২; ১৪৫ অধ্যায়ের সাথে এই গজলের বিষয়বস্তুর অনেক মিল রয়েছে।

১৪৬:১-২ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করার জন্য প্রারম্ভিক মানত – সারা জীবনের জন্য (১৪৫:২১ আয়াত দেখুন এবং ৭:১৭ আয়াতের

জবুর ১৪৬

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
হে আমার প্রাণ, মাবুদের প্রশংসা কর।
২ আমি সারা জীবন মাবুদের প্রশংসা করবো;
আমি যত কাল বেঁচে থাকি,
আমার আল্লাহ্‌র প্রশংসা গান করবো।
৩ তোমরা ভরসা করো না রাজন্যগণে,
বা কোন মানুষের উপর, যার কাছে কোন
সাহায্য নেই।
৪ তার নিশ্বাস বের হয়ে গেলে সে মাটিতে ফিরে
যায়;
সেই দিনেই তার সমস্ত সঙ্কল্প নষ্ট হয়।
৫ সুখী লোকেরা যাদের সহায় ইয়াকুবের আল্লাহ্‌,
যাদের আশাভূমি মাবুদ, তাদের আল্লাহ্‌।
৬ তিনি নির্মাণ করেছেন আসমান ও দুনিয়া,
সমুদ্র ও তার মধ্যে যা কিছু আছে;
তিনি অনন্তকাল বিশ্বাস রক্ষা করেন।
৭ তিনি নির্যাতিতদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন,
তিনি ক্ষুধিতদের খাদ্য দান করেন;
মাবুদ বন্দীদের মুক্ত করেন।
৮ মাবুদ অন্ধদের চোখ খুলে দেন;
মাবুদ অবনতদের তুলে ধরেন;
মাবুদ ধার্মিকদের মহব্বত করেন।
৯ মাবুদ বিদেশীদের উপর দৃষ্টি রাখেন;
তিনি এতিম ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন,
কিন্তু দুষ্টদের পথ বাঁকা করেন।
১০ মাবুদ অনন্তকাল রাজত্ব করবেন;
তোমার আল্লাহ্‌, হে সিয়োন, পুরুষানুক্রমে
রাজত্ব করবেন।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১৪৭

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
কেননা আমাদের আল্লাহ্‌র প্রশংসা-গান করা
উত্তম;
তা মনোহর ও প্রশংসার উপযুক্ত।
২ মাবুদ জেরুশালেম গাঁথেন,
তিনি ইসরাইলের দূরীকৃতদের সংগ্রহ করেন।
৩ তিনি ভগ্নচিত্তদেরকে সুস্থ করেন,
তাদের সমস্ত ক্ষত বেঁধে দেন।
৪ তিনি তারাগুলোর সংখ্যা গণনা করেন,
সকলের নাম ধরে তাদের ডাকেন।
৫ আমাদের প্রভু মহান ও অতিশয় শক্তিমান;
তাঁর বুদ্ধির সীমা নেই।
৬ মাবুদ নম্রদেরকে সুস্থির রাখেন,
তিনি দুষ্টদেরকে ভূমিতে ছুড়ে ফেলেন।
৭ তোমরা স্তবসহ মাবুদের উদ্দেশে গজল গাও,

[১৪৫:২১] জবুর ৭১:৮।
[১৪৬:১] জবুর ১০৩:১; ১০৪:১।
[১৪৬:৩] ইশা ২:২২।
[১৪৬:৪] ১করি ২:৬।
[১৪৬:৫] ইয়ার ১৭:৭।
[১৪৬:৬] প্রেরিত ১৪:১৫; প্রকা ১০:৬।
[১৪৬:৮] মথি ১১:৫।
[১৪৬:৯] ইয়াকুব ১:২৭।
[১৪৬:১০] পয়দা ২১:৩৩; ১খান্দান ১৬:৩১।
[১৪৭:৩] শুমারী ১২:১৩; ইশা ১:৬।
[১৪৭:৪] পয়দা ১৫:৫।
[১৪৭:৫] হিজ ১৪:৩১।
[১৪৭:৬] ২খান্দান

নোট দেখুন)।

১৪৬:১ হে আমার প্রাণ, মাবুদের প্রশংসা কর। জবুর ১০৩-১০৪ অধ্যায়ের কাঠামো বিশ্লেষণ করুন। *প্রাণ।* ৬:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৬:৩-৪ মানবীয় শক্তি ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর না করে মাবুদ আল্লাহ্‌র উপরে চূড়ান্তভাবে নির্ভর করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে (১১৮:১০-১১ আয়াত ও নোট দেখুন; ১৪৭:১০-১১ আয়াত দেখুন)।

১৪৬:৫-৯ ইয়াকুবের আল্লাহ্‌র নিয়মের প্রতি ভরসা করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহ জ্ঞাপন করা হয়েছে (১৪:৭ আয়াতের নোট দেখুন), যিনি সৃষ্টিকর্তা হিসেবে সমস্ত কিছুর উপরে প্রভুত্ব করেন। তিনি বিশ্বস্তদেরকে রক্ষা করেন, অসহায়ের সহায় হন, দরিদ্রের অভাব মেটান এবং ধার্মিককে যথাযথ মর্যাদায় ভূষিত করেন, কিন্তু দুষ্টকে সমুচিত শাস্তি দেন।

১৪৬:৬ তিনি নির্মাণ করেছেন আসমান ও দুনিয়া। ১২১:২ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৬:৭ তিনি নির্যাতিতদের পক্ষে ন্যায়বিচার করেন। ৯:৯; ১০:১৮; ১০৩:৬ আয়াত দেখুন। ক্ষুধিতদের খাদ্য দান করেন। ১৭:১৪; ৩৪:১০; ১০৭:৯ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৪৯:১০ আয়াত। *বন্দীদের মুক্ত করেন।* ৬৮:৬; ৭৯:১১; ১০২:২০; ১০৭:১০, ১৪; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৪২:৭; ৬১:১ আয়াত ও নোট।

১৪৬:৮ অন্ধদের চোখ খুলে দেন। ইশা ২৯:১৮; ৩৫:৫ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ৪২:৭; ৪৩:৮। *অবনতদের তুলে ধরেন।* ১৪৫:১৪ আয়াত দেখুন। *ধার্মিক।* ১:৫ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৬:৯ বিদেশীদের উপর দৃষ্টি রাখেন ... এতিম ও বিধবাকে সুস্থির রাখেন। দ্বি.বি. ১০:১৮ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ইশা ১:১৭; ৯:১৭ আয়াত ও নোট; এর সাথে তুলনা করুন ইয়ার ২২:১৬; ইয়াকুব ১:১৭। *দুষ্টদের পথ বাঁকা করেন।* এর সাথে তুলনা করুন ১০৪:৩৫; ১৪৫:২০।

১৪৬:১০ আল্লাহ্‌র রাজকীয় নগরীর অধিবাসীদের সমাপনী প্রশংসা বাণী। মাবুদ অনন্তকাল রাজত্ব করবেন। ৯৩:১ আয়াত ও নোট দেখুন। *সিয়োন।* ৯:১১ আয়াত ও নোট দেখুন।

জবুর ১৪৭ অধ্যায় সৃষ্টিকর্তা ও মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা হোক কারণ তিনি ইসরাইলের জন্য দয়া দেখিয়েছেন – সম্ভবত একটি লেবীয় গজল হিসেবে জেরুশালেম নগরীর দেয়াল পুনর্নির্মাণ করার সময় এটি লেখা হয়েছিল (নহি ১২:২৭-৪৩ আয়াত দেখুন)।

১৪৭:১ ১৩৫:৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৭:২ গাঁথেন। এখানে বন্দীদশার পরবর্তী সময়ে জেরুশালেম নগরী পুনর্নির্মাণ করার কথা বলা হচ্ছে। *দূরীকৃতদের।* অর্থাৎ বন্দীদশায় যাওয়া ইসরাইলের সমস্ত লোকদের কথা এখানে বোঝানো হয়েছে; ইশা ১১:১০; ৫৬:৮ আয়াত দেখুন।

১৪৭:৩ ভগ্নচিত্ত। অর্থাৎ যাদেরকে বন্দীদশায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল (জবুর ১৩৭ অধ্যায় দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১২৬ অধ্যায়) এবং যারা জেরুশালেমের প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করতে গিয়ে প্রচুর বিরোধিতা ও জটিলতার মুখে পড়েছিল (নহি ২:১৭-২০; ৪:১-২৩)।

১৪৭:৬ নম্র। যারা এ কথা স্বীকার করে যে, তারা নিজেরা কিছুই নয় এবং মাবুদ আল্লাহ্‌ই তাদের সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। তারা শুধুমাত্র মাবুদের উপরেই আস্থা রাখে ও নির্ভর করে (১৪৯:৪ আয়াত দেখুন; এর সাথে দেখুন ২২:২৬; ৩৭:১১; ৬৯:৩২ আয়াত ও নোট)। *ভূমি।* সম্ভবত এখানে কবর বোঝানো হয়েছে (৬১:২ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪৭:৭-৯ ইসরাইলের আল্লাহ্‌ হলেন সৃষ্টিকর্তা মাবুদ, যিনি

BACIB International Bible CHURCH

বীণাযন্ত্রে আমাদের আল্লাহ্‌র প্রশংসা গাও।
৮ তিনি মেঘমালায় আসমান আচ্ছন্ন করেন,
তিনি দুনিয়ার জন্য বৃষ্টি প্রস্তুত করেন,
তিনি পর্বতমালার উপরে ঘাস জন্মাতে দেন।
৯ তিনি পশুকে তার খাদ্য দেন,
দাঁড়কাকের বাচ্চাগুলোকে দেন, যারা ডেকে উঠে।
১০ ঘোড়ার বলে তিনি আনন্দ করেন না,
পুরুষের চরণের শক্তিতেও সন্তুষ্ট হন না।
১১ মাবুদ তাদের উপর সন্তুষ্ট,
যারা তাঁকে ভক্তিপূর্ণ ভয় করে,
যারা তাঁর অটল মহব্বতের অপেক্ষায় থাকে।
১২ হে জেরুশালেম, মাবুদের গুণ ঘোষণা কর;
হে সিয়োন, তোমার আল্লাহ্‌র প্রশংসা কর।
১৩ কেননা তিনি তোমার দ্বারের সমস্ত অর্গল দৃঢ় করে দিয়েছেন,
তিনি তোমার মধ্যে তোমার সন্তানদেরকে দোয়া করেছেন।
১৪ তিনি তোমার পরিসীমা শান্তিময় করেন,
তিনি উৎকৃষ্ট গম দিয়ে তোমাকে তৃপ্ত করেন।
১৫ তিনি দুনিয়াতে তাঁর হুকুম পাঠান,
তাঁর কালাম বেগে ধাবমান হয়।
১৬ তিনি ভেড়ার লোমের মত তুষার দেন,
তিনি ভস্মের মত নীহার ছড়িয়ে দেন।
১৭ তিনি খণ্ড খণ্ড করে তাঁর শিলাবৃষ্টি পাঠান;
তাঁর শীতের সম্মুখে কে দাঁড়াতে পারে?
১৮ তিনি তাঁর কালাম পাঠিয়ে সেই সমস্ত গলিয়ে ফেলেন,
তিনি তাঁর বায়ু বহালে পানি প্রবাহিত হয়।

৩৩:২৩।
[১৪৭:৮] দ্বি.বি. ১১:১৪;৩২:২।
[১৪৭:৯] পয়দা ১:৩০; মথি ৬:২৬।
[১৪৭:১০] ১শামু ১৬:৭।
[১৪৭:১১] জবুর ৩৫:২৭।
[১৪৭:১৩] দ্বি.বি. ৩৩:২৫।
[১৪৭:১৪] লেবীয় ২৬:৬।
[১৪৭:১৫] আইউ ৩৭:১২।
[১৪৭:১৬] আইউ ৩৭:১২; ৩৮:২৯।
[১৪৭:১৭] হিজ ৯:২২-২৩; আইউ ৩৮:২২।
[১৪৭:১৯] হিজ ২০:১; রোমীয় ৩:২।
[১৪৭:২০] দ্বি.বি. ৪:৭-৮, ৩২-৩৪।
[১৪৮:৪] দ্বি.বি. ১০:১৪।
[১৪৮:৬] ইয়ার ৩১:৩৫-৩৬; ৩৩:২৫।
[১৪৮:৭] দ্বি.বি. ৩৩:১৩।
[১৪৮:৮] হিজ ৯:১৮; ইউসা ১০:১১।
[১৪৮:৯] ইশা

১৯ তিনি জানান ইয়াকুবকে তাঁর কালাম,
ইসরাইলকে তাঁর বিধি ও অনুশাসনগুলো।
২০ তিনি আর কোন জাতির জন্য এরকম করেন নি,
তাঁর সমস্ত অনুশাসন তারা জানে নি।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১৪৮

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
বেহেশত থেকে মাবুদের প্রশংসা কর;
ঊর্ধ্বস্থানে তাঁর প্রশংসা কর।
২ হে তাঁর সমস্ত ফেরেশতা, তাঁর প্রশংসা কর;
হে তাঁর সমস্ত বাহিনী, তাঁর প্রশংসা কর।
৩ হে সূর্য ও চন্দ্র, তাঁর প্রশংসা কর;
হে উজ্জ্বল সমস্ত তারা, তাঁর প্রশংসা কর।
৪ হে উচ্চতম বেহেশত, তাঁর প্রশংসা কর।
হে আসমানের উপরের জলরাশি,
তোমরাও তাঁর প্রশংসা কর।
৫ এরা মাবুদের নামের প্রশংসা করুক,
কেননা তিনি হুকুম করলেন, আর এরা সৃষ্ট হল;
৬ তিনি চিরকালের জন্য তাদেরকে স্থাপন করেছেন,
তিনি একটি নিয়ম দিয়েছেন, কেউ তা ভাঙ্গতে পারবে না।
৭ দুনিয়া থেকে মাবুদের প্রশংসা কর,
হে প্রকাণ্ড জলচরগুলো ও সমস্ত জলধি;
৮ আগুন ও শিলা, তুষার ও বাষ্প,
তাঁর হুকুম পালন-করা প্রচণ্ড বায়ু;
৯ পর্বতরাজি ও সমস্ত উপপর্বত,

সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর প্রয়োজনীয় সমস্ত উপাদান যুগিয়ে থাকেন।

১৪৭:১১ ভক্তিপূর্ণ ভয়। ৩৪:৮-১৪ আয়াতের নোট দেখুন। *অটল মহব্বত।* ৬:৪ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৭:১২-১৮ সমগ্র সৃষ্ট জগতের মাবুদ, সিয়োনের আল্লাহ্‌ তাঁর লোকদের সুরক্ষা ও সমৃদ্ধি নিশ্চিত করেন, তাদের জীবনে সুখ ও শান্তি বিধান করেন।

১৪৭:১৫ তাঁর হুকুম ... তাঁর কালাম। এখানে মাবুদের হুকুম ও কালামকে ব্যক্তিকরণ করে তাঁর বেহেশতী প্রতিনিধি হিসেবে দেখানো হয়েছে (আয়াত ১৮ দেখুন)।

১৪৭:১৯-২০ ইসরাইল জাতির প্রতি আল্লাহ্‌র সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হচ্ছে তাঁর প্রদত্ত নাজাত, যা তাদেরকে অনন্ত জীবন দান করবে।

জবুর ১৪৮ অধ্যায়। সমগ্র সৃষ্টি জগতকে মাবুদের প্রশংসা করার জন্য এখানে আহ্বান জানানো হয়েছে। গজলটি রচনার মূল উদ্দেশ্য যা-ই হোক না কেন, এখানে এই শেষ পাঁচটি গজলের মধ্যবর্তী গজল হিসেবে এটি স্থাপনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জবুর শরীফের সমাপ্তির ঠিক আগে মাবুদের প্রশংসা ও গৌরব জ্ঞাপনের পরিধি পূর্ণ করা (জবুর ১৪৬-১৫০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

১৪৮:১-৬ বেহেশতের সকল প্রাণী মাবুদের প্রশংসা করুক।

১৪৮:২ তাঁর সমস্ত বাহিনী। ১০৩:২১ আয়াত ও নোট দেখুন।

১৪৮:৩ সূর্য ও চন্দ্র ... উজ্জ্বল সমস্ত তারা। ৬৫:১৩ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৮:৪ আসমানের উপরের জলরাশি। উপরের "গভীর" স্থান (পয়দা ১:৭ আয়াত দেখুন; এর সাথে তুলনা করুন ৭ আয়াতের "সমস্ত জলধি" বা গভীর সমুদ্র; ৪২:৭ আয়াতের নোট দেখুন)।

১৪৮:৫, ১৩ মাবুদের নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন। তারা মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করছে কারণ তিনিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের অস্তিত্ব তিনিই টিকিয়ে রেখেছেন।

১৪৮:৭-১৪ দুনিয়ার সমস্ত প্রাণী মাবুদের প্রশংসা করুক; দেখুন ৮৯:১১; ১১৩:৬; ১৩৬:৫-৬; পয়দা ২:১, ৪ আয়াত)।

১৪৮:৭ প্রকাণ্ড জলচরগুলো ও সমস্ত জলধি। পয়দা ১ অধ্যায় অনুসারে (পয়দা ১:৭, ১০, ২১ আয়াত দেখুন) এই আহ্বানটি শুরু হয়েছে এবং এগিয়ে গেছে মানবীয় উপাদানের দিকে। এখানে একে একে সমস্ত প্রাণীকুলের বর্ণনা করা হয়েছে যারা মানুষের কর্তৃত্বের অধীনে থাকে।

১৪৮:৮ তাঁর হুকুম পালন-করা। আক্ষরিক অর্থে তাঁর কথা বা কালাম (১৪৭:১৫ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৪৮:১৩-১৪ নাটকীয় পরিসমাপ্তি, যেখানে মূল বিষয়বস্তু মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গৌরব সাধন (আয়াত ৫-৬ দেখুন)।

১৪৮:১৩ মাবুদের নাম ... তাঁর গৌরব। তাঁর সৃষ্টি কাজের মধ্য

ফলের গাছগুলো ও সমস্ত এরস গাছ;
১০ বন্য পশুদের ও সমস্ত গৃহপালিত পশু;
সরীসৃপ ও উড়ে বেড়ানো সমস্ত পাখি;
১১ দুনিয়ার বাদশাহ্‌রা ও সমস্ত জাতি;
শাসনকর্তারা ও দুনিয়ার সকল বিচারকর্তা;
১২ যুবকও যুবতীরা;
বৃদ্ধ লোকেরা ও বালক-বালিকারা;
১৩ সকলে মাবুদের নামের প্রশংসা করুক,
কেননা কেবল তাঁরই নাম উন্নত,
তাঁর গৌরব দুনিয়া ও বেহেশতের উপরে
স্থাপিত।
১৪ আর তিনি তাঁর লোকদের জন্য একটি শৃঙ্গ
উত্তোলন করেছেন,
তাঁর সমস্ত ভক্তের জন্য প্রশংসা কর,
বনি-ইসরাইলদের জন্য তাঁর প্রশংসা কর,
যারা তাঁর কাছের লোক।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১৪৯

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
মাবুদের উদ্দেশে নতুন গজল গাও;
বিশ্বস্ত লোকদের সমাজে তাঁর প্রশংসা গাও।
২ ইসরাইল তাঁর নির্মাণকর্তাতে আনন্দ করুক,
সিয়োন-সন্তানেরা নিজেদের বাদশাহ্‌তে
উল্লসিত হোক।
৩ তারা নৃত্যযোগে তাঁর নামের প্রশংসা করুক,
তবল ও বীণাযোগে তাঁর প্রশংসা গান করুক;
৪ কেননা মাবুদ তাঁর লোকদের প্রতি প্রীত,
তিনি নম্রদেরকে বিজয়ে ভূষিত করবেন।
৫ বিশ্বস্ত লোকেরা গৌরবে উল্লসিত হোক;
তারা নিজ নিজ বিছানায় আনন্দগান করুক।
৬ তাদের কণ্ঠে আল্লাহ্‌র উঁচু প্রশংসা,
তাদের হাতে দ্বিধার তলোয়ার থাকুক;
৭ যেন তারা জাতিদেরকে প্রতিফল দেয়,
লোকবৃন্দকে শাস্তি দেয়;
৮ যেন তাদের বাদশাহ্‌দেরকে শিকলে,
তাদের মান্যগণ্যকে লোহার বেড়ী দিয়ে বাঁধে;
৯ যেন তাদের বিরুদ্ধে লেখা বিচার নিষ্পন্ন করে;
এ-ই হল তাঁর সমস্ত ভক্তের গৌরব।
মাবুদের প্রশংসা হোক!

জবুর ১৫০

১ মাবুদের প্রশংসা হোক!
আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থানে তাঁর প্রশংসা কর;
তাঁর শক্তির শূন্যস্থানে তাঁর প্রশংসা কর।
২ তাঁর কুদরতি-কাজগুলোর জন্য তাঁর প্রশংসা
কর;
তাঁর অপার মহিমার জন্য তাঁর প্রশংসা কর।
৩ তূরীধ্বনিসহ তাঁর প্রশংসা কর;
নেবল ও বীণাযন্ত্রে তাঁর প্রশংসা কর।
৪ তবল ও নৃত্যযোগে তাঁর প্রশংসা কর;
তারযুক্ত যন্ত্র ও বাঁশীর আওয়াজে তাঁর প্রশংসা
কর;
৫ সুশ্রাব্য করতালযোগে তাঁর প্রশংসা কর;

৪৪:২৩।
[১৪৮:১০] হোশেয়
২:১৮।
[১৪৮:১১] জবুর
১০২:১৫।
[১৪৮:১৩] জবুর
১১৩:২; ১৩৮:৪।

[১৪৮:১৪] ১শামু
২:১।
[১৪৮:১৪] হিজ
১৫:২।
[১৪৯:১] প্রকা ৫:৯।
[১৪৯:২] ইশা
১৩:৩; ইয়ার
৫১:৪৮।
[১৪৯:৩] হিজ
১৫:২০।
[১৪৯:৬] ইব ৪:১২;
প্রকা ১:১৬।
[১৪৯:৭] দ্বি.বি.
৩২:৪১।
[১৪৯:৯] দ্বি.বি.
৭:১; ইহি ২৮:২৬।
[১৫০:২] দ্বি.বি.
৩:২৪।
[১৫০:৩] শুমারী
১০:২।
[১৫০:৪] পয়দা
৪:২১।
[১৫০:৫] ২শামু
৬:৫।

দিয়ে যে গৌরব প্রকাশিত হয়েছে। *উন্নত ... বেহেশতের উপরে।* সৃষ্টির গৌরবের চেয়ে সৃষ্টিকর্তার গৌরব অনেক বেশি উচ্চীকৃত।

১৪৮:১৪ শৃঙ্গ। অর্থাৎ মাবুদের অভিষিক্ত জন (১৩২:১৭ আয়াত ও নোট দেখুন; এর সাথে ২:২ আয়াতের নোট ও জবুর ১৮ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন)।

জবুর ১৪৯ অধ্যায়। মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করা হয়েছে, কারণ তিনি তাঁর জাতি ইসরাইলকে সর্বোচ্চ সম্মানে ভূষিত করেছেন।

জবুর ১৪৯:১ নতুন গজল। ৩৩:৩ আয়াতের নোট দেখুন। বিশ্বস্ত লোকদের সমাজে। ৯:১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৯:২-৫ ইসরাইলীয়রা তাদের বাদশাহ্‌তে আনন্দ করুক, যিনি তাদেরকে মর্যাদাপূর্ণ নাজাতের মুকুটে ভূষিত করেছেন।

১৪৯:৩ তাঁর নাম। ৫:১১ আয়াতের নোট দেখুন।

১৪৯:৪ বিজয়ে ভূষিত করবেন। তিনি তাদেরকে মহা গৌরব ও সম্মান দান করবেন (ইশা ৫৫:৫; ৬০:৯; ৬১:৩ আয়াত দেখুন)। *নম্র।* যারা স্বীকার করে যে তাদের নিজেদের কোন শক্তি বা কর্তৃত্ব নেই (১৪৭:৬ আয়াত ও নোট দেখুন)।

১৪৯:৬-৯ ইসরাইল মাবুদের প্রশংসা করুক যিনি তাদেরকে তাঁর পরিচর্যাকারী সৈন্যবাহিনীতে তাঁর তলোয়ার বহন করার মহিমা দান করেছেন (এর সাথে তুলনা করুন জবুর ১৩৭; ১৩৯:১৯-২২; উযা ৩৮-৩৯; দানি ২:৪৪; ৭:২২, ২৬-২৭; আমোস ৯:১২)।

১৪৯:৭ প্রতিফল। যারা মাবুদ আল্লাহ্‌র রাজ্যে আক্রমণ করবে তাদেরকে তিনি সমুচিত শাস্তি দেবেন। অনেক ক্ষেত্রে পুরাতন নিয়মে এই বেহেশতী প্রতিফল দান বা শাস্তি দানের বিষয়টি উঠে এসেছে: ৫৮:১০; ৭৯:১০; ৯৪:১; শুমারী ৩১:২; দ্বি.বি. ৩২:৩৫, ৪১, ৪৩; ২ বাদশাহ্‌ ৯:৭; ইশা ৩৪:৮; ৩৫:৪; ৪৭:৩; ৫৯:১৭; ৬১:২; ৬৩:৪; ইয়ার ৪৬:১০; ৫০:১৫, ২৮; ৫১:৬, ১১, ৩৬; ইহি ২৫:১৪, ১৭; মিকাহ্‌ ৫:১৫; নহিমিয়া ১:২।

জবুর ১৫০ অধ্যায়। সর্বশেষ মহা হাল্লেলুইয়া গজল – সম্ভবত জবুর শরীফের যবনিকা পতনের জন্য এই গজলটিকে বিশেষভাবে রচনা করা হয়েছে। এর আগের চারটি খণ্ডের সমাপ্তি ঘোষণা করার জন্য যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা দেখুন: ৪১:১৩; ৭২:১৮-১৯; ৮৯:৫২; ১০৬:৪৮। জবুর ১৪৬-১৫০ অধ্যায়ের ভূমিকা দেখুন।

১৫০:১ যেখানে মাবুদের প্রশংসা করা উচিত: আল্লাহ্‌র পবিত্র স্থান। অর্থাৎ জেরুশালেমে। *তাঁর শক্তির শূন্যস্থানে।* আক্ষরিক অর্থে "তাঁর শক্তির কোষাগারে" (দেখুন ১৯:১, আসমান; পয়দা ১:৬)।

১৫০:২ কেন মাবুদের প্রশংসা করা উচিত: তাঁর কুদরতি-কাজগুলোর জন্য। সৃষ্টি ও নাজাতের মধ্য দিয়ে তিনি যে আশ্চর্য ও অলৌকিক কাজ সাধন করেছেন। *তাঁর অপার মহিমার জন্য।* অর্থাৎ তিনি আল্লাহ্‌ বলেই তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

১৫০:৩-৫ কীভাবে মাবুদের প্রশংসা করা উচিত: *তূরীধ্বনিসহ ... নেবল ও বীণাযন্ত্রে।* অর্থাৎ সমস্ত উপকরণ ও সামর্থ্য ব্যয় করে, সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করা উচিত।

১৫০:৬ কে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে: শ্বাসবিশিষ্ট সকলেই মাবুদের প্রশংসা করুক! শুধু গজল গায়ক দল নয়, তাঁকে

উচ্চধ্বনি করতালযোগে তাঁর প্রশংসা কর। ৬ শ্বাসবিশিষ্ট সকলেই মাবুদের প্রশংসা করুক!	[১৫০:৬] জবুর ১০৩:২২।	মাবুদের প্রশংসা হোক।

এবাদত করে, তাঁকে মহব্বত করে, তাঁর উপরে নির্ভর করে এমন প্রত্যেকেই গলা খুলে দিয়ে ও হাত তুলে দিয়ে মাবুদ আল্লাহ্‌র প্রশংসা করবে। *মাবুদের প্রশংসা হোক!* হিব্রু শব্দ হাল্লেলু ইয়াহ্‌। আরও কয়েকটি বিখ্যাত হাল্লেল গজল সম্পর্কে জানতে দেখুন প্রকাশিত কালাম ১৯:১-৮ আয়াত এবং ১৯:১ আয়াতের নোট।

জবুর কিতাবে কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে

যখন আপনি অনুভব করেন ...	যখন আপনি মোকাবিলা করেন ...	যখন আপনি চান ...
ভীত: ৩; ৪; ২৭; ৪৬; ৪৯; ৫৬; ৯১; ১১৮	নাস্তিক: ১০, ১৪, ১৯, ৫২, ৫৩, ১১৫	গ্রহণযোগ্যতা: ১৩৯
একা: ৯; ১০; ১২; ১৩; ২৭; ৪০; ৪৩	প্রতিযোগীতা: ১৩৩	উত্তর: ৪, ১৭
পুড়ে যাওয়া: ৬; ৬৩	সমালোচনা: ৩৫, ৫৬, ১২০	আস্থা: ৪৬, ৭১
প্রতারিত: ৪১	বিপদ: ১১	সাহস: ১১, ৪২
বিভ্রান্ত: ১০; ১২; ৭৩	মৃত্যু: ৬, ৭১, ৯০	আল্লাহ্‌র সাথে সহভাগিতা: ৫, ১৬, ২৫, ২৭, ৩৭, ১৩৩
নিরাশ: ২৭; ৩৪; ৪২; ৪৩; ৮৮; ১৪৩	সিদ্ধান্তসমূহ: ১, ১১৯	ক্ষমা: ৩২, ৩৮, ৪০, ৫১, ৬৯, ৮৬, ১০৩, ১৩০
পীড়িত: ১৩; ২৫; ৩১; ৪০; ১০৭	বৈষম্য: ৫৪	বন্ধুত্ব: ১৬
গর্বিত: ১৯; ৯৬	সন্দেহ: ৩৪, ৩৭, ৯৪	ধার্মিকতা: ১৫, ২৫
দোষী: ১৯; ৩২; ৩৮; ৫১	দুষ্ঠ লোক: ১০, ৩৫, ৩৬, ৪৯, ৫২, ১০৯, ১৪০	পথনির্দেশ: ১, ৫, ১৫, ১৯, ২৫, ৩২, ৪৮
ঘৃণ্য: ১১	শত্রুগণ: ৩, ২৫, ৩৫, ৪১, ৫৬, ৫৯	সুস্থতা: ৬, ৪১
অসহিষ্ণু: ১৩; ২৭; ৩৭; ৪০	আল্লাহ্‌ নিন্দা: ১৪	আশা: ১৬, ১৭, ১৮, ২৩, ২৭
অনিরাপদ: ৩; ৫; ১২; ৯১	ভণ্ডামি: ২৬, ২৮, ৪০, ৫০	নম্রতা: ১৯, ১৪৭
অপমানিত: ৪১; ৭০	অসুস্থতা: ৬, ১৩৯	আলোকিত: ১৯
ঈর্ষান্বিত: ৩৭	মিথ্যা খবর: ৫, ১২, ১২০	সততা: ২৪, ২৫
কাজ ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে: ২৯; ৪৩; ১৪৫	বার্ধক্য: ৭১, ৯২	আনন্দ: ৯, ১৬, ২৮, ১২৬
হারানো: ২৩; ১৩৯	নিপীড়ন: ১, ৩, ৭, ৫৬	বিচার: ২, ৭, ১৪, ২৬, ৩৭, ৪৯, ৫৮, ৮২
অভিভূত: ২৫; ৬৯; ১৪২	দারিদ্রতা: ৯, ১০, ১২	জ্ঞান: ২, ৮, ১৮, ১৯, ২৫, ২৯, ৯৭, ১০৩
অনুতপ্ত/দুঃখার্ত: ৩২; ৫১; ৬৬	শাস্তি: ৬, ৩৮, ৩৯	নেতৃত্ব: ৭২

জবুর কিতাবে কোথায় সাহায্য পাওয়া যাবে

যখন আপনি অনুভব করেন ...	যখন আপনি মোকাবিলা করেন ...	যখন আপনি চান ...
দাম্ভিক: ১৪; ৩০; ৪৯	অপবাদ/অপমান: ৭, ১৫, ৩৫, ৪৩, ১২০	অলৌকিক কাজ: ৬০, ১১১
উদ্দেশ্যহীন: ১৪; ২৫; ৩৯; ৪৯; ৯০	নৃশংস হত্যা: ৬, ৪৬, ৮৩	টাকা-পয়সা: ১৫, ১৬, ১৭, ৪৯
বিষন্ন: ১৩	দুঃখ: ২৩, ৩৪	শান্তি: ৩, ৪
আত্ম-বিশ্বাসী: ২৪	সাফল্য: ১৮, ১১২, ১২৭, ১২৮	পরিপ্রেক্ষিত: ২, ১১
উদ্বিগ্ন: ৪	প্রলোভন: ৩৮, ১৪১	প্রার্থনা: ৫, ১৭, ২৭, ৬১
হুমকির মুখে: ৩; ১১; ১৭	মৌখিক নিষ্ঠুরতা: ৩৫, ১২০	সুযোগ: ২৩
ক্লান্ত/দুর্বল: ৬; ১৩; ১৮; ২৮; ৪৯; ৪০; ৮৬		বিশ্রাম: ২৩, ২৭
ফাঁদে আটক: ৭; ১৭; ৪২; ৮৮; ১৪২		উদ্ধার: ২৬, ৩৭, ৪৯, ১২৬
গুরুত্বহীন: ৮; ৯০; ১৩৯		স্থিতিশীলতা: ১১, ৩৩, ৪৬
প্রতিশোধ: ৩; ৭; ১০৯		সত্যতা প্রতিপাদন: ৯, ১৪, ২৮, ৩৫, ১০৯
চিন্তিত: ৩৭		প্রজ্ঞা: ১, ১৬, ১৯, ৬৪, ১১১
এবাদতপূর্ণ: ৮; ১৯; ২৭; ২৯; ১৫০		

জবুর কিতাবে প্রশংসা

বেশিরভাগ জবুরই হচ্ছে মুনাজাত, এবং বেশিরভাগ মুনাজাতের মধ্যে আল্লাহ্‌র প্রশংসা অর্ন্তভূক্ত। প্রশংসা প্রকাশ করে– শ্রদ্ধাবোধ, মূল্যায়ন এবং ধন্যবাদ। জবুরের কিতাবে প্রশংসা প্রায়ই আল্লাহ্‌র দিকে নির্দেশ করা হয়েছে, ঠিক যেমন প্রায়ই অন্যদের সাথে প্রশংসা শেয়ার করা হয়েছে। আল্লাহ্‌ আমাদের জন্য যা করেছেন এবং করেন তা বিবেচনায় রেখে আন্তরিক প্রশংসার বহিঃপ্রকাশের চেয়ে স্বাভাবিক আর কি বেশি হতে পারে?

যখন আপনি জবুর পড়বেন তখন আল্লাহ্‌কে দেওয়া প্রশংসার দিকে লক্ষ্য করুন, সেগুলো শুধু তিনি কি করেন– যেমন তাঁর সৃষ্টি করা, তাঁর আশীর্বাদ করা, তাঁর ক্ষমা করা, এগুলোর জন্য নয় কিন্তু তিনি কি– ভালবাসাপূর্ণ, ন্যায়বান, বিশ্বস্ত, ক্ষমাশীল, ধৈর্যশীল, এগুলোর জন্য দেওয়া হয়েছে। সেই সময়গুলোতেও লক্ষ্য করুন যখন আল্লাহ্‌র প্রশংসা অন্যদের সাথে শেয়ার করা হয়েছে, এবং তারাও তাঁর প্রশংসা করতে উৎসাহিত হয়েছেন। কোন উপায়ে সাম্প্রতিক সময়ে আপনি আল্লাহ্‌র প্রশংসা করেছেন অথবা তিনি আপনার জন্য কি করেছেন তা অন্যদের বলেছেন?

এই বিষয়গুলোকে গুরুত্ব প্রদান করে এমন বাছাইকৃত জবুরগুলো হচ্ছে: ৮; ১৯; ৩০; ৬৫; ৮৪; ৯৬; ১০০; ১৩৬; ১৪৫; ১৫০।